নদী-প্রবাহিত স্থান একসময় আর্য্যগণের বাস ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইত ; সুতরাং আসামের উপর অথবা উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশ হইতেই আর্য্যগণ বেদ উপনিষৎ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই কয়েকটী কথা পল্লবিত করিবার জন্য তিনি ৪৩ পৃষ্ঠাব্যাপী এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বেদোক্ত নদীর এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "So the word Saraswati was afterwords pronounced as Halawati, which corrupted to Hlawit and then to Lowit or Lohit. I may note here that the river which flows on the south Sadiya is wrongly shown in maps as Lohit" অধিক আর উ… করিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থকারের মনে যাহা আসিয়াছে তাহাই লিখি… সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। যে গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠাতেই এইরূপ উন্মত্তের প্রলাপ তাহার সমালোচনা করিবার কোন আবশ্যকতাই ছিল না। তবে তিনি কায়স্থ জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ উষ্ণমস্তিষ্কের পরিচয় দেওয়ায় পাছে তাহাতে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা জন্মে, সেই জন্য ২।১টী কথা লিখিতে হইতেছে। গ্রন্থকার … পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"It is a mistake to suppose that the Brahmans and Kayasthas of Assam came from Bengal. The word Kaietha (now Kayasthas seems to be a corruption of the Assamese "Kalita." অর্থাৎ কায়েথ (কায়স্থ)"কলিতা" শব্দের অপভ্রংশ অর্থাৎ গ্রন্থকার কলিতা ও কায়স্থ-জাতিকে এক করিতে চান। কলিতার সহিত কায়স্থ জাতির যে কোন সম্বন্ধ নাই তাহা বহু দিন হইল কায়স্থ-পত্রিকায় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"কলিতার ভিতরত মহাজন বা মহন্ত, কবি, সোণার, কমার, কুমার, ধোবা, নাপিত, নট আদি নানা ব্যবসায়র মানুহ আছে। ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ার আরু ডাল্টন ছাহাব Ethnology পুথির পরা জনা যায় যে কলিতা জাতির মানুহ কোচ (কুবাচ) আরু ছুটিয়া (স্বতীয়া) জাতির পুরোহিত প্রমাণিত হইতেছে।" অর্থাৎ কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত ইত্যাদি নানা জাতির সমবায়ে কলিতা জাতির উৎপত্তি। এইরূপ সঙ্কর জাতিকে কায়স্থজাতির মূল করিতে গিয়া গ্রন্থকার যথেষ্ট ধৃষ্টতাপ্রকাশ ও উন্মত্ত প্রলাপ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ আদ্যোপান্ত অসার, অশাস্ত্রীয় ও অমূলক কথায় পূর্ণ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একমাত্র মুখপত্র

জাতি, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্ম্ম-বিষয়ক

মাসিক-পত্র

—:*:—

পত্রিকা-সম্পাদক

শ্রীগণপতি সরকার-বর্ম্মা

—০:*:০—

(নবপর্য্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড)

ত্রয়োবিংশ বর্ষ] [১৩৩১

বাগবাজার, "লক্ষ্মী-নিবাস",
১, লক্ষ্মী দত্ত লেন হইতে
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৯, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, জৈনসিদ্ধান্তপ্রকাশক প্রেসে
শ্রীশ্রীলাল জৈন কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কায়স্থ-পত্রিকা
১৩৩১
বাৎসরিক বর্ণানুক্রমিক

সূচী

অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম—শ্রীবীরহরি দত্ত বড়ুয়া ... ৩০৫
আচার ও ধর্ম্মকর্ম্ম (সম্পাদকীয়) ৪২৮
আদ্যাশক্তির আদিপূজা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ১৯১
আবাহন (কবিতা)—শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ... ১৬৯
উত্তরায়ণ-সম্মেলন (আহ্বায়কের নিবেদন ১৩৩১)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ৪০৪
উপবীত ও সূত্র—শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ... ৬৮
ঐতিহাসিক জ্ঞান-তত্ত্বে কায়স্থ—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ২৫৪
ঔষধ (গল্প)—শ্রীমতী চারুশীলা দেবী ৭০
কায়স্থ শব্দের নিরুক্তি—শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ ... ২
কায়স্থ-পঞ্জি ১৫
কায়স্থ-সমাচার ১৩৮, ১৯৭, ২৯৭, ৩৩৫, ৩৭৭, ৪০৭, ৪৪৪
কায়স্থ-জাতি-তত্ত্ব-প্রতিবাদ—শ্রীপ্রিয়নাথ বসু শাস্ত্রী ৭৩, ১২৯, ১৭৩, ৩৮৮
কায়স্থ জাতি-তত্ত্ব-প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরের উত্তর—শ্রীপ্রিয়নাথ বসু শাস্ত্রী ২৩৩
কায়স্থ ও শ্রীগৌরীহর সংবাদ—সম্পাদকীয় ... ৩৮৫
কায়স্থ মহর্ষির পূজা—শ্রীরামশঙ্কর দত্ত ৪৪১
কায়স্থ-মহাকবির স্মৃতিপূজা—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ... ৪১৫
কায়স্থের অধিকার—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ... ১২
কার্য্য-বিবরণী ... ... /০—৩৴
কাশীদাসের চাকুরী—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ৩১৩
খুলনা বেলফুলিয়া কায়স্থধর্ম্ম প্রচার—শ্রীঅমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা ২৭৯
গিরিশ-গৌরব (কবিতা)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ৪০৬
চতুর্দ্দশ যম—শ্রীপ্রিয়নাথ বসু শাস্ত্রী ৭
চৌধুরী-প্রসঙ্গ—শ্রীগণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন ... ১৩৪
চিত্রগুপ্ত (কবিতা) ঐ ২১৭
জাতি-বিজ্ঞান—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৩৪৫
ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক ও বসু-মল্লিক-বংশ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ৪৩৪
'তত্ত্বমসি' (কবিতা)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ৪৯

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঝঙ্কার—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ... ৩২৭
দশভুজা মায়ের পূজা—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ... ২৬১
দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ সম্মিলন ... ১—১৬
নানা সংবাদ ২০০
নারীর কথা—শ্রীমতী চারুশীলা দেবী ২৪৬
পণ-প্রথা—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন ... ৪২১
পরলোকে রাজকৃষ্ণ—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ... [illegible]
পরাজিতা (গল্প)—শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... [illegible]
পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ—শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ... ৩২৯
পণ্ডিত পদ্মনাথ ও কায়স্থ-জাতি—শ্রীবীরহরি দত্ত বড়ুয়া ... [illegible]
পুরুষ-সিংহ আশুতোষ (কবিতা)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ... [illegible]
প্রচার পরিষদের বার্ষিক-বিবরণ—পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী ... [illegible]
প্রাচীন ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা—সম্পাদকীয় ২১৮
বর্ষ-অভিষেক (কবিতা)—শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
বঙ্গে ব্রাহ্মণ—শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্মা রায় ... [illegible]
বসিরহাট প্রচার-কাহিনী—অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ৮১, [illegible]
বিগত সেন্‌সাসে কায়স্থ—সম্পাদকীয় .. ... [illegible]
ভূপেন্দ্র-শ্রদ্ধাঞ্জলি—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ... [illegible]
ভৃগুনন্দী ও বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ—শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার ৫৪,২৬৫,৩৫০,[illegible]
মা'র পূজা—শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ... [illegible]
যশোহর-সমাজে কায়স্থ-জাগরণ—শ্রীঅমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা [illegible]
রায় বিনোদবিহারী বসু—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব [illegible]
শোক-সংবাদ—পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী ... [illegible]
সভাপতির নিবেদন—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব [illegible]
সমাজ-শাসন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ... [illegible]
সমালোচনা ... ... [illegible]
সংবাদ-চয়ন ... ... [illegible]
সাময়িক প্রসঙ্গ ... ... [illegible]
সাময়িক রঙ্গ-ব্যঙ্গ—কবি শ্রীচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা ... ... [illegible]
স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে দুটী কথা—শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ [illegible]
স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা [illegible]

কায়স্থ-পত্রিকা

২৩ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৩১ | ১ম সংখ্যা

বর্ষ-অভিষেক

নিদাঘ তপন-তাপে সহি দুঃখ শত,
বরষার ঝঞ্ঝাবাতে করি মাথা নত,
শরতে ক্ষণিক তৃপ্তি না উঠিতে ফুটি,—
সরমে মরমে নিল সঙ্গোপনে লুটি !
হিম-মাসে হিম-পাতে চঞ্চল অধীর,
মাঘের ভীষণ শৈত্যে কম্পিত শরীর,
আসিল বসন্ত পরে করি অভিযান,
শেষ হাসি ডেকে আনে অন্তিম আহ্বান !
ক্রমে হলো আয়ুশেষ বর্ষ পুরাতন,
স্মৃতির মানস-পটে তার বিসর্জ্জন !
জীবন-প্রবাহ-নীর তেমনি চপল,
কেন তবে আশা, খেদ, ভাবনা বিফল ?
বিষাদ অন্তর-ব্যথা বল কে বা চায় !
অতীত অতীতে মেশে—যে যায়, সে যায় !
কালের কঙ্কাল-স্তূপে জন্মে আকিঞ্চন,
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠে ফুটি নব আগমন !
নব মোহে, নব প্রেমে বিভোর সবায় !
নব-বর্ষ-অভিষেক—প্রাচীনে বিদায় !!

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঝঙ্কার—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ... ৩২১
দশভুজা মায়ের পূজা—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ... ২৬১
দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ সম্মিলন ... ১—৩৯
নানা সংবাদ ২০০
নারীর কথা—শ্রীমতী চারুশীলা দেবী ২৪৪
পণ-প্রথা—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন ৪২৫
পরলোকে রাজকৃষ্ণ—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ... [illegible]
পরাজিতা (গল্প)—শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... [illegible]
পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ—শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ... ৩২১
পণ্ডিত পদ্মনাথ ও কায়স্থ-জাতি—শ্রীবীরহরি দত্ত বড়ুয়া ... ৪৩৯
পুরুষ-সিংহ আশুতোষ (কবিতা)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ... ২৪৫
প্রচার পরিষদের বার্ষিক-বিবরণ—পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী ... ৪১৭
প্রাচীন ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা—সম্পাদকীয় ২১৮
বর্ষ-অভিষেক (কবিতা)—শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
বঙ্গে ব্রাহ্মণ—শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্মা রায় ... ৩১৮
বসিরহাট প্রচার-কাহিনী—অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ৮১, ১৭৫
বিগত সেন্‌সাসে কায়স্থ—সম্পাদকীয় ৩০২
ভূপেন্দ্র-শ্রদ্ধাঞ্জলি—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ২৩১
ভৃগুনন্দী ও বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ—শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার ৫৪,২৬৫,৩৫০,৩৯১
মা'র পূজা—শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ... ১১০
যশোহর-সমাজে কায়স্থ-জাগরণ—শ্রীঅমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা [illegible]
রায় বিনোদবিহারী বসু—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব [illegible]
শোক-সংবাদ—পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী ... [illegible]
সভাপতির নিবেদন—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব [illegible]
সমাজ-শাসন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ... ... [illegible]
সমালোচনা ... ... [illegible]
সংবাদ-চয়ন ... ... [illegible]
সাময়িক প্রসঙ্গ ... ... [illegible]
সাময়িক রঙ্গ-ব্যঙ্গ—কবি শ্রীচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা ... [illegible]
স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে দুটী কথা—শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ [illegible]
স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা [illegible]

শ্রীরায় গোপাল নন্দী বর্ম্মা। কোন্নগর। ২৬/১/৩১

কায়স্থ-পত্রিকা

২৩ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৩১ | ১ম সংখ্যা

বর্ষ-অভিষেক

নিদাঘ তপন-তাপে সহি দুঃখ শত,
বরষার ঝঞ্ঝাবাতে করি মাথা নত,
শরতে ক্ষণিক তৃপ্তি না উঠিতে ফুটি,—
সরমে মরমে নিল সঙ্গোপনে লুটি!
হিম-মাসে হিম-পাতে চঞ্চল অধীর,
মাঘের ভীষণ শৈত্যে কম্পিত শরীর,
আসিল বসন্ত পরে করি অভিযান,
শেষ হাসি ডেকে আনে অন্তিম আহ্বান!
ক্রমে হলো আয়ুশেষ বর্ষ পুরাতন,
স্মৃতির মানস-পটে তার বিসর্জ্জন!
জীবন-প্রবাহ-নীর তেমনি চপল,
কেন তবে আশা, খেদ, ভাবনা বিফল?
বিষাদ অন্তর-ব্যথা বল কে বা চায়!
অতীত অতীতে মেশে—যে যায়, সে যায়!
কালের কঙ্কাল-স্তূপে জন্মে আকিঞ্চন,
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠে ফুটি নব আগমন!
নব মোহে, নব প্রেমে বিভোর সবায়!
নব-বর্ষ-অভিষেক—প্রাচীনে বিদায়!!

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কায়স্থ শব্দের নিরুক্তি

জাতিবাচক কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানামত দেখিতে পাওয়া যায়। ভবিষ্য পুরাণকার বলেন :—

"মচ্ছরীরাৎ সমদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি ॥"

ব্রহ্মা, চিত্রগুপ্তকে কহিলেন—"তুমি আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এজন্য 'কায়স্থ' তোমার সংজ্ঞা হইল। তুমি পৃথিবীতে চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইবে।"

কায় হইতে জন্মিলে "কায়জ" হইতে পারে, "কায়স্থ" হয় না। উৎপত্তি বুঝাইতে ব্রহ্মা, জন বা ভূ ধাতুর প্রয়োগ না করিয়া 'স্থা' ধাতুর প্রয়োগ কে করিলেন, ভবিষ্যপুরাণকার সে কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই।

বিজ্ঞানতন্ত্রেও এইরূপ নিরুক্তিই লিখিত হইয়াছে :—

"নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মমকায়ান্তর্গতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ-বিখ্যাতি র্লোকে তব ভবিষ্যতি ॥"

(ব্যবস্থাদর্পণধৃত বিজ্ঞানতন্ত্রবচনম্)

তোমার নাম চিত্রগুপ্ত ; তুমি আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এই জগতে তোমার কায়স্থ আখ্যা হইবে।

ব্যোমসংহিতাতে লিখিত হইয়াছে :—

"ব্রহ্মকায়-সমদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্ম-সংজ্ঞকঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয় স্তস্য জপযজ্ঞেষু ভূপতে ॥"

(মাধবাচার্য্যধৃত ব্যোমসংহিতাবচনম্)

কায়স্থ, ব্রহ্মকায়-সমদ্ভূত, বর্ম্মা ইহাদের সংজ্ঞা। কলিতে ইহারা ক্ষত্রিয়, জপযজ্ঞে ইহাদের [অধিকার আছে]।

স্কন্দপুরাণের রেণুকা মাহাত্ম্যে লিখিত আছে :—

"প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা ॥"

পরশুরাম, দাল্‌ভ্য ঋষিকে কহিলেন—"হে বিপ্র তুমি কায়স্থ (শরীরস্থিত)

...গর্ভ প্রার্থনা করিলে, এইজন্য [এই গর্ভোৎপন্ন] শিশুর "কায়স্থ" এই ...আখ্যা হইবে।

কিন্তু এই প্রথম কায়স্থ আখ্যার সৃষ্টি নহে। ইহার পূর্ব্বেই কায়স্থআখ্যার ...হইয়াছিল। চিত্রগুপ্ত, কায়স্থ-আখ্যা পাইয়াছিলেন। চিত্রগুপ্তের ধর্ম্মকে ...স্থ-ধর্ম্ম" বলা হইত। স্কন্দপুরাণকারও ইহার পরের শ্লোকেই ...িয়াছেন—

"দত্তঃ কায়স্থ-ধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।"

(ব্যবস্থাদর্পণ ও বাচস্পত্য অভিধান-ধৃত স্কন্দপুরাণীয় বচন)

সুতরাং ইহাও 'কায়স্থ' শব্দের প্রকৃত নিরুক্তি নহে, তাহা বুঝা যাইতেছে। ...পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত হইয়াছে :—

"ব্রহ্মকায়ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।"

(গাগাভট্টধৃত সৃষ্টিখণ্ডীয় বচন)

...ব্রহ্মকায়োদ্ভব বলিয়া ইনি (চিত্রগুপ্ত) কায়স্থ জাতি।—এখানেও সেই ...কথা অর্থাৎ কায়জ অর্থে কায়স্থ শব্দের ব্যাখ্যা।

...পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে কায়স্থ শব্দের ব্যাখ্যা একটু অভিনব। উহাতে ...খিত আছে :—

"অস্মিন্ সংসার জলধৌ ষড়্‌বিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রস্থ কায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্বমিহৈতয়োঃ ॥"

(কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ধৃত পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতাল খণ্ডীয় বচন)

...এই সংসারজলধিতে কায়স্থিত ছয়টি আছে। তত্রস্থ কায়-বিজ্ঞানহেতু ...দের দুইজনের [চিত্র ও বিচিত্রের] কায়স্থত্ব হইয়াছে। অর্থাৎ ইহারা ...স্থ আখ্যা পাইয়াছেন।

...কায়-বিজ্ঞান জানার জন্য "কায়জ্ঞ" হইতে পারিত, "কায়স্থ" কেন? জানা ...র "স্থা" ধাতুর প্রয়োগ, কষ্টকল্পনায়ও হয় না। সংস্কৃত ভাষায় চিরকালই ...স্থিতি অর্থে ব্যবহৃত।

...পুরাণকারেরা এইরূপে কায়স্থের 'স্থা' ধাতুটী কখনও জ্ঞানার্থক এবং ...নও জন্মার্থক করিয়া কায়স্থের ব্যুৎপত্তি নিষ্কাশন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ...ন্তু তাঁহাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে একটী অর্থও সুসঙ্গত হয় নাই;

এইরূপ অসঙ্গতির কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, ক... শব্দটী এত প্রাচীন যে, এই সকল পুরাণকারদিগের সময়ে লোকে ... সুসঙ্গত অর্থ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। পুরাণকারেরা প্রকৃত ... অবধারণ করিতে না পারিয়া স্ব স্ব কল্পনাসৃষ্টে ব্যাখ্যা লিখিতে ... হইয়াছিলেন।

বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় কায়স্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু ... নাম কেন হইল, এবং কাহাকেই বা কায়স্থ বলে তাহা নাই। যাজ্ঞ... ঠাকুর কায়স্থের প্রতি বড় সদয় ছিলেন না। ইনি বলিয়াছেন—

"চাটতাস্করদুর্ব্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১ম অ—...

অর্থাৎ চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমাইসদিগের হস্ত হইতে প্রজা... ত রক্ষা করিবেই, কিন্তু কায়স্থের হাত হইতেই বিশেষভাবে রক্ষা... আবশ্যক।

কেন আবশ্যক? তাহার ব্যথ্যায় শূলপাণি লিখিয়াছেন—

"কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ।"

রাজসম্বন্ধহেতু কায়স্থেরা প্রভাবশালী। এই সম্বন্ধটা কি তাহা মিতা... পাওয়া যায়। মিতাক্ষরায় লিখিত আছে—

"কায়স্থাঃ গণকা লেখকাশ্চ, তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষাতো রক্ষেৎ। ... রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ দুনির্ব্বারত্বাৎ।"

কায়স্থেরা গণক ও লেখক। তাহাদিগের দ্বারা উৎপীড়িত প্রজা... রাজা বিশেষভাবে রক্ষা করিবেন। কেন না, তাহারা রাজার অতি প্রি... ও অতিশয় মায়াবী, এইজন্য দুর্নিবার।

ইহাতে জানা গেল, রাজার গণক ও লেখকেরা কায়স্থ ছিলেন। তাঁ... রাজার অতিপ্রিয় এবং কূটনীতিজ্ঞ বলিয়া সহজে কেহ তাঁহাদিগকে প... করিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহাদের নাম কায়স্থ হইল কেন, যাজ্ঞবল্ক্য... বা তাঁহার সংহিতার টীকাকারেরা তাহা বলেন নাই। বিষ্ণুর মতে কায়স্থ... রাজার লেখক ছিলেন। কায়স্থ-হস্ত-লিখিত না হইলে কোন লেখ্য...

"রাজ-সাক্ষিক" (Registered) হইত না। কায়স্থ সম্বন্ধে ইহার ...ক কোন কথা বিষ্ণুসংহিতাতে নাই।

ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র নামক স্মৃতিনিবন্ধে কায়স্থ শব্দের একটি বিচিত্র উৎপত্তি ...ব্যুৎপত্তির কথা আছে।

"কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতে রথকৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

(ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র। ৩৪)

...কাক হইতে লোভ, যম হইতে ক্রূরতা এবং স্থপতি হইতে কৃন্তন (কাটা) ...এই তিনের আদ্য অক্ষর অর্থাৎ কাকের 'কা', যমের 'য', স্থপতির 'স্থ' ...তিনটী লইয়া ইহাদের নাম কায়স্থ হইয়াছে।

...এই অপূর্ব্ব শব্দ তত্ত্ব, সকল পুরাণ সংহিতার সৃষ্টিতত্ত্বকে হার মানাইয়াছে। ...বাহুল্য রাজ-বল্লভ কায়স্থের প্রতি ইহা অধিক্ষিপ্ত ব্রাহ্মণের ব্যর্থ ...রোষের প্রকাশ।

পরাশরীয় কুলার্ণবে কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ :—

"কঃ প্রজপতি র্ব্যাখ্যাত আয়ো বাহু স্তথৈবচ।
তত্রস্থস্তং সমুদ্ভূতং কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

(কায়স্থ বংশাবলীধৃত পরাশরীয় কুলার্ণব বচন)

...ক-শব্দের অর্থ প্রজাপতি; আয়-শব্দের অর্থ বাহু', 'কায়' অর্থাৎ ব্রহ্মার ...বাহুস্থ (স্থিত) অর্থাৎ তাহাতে উদ্ভূত, এইহেতু 'কায়স্থ' নাম হইয়াছে। ...এই ব্যাখ্যায় কায়স্থ ও বাহুতে ক্ষত্রিয় এক হইতেছে। এবং সেই একত্ব ...প্রতিপাদনের জন্যই এই উৎকট ব্যাখ্যা। ক-শব্দের ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু, প্রভৃতি ...অর্থ অভিধানে আছে সত্য কিন্তু আয়-শব্দের বাহু অর্থ নাই। আর উক্ত ...অর্থ স্বীকার করিয়া লইলেও কায়স্থ শব্দে ব্রহ্মার বাহুস্থিত ব্যতীত ব্রহ্মার বাহু ...হইতে উৎপন্ন অর্থ কোন মতেই করা যায় না।

অগ্নিপুরাণকার ইহার কোন পথে না যাইয়া কায়স্থ শব্দটিকে ব্যক্তি-...বাচক করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর সঙ্গতিরক্ষা করিতে পারেন নাই।

"আদৌ প্রজাপতে র্জাতা মুখাদ্‌বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥

পাদতঃ শূদ্রাঃ সম্ভূতা স্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ।
হীননামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ ॥ ২
কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূদ্ বভূব লিপিকারকঃ।
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতীতলে ॥ ৩

(শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত অগ্নিপুরাণীয় বচনম্)

আদিতে প্রজাপতির মুখ হইতে সস্ত্রীক ব্রাহ্মণগণ জন্মিলেন। দুই হইতে ক্ষত্রিয়েরা, দুই উরু হইতে বৈশ্যেরা এবং পদ হইতে সেবক শূদ্রেরা জন্মিল। শূদ্রের পুত্র হীন, তাহার পুত্র প্রদীপ, পুত্রের নাম কায়স্থ। কায়স্থের তিন পুত্র পৃথিবীতে বিখ্যাত।

“সদারকাঃ” বিপ্রের উৎপত্তিতে কল্পনার বাহাদুরী আছে। গুলির যিনি প্রণেতা তাঁহার সময়ে বোধ হয় ব্রাহ্মণদিগের জন্মের লইয়া জাতিনির্ণয় সম্বন্ধে কোন তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যান্য পুরাণ ও সংহিতাদিতে মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মিলেন, এই মাত্রই আছে। ব্রাহ্মণীরা কোথা হইতে আসিলেন, তাঁহারা মুখ কিনা সে কথা নাই এবং সে কথার কোন প্রয়োজনও তৎকালীন কারেরা অনুভব করেন নাই। যাহার গর্ভেই জন্ম হউক পিতা ব্রাহ্মণ লেই সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে পারিত। পরে যখন ব্রাহ্মণীর গর্ভে না ব্রাহ্মণ হয় না, সমাজ এই অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, “সদারকাঃ” কালের কৈফিয়ত। যিনি এই কৈফিয়ত দিয়া ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করি ছেন, তিনি শূদ্রগুলির উপর কিছু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কথার সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের দাসখৎ খানি গাঁথিয়া না দিলে উহারা বেয়াদবী করিয়া বসে, এই আশঙ্কায় “পাদতঃ শূদ্রাঃ সম্ভূতা সঙ্গে সঙ্গেই “ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ” না লিখিয়া পারেন নাই।

কিন্তু এই “ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ” শূদ্রের” পরবর্ত্তী শ্লোকে হইয়াছে একজন শূদ্র। এবং শূদ্র শব্দ জাতিবোধক না হইয়া ব্যক্তির নাম হইয়া স্থতরাং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা নাই। তাহার কথা অনু ইহার পাদ উৎপন্ন শূদ্রগুলি শেষে একটি ‘শূদ্র’ নামক ব্যক্তিতে পরি হইয়াছিল। সেই শূদ্র নামক ব্যক্তির পুত্র ‘হীন,’ হীনের পুত্র প্রদীপ প্রদীপের পুত্র কায়স্থ। স্থতরাং কায়স্থ, একটি লোকের নাম।

এইরূপে দেখা যায়, কায়স্থ শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি লইয়া পুরাণকারেরা কল্পনার লীলাবৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন, কিন্তু সত্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আধুনিক পণ্ডিতেরা ইহার উপরেও একগ্রাম উঠিয়াছেন। পুরাণকারেরা তবু দেশের মধ্যে ছিলেন, ব্যাকরণ-অভিধান-কল্পনা-কবিত্ব দিয়া একটা একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক উপাধ্যায়, মহোপাধ্যায়, শাস্ত্রী প্রভৃতিরা এ দেশ ছাড়িয়া পুরাণ-তন্ত্র-ব্যাকরণ-অভিধান ছাড়িয়া ফেলিয়া অসুর দেশ হইতে “ক্ষায়থিয়” (Khshayathiya) শব্দ লইয়া আসিয়াছেন। ইহারা বলিয়াছেন—এই জেন্দ শব্দটিই ভারতবর্ষে আসিয়া ‘কায়স্থ’ হইয়াছে: আর কায়স্থেরাও এ দেশী লোক নহেন, উঁহারা আসিয়াছেন—‘স্কাইথিয়া’ নামক মধ্য এসিয়ার কোন জনপদ হইতে। এ আবিষ্কারে কায়স্থ জাতির দ্বিজত্ব দূরে থাকুক, আর্য্যত্ব পর্য্যন্ত ঘুচিয়া যাইতেছে।

যাঁহারা বলেন, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ তাঁহাদিগকেও বটে এবং যাঁহারা বলেন, কায়স্থ চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত ক্ষত্রিয়তুল্য এক বিশিষ্ট জাতি, তাঁহাদিগকেও এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য কায়স্থ শব্দের প্রকৃত নিরুক্তি কি?

এই প্রসঙ্গে, যাঁহারা কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলিয়া তৃপ্তি বোধ করেন, তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারাই বা কায়স্থশব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন?

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ।

চতুর্দ্দশ যম

(“কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব” প্রতিবাদ)

“কায়স্থ-জাতিতত্ত্বের” ২২।২৩ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের উক্তি যথা :—

“চতুর্দ্দশ যমের মধ্যে চিত্রগুপ্ত একজন, এই চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দিয়া পৃথক্ পৃথক্ তর্পণ করিবার বিধান আছে। তাহা এই ;—

১। যমায় ২। ধর্ম্মরাজায় ৩। মৃত্যবে ৪। চান্তকায় চ ৫। বৈবস্বতায় ৬। কালায় ৭। সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। ৮। ঔডুম্বরায় ৯। দধ্নায় ১০। নীলায় ১১। পরমেষ্ঠিনে ১২। বৃকোদরায় ১৩। চিত্রায় ১৪। চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

তাহার পর বৃহদারণ্যক উপনিষদের বচন উদ্ধার করিয়া যমের "দেবক্ষত্রিয়ত্ব" প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই বচনটী এই ;—

"তচ্ছে য়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবতা ক্ষত্রাণীন্দ্রবরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি।"

অর্থাৎ—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান এই সকল দেবতা ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত ; ব্রহ্মা সেই মঙ্গলময় ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিলেন। * *

বৃহদারণ্যকে "যম" নামক প্রথম যম ও মৃত্যু নামক তৃতীয় যমকে দেব ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে।

সুতরাং তদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্বাদশজন যমোপাধিক ব্যক্তি যে দেবতা ক্ষ... নহেন, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। * * * *

বৃহদারণ্যকোক্ত যম শব্দ যে চতুর্দ্দশযমবাচী নহে, তাহা তৃতীয় "মৃত্যুর" পৃথক্ করিয়া উল্লেখের দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। এ "গোড়ায় গলদ"টির সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে প্রশ্ন হওয়া সত্বেও উক্ত সভার পক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।"

এতদুত্তরে আমার নিবেদন এই যে, ২০ বৎসর পূর্ব্বে কাব্যতীর্থ মহাশয় এই সম্বন্ধে "একটী প্রশ্ন" করেন, "আনন্দবাজার-পত্রিকায়" তাহার উত্তর কেবল আমিই দিয়াছিলাম। এই বিষয়ে অনেক বাদ প্রতিবাদের পর তাঁহারা যে ভাষ্যের আশ্রয় লইয়া আমার উত্তরের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন আমি অবশেষে সেই ভাষ্যেরই আশ্রয় গ্রহণে "যম" শব্দটী চতুর্দ্দশ যমবাচী দেখাইয়াছিলাম। কাব্যতীর্থমহোদয় অদ্যাবধি তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। এক্ষণে তাঁহারা যে ভাবে সেই প্রশ্নটী আবার করিয়াছেন তাহাতে যেন কেহ কখন কোন উত্তর দেয় নাই বুঝা যায়। যাহা হউক উক্ত যম শব্দটী যে চতুর্দ্দশ যমবাচী তাহার প্রমাণ আবার দিতেছি। কাব্যতীর্থমহাশয়দ্বয় উক্ত উপনিষদের "মৃত্যু" শব্দটীর অর্থ মৃত্যু নামক যম করিয়া যমশব্দের অর্থ চতুর্দ্দশ যমবাচক হইতে পারে না, বলিতে চাহেন উক্ত উপনিষদের মন্ত্রবচনের শাঙ্কর-ভাষ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে বুঝা যায় যে, "মৃত্যু" অর্থে মৃত্যুদেব (মৃত্যুর অধিষ্ঠাতৃদেবতা) ; ঐ 'মৃত্যু' মৃত্যু নামক যম নহে। ভাষ্যে 'যম' শব্দের অর্থ "পিতৃণাং রাজা" আর "মৃত্যু" শব্দের অর্থ রোগাদীনাং রাজা" বলা হইয়াছে। এই লোকপ্রসিদ্ধ মৃত্যুদেবকেই বৃহদারণ্যক উপনিষদে ক্ষত্রিয় দেবতা বলা হইয়াছে। যম ও মৃত্যু যে সমধর্ম্মী নহেন, তাহার প্রমাণ (গীতা ১০ অঃ ২৯ ও ৩৪ শ্লোকাংশ) যথা :—

"যমঃ সংযমতামহং"। এবং "মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহং।"

অর্থাৎ "যম" সংযমকারী, কিন্তু মৃত্যু সর্ব্বসংহারকারী। এই মৃত্যুদেব যে মৃত্যুনামক যম নহেন, মৃত্যু নামক যমের উক্তিই ইহার প্রমাণ যথা :—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥"

কঠ, ২য় বল্লী, ২৫ মন্ত্র।

অর্থাৎ—মৃত্যুনামক যম নচিকেতাকে বলিলেন, হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইই পরমাত্মার অন্ন এবং "মৃত্যু" সেই অন্নের ঘৃতস্বরূপ অর্থাৎ পরমাত্মা "মৃত্যুর" সাহায্যে সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ও প্রকৃতিকে সংহার করিয়া থাকেন।

এই মৃত্যু বিরাট্পুরুষ হইতে উৎপন্ন, ইহার প্রমাণ যথা :—

"মৃত্যুরপান ভুত্বা নাভিং প্রাবিশৎ"। ঐতরেয়োপনিষৎ, ২য় খণ্ড, ৪ মন্ত্রাংশ।

অর্থাৎ—মৃত্যু অপান হইয়া নাভিদেশে প্রবেশ করিলেন। আবার মৃত্যু নামক যম যে সূর্য্যপুত্র তাহার প্রমাণ কঠোপনিষদের ভাষ্যের আদিতে যথা :—

"ওঁ পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে বৈবস্বতায় মৃত্যবে, ব্রহ্মবিদ্যাচার্য্যায় নচিকেতসে চ।"

আবার কঠ, ১ম বল্লী, ৭ মন্ত্রাংশে উক্ত আছে যথা :—

"হর বৈবস্বতোদকং।"

অর্থাৎ হে বৈবস্বত! পাদপ্রক্ষালনার্থ জল প্রদান কর। বৈবস্বত অর্থই যে সূর্য্যপুত্র হইা বলাই বাহুল্য।

আবার মৃত্যুদেব যে কেবল অশুভপ্রদ, শ্রীভগবদ্বাক্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু "যম" যে শুভাশুভ ফলপ্রদ "যম" বাক্যই তাহার প্রমাণ যথা :—

"অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোক হিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিষ্ণু ॥" বিষ্ণুপুরাণ।

অমরগণ কর্ত্তৃক পূজিত বিধাতা "যম" এই নাম দিয়া লোকের শুভাশু[ভ] ফল প্রদানার্থ আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। হরিই আমার গুরু, আমি তাঁহারই অধীন, কারণ হরি আমারও দণ্ডবিধান করিতে পারেন।

অতএব "যম" এবং "মৃত্যু" যে সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ দেবতা তাহার কো[ন] সন্দেহ নাই। সুতরাং কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের কথিত "মৃত্যু" শব্দের অ[র্থ] মৃত্যু নামক যম নহে। ঐ মৃত্যু শব্দার্থে মৃত্যুদেবতা। "মৃত্যু 'নামক' য[ম"] অর্থ তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত।

আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদের উদ্ধৃত মন্ত্রের বঙ্গানুবাদে কাব্যত[ীর্থ] মহোদয়দ্বয় "ইতি" শব্দের কোন অর্থই করেন নাই। মূল মন্ত্রের শে[ষে] এই "ইতি" শব্দের তাৎপর্য্যার্থ কি, তাহা তাঁহারা আদৌ বলেন নাই। এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই "ইতি" শব্দটী। এই "ইতি" শব্দের ব্যাখ্যায় মূল মন্ত্রের অর্থসঙ্গতি নির্ভর করে। উক্ত ইতি শব্দে[র] অর্থ ভাষ্যে যথা :—

"ইত্যেবমাদীনি দেবেষু ক্ষত্রাণি।"

অর্থাৎ এইরূপ প্রকারের যে সকল দেবতা, তাহারা দেবগণের ম[ধ্যে] ক্ষত্রিয়। ঐ ভাষ্যের প্রকৃত অর্থে ঐ বচনের নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রাদি আটটী দে[বতা] যে কেবল ক্ষত্রিয়, তাহা নহে। এই প্রকারের যে সকল দেবতা আ[ছে] সকলেই দেবক্ষত্রিয়। ইহাতে উদাহরণস্থলে বিশেষ করিয়া প্রধান প্র[ধান] আটটী দেবতার নামোল্লেখ মাত্র আছে। তারপর উক্ত বৃহদারণ্য[ক] উপনিষদের উদ্ধৃত মূল মন্ত্রের ভাষ্যের সারাংশ এই :—

"তদন্বিন্দ্রাদিক্ষত্রদেবতাধিষ্ঠিতানি মনুষ্যক্ষত্রাণি সোমসূর্য্যবংশ্যানি পুরূরব প্রভৃ[তি] স্পষ্টান্যেব দ্রষ্টব্যানি।"

এখন বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মূল মন্ত্রে যে ইন্দ্রাদি আট[টী] দেবতার নাম আছে, তাহাতে সোমের নাম আছে, কিন্তু সূর্য্যের নাম উল্লে[খ] নাই, অথচ ভাষ্যে স্পষ্টাক্ষরে সোম সূর্য্যবংশীয় মনুষ্য ক্ষত্রিয় সকল স্পষ্ট [দৃষ্ট] বলিয়া মূল মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেহেতু সোমের নামোল্লেখ থাকা[য়] সূর্য্যেরও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই হেতু যমের উল্লেখ থাকা[য়]

যমধর্ম্মী চিত্রগুপ্তদেবেরও ক্ষত্রিয়ত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল প্রমাণানুসারে "যম" শব্দটী চতুর্দ্দশ যমবাচক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আবার "মৃত্যু" শব্দটীর অর্থ মৃত্যুনামক যম স্বীকার করিলেও অবশিষ্ট দ্বাদশ যমের ক্ষত্রিয়ত্ব উক্ত মন্ত্রের অর্থে প্রতিপাদিত হয়। যদি "যম" ও "মৃত্যু" এই দুই যমই দেবক্ষত্রিয় হয়, তবে অবশিষ্ট যমধর্ম্মী দ্বাদশ দেবতা অবশ্যই ক্ষত্রিয় দেবতা। ভাষ্যের তাৎপর্য্যার্থ ই এই। এই হেতু সূর্য্যকেও ক্ষত্রিয় দেবতা বলা হইয়াছে। যিনি যত বড় সুপণ্ডিত হউন, ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীত দুজ্ঞেয় বেদার্থ কাহারও বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। আবার ঐ উপনিষদের উদ্ধৃত মূলমন্ত্রে রুদ্রকে ক্ষত্রিয় দেবতা বলা হইয়াছে। মূলেতে রুদ্র পদটী একবচনান্ত আছে; কিন্তু শাস্ত্রে একাদশটী রুদ্র উক্ত আছে। এই একাদশ রুদ্র থাকার গীতার প্রমাণ (রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি) ভাষ্যে যথা,— "রুদ্রানামেকাদশানাং।" এই একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে মূল মন্ত্রে কোন রুদ্র বিশেষের নাম নাই। এই একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে একটী রুদ্র ক্ষত্রিয়, অথচ কোন্‌টী যে ক্ষত্রিয় তাহা বলা হয় নাই। অবশিষ্ট দশটী রুদ্র দেবক্ষত্রিয় নহে,—এইরূপ ব্যাখ্যা প্রলাপমাত্র। এই রুদ্র শব্দটী যে একাদশ রুদ্রবাচক তাহাতে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। যেহেতু উক্ত রুদ্রশব্দটী একাদশ রুদ্রবাচক, সেই কারণে উক্ত মন্ত্রের যমশব্দটীও চতুর্দ্দশ যমবাচক। অতএব চিত্রগুপ্তদেবের দেব ক্ষত্রিয়ত্বসম্বন্ধে—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কৃতসিদ্ধান্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদের উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত ও প্রমাণিত হইতেছে। আবার চিত্রগুপ্তোৎপত্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণোক্ত বচন (ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।) সমর্থিত হইতেছে। এই বিষয়ের আলোচনা পরে যথা সময়ে করা যাইবে।

শ্রীপ্রিয়নাথবসু (শাস্ত্রী)

কায়স্থের অধিকার

এক ক্ষত্রিয় মহীরুহের বৃহৎ দুই শাখা—অসিজীবী ও মসীজীবী। অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লব হইতে স্বরাজ্য রক্ষার ভার অসিজীবীর শিরে ন্যস্ত হইয়াছিল—প্রকৃতিপুঞ্জের স্বত্ব-স্বামিত্ব স্থির রাখিবার, ন্যায়ান্যায় নির্ণয় করিবার, শাস্তি-মুক্তির আদেশ দিবার ও রাজস্ব-বিভাগের ভার মসীজীবীর হস্তে অর্পিত ছিল। একে অসির সাহায্যে, অপরে লিপি কৌশলের সহায়তায় রাজ্যের শৃঙ্খলা শান্তি অব্যাহত রাখিত। হিন্দু রাজত্বে ক্ষত্রিয় জাতিই ভূপতি ছিলেন—ক্ষত্রিয় জাতিই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া স্বরাজ রক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহের দ্বারা জীবন যাপন করিতেন। বৈশ্য গোরক্ষা বাণিজ্য ও কৃষি কার্য্যে রত থাকিয়া দেশের অর্থ বৃদ্ধি ও অন্ন-সংস্থানের উপায় বিধান করিতেন। শূদ্র শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ জাতির আনুকূল্য করিবার ভার প্রাপ্ত হইতেন। মৌলিক জাতি চতুষ্টয়ের দ্বারা এইরূপ হিন্দু রাজত্বের কর্ম্মবিভাগ অধিকৃত ছিল। হিন্দু ভারত পরাধীন হওয়ার দিন হইতে হিন্দুসমাজের জাতিগুলির জাতিগত কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে কর্ম্মসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হইয়া হিন্দু জাতিগুলির কর্ম্মগত বিশিষ্টতা নষ্ট করিয়া মলিন করিয়া তুলিল। আজ কর্ম্মের দ্বারা জাতি নির্ণয় করা একরূপ দুঃসাধ্য। অসিজীবী ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি ত একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়—অসিজীবীর বংশধরেরা কেহ কৃষি কেহ বা বাণিজ্য, কেহ, শিল্প নিতান্ত নিরুপায় গাড়োয়ান ও মুটের কার্য্য অবলম্বন করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে! মসীজীবীর অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ, তাহার কর্ম্ম ভারতের প্রায় সকল জাতিই গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ, সুতরাং জাতীয় কর্ম্ম লিপি-বৃত্তি পরিহারপূর্ব্বক মসীজীবী ক্ষত্রিয় সন্তানদিগকে অন্য জাতির বৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিতে হইতেছে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অসিজীবী ও মসীজীবী (কায়স্থজাতি) উভয় শ্রেণীর ক্ষত্রিয়েরই যে অধিকার ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। শুধু জাতীয় বৃত্তি নয়, শাস্ত্রোক্ত অধিকার হইতেও মসীজীবী

ক্ষত্রিয় অনেকাংশে বেদখল হইয়াছেন এবং তাহার ফলে ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিশেষ এই বঙ্গদেশে মসীজীবী কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়জাতি শূদ্রাচারে কলঙ্কিত হইয়া শূদ্র নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রোক্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ না রাখিবার বিষময় ফল আজ ফলিতেছে। সময়ের এমনই প্রভাব, যে অন্য জাতির কথা দূরে থাকুক, স্বজাতির মধ্য হইতেই কতিপয় পণ্ডিতাভিমানী চিন্তাহীন ব্যক্তিও মসীজীবী কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত করিতে সাহসী হইতেছেন না।—তাহারা কায়স্থ—কায়স্থ, শূদ্রও নহে, ক্ষত্রিয়ও নহে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এই চতুর্ব্বর্ণের কেহই নহে—কায়স্থ আবার বর্ণসঙ্করও নহে—স্বতন্ত্র একটী মৌলিক জাতি (?) বলিয়া পাঁতি দিতেছেন। শূদ্রাচারী কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করিতেও তাহাদের অপমান বোধ আছে—চতুর্ব্বর্ণের বাহিরের জাতিমাত্রেই বর্ণসঙ্কর হইলেও তাহারা আপনার জাতিকে বর্ণসঙ্কর বলিতে সঙ্কুচিত! এইরূপ হওয়ার হেতু কায়স্থের অধিকার বিচ্যুতি। যদি বঙ্গীয় কায়স্থের দ্বিজত্ব বজায় থাকিত, তবে বঙ্গীয় কায়স্থের জাতিত্ব সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা করিবার অবকাশ থাকিত না। কায়স্থের অধিকার ভ্রষ্ট হওয়ার ফলেই রাজার ছেলে কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছে।

যাঁহারা কায়স্থকে কায়স্থজাতি নামে 'মৌলিক' জাতি বলিয়া স্থির করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের উৎসাহের স্রোতে চিন্তা শক্তি ভাসিয়া যাইতেছে; যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিতেন, যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতির জন্য শাস্ত্রে অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে। বর্ণসঙ্কর জাতির জন্য স্বতন্ত্র বিধি-ব্যবস্থা নাই। ঐ চতুর্ব্বর্ণের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারেই বর্ণসঙ্করেরা অধিকাংশই মাতৃকুলের কেহ কেহ বা পিতৃকুলের আচার ও অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। কায়স্থ চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত না হইলে অথবা বর্ণসঙ্কর না হইলে কোন মৌলিক জাতি হইলে কায়স্থজাতির জন্য বিশেষ বিধি ও অধিকার নির্দ্দিষ্ট থাকা সম্ভব। কিন্তু তাহা আছে বলিয়া আমরা জানি না—কোন্ শাস্ত্রে কায়স্থের জন্য চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত বিশেষ বিধি প্রণীত হইয়া আছে, তাহা যতদিন দেখাইতে না পারা যাইবে, ততদিন কায়স্থ—কায়স্থ, গায়ের জোরে এইরূপ কথা প্রচার করিলেই কায়স্থ ধন্য হইয়া যাইবে না। বর্ত্তমানে বঙ্গের কায়স্থ যে অধিক পরিমাণে শূদ্রের অধিকার

ভোগ করিতেছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কায়স্থ একটী মৌলিক জাতি হইলে তাহার অধিকার কি, সে জাতিগত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কি না? ইহা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা প্রয়োজন। কায়স্থের সম্বন্ধে বর্ত্তমান স্মৃতিতে কিরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহাও জানা আবশ্যক। বঙ্গের কায়স্থ রঘুনন্দন-স্মৃতি অনুসারে যে বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের মিশ্রিত অধিকার ভোগ করিতেছেন, ইহা সকলেই জানেন। কায়স্থের জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং বিভ্রান্ত স্বজাতি-গণের ও বিদ্বেষী অন্য জাতির কায়স্থজাতি সম্বন্ধে অদ্ভুত মতামতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই।

যে যাহাই বলুক—কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি, তাহা যেমন শাস্ত্রদ্বারা প্রতি-পন্ন; তেমনি ইতিহাস বক্ষেও স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত।

শাস্ত্রানুসারে প্রভু কায়স্থ ও চান্দ্রসেনী কায়স্থ ক্ষত্রিয় জনক জনি সম্ভব—চিত্রগুপ্ত কায়স্থ ব্রহ্মকায়সম্ভূত ক্ষত্রিয় বর্ণ সুতরাং কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রদর্শী উদারপ্রকৃতি সম্পন্ন কেহই সন্দেহ পোষণ করিতে পারেন না।

কায়স্থ মসীবৃত্তিক হইলেও অসিধারণে তাহার অক্ষমতা আমরা দেখিতেছি না। অসি মসী উভয় বৃত্তিতেই কায়স্থজাতি সমভাবে কৃতি-ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া ইতিহাসে অমর কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছে। কাশ্মীরে কায়স্থ নৃপতিবংশ বহুকাল রাজত্ব করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে প্রভু কায়স্থের বীরত্ব অতুল্য ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। অযোধ্যা প্রদেশের শ্রীবাস্তব কায়স্থের বিক্রমকীর্ত্তি ও বীরত্বের গরিমা শিলালিপি ও তাম্রশাসনে আজও পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই বঙ্গদেশে সুর, সেন, পাল, ভোজ, চন্দ্র প্রভৃতি কায়স্থবংশীয়েরা বহু শতাব্দী রাজসিংহাসন অধি-কার করিয়াছিলেন—বঙ্গের বাহিরেও রাজ্য বিস্তার করিতে কেহ কেহ সমর্থও হইয়াছিলেন। সেদিনও বীর প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, সীতারাম রায়, মুকুন্দ রায়, রামচন্দ্র বসু ও লক্ষ্মণমাণিক্য সুর ও রাজা গণেশ বঙ্গের বিভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজ্য রক্ষার্থে শত্রুর সঙ্গে অসীম সাহসিকতার সহিত সংগ্রাম করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই—স্বদেশের গৌরব রক্ষার জন্য উন্নতশিরে অনেকেই বীরত্ব গরিমায় স্ফীতবক্ষে মরণকে বরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন

ই। মসীবৃত্তিতে অধুনা কায়স্থেতর বহু জাতি প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও কায়স্থের লিপিকুশলতা, প্রতিভা ও সূক্ষ্মদর্শিতা জনিত বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করিতে অতি অল্প লোকই পারিয়াছেন। আজ ইংরাজ রাজত্বেও শাসন ও বিচার বিভাগের সর্ব্বোচ্চ স্থানে কায়স্থই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। কায়স্থ তাহার ক্ষত্রিয়-জাতি-সুলভ প্রভুত্ব হইতে পতনের অবস্থায়ও কোনরূপে বঞ্চিত হয় নাই। কর্ণের মত দানে ও দুর্য্যোধনের মত মানের আদর্শ হইতে একক্ষণও সরিয়া দাঁড়ায় নাই। অতএব স্বীকার্য্য, শাস্ত্র, ইতি-হাস ও কর্ম্মবিচারে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ—শূদ্রও নহে—বর্ণসঙ্করও নহে—কায়স্থ নামে একটী স্বতন্ত্র মৌলিক জাতিও নহে।

বঙ্গের কায়স্থকে শূদ্রবৎ প্রতীয়মান হইবার কারণ তাহার ক্ষত্রিয়ো-চিত দশবিধ সংস্কারের অন্যতম সংস্কার উপনয়ন পরিহার করা। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক যদি বঙ্গের কায়স্থ উপবীত পরিত্যাগ না করিতেন, তবে তাঁহাকে কেহই শূদ্র মনে করিতে পারিত না, সমাজও নয়—ধর্ম্মাধিকরণও নয়; আজ সুদে-আসলে সে তাহার কৃতকর্ম্মের তিক্তফল ভোগ করিতেছে। পদে পদে অধিকার-চ্যুতির কুফল তাহার হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করিতেছে। বঙ্গের বাহিরের কায়স্থেরা সকলেই উপবীত ধারণ করেন, ক্ষত্রিয়াচারে প্রতিষ্ঠিত আছেন—সমাজ ও রাজদ্বারেও ক্ষত্রিয় অধিকারে অধিকারী আছেন। কেহই তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারে না। তাহারাও কখনও ভুলক্রমেও আপনার জাতিকে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতি বলিয়া মনে করেন না। তাহা-দের সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত উপনিবেশী বঙ্গীয় কায়স্থ এক উপনয়নের অভাবে ক্ষত্রিয়োচিত আচার-ব্যবহার উত্তরাধিকার যজন ও অধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা!

বঙ্গীয় কায়স্থের উপনয়ন-সংস্কার না থাকায় তাহাদের কি কি অধিকার লোপ হইয়াছে আমরা তাহার আলোচনা করিব। ক্ষত্রিয় জাতির আপনার যাগযজ্ঞ, ক্রিয়া-কলাপ নিষ্পন্ন করিবার অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ অভাবে বা ক্রমে সে উহাতে অধিকারী। বেদ অধ্যয়নে ক্ষত্রিয়ের অধিকার। কায়স্থ দ্বিজ না হওয়ায় বেদ-বেদান্ত ও স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত, সুতরাং উচ্চ জ্ঞানলাভের তাহাদের সম্ভাবনা অন্তর্হিত।

উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও তাহাদের শূদ্রবৎ ব্যবস্থার অধীন হইতে হইয়াছে। উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ ও কায়স্থকে ক্ষত্রিয়বর্ণ স্বীকার করিয়াও শূদ্রচারের জন্য শূদ্র প্রাপ্য বিচার বিতরণ করিতেছেন—শুধু দ্বিজত্বের অভাবে।

ভাবিয়া দেখুন, কায়স্থের অবস্থা কি? ক্ষত্রিয় সন্তানকে শূদ্রের ন্য অধিকার লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। সামাজিক ও বৈষয়িক হা ঘটিতেছে—আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ কণ্টাকাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ই প্রতীকার চেষ্টা করা কি বিবেকবান কায়স্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে?

এক উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিলেই কায়স্থের জাত্যুচিত লুপ্ত অধি সকল ফিরিয়া আসিবে। দ্বিজধর্ম্মী হইলেই শূদ্রাচার ও শূদ্র অধি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—তৎস্থলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত কায়স্থের ক্ষত্রিয়ের প্র অধিকার সকল অনায়াসে করতলগত হইবে। ইহাতে সংশয় না কায়স্থ উপবীতী হইলে জাত্যুচিত আচার-ব্যবহারে আহার-বিহারে তা স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মিবে। কড়ায়-গণ্ডায় জাতীয় অধিকার আয়ত্ত করি জন্য আগ্রহ জন্মিবে। যজনে অধ্যয়নে যে সংস্কারের বাধা আছে, সূর্য্যোদয়ে মেঘের মত অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আধ্যাত্মিক উন্নতি লা সুযোগ ঘটিবে। আজ যে ধর্ম্মাধিকরণ কায়স্থকে শূদ্রোচিত বিচার বি করিতেছেন, উপবীতী কায়স্থ-জাতিকে তখন কখনই জাত্যুচিত শাস্ত্র বিচার প্রদান না করিয়া পারিবেন না। সমাজে কায়স্থ বর্ত্তমানে যে গ্লানি শূদ্র আখ্যা লাভ করিয়াছেন, তাহাও তিরোহিত হইয়া যাইবে। উ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যে উচ্চ জাতিত্বের সংস্কারের সৃষ্টি হইবে, তাহাতেই কা জাতিকে সর্ব্ববিধ নীচতা হইতে উদ্ধার করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিত করিবে।

কায়স্থ বর্ত্তমান সংস্কার পরিহারকরতঃ আত্মমর্য্যাদা উত্তেজক সং লাভ করিলেই শুধু কায়স্থের নয়, সমগ্র হিন্দুজাতির কল্যাণ হইবে। ত সবল হইলে, উরু, মুখ, পদও আত্মোন্নতিকল্পে চেষ্টা না করিয়া পারিবে সর্ব্ব জাতির উন্নতিতেই বাঙ্গালী জাতির উন্নতির পূর্ণতা। বঙ্গের জা উন্নতির আকাঙ্ক্ষা মনে থাকিলে ছোট ছোট সম্প্রদায়ের উন্ন উপায় অগ্রে চিন্তা আবশ্যক। কায়স্থ অগ্রদূতরূপে স্বসম্প্রদায়ের সমুন্ন আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। কায়স্থজাতি নিকট দেশ ও স্বাধিকার লাভের জন্য উন্মাদনা শিক্ষা করুক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

পরাজিতা

(এক)

সন্ধ্যার ঘনকৃষ্ণ বসনখানি তখনও ধরণীর বক্ষ সম্পূর্ণ আবৃত করে নাই, নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর উপর কর্ম্মক্লান্ত অংশুমালীর শেষ রশ্মিটুকু চিক্‌মিক্ করিয়া খেলা করিতেছিল। মনোহরপুরের পথ দিয়া একটী উদ্ভিন্ন-যৌবনা কুমারী বালিকা দ্রুতপদে গৃহে ফিরিতেছিল, সহসা পিছন হইতে কে ডাকিল—"সুব্রতা!"

"কি" বলিয়া ফিরিয়া চাহিতেই সুব্রতা শিহরিয়া উঠিল। এ সময় গ্রামের উচ্ছৃঙ্খল জমিদার কান্তিচন্দ্রের আগমন তাহার ভাল লাগিল না; সে বিরক্তিভরে মুখ ফিরাইয়া লইল।

কান্তিচন্দ্র মৃদু হাসিয়া নম্রকণ্ঠে কহিল—"আমায় দেখে তুমি অবাক্ হয়ে গেছ, কেমন? কিন্তু কেন এসেছি শুন্‌লে আরও আশ্চর্য্য হতে হবে। বিয়ের ভাবনায় তোমার বাপ-মা অস্থির হয়ে পড়েছেন শুনে, আমার এক বন্ধু তোমায় বিনাপণে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।"

শিক্ষিতার গর্ব্বস্ফীত বক্ষে কথাটা আঘাত করিল। সে এই অযাচিত অনুগ্রহে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারিল না; বিদ্রুপভরে কহিল—"বন্ধুর নাম নিয়ে নিজের ঘটকালীটাই কর্‌তে এসেছেন বোধ হয়?"

অপ্রত্যাশিতভাবে মনের অভিপ্রায়টা প্রকাশ হইয়া পড়ায় কান্তিচন্দ্র থতমত খাইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—"যদি তাই হয়?"

"সে আশা ত্যাগ করাই ভাল।"

"কারণ?"

"আপনার মত মাতালের সঙ্গে বিয়ে ত দূরের কথা, ভাব্‌তেও প্রবৃত্তি হয় না।"

"ঘৃণা হয়?"

"হ্যাঁ। পথ ছাড়ুন; এ ভাবে আপনার সঙ্গে কথা কইতে কেউ দেখে এও আমি পছন্দ করি না।"

অর্থহীন-দৃষ্টিতে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কান্তিচন্দ্র সুব্রতার দিকে চাহিয়া

রহিল। সহসা তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল—"আমি কি এতই অবিশ্বাসের পাত্র সুব্রতা?"

গ্রীবা উন্নত করিয়া সুব্রতা উত্তর দিল—"দশজনের রক্ষক জমিদার হয়েও যিনি নিজের কর্ত্তব্য ভুলে তাদেরই রক্ত জল করা পয়সা নষ্ট করতে কি বোধ করেন না, তাঁকে বিশ্বাস না করায় আশ্চর্য্য হবার এমন কি আছে?"

কান্তিচন্দ্র কয়েক পদ পিছাইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"বেশ, যাও কিন্তু........"তাহার স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল। সুব্রতা সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া গর্ব্বভরে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

কান্তিচন্দ্রের চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। জগৎটা তাহার নিকট একান্তই অসার, অসম্পূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। সে জামার ভিতরকার পকেট হইতে একটা বড় শিশি বাহির করিয়া তাহার মধ্যকার তরল পদার্থ এক নিশ্বাসে অনেকটা পান করিয়া মুখটা বিকৃতি করিয়া উঠিল।

সে কি এতই অপদার্থ! এতটা অবজ্ঞেয় যে, একটা বালিকা পর্য্যন্ত তাহাকে তিরস্কার করিয়া গেল!—স্পষ্টই জানাইয়া দিল—সে কত হীন, কতবড় ঘৃণার পাত্র! ইচ্ছা করিলে সে এই মুহূর্ত্তেই ঐ গর্ব্বিতার দর্প খর্ব্ব করিয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি লাভ? উপেক্ষার পরিবর্ত্তে তাহার হৃদয়ে কি ভালবাসার স্রোত বহাইয়া দিতে পারিবে?

হায়! এক সময় ছিল—যখন লোকের মুখে তাহার প্রশংসা ধরিত না, কলেজের বন্ধুগণ তাহারই আদর্শ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত! আর আজ! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! এমনই করিয়াই কি সে দিবসের পর দিন তাহার দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া চলিবে? তারপর কলঙ্কের শত-সহস্র ছাপ গায়ে মাখিয়াই কি একদিন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া লইবে? এই কি তাহার ভবিতব্য! এই কি তাহার পরিণাম! না, না, এ অসহ্য! এ জ্বালা কিসে নির্ব্বাপিত হয়? সুরায়? এই ত সে এতটা পান করিল, তাহাতে কি ফল হইল? যন্ত্রণা বরং দ্বিগুণ বাড়াইয়াই তুলিল!

সুব্রতাকে একবার বুঝাইলে হয় না?—সে যাহাকে তাচ্ছীল্য করে, তাহার ভিতরকার জিনিষটা কিন্তু চির উজ্জ্বল! চির শাশ্বত! কাহারও অপেক্ষা অল্প নহে! তুচ্ছ নহে! কেবল দুর্ব্বলতাই তাহার এই অবস্থা করিয়াছে! তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে! কিন্তু, সে কি তাহার এই দৃঢ় সত্যটাকে বিশ্বাস করিবে?

এই বর্ত্তমানটাকে বিসর্জ্জন দিয়া আবার কি সেই অতীত কালের মধ্যে ফিরিয়া যাওয়া যায় না? মোহ কি এতই প্রবল? এতদূর দুর্দ্দমনীয়? হে অন্তররাজ! চিত্তের মধ্যে যার তোমার আসন সুপ্রতিষ্ঠ, দুর্ব্বল হলেও তার তুফানে ভয় কি প্রভু! এই বিশ্বাসরূপ আশীর্ব্বাদই কি তাহার আঁধার জীবন-পথ বর্ত্তিকালোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিবে না? সে কি কূল পাইবে না?

তখন সম্মুখস্থ একটা পুষ্করিণীতে সে শিশিটাকে সবেগে ছুঁড়িয়া দিয়া অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিল।

(দুই)

সুব্রতার গর্ব্ব করিবার মত ছিল—তাহার রূপ। যে একবার তাহাকে দেখিত, সে আর একবার তাহার কমনীয় কান্তি না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিত না। অনেকেই তাহাকে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য করিতে পারিলে আপনাদের জীবন সার্থক বলিয়া মনে করিত।

রায়পুকুরের বৃদ্ধ জমিদার শিবনাথ রায়চৌধুরী কি একটা কার্য্যোপলক্ষে মনোহরপুরের দিকে আসিয়াছিলেন। মেয়েটীকে দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত পছন্দ হইল। তখন তিনি উপযাচক হইয়া আপনার একমাত্র বংশধর ললিতকুমারের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূর সম্মানে সম্মানিত করিতে চাহিলেন।

আপত্য করিবে কি, সুব্রতার দরিদ্র পিতা যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল। শীঘ্রই শুভদিনে নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। আমোদ-প্রমোদের কোন ত্রুটী হইল না। পাড়ার সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইল—"হ্যাঁ, এতদিনে একটা কাজের মত কাজ হইল বটে।" সুব্রতার মুখখানি সাফল্যের আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তাহার উপর সুঠাম দেহে শ্বশুর-দত্ত অলঙ্কারগুলি জড়িত হইয়া সৌন্দর্য্য সহস্রগুণে বাড়াইয়া তুলিল।

পরদিন মহাসমারোহে বরকনে বিদায় লইল।

পথ দিয়া যাইতে যাইতে সুব্রতা গাড়ীর ভিতর হইতে দেখিল—কান্তিচন্দ্র তাহার বাড়ীর ফটকের নিকট স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সে দর্পের হাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। জয়ের আনন্দ তখন তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল।

(তিন)

পাঁচ বৎসর পরের কথা।

মধ্যাহ্ন-কাল। বৃদ্ধ শিবনাথ আহারে বসিয়াছেন; বধূ সুব্রতা বাতা করিতেছিল। হঠাৎ মাথা তুলিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"আমার কাছে কিছু লুকোন নেই বৌমা, মিছে ভোলাবার চেষ্টা করো না।"

বধূ কথা কহিল না। বৃদ্ধ আপনমনে বলিতে লাগিলেন—"তা কোলকাতায় পড়তে পাঠাতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পাঁচজনের কা ভুলে নিজের সর্ব্বনাশ করলুম; তোমাকেও বাদ দিলুম না।"

সুব্রতা হাসিয়া কহিল—"কেন ভাবছেন বাবা?"

বৃদ্ধ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—"বল কি মা, ভাবব না? এত ব ঘরের লক্ষ্মী তোমায় বরণ করে আনলুম, আর সে হতভাগা কি না মা হয়ে সহরে পড়ে রইল! ঘরে মাণিক থাকতে তার কদর বুঝলে না; কাঁচ নি নাড়া-চাড়া করে জীবনটা সার্থক মনে করলে!"

সুব্রতার নয়ন-পল্লব আর্দ্র হইয়া আসিল। সে মাথা নীচু করিয়া মৃদুক কহিল—সকলেরই সব জিনিষ দরকার হয় না বাবা! আপনার আমা ভাল লেগেছে, কিন্তু তাঁর না লাগায় দোষ দেবার কি আছে?"

"আছে, ষোল আনা আছে! আমি শিবনাথ রায়, আমি বলছি—বৌম, তোমাকে তার মনে ধরতেই হবে; তোমার কাছে তাকে একদিন ক্ষমা চাইতেই হবে! তখন বলো—তোমার শ্বশুর জহুরী কি না; ঠিক জি চিনতে পারে কি না!"

কিন্তু সে শুভদিন দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়া উঠিল না; কালে দূত আসিয়া তাঁহারই উপর উচ্চ আদালতের শমনজারী করিল—ব অনুরোধ-চেষ্টাতেও দিন পিছাইয়া দিল না। যাইবার পূর্ব্বে তিনি সস্নেহে বধূর হাত দুইটী চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"বিধাতা আমায় থাকতে দিলে না মা! কি করব, অদৃষ্ট!"

বধূ শ্বশুরের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মন বলিল—"জানি বাবা, জানি—সবই অদৃষ্ট!"

(চার)

কলিকাতায় সুবিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়া ললিতকুমার অনেকগুলি কুবিদ্যা শিখিয়া ফেলিয়াছিল। পিতার ভয়ে গোপন রাখিলেও সে একেবারে লুকাইতে

নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর আর ও বালাই রহিল না। সে প্রকাণ্ড মদ ধরিল। কলিকাতা হইতে অবিদ্যা আসিল। বন্ধু-বান্ধবের পুরাদমে চলিতে লাগিল। দিবারাত্রি জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। বুঝিয়া কর্ম্মচারীবৃন্দও মধুকরবৃত্তি অবলম্বন করিল।

এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইল। সুব্রতা কিন্তু একটী দিনের জন্যও র কার্য্যে প্রতিবাদ করিল না; শুধু নীরবে অদৃষ্ট-দেবতার খেলা যাইতে লাগিল। তবে বিষাদের একটা মলিনতা তাহার উজ্জ্বল নিকে দীনতা-মণ্ডিত করিয়া দিল।

সেদিন সুব্রতা বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়াছিল। উন্মুক্ত আকাশের কোলে য়মান বিহঙ্গমেরই মত আপনহারা হইয়া তাহার মন কোথায় কোন্ দ্দেশ্বর উদ্দেশ্যে ছুটিয়া গিয়াছিল! হঠাৎ একটা কলরবে তাহার সংজ্ঞা িয়া আসিল। সে নিম্নে চাহিয়া দেখিল—কতকগুলি গ্রামবাসী মনের সে গল্প করিতে করিতে পথ দিয়া চলিয়াছে। একজন বলিল—কান্তিবাবু জমিদার বটে; ওঁর প্রজা হওয়া একটা ভাগ্যির কথা।"

কান্তিবাবু? কোন্ কান্তিবাবু? সুব্রতা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

জন বলিল—"তা আর বলতে। পয়সাকে তিনি পয়সা মনে করেন না। সেদিন প্রজাদের জলকষ্ট দেখে প্রকাণ্ড একটা দীঘি কাটিয়ে দিয়েছেন, রর একটা হাসপাতালও তৈরি করাচ্ছেন। আর আমাদের দার......"

র শুনিতে পাওয়া গেল না। স্বরটা অস্পষ্ট হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল।

ই সেই' বলিয়া সুব্রতা অধীরভাবে গরাদের উপর মাথাটা চাপিয়া । কি এক অজ্ঞাত বেদনায় তাহার মর্ম্ম ছিঁড়িয়া পড়িতে চাহিল।

এই সময়ে টলিতে টলিতে ললিতকুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—কিছু টাকা দিতে পার?"

সুব্রতা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল; ত্রাস্তে আপনার শিথিল অঙ্গবাস য়ানে সংন্যস্ত করিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল—"কোথায় পাব?"

"বাবা তোমায় অনেক দিয়ে গেছেন, মিথ্যে লুকিয়ো না; দাও, বড় দে পড়েই আজ তোমার কাছে এসেছি।"

কতদিন, কতদিন পরে আজ স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ! কিন্তু কিসের জন্য! ব্রতা ভাবিতে লাগিল—নিয়তির এ কি কঠোর পরিহাস! একদিন যে

মন্তপের সঙ্গ মনে পড়িলে তাহার সমগ্র অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, আ... সেই মন্তপই তাহার স্বামী! ইহকালের আশ্রয়! পরকালের অবলম্ব... হিন্দুনারীর গৌরব করিবার অমূল্য-সম্পদ!

সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"মিথ্যে বলা আমার স্বভাব নয়।"

ললিতকুমার ব্যঙ্গভরে বলিল—"কিন্তু সত্যই বা বল্‌ছ কই? গা... গয়নাগুলো যে তোমার কথার বিপক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে।"

সুব্রতার মুখ নিমেষে পাথরের মত শক্ত হইয়া উঠিল। একবার ... দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল, তারপর আয়তীর লক্ষণ হাতের নোয়া... সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিয়া নীরবে সে স্থান ত্যাগ করিল। উদ্গত... কিন্তু রুদ্ধ করিতে পারিল না; বাহিরে আসিতেই সে তাহার সমস্ত ব... ভিজাইয়া দিল।

(পাঁচ)

হাসপাতাল পরিদর্শন-কার্য্য শেষ করিয়া কান্তিচন্দ্র গৃহে ফিরিতেই ম্যানেজার অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আপনার খোঁজেই যাচ্ছি... দেনার দায়ে রায়পুকুর আজ নিলামে উঠ্‌বে; যদি রাখ্‌তে ই... করেন......"

সর্পাহতের মত শিহরিয়া উঠিয়া কান্তিচন্দ্র ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—"কি বল্‌লেন, রায়পুকুর নিলামে উঠবে! আপনি ভুল শোনেন নি ত'

ম্যানেজার স্মিতমুখে বলিলেন—"তা হলে ম্যানেজারী করা চলে না। শুধু শুনি নি, কতকটা ঠিকও করে ফেলেছি। আপনার মত পেলেই......"

সহসা উত্তেজিতভাবে কান্তিচন্দ্র বলিল—"বেশ করেছেন! ... এখনই যান! যত টাকা লাগে পেছুবেন না; ওটা আমার চাই-ই চাই। কাজ শেষ হলে পাঁচশ টাকা পুরস্কার!"

ম্যানেজার চলিয়া গেলেন। কান্তিচন্দ্রের উৎসাহ কিন্তু মুহূর্ত্তে অবসাদে পরিণত হইল। অতি কষ্টে বাটী ফিরিয়া সে একটা ইজিচেয়ারে চলি... পড়িল।

(ছয়)

কান্তিচন্দ্র ভাবিতেছিল, কয়বৎসর পূর্ব্বের কথা—কোথায়, কোন্ প... তাহার জীবন-স্রোত বহিয়া চলিয়াছিল—কে তাহার গতি ফিরাইয়া দিল... কে তাহার সুপ্ত-বিবেক চকিতে উদ্বোধিত করিল! কাহার জন্য আজ ...

...র সুনাম, প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি! একি পরিহাস! না পরীক্ষা! আজ সেই ...রা পথে বসিতেছে, আর সে......চিন্তা অসহ্য হইল। ভৃত্য বাতাস করিতেছিল, লাফাইয়া উঠিয়া কান্তিচন্দ্র তাহাকে ঘোড়া আনিতে আদেশ করিল। তারপর কোনরকমে একটা জামা গায়ে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

* * * * * * *

নিদাঘের খর-উত্তাপে অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া কান্তিচন্দ্র যখন নিলাম-স্থলে উপস্থিত হইল, তখন সবেমাত্র ডাক শেষ হইয়াছে। নীলামদার সাহেব বলিলেন—"টাকাটা কার নামে জমা হবে, কান্তি ব্যানার্জির?"

পশ্চাৎ হইতে কে চীৎকার করিয়া বলিল—"না, সুব্রতা দেবীর।"

সকল নয়নেই বিস্ময়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ম্যানেজার আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"এ কি, আপনি এখানে! ও কি বলছেন?"

"ঠিক্ বল্‌ছি। এ জমিদারীর মালিক—শ্রীমতী সুব্রতা দেবী।"

ম্যানেজার 'হাঁ' করিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর আম্‌তাআম্‌তা করিয়া কহিলেন—"কিন্তু অতগুলো টাকা......"

আমার অনুরোধ আর আপনি বিরক্ত করবেন না। কাজ সেরে রায়পুকুরের জমিদার বাড়ী আসুন; আমি সেখানে চল্‌লুম।" বলিয়া সে পুনরায় ঘোড়া হাঁকাইয়া দিল।

* * * * * * *

প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইয়া কান্তিচন্দ্র যখন রায়পুকুরে উপস্থিত হইল, ললিতচন্দ্র ও সুব্রতা তখন বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একবার আগন্তুকের দিকে চাহিয়া তাহারা উভয়েই অগ্রসর হইতে লাগিল। কান্তিচন্দ্র তাহাদের পথরোধ করিয়া কহিল—"এ কি! আপনারা চলে যাচ্ছেন যে?"

ললিতচন্দ্র দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"হতভাগা হলেও পরের বাড়ী থাক্‌বার মত দীনতা এখনও রায়পুকুরের হয়নি—ক্ষমা করবেন। খবর আপনি আস্‌বার আগেই পেয়েছি, তবে এ অনুগ্রহের দান নিতে পার্‌ব না বলেই চলে যাচ্ছি।"

কান্তিচন্দ্র রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল—"কিন্তু......"

"এর মধ্যে আর কিন্তু থাকতে পারে না; কিছু মনে করবেন না। আজ আমি বিষয় হারানর আপদেই কষ্ট পাই নি, বরং অমূল্য-রত্নের সন্ধান পেয়ে আপনাকে ধন্য মনে কর্‌ছি। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে কি জানেন—এঁর পাশে থাক্‌বার যোগ্যতা ছিল না বলেই বিষয় হারিয়েছি, উপযুক্ত হলেই আবার ফিরে পাব।"

সাগ্রহে কান্তিচন্দ্র কহিল—"ঠিক বলেছেন, উপযুক্ত হলেই ফিরে পাবেন। সুব্রতা, বোন্, একদিন অযোগ্য ছিলাম বলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে, তারপর এই কয় বৎসর ধরে শুধু যোগ্য হবারই চেষ্টা করেছি। এতদিন পরে তার পরীক্ষার সময় এসেছে। আমার বিশ্বাস—ভায়ের দান নিতে নিশ্চয়ই তুমি অমত কর্‌বে না; অনুরোধ ব্যর্থ হতে দেবে না?"

হারাইবার দিনে এ কি তৃপ্তি, এ কি আনন্দ দয়াময়! সুব্রতা কথা বলিতে পারিল না। কান্তিচন্দ্র ব্যাকুলকণ্ঠে সুব্রতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বল্ বোন্, আজও কি তোর স্নেহ-লাভের উপযুক্ত হই নি?"

সুব্রতা আনন্দের বেদনায় কাঁদিয়া ফেলিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—"দাদা!"

কিয়ৎক্ষণ পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সুব্রতা ধীরকণ্ঠে পুনরায় বলিল—"আমার অনেক ভাগ্য, তাই আপনার মত ভায়ের বোন্ হতে পেরেছি! কিন্তু বিষয়......"

সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে কান্তিচন্দ্র বলিল—"ও কথা তুলে আর কেন কষ্ট দিস্ দিদি! এখনও কিছু খাওয়া হয় নি, ভাইকে খাওয়াবার বন্দোবস্ত কর। আমি এখনই আস্‌ছি।" বলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুব্রতা তাহার গমন-পথের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল; তারপর কান্তিচন্দ্র যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখানকার মাটি পরম শ্রদ্ধার সহিত মাথায় তুলিয়া লইল।

কণ্ঠটা ঝাড়িয়া লইয়া ললিতকুমার কহিল—"সুব্রতা, যথার্থই তুমি ভাগ্যবতী!"

সুব্রতা মাথা নত করিয়া কহিল—"তা হলেও আজ আমি পরাজিতা!"

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কায়স্থ-পঞ্জি

রসুলপুরে কায়স্থ-সভা

...আসিয়াছে :—

...গত ৩রা চৈত্র, রবিবার, অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় পাগলামাতাইন ...পুর, ঢাকা) গ্রামে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়ীতে একটী ...সভা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র ...শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়, ঢাকা হইতে উকীল শ্রীযুক্ত ...ন ঘোষ চৌধুরী মহাশয়, নারায়ণগঞ্জ হইতে মোক্তার শ্রীযুক্ত ... সোম মহাশয়, এবং শিলমান্দী হইতে হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ... দে মহাশয়, মূলপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত কালীমোহন দত্ত ও শ্রীযুক্ত ... দাস মহাশয়দ্বয় এবং কারারচর হইতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক প্রভৃতি উপবীতী কায়স্থগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ...ক্রমে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ ... পর মনোরঞ্জনবাবু কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, উপনয়নের আবশ্যকতা, ...নির্ণয় ও শূদ্রত্বের হীনত্ব সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ...প্রচারকমহাশয় সত্বর উপনয়ন-গ্রহণের দিন স্থির করিবার জন্য উত্তে-...র্ণ একটী বক্তৃতা করিলে পর, সকলেই উৎসাহিত হইয়া আগামী ...এ উপনয়ন-গ্রহণের দিন স্থির করেন। এই গ্রামে ৫।৬টী দল ... প্রত্যেকদলের নেতৃবর্গই এক মতাবলম্বী হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে ...করিয়াছেন।

...ত্রি প্রায় ৮॥• ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

...পরদিন সোমবার রাত্রি ১০ঘটিকার সময় প্রচারকমহাশয়ের আহ্বানে ... বৈকুণ্ঠচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়ীতে গ্রামের অধিকাংশ লোকের ...তে আর একটী সভা হয়। উপনয়নে যে সকল ব্যয় হইবে, চাঁদা ...ই টাকা সংগ্রহ করার জন্য প্রচারকমহাশয় অনুরোধ করেন। চাঁদা ...লইয়া অনেক বাদানুবাদের পর রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় সভা স্থির ...দে, কিছু সময় লইয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসে উপনয়ন গ্রহণ ...বেন।

মহিষাসুরায় কায়স্থ-সভা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দাস মহাশয় জানাইয়াছেন :—

বিগত ৬ই চৈত্র, বুধবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মহিষাসুরায় (ঢাকা) শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাড়ীতে কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। মহিষাসুরের শান্তিভাওলা গ্রামের প্রায় ৬০ জন কায়স্থ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র শিরোরত্ন মহাশয় সর্ব্বসম্মতি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রী বিদ্যারত্ন মহাশয় দুইঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা দ্বারা কায়স্থ-জাতির ইতিহাস করিয়াছিলেন।

বক্তারপুরে কায়স্থ-সভা

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকুমার নাগ বিশ্বাস, বি-এ মহাশয় বক্তারপুর, হইতে জানাইয়াছেন :—

বিগত ১০ই চৈত্র, রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় বক্তারপুর জমীদার শ্রীযুক্ত পার্শ্বনাথ নাগ বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে একটী কা সভা হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত পার্শ্বনাথবাবু সভাপতির গ্রহণ করেন। কলিকাতা হইতে আগত 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র প্রচা শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় 'কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি' সম্বন্ধে একটী করেন।

ময়মনসিংহ কায়স্থ-সভা

ময়মনসিংহ কায়স্থ-সভার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা জানাইয়াছেন :—

বিগত ১৭ই চৈত্র, রবিবার, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় সরকারী রায়বাহাদুর সারদাচরণ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের বাসায় ময়মনসিংহ কায়স্থ-সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরতা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রবীণ উকীল বাবু শ ঘোষ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম, বি-এল, সবডিভিসনাল্ অফি বাবু ভবেশচন্দ্র রায় বর্ম্মা, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার বাবু চারুচন্দ্র সরকার, " মিহির" সম্পাদক বাবু দুর্গাদাস রায়, বি-এল, বাবু সত্যরঞ্জন গুহ, বি বাবু কৃতান্তকুমার গুহ ঠাকুরতা, বি-এল, বাবু নৃত্যচরণ বিশ্বাস প্রভৃতি গণ্যমান্য স্থানীয় কায়স্থগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতা হইতে আগত 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশ- মজুমদার, বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে দুই ঘণ্টাব্যাপী করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় উপস্থিত সভ্যগণ কায়স্থের উপনয়ন-রের আবশ্যকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং ঐ সভায়ই জনের উপনয়ন দেওয়ার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। তৎপর আবশ্যকীয় আলোচনাদির অন্তে রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

উপনয়ন

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু দেব বর্ম্মা, 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র সভ্য ও 'দক্ষিণ-াইল কায়স্থ-সমিতি'র সহকারী সভাপতি মহাশয় জানাইয়াছেন :—

বিগত ১৩৩০, ৩০শে ফাল্গুন বাঁশাইল গ্রামে ৩য় বার কেন্দ্র করিয়া নিম্ন-িত কায়স্থগণ ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই ন্দ্রে ছাওয়ালী-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শিরোমণি মহাশয় চার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

উপনীত কায়স্থগণের নাম—(১) শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল গুহ বর্ম্মা (২) যুক্ত মাধবচন্দ্র গুহ বর্ম্মা (৩) শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন ঘোষ বর্ম্মা (৪) শ্রীযুক্ত ন্দ্রকুমার ঘোষ বর্ম্মা (৫) শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু বর্ম্মা (৬) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র-মার বসু বর্ম্মা (৭) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, সাং—বাঁশাইল।

পাবনা, সিরাজগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু, বি-এল্ মহাশয় নাইয়াছেন :—

"বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লঙ্কার মহাশয়ের নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জ সহরে ও তাহার সন্নিহিত গ্রাম হে গত ১৮ই চৈত্র হইতে ৪ঠা বৈশাখ পর্য্যন্ত ৪টী কেন্দ্রে ১২৭ জন কায়স্থ শাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উপনীত ব্যক্তি-গের নাম-ধাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বেলতা গ্রামের কেন্দ্র

(শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন বক্সী মহাশয়ের বাড়ী)

১। শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন বক্সী ২। মনোমোহন বক্সী, বি-এল্, ৩। মণীন্দ্র-মোহন বক্সী, ৪। তারিণীকুমার দেব, ডাক্তার, ৫। বসন্তকুমার দেব, ৬। জ্যোতিন্দ্রনাথ সেন, ৭। সুরেন্দ্রনাথ সেন, ৮। রজনীমোহন গুহ, সেরেস্তাদার, ৯। অশ্বিনীকুমার গুহ, ডাক্তার, ১০। অম্বিকাচরণ চন্দ্র, ১১। মাধবচন্দ্র

বক্সী, ১২। ভবানীচরণ বক্সী, ১৩। নিবারণচন্দ্র বক্সী, ১৪। ভবতারণ বক্সী, ১৫। শরৎচন্দ্র ঘোষ, ১৬। হেমচন্দ্র ঘোষ, ১৭। প্রাণেশচন্দ্র দেব, ১৮। নারায়ণচন্দ্র দেব, ১৯। কালীকিশোর দাস, ২০। শরৎচন্দ্র দত্ত, ২১। অনাথবন্ধু দত্ত, ২২। কুঞ্জবিহারী দেব, ২৩। গুরুচরণ চাকী, ২৪। যদুনাথ দেব, ২৫। ভবানীচরণ দেব, ২৬। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৭। জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, ২৮। বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২৯। শ্যামাচরণ ধর, ৩০। সতীশচন্দ্র ধর, ৩১। হরিদাস গুহ, ৩২। উপেন্দ্রমোহন বক্সী

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন শর্ম্ম তালুকদার

তন্ত্রধার—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার

তৎব্যতীত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গপদ চক্রবর্ত্তী ব্র... গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সেন বর্ম্মা, মোক্তার ক্ষত্রিয় বরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কেন্দ্রের সফলতার জন্য বিদ্যালঙ্কারমহাশয়ের পরই শ্রীযুক্ত রামবাবু এবং প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বিশ্বাস মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

কুশহাটা গ্রামের কেন্দ্র

২৭শে চৈত্র, বুধবার

(শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত মহাশয়ের বাড়ী)

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষ, ২। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ৩। রজনীকান্ত দত্ত, ৪। রমণীকান্ত দত্ত, ৫। সুরেশচন্দ্র দত্ত, ৬। যতীন্দ্রনাথ দত্ত, ৭। সুধীরচন্দ্র দত্ত, ৮। কালীচরণ দত্ত, ৯। যোগেশচন্দ্র দাস, ১০। শ্রীশচন্দ্র দাস, ১১। পার্শ্বনাথ দেব, ১২। মধুসূদন অধিকারী, ১৩। নরেন্দ্রনাথ চাকী, ১৪। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৫। মোহিনীমোহন ভৌমিক, ১৬। গিরিজা-কান্ত দত্ত

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী

হোতা—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন শর্ম্ম-রায়

সদস্য—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

ব্রাহ্মণগাতী গ্রামের কেন্দ্র

৩রা বৈশাখ

(শ্রীযুক্ত শশধর দেব মহাশয়ের বাটী)

১। শ্রীযুক্ত শশধর দেব, ২। সুরেন্দ্রনাথ দেব, ৩। ভবেশচন্দ্র দেব,

...সুধীরচন্দ্র দেব, ৫। যতীশচন্দ্র দেব, ৬। নরেন্দ্রনাথ দেব, ৭। যতীন্দ্র-... দেব, ৮। মহিমচন্দ্র দেব, ৯। প্রফুল্লকুমার দেব, ১০। উপেন্দ্রনাথ ... ১১। মহেন্দ্রনাথ দেব, ১২। হরেন্দ্রনাথ দেব, ১৩। সতীশচন্দ্র দেব, ... জ্যোতিষচন্দ্র দেব, ১৫। বিনোদলাল দেব, ১৬। তরণীকান্ত দেব, ... কার্ত্তিকচন্দ্র দেব, ১৮। ক্ষেত্রনাথ দেব, ১৯। নগেন্দ্রনাথ দেব, ... দ্বিজেন্দ্রনাথ দেব, ২১। বীরেন্দ্রনাথ দেব, ২২। দেবেন্দ্রনাথ দেব, ... জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেব, ২৪। ক্ষুদিরাম দাস, ২৫। মধুসূদন দাস, ২৬। বিধু-... দাস, ২৭। হরনাথ নন্দী ২৮। সুরেন্দ্রমোহন গুণ, ২৯। হেমন্তকুমার ...মিক, ৩০। কৃষ্ণকুমার ভৌমিক, ৩১। অনিলকুমার ভৌমিক, ৩২। শ্যাম-... দেব, ৩৩। রোহিনীকান্ত দেব, ৩৪। দীনেশচন্দ্র চন্দ, ৩৫। জগচ্চন্দ্র চন্দ, ... অমূল্যচরণ আচারীয়, ৩৭। শশীভূষণ দাস, ৩৮। রমণীমোহন দাস, ... শশীভূষণ রাহা, সর্ব্বসাকিন ব্রাহ্মণগাতী। ৪০। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভৌমিক, ... ভাগবতচন্দ্র ভৌমিক, ৪২। অবিনাশচন্দ্র ভৌমিক, ৪৩। চন্দ্রনাথ ...মিক, ৪৪। ঈশ্বরচন্দ্র দেব, ৪৫। যাদবচন্দ্র দাস, ৪৬। সতীশচন্দ্র ... বি-এল, ৪৭। রমণীমোহন দাস, ৪৮। লালনচন্দ্র দত্ত, সাং ধীৎপুর। ... বনোয়ারীলাল দেব, ৫০। তারকনাথ ভৌমিক, ৫১। যদুনাথ ...মিক, ৫২। ভবানীপ্রসাদ ভৌমিক, ৫৩। কৈলাসচন্দ্র চাকী, ৫৪। ...চন্দ্র চাকী, সাং বহুলী। ৫৫। ধর্ম্মদাস ভদ্র, ৫৬। গঙ্গাচরণ ভদ্র, ৫৭। ...নাথ ভদ্র, ৫৮। অক্ষয়কুমার চন্দ্র, ৫৯। নন্দলাল দত্ত, ৬০। ...লাল দত্ত, ৬১। রোহিণীকান্ত চাকী, ৬২। শ্যামলাল দেব, ... বনোয়ারীলাল দেব, ৬৪। শরচ্চন্দ্র দেব, ৬৫। গোবিন্দলাল ... ৬৬। মাখনলাল দেব, ৬৭। প্যারীলাল দেব, ৬৮। মতিলাল ... ৬৯। যতীন্দ্রলাল দেব, সাং ইছামতী।

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন শর্ম্ম তালুকদার

ব্রহ্ম — „ মোহিনীমোহন শর্ম্ম-রায়

হোতা — „ রজনীকান্ত শর্ম্মা
(ব্রাহ্মণগাতীর কুলপুরোহিত)

তন্ত্রধার— „ গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

ক্ষত্রিয়বরণ প্রাপ্ত— „ শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চাকী দেব বর্ম্মা

সিরাজগঞ্জ—বাহিরগোলার কেন্দ্র

৪ঠা বৈশাখ

(শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ রায় মহাশয়ের বাসা)

১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ রায়, ২। প্রিয়নাথ গুহ রায়, ৩। রবী... নাথ গুহ রায়, ৪। ভবানীপ্রসাদ গুহ রায়, ৫। সতেন্দ্রনারায়ণ ... মজুমদার, ৬। সত্যরঞ্জন মিত্র মজুমদার, ৭। বৈদ্যনাথ মিত্র মজুম... ৮। যামিনীমোহন বসু, ৯। পূর্ণচন্দ্র দাস, ১০। হারানচন্দ্র দাস

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন শর্ম্ম-রায়

তন্ত্রধার— „ গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন শর্ম্ম তালুকদার ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত শর্ম্ম-তলা... উপস্থিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই সময় মধ্যে আর আর যে কাজ করিয়া... তন্মধ্যে তাহার তিনটী বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত ২৭শে চৈত্র হি... মহাসভা হইতে আগত শ্রীযুক্ত করুণানন্দ স্বামী ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শা... মহাশয়দ্বয়ের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সিরাজগঞ্জে একটী মহতী জনসভা ... শ্রীযুক্ত অবনীনাথ লাহিড়ী, এম-এ, বি-এল্ হিন্দু-সভার পক্ষ হই... বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে উক্ত জনসভায় নিমন্ত্রণ করেন। এই সভায় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সর্ব্বজাতির সামাজিক উন্নতি প্রয়াসের সমর্থন করিয়া যে গ... গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন... সিরাজগঞ্জের ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব বর্ণের সুশিক্ষিত জনগণ তাঁহার বক্তৃতার ... প্রশংসা করিয়াছেন। কায়স্থজাতির সামাজিক আন্দোলন যে কোন জাতি... অন্তরায় নহে, বরং সহায়ক ইহা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই বুঝি... পারিয়াছিলেন। স্থানীয় "প্রতিনিধি" পত্রে স্থানীয় একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, কায়স্থ-সমাজের আন্দোলন দেশের নানা জাতির স... একতা-স্থাপনের অন্তরায় সুতরাং এই আন্দোলনে দেশের অনিষ্ট হইতেছে... উক্ত বক্তৃতায় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই অভিযোগের অতীব যুক্তি... প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপর ২৯শে চৈত্র ঐ স্থানে আহ... আর একটী জনসভায় তিনি সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। ৩০শে চৈত্র তিনি ব্রাহ্মণগাতী গ্রামের কায়স্থগণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়বর্ণতা ও উপনয়ন-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক

বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সকলের সকল প্রশ্নের উত্তর দান ... সকল সন্দেহ নিরসন করেন। তৎপর ১লা বৈশাখ, সোমবার ...গোলা গ্রামে তিনি আহুত হইয়া সকল হিন্দুজাতির এক সাধারণ সভায় ...তিন ঘণ্টাকাল বহু শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি পরম্পরায় সহযোগে ... করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সর্ব্ববর্ণের লোকই ... মহাপ্রাণতা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেন। এই বক্তৃতাতেও কায়স্থ-সমাজের বিশেষ উপকার হইয়াছে ও হইবে বলিয়া আমরা ... করি।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার বর্ম্মা সম্পাদক 'বহরমপুর কায়স্থ-সভা' ...য়াছেন—বিগত ৩রা বৈশাখ স্থানীয় সিভিল সার্জ্জেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত ...কুমার ভৌমিক (বারেন্দ্র), তাঁহার চারিটী পুত্র ও একজন ভ্রাতুষ্পুত্র সহ ...তি প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

উপনীত ব্যক্তিগণের নাম—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক (সিভিল সার্জ্জেন, মুর্শিদাবাদ), দীজেন্দ্রকুমার ...শ, জিতেন্দ্রকুমার ভৌমিক, তেজেন্দ্রকুমার ভৌমিক, বীরেন্দ্রকুমার ...র ও জ্যোতিশ্চন্দ্র ভৌমিক।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা, ডাক্তার বরাহি টি কোম্পানী, আসাম ... জানাইয়াছেন:—গত ১৩৩০ সনের ২৬শে মাঘ, যশোহর জিলার ...রপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু বর্ম্মার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ ...কুমার বসু বর্ম্মার সহিত নড়াইল-নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ...র মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা দেবীর শুভ-বিবাহ ...চারে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। কন্যাপক্ষের পুরোহিত 'দেবদেবী' উচ্চারণ করিয়া মন্ত্র পড়াইতে আপত্তি করেন, কিন্তু যশোহরের উকীল ... বাবু ও বরপক্ষের দৃঢ়তায় পরিশেষে আপত্তিশূন্য হইয়া দেবদেবী ...যোগে মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ কার্য্যটী সুসম্পন্ন করেন। বরপক্ষের পুরোহিত ...ক ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য (নহাটা-নিবাসী) মহাশয় ক্ষত্রিয়াচারে সহায়তা ...য়াছেন। তিনি ধন্যবাদার্হ। এই বিবাহে কোন দাবী-দাওয়া করা হয় ...। কন্যাপক্ষ স্বেচ্ছায় যাহা দিয়াছেন, বরপক্ষ সানন্দে তাহা গ্রহণ ...য়াছেন।

ক্ষত্রিয়াচারে ও বিনাপণে বিবাহ

সংবাদ আসিয়াছে :—কধুরখীল-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ভকতিভূষণ চৌধুরীর সহিত শ্রীমতী প্রি দেবীর শুভ-পরিণয় বিগত ২৬শে মাঘ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবা সভায় প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বিদ্যারত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলে কধুরখিল সমাজে বৈদিক মন্ত্রে ও কুশণ্ডিকা দ্বারা গোত্রান্তর করিয়া বি এই প্রথম হইল। কন্যাপক্ষ দরিদ্র, সে কারণ বরপক্ষ পাত্রী আনিয়া স্ব নিজব্যয়ে বিবাহ দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু দেব বর্ম্মা, 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র সভ্য 'দক্ষিণ-টাঙ্গাইল কায়স্থ-সমিতি'র সহকারী সভাপতিমহাশয় জানাইয়াছে

বিগত ১৩৩০।১২ই ফাল্গুন ভাদকুড়া-নিবাসী অনুপবীতি কা শ্রীযুক্ত মাখনলাল দাসের সহিত করাইল-নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনী সরকার বর্ম্মা উপনীত কায়স্থ মহাশয়ের কন্যার বিবাহ এবং ১৩৩০।২৪ ফাল্গুন সেহরাতৈল-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কর বর্ম্মা উপবীতি কায়স্থের কন্যার সহিত গুড়িয়াইল-নিবাসী অনুপবীতি কায়স্থ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকু দে নিয়োগী মহাশয়ের বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ উভয় বিবাহেই অনুপবীতি বরদ্বয়কে বিবাহের পূর্ব্বদিন ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তা উপবীত দেওয়াইয়া তৎপর দিবস বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। এই উভয় বিবাহেই ছাওয়ালী-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শিরো মণি মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কায়স্থ-সমাজে পুরোহিতগণ তাঁহার ন্যায় এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিবাহাদি কা সম্পন্ন করিলে উপনয়ন প্রচার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইবে।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ

সংবাদ আসিয়াছে :—

জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত শ্যামপুর গ্রামে স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন ভৌমিক বর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতৃবধূ কালীতারা দেবীর আদ্যকৃত্য বিগত ১৩৩০ সনের ২৪শে আশ্বিন তারিখে ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে দেবেন্দ্রবাবুর নিজ পুরোহিত ব্রাহ্মন্দী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতীয়গণ উৎসাহের সহিত যোগদানকরতঃ কৃতীকে ধ

ছেন। বহু কাঙ্গালী ভুরিভোজনকরতঃ পরম প্রীতিলাভ করিছে। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এতদঞ্চলে ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করিবার মত হইয়াছে। ভাঙ্গার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের ও শ্রীযুক্ত বসন্তর ভৌমিক মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ও সুবন্দোবস্তে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায়চৌধুরী, ট্যাংরা, ফরিদপুর হইতে জানাইয়াছেন :—

ইদিলপুর—সিদ্ধবাডাহা গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার গুহ বর্ম্মা শয় ৮৭ বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ। ইহার সর্ব্ব কনিষ্ঠা বিধবা ভ্রাতৃবধূর মৃত্যু লে ইনিই শ্রাদ্ধাধিকারী হন এবং ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করিতে মনস্থ ন; কিন্তু অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ ইহাকে বলেন যে, দেশে শ্রাদ্ধ লে ত কোন ব্রাহ্মণ আসিবেন না সুতরাং এক মাসে শ্রাদ্ধ করুন, অথবা রিত সময় বাদ করিয়া ৪৫ দিনে করিলে সকল ব্রাহ্মণই আসিবেন। যদি াহই ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তবে কলিকাতা যাওয়া উচিত। গুহমহাশয় সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া ৭ই ফাল্গুন দশাহেই একোদ্দিষ্ট ষোড়শ এবং বৃষোৎসর্গ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ক্ত কালী বিদ্যারত্ন এবং কুলাচার্য্য শ্রীযুক্ত গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহা- ই দেশে বসিয়া ঐ কার্য্য করিতে সাহস দেন। গুহ মহাশয়ের কুল-হিত শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও কার্য্য করাইতে স্বীকৃত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ মহাশয় বৈদিক পুরোহিত হন। বিক্রম- হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত মদন- বিদ্যানিধি আসিয়াছিলেন এবং অতি পবিত্রভাবে এবং সুচারু- ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া গিয়াছেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ যাহাতে শ্রাদ্ধ কার্য্যে কোন ব্রাহ্মণ না যায়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা রিয়াছিলেন। তথাপি ৩০।৩৫ জন উদারচেতা ব্রাহ্মণ কোন বাধা না নিয়া কার্য্যে যোগদান করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ দেবেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী এবং যুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়গণ এই কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন।

এ সময়ে অপর কায়স্থগণেরও একটু জাগরণ দেখা গেল; এ সময়ে

ভাল প্রচারক আসিলে কিন্তু কার্য্য হওয়ার আশা ছিল, নচেৎ এ আন্দো-
রণ কেবল পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে পরিণত হইবে মাত্র।

ইদিলপুরে কায়স্থ-সভা ও উপনয়ন

১ম সভা

বহু চেষ্টার পর নব-প্রতিষ্ঠিত ইদিলপুর কায়স্থ-সমিতির উদ্যোগে কায় ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র প্রচারক ও "প্রচার-পরিষদে সম্পাদক অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় গত ৩০শে ফা তারিখে ইদিলপুরে আগমন করেন। ইদিলপুর সমাজের কয়ে নেতৃস্থানীয় কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করায় অত্রস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ মধ্যে মনোবিবাদ চলিতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য এই সমাজের ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের একটী সম্মিলিত সভা গত ৪ঠা চৈত্র তারিখে উচ্চ ইংরে বিদ্যালয়ে আহুত হইয়াছিল।

এই সভায় প্রায় আড়াইশত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ত্রি চল্লিশ জন ব্রাহ্মণও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। টেংরার শ্রীযুক্ত যোগে চন্দ্র রায়চৌধুরী বর্ম্মা, অন্নদাচরণ রায়চৌধুরী বর্ম্মা, আশুতোষ রায়চৌধুরী উকীল, ক্ষীতিশচন্দ্র রায়চৌধুরী, বসন্তকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি, সুধাংশুকুমার বসু (ধীপুর), অমূল্যচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক, ইদিলপুর কংগ্রেস কমি ভবতোষ বসু বি-এ, বি-এল (অসহযোগী মূলগাঁ), সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, সভা পতি, কংগ্রেস কমিটী, বিনোদবিহারী গুহ বর্ম্মা, গিরিশচন্দ্র গুহ, শর রায়চৌধুরী বি-এস-সি, চন্দ্রকুমার রায় (বরিশাল), মীরবহর—সতীশচন্দ্র বসুরায় সিঙ্গারডাহা—কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ গুহরায়, নরেন্দ্রনাথ গুহরায় অতুলকুমার বসু বর্ম্মা, শ্যামাপদ বসু বি-এ, সুশীলচন্দ্র বসু, পট্টি—চন্দ্রমোহন ঘোষ বর্ম্মা, ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা, হরকুমার ঘোষ, সাক্ষ্যা—দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, কুচইপটী—হরেন্দ্রকুমার বসু, দাসের জঙ্গল—অনিমেশ রায়চৌধুরী বসন্তকুমার রায় চৌধুরী, বি-এ, বেজ্ঞনিসার—কিশোরীমোহন রায়চৌধুরী, দুর্গামোহন গুহ, দেবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, যামিনীকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি কায়স্থ মহোদয়গণ এ সভায় যোগদান করিয়া কায়স্থান্দোলনে সহায়তা করিয়াছেন।

প্রথমে একটী উদ্বোধন সঙ্গীত হইয়াছিল।

প্রসন্নকুমার বিদ্যানিধি মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় উদ্দেশ্য বিবৃত করেন এবং বলেন, কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ লইয়া গণের সহিত যে দলাদলি ও অনৈক্যের সূত্রপাত হইতেছে, তাহার আবশ্যক। কায়স্থগণ পৈতা লইতে পারে কি না, তাহার শাস্ত্রযুক্তি ব্রাহ্মণগণের বক্তব্য প্রকাশ করা ও ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-মধ্যে মিলন ও বজায় রাখিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধেও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ। অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই সভায় দুই ঘণ্টা কাল করিয়াছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রযুক্তি সমন্বিত বক্তৃতা শুনিয়া কায়স্থ দ্বিজত্ব ও উপবীত-গ্রহণের আবশ্যকতা সকলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি রিলেন; সভাপতিমহাশয়ের পুনঃ পুনঃ আহ্বান সত্ত্বেও কোন বিরুদ্ধ উঠে নাই।

দিলপুরের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় কায়স্থগণের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয় এই ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মিলন-সভায় অনুপস্থিত এবং দলাদলির মীমাংসায় সহায়তা না করায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী র্ম্মা মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, তি কংগ্রেস কমিটি মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ রায়চৌধুরী সম্পাদকমহাশয়ের অনুমোদনে, শ্রীযুক্ত ভবতোষ বসু, বি-এ, বি-এল্ সমর্থনে উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থবৃন্দের সম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাব হয় এবং অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের উপস্থিতিকালে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের যাহাতে মিটিয়া যাইতে পারে, সে বিষয়ে পরস্পর সহায়তা করিবার একটী সভার দিন স্থির করিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করার গৃহীত হয়। এই উভয় প্রস্তাব সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যানিধি উপস্থিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের স্বাক্ষরে তাঁহাদিগকে জানান হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সভার পর ইদিলপুর কায়স্থ-সমাজে উপবীত গ্রহণ করিবার বাসনা উঠে।

২য় সভা

বিগত ৬ই চৈত্র উক্ত বিদ্যালয় গৃহে প্রশস্ত হল্ ঘরে আর একটী সভা

হইয়াছিল। (যাঁহারা স্থানান্তরে নিমন্ত্রণ গিয়াছিলেন) এবার ২।৪
বাদে প্রায় সকল পণ্ডিতগণই এ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রী
নিশিকান্ত কাশ্যপ মহাশয় এ সভার সভাপতি মনোনীত হন। ব্রাহ্ম
পণ্ডিতগণ প্রথমে অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে এ সভায় বক্তৃতা করিতে অনুরো
করিলে সমাগত কায়স্থগণ বলিলেন, তাঁহার বক্তব্য আমরা শুনিয়া
কায়স্থ-জাতি যে পৈতা লইতে কেন পারিবে না এ সম্বন্ধীয়
আলোচনা আপনাদের নিকট হইতে শুনিতে চাই। পণ্ডিত মহা
বলিলেন, এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব
একটী সভায় উপযুক্ত মধ্যস্থ চাই—আমরা কায়স্থ-তত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ
শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় বলিলেন, আপনাদের মন্তব্য শুনিয়া আ
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিব এবং তাহাতেই গোলযোগ মিটি
সম্ভাবনা অধিক। আর আপনারা যদি কায়স্থ-তত্ত্বেই অনভিজ্ঞ,
অকারণ কায়স্থ-বিদ্বেষ প্রচার না করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থের পূর্ব্ব সৌহার্দ্য র
চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বিবাদের মীমাংসা হওয়াও অন্য
সভায় অসম্ভব নহে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ কায়স্থগণ
সভাপতি মহাশয় এই উক্তির সমর্থন করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ স্মৃতি
প্রমুখ পণ্ডিত মহাশয়গণ অতঃপর যথাক্রমে তাঁহাদের বক্তব্য বলেন
কায়স্থ-জাতির উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। শ্রী
অগ্নিহোত্রী মহাশয় ঐ উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রসঙ্গে যে বক্তৃতা ক
তাহাতে কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি ক
এবং ৮ই চৈত্র দোলপূর্ণিমার দিন উপনয়ন-কেন্দ্র ব্যবস্থা করার স্থির হ
শ্রীযুক্ত ভবতোষ বসু, বি-এল মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়গণের আপত্তি খ
সুযুক্তিপূর্ণ ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কুলাচার্য্য শ্রীযুক্ত গদা
বন্দ্যোপাধ্যায় ও কয়েকজন পুরোহিত এ কেন্দ্রে সহায়তা করিবেন জানাইলে
সভাপতি শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ মহাশয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের দলাদলি মিটা
কায়স্থ-জাতির এই ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভে সহায়তা করিতে ব্রাহ্মণগণ
অনুরোধ করেন। রাত্রি ১০টার সময় সভাভঙ্গ হয়। পণ্ডিত মহাশয়গ
শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তর্কে সভা বশীভূত করিতে না পারিলেও নিজেদের জি
পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

মহিলা সভা।

রারডাহা, মূঁলগা, ধীপুর, টেংরা ও দাসেরজঙ্গলে যথাক্রমে পাঁচটী
সভা হইয়া গিয়াছে। প্রচারক মহাশয় এই সমস্ত সভায় হিন্দু ধর্ম্মে
অধিকার ও কায়স্থ নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা করেন।
বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন যে (১) বর্ত্তমান যে সমস্ত আচার-পদ্ধতি ও
আমরা ধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া রহিয়াছি, সেগুলি প্রকৃতি ধর্ম্ম নহে (২)
ধর্ম্মে নারীজাতিকে বঞ্চিতা করিয়া রাখায় আজ হিন্দুধর্ম্মের দুরবস্থার
কারণ। (৩) বেদান্ত ধর্ম্মই হিন্দুর একমাত্র ধর্ম্ম, মানবের একমাত্র
ধর্ম্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে এই বৈদান্তিক ধর্ম্মোপাসনা করার একান্ত
। (৪) কায়স্থ-জাতির যজ্ঞসূত্র আন্দোলন হিন্দুধর্ম্মের এই ভীষণ
আরোগ্য করিবার অন্যতম উপায়।

আলোচ্য সভা

টেংরা, মূঁলগা, বেজনিসার, পট্টি, দাসেরজঙ্গল, বিনটীয়া, ধীপুর প্রভৃতি
আলোচনা সভার ফলে অনেক কার্য্য হইয়াছে। এখন অন্যান্য স্থান
প্রচারক মহাশয়কে লইবার জন্য আহ্বান আসিতেছে। ধনবান
প্রচার কার্য্যে মুক্ত হস্ত না হইলে প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না,
সমস্যাও মিটিবে না।

উপনয়ন-কেন্দ্র

চৈত্র দোল-পূর্ণিমার দিন টেংরা রায়চৌধুরী-ভবনে এক উপনয়ন-
হইয়া অত্রস্থ সৌকালীন, গৌতম, মৌদগল্য গোত্রীয় ১৬ জন কায়স্থ
উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বালকদিগের চূড়াকরণ ও কর্ণবেদও এই
সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ, কুলাচার্য্য গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়
লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ যথাক্রমে আচার্য্য, হোতা, ও সদস্য কার্য্যে
ন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় তন্ত্রধারক ছিলেন। ক্ষত্রিয়-বরণ তাঁহাকেই
হইয়াছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ মীরবহরের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয়
কেন্দ্রে উপনীত হইয়াছেন। উপনীত কায়স্থগণ সকলেই শিক্ষিত ও
নীত; নিম্নে তাঁহাদের নাম-ধাম প্রদত্ত হইল—

সৌকালীন গোত্রীয় ১। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার রায়চৌধরী ২। মোহিনী-
মোহন রায়চৌধুরী ৩। উপেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী ৪। বিপিনবিহারী রায়-

চৌধুরী, সাং টেংরা ৫। বসন্তকুমার রায়চৌধুরী, বি-এ, ৬। অনিমেষ রায়চৌধুরী, সাং দাসেরজঙ্গল

মৌদগল্য গোত্রীয় ৭। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত, সাং কার্ত্তিকপুর

গৌতম গোত্রীয় ৮। মীরবহর—শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুরায় ৯। স চন্দ্র বসুরায় ১০। সুধাংশুভূষণ বসু ১১। রণজিৎকুমার বসু, সাং বী ১২। সুশীলচন্দ্র বসু ১৩। শ্যামাপদ বসু, বি-এ ১৪। যতীশচন্দ্র বসু, সিঙ্গারডাহা। ১৫। সুরেন্দ্রকুমার বসু, কুবেইপট্টি। ১৬। শচীন্দ্রকুমার (সাঁহাজিরা; বরিশাল)

১৩ই তারিখে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়দিগের নাট্য-ম ২য় কেন্দ্রের আয়োজন হয়। নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথারীতি ঐ যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করেন।

মিত্র সেন-পট্টি উপনয়ন-কেন্দ্র। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কান্ত কাশ্যপ। হোতা—শ্রীযুক্ত কালীকমল বিদ্যাবাগীশ। সদস্য—শ্রী কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য। তন্ত্রধারক—প্রচারক অগ্নিহোত্রী।

সৌকালীন গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সতী রায়চৌধুরী (ক) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী (খ) শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, সা বিনটিয়া।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ রায়, সাং নরোত্তমপুর, বরিশাল, গৌত্ত গোত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু, সাং সিঙ্গারডাহা, কাশ্যপ গোত্র—শ্রীযুক্ত বস গুহ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুহ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সাকিন বিনটিয়া।

শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায়চৌধুরী বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ ব শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুহ বর্ম্মা মহাশয়গণের আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও সাহায্য এই প্রচার কার্য্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধু অমূল্যচরণ রায়চৌধুরী, ভবতোষ বসু মহাশয়গণ এ কার্য্যে সাহায্য ও সহা ভূতি দেখাইয়াছেন। মীরবহরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু রায় মহিলা স আয়োজনে সহায়তা করিয়াছেন এবং অধিকাংশ বয়োবৃদ্ধ স্বজাতিবৃন্দ দুটী কেন্দ্রে উপবীত গ্রহণ করিয়া আদর্শ স্থাপন ও উৎসাহিত করিয়াছেন শীঘ্রই আরও কেন্দ্রের আয়োজন হইবে আশা করা যায়। ইতি—সন ১৩৩ তারিখ ১৮ই চৈত্র।

শ্রীঅন্নদাচরণ রায়চৌধুরী বর্ম্মা, সম্পাদক—"ইদিলপুর কায়স্থ-সমিতি"।

সাময়িক প্রসঙ্গ

খুলনা কায়স্থ-মহা-সম্মেলন

৫ই বৈশাখ, ১৩৩১ সাল

নিম্নে আমরা খুলনা কায়স্থ-মহা-সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত গৃহীত বগুলির যথা-সংগৃহীত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রতিনিধি পে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র পক্ষ হইতে সভার অন্যতম সদস্য (Minister) হারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুর, কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘের পতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, আই-সি-এস, প্রচারক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু-র্ম্মা, বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সু (সম্পাদক, কায়স্থ-সভা খুলনা-শাখা), রায়বাহাদুর অমৃতলাল রাহা ও স্থানীয় খা-সভার সকল সভ্য প্রভৃতি মহোদয়গণকে নির্ব্বাচিত করা হয়। নানা রণে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" এই জাতীয় মহাসম্মেলনের সহিত তাঁহাদের র্ষিক অধিবেশন আহ্বান করা সমীচীন বোধ করেন নাই। কায়স্থ-সভার পত্র কায়স্থ-পত্রিকা-সম্পাদক, নিমতিতার স্বজাতি-প্রেমিক ভূম্যধিকারী ক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী মহাশয় এই সম্মেলনের সভাপতি পদে বৃত য়াছিলেন। কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এ-এ, ও 'কায়স্থ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপতি রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় চৌধুরী প্রমুখ নানা দেশ হইতে বহু গণ্যমান্য কায়স্থগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কায়স্থ-সভার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। কায়স্থ-আন্দোলনের বিরুদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয়, না গিয়াছে, অনেকগুলি প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন, কিন্তু উহা টিকে নাই। "কায়স্থ-সভা"র প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় সকাল বিকাল উভয় বেলায় বক্তৃতা করিয়া স্বজাতিবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। লনার জাতীয় অধিবেশনে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১। নিখিল বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মুখপাত্র ও প্রতিনিধিস্বরূপ সম বঙ্গদেশের জন্য একটীমাত্র প্রতিষ্ঠান থাকা সঙ্গত ও আবশ্যক। তদুদ্দেশ্যে এই সম্মেলন অনুরোধ করেন যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা ও বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ একত্র হইয়া এইরূপ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হউন।

প্রস্তাবক—রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর। সমর্থক (১)—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনা বসু। সমর্থক (২)—

২। কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও স কায়স্থ সন্তানগণ তদুচিত উপনয়নাদি সংস্কার ও আচার গ্রহণ করিতেছেন এবং ক্ষত্রিয়োচিত গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনে পরাঙ্মুখ রহিয়াছেন ইহা এই স অতীব দুঃখের বিষয় বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন ও সকলকে এই কল অপনোদনকল্পে যত্নবান হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বসু

সমর্থক—(১)—শ্রীযুত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, অগ্নিহোত্রী

(২)—মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ

(৩)—অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, এম-এ

প্রতিবাদী—শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাবতীর্থ

(মাত্র ৫ ভোট পাইয়াছেন)

৩। হিন্দু-সমাজের ক্ষয়প্রবণতা ও দুর্ব্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া মাত্রেরই মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে, তদুপরি সমাজের দুর্ব্বলতার নানাস্থানে হিন্দু-নর-নারীর উপর নানাবিধ ভীষণ অত্যাচার হইতেছে। এ পতনোন্মুখ ও প্রপীড়িত জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে সমাজের মেরুদণ্ড ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব কায়স্থগণের অগ্রণী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যপাল জন্য এই সম্মেলন অন্যান্য জাতির সহযোগিতায় অবিলম্বে হিন্দু-সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ দৃঢ় করিবার ভার গ্রহণ করিতে কায়স্থসন্তানগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ। সমর্থক (১) শ্রীযুক্ত বিনোদলাল মজুমদার (২) সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৪। ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী বেকারসমস্যা সমাধানে কায়স্থসমাজ বিশেষ রূপে স্বার্থবিশিষ্ট। এ সম্বন্ধে অন্যান্য সাধারণ চেষ্টায় সহযোগিতা ব্যতীত কায়স্থগণ নিজেদের মধ্যে নানারূপ অর্থকরী সমবায়-সমিতি বা যৌথ-ব্যবসায়

ও চরকা ও খদ্দর প্রচলনকল্পে যত্নপর হয়েন তজ্জন্য এই সম্মেলন অনু- করিতেছেন।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী। সমর্থক (১) শ্রীযুক্ত বংশধর দার (২) সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৫। নিখিল কায়স্থ সমাজের মধ্যে একতা স্থাপনকল্পে আন্তর্গনিক হের বহুলপ্রচলন বিশেষ আবশ্যক বলিয়া এই সভা অবধারণ করিতেছেন অসমান গোত্র ও অসমান প্রবর মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ সমর্থন তেছেন।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়চৌধুরী। সমর্থক (১)—শ্রীযুক্ত মন্মথ- ন বসু (২)—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। প্রতিবাদী—শ্রীযুক্ত গীষ্পতি তীর্থ।

৬। বিবাহে অধুনা প্রচলিত নির্ম্মম পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন এবং লক্ষে উপঢৌকন, বরানুগমন প্রভৃতি ব্যয়বাহুল্য রহিতকরণ ও অন্যান্য ষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে ব্যয়সংক্ষেপ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া এই সম্মেলন দৃঢ়- র নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র। সমর্থক (১)—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন (২)—শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ।

৭। কায়স্থগণকে শূদ্র বলিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়া- উহা শাস্ত্র ও ইতিহাসবিরুদ্ধ বলিয়া এই সভা প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক:—অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ (১)—প্রস্তাব গৃহীত (২) প্রতিবাদী যুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ (৩টী ভোটপান)।

৮। সংস্কৃতভাষা এবং বিবিধ কলাবিজ্ঞান, অন্যান্য জ্ঞান ও অর্থকরী শিক্ষার নিমিত্ত কায়স্থগণকে মনোযোগী হইতে এই সম্মেলন অনুরোধ তেছেন এবং এই সভা উপযুক্তরূপ স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা নির্দ্দেশ রিতেছেন।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র ঘোষ। সমর্থক—(১) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দার (২)

৯। প্রয়োজনানুরোধে সমুদ্রপথে যে কোন কায়স্থসন্তান স্বজাতীয় স্বাতন্ত্র্য করিয়া গমনাগমন করিতে পারিবেন এবং তিনি সমাজে সাদরে গৃহীত বেন। এই সমাজ ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন।

প্রস্তাবক :—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নাগ। সমর্থক—(১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ (২) প্রতিবাদী—শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ

১০। হিন্দু-সমাজের কলঙ্কস্বরূপ অস্পৃশ্যতাকে সত্বর যথাসম্ভব দূর করি-বার জন্য এই সভা কায়স্থমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

পঞ্চদশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন

বিগত ৬ই ও ৭ই বৈশাখ (শনি ও রবিবার) ১৩৩১, ইং ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল, ১৯২৪ মহাত্মা স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে পঞ্চদশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। রাজা রাম-মোহনের বংশধরগণ ও থানাকুল কৃষ্ণনগরের সুপ্রতিষ্ঠ বসু ও বসু সর্ব্বাধিকারী বংশ-ধুরন্ধরগণের চেষ্টায় এবং স্থানীয় ও চতুঃপার্শ্বস্থ বহু সাহিত্য-প্রেমিকগণের আয়োজনে এই সারস্বত-প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-নাথ বসু মহাশয় এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন, কিন্তু তাঁহার অসুস্থতা-নিবন্ধন অনুপস্থিতিতে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধি-কারী মহাশয়কে এই সভাপতির কার্য্য করিতে হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল (এম্-এল্-সি) ও শ্রীযুক্তকিশোরীমোহন সেনগুপ্ত, বেদান্ত-ব্যকরণতীর্থ সহযোগী-সম্পাদকরূপে এই আয়োজনের অনুষ্ঠানকল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন। দেশে-বিদেশে সুবিখ্যাত সাহিত্য-মহারথ আচার্য্য মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই মহোদয় সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন। সাহিত্য-শাখায়—রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন, ইতিহাস-শাখায়—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, বি-এ, বিজ্ঞান-শাখায়—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চৌধুরী,ডি-এস্-সি ও দর্শন শাখায়—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ মনীষিগণ সভাপতি ছিলেন। পথ দুর্গম ও নানা অসুবিধাজনক হইলেও স্থানীয় সাহিত্যানুরাগিগণ ব্যতীত কলিকাতা ও দূরদেশ হইতে প্রায় ১৫০ জন সাহিত্য-প্রেমিক, সাহিত্য-সেবী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় ও শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী সারস্বতগণের সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন এবং যাতায়াতের পথেও অনেক সম্ভ্রান্ত সাহিত্যানুরাগী স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ ক্লান্তি অপনোদনের জন্য সাহিত্যিক-গণকে বহু সেবা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের হিসাব-রক্ষক শ্রীযুক্ত গণেশ-কুমার পাল মহাশয়ও অনেকগুলি সারস্বতের সেবা করেন। সম্মেলনের অভ্যর্থনা-

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাহিত্য-অতিথিগণের বহু পরিচর্য্যা করিয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করেন।

এই বার্ষিক জাতীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন দ্বারা জাতীয় সাহিত্যের ও সমাজের বহু মঙ্গল সাধিত হয়। জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার ইহা একটী মহৎ অনুষ্ঠান। মাতৃভাষাকে ও নিজ-সমাজকে উন্নত অবস্থায় স্থাপিত করিতে না পারিলে জাতির কল্যাণ হয় না। স্থানীয় জনগণের সাহায্যে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ" এই বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলন বঙ্গের নানা স্থানে আহ্বান করিয়া জাতির একটী মহা অভাব দূর করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সকল দেশহিতকামীর ধন্যবাদার্হ।

সুকবি—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত রচিত

নিম্নলিখিত "সম্মেলন-উদ্বোধন-গীতি" পঠিত হইয়াছিল।

সম্মেলন-উদ্বোধন-গীতি

বাণীর চরণ-কমল-সুধায়
এ পল্লী-নগরে তরঙ্গ খেলায়,
কি যে সে আনন্দ কহা নাহি যায়,
চঞ্চল সবার হৃদয়-মন।
ঘেরিয়া বাণীর পদারবিন্দ
মিলিত সারদা সেবকবৃন্দ,
বহিছে বিমল সাহিত্যানন্দ,
মুখরিত আজি পল্লী-ভবন॥
এসেছিল সে এ 'রাধানগরে',
যাঁর কীর্ত্তি-গান গায় সমস্বরে
ভারত-বঙ্গের নগরে নগরে,—
মহাত্মা সে 'রামমোহন রায়'।
লইয়া জ্ঞানের নবীন কল্পনা,
এনেছিল দেশে অপূর্ব্ব সাধনা,
ধর্ম্ম-অর্জ্জনের নব-আরাধনা,
আজিও যাঁহার মহিমা গায়॥

আসিয়াছে আজ সে মহা নগরে,—
তীর্থরূপে গণ্য বঙ্গের মাঝারে,—
গুণী-জ্ঞানী-সুধী মহানন্দভরে
সারস্বত-অর্ঘ্য করিতে দান।

ব্রহ্ম-সনাতনী গীর্ব্বাণ বাণী,
ভক্ত-সাধকের হৃদয়ের রাণী,
এস কৃপাময়ি, করুণা প্রদানি'
জীবন্মৃত মোরা জাগাও প্রাণ॥

কায়স্থের কৃতিত্ব

(১)

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের কাপ্তেন পি, এন, বসু (ফণীন্দ্রনাথ বসু) এম্-বি, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যায় অধিকতর জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য গত মার্চ্চ মাসে কয়েকমাসের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া ও কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। গত মেলে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া পি, এইচ্. ও ডি, ডি, টি, এম্ উপাধি লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি এম্, আর, সি, পি পরীক্ষা দিবার আয়োজন করিতেছেন।

কাপ্তেন বসু কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন বিশেষ কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। ইনি গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় সমর বিভাগে যোগ দান করেন। তদবধি তিনি ঐ বিভাগেই স্থায়ীভাবে রহিয়াছেন। শ্রীমান্ ফণীন্দ্রনাথ পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র। (নায়ক)

(২)

বিক্রমপুর, রাউথভোগের স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র গুহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গুহ মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণের লেকচারার। তিনি এগারটী মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে D. S. C. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতিভাশালী গুহমহাশয় ইংরাজী ১৯১৭ অব্দে এম্-এস্-সি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ

...অধিকার করেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পি-আর-এস্ পরীক্ষা পাশ ...রেন। আমরা গুহ মহাশয়ের পর পর যোগ্যতা ও প্রতিভা দেখিতে চাই।

বিদেশে কায়স্থের কৃতিত্ব

(৩)

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ Jute Broker (পাটের দালাল) মিষ্টার ইউ, ..., বসু মহাশয় লণ্ডনের ২১ নং মিন্‌চিন্ লেনে, একটী Jute কোম্পানী ...ষ্ঠা করিয়াছেন। ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালী, বিশেষতঃ লেখনী ব্যবসায়ী ...স্থজাতি ভারতীয় অপর জাতি ব্যবসায়ীগণের নিকট খুবই পশ্চাৎপদ। ...ক্ষেত্রে চাকুরীগত প্রাণ বাঙ্গালী কায়স্থগণের ভিতর হইতে ব্যবসা-...ক্ষেত্রে উৎসাহী বসুজ মহাশয়ের বিলাতে উন্নত-প্রণালীর বিরাট্ প্রতি-...দেশী ব্যবসাক্ষেত্রে যে এইরূপ একটী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে ...ক্ষম হইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী জাতির, তথা কায়স্থগণের পক্ষে গৌর-...বের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই বুদ্ধিমান পুরুষসিংহ উদ্যোগী ...বসু মহাশয়ের এই নব-প্রতিষ্ঠিত জুট কোম্পানীর সর্ব্বৈব সাফল্য কামনা করি। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী ধনী কায়স্থগণ উৎসাহী, কৃতী সন্তান বসু মহাশয়ের আদর্শে বিদেশে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের জাতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলিবেন। ইনি কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর সম্ভ্রান্ত-কায়স্থ-কুলোদ্ভব এবং "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র পুরাতন সভ্য।

সাময়িক রঙ্গ-ব্যঙ্গ

(চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে)

... গোয়ালিনী

গোয়ালিনী—এ দেশের আজ হলো কি !
গোয়ালা—এরা সুধা ফেলে সুরা পিয়ে এমনি আশ্চর্য্যি !
গোয়ালিনী—(আমি) দোরে দোরে ক্ষীর নিয়ে ফিরি,
গোয়ালা—(আমি) গরুর সেবা গোয়ালঘরের পাট কোরে মরি !
কোরাস্—তাতেও মন পাই না দেশের, দেশের দশা হ'ল কি ?
গোয়ালিনী—এদের শরীর নষ্ট, অর্থ কষ্ট, জরিমানা দেয়,
গোয়ালা—আবকারীতে রাজকোম্পানী উচ্চ টেক্স নেয়,

কোরাস্—(তবু) কাটে না বিষের নেশা এদের সুধায় অরুচি !
গোয়ালিনী—(এদিকে) দেশের গোধন করে হরণ যত কসাই দল,
গোয়ালা—চল্‌বে না আর এ ব্যবসা 'রাধে-কৃষ্ণ' বল,
কোরাস—(তাইতে) দুধের সঙ্গে মিশাই জল, এতে মোদের দোষটা কি !

২। ঝাড়ুওয়ালা—ঝাড়ুওয়ালী

কোরাস্—মোদের ঝাড়ুর চোটে সহর পরিষ্কার,
এত কোরে খাটি মোরা, তবু এ কি ব্যবহার !
ওয়ালা—আমি সকাল-বিকাল সহর সাফ্ করি,
ওয়ালী—আমি বাইরের ধূলা জোগাড় করে ঘর বোঝাই করি,
কোরাস্—আমরা না থাক্‌লে পরে এদের দশা চমৎকার !
ওয়ালী—আমি শীগ্‌গির কাজে এস্তাফা দেব,
ওয়ালা—আমিও কি ঝাড়ু নিয়ে চিরদিন থাক্‌ব,
কোরাস—বেঁচে থাক বাবুর জাতি, কার তোয়াক্কা রাখি আর !
ওয়ালী—আমি সাজ্‌ব দিদিবাবু-মেমসাহেবের আয়া,
ওয়ালা—বাবুর্চ্চি কি পিওন সেজে আমার ভারি পায়া,
কোরাস—গণ-তন্ত্র প্রচার হ'লে ধার্‌ব না'ক কারো ধার !

৩। ভিস্তি

হামি রাস্তা মে পানি ছিটাই,
পানি ছিটাই, হামি পানি ছিঠাই !
ধূলি মে কাদা বানাই, কাদেমে ধূলি উড়াই।
মেরা কাম্ কভি বন্ধ্ নেহি যায় ॥
কমিশনার আউর অফিস-বাবু-ভাই
হাম্‌কো লেকে করাতা হায় নিজ্ বাড়ী সাফাই
হাম্ কোন্ তরফ্ যাই, হাম্ কোনে তরফ্ যাই
সরকারি রাস্তা য্যায়সা ঐসা পড়া রই।

৪। জেলে—জেলেনী

—ও জেলেনী, শুনেছিস্ এক মজার কথা !
লেনী—নিতুই এত নতুন কথা পাস্ তুই কোথা ?
—(শোন্) বস্‌বে টেক্স মাছের উপর,
লেনী—মোদেরই ত বাড়্‌বে কদর,
রাস—বুক ফুলিয়ে সোনা দুলিয়ে যাব হেথা সেথা !
লেনী—শুন্‌ছি মজা পুকুর আর কাটবে না'ক জমিদারগুলে
—নল-কূপ কেটে না কি বুন্‌বে নতুন মূলো,
রাস—নদী-নালা থাকৃলে বজায় মোদের ব্যব্‌সা যায় কোথায়!

৫। দরবেশের গান

বৈরাগী, আমি ফকির, আমি গো দরবেশ।
'ল' পাশ ক'রে না কি আমার দফা করবে শেষ ॥
নাম কি রোটী', 'আল্লা নাম কি পয়সা',
নামে পেতুম মোরা হরির লুটের বাতাসা ॥
হাত্ম্য প্রচার কোরে এতদিন ত কাট্‌ল বেশ।
তি সভ্যতা শিখে, হলো এ কি আইন—এ কি দেশ !
আতুর-অতিথি-ফকির, শিব-জ্ঞানে পূজে যে বীর।
ত ভক্ত, সেই ত মুক্ত, সেই ত শিবে মিশে শেষ ॥

৬। ঘেসেড়া—ঘেসেড়ানী

রাস—তাজ্জব সহরে সব তাজ্জব-ব্যাপার।
জাত ব্যবসা ছেড়ে সবাই সাজে পাণ্ডা সভ্যতার ॥
সেড়ানী—ঘাস্ কেটে আর দিন চলে না,
সেড়া—পেটের উপায় আর দেখি না,

কোরাস—গোঠে-মাঠে ঘাসের চাষ কোথাও নাইক আর !
ঘেসেড়া—(চলেছে) "লন মাওয়ার" ও 'গ্র্যাস-কাটার,'
ঘেসেড়ানী—কাস্তের দফা রফা এবার,
কোরাস—ময়দানেতে বাবু-বিবি চর্‌ছে দিয়ে নতুন বাহার !
ঘেসেড়ানী—এখন ঘোড়া গরু ঘাস খায় না,
ঘেসেড়া—'ক্রাষ্‌ড্‌ ফুডে'র কেবল বায়না,
কোরাস—(তাই) জমাট্ দুধ আর 'মোটর' গাড়ী গরু-ঘোড়া করুলে সাবা…

কবি—শ্রীচন্দ্র দত্ত ব…

সমালোচনা

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম-গৃহপঞ্জিকা

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৵১০ আনা।

এই পঞ্জিকাখানি উপহার পাইয়াছি। ইহাতে স্বাস্থ্য-রক্ষা ও ধর্ম্ম… সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচনা আছে। ইহা পাঠে স্বা… ধর্ম্মসাধনের সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য পঞ্জিকার ন্যায় ইহা… দিন-ক্ষণের সকল প্রকার আলোচনা ত আছেই, অধিকন্তু গৃহস্থের গৃহ… নিত্য-সহায়ক উপদেশাবলীতে ইহা পূর্ণ হওয়ায় যথার্থই ইহা গৃহস্থের … হইয়াছে। আমরা এই পঞ্জিকা-মধ্যস্থ "শ্রীশ্রী[illegible] অংশটীর দিকে প্রত্যেক সহর ও পল্লীবাসী গৃহস্থের বিশেষ [illegible] করিতেছি। গৃহে গৃহে এই পঞ্জিকাখানির আদর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঐ পঞ্জিকায় কায়স্থজাতির আদিপুরুষ শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের সুদৃশ্য প্রতি… মুদ্রিত হইয়াছে। শারীর-তত্ত্ব-জ্ঞানে অভিজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্যে মানব-দে… নানা অবস্থার প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই পঞ্জিকা সর্ব্ব… উপযোগী করিবার জন্য ডাক্তার বসুমহাশয় যত্নের ত্রুটী করেন নাই। অনেকগুলি প্রবাদ-বচনও ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছে।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৩ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ—১৩৩১ { ২য় সংখ্যা

'তত্ত্বমসি'

(১)

বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় এ বিশ্ব-সংসার,
সম্মুখে র'য়েছে প্রকটিত !
তপন-চন্দ্রমাযুত শোভার আধার,
কি সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড কল্পিত !
অনন্ত বিমান ভরা
লক্ষ লক্ষ শোভে তারা,
কি অজ্ঞাত আলম্বনে কার,
শূন্যে দোলে অপরূপ বিপুল ব্যাপার ?

(২)

বিচিত্র উন্নতশির গিরিশ্রেণী শত
কোথা হ'তে এল আচম্বিতে ?
নদ-নদী ছোটে কি বা প্রেমে অবিরত,
নাহি কাল কাল-বিলম্বিতে !
কানন-কুন্তলা ধরা
ফল-ফুল রসে ভরা,
মহোদধি চরণে লুটায়,
এ বিচিত্র চারু শোভা কার কল্পনায় ?

(৩)

স্থলচর, জলচর, বিমান-বিহারী,
অপরূপ কত জীবোদয় !
ধীরে ধীরে আবির্ভূত নানারূপধারী,
হ'ল ধরা কত শোভাময় !
অনন্ত কুসুমগন্ধে,
বিহঙ্গের গীতি-ছন্দে,
শান্তিসুখ কি যে ঢলঢল,
না জানি কাহার এই প্রেম-পরিমল !

(৪)

অফুরন্ত সৃষ্টি বুঝি হ'ল পূর্ণ আজি,
ভাবে ধাতা আছে কি বা বাকী !
সৌন্দর্য্য-সম্ভারে পূর্ণ এ বিচিত্র সাজি,—
(কভু) আসে নাই কল্পনায় না কি !
ধাতার এ ভ্রূ-কুঞ্চনে,
নর-সৃষ্টি ধরা-বনে,
এ কি হ'ল অপূর্ব্ব গঠন,
জগৎ-সংসার কারে করিছে নন্দন !

(৫)

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বরূপ স্বরূপ ধরিয়া,
এল কি গো নামিয়া ধরায় !
কোথা ছিল বর-বপু ধরা বিনোদিয়া,
প্রকৃতি প্রণতা যার পায় !
কত না সোহাগ ভরে,
কত মহাসমাদরে,
ফুল-ফল প্রকৃতি যোগায় ;—
ঝঙ্কারি' বিহঙ্গ কত সঙ্গীত শুনায় !

(৬)

যুগ যুগ ধরি নর নিল এই সেবা—
তৃপ্ত তবু নহে মন প্রাণ !
না জানি কি তৃপ্তি দিবে কোথা হ'তে কে বা
কোথা যেন পাবে পরিত্রাণ !
বিচঞ্চল সদা মন,
শান্তিহীন অনুক্ষণ,
এত সুখে সুখ নাহি পায় !
কি অজ্ঞাত সুখ-আশে কাহারে ধেয়ায় !

(৭)

ধ্যান-ভঙ্গে সচকিতে হেরিল বিস্ময়ে,
বামে বসি' অনিন্দ্যসুন্দরী !
বিশ্বের ছানিত শোভা নব মূর্ত্তি ল'য়ে,
সেবা-আশে এসেছে কিঙ্করী !
এ কি তনু অভিনব,
লাবণ্যের অবয়ব,
জ্যোৎস্না কি মূর্ত্তি ধ'রে এল !
ধাতার মানসী-দেবী মর্ত্ত্যে প্রকটিল !

(৮)

রূপ, কান্তি, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য-সুষমা,
যেই আখ্যা দাও সে বামারে—
ধরণীর শ্রেষ্ঠ শোভা ধরে মনোরমা,
মুগ্ধ নর সে চিত্র নেহারে !
মানস-আকাঙ্ক্ষা তার
ধরি' মূর্ত্তি চমৎকার,
এসেছে কি বাসনা পূরাতে ;—
নাহি চাহিবার কিছু আর এ ধরাতে !

(৯)

এই ভাবে নরনারী হ'ল সম্মিলিত,
প্রেমালাপে পাতিল সংসার !
ধীরে ধীরে প্রজা-সৃষ্টি হইল রচিত,
বিরাট এ নর-পরিবার !
ঋষি-মুনি ত্যাগী ভোগী,
কত না বিলাসী যোগী
আসি' করে পূর্ণ বসুন্ধরা,
মুখর নগর গ্রামে উদ্বেলিত ধরা !

(১০)

তপোবন-শান্তি-শোভা ধরে না ধরণী,
স্নিগ্ধ-সৌম-শান্ত নহে আর ;—
কামনার মোহে দোলে চঞ্চলা অবনী
বুঝে না ক কি অভাব তার !
দর্শন-বিজ্ঞান কত,
বিচিত্র পুরাণ শত,
তন্ত্র-মন্ত্র কত আবিষ্কার,
লক্ষ্যশূন্য শান্তিহারা তবু চিত্ত তার !

(১১)

যোগী কহে ধ্যান ধর, কর্ম্মী চায় কর্ম্ম,
ভক্তি-পথে ডাকে ভক্তগণ ;—
বৌদ্ধেরা বুঝায় আসি নির্ব্বাণের মর্ম্ম,
শিব-শক্তি তন্ত্রের সাধন !
সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসায়
কত না রহস্য গায় ;—
শত মত, পথের প্রচার,
কোথা শান্তি, কোথা শান্তি—মানব-আত্মার !

(১২)

দেশ দেশান্তরে এল কত মহাজন,
নবতত্ত্ব করিতে ব্যাখ্যান ;
নিজ নিজ সম্প্রদায় করিল গঠন,
নব নব মতের উত্থান !
আপন ধারণা মত
বেছে লয় নিজ পথ,
রুচি-ভেদে হয় মত-ভেদ,
স্মৃতি-তন্ত্র ভিন্ন তাই, তাই ভিন্ন বেদ !

(১৩)

কে বা আমি, কি বা আমি, এনু কোথা' হ'তে,
সদা নর নিভৃতে ধেয়ায় !
কোথা যাব, কি হইবে, ভাবে কত মতে,—
অহরহ কূল নাহি পায় !
সনাতন এই ব্যথা
মানবের হৃদে গাথা,
নাহি জানে কোথা' সমাধান ;
এ তত্ত্ব-ব্যথার কবে হ'বে অবসান !

(১৪)

প্রাচীন নবীন মতে করিয়া ভ্রমণ,
শ্রান্ত-নর নিশ্চিন্ত নির্ব্বাক !
সে শুভ মুহূর্ত্তে তার হ'ল জাগরণ,
শুনিল সে অন্তরের ডাক !
জীবাত্মা উদ্বুদ্ধ হ'ল,
পরমাত্মা প্রকটিল,
শ্রুতি গায় 'তত্ত্বমসি'-গীত !
গর্জ্জিয়া গাহিল জীব 'শিবোঽহম' গীত !

(১৫)

নিত্য-মুক্ত-বুদ্ধ আত্মা দেহ-আবরণে
মায়া-গ্রস্ত হয় প্রতিভাত !
কোথা হ'তে এই ভ্রম এল জীব-মনে,
এ অজ্ঞান কেমনে সঞ্জাত ;—
শাস্ত্র কিছু নাহি বলে,
মীমাংসা না কিছু মিলে ;—
জ্ঞানী দেয় সন্ধান ইহার,—
'আত্ম-জ্ঞানে' কোন স্থান নাহি ক মায়ার !

(১৬)

ছিল শিবে, আছে শিবে, শিবেই প্রয়াণ,
শুদ্ধ-চিত্তে জ্ঞান প্রস্ফুটিত ;
নাই মায়া, ছিল নাক, মিথ্যা মায়া-জ্ঞান
মায়া-ভ্রম মায়ার কল্পিত !
প্রকটিত শাস্ত্র-তত্ত্ব,
'জগন্মিথ্যা ব্রহ্মসত্য',
'তত্ত্বমসি'—জীবে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান :
গুরু-শাস্ত্রে-শ্রদ্ধা আনে ইহার সন্ধান !

শ্রীকিরণচন্দ্র

বারেন্দ্র ভৃগুনন্দী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বিত্তাবিনোদবারিধি মহাশয় স্বীয় কুশীনামায় কয়েক পুরুষের নাম পরি- ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা কানু মাধবের "বল্লার" হইতে আগমন প্রসঙ্গ থাকায় বল্লারবাসী কয়েক পুরুষের নাম পরিত্যক্ত হওয়া বুঝা যায়। কারণ কাশীদা- রায়কে পোতাজিয়ার "আদি" আমার সংগৃহীত কুশীনামায় লিখিত ছি-

...বের ধারা ও পুত্র এক কথা নহে। ইহা পরিত্যক্ত হওয়ার অন্য কারণও ...মান হয়। কাশীদাশীতে শ্রীকণ্ঠ নন্দী বল্লার গ্রামে নিন্দিত হইয়াছেন। ...ব কানু জ্যেষ্ঠসহ বাস করায় তাঁহারা জ্যেষ্ঠ শ্রীকণ্ঠের নিন্দাবাণীতে জড়িত ...তে না পারেন তাহা মনে করিয়াই "মাধবের ধারা" লিখিয়া যে কয়েক ...ষ বল্লারে বাস করেন তাঁহাদের নামকরণ না করিয়া পোতাজিয়ার আদি ...শীর রায় হইতেই নামকরণ করা হইয়াছে। কয়েক খানি ঢাকুরের পর ...তুলনা করিলে ইহা বুঝা সহজ হইবে।

বর্ত্তমান সময় যে সকল বংশ "বল্লারের" নন্দী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা ...মাধবের ধারা নহেন, ইহাই আমাদের জানা আছে। শুনিয়াছি কেহ ...হ "বল্লারের" নন্দী ও "মাধবের ধারা" পরিচয় দেন। কানু মাধবের ...তাজিয়ার বংশধরগণ গণনাধীন হইয়া আছেন। "বল্লার" বাসকালে পুত্র ...ত্রাদি কয়েকজনের বংশ বিস্তৃত হইয়া এক শাখা পোতাজিয়াবাসী ও অপর ...খা অন্যত্র বাস করিয়া পূর্ব্বপুরুষের প্রসিদ্ধি লাভ ও প্রতিষ্ঠাবান্ হইতে না ...রিয়া মূল পরিচয় পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু পোতাজিয়াবাসী মাধবের ...বানগণ ইহা স্বীকার করেন না। যদুনন্দনের বর্ণনায় দ্বৈধতাভাব আনয়ন ...রিলেও বাণেশ্বরের পুথিতে স্পষ্টভাবে—

"শ্রীকণ্ঠ নন্দী বল্লরিয়া, মাধব কানু পোতাজিরা, বেতুড়্যা শঙ্কর নন্দী নাম।
শিবের ইচালাটিয়া, বাল্মীকের আট ঘরিয়া, কৌতুকের তেতুলিয়া গ্রাম॥"

...লিখিত হইয়াছে এবং মোক্ষ গৌণভাবে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

"মোক্ষগৌণ এই ছয়, এতৎভিন্ন নন্দী হয়, দরি তাক জানেহ নিশ্চয়।
আর নন্দী কল্লতিয়া, মুলাভুলী বাগড়িয়া, এই মত হইল উদয়॥"

কল্লতিয়া, মুলাভুলী ও বাগড়িয়া ইহারা কোন বংশধারাপ্রকরণ তাহা ...খিত হয় নাই। যাহারা "পিনাকী" ধারা বলেন, তাঁহারা ঐ তিন সমাজের ...ন্তর্গত থাকা বুঝা যায়। ছয় সমাজের নন্দী ব্যতীত অন্যকে "দরি" বা ...আধুনিক বলিয়া ঐ তিন সমাজ স্থানের নামকরণ করায় তাহারাই মাত্র ...আধুনিক নহে অনুমান করা যায়। যাহা হউক উক্ত ছয় সমাজ স্থান— ১ বল্লার, ২ পোতাজিয়া, ৩ বেতুড়্যা, ৪ ইচালাটিয়া, ৫ আটঘরিয়া, ৬ তেতুলিয়া।

শিবনন্দীর বংশের "ইচালাটিয়া" যদুনন্দনের সংস্কৃত ভাষায় "ইচ্ছল... হইয়াছে। ঐ সকল স্থান বরেন্দ্রভূমির বগুড়া, পাবনা ও রাজসাহী জেলা... অন্তর্গত বটে। প্রাগুক্ত নন্দীগাঁতিতে নন্দীবংশের কেন, দানগাঁতি ও চাঁদ... গাঁতিতেও কেহ নিয়ত বাস করেন নাই।

উত্তর বরেন্দ্রে বল্লালসেনের শাসনাধিকার না থাকাই উহার বা... অনুমিত হয়। বর্ত্তমান চলনবিলের আয়তন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে কিরূপ ছি... তাহা চিন্তা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থান দৃষ্ট করা আবশ্যক। প্রাচীন সম... হাণ্ডিয়াল তাড়াশ প্রভৃতি স্থান চলনবিলের গর্ভস্থ অথবা করতো... গর্ভস্থ ছিল। পূর্ব্বে হুরাসাগর, পশ্চিমে ভাদই নদী ও আত্রেয়ী নদী... মধ্যস্থ জলভাগ বিশাল জলভাগে পরিণত ছিল। তাহার মধ্যেই জলবেষ্টি... গ্রাম ক্রমে বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন সময়ে চলনবিল মুণ্ড... নিমগাছীর একদিকে ও তাহার অপর দিকে করতোয়া প্রবাহিত ছিল। ... জলভাগ বরেন্দ্রের তদানীন্তন ভূপালগণের অধিকারে ছিল। তজ্জন্যই ভৃগু... নন্দীর বংশধরগণ ঐ সকল প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থানে... মূল সমাজ।

প্রথমে, কানু মাধবের বংশীয় নন্দী ঘর পোতাজিয়ায় বাস করেন। তাহা... পর বা সমসময়ে শিব ও শঙ্কর নন্দীর বংশীয়েরা পোতাজিয়ায় আইসেন... ইহারা অবশ্য বর্ত্তমান পোতাজিয়াতে ভদ্রাসন করেন নাই। পূর্ব্বে... পোতাজিয়া ছিল, ও যাহার তলস্থ ভূমি নদী ভগ্ন হওয়া হেতু ... পোতাজিয়া নামে কথিত হইতেছে, সেই স্থানেই কানু মাধবের বংশীয়... আবাসভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নদীভঙ্গের পর ঐ বংশীয়েরা কয়েক... অষ্টমুনিশা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। বর্ত্তমান পোতাজিয়ার সম্মু... হইলে, "বুড়ী পোতাজিয়ার" প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইবে। বর্ত্তমান পোতাজিয়া... একটী মাত্র ভগ্নকীর্ত্তিস্তম্ভ "নবরত্ন", এই মন্দিরই একদা ঐ অঞ্চলের স... শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি ছিল। এই "নবরত্ন" হইতে পাড়াটী "নবরত্ন পাড়া" না... প্রসিদ্ধ আছে।

নবরত্ন সম্বন্ধে গোবিন্দরাম রায়ের বংশীয় প্রাচীনগণের মুখে গ... শুনা যাইত। ঐ বংশের, অধুনা বাহাদুরপুর-নিবাসী ৺রাজকুমার রা... মহাশয় ১৩১০ সালে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের যে স্মারকলিপি দিয়াছে...

তাহাতে লিখিত আছে,—"কাশীশ্বর রায়ের প্রপৌত্র ও জগদানন্দ রায়ের ২য় পক্ষের পুত্র গোপীকান্ত রায় নবরত্নের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাঁহার পুত্র গোবিন্দরাম রায় কর্ত্তৃক মন্দিরের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মন্দিরটী ২২ কাঠা জমির উপরে নির্ম্মিত হয় এরূপ প্রবাদ। মন্দির ও নাটমন্দির সহ বিস্তৃত স্থান ছিল। মন্দিরটী পূর্ব্বদ্বারী ও ত্রিতল এবং নয় ভাগে বিভক্ত ছিল। সমস্তই খিলানের কাজ। মধ্যের বিস্তৃত কুঠরীর গায়ে নানাবর্ণের চিত্র ছিল। নয়টী কুঠরীর নয়টী চূড়া। সকল কুঠরীতেই কারু কার্য্য থাকা শুনা যায়। আমরা বাল্যকালে ভগ্নাবশেষ মধ্যে কুঠরীতে রং করা কার্য্য দেখিয়াছি। মন্দিরের প্রথম তলায় উঠিবার জন্য ২২টী সিঁড়ি ছিল। মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ ও পাঁচটী শালগ্রাম স্থাপিত ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে, ঢাকায় নবাবের কাছারী হইলে, একদা নবাব বাহাদুর গৌড় হইতে ঢাকায় গমন সময়ে পথিমধ্যে ঐ বিশাল মন্দির দেখিয়া সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হন। বাদসাহ বা নবাবের বাটীতে এতাদৃশ সুবৃহৎ মন্দির না থাকায় ও মন্দিরে বিগ্রহ থাকার কথা শুনিয়া নবাব মন্দির ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য মগ সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহারা নবরত্নের উপরের দুই তালা ভাঙ্গিয়া ও মন্দির মধ্যে গোহত্যা করিয়া চলিয়া যায়। শ্রীশ্রীবিগ্রহদেব মগেরা প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সুদীর্ঘ দীঘি মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। মগেরা যাওয়ার পর স্বপ্নাদেশ হওয়ায় উক্ত বিগ্রহ উঠাইয়া নূতন ঠাকুরাণজী স্থাপন হয়। বিগ্রহ দেবের যে ১৬টী মোহর ছিল, তদ্দ্বারা ঠাকুরাণজী নির্ম্মিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে নবরত্নের নিম্নতালার ভগ্নাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে। মন্দিরের গাত্রে প্রস্তরফলকে লিখিত শ্লোক নষ্ট হইয়াছিল। প্রাচীনেরা ঐ শ্লোক উল্লেখ করিয়া সাড়ে তিন শত বৎসরের কথা বলিতেন। ইহা আমার বাল্যকালে শুনা কথা। ইত্যাদি।" মন্দিরটী গোবিন্দরামের পুত্রের সময় নষ্ট হওয়া শুনিয়াছি।

"গোবিন্দরাম তস্য পুত্র ঘনশ্যাম তস্য পুত্র কল্যাণ তস্য পুত্র মনোহর। এই মনোহরের পুত্র কৃষ্ণগোপাল এবং তস্য পুত্র কৃষ্ণকুমার ও কৃষ্ণকিশোর। এই কৃষ্ণকুমারের পুত্র রামকুমার তস্য পুত্র আমি-রাজকুমার ও ব্রজেন্দ্রকুমার। কৃষ্ণকিশোরের পুত্র রাধাসুন্দর প্রভৃতি।" রাজকুমারের পুত্র শ্রীমান্ বসন্তকুমার তস্য পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার রায়। ৺রাজকুমার রায় ও তাঁহার

উর্দ্ধতন এক পুরুষের পুত্র সন্তান ৫০ বর্ষ বয়সের পর জন্মিয়াছে, তজ্জন্য অন্য শাখায় পর্য্যায় কম বেশী হইতেছে।

পোতাজিয়ার আদি কাশীশ্বররায়, তস্য পুত্র আনন্দচন্দ্র রায়, তস্যপুত্র জগদানন্দ, তস্য পুত্র রূপরাম (ভূতিয়া শাখা) ও মাধবানন্দ প্রভৃতি। এই মাধবানন্দের পুত্র গোপীকান্ত প্রভৃতি। কুর্শীনামায় ভৃগুনন্দীর প্রকরণ, মাধবের ধারা লেখার পর আদি কাশীশ্বর রায় লিখিত হইয়াছে। কাশীশ্বরের পিতা মাধব হইলে কাশীশ্বরের প্রপৌত্র মাধবানন্দ, নামকরণ, হইত না। কয়েক পুরুষের নাম পরিত্যক্ত হওয়া এতদ্দ্বারা বুঝা যায়।

যদুনন্দনের ঢাকুরে দেওয়ান গোবিন্দরাম রায় যিনি নবরত্ননির্ম্মাতা বলিয়া কথিত হইতেছেন, তাঁহার নাম নাই। গোপীকান্তের নাম আছে। ইনিও দেওয়ান থাকায় ও মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনকারী বিধায় তদীয় পুত্রকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। গোবিন্দরাম রায়ের অধস্তন ১০।১১ পুরুষ দৃষ্ট হয়। তাহাতেও "নবরত্ন" সাড়ে তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হওয়া প্রমাণিত হয়। গোবিন্দ রায়ের পৌত্র কল্যাণ রায়। ইহার পুত্র মনোহর রায়, তাড়াশের বলরাম রায়ের ভ্রাতষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন। এই মনোহর রায়ের পুত্র কৃষ্ণগোপাল রায় পলাশীর যুদ্ধ সময়ে মুরশিদাবাদ নবাবের দেওয়ান ছিলেন। কৃষ্ণগোপালের অধস্তন ৫।৬ পুরুষ জন্মিয়াছে।

তেতুলিয়া গ্রাম সিংড়া থানায় দুইটী আছে। তেতুলিয়া-বরীন্দ ও তেতুলিয়া-ভড় নামে পরিচিত পল্লী দুইটী বেশী দূরবর্ত্তী নহে। ভড়-তেতুলিয়ার নিকটেই বিল ও নদী ছিল। বুড়ী পোতাজিয়ার ন্যায় এই স্থান সমৃদ্ধিশালী ছিল। বরীন্দের উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে মাধবাদি ভ্রাতার বংশ ভড়ে বাস করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃত কাশীদাসী ও যদুনন্দনে ভৃগুর বাল্মীকি নামক পুত্রকে "নিঃসন্তান" লিখিত হইয়াছে। বাণেশ্বর বাল্মীকের "আটঘরিয়া" লিখিয়াছেন। আবার যদুনন্দন "আটঘরিয়া তেতুলিয়া নহিল চলন" বলেন। ঐরূপ বিভিন্ন মত হওয়ার কারণ বুঝা যায় না। বাল্মীকি "নিঃসন্তান" অথবা তাঁহার "দত্তক-পুত্র" থাকা, অথবা লিপিপ্রমাদ, এরূপ অনুমানসিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

বিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ ভৃগু-

নন্দীকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিতেছেন। তাঁহাদের উক্তি, পাঠান-রাজত্বকালে, ভৃগুনন্দী প্রমুখ কায়স্থগণ, নাগ জমীদারের সুপারিশে, উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়া সাড়ে সাতঘরী পঠীর বন্ধন করেন। তাঁহাদের মতে "চল্লিশ ঘর" অথবা ততোধিক ঘর কায়স্থ এখন যাহা বর্ণিত হইতে পারে তাহাই প্রাচীন সমাজ আখ্যার অবশিষ্ট ঘর হইতেছে। পাঠান শাসন বা রাজত্বকালে পঠীর বন্ধন হইলে, বহু পঠীর সৃষ্টি হইতে পারিত এবং চল্লিশ ঘর সাত ঘরকে মুখ্য বলিয়া আদান প্রদানপ্রয়াসী হইতেন না। নাগ জমীদার ঐ চল্লিশ ঘরকে আদান প্রদানের অযোগ্য স্থান বলিয়া সাত ঘরকে গ্রহণ করিয়াছেন। পঠীবন্ধনকালে যেখানে বল্লালসেনের নাম বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠান রাজত্বকালে হওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? যদি তর্কস্থলে, পঠীবন্ধনের সময় পাঠান রাজত্বকালই স্বীকার করা যায়, তাহাতেও, তথাকথিত প্রাচীন সমাজের কুলেগৌরব কিরূপে বর্দ্ধিত হইবে বুঝি না। যখন যিনি ধনশালী হইবেন, তখন তিনি কুলকার্য্য দ্বারা যশ মান লইতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধ সাধ্যের উপরে "প্রাচীন" বিশেষণ দ্বারা কোন সামাজিক সম্মান লাভ করিতে পারেন না। এদেশের জলবায়ুর গুণে অর্থ হইলেও "কুলের খোঁটা" থাকে। ব্রাহ্মণ নানা অপকর্ম্ম করিয়াও অন্য সমাজের নিকট আদৃত হইতেছেন! আমরা যতদিন ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ গ্রহণ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষার চেষ্টা করিব, ততদিন, আমাদিগকে বহুকালাগত কুলাকুলের কথা স্মরণ রাখিতেই হইবে।

কেহ বলিতে পারেন যে, পাঠান রাজত্বকালে বরেন্দ্রে নানাবিধ উপদ্রব ঘটায় "প্রাচীন"গণ দেশের ভাবচক্র দেখিয়া নীরব ছিলেন এবং তাঁহাদিগের অবস্থান্তরের কারণ উহাকেই বলা যায়। এরূপ প্রত্যুত্তর সঙ্গত নহে। লিপি-ব্যবসায়ী সংখ্যাধিক্যে একমাত্র কায়স্থজাতিই তৎকালে বিদ্যমান ছিলেন। আভিজাত্য কেবলমাত্র অর্থবলেই হয় না বলিয়াই তাঁহারা সপ্তঘরের বন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্যত হয়েন নাই।

জেলা পাবনার চাটমহর থানার এলাকাধীন কোন গ্রামে চন্দ উপাধিতে পরিচিত কায়স্থ আছেন। তাঁহারা বারেন্দ্র বলেন। অন্নারম্ভ, চূড়াকরণ, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে "মৌদগল্য দাস" পরিচয় উল্লেখ করেন। কোন চন্দ উপাধিক কায়স্থের বাটীতে "মৌদগল্য দাস" ৭।৮ পুরুষ যাবৎ যশোহর

শোলকুপা অঞ্চল হইতে আসিয়া বাটী করায়, তাঁহারা চন্দ উপাধিতে পরিচিত হইতেছেন। এইরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিলে, ত্রৈলোক্যদেব চাকি, চক্রবর্ত্তু বাস হওয়া নিবন্ধন চাকি নামে পরিচিত হওয়ার অবস্থা অনুধী ব্যক্তিগণও বুঝিতে পারিবেন। আদিশূরের সভায় সমাগত কায়স্থ মধ্যে "গুহ" নাম শুনিয়াই সকলে হাস্য করিয়াছিলেন। "গুহ", বঙ্গজে কিন্তু সম্মানিত আছেন। বারেন্দ্র সমাজের সিদ্ধচাকি ঘর অন্য চাকি হইতে যে পৃথক্ তাহা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। "অর্দ্ধঘর" "সরমা" বা শর্ম্মা লইয়া সপ্তঘরী কায়স্থগণ বিপদাপন্ন হইয়াছেন, একথা বলিতেও শুনা যায়। যদুনন্দন শর্ম্মাকে "কষ্টসূত্রী" ও ভৃগুনন্দীর ভৃত্যরূপে বর্ণনা করেন। কষ্টসূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে এবং তাহাদের একঘরের পরিচয়ও দিয়াছি। বাণেশ্বর—

"সরমার্দ্ধ কুল সিদ্ধি তাহার সম্পাশে।
সেই মত জানি তার নামের আভাসে॥"

লিখিয়াছেন। এই অর্দ্ধকুল দেওয়াতেই নাগ তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সিদ্ধি ঘরের অর্দ্ধকুল পাইলেও তিনি সাধ্যঘরের মাননীয় থাকেন। কিন্তু তদ্রূপ সম্মান দেওয়া যাইতে পারে না বলিয়াই নাগরাজ তাঁহাকে দেশান্তর করেন। সরমা "কাশ্যপ নন্দী" বলায় ও অর্দ্ধকুল লাভ করায়, চল্লিশ ঘর কায়স্থের পূর্ব্বে গণনার যোগ্য। কারণ সিদ্ধসাধ্য ঘরের সহিত আদান প্রদান দ্বারা "কুলাচার" গ্রহণ না করিয়াই কেবল মর্য্যাদা বাক্যের দ্বারা "অর্দ্ধ" ভাব সিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তিনি আদান প্রদান চল্লিশঘরের মধ্যে করিয়া তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবেন বিচিত্র নহে। সুতরাং এই "সরমা" লইয়া সপ্তঘর বিপদে পড়েন নাই। চল্লিশঘরই বিপদে পড়িয়াছেন বটে। বারেন্দ্র কুলজী লেখকগণ সত্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া সমাজের অবস্থাই বর্ণনা করিয়াছেন।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে শর্ম্মা বাহাত্তর ঘর সিদ্ধমৌলিকের মধ্যে ধৃত আছেন। যদুনন্দনে—

"আত্মখেদ করে সরমা মহাশয়।
আমা তুল্য লোক যত বল্লাল সভায়॥
তা সবার মর্য্যাদা হইল বহুতর।
আমি সে রহিনু মাত্র হইয়া নাচার॥

আমি না থাকিব অত্র হইতে।
যদি মোরে দাও কুল থাকি এথাতে॥
একথা শুনিয়া কহে নন্দী চাকি।
আজি হইতে অর্দ্ধভাব আর অর্দ্ধ ফাঁকি॥
এই কথা শুনি পরে নাগ জটাধর।
উষ্মাতে খেদালে তারে দেশ দেশান্তর॥
সেই হইতে সরমা গেল অন্য দেশে।
বারেন্দ্র প্রধান মধ্যে কভু নাহি মেশে॥"

এখানে "বারেন্দ্র প্রধান" শব্দে নিরাবিল ভাবাপন্ন সপ্তঘরকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সরমার "দেশান্তর" চল্লিশ ঘরের সমাজ।

নগেন্দ্রবাবু শ্রেণী চতুষ্টয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছেন। বারেন্দ্র সমাজের কতকলোক তাঁহাকে বংশ বিবরণও দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যে কেহ কেহ নগেন্দ্রবাবুর দ্বারা কুলজীর অভিলষিত সংশোধন করিতে না পারিয়া, তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া নানা কথা বলেন। বারেন্দ্র মধ্যেও সেইরূপভাবে কেহ কেহ কুপিত হইয়া, সমূল উৎপাটনে যত্ন করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ যে বল্লালসেনের সমকালে গঠিত, তাহা প্রমাণ জন্য চল্লিশ ঘরের সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছি। পাঠকগণ তাহা সমাজের পুরাতন কথাই মনে করিবেন। পূর্ব্বেও চল্লিশ ঘর মধ্যে গণ্যমান্য বুদ্ধিমান ও ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে, পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা, কায়স্থ জাতির লিপিব্যবসার অংশীদার বাঙ্গলার সমস্ত জাতিই হইতেছেন। কায়স্থগণের মধ্যেও পূর্ব্বে যাঁহারা গৌরবশালী ছিলেন, এখন তাঁহাদের অনেকেই হীনপ্রভ হইতেছেন। যে সকল ঘরে লেখা পড়ার বিশেষ অনুশীলন ছিল না, এখন তাঁহারাও পাশ্চাত্য বিদ্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতেছেন। দেশের বর্ত্তমান স্রোতে সকলেই "হাবুডুবু" খাইয়া জীবন-সংগ্রামে ব্রতী হইতেছেন। সময় স্রোতে যাহার ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। এখনও কর, চন্দাদি ঘরের মধ্যে গণ্যমান্য বিদ্যা-বিভবসম্পন্ন লোক বর্ত্তমান আছেন। অতীত স্মৃতিবলে যাহাই বলি না কেন, তাঁহাদের প্রতি সকলেই সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য হইবেন।

সমাজগঠনকার্য্য বল্লালের সময় আরব্ধ হওয়ার আর একটী প্রমাণ এই যে, প্রথমে কেবল ৪ ঘরের মধ্যেই কথাবার্ত্তা হয়। রাজমতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইলে ধীরতা প্রয়োজন। দাস ও নাগ স্বগ্রামবাসী নন্দী ও চাকির পরস্পর মধ্যে কুটুম্বিতা ছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, এই চারি ঘরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকায় তাঁহারা একমত হইয়াছিলেন। ঘোষ, মিত্র, বসু উপাধীধারী কায়স্থগণ সমাজে বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহাদিগের জ্ঞাতি-বর্গ রাজসম্মান লাভ করায়, তাঁহাদিগকে লইবার চেষ্টা আদৌ করা হয় নাই। পরে বল্লালী মতের প্রতিযোগী ব্যাস সিংহের বংশ হইতে এবং দেব ও দত্ত ঘর হইতে কতকগুলি ঘর গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতেও সমাজ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই ছিল। সে সময় সংকীর্ণতাজন্য সপ্তঘরের লোক ৪০ ঘরের কোন কোন ঘরে আদান প্রদান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা সুবিধা হইবে না বলিয়া, দেবীদাস খাঁ বার ঘর কায়স্থ উত্তররাঢ়ীয় সিংহ ঘর হইতে গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে চল্লিশ ঘরের কোন কোন ঘর, সপ্তঘরের আশ্রয়ে "কুলাচার" লাভ করিতেছিলেন। ঐ বার ঘর কায়স্থ সংগ্রহ হওয়ায় করণীয় স্থান কতক পরিমাণে প্রশস্ত হইয়াছিল। তাহাতেই যদুনন্দন চল্লিশঘরকে নিরাবিল সিদ্ধসাধ্য ঘরের বাহিরে বর্ণনা করিয়া পৃথক ভাবে নামকরণ করেন নাই। চল্লিশঘরও সপ্তঘরকে 'কুলীন সমাজ' বলিয়াই বলিয়াই স্বীকার করিতেন জানি। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ব দ্বারা যাহা হয়, হউক।

বঙ্গজ কোন নাগ মহাশয়, মধ্যল্যপদ লাভ করণে অসমর্থ হইয়া, জ্ঞাতি মধ্যল্যপদ লাভ করায়, তিনি হতাশ হইয়া, বরেন্দ্রের ষড়দ্বীপে আগমনপূর্ব্বক বারেন্দ্র-সমাজের ধনহীন গৃহহীন লোক হস্তগত করিয়া বারেন্দ্র পঠীভুক্ত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমানকারীর অনুমানকথার কথা মাত্র। বারেন্দ্র ভূমির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ, অথবা বারেন্দ্র কোন কায়স্থের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ, করণ কারণ কিছুই ছিল না। তিনি প্রভুত্বশালী লোক হইলে, বিশাল বঙ্গজ সমাজ মধ্যেই, প্রতিযোগিভাবে, খণ্ড সমাজ স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন। এরূপ ব্যক্তি বারেন্দ্রের সাধ্য ঘর মধ্যে পরিগণিত হইবার প্রয়াস পাইবেন কেন? সে সময়ের লোকের যেরূপ আভিজাত্যভাব প্রবল ছিল, তাহাতে স্বকীয় সমাজের কোন ব্যক্তির সহানুভূতি সাহায্যলাভ করিলেন না, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তিনি সামর্থ্যবান্ হইলে, যে রাজা মধ্যল্যপদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মতের বিরোধী কয়েকজন আত্মীয়-কুটুম্ব লইয়া থাকিতে পারিতেন। বঙ্গজ মধ্যল্য হইতে কোন ঘর না পাইলে, বঙ্গজ সমাজের অন্য ঘরও তাঁহার মতাবলম্বী হইবার বাধা ছিল না। বঙ্গজের মধ্যে দাস "মধ্যল্য" নন্দী ও দেব মহাপাত্র হইতেছেন। তিনি মধ্যল্য বংশের ব্যক্তি হইয়া, সিদ্ধ সাধ্য ভাবের সমাজে মিশিবেন কেন? ঘোষ, গুহ প্রমুখ কুলীন কুটুম্বগণকেই বা ত্যাগ করিয়া আসিবেন কেন? দাস, নন্দী, চাকির কোন ঘরের সহিত বঙ্গজ নাগের পূর্ব্ব কুটুম্বিতা প্রমাণ হয় না। মধ্যল্যপদাকাঙ্ক্ষাভ্রষ্ট নাগ মহাশয় হতাশ হইয়া দেশ ত্যাগ করিলেও, তথাকথিত ষড়দ্বীপে বাস করিয়া, বঙ্গজ-সমাজেই সুপরিচিত থাকিতে সমর্থ ছিলেন। এই সকল কারণে, অনুমানখণ্ডের আশ্রয়ে, যিনি যাহাই বলুন না কেন, তাহা শ্রবণ যোগ্য নহে।

বঙ্গজের নাগবংশের ও বরেন্দ্রের নাগ এবং দক্ষিণরাঢ়ীয়ের নাগ বংশের একমূল হওয়া অসম্ভব নহে। কাশীদাসের

"অষ্টনাগের অষ্ট বংশ, ভুভারতে সুপ্রশংস,"

কাশ্মীরের নাগবংশ প্রাধান্যাভিলাষী হইয়া, নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, মধ্যল্যপদাকাঙ্ক্ষাভ্রষ্ট ষড়দ্বীপে পলাতক নাগ মহাশয়কে, বারেন্দ্র সমাজ-গঠনের আশ্রয়দাতা বলা যায় না!

শিবনাগের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকপুরুষ ও নরদাস ঠাকুর "কুবঞ্চ" বাসী ছিলেন। নরদাস ঠাকুরের স্পর্শশিলার প্রবাদ ছিল। ভৃগু নন্দীরও দেশের উপর সমাজের উপর একটা আধিপত্য ভাব ছিল। নাগবংশের রাজ্যপিপাসা বলবতী থাকাই পরিদৃষ্ট হইতেছে। বারেন্দ্রের নানা স্থানে, নাগবংশের পূর্ব্ব আধিপত্য নিবন্ধন, তাঁহারা "সোম" বংশের অধিকৃত "পদুন্বা" রাজ্যের বিষয় বিলক্ষণরূপেই অবগত ছিলেন। এই সোমবংশের সহিত তাঁহাদিগের কুটুম্বিতা থাকাও সম্ভব। "পদুন্বা" রাজ্যের বিস্তৃতি বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শিব নাগ, "নাগকোট" হইতে এই স্থানে আগমন করা বুঝিতে হইবে। বরেন্দ্রের পালবংশীয় রাজা, বল্লাল সেনের

প্রতিযোগী ছিলেন বলিয়াই, নাগবংশ প্রতিযোগী বা বিরুদ্ধমতের সমাজ সমর্থণ করিয়াছিলেন।

উত্তররাঢ়ীয় ও বরেন্দ্রে বল্লালীমত স্বীকৃত হয় নাই। প্রবল জনশ্রুতি ও জীবন্ত সমাজদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া, একস্থানের প্রকৃত ঘটনাকে কল্পনা-বলে অন্যত্র লওয়া সঙ্গত নহে। রাজমতের বিরুদ্ধভাবে সমাজ অত্যল্প লোক লইয়াই গঠিত হইতে থাকে। গৌড় রাজধানী, মুসলমানগণের হস্তগত হইলে, বহু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বরেন্দ্র, উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকলের পূর্ব্বাঞ্চল ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর ও বাগড়ী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অত্যাচার ভয় এরূপ হইবার কারণ। পূর্ব্ববঙ্গ বিশাল জলরাশির দ্বারা দ্বিখণ্ডিত থাকায়, সেখানে মুসলমান প্রবেশের বিলম্ব ঘটে। "তুর্কীরা" নদ-নদীপ্রধান দেশের লোক ছিল না। তাহাদিগকে নদ-নদী বিল-খালের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া পোতবাহী হইতে বিলম্ব হইতেছিল। সেই জন্যই অনেকে ঐ সকল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই কারণেই আমরা ফরিদপুর, যশোহর অঞ্চলে বহু উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র এবং বাগড়ী দেশে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাবেশ দেখিতেছি। এই সকল কায়স্থ সমাবেশ বল্লালের পরেই হইয়াছিল। ঐ সকল দেশে উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র কায়স্থের বহু নিবাস দৃষ্টে তাহাকে অন্যরূপ কারণের মধ্যে লইতে পারি না।

মুসলমান রাজত্বকালে শরগ্রাম ও শোলকূপা সোনাবাজু ও তারাউজ্যাল পরগণায় বিভক্ত হইয়া, পরে ঐ দুই পরগণা হইতে, উভয় পরগণার মধ্যবর্ত্তী ভাগে কতকগুলি পরগণা ক্রমশঃ জলভাগ হইতে স্থলভাগে পরিণত হইয়াছে। "তারা উজিয়াল" পরগণার নাম হওয়ার পরে, যতুনন্দন ঢাকুর রচনা করেন। এইক্ষণ, বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতিতে যেমন পাশ্চাত্য ভাবের বিকাশ ও গন্ধ আছে, মুসলমান রাজত্বকালে লিখিত গ্রন্থেও সেই ভাবের প্রকাশ হইয়াছে মাত্র। লোকের স্মৃতিপটে পূর্ব্বতন নাম জাগরুক না থাকায়, পরিচয় স্থলে যে নাম বর্ত্তমান ছিল তাহাই লিখিত হইয়া থাকিবে। কুলগ্রন্থে, স্থানের বর্ণনা, গৌণ বিষয় বটে। কুলাকুল কথাই মুখ্য এবং তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। গৌণভাবের উল্লেখযোগ্য কথাগুলি পরিহার করায়, মুখ্য কথার প্রতি অশ্রদ্ধা স্থাপন করা যায় না। কেহ সমস্ত সংস্কার—চিরাগত জনশ্রুতি—প্রাচীন কথা "মুছিয়া ফেল", "আবার

...দেব" ভাবে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের স্থলাভিষিক্ত হন, তাহা স্বতন্ত্র ...। এই প্রবন্ধে আমরা পুরাতন কথারই আবৃত্তি করিতে যত্ন করিয়াছি। ...র দোষে অসম্পূর্ণতা ও দ্বিরুক্তিদোষ স্পৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে; তজ্জন্য ...বেগণ ক্ষমা করিবেন।

...দুনন্দনের গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাঠ ও সমাজবিশ্লেষণ করিলে, প্রতীয়মান ...র, মহারাজ আদিশূর পঞ্চ কায়স্থ আনয়ন করেন। তাঁহাদিগের ...কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদানের সময় হইতেই গৌড়বঙ্গের কায়স্থ-সমাজে ...বিষয়ের আলোচনা আরব্ধ হয়। মর্য্যাদা বিতরণকালেও ঐ সকল ...র মধ্যে কলহ হইয়াছিল। এই সময়েই নূতনভাবে কুলজী ...থাকে। এই কুলজী লেখার যথার্থ কাল নিরূপিত হওয়া কঠিন। ...না হইলেও ঐ ঘটনা পরিহারের উপায় নাই। লিপি ও জনশ্রুতি ...প্রকারেই কথা, চলিয়া আসিতেছে।

...ল্লালসেন কর্ত্তৃক বাহাত্তর ঘরের তুল্য ঔপাধিক কয়েকঘরে মর্য্যাদা ...ন কার্য্য যতুনন্দনের রচনায় বুঝা যায়। তারপর তিনি সপ্তঘরী সমাজ ...ও কুল নিয়ম প্রকাশ করিয়া, শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন ঘরের সমাজাদি বর্ণনা ...বিত্ত ভাবের সমাজের কথা বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষভাগে ...মালী", "কুদরতি", "দুথায়তি", "হালধরা", "নামকরা" বিশেষণ পদ প্রাপ্ত ...নিন্দা করিয়া "আটঘর বা অষ্ট ভাবের" ও "পঞ্চঘর" ও সপ্তদশ ঘরের" ... করিয়া তাঁহাদের নামকরণ করেন নাই। ঐ সকল ঘর যে চল্লিশ ...অন্তর্গত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

...দুনন্দন সমাজ স্থানের মধ্যে সিদ্ধঘরের অষ্টমুনিশা, ...পোতাজিয়া, ...য়া, বাজুরস, খামরা, ও সাধুখালী প্রভৃতি নিরাবিল ভাবাপন্ন ঘরের ...শংসা করিয়া, ঐ সকল ঘরের সহিত যাহার আদান প্রদান নাই তাহাকে,—

"ইথে যার কার্য্য নাই তাহাকে সন্দেহ ভাই,
এই মাত্র কুলজী প্রকাশ।"

...লিয়াছেন। চল্লিশ ঘরের কোন কায়স্থ প্রাচীন সময়ে ঐ সকল সমাজ ...নে আদান প্রদান করিলে, তাহার বর্ণনা থাকিত।

"ভঞ্জের" ন্যায় অন্যান্য ঘরগুলির আদান প্রদান দ্বারায় "সমন্বয়" কার্য্য ...র প্রমাণ নাই। "ভঞ্জের" দৌহিত্রকে সমাজগঠনকারী ভৃগুনন্দী ও ...ন্দ ঠাকুর প্রচলন করেন। তাঁহাদের "সমন্বয়" সকলেই স্বীকার

করিয়াছেন। তৎপরে কাহারও "কন্যা" বা দৌহিত্রের ভাগো তদ্রূপ ম... ঘটে নাই। সমাজে সমন্বয়ে মতভেদ থাকায় "ভাবলব্ধ দোষ" ক্র... বৃদ্ধি হইয়া সপ্তঘরের অনেকেই স্ব স্ব মর্য্যদা নষ্ট করিয়াছেন। এই ভা... দোষও কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"কারো কিন্তু পূর্ব্বভাব নহে উপেক্ষিত।"

নীচ ভাবান্বিতগণ উপেক্ষিত হইয়াছেন বুঝা যায়।

"পূর্ব্বেতে আছিল এক মিছিলে করণ।
অধমে উত্তমে হইল কার্য্য প্রয়োজন॥
তদন্তরে বল্লাল মর্য্যাদা যার হইল।
ছোটবড় ভেদাভেদ কিছু না রহিল॥"

পূর্ব্বে "মিছিলের" কথা কাশীদাসের গ্রন্থে ছিল। ঐ কথাতেই তা... আভাস দিতেছে। শেষ ভাগের—

"জানমালী, কুদরতি, দুথায়তি আর।
হালধরা, নামকরা পঞ্চম প্রকার॥"

ঐ কথার দ্বারা হীনভাবে বর্ণনা করার বিষয় লিখিয়াছি। উহার ... অর্থ জানিবার জন্য আমাকে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন। অনুমান ভিন্ন ইহা... অর্থের কোন গ্রন্থ পাই নাই। তবে উহার ২।১টী সম্বন্ধে জনশ্রুতিও ছিল।

বরেন্দ্রবাসী বৌদ্ধ মতাবলম্বীগণ, মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে নানাপ্রকা... দোষান্বিত হইয়াছিল। তাহাদের "বুদ্ধজ্ঞান" শূন্য ব্যক্তিগণ উদর ওইন্দ্রি... লালসাপন্ন হইয়া পড়েন। এখনও "ত্রৈলোক্যনাথের দল" গাঁজার ... সাধনার বিষয় জ্ঞানে আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত জ্ঞান করেন। এই সম্প্রদায়... বুদ্ধজ্ঞানপরিভ্রষ্ট শাখা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। গৌড় রাজধানী মুসলমান... গণের করগত হইবার পূর্ব্বে অলৌকিক কার্য্যের দ্বারায়, মুসলমান প্রচারক... ঐ সকল মতাবলম্বিগণকে, অনেকটা স্বমতে আনয়ন করেন। "জানমালী... কুদরতি ও দুথায়তি" ঐ উভয়ভাবের শিষ্যসম্প্রদায় অনুমান হয়। "হালধরা"... যাহারা নিজে স্বহস্তে চাষ করে ও আপনাকে কায়স্থ বলে তাহাদিগকে... নির্দ্দেশ করা যায়। লেখক বাল্যকালে, রংপুর অঞ্চলে, একদল নিরক্ষ... কায়স্থকে চাষের কার্য্য করিতে দেখিয়াছেন। কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি... তাহাদিগকে হীন বলিয়াই জানিতেন। "পাত্যা" কায়স্থের বিষয় অনেকেই... জানেন। একবার রাজকীয় আদমসুমারীর সময় সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে...

...হইয়া গোলযোগ হয়। "পাত্যাগণ" কায়স্থ বলিলে, "ভূত" উপাধিধারী ...গণ তাহার প্রতিবাদ করেন। আমার স্মরণ হয়, ইহাদিগকে "পাত্যা" ...' লিখিবার আদেশ হইয়াছিল। এইরূপ যাহারা কায়স্থের নাম বলেন ...য়া "নামকরা" শব্দে বিশেষণ পাইয়া থাকিবে। যাহা হউক, শেষোক্ত ...র লোক উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে ও ব্যবসা বাণিজ্যে ধনাগম ...তেছে। সুতরাং যদুনন্দনের "জানমালী" প্রভৃতির অর্থ এ ভাবেই ...গৃহীত হইতে পারে। যাহাই হউক, সমাজের কুলজী সৃষ্টি বংশের ...দি রক্ষার জন্য হইয়াছে। না জানিয়া, না শুনিয়া, পূর্ব্বের অবস্থা বিচার ...করিয়া, কায়স্থ বলিয়া সকলেই সমান বলিলে কেহ শুনিবেন না। ...য়েক সমাজ গঠনকালে, যে যে বংশ যে যে সমাজে যেরূপ "প্রতিষ্ঠা" ...গ্রাপ লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেই সেই সমাজে পরিগণিত হইয়া ...সিতেছেন। "বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত" সাতাইশ ঘর পরবর্ত্তী সময়ে সর্ব্বত্র ...ন হইতে পারেন নাই। "সাতাইশ ঘরের" পদমর্য্যাদা, আভিজাত্যের ...ং কারণের পৃথক্ ভাব শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিদ্যমান আছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, ...রেন্দ্রে নূতন পঠী, মহাত্মা ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক গঠন হওয়া তর্কস্থলে স্বীকার ...রিলে, বল্লালসেনের মতের বিরুদ্ধভাব, অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সমাজে ...রাহিত থাকাই স্বীকার করিতে হয়। ঐ বিরুদ্ধ মতের বিকাশ ঐ সময়ে ...হলেও ক্ষতি নাই। বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে, বারেন্দ্র দেশে, দাস পদ্ধতির ...য়দাস প্রভৃতি ও নন্দী পদ্ধতির "কলিকাল বাল্মিকী" সন্ধ্যাকর নন্দী প্রভৃতি ...নন্দ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, গৌড়বঙ্গের সমস্ত কায়স্থকে গৌরবান্বিত করিয়া-...ছেন; সেই বারেন্দ্র দেশে, ভৃগুপ্রমুখ কায়স্থ চতুষ্টয় সমাজ গঠনকার্য্যে অসমর্থ ...ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আদিশূরানীত পঞ্চ ...কায়স্থ বংশ মধ্যে মর্য্যাদা বিতরণ কার্য্য প্রসিদ্ধ কারণ হইতেছে। নগেন্দ্রবাবুর ...উদ্ধৃত কাশীদাসীতে দাস, দেব, নন্দী, চাকি ও নাগ ঘরের বর্ণনায় বল্লালের ...সমসাময়িক ব্যক্তিগণের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ সম্বন্ধে বর্ণনা অসম্ভব নহে। এই সকল ...র পঞ্চ কায়স্থের পূর্ব্বে এতদ্দেশে আগমন করেন এবং তাঁহাদের বংশের প্রসিদ্ধি ও প্রাধান্যের বিষয়, পঞ্চ কায়স্থের তুলনায় বর্ণিত হওয়াই স্বাভাবিক ...কথা। তজ্জন্যই কাশীদাসের উক্তি যদুনন্দন অনুসরণ করেন। সামাজিক ...বংশ প্রত্যক্ষ বিষয়; ইহা কল্পনার বিষয় হইতে পারে না। কাশীদাসের

পরবর্ত্তী কুলজীলেখকগণ, সকলেই ধারা-প্রকরণাদি কয়েকটী মূল বিষয়ে স্মৃতি সাধারণের চিত্তপটে রাখিবার জন্য, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করায় পরি… দোষ ঘটিয়াছে মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার

উপবীত ও সূত্র

বিগত কার্ত্তিক সংখ্যার পত্রিকায় ২৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমি… বর্ম্মা মহাশয় আমাদের সভাপতিমহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা… কোন্ বর্ণ কোন্ সূত্রের উপবীত ধারণ করিবে এই সম্বন্ধে তাঁহার যে… লাগিয়াছে, তাহার মীমাংসার জন্য আমাদের অনুরোধ করিয়াছিলেন। না… কারণে আমি এ পর্য্যন্ত ইহার উত্তর দিতে পারি নাই। এক্ষণে আমি উপবী… ধারণের সূত্র সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

শ্রাবণ ও ভাদ্রের সংখ্যার "কায়স্থ-পত্রিকা"য় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ … মজুমদার মহাশয় তাঁহার "উপবীতের গুপ্তকথা" প্রবন্ধে "বৃহৎরাজমার্ত্তণ্ড… গ্রন্থ হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন যে,—

"সত্যে স্বর্ণময়ং সূত্রং ত্রেতায়াং রাজতং তথা।
দ্বাপরে তাম্রজং প্রোক্তং কলৌ কার্পাসসম্ভবম্॥"

অর্থাৎ, সকল বর্ণেরই সত্যযুগে উপবীত স্বুবর্ণের, ত্রেতায় রৌপ্যের, দ্বাপ… তাম্রের এবং কলিকালে কার্পাস সূত্রের। সকল বর্ণের উপবীত কার্পা… সূত্রের হইবে কি না, ইহাই ভৌমিক মহাশয়ের সন্দেহ। তিনি যে প্রমা… তুলিয়াছেন—

"কার্পাসমুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥" (মনু ২।৪৪)

অর্থাৎ, বিপ্রের কার্পাস সূত্রের উপবীত হইলে, ক্ষত্রিয়ের পাটের সূত্রে… ও বৈশ্যের মেষলোমের উপবীত হইবে।

…একজন প্রমাণ দিলেন, কলিকালে সকলেরই উপবীত কার্পাস সূত্রের …। অন্যজন প্রমাণ তুলিলেন যে, তিন বর্ণের উপবীত তিন বস্তুর হইবে; …শেষের প্রমাণে কাল নির্ণয় নাই। এখন এই সন্দেহের কোন্‌টা …? আমরা ক্ষত্রিয় বর্ণ, আমাদের গৃহ্যে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই …দের অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা দ্বিতীয় বর্ণ বলিয়া …দের "যজুর্ব্বেদ" এবং "পারস্কর গৃহ্য"; সুতরাং পারস্কর গৃহ্যর … যে মত আমাদের তাহাই মানিতে হইবে। এই গৃহ্যে উপবীত … কোন কথা নাই, কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র, কোন্ বর্ণের কিরূপ হইবে … আছে। পারস্কর গৃহ্যের দ্বিতীয় কাণ্ডে পঞ্চম কণ্ডিকায় ১৬ সূত্রে … ভেদ সম্বন্ধে দেখিতে পাই যে, "বাসাংসি শাণক্ষৌমাবিকানি।" … ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর পরিধেয় বস্ত্র শণ নির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের ক্ষৌমবস্ত্র ও …র মেষলোমের বস্ত্র। মনুতে উপবীতের কথা আছে। উপবীত সম্বন্ধে … যে শ্লোক তাহা ভৌমিক মহাশয় তুলিয়াছেন। অন্যান্য সংহিতা …মতের বিরোধী নয়। সামবেদীদিগের "গোভিল গৃহ্যে"ও উপবীত …সূত্রের হইবে তাহা নাই। "জৈমিনি গৃহ্য" প্রভৃতি অন্যান্য গৃহ্যেও এই …কথা। যখন গৃহ্যে উপবীতের কোন সূত্র নির্দ্দেশ নাই, তখন কোন্ …র উপবীত হইবে তাহা লইয়া বৃথা তর্কের আবশ্যক নাই। গৃহ্যে পরিধেয় … সম্বন্ধে সূত্রের নির্দ্দেশ আছে, মনু কিন্তু উপবীতের সূত্রের নির্দ্দেশ …য়াছেন। মনুতে উপবীত সম্বন্ধে যখন কোন কাল নির্দ্দেশ নাই এবং … উপবীতের সূত্র সম্বন্ধে উদাসীন, অথচ রাজমার্ত্তণ্ডে কাল নির্দ্দেশ …য়াছে, তখন রাজমার্ত্তণ্ডের ঐ মত মানিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বোধ …। আর সর্ব্বত্রই সকল বর্ণের মধ্যেই কার্পাস সূত্রের ব্যবহার প্রচলন …য়াছে; এরূপ অবস্থায় এ সকল সন্দেহ তুলিবার আবশ্যক দেখা যায় না।

শ্রীগণপতি সরকার

ঔষধ

কুমারী লীলা ব্রাহ্ম গার্ল্‌স্ স্কুলের ছাত্রী। এবার সে ম্যাট্রিক পরী দিয়া পিতার কাছে বৈদ্যনাথ যাইতেছিল। লীলার পিতা বীরেশ্বর সারাজীবন সরকারী-কার্য্যে দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া এক্ষণে অবসর ল সস্ত্রীক তাঁহার বৈদ্যনাথের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। ছেলে-মে কলিকাতায় হোষ্টেলে, বোর্ডিংয়ে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। বীরেশ্বর বয়সে প্রবীণ হইলেও সকল বিষয়েই তিনি আধুনিক মতাবলম্বী ছি স্ত্রী-শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী তিনি, তাই নিজের মেয়েদের পড়া ব্যবস্থা ঠিক ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবেই করিতেন। মেয়েদের শি জন্য সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন লীলা তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠা সন্তান। লীলার পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে তাহার বড়দাদা অমরেন্দ্র তাহাকে হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া গেলে বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে বীরেশ্বরবাবু স্বয়ং তাহাকে নামাইয়া লইবেন এইরূপ বন্দোব ছিল।

মেয়েরা নিতান্তই পুরুষের "কাচাধরা" না হইয়া নিজেদের মধ্যে একটু শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে বীরেশ্বরবাবু মাঝে তাহাদের এই প্রকারে একা যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতেন।

ফাল্গুনের শেষ; অল্প অল্প শীতের বাতাস তখনও বহিতেছিল। হা হইতেই লীলা তাহার শয্যাটি বিস্তৃত করিয়া একখানা বেঞ্চি দখল করিয়া এবং অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানা ইংরাজী পুস্তক লইয়া পড়িতে আর করিল। যথানিয়মে ট্রেণ ষ্টেশনে ষ্টেশনে থামিয়া যাত্রীতে কক্ষ পূর্ণ কর লইল। চন্দননগর ষ্টেশনে একটী প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা সেই কক্ষে উঠিলে যাত্রিগণ প্রথমে তাঁহাকে ভিড়ের অছিলায় প্রবেশ করিতে বাধা দিল, কি প্রৌঢ়ার সমভিব্যাহারী যুবক পুত্র বলপূর্ব্বক ভিড় ঠেলিয়া তাঁহাকে উঠাই দিল, নচেৎ সেদিন তাঁহাদের যাইবার আর ট্রেণ ছিল না। স্থানাভা মহিলাটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। লীলাকে উঠিয়া বসিবার জ অনেকেই অনুরোধ করিলেও লীলা নির্ব্বিকারচিত্তে নীরবে শয়ান রহি

র পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে মনসংযোগ করিল। চন্দননগরে যিনি য়াছিলেন, তিনি বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে লীলাকে বলিলেন,—"টা একটু গুটিয়ে নাও না বাছা, এইখানটায় একটু বসি।"

লীলা কোনও উত্তর করিল না; পা গুটাইয়া লইবারও কোন চিহ্ন দেখাইল লীলাকে নির্ব্বাক দেখিয়া তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় গা তুমি?"

বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে সংক্ষেপে লীলা উত্তর করিল—"দেওঘরে।"

"কে তোমার সঙ্গে যাচ্ছে?"

"কেউ নয়—আমি একাই যাচ্ছি।"

লীলা প্রথমাবধি এই লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী পরা, পায়ে আলতা, সীমন্তে সিন্দূররেখামণ্ডিতা 'পাড়াগেঁয়ে' নারীটির প্রতি মনে মনে দারুণ বিদ্বেষ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার পর তিনি যখন বলিয়া ফেলিলেন "ানে বুঝি তোমার সোয়ামী চাকরী করে?" তখন আর সে এ প্রকার ক্ষিতা নারীর সঙ্গে বাক্যালাপ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। র সাজ-পোষাক দেখিয়া মহিলাটি তাঁহার গ্রাম্য অভিজ্ঞতাবশে তাহাকে ' বলিয়াই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, তাই লীলার সীমন্তে আয়তির চিহ্ন র বিন্দু না থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্ব ধারণাবশে তাহাকে বিবাহিতাই মনে য়াছিলেন।

বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও প্রৌঢ়া যখন একটু বসিবার স্থান পাইলেন না, ন তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া উপরের বংক্কে কোনও প্রকারে উঠিয়া লেন। তিনি যাইতেছিলেন সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে, রাত্রের মধ্যে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে না, সুতরাং অনেকটা নিশ্চিন্তভাবেই শয়ান লেন এবং কিছুক্ষণ পরে গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

নৈশ-নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বন প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া ট্রেণ হুস্‌হুস্ শব্দে গন্তব্য-পথে চলিতে লাগিল। রাত্রি তখন কত তাহা ঠিক বলা যায় না, সহসা লীলার সভীত আর্ত্ত-চীৎকারে মহিলাটির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া চাহিয়া দেখিলেন—সর্ব্বনাশ! চলন্ত ট্রেণে এক ফিরিঙ্গি যুবক লীলার প্রতি অত্যাচারে উদ্যত! লীলা প্রাণপণ চীৎকারে সেই নর-পশুর হস্তমুক্ত হইবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছে। সে কক্ষে তখন আর অন্য যাত্রী কেহই ছিল না, কেবল লীলা, আর সেই ফিরিঙ্গি যুবক!

লীলার করুণ চীৎকার গতিশীল ট্রেণ এবং বাতাসের শব্দে, মিশিয়া যাইতে ছিল, সুতরাং পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষস্থ নিদ্রিত কোনও যাত্রীই তাহার সে চীৎকা শুনিতে পাইল না।

পশ্চিমে নারিকেল কাঠির সমার্জ্জনীর অভাব বলিয়া প্রৌঢ়া তা কিছু সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। তিনি বিদ্যুৎবেগে নিজে বসন সংযত করিয়া ঝাঁটা হস্তে দ্রুত 'বংক্ক' হইতে নামিয়া সে সমার্জ্জনী দ্বারা সপাসপ ফিরিঙ্গি যুবকের মাথায়, পৃষ্ঠে, বাহুতে প্রহা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে আক্রমিত হইয়া ফিরি যুবক একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। মাথার টুপিটা কোথায় উ গেল। নাকে-মুখে-চোখে ঝাঁটার কাঠির সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বিঁধিয়া ঝরিতে লাগিল; তখন সে লীলাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষায় নিযু হইল। ইংরাজের অস্ত্র-আইনের কৃপায় তেত্রিশ কোটী ভারতবাসী আজ নি হইয়াছে, কিন্তু এই ঝাঁটা অস্ত্র এখনও ভারত-নারীর হস্তচ্যুত হয় নাই; ইহা ১৪৪ শের মার্কাও পড়ে নাই। ভাগ্যক্রমে ট্রেণ বৈদ্যনাথ ষ্টেশনের নিকটব হইল। সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনি শুনিয়া ফিরিঙ্গি যুবক লম্ফ দিয়া বাতায়ন-প পলায়ন করিল।

লজ্জা, ঘৃণা, ভয়ে লীলার দেহখানি বেতস-পত্রের মত কাঁপিতেছিল কৃতজ্ঞ-অন্তরে কম্পিতকণ্ঠে তখন সে রমণীকে বলিল—"আজ আপনি না থাক্‌লে আমার যে কি দুর্দ্দশা হোত, তা বল্‌তে পারি না! কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না!"

শান্ত সহজকণ্ঠে প্রৌঢ়া নারীটি উত্তর করিলেন—"ধন্যবাদ দেবার কোন দরকার নেই বাছা! কি আর এমন বাহাদুরী করিছি, মুখপোড়ার রোগের মতই ওষুদ দিছি! এ রোগের ওষুদ হচ্ছে মুড়ো ঝাঁটা!"

শ্রীচারুশীলা দেবী

"কায়স্থ জাতিতত্ত্ব" প্রতিবাদ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

"কায়স্থ জাতিতত্ত্বের" ১০০ পৃষ্ঠায় প্রতিবাদক গিরিশবাবুর উক্তি যথা, "তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) সংস্থিতায় চতুর্ব্বর্ণ ও তাহাদের পরস্পরযোগে উৎপন্ন জাতি সকলের কথাই বলিয়াছেন, তদ্ভিন্ন কোন মৌলিক জাতির কথা বলেন নাই।" এই প্রতিবাদের উত্তরে কাব্যতীর্থ গীষ্পতিবাবুর উক্তি যথা :—

"এতদুত্তরে আমরা গিরিশবাবুকে আর একটী বিষয়ে প্রণিধান করাইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করি প্রকৃত পক্ষেই যদি বর্ণ ও বর্ণসঙ্কর ভিন্ন অপর কোন মূল জাতির ধর্ম্ম ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রকারবর্গের অভিপ্রেত না হইত তাহা হইলে 'চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম ও সঙ্করজাতিদিগের' না বলিয়া 'চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম ও তদিতরদিগের' বলিয়া প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায় কি? 'তদিতর' শব্দের স্থলে 'সঙ্কর' শব্দটী প্রযুক্ত হইলেই ত এক কথায় সকল গোল মিটিয়া যাইত।

কেবল এক যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতাতে যে, এইরূপ ইতর শব্দ যোগে প্রশ্ন করা হইয়াছে তাহা নহে, মনুসংহিতার প্রারম্ভেও,

'ভগবান্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি॥'

বলিয়া যে প্রশ্ন করা হইল, তাহার মধ্যেও 'সঙ্করপ্রভব' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া 'অন্তরপ্রভব' শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় কি? তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে; এইরূপ উক্ত মনুসংহিতার অন্য স্থলেও—

'বর্ণানাং সান্তরালানাং' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, সে স্থলেও 'বর্ণানাং সঙ্করানাঞ্চ' বলিলে যদি ও সকল আপদ্ চুকিয়া যাইত এবং গিরিশবাবুর যথোক্তরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যার দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, তথাপি তাহা করা হয় নাই কেন?" গীষ্পতিবাবুর এইরূপ অসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি আমাকে অনুমতি দিলে, আমি বলিতে পারি যে, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর তিনি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১ম অধ্যায়েই পাইবেন; অবশিষ্ট উত্তর "কায়স্থ জাতিতত্ত্বের" ১৮ পৃষ্ঠায়, মনু ১ম অধ্যায়, ২য় শ্লোকের ব্যাখ্যায়, তাঁহারা নিজেই দিয়াছেন। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, অন্তরাল শব্দের

অর্থ, মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্ট উভয়েই সঙ্কীর্ণ জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ও ঐ কুল্লুকভট্টের টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ঐ শব্দের অর্থে কোন মূল জাতি হইতেই পারে না, কারণ চাতুর্ব্বর্ণ্যাতিরিক্ত কোন মৌলিক জাতির অস্তিত্ব কোন শাস্ত্রেই নাই এবং বর্ণবাহ্য জাতিমাত্রেই যে সঙ্কর তাহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বিষ্ণুস্মৃতিতে সঙ্করজাতির উল্লেখ করিবার পরে আবার "সঙ্কর-সঙ্করাশ্চাসংখ্যেয়াঃ।" (অর্থাৎ সঙ্করজাতি সকলের সাঙ্কর্য্যে অসংখ্য জাতির উৎপত্তি) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুস্মৃতি ১৬ অ, ৬। আবার "কায়স্থ" ১০২ পৃষ্ঠায় গীষ্পতিবাবুর উক্তি, যথা :—

"অন্যদিকে আবার 'কায়স্থ জাতিতত্ত্বের' ১৯-২১ পৃষ্ঠায় আমাদের প্রদর্শিত বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বহ্নিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও মহাভারতীয় হরিবংশ প্রভৃতিতে সূত, মাগধ, কায়স্থাদি অনেকগুলি মূল জাতির বর্ণসাঙ্কর্য্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে মৌলিক উৎপত্তি ও বৃত্তি নির্ণয়ের বিবরণ অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে।" এতদুত্তরে আমার নিবেদন এই যে, উদ্ধৃত শাস্ত্রগুলিতে কায়স্থোৎপত্তির নাম গন্ধ নাই। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের কায়স্থ অর্থে যে কায়স্থজাতি নহে,তাহা বিশেষ করিয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে। উক্ত ১৯-২১ পত্রাঙ্কে কায়স্থের উৎপত্তি ও বৃত্তি নির্ণয়ের বিবরণ থাকার উক্তি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের ভুল। উক্ত ১৯-২১ পৃষ্ঠায় সূত, মাগধ, নিষাদ ও এক-প্রকার কিরাতজাতির উৎপত্তির ও বৃত্তির বিবরণ তাঁহারা বলিয়াছেন। ঐ সকলের মধ্যে নিষাদ বেণরাজার পাপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া জাত। কিরাত স্বর্গবেশ্যার গর্ভে জাত। আর সূত ও মাগধ, মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, বিষ্ণুস্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও নানা পুরাণ মতে, সঙ্করজাতি। বিশেষতঃ পুরাণবক্তা সূত তাঁহার স্বীয় উক্তিতেই তাঁহার কুলুষযোণিত্বের পরিচয় দিয়াছেন; এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণও প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন জাতিই মৌলিক বলিয়া অভিহিত। যজ্ঞে উৎপন্ন ব্যক্তির মৌলিকতা স্বীকৃত হয় না, কারণ পুরাণবক্তা সূতের স্বীয় উক্তিতেই তাঁহার মৌলিকতা অস্বীকৃত হইয়াছে এবং এই কারণেই তাঁহার শ্রুতি-স্মৃতিতে অধিকার ছিল না। অতএব সূত ও মাগধ উভয়েই সঙ্করজাতির অন্তর্গত। সুতরাং কাব্যতীর্থমহাশয়দ্বয়ের কথিত কায়স্থজাতি সূত মাগধাদির ন্যায় সঙ্কর।

আবার চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র মৌলিক জাতির অস্তিত্ব না থাকার অধিকতর প্রমাণ যথা :—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যস্তু কর্ম্মাণি চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ কেবলম্।
অসৃজৎ সহি যজ্ঞার্থে পূর্ব্বমেব প্রজাপতিঃ॥"

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব।

অর্থাৎ, কেবল চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং এই চারিবর্ণেরই ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল পূর্ব্বে প্রজাপতি যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার—

"যথাশূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণ্যাং জন্তুং বাহ্যং প্রসূয়তে।
এবং বাহ্যতরাদ্বাহ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যাৎ প্রজায়তে॥" ঐ, ঐ।

অর্থাৎ, শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণীতে বাহ্য সন্তান উৎপন্ন করে, সেইরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য হইতে বাহ্য সন্তান উৎপন্ন হয়।

এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত আছে যে, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই কেবল মৌলিক জাতি। অতিরিক্ত জাতি সকল এই চাতুর্ব্বর্ণ্যেরই সম্মিশ্রন জাত। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য কেবল মৌলিকতার উল্লেখ করিয়া, করণ, সূত, মাগধাদি কতিপয় সঙ্করজাতির উৎপত্তির বর্ণনার পর বলিয়াছেন, যথা :—

"অসংস্তুতাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ॥"

অর্থাৎ, বাকী অনুক্তজাতি সকলকে প্রতিলোমজ বা অনুলোমজ বলিয়া জানিবে।

ভগবান্ মনুও সংহিতার ১০ অধ্যায়, ৪০ শ্লোকে, এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ২৯৬ অধ্যায়েও এই কথাই উক্ত হইয়াছে। মহাভারতের শ্লোকাংশ যথা :—

"অতোঽন্যেত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজা স্মৃতাঃ।"

অর্থাৎ, চাতুর্ব্বর্ণ্যাতিরিক্ত জাতি মাত্রই সঙ্কর। মহাভারতের এই বচন প্রমাণ স্মৃতির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। অতএব এ সম্বন্ধে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের ব্যাখ্যা অশাস্ত্রীয়, অসঙ্গত ও অসমীচীন। এইরূপ ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকায় বর্ণবাহ্য জাতিমাত্রেই সঙ্কর, অন্ত্যজ, দস্যু ইত্যাদি সপ্রমাণ হইয়াছে। আবার বর্ণত্ব না থাকায় এই সকল জাতির ধর্ম্মে কোন অধিকার নাই; কারণ বর্ণত্বই একমাত্র ধর্ম্মযোগ্যতার হেতু। ইহার প্রমাণ ব্যাসসংহিতা ১ম অধ্যায় যথা :—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত ধর্ম্মযোগ্যাস্তু নেতরে ॥ ৫ ।
শূদ্রোবর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি।
বেদমন্ত্র স্বধা স্বাহা বষট্‌কারকাদিভির্বিনা ॥ ৬ ।"

অর্থাৎ, দ্বিজগণ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী, অন্য কোন জাতি অধিকারী নহে। তবে শূদ্র চতুর্থ বর্ণ হইলেও বর্ণত্ব হেতু তাহার ধর্ম্মে অধিকার আছে, কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বাহা স্বধা, বষট্‌ কারকাদি শব্দের উচ্চারণে শূদ্র অধিকারী নহে।

আবার "কায়স্থ" ১০৩ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ গীষ্পতিবাবুর উক্তি যথা :—

"তখন ধর্ম্মশাস্ত্রে অনুক্ত হইলেও অবিরুদ্ধ কোন প্রামাণিক পুরাণ বচনকেই অপ্রামাণ্য বা অগ্রাহ্য করা চলে না।" কাব্যতীর্থ মহাশয়ের এই উক্তি সম্বন্ধে আমার নিবেদন যে, তাঁহার এই কথা সঙ্গত কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে স্মৃতিতে যে সকল সঙ্করজাতির উৎপত্তি, বৃত্তি ও নাম উক্ত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোন পুরাণ বচন প্রামাণ্য বা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আপাততঃ একটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতেছি যথা :—

"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥"

ব্যাসসংহিতা।

অর্থাৎ, শ্রুতি-স্মৃতি এবং পুরাণ এই তিন শাস্ত্রের মধ্যে কোন বিরোধ দৃষ্ট হইলে শ্রুতির মত প্রবল, আর স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে কোন বিরোধ দেখিলে স্মৃতির প্রমাণ বলবান্।

"কায়স্থ" ১০৫ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি যথা :—

"অর্থাৎ মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি কথিত বর্ণসঙ্কর 'করণ' জাতির সহিত পদ্মপুরাণোক্ত 'কায়স্থ করণ' জাতির আচারাচরণ সমান হইবে। * * * *

মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকের টীকায় কুল্লূভট্ট উক্ত বর্ণসঙ্কর "করণ" জাতির ধনধান্যাধ্যক্ষতা, রাজসেবা, দুর্গান্তঃপুর রক্ষা, ও দ্বিজাতি শুশ্রূষা এই কয়টী শাস্ত্রোক্ত বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান 'কায়স্থ' জাতি পদ্মপুরাণোক্ত 'কায়স্থ করণের' সহিত অভিন্ন হইলে তাহাদের চিরাচরিত বৃত্তির সহিত উল্লিখিত বৃত্তিগুলির কোন বৈলক্ষণ্যই পরিলক্ষিত হয় না।

অধিকন্তু নানা শাস্ত্রোক্ত 'কায়স্থের' একায়ত্ত ও বিশিষ্ট লেখ্যবৃত্তির সহিত 'কায়স্থের' উপপদরূপে সংযুক্ত করণের বৃত্তিগুলি যোগ করিলে বর্ত্তমান কায়স্থ-জাতির চিরপ্রচলিত ধর্ম্ম বা বৃত্তিও সুসমঞ্জসভাবে সম্পূর্ণাঙ্গ হয়।" এতদুত্তরে আমার নিবেদন এই যে, কায়স্থজাতির এখনও এতদূর অধঃপতন হয় নাই যে, যে "করণ"কে কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয় পাদ্মোক্ত বচনের অসংঙ্গত ব্যাখ্যা দ্বারা যৌগিক জাতি বলিয়া প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস করিতেছেন এবং যে 'করণ'কে ভগবান্ মনু ও যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টাক্ষরে সঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথা যে করণের বৃত্তি সকলের মধ্যে দ্বিজাতি শুশ্রূষাও একটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া কুল্লূভট্টের টীকায় উক্ত হইয়াছে, সেই "করণ"কে কায়স্থের উপপদরূপে সংযুক্ত করতঃ সেই বর্ণসঙ্কর করণের বৃত্তিগুলি কায়স্থ-জাতির বৃত্তিগুলির সহিত যোগ করিয়া বর্ত্তমান কায়স্থ-জাতির ধর্ম্ম বা বৃত্তি "সম্পূর্ণাঙ্গ" করিবার যুক্তি কাব্যতীর্থ মহাশয় কেমন করিয়া বলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের মতে বর্ত্তমান কায়স্থ-জাতির ধর্ম্ম বা বৃত্তি এখন সম্পূর্ণাঙ্গ হয় নাই। সঙ্কর "করণ" জাতির দ্বিজাতি শুশ্রূষা, ধনধান্যাধ্যক্ষতা, রাজসেবা ও দুর্গান্তঃপুর রক্ষা এই কয়টী বৃত্তি কায়স্থ বৃত্তিতে যোগ করিলে তবে সম্পূর্ণাঙ্গ হয়। আবার কায়স্থের উপপদটী "করণ" সংযুক্ত করিবার ইঙ্গিতও করা হইয়াছে। অথচ "কায়স্থ জাতিতত্ত্ব" ১৫ পৃষ্ঠায় কায়স্থের সামাজিক স্থান প্রসঙ্গে কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের উক্তি অনুসারে যে "কায়স্থগণ পুরুষানুক্রমে রাজকার্য্য পরিচালন, রাজ্যভোগ, রাজত্বস্থাপন এবং ভূস্বামিত্বের উপভোগ করিয়া আসিতেছেন" সেই কায়স্থ-জাতির ধর্ম্ম বা বৃত্তির সহিত বর্ণসঙ্কর "করণ" বৃত্তিগুলি যোগ করিলে কায়স্থের মর্য্যাদার হানি ভিন্ন মর্য্যাদার বৃদ্ধি হইতে পারে না। কোথায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি "রাজ্যভোগ" "রাজত্বস্থাপন" "রাজকর্ম্ম পরিচালন" এবং "ভূস্বামিত্বের উপভোগ" আর কোথায় বা বর্ণসঙ্কর "করণ বৃত্তি", "ধনধান্যাধ্যক্ষতা", "রাজসেবা", "দুর্গান্তঃপুর রক্ষা" এবং "দ্বিজাতি শুশ্রূষা।" এই "দ্বিজাতি শুশ্রূষা" যে জঘন্য প্রভব শূদ্রের ধর্ম্ম তাহা সকলেই জানেন। করণের এই "দ্বিজাতি শুশ্রূষা" বৃত্তিটী পর্য্যন্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় কায়স্থ বৃত্তিতে সংযুক্ত করিতে যুক্তি দেন। মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি কথিত যে বর্ণসঙ্কর "করণ" জাতির বৃত্তিগুলি লইয়া গীষ্পতিবাবু কায়স্থের বৃত্তিগঠনটি সম্পূর্ণাঙ্গ করিতে চাহেন, সেই সঙ্কর "করণ" জাতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি; যথা :—

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥"

মনু ১০ অ, ২২।

অর্থাৎ, ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন তনয়কে দেশ বিশেষে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় বলে।

আবার মনু বলিয়াছেন,—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমা ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

১০ অ, ৪৩।

অর্থাৎ, ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ ও যাজনাদির অভাবহেতু নিম্নলিখিত ক্ষত্রিয় জাতি সকল বৃষলত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আবার মনু বলিয়াছেন,—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পল্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

১০ অ, ৪৪।

অর্থাৎ, পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পল্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশঃ এই কয়েকটি ক্ষত্রিয় জাতি লুপ্তক্রিয় ও বেদবহির্ভূত হইয়া শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই ৪৪ শ্লোকের নির্দ্দিষ্ট দ্রবিড় ও খশ দেশোদ্ভব লুপ্তক্রিয় বেদবহির্ভূত ও শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়জাতিদ্বয় উদ্ধৃত ২২ শ্লোকের উল্লিখিত "করণ" জাতির নামান্তর মাত্র। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে জাত "করণ" লুপ্তক্রিয়, বেদবহির্ভূত বৃষলত্ব প্রাপ্ত যবনপ্রায় জাতি।

আবার পরাশর স্মৃতিতে এই "করণে"রই নামান্তর "নট" কে অন্ত্যজ বলা হইয়াছে। যথা :—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ, রজক, চর্ম্মকার, নট, ইত্যাদি সাতটী জাতি অন্ত্যজ নামে প্রসিদ্ধ। অতএব স্মৃতিতে স্পষ্টাক্ষরে উক্ত "করণ" জাতির সাঙ্কর্য্য সম্বন্ধে স্মৃতির বচন প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন পৌরাণিক বচন থাকা স্বীকার করিলেও তাহা প্রামাণ্য বা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

আবার কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয় সমালোচিত পাদ্মোক্ত বচনের অসঙ্গত অর্থে "করণ" জাতির উৎপত্তি এবং মৌলিকতা কল্পনা করিয়া "করণ"কে কায়স্থের উপপদ স্বরূপ সংযুক্ত করিয়াছেন। কল্পিত মৌলিক "করণ"কে কায়স্থের উপপদ স্বরূপ সংযোগ এবং বর্ণসঙ্কর "করণ" বৃত্তিগুলি কায়স্থের বৃত্তিতে যোগ করিয়া কায়স্থের ধর্ম্ম বা বৃত্তি সুসমঞ্জসভাবে সম্পূর্ণাঙ্গ করিলে আমার মতে কায়স্থ-জাতির চির-প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্মান, মর্য্যাদা ও গৌরব সমস্তই নষ্ট হইবে। অথচ এইরূপ করিবার প্রয়োজনও দেখি না।

যে কায়স্থের সামাজিক স্থান ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী এবং যে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য বলিয়া কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আবার সেই কায়স্থের চিরপ্রচলিত ধর্ম্ম বা বৃত্তি অসম্পূর্ণাঙ্গ স্বীকার করিয়া তাঁহারা বর্ণসঙ্কর "করণ" বৃত্তিগুলি অর্থাৎ দ্বিজাতি শুশ্রূষাদি কায়স্থ-জাতি বৃত্তিতে যোগ ও কায়স্থের উপপদ "করণ" সংযোগকরতঃ কি প্রকারে সম্পূর্ণাঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন? করণের বৃত্তি ও "করণ" উপপদ লইয়া কায়স্থের যে কি গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের এই অসমীচীন ও অশাস্ত্রীয় প্রস্তাবে আমার বোধ হয় কোন কায়স্থ সন্তান সম্মতি দিতে পারেন না। "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা" নানা শাস্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণ এবং যুক্তি দর্শাইয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয় বর্ণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয় বিনা শাস্ত্রীয় প্রমাণে কায়স্থের বর্ণবাহ্যতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস করিতেছেন। কায়স্থ-সভা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ কায়স্থকে "করণ," "সূত," "মাগধ" ও নিষাদতুল্য সঙ্করজাতি বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কায়স্থ-সভা কায়স্থের উপনয়ন–সংস্কার ব্যবস্থা ও বর্ম্মা উপপদ সংযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয় কায়স্থের "করণ" উপপদ এবং বর্ণসঙ্কর "করণ" বৃত্তি সংযুক্ত করিবার প্রয়াস করিতেছেন। কায়স্থ-সভা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয় চিরাচরিত অশাস্ত্রীয় আচারের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী আসন অধিকার করিতে প্রয়াস করিতেছেন। কায়স্থ-সভা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দর্শাইয়া কায়স্থকে চাতুর্ব্বর্ণ্যের অন্তর্গত বলিয়াছেন, কিন্তু কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয় বিনা শাস্ত্রীয় প্রমাণে কায়স্থকে বর্ণবাহ্য জাতি প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অথচ "কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব" ২৯ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ মহোদয়গণের উক্তি যথা:—

"অথচ তাঁহারা যে উন্নতি-ব্যপদেশে গুরুতর অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছেন ও স্বজাতির অবমাননা করিতেছেন, তাহা প্রণিধান করিতে পারিতেছেন না। অধুনা উচ্চ হইবার অভিলাষ করিলেই যে পূর্ব্বের নীচ থাকা আপনা হইতেই স্বীকৃত হয়, ইহাও তাঁহারা অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না।" এতদুত্তরে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, কায়স্থ-জাতিকে বর্ণবাহ্য জাতি প্রতিপন্ন করা অপেক্ষা অধিকতর "স্বজাতির অবমাননা" করা আর কি হইতে পারে? আবার কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের সিদ্ধান্তমতে "ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী" স্থানে বিশুদ্ধ কায়স্থের নাম নির্দ্দেশ করা এবং কায়স্থ-জাতিকে ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য বলা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ হইবার অভিলাষ কোন কায়স্থ সন্তানই করেন নাই! কাব্যতীর্থ মহোদয়গণ বরং ক্ষত্রিয়েরও উপরিস্থিত এবং ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিশুদ্ধ কায়স্থের সামাজিক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; বিশেষতঃ তাঁহারা কায়স্থ-জাতিকে বর্ণবাহ্য সিদ্ধান্ত করতঃ ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সামাজিক স্থান অধিকার করিবার অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব উচ্চাভিলাষী কাহারা? ক্ষত্রিয়াভিমানী কায়স্থ সন্তানগণ কিম্বা ক্ষত্রিয়ের উপরিস্থিত আসনাধিকারী বর্ণবাহ্য জাত্যাভিমানী কায়স্থ সন্তানগণ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ বসু (শাস্ত্রী)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

দ্বাবিংশ-বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

৫ম অধিবেশন

২১শে পৌষ, ১৩৩০ (ইং ৬ই জানুয়ারী, ১৯২৪) রবিবার,

অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকা

স্থান—৮নং বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের "বিশ্বকোষ-কুটীর"

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন
" কিরণচন্দ্র দে, আই-সি-এস্	" বিধুভূষণ সরকার
" মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর	" বিজয়নাথ সরকার
	" তারাপ্রসন্ন ঘোষ, এম-এ
" রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর	" মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা
" গোলাপলাল ঘোষ	" রঞ্জনবিলাস চৌধুরী
" মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা	" কেদারনাথ দেব বর্ম্মা
" দয়ালচন্দ্র বসু	" কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু (কলিকাতা) ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা (দিনাজপুর) মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদকমহাশয় তাহা পাঠ করিলেন।

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য-নির্ব্বাচন—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

DOUBLE COLOUR

প্রস্তাবে ও সভাপতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু দেব বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ গুহ রায় বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু নিয়োগী দেব বর্ম্মা।

তৃতীয় প্রস্তাব—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উত্তররাঢ়ীয় সভ্যের শূন্যপদে সভ্য-নির্ব্বাচন—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম-এ মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ মহাশয়কে ঐ পদে নির্ব্বাচন করা হউক।

৪র্থ প্রস্তাব—কমিশন সম্বন্ধে—সভা-মন্দিরের চাঁদা-সংগ্রহকারীগণের কমিশন দেওয়া সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, চাঁদা-সংগ্রহকারীগণকে প্রত্যেক চাঁদার ১৲—১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা ১৫৲ হিসাবে এবং প্রত্যেক একশতাধিক টাকার উপরে শতকরা ৫৲ হিসাবে কমিশন দেওয়া হউক।

৫ম প্রস্তাব—কায়স্থ-পত্রিকা সম্বন্ধে—পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম-চৌধুরী মহাশয়ের প্রেসে পত্রিকা ছাপা সম্বন্ধে মহেন্দ্রবাবুর মন্তব্য পঠিত হইল এবং বহু আলোচনার পর স্থির হইল—ঐ বিষয় সম্বন্ধে পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি সুবিধা অসুবিধা বিচার মন্তব্য পাঠাইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন।

বিবিধ (ক) কধুরখীল কায়স্থ-সভা (চট্টগ্রাম)র সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের সভাটীকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখা শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছেন, উহা পঠিত হইয়া স্থির হইল—ঐ সভাটীকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখা শ্রেণীভুক্ত করা হউক।

(খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ, এম-এ, বিদ্যাবিনোদ সহকারী পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের পদত্যাগ-পত্র পঠিত হইল এবং স্থির হইল—তাঁহাকে ঐ পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। আরও স্থির হইল—তাঁহার অভিযোগ সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার ভার পত্রিকার পরিচালন-সমিতির উপর দেওয়া হউক।

(গ) কায়স্থ-পত্রিকার পঞ্জি ও কার্য্য-বিবরণী আলোচনা করিয়া ...দেশীয় কায়স্থ-সভার মূল সম্পাদক, কায়স্থ-পত্রিকা সম্পাদক ও পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়গণ যে ...পত্র লিখিয়াছেন, ঐ পত্রগুলি পত্রিকা-পরিচালন-সমিতিতে আলোচনার ...পাঠান হউক।

(ঘ) কায়স্থ-সভার পরমহিতৈষী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ...শয় 'মহামহোপাধ্যায়' সম্মানে ভূষিত হওয়ার সংবাদে সভাস্থ সকলেই ...েষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল—সভার এই আনন্দ-প্রকাশ ...বাদ তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানান হউক।

(ঙ) সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন, বি-এল (বগুড়া), শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, এম-এ, বি-এল্ (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত ...দারনাথ ঘোষ (ধাপ, রংপুর) মহাশয়ত্রয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচার ও ...ন্দির-নির্ম্মাণের অর্থসংগ্রহকল্পে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া সাহায্য ...রিতেছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—উক্ত হিতৈষীত্রয়কে সম্পাদক-...হাশয়ের স্বাক্ষরিত সভার ধন্যবাদ-পত্র দেওয়া হউক।

(চ) রায়বাহাদুর কৃপানাথ দত্ত মহাশয় সভার মন্দির-নির্ম্মাণ-ভাণ্ডারে ...াহার প্রতিশ্রুত ১০০৲ টাকা সম্পাদকমহাশয়ের নিকট সভা মধ্যে দান ...রায় তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(ছ) শুনা গেল যে, বিগত সেন্সাস্ (cencus) রিপোর্টে কায়স্থ-জাতি ...ম্বন্ধে অন্যায় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। স্থির হইল—যদি উহা ঠিক হয়, ...য় কায়স্থ-জাতির গৌরব রক্ষার কারণ তুমুল আন্দোলনের ব্যবস্থা করা ...উক এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখা-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়গণকেও ঐ আন্দোলনে যোগদান করিতে জানান হউক।

(জ) সভার আদায়কারী কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রাহা বর্ম্মার ৪ মাস অসুস্থকালীন ছুটী মঞ্জুরের আবেদন পঠিত হইল এবং স্থির হইল—পূর্ণ বেতনে তাঁহার ছুটী মঞ্জুর না হইলেও সভায় তাঁহার দীর্ঘকাল কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ঐ ৪ মাসের বেতন দেওয়া হউক এবং তাঁহাকে জানান হউক যে, এইরূপ দীর্ঘ ছুটীর জন্য বেতন ভবিষ্যতে দেওয়া হইবে না।

৫ম প্রস্তাব—কলিকাতায় উপনয়ন প্রচলন—এ সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর স্থির হইল—কলিকাতায় যাহাতে প্রত্যেক কায়স্থ-পরিবারের মধ্যে অতি সত্বর সম্পাদিত হয় সে-বিষয় বিশেষভাবে চেষ্টা করা হউক।

বিবিধ (ক) শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের সাহায্য সম্বন্ধে আবেদন পত্র পঠিত হইল এবং স্থির হইল—সভার সাহায্যে অনুষ্ঠিত নানা স্থানে সংস্কার-কার্য্যে তাঁহাকে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া সাহায্য করা হউক তাঁহাকে স্বেচ্ছাপ্রচারক ও আচার্য্যরূপে উভয়বিধ কার্য্য করিবার অধিকার দেওয়া হউক।

(খ) শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ (চন্দননগর) মহাশয়ের সাহায্য-প্রার্থনা পত্র পঠিত হইল এবং আলোচনার পর স্থির হইল—বর্ত্তমান বর্ষে সাহায্য দিবার নূতন ব্যবস্থা হইতে পারে না।

অতঃপর সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাঃ) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — সম্পাদক

(স্বাঃ) শ্রীনগেন্দ্রনাথ — সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

দ্বাবিংশ-বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

৭ম অধিবেশন

৩রা চৈত্র, ১৩৩০ (ইং ১৬ই মার্চ্চ, ১৯২৪) রবিবার, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা

স্থান—৮, বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বিশ্বকোষ-কুটীর"

উপস্থিত

...নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব (সভাপতি)
...মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর
...নিবারণচন্দ্র দত্ত,
...তারাপ্রসন্ন ঘোষ, এম-এ, বিদ্যাবিনোদ
...অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি-এল্

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা, বিদ্যাভূষণ
" মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা,
" দয়ালচন্দ্র বসু,
" রসিকলাল দেব বর্ম্মা,
" কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

...নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না ...সভার কার্য্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পত্র প্রেরণ করেন—...শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু (৫ম কার্য্য-সূচী সম্বন্ধীয় মন্তব্যসহ) ...কাতা), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা (নিমতিতা), শ্রীযুক্ত কুমার ...নারায়ণ বর্ম্মরায় (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন ...পক্ষ ও ভ্রাতা বিধুভূষণ সরকার মহাশয়ের পক্ষ হইতে) (কলিকাতা), ...যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা (ভাঙ্গা) ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মরায় ...জপুর) (পর দিবস প্রাপ্ত)

...ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে ...হইল।

...য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য-নির্ব্বাচন—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ...বে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ..., শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীযুক্ত হরিচরণ মিত্র। শ্রীযুক্ত ...কান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ...নে—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের ...রিত প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে—শ্রীযুক্ত ...চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কালীকুমার ধর, শ্রীযুক্ত জগদাপ্রসন্ন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত ...শচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চৌধুরী। শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা ...শয়ের প্রেরিত প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে—...ক্ত সুরেশ্রনাথ রাহুত, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীযুক্ত গনেন্দ্রনাথ

সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শশধর সরকার ব...
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়।

৩য় প্রস্তাব—ত্রৈমাসিক পরীক্ষিত আয়-ব্যয় প্রদর্শন—আয়-ব্যয় পরী... শ্রীযুক্ত ললিতপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, ... মাসত্রয়ের পরীক্ষিত আয়-ব্যয় বিবরণ প্রদর্শিত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব—বার্ষিক-অধিবেশনের স্থান ও সময় নির্দ্ধারণ—এ সম্ব... আলোচনার পর স্থির হইল—আগামী ইষ্টারের অবকাশে যখন নিখিল ভা... কায়স্থ-সম্মেলন হইতেছে, তখন ঐ সময় নিখিল-বঙ্গ-কায়স্থ-সম্মেলন আ... করা সমীচীন নহে, এ জন্য উহা পরবর্ত্তী বিশেষ অবকাশে আহ্বান করা ... এবং সম্মেলনের আয়োজন চেষ্টা কলিকাতায় ভবানীপুরে করা ... ভবানীপুরে আহ্বানের জন্য চেষ্টা করিবার ভার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দ... সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক।

৫ম প্রস্তাব—মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই-সি-এস্ মহো... পত্রালোচনা—এই পত্র সম্বন্ধে মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহা... প্রস্তাবে স্থির হইল, যে পত্রলেখক মাননীয় দে মহাশয় সভায় উ... থাকিলে এই আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইত, এ জন্য তাঁহার উপস্থি... বারান্তরে ইহার আলোচনা হউক।

বিবিধ (ক) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের বোনাস প্র... সম্বন্ধে আবেদন-পত্র পঠিত হইল এবং স্থির হইল যে, বর্ত্তমানে এ বি... কিছু করা যাইতে পারে না। শ্রীশবাবু ১৩২৮ সনে সভার তহবিল হ... যে ১১৲ টাকা হাওলাত লইয়াছিলেন, ঐ টাকার বিল সমিতিতে উপস্থি... হইলে ঐ সম্বন্ধীয় বিল মঞ্জুর হইল।

অতঃপর সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাঃ) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক

(স্বাঃ) শ্রীনগেন্দ্রনা...
সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

...বিংশ-বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

৮ম অধিবেশন

...শে চৈত্র, ১৩৩০ (ইং ৫ই এপ্রিল, ১৯২৪) শনিবার,
অপরাহ্ন ৫।০ ঘটিকা

...৮, বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
মহাশয়ের "বিশ্বকোষ-কুটীর"

উপস্থিত—

...গেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, ...চ্যবিদ্যামহার্ণব (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ, এম-এ, বিদ্যাবিনোদ
...কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই-সি-এস্	,, নিবারণ চন্দ্র দত্ত
	,, দয়ালচন্দ্র বসু
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল্	,, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা
	,, নরেন্দ্রনাথ সিংহ
রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর	,, নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বার-এট্-ল
...ণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা	
...বিধুভূষণ সরকার	
...গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন	,, যোগেশচন্দ্র সিংহ, বি-এল্
...রসিকলাল দেব বর্ম্মা	,, কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

...হারা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি-... পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় সভারম্ভে সেই সমস্ত পত্র পাঠ ...ন:—

...যুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা (ভাঙ্গা), শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ, ...এ (কৃষ্ণনগর), শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত ...ন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা-রায় (দিনাজপুর)

...ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে ...ীত হইল।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য-নির্ব্বাচন—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের প্রেরিত প্রস্তাবানুযায়ী ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে—

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নন্দী বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার, শ্রীযুক্ত বহুনাথ দত্ত বর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে—

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকৃষ্ণ দেব, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র।

৩য় প্রস্তাব—খুলনা কায়স্থ-সম্মেলনের আমন্ত্রণ-পত্র সম্বন্ধে আলোচনা—

(ক) খুলনা কায়স্থ-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির পত্রগুলি পঠিত হইল এবং বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে লেখা হউক যে,—বঙ্গদেশীয় নিখিল-কায়স্থবর্গের-সম্মেলন আহ্বান করিবার অধিকার এ যাবৎ বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভারই ছিল। বর্ত্তমানে খুলনাবাসী কায়স্থবর্গ যে সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন বলিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বিবেচনা করিতেছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়কে এই প্রস্তাবটী খুলনা-কায়স্থ-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা হউক।

(খ) খুলনাবাসী কায়স্থগণ যখন তাঁহাদের সম্মেলনে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছেন, তখন নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণকে কায়স্থ-সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হউক :—

শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত মাননীয় কিরণচন্দ্র দে বর্ম্মা, আই-সি-এস্ (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর অমৃতলাল রাহা (খুলনা), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক, কায়স্থ-সভার শাখা-সমিতি, খুলনা, ও ঐ সমিতির অপরাপর সভ্যবৃন্দ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার (চাঁদসী, বরিশাল) শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (কলিকাতা)।

৪র্থ প্রস্তাব—'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা' ও 'বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ' মিলন সম্বন্ধে—মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, আই-সি-এস্ মহোদয়ের পত্রের

লোচনা—এ সম্বন্ধে মাননীয় দে মহোদয়ের পত্র সহিত প্রেরিত নিম্নলিখিত লি সম্যক্ আলোচিত হইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সর্ব্বসম্মতিক্রমে লিখিতরূপ মন্তব্য গৃহীত হউক। আরও স্থির হইল যে, এই মন্তব্য ণীয় দে মহোদয়ের নিকট পাঠান হউক।

১ম সর্ত্ত—"যুক্তসভার উদ্দেশ্যের প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বিরোধী কর্ম্মচারী হইবেন না এবং যতদূর সম্ভব সকলকেই উপবীতী হইতে বে।"

মন্তব্য—এ সর্ত্তের প্রথম অংশ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে না পারায় মতামত ন করিতে পারা গেল না। ২য় অংশের আলোচনা ২য় সর্ত্তের মন্তব্যে ত্ত হইল।

২য় সর্ত্ত—"যুক্তসভার পরিচালন ও কার্য্যকরী সমিতির অন্ততঃ ⅔ অংশ বীতী থাকিবে।"

মন্তব্য—'কার্য্যকরী সমিতির ⅔ অংশ উপবীতী থাকিবে'—স্থলে কার্য্যকরী মিতির যথাসম্ভব সংখ্যক কর্ম্মচারী উপবীতী হইবেন।

৩য় সর্ত্ত—"যুক্তসভার পরিচালন সমিতিতে যথাসম্ভব প্রতি জেলা হইতে তঃ একজন করিয়া সদস্য থাকিবে।"

মন্তব্য—গৃহীত হইল।

৪র্থ সর্ত্ত—"যুক্ত হইলে নাম 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা', বা 'বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ' হইবে না—নূতন একটা নাম হইবে।"

মন্তব্য—নাম পরিবর্ত্তিত হইবে না—যুক্তসভার নাম 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'ই থাকিবে।

৫ম সর্ত্ত—"যুক্ত-সভার মুখ-পত্রের নাম 'কায়স্থ-পত্রিকা' বা 'কায়স্থ-সমাজ' থাকিবে না—'কায়স্থ-সমাজ-পত্রিকা' হইবে।"

মন্তব্য—পত্রিকার নাম পরিবর্ত্তিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। যদি সমাজের সভ্যগণ আপত্তি করেন, তবে 'বঙ্গীয়-কায়স্থ-পত্রিকা' নাম হইতে পারে।

৬ষ্ঠ সর্ত্ত—"যুক্তসভার কার্য্যালয় ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় থাকিবে না।"

মন্তব্য—আপত্তি নাই।

৭ম সর্ত্ত—"প্রথম যে যুক্ত অধিবেশন হইবে, তাহার সভাপতি ও উভয় সভার মনোনীত কায়স্থ হইবে।"

মন্তব্য—যুক্তসভার প্রথম অধিবেশনে উভয় সভার মনো উপবীতী কায়স্থ সভাপতি হইবেন—ইহাতে আপত্তি নাই।

৮ম সর্ত্ত—"প্রথম যে যুক্ত অধিবেশন (হইবে) তাহাতে অপর সভার উপর কটাক্ষপাত করিতে পারিবেন না।"

মন্তব্য—যুক্তসভার প্রথম অধিবেশনে কোন সভা অপর কটাক্ষপাত করিতে পারিবেন না।

৯ম সর্ত্ত—"১ম যে যুক্ত অধিবেশন হইবে, তাহাতে যুক্ত কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারিবে না।"

মন্তব্য—যুক্তসভার প্রথম অধিবেশনে যুক্ত হওয়ার বি উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

১০ম সর্ত্ত—"ব্যক্তিগত বিবাদের নিরাকরণ।"

মন্তব্য—ব্যক্তিগত বিবাদের আলোচনার আর রহিল না।

অতঃপর এই মিলন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী হইতে মিলন সম্বন্ধীয় সর্ত্ত-হিসাবে মাননীয় শ্রীযুক্ত দে ম হউক এইরূপ স্থির হইল :—

প্রস্তাব—স্বর্গীয় মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের সম্প বিধান অনুসারে "সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়"টী কায়স্থ-সভার থাকার যে সর্ত্ত আছে, সেই সর্ত্ত প্রতিপালন করিতে হইবে।

বিবিধ—রাত্রি অধিক হওয়ায় বিবিধ বিষয়ে রহিল।

অতঃপর সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাঃ) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক

(স্বাঃ) শ্রী

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

দ্বাবিংশ-বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

৯ম অধিবেশন

২১শে বৈশাখ, ১৩৩১ (ইং ৪ঠা মে, ১৯২৪) রবিবার,

অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকা

স্থান—৮, বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বিশ্বকোষ-কুটীর"

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (সভাপতি)
" মাননীয় কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই-সি-এস্
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ এম্-এ বিদ্যাবিনোদ
" গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন
" বিজয়নাথ সরকার

শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বার-এ
" ধীরেন্দ্রমোহন ধর, বার-
" হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা,
" কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্

সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহ শারিরীক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, সি-এস্ মহোদয়কে অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অ করেন। মাননীয় দে মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার আরম্ভ করেন।

সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম (নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ) মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রথম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ—গত অ কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইল ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

আলোচনা করিয়া, তাঁহাদের মন্তব্যসহ সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করিবেন এবং ৫ম মন্তব্য সম্বন্ধে স্থির হইল যে,—'সভা' শরৎবাবু কিম্বা 'সমাজে'র অন্ত কাহারও সহিত ব্যক্তিগত বিবাদের কোন অস্তিত্ব বোধ করেন না—এবং ৬ষ্ঠ মন্তব্য সম্বন্ধে স্থির হইল যে,—যে কারণেই হউক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় 'সারদাচরণ আর্য্য বিদ্যালয়' 'বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা' কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়া সম্বন্ধে বিরোধী হইবেন না।

চতুর্থ প্রস্তাব—বার্ষিক অধিবেশনের স্থান ও দিন স্থির—'এম্পায়ার ডে'র ছুটীতে (২৪শে, ২৫শে মে) বার্ষিক অধিবেশন হওয়ার জন্য চেষ্টা করা হউক এবং কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ বর্ম্ম-রায়, এম্-এ, প্রাজ্ঞ মহাশয়কে এ বিষয়ে ত্রিবেণীতে বা নিকটস্থ কোন কায়স্থ প্রধান স্থানে এই অধিবেশন আহ্বান করিবার ভার গ্রহণ সম্বন্ধে অনুরোধ করা হউক।

বিবিধ (ক) শোক প্রকাশ—স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র দাস (বলতৈড়, দিনাজপুর) মহাশয়ের মৃত্যুতে সভা বিশেষভাবে দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে,—সভার দুঃখ-প্রকাশ সংবাদ সমবেদনা ও সহানুভূতিসূচক পত্রে তাঁহার পরিবারবর্গকে জানান হউক।

(খ) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আবেদন-পত্র পঠিত হইল এবং নিম্নলিখিত কয়েকজন সভ্যের প্রদত্ত অর্থ হইতে তাঁহাকে সাহায্য করা হউক এইরূপ স্থির হইল :—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই-সি-এস্—১৲ টাকা, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন ধর, বার-এট্-ল—১৲ টাকা, শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বার-এট্-ল—১৲ টাকা, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এম-এ—১৲ টাকা, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন—১৲ টাকা, শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকার—১৲ টাকা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—১৲ টাকা, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ১৲ টাকা = মোট ৮৲ টাকা।

অবশেষে সভার পক্ষ হইতে সম্পাদকমহাশয় অদ্যকার সভাপতি স্বজাতি-প্রেমিক মাননীয় দে মহোদয়কে স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ও ঐকান্তিক মঙ্গল কামনার এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। অতঃপর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাঃ) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
(সম্পাদক)

(স্বাঃ) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
(সভাপতি)

কায়স্থ-পত্রিকা

[illegible] বর্ষ | আষাঢ়—১৩৩১ | ৩য় সংখ্যা

বসিরহাট প্রচার-কাহিনী।

[illegible]বড়দিনের ছুটীতে বসিরহাটের মিউনিসিপ্যাল-চেয়ারম্যান ও উকিল [illegible] শরচ্চন্দ্র দেব বিশ্বাস বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় [illegible]কাতায় আগমন করেন। তাঁহারা গত আষাঢ় মাসে ৯ জন একত্র উপ[illegible] গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে উকিল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, [illegible]বিরাজ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বিশারদ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন। জমিদার [illegible] সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ও ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হন এবং [illegible]ঞ্চলের কায়স্থগণের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার প্রচলনের চেষ্টা করিয়া বসির[illegible] মহকুমার কায়স্থ-প্রধান পল্লী সমূহে একজন উপযুক্ত প্রচারক পাঠাইবার [illegible] অনুভব করেন। বড়দিনের ছুটীর সময় রীতিমত প্রচার করিয়া [illegible] ৪ঠা মাঘ উপনয়নের দিনে কতকগুলি কায়স্থসন্তানকে উপনয়ন সংস্কার [illegible] সম্মত করা যায় সেজন্য উক্ত কর্ম্মিবৃন্দ যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটী করেন [illegible]।

শ্রীযুক্ত শরৎবাবু ও নরেনবাবু উভয় কর্ম্মীই "কায়স্থ-সমাজের" সভ্য। [illegible]স্থ-সমাজ" উপনয়ন বিস্তার করিবার জন্যই 'সভা' হইতে পৃথক্ হইয়া [illegible] কলঙ্ক মোচনের নিমিত্তই স্থাপিত হইয়াছে এই ভাবে বুঝাইয়াই তাঁহা-[illegible] 'সমাজে'র সভ্য করা হইয়াছিল। বাস্তবিক 'সমাজ' যখন প্রথম স্থাপিত [illegible] সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের মুখে এই কথাই ধ্বনিত হইয়াছিল যে, [illegible] প্রচার করিতে চাহে না, 'সভা'র কর্ত্তৃপক্ষেরা উপবীতী নহে সুতরাং

পৈতা প্রচারের জন্য একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক হইয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু আজ চারি বৎসর চলিতেছে 'সমাজের' স্বাধীন চেষ্টায় কতগুলি কায়- সন্তান শূদ্রাচার বর্জ্জন করিয়াছেন তাহা সাধারণে বুঝিতে না পারিলেও অনেকেই বুঝিতে :পারিয়াছেন। বসিরহাটের শরৎবাবু ও নরেন বা বৎসরাধিক কাল 'সমাজের' সভ্য আছেন। এই সময়ের মধ্যে "সমাজ" তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি মত প্রচার কার্য্য করিয়াছেন বা করার আদৌ ই আছে তাহা তাঁহারা দেখিতে বা বুঝিতে পারেন নাই। 'সমাজে'র এক উপযুক্ত প্রচারকও নাই। প্রচারক রাখা বা প্রচার কার্য্য করিবার চে কাগজে কলমে থাকিলেও কার্য্যে আদৌ নাই। সভ্য সংগ্রহ করি নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতে সমাজ-সম্পাদক ও পত্রিকা-সম্পাদ যে ব্যস্ততা দেখা যায় প্রচারের দিকে সে ব্যস্ততার একান্তই অভাব। "স যখন তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল তখনও প্রচার সম্বন্ধে তাঁহারা যে উদাসীন ছিলেন, "সমাজ" গঠন করিয়াও সেই পুরাতন নীতিই তাঁহারা অ সরণ করিতেছেন। বাৎসরিক আয়টা আফিস চালাইয়া ও মাসিক লি নিঃশেষ করা তখনও তাঁহাদের রীতি ছিল এখনও তাই। অথচ বর্ত্তমানে প্রচার, ঐকান্তিক প্রচার, সর্ব্বপ্রযত্নে প্রচার ছাড়া কোন কর্ত্তব্যই নাই "কায়স্থ-সভা" "প্রচার-পরিষৎ" বা পল্লীগ্রামস্থ কোন সমিতিগুলির দ্বারা স্বজাতি-কল্যাণ-কামী মহোদয়গণের ব্যক্তিগত চেষ্টায় নানাস্থানে যে উপবীত বিস্তার হয় সেইগুলি কৌশলে 'সমাজ—পত্রিকা'য় প্রকাশিত করি 'সমাজে'র সম্পাদক ও সমাজ-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়দ্বয় সাধারণে জানি করিতে চাহেন যেন তাঁহাদের দ্বারাই এই সমস্ত উপবীত বিস্তার ও প্রচা বিস্তৃতি ঘটিতেছে। ইহা সাধারণ ভদ্র কায়স্থগণকে প্রলুব্ধ ও প্রতারি করিবার সহজ পন্থা হইলেও জাতির স্বধর্ম্মপ্রচারগর্ব্বিগণের অবলম্বনীয় সত ন্যায়পথ নহে।

শরৎবাবু ও নরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় আসিয়া বোধ হয় এই কারণে "সমাজ" আফিসে গমন করেন নাই। তাঁহারা সরাসরি প্রাচ্যবিদ্যামহা নগেন্দ্রনাথ বসু (কায়স্থ-সভার এবৎসরের সভাপতি) মহাশয়ের সহিত সা করেন এবং বসিরহাট মহকুমার জন্য একজন সুযোগ্য প্রচারক প্রার্থনা করেন নগেন্দ্র বাবু এসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন জানাইলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নগেন্দ্র বাবু যথা সময়ে এ সংবাদ আমাকে দিলে

আমার নানা বাধা ছিল। নিজের আর্থিক অভাব অভিযোগ বাসা প্রভৃতি তো ছিলই, আবার পৌষ মাসের শেষ নাগাইদ ইদিলপুর কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচারে সতত উৎসাহী শ্রদ্ধেয় অন্নদাচরণ রায় চৌধুরী বর্ম্মা দেশে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। আজ দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার রক্ষা করিবার সুযোগই পাইতেছি না। নগেন্দ্র বাবু আমাকে এক জন্য বসিরহাট যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন বড়দিনের হইলেই বসিরহাটের প্রচার-কার্য্যও শেষ হইবে, তখন আপনি যাইতে পারিবেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় যেরূপ যন্ত্রণাদায়ক সে সময় কাতর ছিলেন এবং সেই অবস্থাতেও তিনি প্রচারকার্য্যের রূপ উৎসাহ ও চেষ্টা করিতেছেন তাহা ভাবিয়া আমি আর বসিরহাট ইতস্ততঃ করিলাম না। তার পর অশ্লেষা ও মঘা পড়িল আমার অনেকে নিষেধ করিল। পরে নিমততার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ বাবু লেন, তাঁহার সহিত "প্রচার-সমিতির" কয়েকটী আবশ্যকীয় কার্য্যে দুই দিন কাটিয়া গেল; ক্রমে বড়দিনের ছুটীই ফুরাইয়া আসিল, লাম এ যাত্রা বসিরহাট যাওয়া বোধ হয় ঘটিল না। যাহা হৌক ছুটীর দিন মঙ্গলবারে ত্র্যহস্পর্শ দিনে বেলা ১১ টার সময় প্রচারকার্য্যে হাট রওনা হইলাম এবং বেলা ৩ টার সময় তথায় পৌঁছিলাম। শ্রীযুক্ত বাবু ষ্টেশনেই অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার বাসায় লইয়া চলি- তথায় জিতেন বাবু, নরেন বাবু, কবিরাজ মহাশয় প্রভৃতির সহিত হইল। এদিনেও যে আমি আসিব না তাহা তাঁহারা একরূপ ঠিক য়াছিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সন্ধ্যার সময় তাঁহারা আমায় "হরি- লইয়া গেলেন; তথায় সুরেন বাবুর সহিত আমার আলাপ হইল। হরিধাম' হইতেই আমার প্রচারকার্য্য সুরু করিলাম। বঙ্গদেশীয় স্থ-সভা ও প্রচার-পরিষতের সম্মিলনে নবগঠিত প্রচারসমিতির পক্ষে র প্রথম প্রচারকার্য্য ত্র্যহস্পর্শ তিথি হইতেই আরম্ভ হইল।

এখানকার কর্ম্মিবৃন্দের উদ্যোগে এ অঞ্চলে যে কয়টী সভা ও উপনয়ন হইয়াছে এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মণগণের যে অকারণ কায়স্থবিদ্বেষ প্রকাশ য়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইল। আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কায়স্থজাতি বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে কি ভাবে অবস্থান রিয়াছেন তাহার প্রতিবিধান জন্য আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিতে

পারিবেন। সুসময়ে সুহৃৎ বন্ধু বুঝিতে পারা যায় না। কায়স্থ জাতির [illegible] সমাজ-নৈতিক দুঃসময়ে তাহাদের শত্রুমিত্র উদাসীন বন্ধু সকলের পরি[illegible] হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যও অবধারিত হইবে, তাই এই প্রচা[illegible] বিবরণ একটু বিস্তৃতি করিয়াই প্রদত্ত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ [illegible] ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া পাঠ করিলে অনেক উপভোগ্য বিষয় পাই[illegible] সন্দেহ নাই।

১৭ই পৌষ তারিখে উক্ত হলে প্রথম সাধারণ সভা হয়। কা[illegible] উকিল, মোক্তার ও কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য বহু কায়স্থসন্তান এ [illegible] যোগদান করেন। হল ঘর পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় বাহিরের বারাণ্ডায় বহু[illegible] সমাগম হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় দূরস্থান [illegible] আগত ভদ্র মহোদয়গণ সভাভঙ্গের পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিলেন। ব[illegible] স্থানাভাব বশতঃও অনেকে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

৫ টার সময় সভা আরম্ভ হয়। যশোহর সমাজের গোষ্ঠীপতি ইতি[illegible] প্রসিদ্ধ রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর খোড়গাছি নিবাসী রাজা রবীন্দ্রনাথ [illegible] মহাশয় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে এই সভার সভাপতি মনোনীত হন। দক্ষিণ[illegible] কায়স্থপ্রধান স্থানে বঙ্গজ কায়স্থের সভাপতিত্ব কায়স্থ জাতির সেই পুরা[illegible] পবিত্র পরিচয় স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। স্থানীয় বারের (Bar) প্রধান উ[illegible] শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মণ উকিল মোক্তারও [illegible] যোগদান করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া সভার উদ্দেশ্য বিবৃত [illegible] নানা কথা প্রসঙ্গে বলেন "আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে, আমা[illegible] জাতির অজ্ঞাত সারে আমাদিগকে হীন ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার [illegible] কায়স্থজাতির ক্ষাত্রবীর্য্যের ও রাজ্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে সূত্রপাত হইয়া[illegible] জাতির উদাসীনতা ও উপেক্ষার সুযোগ পাইয়া সেই আক্রমণ ক্রমশঃই [illegible] হইতেছে। আমাদের জাতীয় সম্মান ও পূর্ব্ব গৌরব বিদ্বেষীর চক্রা[illegible] বিচারালয়ের ব্যবস্থায় এবং সর্ব্বোপরি আত্মকলহ ও গৃহবিবাদে এই শোচ[illegible] অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আমরা কায়স্থ-সন্তান মাত্রেরই আমাদের এক[illegible] সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।"

শ্রীমান্ লক্ষ্মণচন্দ্র চৌধুরি হারমোনিয়ম বাজাইয়া ও শ্রীমান্ [illegible] চৌধুরি সুমধুর কণ্ঠে "কায়স্থগীতি" গাইয়া সকলকে মোহিত করিয়া[illegible]

[illegible]রেন্দ্রনাথ মজুমদার 'কায়স্থোদ্বোধন' কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে [illegible] করিয়াছিল।

[illegible]পর আমার বক্তৃতা আরম্ভ হইল। "কায়স্থ জাতির দ্বিজত্ব ও যজ্ঞ-[illegible]গ্রহণের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতা [illegible] সভাপতি মহাশয় "বিরুদ্ধে কাহার ও কিছু বলিবার থাকিলে বলিতে" [illegible] করেন। 'বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার নাই' এই কথাই সকলে [illegible]। শ্রীযুক্ত তুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী বি-এল, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসু ও শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ মিত্র মহোদয় এক একটী প্রশ্ন করেন। আমার প্রদত্ত উত্তরে [illegible] সন্তুষ্ট হন।

[illegible]পতি মহাশয় সর্ব্বশেষে বলিলেন "বক্তা মহাশয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতার [illegible] কায়স্থজাতির দ্বিজত্ব ও যজ্ঞ-সূত্র গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন [illegible] থাকিতে পারে না। আমি কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানি; [illegible] মৌলিক জাতি বা বিমিশ্রধর্ম্মী বলিয়া বিশ্বাস করিনা এবং একথাও [illegible] বর্ণাতিরিক্ত কোন মৌলিক জাতি বলিয়া কায়স্থ জাতিকে পণ্ডিত [illegible]ও স্বীকার করেন না। আমাদের জাতীয় সম্মানরক্ষা এবং সাম্প্র-[illegible] বৈদেশিক আইনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য উপনয়ন গ্রহণ [illegible] আবশ্যক। কায়স্থের ক্ষত্রিয় বর্ণের যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ আজও [illegible] যায় তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। [illegible]ক ও প্রাত্নতত্ত্বিক প্রমাণ গুলিও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অন্যকার [illegible] সমস্ত কথাই আপনারা বক্তামহাশয়ের হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় শ্রবণ [illegible]ছেন।"

[illegible]সম্মতিক্রমে 'কায়স্থ-জাতির দ্বিজত্ব ও উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা' [illegible] প্রস্তাব গৃহীত হইল। ৪ঠা মাঘ উপবীত গ্রহণের দিন ধার্য্য হইল। [illegible] সভায় উপস্থিত কায়স্থগণ যশোহর সমাজের গোষ্ঠীপতি বংশীয় [illegible] মহাশয়ের অভিমত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদেরই নিজ সমাজের [illegible]নিক নিখিলনাথ রায় ও সাগ্রজ কাব্যতীর্থ গীষ্পতি রায় চৌধুরি [illegible]গের নূতন মত সমর্থন করিতে পারেন নাই।

[illegible] সুরেন্দ্রনাথ দেব মজুমদার মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত তুর্লভকৃষ্ণ [illegible] বি-এল মহাশয়ের অনুমোদনে এবং শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু [illegible] শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার

উকিল, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র বিএ-ল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শিকদার S. [illegible] প্রভৃতির সমর্থনে বসিরহাট ও তন্নিকটবর্ত্তী কায়স্থপ্রধান পল্লীসমূহে কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশ্যে এক একটী সভা করার প্রস্তাব গৃহীত হইল। চেয়ারম্যান্ শরৎবাবু, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বিশারদ, উকিল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবু এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইল।

রাত্রি ৭৷৷০ টার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সংগ্রামপুর

পূর্ব্বে সভার প্রস্তাব মত ১৯ শে পৌষ তারিখে উক্ত স্থানে শ্রী[illegible] লালবিহারী দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হয়। নদী[illegible] অপর পার হইতে আমাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত শরৎ বাবু, নরেন বাবু, জিতে[illegible] বাবু এবং বিনোদ বাবু তথায় গমন করিয়াছিলেন। শরীর অসুস্থতা[illegible] সুরেন বাবু যাইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন। গ্রামস্থ উপস্থিত [illegible] বালক-যুবক-বৃদ্ধগণ এ সভায় আসিয়াছিলেন। মহিলাগণের জন্য [illegible] ব্যবস্থা ছিল।

শ্রীযুক্ত লোকনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইলেন। শরৎ বা[illegible] সভার উদ্বোধন করেন। "কায়স্থজাতি ও উপনয়ন" সম্বন্ধে এ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম। বক্তৃতা অন্তে লালবিহারী বাবু বলিলেন "আগামী ৪ঠা মা[illegible] আমাদের উপনয়ন গ্রহণ সম্ভব হইবে না; শ্রীপঞ্চমীর দিনে সকলে বা[illegible] আসিলে আমরা মতস্থির করিব এবং ১৩৩০ সালের চৈত্র মাসের মধ্যে আম[illegible] নিশ্চয়ই সকলে উপবীত গ্রহণ করিব"। অতিবৃদ্ধ সভাপতি মহাশয় সেই মত সমর্থন করিলেন।

রাত্রি ১২ টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

এদিন অমাবস্যা তিথি এবং খেয়াঘাটে মাঝি এত রাত্রে না থাক[illegible] প্রথমে একটু চিন্তার কারণ হইয়াছিল। পরে নরেন বাবু ও শরৎ বা[illegible] বুদ্ধির কৌশলে রাত্রি ১৷৷০ টার সময় অন্ধকারে নদী পার হইয়া আমরা স্ব[illegible] স্থানে ফিরিতে পারিয়াছিলাম।

ট্যাঁট্‌রা।

২০শে পৌষ ট্যাট্‌রা "বাণী লাইব্রেরী" হলে তৃতীয় সাধারণ স[illegible]

[illegible]য়াছিল। বসিরহাট হইতে সুকবি শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম-এ, [illegible]এল, শ্রীযুক্ত দুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী বি-এল, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ [illegible] বিশারদ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র বাবু, নরেন বাবু, শরৎ বাবু প্রভৃতি আমাকে [illegible] করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা সকলেই পদব্রজে চারি মাইল [illegible] অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত দুর্লভ বাবুর উদ্যোগে [illegible] শ্রীযুক্ত পশুপতি রায় চৌধুরী বি-এল ও শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী [illegible]মহাশয়দ্বয়ের আন্তরিক চেষ্টা ও সহায়তায় এই তৃতীয় সভার আয়োজন [illegible]য়াছিল।

[illegible] কবি ও ভাবুক শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর বাবুর নাম শুনা থাকিলেও তাঁহার সহিত [illegible]মার পূর্ব্বে আলাপের সৌভাগ্য হয় নাই। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার [illegible]হিত নানা আলোচনা হইল। ইনি যশোহর-সমাজ-ভুক্ত বঙ্গজ-কায়স্থ; [illegible] শিবহাটী। কায়স্থজাতি যে বিমিশ্রধর্ম্মী মৌলিকজাতি অথবা "কায়স্থ [illegible]" আলোচিত একটা উদ্ভট জাতি এ মতের সমর্থক বলিয়া তাঁহাকে [illegible] হইল না অথচ গীষ্পতি বাবুদের প্রবর্ত্তিত "কায়স্থ" মাসিকের মলাটের [illegible] ইঁহার নাম মুদ্রিত দেখা যায়। বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার খাতিরেই এরূপ [illegible]য়াছে তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কায়স্থ জাতিকে চতুর্ব্বর্ণেরই [illegible]ন্তর্ভুক্ত একটী উচ্চ জাতি বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁহার সহিত [illegible]লাপে ইহাই বুঝিয়াছি। কায়স্থ জাতির উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধেও তাঁহার [illegible]হিত আলোচনা হইয়াছিল।

আমরা যথা সময়ে সভাস্থ হইলাম। এই সভায় আমি দুই ঘণ্টা বক্তৃতা [illegible]রিয়াছিলাম। সমবেত কায়স্থগণ সকলেই উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা [illegible]পলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সভান্তে শ্রীযুক্ত দুর্লভ বাবু সত্বরই উপবীত গ্রহণ করিবেন জানাইলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবর্গকেও তিনি তাঁহার সহিত [illegible]ক্ষেত্র উপনীত হইতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর বাবু আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিলেন এবং বলিলেন—"অদ্যকার সভায় কায়স্থগণের উপবীতের [illegible]অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনি দেখাইয়াছেন তাহা অকাট্য (Strong proof) সন্দেহ নাই"। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একথাও বলিলেন যে [illegible]অগ্রজ গীষ্পতি বাবু কায়স্থ-জাতিকে একটা উন্নত স্বনামধন্য জাতি সপ্রমাণ করিতে গিয়া কায়স্থ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণকেই প্রশ্রয় দিতেছেন। তাঁহার [illegible]প্রচারিত চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত মৌলিক জাতির অস্তিত্ব ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করেন

না, কাজেই কায়স্থজাতির শূদ্রত্বই তাঁহারা গীষ্পতিবাবুদের দোহাই দিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। গীষ্পতি বাবুর এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত পশুপতিবাবুর বাড়ীতে সভান্তে এ সব কথার আলোচনা হয়। আলোচনান্তে পশুপতি বাবু আমাদিগকে প্রচুর জলযোগে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

আড়বেলিয়া।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে এই কায়স্থপ্রধান স্থানে ২১ শে পৌষ তারিখে 'জ্ঞানবিকাশিনী' উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে একটি সাধারণ সভা হইয়াছিল। এই সভা যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ প্রাণপণে বাধা দিয়াছিলেন। কতিপয় কায়স্থও তাঁহাদের একার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইতি পূর্ব্বে এস্থানে কোন কায়স্থসভার অধিবেশন হয় নাই। দুই একবার এখানে একটা সভা করার চেষ্টা হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র বাবুকে এখানে সভা করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি ভোর ট্রেণে গিয়া এ সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বেলা ১২টার ট্রেণে শরৎ বাবু ও আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। বেলা ৪টার সময় সভা আরম্ভ হয়। হল গৃহটী স্বজাতি সমাগমে পূর্ণ হইয়া ছিল। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র বাবু সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরি বি, এল্ মহাশয়কে সভাপতির পদে বরণের প্রস্তাব করেন; শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বসু মহাশয় তাহার সমর্থন করেন। শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার "কায়স্থোদ্বোধন" কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে "কায়স্থ জাতির উপনয়ন" সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমাকে আহ্বান করেন। আমি দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণ যখন দেখিলেন যে তাঁহাদের প্রাণপণ বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সভা হইতেছে এবং লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া নিষেধ করা নিষ্ফল হইতেছে, তখন একটী ব্রাহ্মণ যুবককে কতকগুলি শাস্ত্রযুক্তিবিহীন প্রশ্ন শিখাইয়া দিয়া সভায় পাঠাইয়াছিলেন। বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের পক্ষ হইতে ঐ প্রশ্নগুলি আসিয়াছিল বলিয়া এ সভাতে প্রশ্নগুলি আলোচনার অবসর সভাপতি মহাশয় দিয়াছিলেন। সভাস্থ অনেকেই বলিলেন, "বক্তা মহাশয়ের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ঐ সমস্ত অসার শাস্ত্রযুক্তি বিহীন তর্কের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।" শ্রীযুক্ত শরৎবাবু অতঃপর ব্রাহ্মণগণের প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "ইতিপূর্ব্বে গীষ্পতি রায় চৌধুরি মহাশয় কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে আমার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত মত আমি সমর্থন করিতে পারি নাই। কায়স্থ জাতি শূদ্র নহে এবং কোন বিমিশ্রধর্ম্মী মৌলিক জাতিও নহে, ইহাই আমার বিশ্বাস। কায়স্থ জাতি একটী উচ্চজাতি ইহাই আমার ধারণা ছিল; কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত কি—না; তাঁহাদের উপনয়ন ছিল কিনা এবং উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা আছে কি না—তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। অদ্যকার সভায় আমরা যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত এবং তাহাদের উপবীতগ্রহণের অধিকার ও আবশ্যকতা আছে তাহা আর অস্বীকার করা যায় না। আজ অনেক নূতন কথাই শুনিয়াছি আর একদিন অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের শাস্ত্রযুক্তিসমন্বিত বক্তৃতা এস্থানে হওয়া আবশ্যক। আমাদের সকলেরই জাতীয় অধিকার অক্ষুন্ন রাখিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।" সমাগত সকলেই সভাপতি মহাশয়ের উক্তি সমর্থন করিলেন। রাত্রি ৭টার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল। আমরা অতঃপর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে গমন করিলাম। শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বসু মহাশয় এবং আরও কতিপয় কায়স্থ মহোদয় আমাদের সহিত তথায় গমন করেন। হরিগোপাল বাবুর সহিত আমাদের অনেক বিষয়ের আলোচনা হয়। শুনিয়াছিলাম তিনি আমাদের উপবীতগ্রহণের পক্ষপাতী নহেন। এদিনের সভায় প্রদত্ত প্রমাণগুলি তিনি অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক বলিতে পারেন নাই, বরং পুস্তকাবলী আলোচনা করিতেও আগ্রহ দেখাইলেন। জিতেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে আমরা আহারাদি শেষ করিয়া রাত্রি ১১টার গাড়ীতে বসিরহাট প্রত্যাগমন করিলাম।

বসিরহাট।

সর্ব্বজনমান্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয়ের উদ্যোগে বসিরহাট বাজার সন্নিকটস্থ বিদ্যালয়ে ২৩ শে পৌষ ৫ম সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত স্বজাতি মহোদয়গণ এ সভায় যোগদান করেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামের কায়স্থগণ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহিলাগণের বসিবারও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। "আমাদের স্বধর্ম্ম ও আত্মজ্ঞান" সম্বন্ধে এ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম। বিদ্যালয়ে লোকপূর্ণ হওয়ায় বাহিরে রাস্তার উপর বহু লোক

দণ্ডায়মান থাকিয়া বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। রাত্রি ১০টার পর সভা ভঙ্গ হয়।

দণ্ডিরহাট।

রায় বাহাদুর ৺বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার বসু বি-এল মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয়ের সহায়তায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু, হেড্‌মাষ্টার ও শ্রীযুক্ত শিবদাস বসু মহাশয়দ্বয়ের যত্নে ও চেষ্টায় দণ্ডিরহাট মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে ২৬শে পৌষ তারিখে ষষ্ঠ সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ লতাপুষ্পে হল গৃহটী সজ্জিত করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব ভট্টাচার্য্য এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন। ধলচিতানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এ সভায় উপস্থিত হইবেন জানাইয়াও উপস্থিত হন নাই। তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া রাত্রি ৭টার পর সভা আরম্ভ হইল। ইনিই বসিরহাট অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। নলকোড়া ও ধলচিতার কায়স্থগণ এ সভায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট সংবাদ পাওয়া গেল যে পণ্ডিত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এ সভায় আসিবেন না জানাইয়াছেন। বসিরহাট হইতে হেমেন্দ্র বাবু, নরেন্দ্র বাবু ও আমি বেলা ৩ টার ট্রেণে রওনা হইলাম। সন্ধ্যার সময় শরৎবাবু, সুরেন্দ্র বাবু, জিতেন্দ্র বাবু, ৺তিনকড়ি বাবু, ললিতকুমার বসু ও গিরীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়গণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয় পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি হন। "কায়স্থ জাতি—তাহার অতীত ও বর্ত্তমান" সম্বন্ধে আমি আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলাম। বক্তৃতা অন্তে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়গণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কায়স্থ জাতির দ্বিজত্ব স্বীকার করেন, এবং বলেন "বক্তা মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করা যায় না; তাঁহারা উপবীত লইতে পারেন এবং বর্ত্তমানে তাঁহাদের উপর যে রাজনিগ্রহ দেখা যাইতেছে তাহাতে তাঁহাদের পৈতা লওয়াই উচিত।" কোন কোন কায়স্থ জিজ্ঞাসা করেন যে পণ্ডিত মহাশয়গণ পৈতা দিবেন কি না? তদুত্তরে তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের স্বসমাজের মত না লইয়া হঠাৎ তাঁহারা কায়স্থগণকে পৈতা দিতে পারিবেন না। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ১০ টার সময় সভা

ভঙ্গ হয়। আমরা সকলে পদব্রজে রেল-লাইনের ধার দিয়া বসিরহাট প্রত্যাগমন করিলাম।

তারাগুনিয়া।

কর্ম্মিবৃন্দের উদ্যোগে ও স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র নাগ চৌধুরী মহাশয়ের সহায়তায় ২০শে পৌষ তারিখে উক্ত জমিদার মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে অপরাহ্ন ৪টার সময় কায়স্থগণের সপ্তম সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় কায়স্থ মহোদয়গণ সকলে এবং তাঁহাদের পুরোহিত ও পণ্ডিত মহাশয়গণ এ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নাগ চৌধুরী মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি মনোনীত হন। বসিরহাট হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত, শ্রীযুক্ত ননিলাল মিত্র আমাকে সঙ্গে লইয়া যান। কাছারি ষ্টেশনে দুপুরের ট্রেণ ধরিতে না পারায় আমরা ছুটিয়া গিয়া বসিরহাটে ট্রেণ ধরিলাম; এই ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। আমরা খোলাপোতা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া গোযানারোহণে তারাগুনিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম। কাছারি বন্ধ না থাকায় ঐ দিন বসিরহাট হইতে আর কেহ এ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সকলকার আগ্রহে এ সভায় আমাকেই সর্ব্বপ্রথমে বক্তৃতা করিতে হয়। "কায়স্থজাতি ও তাহার স্বধর্ম্ম" সম্বন্ধে এ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম। পণ্ডিত ও পুরোহিত মহাশয়গণও আমার উক্তির সমর্থন করেন এবং একথাও বলেন যে 'আজ যখন সরকার বাহাদুর শক্তিশালী কায়স্থজাতির উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন' তখন দুর্ব্বল ব্রাহ্মণজাতির উপর যে শীঘ্রই হস্তক্ষেপ করিবেন ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং হিন্দু-সমাজকে সবল হইতে হইবে; কায়স্থগণের এই জাতীয় আন্দোলনে ব্রাহ্মণগণের সহায়তা করাই উচিত। এ সভার আর একটী বিশিষ্টতা এই যে বহু পক্ককেশ বৃদ্ধ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সভান্তে তাঁহারা সকলেই যুবাজনোচিত উৎসাহে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিবার অভিমত প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ অক্ষয়কুমার বসু মহাশয় বলিলেন যে তাঁহারা শীঘ্রই সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া অনতিবিলম্বে উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। সভাভঙ্গ হইল। আমরা সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া লইলাম। শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় আমাদিগের জন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। রাত্রি ৭॥০ টার Saturday Special trainএ আমরা তথা হইতে বসিরহাট প্রত্যাগমন করিলাম।

কুলীনগ্রাম।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বি-এল মহাশয়ের উদ্যোগে ও যত্নে ২৮শে পৌষ তারিখে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ৮ম সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। এই দিন বৈকালে বসিরহাট হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী পিকা গ্রামে পূর্ব্ব হইতে সভা হওয়ার স্থির থাকায় প্রাতঃকালেই এ সভার আয়োজন প্রবোধ বাবু করিয়াছিলেন। বসিরহাট হইতে প্রবোধ বাবু, শরৎ বাবু, সুরেন্দ্র বাবু, জিতেন্দ্র বাবু ও আমি ভোর রাত্রে ৫টার ট্রেণে রওনা হইয়াছিলাম। রাত্রি ২॥• টার সময় উঠিয়া আমি প্রস্তুত হইলাম। সুরেন্দ্র বাবুকে সংবাদ দিয়া শরৎ বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। কুয়াসায় চারিদিক্ আচ্ছন্ন হওয়ায় রাত্রে পথ চলিতে অসুবিধা হইয়াছিল। কারণ সঙ্গে আলো ছিল না। শরৎ বাবু উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, এখন ট্রেণের বহু দেরী। আপনি এত রাত্রে আসিলেন? আমি বলিলাম যখন ঘুমই ভাঙ্গিয়া গেল তখন আর বিছানায় থাকা যুক্তি সঙ্গত মনে হইল না। কারণ শীতকালের ৫টার ট্রেণ ধরা বড় সহজ নয়; আমি সুরেন্দ্র বাবুকে প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া তাগিদ দিয়া আসিয়াছি—তাঁহার কোন সাড়া শব্দ নাই। গল্প করিতে করিতে ট্রেণের ঘণ্টা দিল; জিতেন্দ্র বাবু আসিলেন। আমরা ট্রেণে উঠিলাম। তখন সুরেন্দ্র বাবু ছুটিয়া আসিয়া ট্রেণ ধরিলেন। গাড়ী বসিরহাট ষ্টেশনে পৌছিলে প্রবোধ বাবু আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। সেই অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে আমরা নানা কথা কহিতে কহিতে চলিলাম। শরৎ বাবু বলিলেন, প্রচারক মহাশয় আজ আমাদের কাহাকেও ঘুমাইতে দেন নাই। গাড়ীতে সাতক্ষীরা ও বেলগড়িয়ায় দু'জন লোক ছিল তাঁহাদের মধ্যে একজন দেশলাই জ্বালাইয়া সকলকে দেখিয়া লইলেন। তাঁহারা আমাদের কর্ম্মিবৃন্দের সকলেরই পরিচিত। শরৎ বাবু তাঁহাদের অঞ্চলে সভা করায় প্রস্তাব করিলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে গাড়ী শিকড়া কুলীনগ্রামে পৌছিল। তখনও ভাল সকাল হয় নাই। চারিদিক্ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন। সূর্য্যোদয় হইতেই এদিন ৮॥• টা বাজিল। কাজেই সভায় লোকসমাগম তেমন হইল না। এস্থানের লোকেরা কায়স্থান্দোলনের পক্ষপাতীও ছিলেন না। যে কয়জন আসিয়াছিলেন তাঁহাদের লইয়াই সভা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ মহাশয় সভাপতি হইলেন। বেলা ৯টার সময় আমি বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। ১ ঘণ্টা বক্তৃতার পর ট্রেণ আসিবার ঘণ্টা দিল, কাজেই সভা

ভঙ্গ করিতে হইল। সভাপতি মহাশয় ও আর ২।১ জন বলিলেন "আমাদের অনেক কথা বলিবার ও জানিবার ছিল; সময়াভাবে হইল না; আর একটা সভা করিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক" "তাহাই হইবে" বলিয়া আমরা ট্রেণে উঠিলাম। যতগুলি স্থানে সভা হইয়াছে তন্মধ্যে এই স্থানটীর বৃদ্ধ কায়স্থগণ বড়ই বিরোধী; তাঁহারা সহজে এ গ্রামে পৈতা হইতে দিবেন বলিয়া মনে হইল না।

পিকা।

বসিরহাট ফিরিয়া আসিয়া আমরা স্নানাহার সারিয়া লইলাম এবং কিছু বিশ্রামের পর পিকা রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এস্থান বসিরহাট হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী। আমারা গোযানে যাইব স্থির ছিল, কিন্তু ছুটী ও হাটবার বলিয়া তাহা মিলিল না। অগত্যা আমরা পদব্রজেই রওনা হইলাম। নরেন্দ্রবাবু, শরৎবাবু, জিতেন্দ্রবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, বিনোদবাবু ও আমি একত্র হইয়া বেলা ২॥•টার সময় যাত্রা করিলাম। আহারাদির পর প্রখর রৌদ্র-কিরণে মাঠ ভাঙ্গিয়া ও ধূলার রাস্তায় যাইতে সকলেই গমনের সুখ বেশ অনুভব করিয়াছিলাম। ৪ মাইল গমন করার পর এক গাছতলায় আমরা সামান্য বিশ্রাম করিয়াছিলাম। শরৎবাবু ও সুরেন্দ্রবাবু বিশ্রামের আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। বেলা ৪॥•টার সময় আমরা তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম।

জমিদার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মিত্র ও তাঁহার অনুজ ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-বি মহাশয়দ্বয়ের উদ্যোগে ও যত্নে তাঁহাদেরই চণ্ডীমণ্ডপে ২৮শে পৌষ অপরাহ্নে কায়স্থগণের নবম সাধারণ অধিবেশন হইল। স্থানীয় কায়স্থ মহোদয়গণ সকলেই এ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কিছু বিশ্রামের পর হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিয়া বসিরহাটের কর্ম্মিবৃন্দ সভাস্থ হইলেন। আমি পট্টবস্ত্র, অঙ্গরাখা, উত্তরীয়, উষ্ণীষ ও তিলক ধারণ করিয়া অনাবৃত পদে সভাস্থ হইলাম।

সভা আরম্ভ হইল। কুলমহিলাগণ শঙ্খধ্বনিসহ সভার উদ্বোধন করিলেন। শ্রীযুক্ত হরিমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইলেন। সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া তিনি সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য বলেন। কায়স্থ-জাতি ক্ষত্রিয় একথা তিনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা কি এ

সম্বন্ধেই তিনি জানিতে চাহেন। সভাপতি মহাশয়ের ন্যায় এ সভার অনেকেরই ঐ এক প্রশ্নই প্রবল বুঝিলাম।

আমি বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। "কায়স্থ-জাতির উপনয়ন, তাহার অধিকার ও আবশ্যকতা" সম্বন্ধে ২॥০ ঘণ্টা বক্তৃতা করিলাম। যাঁহাদের যাহা যাহা প্রশ্ন ও জ্ঞাতব্য ছিল তাহারা একবাক্যে সকল সন্দেহ নিরসন হইয়াছে জানাইলেন এবং বলিলেন 'আর কোন সন্দেহ নাই, আমরা এ গ্রামবাসী সকলেই যজ্ঞ-সূত্র গ্রহণ করিব; দ্বিজাচার পালন করিব; যাঁহারা যে কারণেই হউক উপবীত গ্রহণ করিতে এক্ষণে পারিবেন না তাঁহারা ও আমরা যাহারা লইব এযাবৎ যেমনভাবে পরস্পর সম্বন্ধ ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া আছি তদ্রূপেই থাকিব এবং যে ব্রাহ্মণ উপবীতী কায়স্থগণের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম করিবেন না বা সহানুভূতি ও সহায়তা করিবেন না, অনুপবীতী কায়স্থগণও তাঁহাদের দ্বারা কোন ক্রিয়াকর্ম্ম করাইব না—এবং তাঁহাদের সহানুভূতি ও সহায়তা প্রার্থনা করিবও না' এইরূপ মন্তব্য গৃহীত হইয়া এবং আরও নানা কথার আলোচনা হইয়া রাত্রি ১০টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রবাবু ও যোগেন্দ্রবাবুর আদর আপ্যায়ন ও সেবার ব্যবস্থা অতি পরিপাটী হইয়াছিল তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

সে রাত্রিতে তাঁহারা আমাদিগকে তথায় অবস্থান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরদিন কাছারি খোলা, অফিসের কার্য্যের ক্ষতির জন্য ও আবশ্যকীয় অনুরোধে সকলেই সে রাত্রে বসিরহাট প্রত্যাগমন করিলেন। সকলের আগ্রহে আমাকে তথায় অবস্থান করিতে হইল।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে ২।৪ জন করিয়া কায়স্থগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন। নানা জনের নানা কথার আলোচনা হইতে লাগিল। মহিলাবৃন্দ উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত একথাও কেহ কেহ বলিলেন। মহিলাবৃন্দকে কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব ও উপনয়ন সংস্কারের কর্ত্তব্যতা বুঝাইবার আবশ্যকতাও কেহ কেহ জ্ঞাপন করিলেন। স্থির হইল ঐ দিন বেলা তিনটার সময় ঐ চণ্ডীমণ্ডপে একটী মহিলা-সভা হইবে এবং গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-মহিলাবৃন্দ যাহাতে ঐ সভায় সমবেত হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। সেই আয়োজনই আরম্ভ হইল। ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের এ দিনে বসিরহাট

...কারখানায় যাওয়া হইল না; প্রচারকের পাল্লায় পড়িয়া এ দিনে তাঁহার ...টী মোটা রোজগার ফস্কাইয়া গিয়াছিল।

পিকা মহিলা-সভা।

২১শে পৌষ অপরাহ্ণ তিনটার সময় মহিলা-সভা আরম্ভ হইল। ...ণ্ডীমণ্ডপ মহিলাসমাগমে পরিপূর্ণ হইল। বাহিরের বারাণ্ডায় বালক-...লিকাগণ সমবেত হইল; প্রাঙ্গণ ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বারাণ্ডায় পুরুষগণ ...মবেত হইলেন। "কায়স্থ-জাতি, হিন্দুর ধর্ম্ম, আমাদের কর্ত্তব্য, যজ্ঞসূত্রের ...আবশ্যকতা, মহিলাগণের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এই বক্তৃতার ...র, উপবীতহীনতার কারণ কায়স্থ-জাতি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া শোচনীয় অবস্থায় ...উপনীত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া কায়স্থ-মহিলাগণ একবাক্যে ...কায়স্থ-সন্তানগণকে তাহাদিগের জাতীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ...গায়ত্রী-মাতার শরণাপন্ন হইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পিকাগ্রামে ...কায়স্থগণের যজ্ঞ-সূত্র গ্রহণ-প্রস্তাব বিপুল উৎসাহে গৃহীত হইল; মহিলা-...বৃন্দের উৎসাহ এখানকার কায়স্থ-সমাজে শক্তি সঞ্চার করিল।

সন্ধ্যার পর তঁহাদের পুরোহিত মহাশয় আসিলেন। তিনি ধলচিতার ...বিনোদবিহারী স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের দোহাই দিয়া কায়স্থের উপনয়ন প্রতিবাদ ...করিতে চাহিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ নহেন, তাঁহার অসার বাক্যাবলী ...কাহাকেও স্বমতে আনিতে পারিল না। অগত্যা তিনি নিজে পৈতা দিতে ...পারিবেন কিনা তাহা বিবেচনার জন্য ১৫ দিন সময় লইলেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত ...প্রফুল্লচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন—অতদিন অপেক্ষা করিতে পারিবেন না ...জানাইয়া দিলেন। তাঁহারা ৪ঠা মাঘ তারিখে পৈতা লইবেন ইহাও ...জানাইলেন এবং বলিলেন "শুভস্য শীঘ্রং"। যখন লইতেই হইবে তখন ...অকারণ অশুভ কার্য্যের ন্যায় কালবিলম্ব করিব না"। কয়েকজন যুবকও ...ঠা তারিখে উপবীত গ্রহণ করিবেন স্বীকার করিলেন; মহিলাগণও তাহা ...সমর্থন করিয়াছিলেন। হরেন্দ্রবাবু ও যোগেন্দ্রবাবু সদলবলে লওয়ায় ইচ্ছা ...জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃদেবকে জানাইয়া একার্য্যে অগ্রসর ...হইবেন বলিলেন। পরদিন প্রাতে স্নানাহ্নিক সারিয়া আমি গোযানারোহণে ...বসিরহাট ফিরিয়া আসিলাম। পথে যুবকগণ পৈতা লইতে কি কি ...দ্রব্য আবশ্যক ও নিয়মাদি কি জানিয়া লইল।

মৃজাপুর-ভবানীপুর।

২রা মাঘ শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে মৃজাপুর গ্রামে লইয়া যান। এখানকার কায়স্থগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় উপবীত গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মাতব্বর ২।৩ জন ইতস্ততঃ করার জন্য কেহ সাহস করিয়া অগ্রে লইতে পারিবেন না জানাইয়াছিলেন। বেলা ১১টা পর্য্যন্ত তাঁহাদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া আলোচনা করার ফলে ঐ দিন সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নূতন বাড়ীতে একটী সভা করা স্থির হইল। ঐ দিন দুপুর বেলা আমরা বসিরহাটে প্রত্যাগমন করিলাম।

সন্ধ্যার পর ঐ মৃজাপুর ও ভবানীপুরের কায়স্থ-বৃন্দকে লইয়া ১০ম সাধারণ অধিবেশন হইল। বসিরহাট হইতে উদ্যোগিবৃন্দসহ আমি যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় জমিদার, উকিল ও আদালতের কর্ম্মচারী প্রমুখ কয়েকজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণও এ সভায় উপস্থিত হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমার বক্তৃতা পূর্ব্বের ন্যায় দুই ঘণ্টাই হইয়াছিল। একটী ব্রাহ্মণ যুবক একটী কায়স্থ যুবকের মারফতে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎবাবু প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করেন। বহু আলোচনার পর এই গ্রামবাসী সকলে একসঙ্গে একদিনে উপবীত গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। রাত্রি ১২টার সময় আমরা তথা হইতে বসিরহাট প্রত্যাগমন করিলাম। শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে যে মতভেদ হইয়াছিল তাহার মীমাংসা হইয়া গেল।

১ম উপনয়ন-কেন্দ্রের আয়োজন।

পূর্ব্ব হইতেই ৪ঠা ও ৬ই মাঘ উপবীত গ্রহণের দিন এবং তৎপূর্ব্ব দিবসদ্বয় সংযমের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। ১ম কেন্দ্র শাঁইপালা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রবাবুর বাটী এবং ২য় কেন্দ্র হরিধাম শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্র বাবুদের বাটী হইবার স্থির হয়। সংযম ও যজ্ঞের আয়োজন পরিদর্শন জন্য ৩রা তারিখে আমি হরিধাম হইতে শাঁইপালা গমন করিলাম। ঐ দিন তথায় ১৩ জন ও পিফাতে ১৩ জন কায়স্থ যথারীতি মস্তক মুণ্ডনান্তে সংযম করিয়াছিলেন।

২য় মহিলা-সভা।

ষ্টেশনের সন্নিকটে ঐ দিন বৈকালে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে তাঁহারই বাটীতে স্থানীয় মহিলাবৃন্দের একটী সভা হয়। উপনয়নগ্রহণ সম্বন্ধে এখানকার কোন কোন বৃদ্ধা কায়স্থ-মহিলার

[মত] ছিল। "কায়স্থ জাতির উৎপত্তি ও তাঁহার স্বধর্ম্ম" সম্বন্ধে এ সভার [আ]লোচনা করার ফলে কায়স্থ-মহিলাগণ মধ্যে অনেকেরই নিজ জাতি [সম্ব]ন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহা দূর হয়। অনেক বালকবালিকাও এ [স]ভায় থাকিয়া খুব আগ্রহের সহিত গল্পচ্ছলে কথিত কায়স্থ জাতির উৎপত্তি [বি]বরণ শুনিয়াছিল। যাঁহারা পুত্রাদির উপবীত গ্রহণে অমত করিয়াছিলেন [তাঁ]হারা এখন তাঁহাদের এই শুভকার্য্যে সম্মতি দান করিলেন। মাতৃ-[জা]তির আশীর্ব্বাদ কায়স্থ-শিরে বর্ষিত হইল।

২য় কেন্দ্রের আয়োজন।

[৫]ই তারিখে প্রাতঃকাল হইতেই মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা ও যজ্ঞীয় দ্রব্য [সম্ভা]রের আয়োজন স্বরু হইল। মৃজাপুর ভবানীপুর, আড়বেলিয়া, বসিরহাট [ও] অন্যান্য স্থানের ষাট জন কায়স্থ সন্তান বালক-যুবক-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে এই [দি]নে মস্তক মুণ্ডন ও সংযম করিলেন। সানুজ স্বরেন্দ্র বাবু এই দিনে নিজ [ভব]নে উপনয়নের পূর্ব্বকৃত্য সমাপন করিয়াছিলেন। এই দিন হইতে ব্রাহ্মণ-[গ]ণের বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ্যে আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব হইতেই যাহাতে এ কেন্দ্রে [কে]হ পৈতা না লয় ও এই তারিখে কেহ মস্তক মুণ্ডন না করে তাহার রীতিমত [আ]য়োজন, কৌশল, অনুনয়, চাতুরী, ও ভয় প্রদর্শন চলিতেছিল। রাত্রি ১টা [পর্য্য]ন্ত এ দিন পৈতার গ্রন্থি দিয়াছিলাম।

হরিধামে ২য় কেন্দ্র।

৬ই তারিখে এই কেন্দ্র যথারীতি অনুষ্ঠিত হইল। গোময়-লিপ্ত পবিত্র [প্র]াঙ্গণে চন্দ্রাতপতলে সংস্কারগ্রহণেচ্ছু কায়স্থ সন্তানগণ গৈরিক ও পট্টবস্ত্রে [মু]ণ্ডিত মস্তকে সমবেত হইয়াছিলেন। ষষ্টি সংখ্যক কায়স্থ সন্তানকে এ কেন্দ্রে [য]থারীতি গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষিত করা হয়।

যজ্ঞের বিবরণ।

উভয় কেন্দ্রেই 'কায়স্থ পত্রিকায়' প্রকাশিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রথা মত উপনয়ন [সং]স্কার কার্য্য সম্পন্ন হয়। মুণ্ডিত মস্তক মাণবকগণ বালক-যুবক-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সমস্বরে একমন্ত্রে একমনে এক ভাবে একই উদ্দেশ্যে একই [য]জ্ঞাগ্নিতে সমিধাহুতি দিয়া, এক সূর্য্য নারায়ণকে সাক্ষী রাখিয়া সেই এক [ব্র]হ্মগায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সকলে সারি দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে বসিলেন, আমি সকলের কপাল বেষ্টন করিয়া চন্দন লেপন করিয়া দিলাম।

সঙ্কল্প করিয়া সকলে গঙ্গাস্নানের মন্ত্র পাঠ করিলেন। ভোজ্যোৎসর্গ, বহ্নধারা, গোগ্রাস ও সূর্য্য দর্শন করিয়া সকলে যজ্ঞকুণ্ডের নিকট একত্র হইলেন। মৃগচর্ম্ম ও কুশ নির্ম্মিত মেখলা ধারণ, যজ্ঞ-সূত্র, দণ্ড প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ সহ একে একে ধারণ করিলেন। চরু হোম ও অন্যান্য হোমাদি সম্পন্ন হইলে আমি সকলকে সর্ব্বাগ্রে শাণিত অস্ত্র ভিক্ষা প্রদান করিলাম। 'পূর্ণাহুতি দিয়া শান্তি-জল ও সকলের কপালে যজ্ঞের তিলক দেওয়া হইল। "বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্" রবে সকলে নদীতীরে দণ্ড বিসর্জ্জন করিতে বহির্গত হইলেন। প্রত্যেক কায়স্থ ভবন হইতে কুলমহিলাগণ মঙ্গল শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। নদীতীরে সমবেত হইলে সকলকে সূর্য্যাভিমুখে সূর্য্যোপস্থানের মন্ত্র বলিয়া দিলাম। সূর্য্যার্ঘঃ প্রদান ও প্রণাম করিয়া সকলে যজ্ঞক্ষেত্রে সমবেত হইলেন। চরুর প্রসাদ পাইয়া সকলে নিরামিষ আতপান্ন ভক্ষণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করেন। সকলেই এই দিন হইতে দিনত্রয় আতপান্ন নিরামিষ আহার করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী অবস্থা।

যজ্ঞান্তে সকলের ফটো লওয়া হয়। এই দিন হইতে পৈতার গ্রন্থি ও সন্ধ্যাহ্নিক সম্বন্ধে প্রত্যহই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। বসিরহাট মহকুমায় এই ঘটনার পর একটা বেশ সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ এ যাবৎ আভাসে ইঙ্গিতে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন; অতঃপর প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ ও গালাগালির সূত্রপাত করিলেন। উপবীতী কায়স্থগণের বাড়ীর দেবসেবা ও ব্রত পূজাদি বন্ধ করিলেন। কোন প্রকার অনুনয় বিনয় যুক্তি ও শাস্ত্রোপদেশ তাঁহাদিগকে এ তামসিক পথ পরিত্যাগ করাইতে সক্ষম হয় নাই। কায়স্থ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে যাইয়া তাঁহারা দেবপূজার ব্যাঘাত দিলেন; দেবতা-বিদ্বেষ আরম্ভ করিলেন ইহা ব্রাহ্মণাচার কি কোন আচার সাধারণে তাহার বিচার করুন?

ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বিচার-সভা।

৬ই তারিখের উপনয়ন কেন্দ্রের পর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের ভবনে একটী বিচারসভা হয়। ধলচিতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সহিত এ বিচার হইয়াছিল। কায়স্থগণ যে বর্ণান্তর্গত নহে সুতরাং পৈতায় তাহাদের আদৌ অধিকার নাই

...তে স্থানীয় পুরোহিত ও পণ্ডিতগণের নেতৃরূপে যখন এস্থানের ৯জন কায়স্থ ... উপবীত গ্রহণ করেন সে সময়েও ইনি ঐ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন; ...ারম্যান শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দেববর্ম্মা বি, এল, উকিল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ...র বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা মহাশয় গণ সে সময়ে তাঁহার ...হিত কায়স্থের জাতিতত্ত্ব আলোচনার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি ...য়ের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে পারেন না' জানাইয়াছিলেন; আজ ...েক মাস পরে কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচারক, কায়স্থ—আমার সহিত তিনি কেন ও ...মনে শাস্ত্রে বিচার করিতে সম্মত হইলেন তাহা তিনিই জানেন। বসির-...ট ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের উপবীতী কায়স্থগণের পুরোহিতগণ ...াকে বড়ই বিব্রত করিয়াছে। কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারককে বিচারে পরাজিত ... করিতে পারিলে মান সম্ভ্রম আর রক্ষা হয় না এবং উপনয়ন কার্য্যেও ...ধা দেওয়া সম্ভব হইবে না। এ অঞ্চলে যখন প্রায় শত সংখ্যক কায়স্থ ...ান উপবীতী হইল তখন আর দূর হইতে শুধু বাক্যবাণ মারিলে চলিবে ...া, সম্মুখ সমরে নামিতে হইবে। স্থানীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পণ্ডিতগণের ...ই সমবেত চেষ্টা ও স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের কায়স্থ শিষ্য ও যজমানগণ বহু ...োর শেষে তাঁহাকে এই দ্বৈরথ সমরে প্রবৃত্ত করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর সভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল। সারাদিন অনাহারে ...জ্ঞের ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া অতুল ...বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইলাম। তখনও স্মৃতিতীর্থ বিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ...াসেন নাই। কিছু পরেই তিনি আসিলেন; বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ...এ সভায় উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের শিষ্য ভক্ত যজমান যাঁহারা পৈতা লন নাই তাঁহারাও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় "কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত নহে ও তাহাদের পৈতা হইতে পারে না" প্রমাণ করিয়া দিবেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি সভারম্ভে আমাকেই কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়বর্ণতার প্রমাণ দিতে বলেন। আমি বলিলাম কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত নহে আপনি সেই প্রমাণ দেখাইবার জন্যই এ সভা আপনার ভক্তবৃন্দ দ্বারাই আহূত হইয়াছে। কায়স্থ জাতির দ্বিজত্ব ও উপনয়নাধিকার আজ ২২ বৎসরাধিক কাল 'কায়স্থ-...কা' প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয়মত ও ব্যবস্থা ...মুদ্রিত প্রকাশিত ও প্রচারিত করিয়াছেন; সেই ব্যবস্থা ও নির্দ্দেশ মত

লক্ষাধিক কায়স্থসন্তান বঙ্গের সর্ব্বত্র উপনীত। আজও এখানকার বাঙ্গি রাঢ়ীয় সমাজের প্রায় শত সংখ্যক কায়স্থসন্তান ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া সহর ও মফঃস্বলে অবস্থান করিতেছেন, আমি এখানে আসার পর বিভিন্ন পল্লীতে প্রায় দশ বারটী সাধারণসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং ঐ সমস্ত আপনাদের প্রত্যেককেই সভায় উপস্থিত হইতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আপনারা আসেন নাই। দণ্ডিরহাটের সভায় আপনি আসিতে স্বীকৃত হইয়াও আসেন নাই। এত কাণ্ডের পরও যখন আপনাদের কায়স্থজাতির দ্বিজত্বের সন্দেহ যায় নাই তখন তাহারা যে ক্ষত্রিয়বর্ণ নহে এ প্রমাণের দায়িত্ব আপনার এবং সেই প্রমাণ দিবার জন্যই এ সভা আহূত। কায়স্থজাতির বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাই তাহার ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ; আপনি প্রমাণ করুন যে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত নহেন। ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মণকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম্ম। সুতরাং আমি আপনাকে প্রথমে আক্রমণ করিব না। আপনি প্রথমে আক্রমণ করুন আমি দেখি আত্মরক্ষা করা যায় কি না।

পণ্ডিতমহাশয় কিছুতেই "কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত নহে" তাহার প্রমাণ দিলেন না। সকলের অনুরোধে আমি কায়স্থজাতির দ্বিতীয় বর্ণের প্রমাণ উত্থাপন করিলাম। এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার পর পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয় তাহার প্রমাণ কি?

অগ্নিহোত্রী স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বৃহদারণ্যক প্রভৃতির শাস্ত্র বচন উল্লেখ করিলাম। কিছুকাল এসম্বন্ধে আলোচনার পর পণ্ডিত মহাশয় চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ছাড়িয়া বলিলেন—

স্মৃতিতীর্থ। মনুতে ক্ষত্রিয় জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলা আছে; আবার ক্ষত্রিয় আসিবে কোথা হইতে?

আমি। বচন বলুন।

স্মৃতি। "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

আমি। ঐ শ্লোকে একটা প্রকাণ্ড "ইমাঃ" কথা রহিয়াছে এই "ইমাঃ"র অর্থ কি?

(শরৎবাবু, জিতুবাবু নরেনবাবু কবিরাজ যোগেনবাবুর এই সময়ে শাস্ত্র গ্রন্থাদিসহ প্রবেশ)

শাস্ত্র গ্রন্থাদি সহ তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয় বিচলিত হইলেন।

স্মৃতি। "ইমাঃ" আছে তাহা জানি; "ইমাঃ" থাকায় কি হইল?

অগ্নি। ঐ "ইমাঃ" কতকগুলি জাতিকে নির্দ্দেশ করিতেছে; যাহাদের নাম ঐ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে আছে এবং ঐ সমস্ত বক্ষ্যমাণ জাতিগুলির মধ্যে কায়স্থজাতির উল্লেখ নাই; সুতরাং আপনার এই মনুবচন কায়স্থ জাতির উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না।

এই বিষয় লইয়া খুব আলোচনা হইল। আমি পণ্ডিত মহাশয়কে ঐ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোক দুইটী আবৃত্তি করিতে বলিলাম। তিনি তাহা না করায় শরৎ বাবু ঐ শ্লোকগুলি মনুসংহিতা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আমি উহা পাঠ করিয়া ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনূদিত বাঙ্গলা ব্যাখ্যাও পাঠ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে কায়স্থগণের পৈতার ব্যবস্থা লইয়া পণ্ডিত মহাশয় তর্করত্ন মহাশয়কে একজন খুব বড় পণ্ডিত এবং কায়স্থের পৈতার বিরোধী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। সকলেই বুঝিলেন পণ্ডিত মহাশয় যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বঙ্গবাসীর" মনুসংহিতায়ও সমর্থিত হয় নাই।

স্মৃতি। কায়স্থ জাতি যদি ক্ষত্রিয় ও হয় তাহা হইলেও "ক্রিয়ালোপাৎ" "ব্রাহ্মণাদর্শনেন" অর্থাৎ বেদের অদর্শন হেতু শূদ্রত্ব বা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

অগ্নি। কায়স্থ জাতির "ক্রিয়ালোপ' ও হয় নাই বেদের বা ব্রাহ্মণের অদর্শনও ঘটে নাই। আজও বঙ্গীয় কায়স্থ ক্রিয়াম্বিত, আজও তাহারা [illegible] পঞ্চাশটী বৈদিক সংস্কারসম্পন্ন; ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে শুধু উপনয়ন সংস্কারের মাত্র প্রভেদ। আপনার উক্তি মানিয়া লইলে আপনারা যে ব্রাহ্মণ নন; কায়স্থ জাতির গুরু পুরোহিতগণ যে অব্রাহ্মণ এবং যদি ক্রিয়া লোপ ঘটিয়া থাকে এই কারণে কায়স্থ জাতির ক্রিয়া লোপ ঘটিয়াছে তাহাও স্বীকার করিতে হয়। "ব্রাহ্মণাদর্শন" বেদের অদর্শন অর্থ করিলেও সেই প্রাচীন মনুর সময়ও যে ব্রাহ্মণাভাব ঘটিয়াছিল তাহাও পাওয়া গেল। বেদ নিত্য সত্য তাহা চিরদিনই আছে ও থাকিবে। এই বেদই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, সুতরাং বেদের অদর্শন বলিলেই ব্রাহ্মণের অদর্শন আপনা হইতেই আসিয়া পড়িতেছে। মনুর সময়ও ব্রাহ্মণলোপ হইয়াছিলেন, বৌদ্ধযুগেও

হইয়াছিলেন এবং আপনা... আজও ব্রাহ্মণ নাই। সুতরাং ... গ্রহণ রূপ ব্রাহ্মণ্য অভিনয় আপনাদের ... উচিত। আপনার ... উক্তিতে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বও স্বীকৃত হইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

উকিল প্রবোধ বাবু। আমরা শাস্ত্র পড়ি নাই। সহজ কথা... আপনাদের আলোচনা যাহা বুঝিলাম তাহাতে এই বুঝি যে যে দুইটী হেতু দেখাইয়া আপনি আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হইয়াছে বলিতেছেন সেই হেতু দুইটী যদি দূর করা যায় তাহা হইলেই তো আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় থাকিতে পারে। সুতরাং যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে আমরা ক্ষত্রিয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি সেই ভ্রষ্টাচার বর্জ্জনেই আমাদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে।

আমি। আমরা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হই নাই। যজন, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েরই ধর্ম্ম।

স্মৃতি। মনুতে আছে ৪ পুরুষ অতীত হইলে আর পৈতা হইতে পারে না।

আমি। আপনার এই উক্তিতেও কায়স্থ জাতির, চারি পুরুষ পূর্ব্বে অন্ততঃ উপবীত ছিল তাহা স্বীকৃত হইল। বহুপুরুষ যাবৎ—স্মরণাতীত কাল হইতে উপবীতহীন দ্বিজাতি পুত্রগণের উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা আপস্তম্বাদির শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। হরদত্ত মিশ্রকৃত উজ্জ্বলাখ্য ভাষ্যে তাহা সমর্থিত হইয়াছে।

জিতেন্দ্র বাবু উকিল। ৪ পুরুষ অতীত হইলে পৈতা হইতে পারে না পণ্ডিত মহাশয় এই মনুসংহিতা হইতেই ঐ বচন বাহির করিয়া দিন; আমরা দেখি।

পণ্ডিত মহাশয় (সক্রোধে) আপনাদের সহিত আমার কোন কথা হইবে না। আমি শুধু অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রালাপ করিব এই সর্ত্তে এখানে আসিয়াছি।

(সকলে জিতু বাবুকে চুপ করিতে বলিলেন।)

স্মৃতি। উপনয়নের দিন না হইলেও এতগুলি লোকের একসঙ্গে কোন্ শাস্ত্রমতে উপবীত হইল?

অগ্নি। আপনার এ প্রশ্নেও কায়স্থ জাতির উপবীতের অধিকার স্বীকৃত ..., শুধু উপবীত গ্রহণের তিথি দিন ও একত্র বহুলোক লওয়ার বিষয়ই ...াহিতেছেন। তাহার প্রমাণ শুনুন:—

"... কাম্যানি নিপতন্তি যথা তথা
তথা তথৈব কর্ত্তব্যং ন ... বিধীয়তে"

এই দক্ষ বচনানুসারে এরূপ উপনয়ন হইতে বাধ... ...ই। ঐতিহাসিক ...ণে বহুকালপতিত সাবিত্রীক বিপ্রবংশ সম্ভূত বহুলোককে ...দিনে ...ত্র দিয়া ব্রাহ্মণ করা হইয়াছিল। আজও কালীঘাটে একদিনে বহু ব্রাহ্মণ...ানের পৈতা হইতেছে।

(পণ্ডিত মহাশয় ক্রমশঃই ধৈর্য্যহীন হইতে লাগিলেন।)

স্মৃতি। (চীৎকার করিয়া বলিলেন)—রঘুনন্দনের মতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ...লিযুগে নাই। রঘুনন্দন অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্য ও কায়স্থ সকলকেই শূদ্র ...িয়া গিয়াছেন।

শরৎ বাবু। রঘুনন্দন প্রণীত সংস্কার-তত্ত্বে "বিপ্রাঃ শূদ্র-সমাচারাঃ ... সন্তি কলিযুগে॥" এই উক্তি পাওয়া যায়। আপনি যে শ্লোকের ...োহাই দিয়া কায়স্থগণকে শূদ্র বলিতে চাহেন সেই শ্লোকের শেষ লাইনেই ...শ্লোক রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে রঘুনন্দন মতে ব্রাহ্মণগণ ... শূদ্র হইয়া গিয়াছেন। ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মণগণকেও বেদাধিকার রঘুনন্দন ...ন নাই।

পণ্ডিত মহাশয় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন ...আপনাদের কাছে শাস্ত্র শিখিতে আসি নাই। আপনারা যদি কথা বলেন ...তবে আমি এখুনি চলিয়া যাইব।"

শরৎ বাবু। আমরা অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে বচনগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র, আপনার কোনও কথা কহি নাই।

অগ্নি। আপনি স্থির হউন। আর কেহ আপনার সহিত কথা বলিবে না; ব্রাহ্মণের ক্রোধ থাকা উচিত নহে। আপনি অকারণ আত্মসংযমহীন হইতেছেন কেন? রঘুনন্দন কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলেন নাই। তিনি যে বিবাহমন্ত্রের পাঠ লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে "যজ্ঞদত্তস্য প্রপৌত্রায়" "শিব ...দত্তস্য প্রপৌত্রীং" ইত্যাদি বলিতে উপদেশ দিয়াছেন; সেই রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া আপনারা "দাসস্য" কোথা হইতে আনিলেন? যদি "দাসস্য"ই

আপনারা পড়াইবেন তবে তাঁহার ঐরূপ পাঠ লিখিবার উদ্দেশ্য কি? সার্থকতাই বা কি? আপনারা কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়বর্ণ অস্বীকার করিয়া অকারণ ব্রাহ্মণ্যগৌরবে জলাঞ্জলি দিতেছেন। কায়স্থ জাতিকে অকারণ হীন করিবার চেষ্টা করিলে আপনারাই যে হীন হইয়া পড়েন ইহা কি একবারও মনে উদয় হয় না। কায়স্থজাতি পৈতা লইলে আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না।

স্মৃতি। হীন তো হইয়াছি। আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষগণের সংস্পর্শে আসিয়াই তো এ অবস্থা হইয়াছে। এই জন্যই তো শূদ্র-জাতির সংস্পর্শে যাইতে নাই।

কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন এসভায় আমারও বক্তব্য আছে। আমি আর চুপ করিয়া থাকিব না, সকলে তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বঙ্গভাষায় কি শাস্ত্রালাপ করিতে আসিয়াছেন, আসুন আমার সহিত সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রালাপ …

ক্রোধে গালাগালি দিতে দিতে পণ্ডিত মহাশয় আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে এক যজ্ঞোপবীতধারী মুণ্ডিত মস্তকে দেখিয়া তাহাকেও গালাগালি করিলেন। অতুল বাবু তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া জলযোগাদি দ্বারা ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল-পরে পণ্ডিত মহাশয় প্রকৃতিস্থ হইলেন ও তামাক খাইয়া সুস্থ হইলেন।

সমাগত সজ্জনগণের আগ্রহে পণ্ডিত মহাশয়ের উক্তি গুলির উত্তর স্ব… আমাকে এক বক্তৃতা করিতে হইল। দুতোলার উপরে বসিয়া এ বক্তৃতা স্মৃতিতীর্থ মহাশয় শুনিতে লাগিলেন, সমাগত সকলে পণ্ডিত মহাশয়ের যুক্তিহীন অসার জিদের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং বসিরহাট অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুরোহিতগণের নেতৃস্থানীয় প্রাচীন পণ্ডিত মহাশয়ের এ দুর্ব্যবহারে সকলেই লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য ও যজমানগণ আরোও অধিক লজ্জিত হইয়াছিলেন। আমার বক্তৃতা এদিন পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া যাইবার পর প্রায় ৪০ মিনিট কাল হইয়াছিল। ২০ মিনিট বক্তৃতা হইবার পর পণ্ডিত মহাশয় নামিয়া আসিয়া তাঁহার ছাতা ও একটা পুঁটলি লইতে অনুচরকে পাঠাইলেন।

(ক্রমশঃ)

অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

সভাপতির নিবেদন *

সমাগত বর্ণগুরু অধ্যাপকমণ্ডলী এবং স্বজাতীয় আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব গণ! আপনারা আমার যথাযোগ্য সভক্তি প্রণাম, অভিবাদন ও সাদর-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এ অধম …নিবেদন করিতেছে—রুগ্ন ও ভগ্ন দেহে গত কয় বর্ষের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিতে পারি নাই, তথাপি এই অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিকে কেন আপনারা সভাপতি করিলেন জানি না। আমা অপেক্ষা অনেক মান্য ও বরেণ্য ব্যক্তি এখনও আমাদের সভা উজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক যোগ্য ব্যক্তিকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করিলে …বেশী আনন্দিত হইতাম। যাহাহউক যখন আপনারা এই অকর্ম্মণ্য …অবস্থা জানিয়া শুনিয়াও সভাপতির উচ্চ-সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন, তখন আপনাদের এই অহেতুক সম্মানদানের জন্য আমার হৃদয়ের শেষ কৃতজ্ঞতা জানাইবার আশায় আমার চিরহিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়স্বজন ও চিকিৎসকগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি

আজ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা দ্বাবিংশতি বৎসর শেষ করিয়া ত্রয়োবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ১৩০৮সালে কায়স্থ-সভার জন্ম-ব্যাপার আজও আমার মানস-পটে সমুদিত রহিয়াছে। স্বর্গীয় রমানাথের ভবনে ১৩০৮ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথমে আমাদের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের প্রতিনিধিগণের পরামর্শ-সভা হয়। ইহার অত্যল্পকাল পরে সেই পুণ্য-নিকেতনে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সমাগমে বঙ্গীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থা ঘোষিত হয়। সেই সময় হইতে একটি বিরাট্ কায়স্থ-সম্মেলনের কল্পনা ও সূচনা হয়। কিরূপে সেই বিরাট্ মহা-সম্মেলন আহূত হইবে তাহা স্থির করিবার ভার কতকটা এই দীনের উপর অর্পিত হইয়াছিল। আমি প্রথমে চারি সমাজের কায়স্থ-প্রতিনিধিগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সভা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

* বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দ্বাবিংশবার্ষিক অধিবেশনে 'সভাপতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের এই অভিভাষণ পঠিত হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার অনিয়মে ছয়মাস অনবরত পরিশ্রমে আমি কঠিন বাতব্যাধিতে শয্যাগত হইয়া পড়ি। ১৩০৮ সালের ১০ই পৌষ কায়স্থ-সভার উদ্বোধনের দিন রোগশয্যায় শায়িত থাকায় সেই বিরাট্ মহা-সম্মেলনে যোগদান করিতে আমার সৌভাগ্য ঘটে নাই। কিন্তু সেই পীড়িত অবস্থায় কায়স্থ-সমাজপতি ও প্রতিনিধিগণের স্বজাতির উপর কিরূপ স্নেহ ও প্রীতির আকর্ষণ ছিল তাহার উজ্জ্বল বিকাশ লক্ষ্য করিয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম। তাহা অনুভূতি আজও যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তৎকালে কায়স্থ-সমাজে অপূর্ব সাড়া ও স্পন্দন দেখা গিয়াছিল। সমাজের এরূপ আকস্মিক জাগরণ আর কোন দিন দেখা যায় নাই। শুনা যায়, কেবল বঙ্গ বলিয়া নহে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এমন কি দাক্ষিণাত্য হইতেও বহু কায়স্থসন্তান পাথুরিয়া ঘাটায় [illegible] করিবার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুনিতে পাই সেই প্রথম মহাসভায় [illegible] কায়স্থ সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্থানাভাবে মিলন-মণ্ডপে অনেকে যোগদান করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ন মনে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সে আজ ২৩ বর্ষের পূর্ব্বেকার কথা। আমাদের কায়স্থ-সমাজে তৎকালে যে উন্মাদনা, যেরূপ স্বজাতি-হিতৈষণা ও আত্মসম্মান-রক্ষায় যেরূপ অনুরাগ লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা ইহজীবনে কখনও ভুলিব না। সেই সময় আমাদের চারি সমাজের দলপতিগণ ভেদ-বুদ্ধি ভুলিয়া একপ্রাণ এক হইয়া জাতীয় গৌরব রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমার মনে হয় যে একদিন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে বঙ্গীয় কায়স্থ অধিষ্ঠান, যেন সর্ব্বত্রই কায়স্থের হৃদয়-তন্ত্রী সমস্বরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। সেই জাতীয় উন্মাদনার বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত হইয়া স্বজাতি সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই শুভ-মুহূর্ত্তে আমাদের বঙ্গদেশী কায়স্থ-সভার জন্ম হইয়াছিল।

কায়স্থ-সভার উদ্বোধনের সঙ্গে কায়স্থ-সমাজে কত নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। আমিও স্বজাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সমাজ-সেবা করিবার আসিতেই 'কায়স্থ-পত্রিকা'র প্রথম হইতে পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই কায়স্থ-জাতি ও কায়স্থ সভা আমার নিত্য-নিয়ত চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল।

প্রথমে কায়স্থ-সমাজে যেরূপ উৎসাহ, একগ্রতা ও উদ্যম দেখা গিয়াছিল, [illegible] দিন মধ্যেই তাহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিলাম। একতা ও ত্যাগের উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া দুই একটী নেতা জাতি-দ্রোহীর কুপরামর্শে পথভ্রষ্ট হইলেন, সেই সঙ্গে কলিকাতার কায়স্থ-সমাজে যেন একটা বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা [illegible]। বলিতে পারি না আমি সুস্থ থাকিলে সেই অকালজলদোদয় হইতে [illegible] কি না? যাহারা সেই বিদ্রোহের নেতা তাঁহারা সকলেই আমাকে [illegible] স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, হয়ত আমার অনুরোধে উপরোধে [illegible]দের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইবার সুযোগ ঘটিত না। দুর্ভাগ্যক্রমে [illegible] তখনও বাতব্যাধিতে শয্যাগত! সভার উদ্যোগ-পর্ব্বের প্রারম্ভে [illegible]দের সহানুভূতি, আনুকূল্য ও উপদেশ আমি পরমার্থ বলিয়া গ্রহণ [illegible]য়াছিলাম; সেই পরমাত্মীয় ও সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে কেহ কেহ বিরুদ্ধপক্ষ [illegible] সেই প্রতিকূল বায়ুপ্রভাবে সমাজের মতিগতি [illegible]লিত হইয়াছিল। যে সাধু উদ্দেশ্য লইয়া কায়স্থ [illegible] [illegible]র প্রকৃত অনুষ্ঠানের সময় অন্তরায় উপস্থিত হইল! প্রথম জাগরণের [illegible] যেরূপ অপূর্ব্ব একতা, উৎসাহ, জাতীয় উন্নতি-স্পৃহা ও সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষায় একাগ্রতা লক্ষ্য করিয়াছিলাম প্রতিকূল-প্রবাহে যেন তাহা [illegible]ভূত হইল, আবার জড়তা দেখা দিল! প্রথমে যে কার্য্য অনায়াসসাধ্য [illegible], তাহাই যেন বহু কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। কায়স্থজাতির শত্রুপক্ষও [illegible] সুযোগে কায়স্থজাতিকে অবনমিত ও বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতে [illegible]গিল। এই সময় কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যাঁহারা [illegible]পাত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ, মহারাজ স্যার্ [illegible]রিজানাথ, স্যার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ, রায় নন্দলাল ও রায় পশুপতিনাথ বসু, [illegible] মতিলাল ঘোষ, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মাননীয় সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি যাঁহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহারা এখনও বিরাজমান থাকিয়া সভার সেই সুবর্ণমুহূর্ত্তের সাক্ষী রহিয়াছেন, তন্মধ্যে [illegible] কালীনাথ মিত্র, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম করিতেছি। [illegible]রও অনেকে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাঁহাদের সকলের নাম বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করিতে পারিলাম না, আশাকরি

তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরগণ আমার এ অনিচ্ছাকৃত ক্রটী ক্ষমা করিবেন।

কায়স্থ-সভার সহিত যাঁহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট তাঁহারা সকলেই জানেন কায়স্থ-সভার উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝাবাত কত বিপদ্ গিয়াছে। কায়স্থ-সভার নেতৃবর্গের আদেশে বা উপদেশে বিরুদ্ধমত খণ্ডন করিবার জন্ত আমাকে কতই আয়াস কতই চেষ্টা করিতে হইয়াছে, 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় সেই বিরাট মহাভারতের সামান্য উদ্যোগ-পর্ব্ব মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল কলিকাতায় নহে—খুলনা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, প্রভৃতি জেলায়, এমনকি সুদূর আসাম, উৎকল, বিহার, মিথিলা এমনকি যুক্তপ্রদেশের বহু কায়স্থ-কেন্দ্রে বহু সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া তর্কসংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। প্রথমে স্বনামধন্য স্বর্গীয় রমানাথ ও মহারাজ গিরিজানাথ সেই উদ্যোগ-পর্ব্বে আমাকে যথেষ্ট আনুকূল্য দান করিয়াছিলেন ও স্বর্গীয় রমানাথের তিরোধানের পর মহামতি পূজ্যপাদ সারদাচরণই আমাদের কর্ণধার হইয়াছিলেন। বলিতে কি তাঁহার ন্যায় [illegible] মহাত্মার উৎসাহ ও আশ্রয় না পাইলে দারুণ সঙ্কটের দিনে কায়স্থ-সভার অস্তিত্ব থাকিত কিনা সন্দেহ।

যদিও আমার 'বিশ্বকোষে' ৩৫ বর্ষের উপর হইতে চলিল 'কায়স্থ' শব্দে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কায়স্থ-তত্ত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এমন কি কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আমার "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি কায়স্থ-সভার আন্দোলনের ফলে আমাকে কায়স্থ-সমাজের প্রকৃত ইতিহাস ও জাতি-তত্ত্ব আলোচনায় বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আমি নানা দেশ বিদেশে ঘুরিয়া কুলপঞ্জী, বুরঞ্জী, শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি নানা মৌলিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে বঙ্গীয় চারিশ্রেণীর কায়স্থের অতীত ইতিহাস নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে; চারিশ্রেণীর অতীত ইতিহাসের সহিত বাঙ্গলার সামাজিক, রাজনীতিক ও ধার্ম্মিক ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের "রাজন্যকাণ্ডে" তাহার অবতরণিকা বা উপক্রমণিকা মাত্র, ও Social History of Kamrup নামক আমার নূতন গ্রন্থে তাহার একদেশমাত্র লিপিবদ্ধ এবং কায়স্থ-পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে তাহার পর্ব্বাধ্যায় মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ষের বহু চেষ্টার ফলে প্রভূত উপকরণ সংগৃহীত ও জাতীয় ইতিহাস প্রকাশ-কল্পে বহু স্বজাতির নিকট বিশেষভাবে উপকৃত হইলেও দুঃখের বিষয় বিশেষতঃ আমার সঙ্কলিত কায়স্থ-সমাজের ইতিহাস যথাসময়ে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার সঙ্কল্প ছিল 'বিশ্বকোষ' সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রথমাংশ "রাজন্যকাণ্ড" প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার কিছুকাল পরেই য়ুরোপে মহা কুরুক্ষেত্র উপস্থিত হইল, তাহার পরিণাম কাগজের দর চারি পাঁচ গুণ ও সেই সঙ্গে মুদ্রণের সকল বস্তুর দর বিস্তর বাড়িয়া গেল। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া শুভ অবসরের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। কিন্তু কয়েক বর্ষেও যখন সুযোগ আসিল না—বাজার পড়িল না, তখন অগত্যা ধীরে ধীরে অভীষ্ট ইতিহাস-মুদ্রণে অগ্রসর হইলাম; এসময়ে মহারাজ গিরিজানাথ ও রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র আমাকে নির্ভয় দান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে অচিরে আমি দুরারোগ্য স্নায়বিক ও মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্য রোগে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। পাঁচ বর্ষকাল আমি একপ্রকার গৃহমধ্যে আবদ্ধ আছি। তাহার উপর এই কায়স্থ-সভার নানা দায়িত্ব আমার উপর আসিয়া পড়িল, যেটুকু ভাল থাকি গৃহে আবদ্ধ থাকিয়াও [illegible] কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য আমাদের সামাজিক ইতিহাস প্রকাশ সুসাধ্য হইল না। তবে জীবনে অনেকটা হতাশ হইলেও আমাদের ইতিহাস প্রকাশের আশা এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই! আজ আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, আবার যে এরূপ সভা-মণ্ডপে আপনাদের দর্শন লাভ করিব সে আশা আর নাই। তথাপি যে কয়টা দিন জীবিত আছি আমাদের ইতিহাস প্রকাশে তাহারই প্রথম ও প্রধান চেষ্টা করিব, ইহাই আমার শেষ সঙ্কল্প।

এতক্ষণ আমার নিজের কথাই বলিলাম। এক্ষণে কায়স্থ-সভা ও আমাদের সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই!—২৩বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গীয় কায়স্থজাতির সামাজিক আসন লইয়া মিউনিসিপাল-জাতি-বিচার সভায় মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে, স্বজাতির সনাতন আত্মগৌরব সুপ্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কায়স্থ-সভার উদ্বোধনকালে এই কয়টী বিষয় কায়স্থ-সভার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল—

১। কায়স্থগণের স্ববর্ণানুসারে সামাজিক আচার-ব্যবহার ও সংস্কারাদি নির্দ্ধারণ এবং কি উপায়ে তাহা প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ।*

২। বঙ্গদেশীয় চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পর প্রীতি ও সহানুভূতি সম্বর্দ্ধন ও স্ব স্ব কুল-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন সম্বন্ধে বিচারকরণ ও বিবাহাদি ক্রিয়ার ব্যয় সংক্ষেপ এবং শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ক, নৈতিক, বৈষয়িক ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন।*

পরবর্ত্তী মহাধিবেশনে কায়স্থ-সভা ঐ সকল কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশক প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত সংস্কারগ্রহণ ও ধর্ম্মাচরণই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়।

তৎপরে কায়স্থ-সভা প্রতি বর্ষেই বার্ষিক অধিবেশন-কালে উক্ত প্রধান কর্ত্তব্য বিষয় বা প্রস্তাবগুলি ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন এবং কার্য্যতঃ সুসিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এ পর্য্যন্ত আন্দোলন করিতেছেন।

এই ২৩ বর্ষব্যাপী বিপুল আন্দোলনের ফলে মূলকায়স্থজাতি যে ক্ষত্রি... [illegible] প্রাতপন্ন ও বঙ্গের প্রায় লক্ষ কায়স্থসন্তান স্বধর্মোচিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়াচারী হইলেও এখনও শিক্ষিত কায়স্থের মধ্যে কেহ কেহ ঘোষণা করিতেছেন, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কায়স্থ-সভা অদ্যাপি অভ্রান্ত প্রমাণ দিতে পারেন নাই! চিত্রগুপ্ত কায়স্থ হইলেও তিনি যে ক্ষত্রিয়াচারী ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয়ের কোন্ শাখার অন্তর্গত? বঙ্গীয়-কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্ত-সন্তান, তাহারই বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোথায়? বঙ্গের কায়স্থগণ চিরদিন কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত, তাঁহারা পূর্ব্বকালে কখন কি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন? বঙ্গীয়-কায়স্থগণ পূর্ব্বে যে দ্বিজাচারী, যজ্ঞোপবীতধারী ছিলেন, তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ কোথায়?

* ১৩০৮ সাল, ১০ই পৌষ মহাসভার কার্য্যবিবরণী (কায়স্থ-পত্রিকা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৮/০ ও ৮/০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

এইরূপে একদল বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া কায়স্থ-সভার প্রধান উদ্দেশ্য [...] করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন।

বিরুদ্ধবাদী যে সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসে সাধারণকে পরিচালিত করিতেছেন, [কায়]স্থ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। [...] সাধারণকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য অতি সংক্ষেপে কয়েকটী প্রমাণ [...]তেছি—

ভবিষ্যপুরাণে ব্রহ্মা বলিতেছেন, 'তুমি আমার (ব্রহ্মার) কায় হইতে [উৎ]পন্ন হইয়াছ, একারণ তুমি সংসারে 'কায়স্থ' নামে খ্যাত হইলে আর [তো]মার নাম হইল চিত্রগুপ্ত। ধর্ম্মরাজপুরে অর্থাৎ যমলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম [বিচা]র করিবার জন্য তোমার স্থান নিরূপিত হইল, তুমি যথাবিধি ক্ষত্রবর্ণোচিত [ধর্ম্ম] পালন করিবে।' (১)

আবার পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়—ভগবান্ সদাশ্রয় বিচিত্র (বিষ্ণু) জগ[তে]র হেতু ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলে তাহা হইতেই এই জগতের বৈচিত্র [সৃষ্টি] হইয়াছিল। সেই ব্রহ্মা হইতেই চিত্র ও বিচিত্র নামে বিদিত দুই [ব্য]ক্তি উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা উভয়ে ধর্ম্মরাজের [illegible]গণের [নে]তা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী [illegible] স্থাপক, ও কায়স্থ নামে পরিচিত, তাঁহারা সকল [illegible]র আদিপুরুষ ও লেখন-জ্ঞানে নিপুণতা হেতু মুখ্য [কার্য্য] পরায়ণ। (২)

(১) "মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকং।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা ॥
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি ॥"

তারানাথ তর্কবাচস্পতি কৃত বাচস্পত্য অভিধান ও শব্দ-কল্পদ্রুম ২য় সংস্করণ ধৃত ভবিষ্য-পুরাণ)

(২) "বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবানশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোঽপি বৈচিত্র্যং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ ॥
চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্থ সচিবৌ সৃষ্টাবস্য তু বেধসা ॥
অস্তাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থবাদিনৌ স্যাতাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ ॥
কায়স্থসংজ্ঞয়া খ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থ-পূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ ॥"

(বাচস্পত্য অভিধান ১৯৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ)

উপরোক্ত পদ্ম ও ভবিষ্যপুরাণ* অনুসারে ধর্ম্মরাজের সচিব চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূত সুতরাং ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইলেও গরুড়পুরাণে নানাস্থানে চিত্র ও বিচিত্র উভয়ে যমের অনুজ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন, যথা—

'পদ্মযোনি ব্রহ্মা সর্ব্বগত বায়ু ও তেজোবর্দ্ধক সূর্য্যকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহা হইতে চিত্রগুপ্তের সহিত একত্র ধর্ম্মরাজ সৃষ্ট হইলেন। এইরূপে আদিসৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা তপস্যায় নিরত হইলেন।' (৩)

[illegible] চিত্রনগরে গমন করে, বিচিত্র যথার অধিপতি, ইনি যমের অনুজ সৌরি সেই রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন।' (৪)

সেই চিত্রনগর গরুড়পুরাণের অন্যস্থানে চিত্রগুপ্তপুর নামেই বর্ণিত হইয়াছে যথা—

'যমলোকে বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে—কায়স্থগণ তথায় সকলের পাপপুণ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।' (৫) এখানে কায়স্থগণ চিত্র ও বিচিত্রের সগন্ধ বা আত্মীয় হইতেছেন।

* উদ্ধৃত বচনগুলি মুদ্রিত পুরাণে না থাকায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পুরাণ-বচন অনেকগুলি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং অনেক মুদ্রিত পুরাণই যে খণ্ডিত তাহা বলাই বাহুল্য। (কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ৩য় সংস্করণ ১৫১-১৫২ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

+ পশ্চিমভারতে গুজরাট অঞ্চলে ব্রহ্মকায়স্থের পরিবর্তে "ব্রহ্মক্ষত্র" নামক অক্ষয়ী এক কায়স্থজাতির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহারা সকলেই উপবীতী ও ক্ষত্রিয়াচারী। (Vide Bombay Gazetteer, vols. ix. pt. i. p. 55-59, viii. p. 146-147, xvi. 45, xviii. pt. i. p. 266-267.)

(৩) "বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ [illegible] তেজো বিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ।
সৃষ্টৈবমাদিকং সর্ব্বং তপস্তেপে তু পদ্মজঃ॥

(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ১৩১৪ সালে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত গরুড়পুরাণ ৬৭৬ পৃষ্ঠা)

(৪) "প্রযাতি চিত্রনগরং বিচিত্রো যত্র পার্থিবঃ॥
যমস্যৈবানুজঃ সৌরির্যত্র রাজ্যং প্রশাস্তিহ।"
(গরুড়পুরাণ, উক্ত সংস্করণ ৬২২ পৃষ্ঠা)

(৫) "চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনাস্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥"
(গরুড়পুরাণ, উক্ত সংস্করণ ৬৮০ পৃষ্ঠা)

কল্পভেদে চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও ধর্ম্মরাজ বা যম বেদপুরাণ, বা স্মৃতি সর্ব্বত্রই সূর্য্যপুত্র বলিয়া পরিচিত। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের তিথি-তত্ত্বে ও কমলাকরের নির্ণয়-সিন্ধুতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রসঙ্গে এইরূপ পুরাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"যমশ্চ চিত্রগুপ্তশ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ।
অর্ঘ্যশ্চাত্র প্রদাতব্যো যমায় সহজদ্বয়ৈঃ॥"

যমের সহিত তাঁহার সহজন্মা ভগিনী যমুনা ও ভ্রাতা চিত্রগুপ্তকেও অর্ঘ্য [illegible] সূর্য্যপুত্র বলিয়া [illegible]।

"ওঁ ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
পাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তু তে॥"

উপরোক্ত প্রমাণানুসারে চিত্রগুপ্ত যমের 'অনুজ' ও 'সহজন্মা', সুতরাং সৌরি'বা সূর্য্যপুত্র হইতেছেন এবং উপনিষদ্ ও পুরাণে যম যখন নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তখন চিত্রগুপ্ত ও তাঁহার বংশীয় বিশুদ্ধ কায়স্থগণ গরুড়পুরাণের উদ্ধৃত বচনানুসারে নিঃসন্দেহে অন্যতম সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতেছেন।

চিত্রগুপ্তদেব দেবক্ষত্রিয় হইয়া কেবল যে ধর্ম্মরাজের সচিবরূপে সকলের শুভাশুভ লিখিয়া রাখিতেন তাহা নহে। সময়ে সময়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবক্ষত্রিয়ের ন্যায় অসুরগণের সহিত যুদ্ধে সমরক্ষেত্রে সশস্ত্রে উপস্থিত হইতেন, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। দেবীপুরাণে লিখিত আছে, বলাসুরের সহিত যুদ্ধকালে যমের ন্যায় মহিষারূঢ় হইয়া চিত্রগুপ্ত কালকেতুর ন্যায় বজ্রদণ্ড হস্তেই রণক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিলেন। (৬)

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত চিত্রগুপ্তও ক্ষত্রিয়রূপে উপস্থিত ছিলেন। এখানেও নৈষধচরিত-প্রণেতা চিত্রগুপ্তকে কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন। (৭)

(৬) "আরূঢ়শ্চিত্রগুপ্তশ্চ কালকেতুসমন্বিতঃ।
কৃতান্তো নিষ্ঠুর ইব বজ্রদণ্ড মহাবলঃ॥" (দেবীপুরাণ ৩৯অঃ)

(৭) "দৃগ্ গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণএতদীয়ঃ।
ঊর্দ্ধস্তু পত্রস্থ মসীদ একো মসের্দ্ধিধচ্চোপরি পত্রমন্যঃ॥"
(নৈষধ-চরিত—১৪ সর্গ)

ভবিষ্যপুরাণে চিত্রগুপ্তের বংশবিস্তার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

'চিত্রগুপ্তের বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, হে নরাধিপ! তাহা শ্রবণ করুন—গৌড়,মাথুর,ভটনাগর, সেনক * অহিষ্টান, শ্রীবাস্তব্য, শকসেন ও অম্বষ্ঠ। ইঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রে কুশল। সেই ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকজ্ঞ মহামতি চিত্রগুপ্ত এই পৃথিবীতে পুত্রগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার উত্তম সাধনাও শিখাইয়াছিলেন। দেবতাগণের পূজা, পিতৃগণের যজ্ঞসাধন, চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও সর্ব্বদা অতিথিগণের সেবা, প্রজাগণের নিকট কর আদায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার, স্বর্গ কামনা করিয়া পুত্রগণ যত্ন সহকারে [illegible]

চিত্রগুপ্তবংশজাত শ্রীবাস্তব, মাথুরাদি বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণ যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে অদ্যাপি স্ব স্ব শ্রেণীর নামে পরিচিত রহিয়াছেন। ঐ সকল শ্রেণীর কায়স্থগণ নানা সময়ে বঙ্গের নানা স্থানে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন। আমাদের চারি শ্রেণী কায়স্থের প্রাচীন কুলগ্রন্থে তাহা বিবৃত রহিয়াছে। আমাদের 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় এসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে ; পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

* অহল্যা কামধেনু ধৃত ভবিষ্যপুরাণীয়বচনে 'সেনক' 'শূরসেন' নামে ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুল-গ্রন্থে 'সেনী' নামে অভিহিত। অহল্যাকামধেনু ধৃত বচনানুসারে 'শূরসেন শাখা' 'সূর্য্যধ্বজ' নামে পরিচিত।

(৮) "চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মাথরাশ্চৈব ভটনাগরসেনকাঃ ॥
অহিষ্ঠানোঃ শ্রীবাস্তব্যা শকসেনাস্তথৈব চ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাখ্যা নরাধিপ ॥
পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকজ্ঞ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥
ভূয়স্তান্ বোধয়ামাস সর্ব্বসাধনমুত্তমম্।
পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজ্ঞসাধনম্।
বর্ণানাং ব্রাহ্মণাঞ্চ সর্ব্বদাতিথিসেবনম্।
প্রজাভ্যঃ করমাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিলোচনম্।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন পুত্রাঃ স্বর্গস্য কাম্যয়া ॥"

(স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি-রচিত বাচস্পত্য অভিধানে "কায়স্থ" শব্দে উদ্ধৃত ভবিষ্য পুরাণ-বচন)

[illegible] বৌদ্ধপ্রাধান্য কালে পালরাজগণের সময়ে এখানকার কায়স্থগণ [illegible] দীক্ষায় ও পদ-গৌরবে সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [illegible]রাজগণের অভ্যুদয়কালে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে তাঁহারা [illegible] স্ব স্ব মর্য্যাদাচ্যুত ও তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত হইলেও [illegible] অতীত কীর্ত্তি ও উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় তিব্বতের মহাকোষ [illegible]' নামক গ্রন্থে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

তিব্বতের 'টেঙ্গুর' গ্রন্থে মহোপাধ্যায়, মহাসিদ্ধাচার্য্য, ধর্ম্মাচার্য্য, মহাচার্য্য, [illegible]মণ্ডলাচার্য্য, কায়স্থোপাধ্যায়, মহাপণ্ডিত, সিদ্ধকায়স্থ ইত্যাদি উপাধি[illegible] যায়। তাহারা শত শত [illegible] ধর্ম্ম-গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। গৌড়বঙ্গের [illegible] শত শত বিহারে তাঁহারাই এক সময়ে ধর্ম্মাচার্য্য রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।* [illegible] মধ্যে অনেকে আজকালকার টোলের অধ্যাপক-বৃন্দের ন্যায় [illegible] থাকায় এবং তাঁহাদের ধর্ম্মশাসন অনুসারে গৌড়বঙ্গের অভিজাত [illegible] পরিচালিত হইতে থাকায় বৈদিক-ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বা [illegible] শত্রু হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেন-বংশের অভ্যুদয়ে বৈদিক ব্রাহ্মণ-[illegible]কালে সেই সকল বৌদ্ধাচার্য্য বা সিদ্ধবংশধর সদ্ধর্ম্মিগণের প্রভাব খর্ব্ব [illegible] জন্য কিরূপ কঠোর অত্যাচার চলিয়াছিল, শূন্যপুরাণের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' [illegible] তাহার অস্পষ্ট স্মৃতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বলিতে কি যাঁহারা এক-[illegible] গৌড়বঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্মনিষ্ঠাপ্রভাবে ব্রাহ্মণের সমকক্ষতা করিতে সমর্থ [illegible]য়াছিলেন,—তাঁহাদের রাজনীতিক ও ধর্ম্মনীতিক শক্তি হ্রাসের সহিত [illegible]-সমাজের নিকট নানাকারণে তাঁহারা উপহসিত ও অপদস্থ হইতে [illegible]লেন। গৌড়বঙ্গ হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মনীতিক প্রভাব যে একদিনে [illegible] হইয়াছিল তাহা নহে—ক্রমে ক্রমে বৈদিক বিপ্রভক্ত রাজপুরুষগণের [illegible]শলে তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকার হ্রাস হইয়াছিল। এখানকার কায়স্থ-সমাজে

* Cordier's Catalogue du fonds Tibetan de la Bibliotheque Nationale, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত হাজার বর্ষের বৌদ্ধগান ও দোহার [illegible]শিষ্টে গ্রন্থকারনামসূচী এবং আমার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, [illegible]কাণ্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

...রূপ বিপর্য্যয় সংগঠিত হইলেও সেনরাজগণের অধিকারের বাহিরে যেখানে বৈদিক বিপ্র-প্রাধান্য পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই—দূর অতীত ক... ...র আজ পর্য্যন্ত তথায় কায়স্থের পূর্ব্বাধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। আমি আসাম বা কামরূপ প্রদেশের কথা বলিতেছি—এখানে খৃষ্টীয় ১০ম হইতে ১১শ [illegible] ...প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎ... খৃষ্টীয় ১৩শ শতক হইতে এখানে কায়স্থ আদিভূঞাগণের শাসন চলিয়াছিল। ১৪শ শতক হইতে ১৬শ শতক পর্য্যন্ত কামরূপের রাজলক্ষ্মী গৌড়াগত কায়স্থ-ভূঞাগণের ও তাঁহাদের বংশধরগণের অঙ্কশায়িনী ছিলেন।* তৎপরে কোচ-রাজ বিশ্বসিংহের অভ্যুদয়ে কায়স্থ-ভূঞাগণের রাজশক্তি বিলুপ্ত হইলে... ...শ শতক হইতেই আসামের ধর্ম্মজগতে ধর্ম্মাচার্য্যরূপে সেই কায়স্থ ভূঞা-বংশধরগণ যেরূপ অসাধারণ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন—তাহা কেবল গৌড়-বঙ্গ-কামরূপের কায়স্থ-সমাজ বলিয়া নহে—সমস্ত হিন্দু সমাজের ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাসে সমুজ্জ্বল থাকিবে। গৌড়াগত কামরূপের কায়স্থ-বংশেই ভগবান্ শঙ্করদেবরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধাধিকার কালে গৌড়-বঙ্গের সকল প্রধান স্থানে যেরূপ সঙ্ঘারাম বা বিহার বিদ্যমান ছিল, মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্য... প্রভাবে আসামের জনাকীর্ণ প্রায় সকল পল্লীতে সেইরূপ শত শত সত্র বিদ্যমান এবং বিগত ১৬শ শতক হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই সকল সত্রে শত শত কায়স্থ সত্রাধিকারী বা ধর্ম্মাচার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত আছেন এবং আব্রাহ্ম-চণ্ডাল লক্ষ লক্ষ হিন্দু সন্তান তাঁহাদের নিকট মন্ত্রগ্রহণে দীক্ষিত হইতেছেন। খৃষ্টীয় ১৩ শতকে ভূঞা শাসনের সময়ও এখানকার কায়স্থ মধ্যে যজ্ঞোপবীত-ধারণপ্রথা লক্ষিত হয়।† আজও কায়স্থ সত্রাধিকারিগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া থাকেন। আজও আসামের প্রায় ২০ লক্ষ হিন্দু মহাপুরুষ শঙ্করদেবকে ভগবানের পূর্ণ অবতার জানিয়া পূজা করিতেছেন। ভগবান্ আর্য্য-হিন্দু...

* মৎপ্রণীত The Social History of Kamrupa নামক গ্রন্থে উক্ত কায়স্থ-রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

† "দশ কর্ম্ম করি যজ্ঞ সূত্র গলে দিলা।
দেবর তনয় দেখি কায়স্থ বুলিলা॥" (আদিচরিত্র ৭৮ পদ)

...সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—বৈশ্য ও শূদ্রবংশে অবতীর্ণ হন নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গীয় কায়স্থগণ পূর্ব্বে যে ক্ষত্রিয় বলিয়াও পরিচিত হইতেন তাহারও [illegible] ...নাথদেবের প্রধান মন্ত্রী ...র দাস (যিনি মৈথিল কায়স্থ-সমাজে সর্ব্বপ্রধান কুলীন ও শ্রীধর ঠাকুর নামে পরিচিত) মিথিলা হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার সমসাময়িক শিলালিপিতে তিনি "ক্ষত্রবঙ্গাব্জভানু" অর্থাৎ বাঙ্গালী ক্ষত্রিয়কুলের সূর্য্য স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন।*

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কেশববসু চৈতন্যচরিতামৃতে কেশব-ছত্রী নামেও পরিচিত হইয়াছেন। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক অসন্দিগ্ধ ও অকাট্য প্রমাণ থাকিলেও পূর্ব্ব ভারতে পশ্চিমাগত রাজসম্মানিত ব্রাহ্মণবংশ এবং পশ্চিম ভারতে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ বংশীয় পেশবাগণ কায়স্থ জাতিকে অবনমিত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম ভারতের ব্যাপার মহারাষ্ট্র-বখরসমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে বংশপরিচয়লেখক কুলাচার্য্যগণ অনেকেই ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ অনুবর্ত্তী থাকায় কেহ কেহ পূর্ব্বপরিচয়-কীর্ত্তনকালে ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণা করিলেও অনেকেই চতুর্থ বর্ণে কায়স্থ জাতিকে ফেলিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া কায়স্থকে আজও শূদ্র বলিতে প্রস্তুত। কিন্তু স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কোথাও কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করেন নাই। এমন কি তাঁহার অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বের কোথাও "কায়স্থ" শব্দের উল্লেখ নাই। তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বে—"সংস্কারমাত্রে কুল-ধর্ম্মানুরোধেন কালোত্তরমঙ্গলবিশেষাচরণঞ্চ সচ্ছদ্রাণাং নামকরণে বসু-ঘোষাদিরূপ পদ্ধতিযুক্তনামত্বঞ্চ বোধ্যং।"

*ওঁ শ্রীমন্নান্যপতির্জেতা গুণরত্নমহার্ণবঃ।
যৎকীর্ত্ত্যোচ্ছলিতং বিশ্বং দ্বিতীয়ো ধীষণো বরঃ॥
মন্ত্রিণা তস্য নান্যস্য ক্ষত্রবঙ্গাব্জভানুনা।
দেবোয়ং কারিতঃ শ্রীমান্ শ্রীধরঃ শ্রীধরেণ চ॥"

উক্ত শিলালিপি আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। ১৩২৮ সালের কায়স্থ-পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীধরঠাকুরের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

এখানে সচ্ছূদ্রগণের কালোত্তর মঙ্গলজ্ঞাপক বিশেষ আচার হেতু সংস্কার কালে তাঁহাদের নামের শেষে কেবল বসু ঘোষাদি পদবী উচ্চারণ করি- হইবে, কিন্তু দাস শব্দ কখনই উচ্চারণ করিতে হইবে না, ইহাই রঘুনন্দনের বিশেষ ব্যবস্থা।

এখানে রঘুনন্দন সচ্ছূদ্রের পক্ষে বসু ঘোষাদি পদ্ধতি নির্দ্দেশ করায় পরবর্ত্তী কালে এ দেশের কায়স্থ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ বসু ঘোষ উপাধিযুক্ত কায়স্থগণকে যে সচ্ছূদ্র মধ্যে গণ্য করিবেন এবং তাহাদের পদ্ধতির শেষে "দাস" শব্দ যোগ করিয়া রঘুনন্দনের উপরও ব্যবস্থা চালাইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। যদিও রঘুনন্দন সচ্ছূদ্রের বিশেষত্ব অনুমানে তাহাদের মধ্যে দাসত্বের ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু সচ্ছূদ্র বলিতে ঠিক কোন্ কোন্ জাতি বুঝাইত তৎপ্রতি রঘুনন্দন হয়ত লক্ষ্য করেন নাই। ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে শূদ্রের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে শূদ্রজাতির উৎপত্তি। এই শূদ্র দ্বিজশুশ্রূষা নিরত ও পাকযজ্ঞপরায়ণ হইলে তাহাকেই সচ্ছূদ্র বলিয়া জানিবে। অন্যথা সে অসচ্ছূদ্র। (১২) আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে পাওয়া যায়—'গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কুবর, তাম্বুলি, স্বর্ণকার ও বণিজ এই সকল জাতি সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত।' (১৩) এই সকল জাতির মধ্যে কেবল গোপের 'ঘোষ' উপাধি থাকিলেও অপর কোন জাতির মধ্যে 'বসু' পদ্ধতি প্রচলিত নাই। বিশেষতঃ কর্ণসুবর্ণ জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত মহারাজ ভাস্করবর্ম্মার নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে শাসন-গৃহীতা বসু, ঘোষ, দত্ত, দাম, ভূতি, পালিত, কুণ্ড, বর, পাল ও সোম উপাধিধারী স্বামিপাদের উল্লেখ

(১২) "শূদ্রাদেব তু শূদ্রায়াং জাতা শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।
দ্বিজশুশ্রূষণপরঃ পাকযজ্ঞপরান্বিতঃ॥
সচ্ছূদ্র তং বিজানীয়াৎ অসচ্ছূদ্র ততোঽন্যথা।"

(১৩) "ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
উরুদেশাচ্চ বৈশ্যাচ্চ পাদতঃ শূদ্রজাতয়ঃ॥
তাসাং সঙ্করজাতেন বভুবুর্বর্ণসঙ্করাঃ।
গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককূবরৌ॥
তাম্বুলিস্বর্ণকারৌ চ তথা বণিজজাতয়ঃ।
ইত্যেবামাদ্যা বিপেন্দ্র সৎশূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু. ব্রহ্ম. ১০ অধ্যায়)

...পূর্ব্বকালে দ্বিজাতির মধ্যে বসুঘোষাদি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ...অসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এরূপস্থলে বসুঘোষাদি পদ্ধতি ...লেই তাহাকে 'সচ্ছূদ্র' বলা চলে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থের মধ্যে পদ্ধতির ...রে 'দাস' শব্দ ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত ছিল না। কেবল স্মার্ত্ত ...ন্দনের দেশেই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে এরূপ অপরূপ 'দাসত্ব' ...লক্ষিত হয়। এমন কি এই সমাজের কায়স্থ মধ্যে দাস না বলিলে ...হাদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইল না, এরূপ কুসংস্কার যেন বদ্ধমূল ...া যায়। এই অশাস্ত্রীয় দাসত্বজ্ঞাপক হীনতাই আজ দক্ষিণরাঢ়ীয় ...াজকে নিতান্ত অপমানিত করিয়া ফেলিয়াছে। হীন শূদ্রও যে দাসত্ব ...ার করিতে ঘৃণা বোধ করে, আজও সংস্কারহীন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ- ...গণ তাহাই 'গৌরবজনক' মনে করিয়া অপর সমাজে ও ভিন্ন জাতির ...কট ঘৃণিত ও নিন্দিত হইতেছেন। তাই আমি স্বশ্রেণীর দক্ষিণরাঢ়ীয় ...স্বজনের নিকট করজোড়ে নিবেদন করিতেছি—তাঁহারা ভ্রমক্রমেও ...দ্বারাদি বা নিমন্ত্রণপত্রে স্ব স্ব হীনতাজ্ঞাপক 'দাস' শব্দ আর যেন ...য়োগ না করেন। কলিকাতার প্রধান বিচারালয় হাইকোর্টে কায়স্থকে ...ত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াও এখানকার কায়স্থগণের উপাধির শেষে 'দাস' ...দ ব্যবহার, গায়ত্রী-ত্যাগ ও উপবীতহীনতার কারণই তাহাদের শূদ্রত্ব ...গণ্য করিয়াছেন। বলিতে কি হাইকোর্টে কিছ দিন হইল অনুপবীত কায়স্থগণ ...বায়ের সমজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।* কেবল তাহাই নহে এই সেদিন ...মকন্যা (ও) কায়স্থের বিবাহ‡ অর্থাৎ হাইকোর্টের বিচারে কায়স্থ তন্তুবায় ...ডোম এক গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়াছে! কায়স্থ-সমাজে ইহা অপেক্ষা আর কি

* ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালিত প্রতিভা ১৩ বর্ষ, ৮৪ হইতে ৮৭ ...ায় মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের ভাস্করব্রহ্মার তাম্রশাসন ...বন্ধ দ্রষ্টব্য।

† Calcutta Weekly Notes, Vol. XXV. No 26, May 1921, page 639 to 554. (Aperl from Original Civil Jurisdiction, No. 66 of 1920—Bishwanath Das Ghosh is Sarasibala Dasi.)

‡ Calcutta Weekly Notes, vol. xxviii. pp. 323f.

দুর্নাম হইতে পারে জানি না। অথচ কায়স্থ-সমাজ জড়পিণ্ডবৎ নির্ব্বাক্
[illegible] লক্ষণই নাই। এখনও কায়স্থ-সমাজ [illegible]
অগাধ সলিলে নিমজ্জিত হয় নাই, এখনও অনেক কায়স্থ মহারথী বৃটীশ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত আছেন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসন বিভাগে প্রভুত্ব করিতেছেন—এখনও কায়স্থসমাজে ধনকুবের অভিজাত-গণের অভাব নাই—তাঁহারা জীবিত থাকিতে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেও কি এই জাতীয় দুর্নামের প্রতিকার হইবে না? আমি জানি এই দুর্নাম শুনিয়া অনেক কায়স্থ-মহিলারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু আমাদের উচ্চ পদস্থ নেতৃবৃন্দের কি প্রাণে আঘাত লাগে নাই? রাজনীতিক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে অতিসামান্য কারণেও অনেকের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, সংবাদপত্রসমূহে তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়া দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। কিন্তু সমাজবক্ষের উপর এরূপ গুরুতর কার্য্য হইয়া গেল, যাহাতে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের মূল ভিত্তি উৎপাটিত হইবার উপক্রম! হায় তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই! এরূপ উদাসীনতার কারণ আমাদের সমাজের কি নিদারুণ ক্ষতি হইতেছে তাহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না! সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ-সমাজের যে উচ্চ শির অবনত হইতেছে! আজ না হউক দুইদিন পরে আমাদের বংশধরগণকে ইহার অবশ্যম্ভাবী নিদারুণ পরিণাম ভোগ করিতে হইবে।—অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে শূদ্রের বেশ্যাপুত্রও শূদ্রের পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্রের সমান জন্মদাতার সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে।† দ্বিজাতির পক্ষে কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারে কায়স্থ শূদ্রে পরিণত হওয়ায় নিতান্ত হীনজাতীয়া এক বেশ্যা নাবালক পুত্রের পক্ষে এক মৃত কায়স্থ জমিদারের বিপুল সম্পত্তির অংশ পাইবার জন্য অল্প দিন হইল পাবনার জজকোর্টে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিল। আমাদের কায়স্থ সমাজের অনেক মহাত্মা সেই মোকদ্দমায় কমিসনে সাক্ষী দিয়াছিলেন এবং আমাকেও সাক্ষী দিতে হইয়াছিল।* মৃতকায়স্থ জমিদার ও তাহার পুত্রের

† Calcutta Law Journal, vol. xxxii. pp. 333f.

* আমি ছয়দিন ধরিয়া যে সাক্ষ্য দিয়াছিলাম, তাহার কিদংশ গত বর্ষের কায়স্থ পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] থাকায় সে মোকদ্দমায় সুবিধা হইবে না বলিয়া কোন রকমে মিটিয়া
[illegible] কিন্তু এই মোকদ্দমার সূত্র হইতেই [illegible]
[illegible] বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ শূদ্রাপবাদ ক্ষালণ করিয়া সকলেই দ্বিজাচারী না [illegible] তাহা হইলে সামান্য কারণে অনেক ভদ্রকায়স্থসন্তানকে পিতৃপুরুষার্জ্জিত [illegible] হইতেও বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা আছে! হাইকোর্টের বর্ত্তমান [illegible] বা নজীর লক্ষ্য করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের এখনও কি মোহনিদ্রা [illegible] না। আমার স্বজাতি আত্মীয় স্বজন! এখনও কি আপনারা [illegible] তেছেন না আমাদের সামাজিক কি দুর্দিন উপস্থিত!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা সূর্য্যবংশীয়,—ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা চিত্রগুপ্তসন্তান! চিত্রগুপ্তবংশীয় বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থ যাঁহারা পশ্চিম অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশে [illegible] করিতেছেন তাহারা সকলেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষের দায়াদ হইতেছেন; [illegible] এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে এক বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিত প্রবাহিত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ চারি শ্রেণীর সামাজিক কায়স্থগণ কেহই এ দেশের আদিম নিবাসী নহেন। গৌড়বঙ্গাগত চারি শ্রেণীর বীজপুরুষগণ যে পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যপ্রদেশ হইতে পূর্ব্বকালে এখানে আগমন করেন, আমার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে, কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ে ও কায়স্থ পত্রিকার [illegible] প্রবন্ধে বিশদভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ [illegible] প্রয়োজন। পশ্চিম ভারত, মধ্যপ্রদেশ এবং যুক্তপ্রদেশবাসী আমাদের সেই [illegible] পুরুষগণের জ্ঞাতিবংশধরগণ হিন্দু-সমাজে ও রাজাধিকরণে কিরূপ পদস্থ [illegible] লেন ও এখনও আছেন—তাহার একবার তুলনা করিয়া দেখুন। [illegible] প্রদেশে যে সময়ে কায়স্থ-সম্মেলন বা কায়স্থান্দোলনের সুত্রপাত হয় [illegible]—সেখানকার ধর্ম্মাধিকরণে তত্রত্য সামাজিক কায়স্থগণ সকলেই [illegible] বর্ণ বা ক্ষত্রবর্ণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এলাহাবাদ জজকোর্টে [illegible] নং মোকদ্দমার ১৮৭৫ সালের ২২ জুন তারিখের রায়, গাজীপুর প্রধান [illegible] আমীনের আদালতে ৬৬নং মোকদ্দমার ১৮৬১ সালের রায়, মীর্জ্জাপুর [illegible] আদালত ১৮৭৭ সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখের রায়, বড়বাঁকী [illegible] এসিষ্টেন্ট কমিশনর বাহাদুর ১৮৬৬ সালের ১৭ জুলাই তারিখের রায়—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এইরূপ বিভিন্ন স্থানের বিচারফল পাঠ করিলে সকলেই [illegible] তে পারিবেন ঐ সকল মোকদ্দমায় তথাকার কায়স্থগণ দ্বিজবর্ণ, সুতরাং

তাঁহাদের রক্ষিতা বা অবৈধজাতপুত্রগণ কেহই জন্মদাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নহে বলিয়াই সাব্যস্ত হইয়াছে। এমন কি ১৮৮৪ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে জষ্টিস্ মেক্‌ডোনেল ও ফিল্ড সাহেব বিচারে স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থা-দর্পণের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন—"There is therefore a preponderence of authority to evince that the Kayasthas whether of Bengal or of any other country were Kshatriyas. But since several centuries passed, the Kayasthas (at least those of Bengal) have been degenerated and degraded to Sudradom not only by using after their proper names the surname 'Das' peculiar to the Sudras and giving up their own which is 'Barma' but principally by omitting to perform the regenerating ceremony *upanayan* hallowed by the Gayatri."* কলিকাতার হাইকোর্টে এইরূপে কায়স্থের শূদ্রত্ব অবধারিত হইলেও এবং পরবর্ত্তীকালেও পর্য্যন্ত ঐ নজীরই গৃহীত হইয়া আসিলেও এলাহাবাদের হাইকোর্টে নিরপেক্ষ† বিচারপতি জষ্টিস্ মামুদের বিচারে কলিকাতা হাইকোর্টের উক্ত মীমাংসা সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই।‡ তাহার কারণ সেখানকার কায়স্থগণ দ্বিজবর্ণ ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত রহিয়াছেন। আমাদের বীজপুরুষগণ যে যে প্রদেশ হইতে আসিয়াছে তথায় তাঁহাদের জ্ঞাতি বংশধরগণ আজও যখন দ্বিজ ও ক্ষত্রবর্ণ বলিয়া রাজাধিকরণে পরিচিত রহিয়াছেন—আমরা কি এখানকার ধর্ম্মাধিকরণে তাঁহাদের সমতুল্য ও সমজাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিব না! যদি 'তাঁতি বা ডোমের সমজাতি' এই নিদারুণ অপবাদ হইতে কায়স্থজাতিকে মুক্ত করিতে চান, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষাচরিত দ্বিজোচিত সংস্কার গ্রহণ করুন। আজ ২৩ বর্ষ কায়স্থ-সভা তাই সংস্কারপ্রচলনের জন্য

* Vide Shama Charan Sarkar's Vyavastha darpan vol. iii, (3rd ed) and Indian Law Reports, Vol, 10, Calcutta, p. 688f.)

† যিনি "One of Her Majesty's Judge and the greatest Indian Jurist" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

‡ Vide Indian Law Reports, Vol. 12, Calcutta, p. 334f.

প্রাণতঃ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। একারণ অনেকে কায়স্থ-সভার ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য মনে করিয়া কায়স্থ-সভায় যোগদান করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সকলে একবার ভাবিয়া দেখিবেন, কায়স্থ-সভা যে মহদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া প্রধান কর্ত্তব্য ভাবিয়া যে কার্য্য এতদিন করিয়া আসিতেছেন—তাহা সর্ব্বাগ্রে সমর্থনযোগ্য কিনা? অনেকে এরূপ ভাবেও অভিযোগ করিয়া থাকেন যে কায়স্থ-সভা শুধু পৈতা লইয়াই ব্যস্ত। কন্যাপণ-প্রথা, চারি সমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ, ও সমাজের নানা অভাব দূর করিবার জন্য যে সকল উপায় আবশ্যক,—কায়স্থ-সভার সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই। কায়স্থ-সভা যে শেষোক্ত বিষয়ে মনোযোগী নহেন ইহা মিথ্যা অভিযোগ। তবে আমাদের স্বার্থপর সমাজ এখনও মোহনিদ্রায় অভিভূত, এখনও কেহ কেহ স্ব স্ব অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাই কন্যাপণহ্রাস ও আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে কায়স্থ-সভা এই দীর্ঘকাল বিশেষ ভাবে আন্দোলন করাইলেও কায়স্থ-সভার আবেদন বা ক্রন্দন অনেকেরই হৃদয় স্পর্শ করিতেছে না। 'যাউক প্রাণ থাকুক মান' এই মহাজনবাক্য যাঁহাদের হৃদয়স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহারাই সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন বা সংস্কারপ্রয়াসী হইয়াছেন! কায়স্থ-সভার এই ২৩ বর্ষের চেষ্টায় প্রায় লক্ষ কায়স্থ উপবীত ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে সমাজের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র সংস্কৃত বা উপবীতী। তদিকে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে প্রায় শতকরা ৮০ জন, বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজে প্রায় শতকরা ৮৫ জন, বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজে শতকরা ২৪ জন এবং দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে শতকরা প্রায় ২৩ জন উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-সমাজ যে বেশী উদাসীন তাহা আর বলিতে হইবে না। উত্তর-রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের লোকসংখ্যা অপেক্ষা দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজের লোক-সংখ্যা প্রায় ৯।১০ গুণ অধিক। সুতরাং বুঝিতে হইবে এই দুই বিশাল সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে বিরাট্ আয়োজন প্রয়োজন। কায়স্থ-সভা সাধ্যাতীত চেষ্টা করিতেছেন! সভার প্রচার-ভাণ্ডারে সেরূপ অর্থ নাই। অথচ আলোচ্য বর্ষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যা-লঙ্কার, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বর্ম্ম মজুমদার

এবং শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা এই ৪ জনে প্রচার-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। প্রচারকগণের অসাধারণ অধ্য-ৰসায় ও চেষ্টায় এবর্ষে বঙ্গের নানা স্থানে শত লোক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন—তন্মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার উপবীতী কায়স্থের নাম পাওয়া গিয়াছে, এবং তাঁহাদের কতক নাম ধাম কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সভার প্রচার উদ্দেশ্যে পাইকপাড়ার স্বর্গীয় রাজা মণীন্দ্র চন্দ্রের পিতামহী রাণী দেবেন্দ্রবালা ৫০০৲ দান করিয়াছেন, এজন্য সভার প্রচারকার্য্য কোনপ্রকারে চলিতে পারিয়াছে। বিদ্যালঙ্কার অগ্নিহোত্রী মহাশয় অবৈতনিক ভাবে প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করায় তাঁহাদের পাথেয় ও বিদায় বাবদ আমাদের চিরহিতৈষী কায়স্থসুহৃদ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ৪০০৲ এবং আমিও কতক ব্যয় বহন করিয়াছি। কিন্তু প্রচার কার্য্য চালাইতে হইলে এত অল্প খরচে ও এত অল্প লোক দ্বারা আশু সফলতা লাভের আশা নাই। এরূপ প্রচার বা মিসন কার্য্যের জন্য ইংরাজ-সমাজ কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশের কায়স্থের মধ্য হইতে অর্দ্ধলক্ষ টাকা কি সংগৃহীত হইতে পারে না? বাস্তবিক আমাদের তেমন চেষ্টা নাই আগ্রহ নাই। প্রধানতঃ আমাদের মধ্যে প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব। কায়স্থজাতিকে—কায়স্থ-সভাকে প্রাণের টানে কয়জন দেখিয়া থাকেন? কায়স্থ-সভার সৃষ্টি হইতে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি—'অবসর মত বাসিও'—পরিচালকগণ এই ভাবের বশবর্ত্তী। নহিলে বহু লক্ষপতি যে সভার নেতৃত্ব বা পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সভার একটী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সভাগৃহ নাই ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়? আলোচ্য-বর্ষে আমি যখন প্রথম সভাপতির আসন গ্রহণ করি, তৎকালে সভাগৃহস্থাপনের পক্ষে প্রথম প্রথম নেতৃবৃন্দের যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমি মনে করিয়াছিলাম যে অচিরেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে সকল দিকেই যেন নিরুৎসাহের ভাব প্রকটিত হইল। এ দীন হীনকে রুগ্ন ভগ্ন হৃদয়ে সেই জড়তা লক্ষ্য করিয়া আরও অবসন্ন হইতে হইয়াছে।

তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, আমাদের বহু সংখ্যক উপযুক্ত কর্ম্মীর প্রয়োজন। উপযুক্ত কর্ম্মী পাইলে শত বাধা বিঘ্ন অনায়াসেই আমরা দূর করিতে পারিব।

[হই]লে আমাদের মধ্যে যাহা এক্ষণে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য মনে হইতেছে, [তাহ]া অতি সুসাধ্য হইবে। তখন আমাদের মধ্যে মুন্সী কালীপ্রসাদের [অভ]াব হইবে না, যিনি নিজ সমাজের কায়স্থগণের জন্য যথা-সর্ব্বস্ব দান করিয়া [স্ম]রণীয় হইয়াছেন; প্রয়োজন হইলে যিনি লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা [করি]তে কাতর হইতেন না।

কায়স্থ-সভাকে উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত করিতে হইলে ইহার মধ্যে নব [ভা]বে তিনটী কার্য্যকরী বিভাগ গঠিত হওয়া আবশ্যক—১ম মন্ত্রণা-বিভাগ, ২য় [সম্প]াদকীয় সঙ্ঘ ও ৩য় প্রচার-সমিতি। উপযুক্ত কর্ম্মীদিগকে লইয়া মন্ত্রণাবিভাগ [গঠিত] হইবে। সমাজের হিতচিন্তায় যিনি সর্ব্বদা নিরত থাকিবেন, সমাজ-[সেব]াই যিনি পরম পুরুষার্থ বা পরমার্থ বলিয়া মনে করিবেন, যিনি নিজ সমাজ [ও জ]াতির জন্য নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া সভার কল্যাণে আত্মনিয়োগ [করি]বেন, এরূপ মন্ত্রী বা পরিচালকের উপর মন্ত্রণাবিভাগের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। [যিনি] কায়স্থজাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য লেখনী-পরিচালনে নিয়ত অগ্রসর, [যাঁহ]ার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাপ্রভাবে সভার ও জাতির মুখোজ্জ্বল হইবে—যিনি [কেবল] রাঢ় বঙ্গ বারেন্দ্র বলিয়া নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থতত্ত্ব [অবগ]ত আছেন—বা বুঝিবার জন্য প্রকৃতই উৎসুক—স্বজাতির হিতের [জন্য] প্রকৃতই যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট, দেশে বিদেশে অকুতোভয়ে যিনি কায়স্থ-[তত্ত্ব] প্রচার করিয়া সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ,—এরূপ সুলেখক ও [বক্ত]া লইয়া সম্পাদকীয়-সঙ্ঘ বা প্রচারসমিতি স্থির করিতে হইবে। [সক]ল একাধারে সর্ব্বগুণাক্রান্ত ব্যক্তি যে সহসা মিলিবে, সে আশা দুরাশা। [তবে] এরূপ ভাবাপন্ন লোক নির্ব্বাচন করিতে হইলে সমগ্র জাতির চেষ্টা ও [সাধ]না চাই। লোকলজ্জা উপরোধ অনুরোধ—সমস্ত ভুলিয়া কিরূপে এরূপ [কর্ম্ম]ীসঙ্ঘ পাইতে পারি—আমাদের প্রত্যেককেই তাহার চেষ্টা করিতে [হই]বে।

প্রথমে বলিয়াছি অর্থাভাবেই আমরা অনেক কার্য্য করিতে পারিতেছি না। [বল]িতে কি অর্থসংগ্রহেরও এ পর্য্যন্ত যথোচিত চেষ্টা হয় নাই। যদি সভা [ত্য]াগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া সকল কায়স্থ-কেন্দ্র [ও] পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া জাতির দৈন্য ও জাতির কর্ত্তব্য বুঝাইতে পারেন [ত]াহা হইলে কখনই অর্থের অভাব থাকিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে

শত অভাবে প্রাচীন কায়স্থ-সমাজ জর্জ্জরিত হইলেও এখনও বাঙ্গলার কায়স্থগণ এককালে সকলে নিস্ব ও সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে নাই। অর্থে সামর্থ্যে প্রভুত্বে ও মস্তিষ্কপরিচালনায় এখনও বাঙ্গলার কায়স্থ নিজ জাতীয় প্রাধান্য হারায় নাই। মুসলমান আমলে এমন কি যে সময় মুসলমান শাসন বাঙ্গালার নিভৃত পল্লিতেও প্রবিষ্ট হইয়াছিল সেই আকবর বাদশাহের আধিপত্য-কালেও বাঙ্গালী কায়স্থই বাঙ্গলার ত্রিচতুর্থাংশের ভূস্বামী ছিলেন। অশ্বারোহী, নিষাদী, পদাতি, নৌযান, গোলাগুলি অস্ত্র শস্ত্র কিছুরই অভাব ছিল না। অবশ্য তাহার তুলনায় আজ কায়স্থের অবস্থা নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু এখনও যাহা আছে তাহা বড় কম নহে। এখনও উত্তরবাটীর কায়স্থ-সমাজে পাইকপাড়ার সিংহরাজবংশ, দিনাজপুরের ঘোষ রাজবংশ, রায়সাহেব বংশ, ভাগলপুরের মহাশয়বংশ প্রভৃতি অনেকে বিরাজমান, এখনও দক্ষিণ রাঢ়ীরসমাজে ধনকুবের ঘোষবংশ, দেববংশ, মিত্রবংশ, দত্তবংশ, দত্তরায়বংশ প্রভৃতি জাজ্জ্বল্যমান, এখনও বঙ্গজ সমাজে বহু সম্পত্তিশালী গুহ, ঘোষ, বসু, মিত্র ও দত্তবংশ রহিয়াছেন, এখনও কাকিনা, তাড়াস, নিমতিতা, পয়দা প্রভৃতি স্থানের বারেন্দ্র সমাজে লক্ষপতির অভাব নাই—চারি সমাজেই নবোদিত অনেক ধনী মানী বিরাজ করিতেছেন—এতদ্ব্যতীত লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত কায়স্থ বিদ্যমান রহিয়াছেন—এতলোক থাকিতে কি উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হইবে না? সমাজ রক্ষার জন্য জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠন করিতে হইবে। সকল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কায়স্থ-স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যায় ও কার্য্যকারিতায় প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু নিজ সমাজরক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণ স্মিত-মুখ দেখিতে পাই না কেন?

উপযুক্ত ভাবে সকল কায়স্থকেন্দ্রে সেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘ গড়িতে পারিলে অল্পায়াসেই আমরা অনেক দুঃসাধ্য সাধন করিতে পারিব। তাই পুনঃ পুনঃ মা জগদম্বার নিকট প্রর্থনা করিতেছি—জগতের যেমন সর্ব্বত্রই সাড়া পড়িয়াছে—অসাড় কায়স্থ-সমাজে আবার উপযুক্ত সাড়া পড়ুক, বালক যুবকের মধ্যে আবার নবজাগরণ আসুক। বাহিরে কেবল দেখিলে চলিবেনা, অন্তরে অন্তরে দেখিতে হইবে—দেশ-মাতৃকার দুঃখ মোচনে অনেক যুবক বদ্ধ পরিকর হইয়াছে—তাঁহাদিগকে স্ব স্ব গৃহের মধ্যেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে

...। 'আগে ঘর তৎপরে পর' ঘরকে সুরক্ষিত করিতে পারিলে বহিঃ-...আক্রমণের কোন আশা থাকিবে না। আত্মরক্ষা বা আত্মীয় স্বজনকে ...আপন করিতে হইবে। প্রথমে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একতা, তৎ-...নিজ শ্রেণীর মধ্যে একতা, পরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আত্মীয়তা ও একতা ...করিতে হইবে। জাতীয় একতার গুণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিকেও ...করিয়া একতাসূত্রে বাঁধিতে পারিব। সার্ব্বজনিক একতাপ্রভাবে ...নিজ সমাজ বা নিজ জাতি বলিয়া নহে—আমরা সমগ্র দেশমাতৃকার ...বিধ মঙ্গল সাধনে তৎপরে হইতে পারিব।

কায়স্থ-সভা উক্ত সাধু উদ্দেশ্য পোষণ করিয়াই আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনে অগ্রসর হইয়াছেন। আজ কাল সর্ব্বত্রই কন্যাদায়ে কায়স্থ-সমাজ বিশেষ ...জর্জ্জরিত! চারিদিকেই হা হুতাশ শুনা যাইতেছে—কিন্তু প্রতীকার ...তেছে কৈ? এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে দুস্থ সমাজকে রক্ষা করিতে ...এই কএকটী ঔষধ প্রয়োজন ১ম—আন্তর্গণিক বিবাহ বা বিবাহক্ষেত্রের ...র বৃদ্ধি, ২য় সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় হ্রাস এবং ৩য় ...ত্যাগ।

আমরা সকলে জানিয়া শুনিয়া নানারূপ অপব্যয় করিয়া শান্তিময় কুটীরে অশান্তি আনয়ন করিতেছি। দিন দিন আমাদের সমাজে যেরূপ অযথা ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে সমাজ স্বতঃপরতঃ দেউলিয়া হইয়া পড়িতেছে। ...বর্ষ পূর্ব্বে এই কলিকাতার উচ্চ কায়স্থ-সমাজে সকল সামাজিক কার্য্যে ...ড়া ও দধি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, অথচ তৎকালে কায়স্থগণের অবস্থা ...নেক স্বচ্ছল ছিল। আজ অনেক কায়স্থের সে সময়ের মত অবস্থা না থাকিলেও চিড়া দধির কথা অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন! কিছুদিন পূর্ব্বেও পল্লীগ্রামে যাহা নানাস্থানে নিয়ত প্রচলিত দেখিয়াছি, কলিকাতার আদর্শে সেই সকল সুদূর পল্লীতেও সে চাল প্রায় সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছে। আজ কাল এরূপ ফলার সকলেই যেন দৈন্যতা-জ্ঞাপক মনে করেন। পূর্ব্বে সকলের ঘরে গোলাভরা ধান বা উপযুক্ত ডাল চাউল এবং পুকুরভরা মাছ থাকিত, কুলাঙ্গনাগণও সকলে ভাল রাঁধিতে জানিতেন, সুতরাং কোন ক্রিয়াকর্ম্মে কাহাকেও কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইত না—অন্নদান করিতে কেহই কাতর ছিলেন না। কিন্তু আজকাল আমরা কি দেখিতেছি, কি করিতেছি, দধি ...পিটকের স্থানে ফুল্‌কা-লুচি, উৎকৃষ্ট তরকারী, সন্দেশ ও রাজভোগ প্রবেশ করিয়াছে। নিজ আয়ত্তাধীন মাছ-ভাতের পরিবর্ত্তে বিদেশী প্রভাব-জ্ঞাপক পোলাও, কালিয়া, কাটলেট, চপ ইত্যাদি চলিতেছে। সুপচ্য মুড়ীর পরিবর্ত্তে দুষ্পাচ্য বিলাতী বিস্কুট চলিয়াছে। বলিতে কি স্বাস্থ্যপ্রদ গৃহজাত পথ্যের পরিবর্ত্তে আমরা জানিয়া শুনিয়া অস্বাস্থ্যকর বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছি এবং নিমন্ত্রণ করিয়া আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইতেছি। পরমুখাপেক্ষী ও পর-

পদদলিত হইয়া আমরা নিজের ঘরের জিনিষ ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল বিবাহ-ব্যাপারে নহে, সকল কাজেই জাঁক-জমকের প্রশ্রয় দিয়া সমাজকে দীনাতিদীন করিয়া ফেলিতেছি। যদি সমাজকে বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে সকল দিক্ দিয়া জাঁক-জমক বা খরচের আড়ম্বর কমাইতে হইবে—নচেৎ আর রক্ষা নাই। এ বিষয়ে কলিকাতাবাসীকেই প্রথম মনোযোগী হইতে হইবে। কলিকাতাবাসী যদি আড়ম্বর কমান, আবার যদি সাবেক চালে চলিতে থাকেন, মফস্বলবাসীও তাঁহাদের অনুগামী হইবেন, দুঃস্থ সমাজের অনেক অভাব কমিয়া যাইবে। তাই আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা—আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ! আবার ঘরে ফিরিয়া আসুন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যেরূপ অসনে-বসনে আত্মপ্রসাদ ও সুহৃদ্ সমাগম চাহিতেন, আবার সেই প্রথা প্রচলিত হউক। বালককাল হইতে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হউক। বালিকা ও মহিলাগণ মধ্যে আবার ঘরে ঘরে চরকা চলুক। রন্ধন, সূচীকার্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে আবার মহিলাগণের খ্যাতি বৃদ্ধি হউক। আমাদের ভাবী আশাস্থল যুবকবৃন্দ কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যে মনোযোগী হউক। দেখিবেন আমাদের অনেক অভাব অচিরে দূর হইবে। তখন আমাদের কন্যাদায় দায় বলিয়া মনে হইবে না। আমাদের সকল দায় সহজে দূর হইবে। সমাজে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আমরা স্বাত্বিক এ ভাবে উন্নীত হইব, শান্তিময় ধর্ম্ম ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বার্থত্যাগী হইতে পারিব।

সভার পক্ষে আর যে সকল কথা বলিবার আছে আমাদের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আমার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ছাড়াইয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আপনাদের মূল্যবান্ অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি! আশা করি এজন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। আজ হৃদয়ের অনেক ব্যথা ব্যক্ত করিবার বাসনা ছিল। কিন্তু সকল কথা বলিবার সময় নাই শক্তিও নাই। আবার যে এরূপ মিলন-মন্দিরে আপনাদের নিকট আসিতে পারিব, সে আশা আর নাই। রোগপীড়িত হতাশ হৃদয়ে আমার বড় সাধের কায়স্থ-সভা আজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি, যতদিন বাঁচিব মা জগদম্বার নিকট সভার চিরমঙ্গল প্রার্থনা করিব।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৩ বর্ষ } শ্রাবণ ও ভাদ্র—১৩৩১ { ৪র্থ, ৫ম সংখ্যা

"কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব"-প্রতিবাদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আবার "কায়স্থ জাতিতত্ত্ব" ১০ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের উক্তি যথা :—

"পক্ষান্তরে এতদ্দেশীয় কায়স্থজাতির অধিকাংশ আচারই যে দ্বিজোচিত তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"

এতদুত্তরে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের কথিত বর্ণবাহ্য কায়স্থজাতির অধিকাংশ বা অল্পাংশ দ্বিজোচিত আচার, কোন শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না। সুতরাং কায়স্থজাতি বর্ণবাহ্য নহে—দ্বিজাতি।

আরও আমার নিবেদন এই যে, কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবিত ("কায়স্থ" ... পৃষ্ঠা) কায়স্থের লেখাবৃত্তির সহিত "কায়স্থের উপপদ রূপে সংযুক্ত করণের বৃত্তি গুলি যোগ" করা অপেক্ষা কায়স্থের অধিকাংশ দ্বিজোচিত আচার গুলির সহিত উপনয়ন সংস্কারটী যোগ করিলে বর্ত্তমান কায়স্থজাতির "ধর্ম্ম বা বৃত্তিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সম্পূর্ণাঙ্গ হয়"। সঙ্কর করণজাতির দ্বিজ শুশ্রূষাদি বৃত্তিগুলি কায়স্থজাতির অগ্রাহ্য।

আবার কাব্যতীর্থ মহাশয়ের উক্তি যথা :—

"পিতাপুত্র সম্বন্ধ ধরিয়া যদি দেবতাদিগের জাতি নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মার পৌত্র ব্রাহ্মণ-কশ্যপের অপত্য আদিত্য ক্ষত্রিয় দেবতা হইবেন কেন? ... ক্ষত্রভাবাপন্ন বা ক্ষত্রিয়দেবতা এইরূপ কোন প্রমাণও কুত্রাপি নাই।"

এতদুত্তরে আমি নিবেদন করি প্রজাপতিদিগের সৃষ্ট সকল প্রজার জাতিত্ব পিতৃজাতিত্ব হইতে নির্ণয় করা চলে না সত্য ; কিন্তু যে সকল দেবতারা প্রজাপতি নহেন তাঁহাদের পুত্রেরা পিতার বা মাতার জাতিত্ব না পাইবেন কেন ?

সূর্য্যের ক্ষত্রিয়ত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের উদ্ধৃত মূলবচন ও তৎসংক্রান্ত শাঙ্করভাষ্যই যথেষ্ট প্রমাণ। মুখের কথায় সূর্য্যের ক্ষত্রিয়ত্ব উড়াইয়া দিলে চলিবে না। সূর্য্যদেব যে কোন না কোন বর্ণের অন্তর্গত দেবতা তাহার কোন সন্দেহই নাই ; কাব্যতীর্থমহাশয়দ্বয় সূর্য্যদেবের অন্য বর্ণত্বের বা বর্ণহীনতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া ক্ষাত্রিয়ত্ব খণ্ডন করিলেই ভাল হয়। নচেৎ মুখের কথায় সূর্য্যদেবকে অক্ষত্রিয় দেবতা বলা চলে না। সূর্য্য-পুত্র যম ক্ষত্রিয় দেবতা, সূর্য্যতনয় মনু ক্ষত্রিয়, ঈশান যাঁহাকে বৃহদারণ্যকে ক্ষত্রিয় দেবতা বলা হইয়াছে তিনি সূর্য্য-মূর্ত্তি, সূর্য্যবংশীয় মনুষ্যগণ ক্ষত্রিয়, অথচ সূর্য্যদেব স্বয়ং অক্ষত্রিয়। তাঁহাদের এইরূপ উক্তি অদ্ভুত ও অত্যন্ত অসঙ্গত।

আবার কাব্যতীর্থমহাশয়দ্বয়ের উক্তি যথা :—

"কিন্তু যাঁহারা আদ্যোপান্ত মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে কোন স্থলেই আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাবের পরিপোষক কোন কথাই আবিষ্কার করিতে পারিবেন না। ("কায়স্থ" ৩২৬ পৃষ্ঠা।"

এতদুত্তরে আমি নিবেদন করি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের অনেক স্থলেই আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাবের অনেক কথা আছে। প্রমাণ এই ;—

"শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
পরব্রহ্মোপাসকানাং কিমন্যৈ সাধবান্তরৈঃ ॥
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ব্রহ্ম ভূতস্য দেবেশি কিমবাপ্যং জগত্রয়ে ॥"

*   *   *   *

"মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বাপ্যুপপাতকৈঃ।
সকৃৎ প্রসাদগ্রহণাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
জাতিভেদ ন কর্ত্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ।
যোহশুদ্ধবুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ ॥
বরং পাপশতং কুর্য্যাদ্বরং বিপ্রবধং প্রিয়ে।
পরব্রহ্মার্পিতে হ্যন্নে ন কুর্য্যাদবহেলনম্ ॥"

*   *   *   *

"কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেঽতিদুস্তরে।
নিস্তারবীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনম্ ॥" তৃতীয়োল্লাস।

*   *   *   *

"শিখাসূত্র পরিত্যাগাদ্দেহী ব্রহ্মোময়ো ভবেৎ ॥" ৮ম উল্লাস।

আবার কাব্যতীর্থমহাশয়দ্বয়ের উক্তি যথা :—

"ফলতঃ মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র আধুনিক বা প্রাচীন যাহাই হউক, যতক্ষণ তাহার প্রত্যেক উক্তি অন্যান্য শাস্ত্রার্থ বা শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা সমর্থিত, পরিপোষিত ও অনুমোদিত হয়, ততক্ষণ তাহাকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করার কোন কারণ দেখা যায় না।"

এতদুত্তরে আমার নিবেদন, শূদ্র ও বর্ণবাহ্য জাতি সকলের নয়টী সংস্কার করিবার বিধি কেবল উক্ত তন্ত্রেই আছে, উহা শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদিতে নাই। সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ হেতু উক্ত বিধি অপ্রামাণ্য ও অগ্রাহ্য। আবার উক্ত তন্ত্রে সামান্য জাতি সকল কলিতে পঞ্চমবর্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ইহাও মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ; সুতরাং ইহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এইরূপ উক্তি অসঙ্গত ও অদ্ভুত।

আবার 'কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব' ৪—৬ পৃষ্ঠায় [চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি] প্রসঙ্গে কাব্যতীর্থমহোদয়দ্বয় স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডের ১৩৯ অধ্যায়ের ২—৩ ও ৩৬—৩৯ শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন,—

"এই বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে চিত্রগুপ্ত বা তাঁহার পিতা মিত্র নামক কায়স্থ প্রকৃত পক্ষে কায়স্থজাতির বীজপুরুষ বা মূলপুরুষ নহেন : কারণ তাঁহাদের পূর্ব্বেও কায়স্থ জাতির অস্তিত্ব ছিল।

এতদ্ব্যতীত চিত্রগুপ্তের আরও চারিপ্রকার উৎপত্তির বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রাদির নাম উল্লেখ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। * *

*   *   *   *

এই নিমিত্ত ঐ সকল অমৌলিক ও সন্দিগ্ধ মত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।"

এতদুত্তরে আমার নিবেদন যে স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডের ১৩৯ অধ্যায়ের শ্লোকগুলি তাহাদের উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজনই দেখি না। কারণ ঐ বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, মিত্র বা তাহার পুত্র চিত্রগুপ্ত কেহই কায়স্থের বীজপুরুষ নহেন।

আবার "চিত্রগুপ্তের আরও চারিপ্রকার উৎপত্তির বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রাদির নাম উল্লেখ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।" কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের এই উক্তি অমূলক। কোন্ কোন্ পুরাণ, কোন্ কোন্ তন্ত্রাদির নাম উল্লেখে কোন্ কোন্ ব্যক্তিসকল কি উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ সময়ে চিত্রগুপ্তের উক্ত চারি প্রকার উৎপত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহারা কোনই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেন নাই; অথচ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ তন্ত্রাদিতে লিপিবদ্ধ চিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তি-বিবরণ সকল তাঁহারা কেবল মুখের কথায় উড়াইয়া দিতে চাহেন। এতবড় একটি ব্যাপার কখন কি মুখের কথায় উড়াইয়া দেওয়া চলে? শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভিন্ন তাঁহাদের মুখের কথা কেহই শুনিবেন না। তাঁহাদের ঐ সকল উক্তির দ্বারা তাঁহারা বিশুদ্ধ কায়স্থজাতির বীজপুরুষ চিত্রগুপ্তদেবের অস্তিত্বই অস্বীকার করিতে প্রয়াস করেন। অথচ ঐ চিত্রগুপ্তদেবের পূজাপদ্ধতি, হোম, যাগ চির প্রচলিত রহিয়াছে।

আবার 'কায়স্থের বৃত্তি বা উপজীবিকা' প্রসঙ্গে কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের উক্তি যথা :--

"কায়স্থ জাতির লেখকৃতা, লিপিবৃত্তি বা মসীজীবীত্ব নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের একমাত্র লিপিবৃত্তি ও রাজ-কার্য্যে সহায়তা করা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি থাকারও পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না।"

('কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব' ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তাঁহাদের এই উক্তি সমর্থনার্থ তাঁহারা যে কত্রকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কায়স্থের জাতীয় লিপিবৃত্তি বা মসীজীবিত্ব সপ্রমাণিত হয় না। মৌলিক জাতির বৃত্তি সৃষ্টিকর্ত্তা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট না হইলে তাহাকে জাতীয় বৃত্তি বলা যায় না। আবার তাঁহাদের উদ্ধৃত স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ডের বচন—"স চিত্রগুপ্ত-নামাভূদ্বিশ্বচারিত্রলেখকঃ।"

এইটি কায়স্থের জাতীয় বৃত্তির বা উপজীবিকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন; অথচ ঐ চিত্রগুপ্ত কায়স্থজাতির বীজপুরুষ নহেন।

আবার স্কন্দপুরাণ রেণুকামাহাত্ম্যের শ্লোকের কয়েকটী বচন "স্কন্দপুরাণে দৃষ্ট হয় না" বলিয়াও ঐ সকল বচন আবার **"কায়স্থের স্বতন্ত্র জাতিধর্ম্ম ও লেখ্যবৃত্তি"** সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া, (কায়স্থ জাতিতত্ত্ব ৮ পৃষ্ঠা) তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন যথা :—"ইহার দ্বারাও কায়স্থের স্বতন্ত্র জাতিধর্ম্ম ও লেখ্যবৃত্তি সমর্থিত হইতেছে।"

কায়স্থের স্বতন্ত্র উৎপত্তি, জাতিধর্ম্ম ও লেখ্যবৃত্তি ভবিষ্যপুরাণে যেরূপ …ভাবে বর্ণিত আছে তাহা অন্য কোন পুরাণ-তন্ত্রাদিতে নাই। আবার ঐ …ভবিষ্যপুরাণোক্তি বচনগুলি স্মৃতি … … পুরাণ তন্ত্রাদি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে …র্থিত হইয়াছে। কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ও স্বীকার করেন যে "কায়স্থের …কৃতা, লিপিবৃত্তি বা মসীজীবিত্ব নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে"। ভবিষ্য-…পুরাণেও ঐ সকল কথাই কথিত আছে এবং ঐ সকল কথা স্মৃতি-পুরাণাদির …বিরুদ্ধ। সুতরাং ভবিষ্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ …কতিপয় তন্ত্রাদির কথিত কায়স্থ প্রসঙ্গের বচন গুলি সম্পূর্ণ মৌলিক।

আবার 'চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি ও কায়স্থের উৎপত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্' প্রসঙ্গে …ব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের উক্তি ("কায়স্থ জাতিতত্ত্ব" ৬ পৃষ্ঠা) যথা :—

"সে যাহাই হউক, উল্লিখিত কায়স্থোৎপত্তি বা চিত্রগুপ্তোৎপত্তি বিবরণের …কোনটীই প্রকৃত বলিয়া ধরা হউক না কেন, তাহার কোনটীর সহিত …র্ব্বর্ণের বা তদন্তর্গত ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তি যে এক, ইহা বলা যায় না।"

এতদুত্তরে আমি নিবেদন করি, ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত কায়স্থের বীজপুরুষ …চিত্রগুপ্তোৎপত্তির বচন গুলির দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের …হিত একত্রে উৎপন্ন না হইলেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণ। কায়স্থজাতির বীজ-…পুরুষ চিত্রগুপ্তদেবের পক্ষে ভগবান্ ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়বর্ণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। …,—"ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।"

কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়, বর্ণেতে এক, জাতিতেও এক। কেবল এই দুই জাতির …বৃত্তি পৃথক্ পৃথক্। কায়স্থের মসীজীবীত্ব আর ক্ষত্রিয়ের অসীজীবীত্ব।

স্কন্দপুরাণ রেণুকামাহাত্ম্যের বচনগুলি, যাহা কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয় "কায়স্থ …জাতিতত্ত্ব" ৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থের স্বতন্ত্র জাতিধর্ম্ম ও লেখ্যবৃত্তি সমর্থন …করিয়াছেন, ঐ সকল বচন ভবিষ্যপুরাণোক্ত চিত্রগুপ্তোৎপত্তির সমর্থন করিতেছে।

আবার পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের বচন যথা :—

"অনেক ব্যবহারস্থা ক্ষত্রিয়া সন্তি তত্র বৈ।
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষর জীবিকঃ॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের অনেক রকম আচার ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে অক্ষরজীবী কায়স্থই উত্তম। ইহার দ্বারাও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ বসু (শাস্ত্রী)

চৌধুরী-প্রসঙ্গ

গত ভাদ্র ও পৌষ এই দুই সংখ্যা "কায়স্থ" নামক মাসিক-পত্রে শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় চৌধুরী (কাব্যতীর্থ) মহাশয় আমার "কায়স্থজাতিতত্ত্ব ও কাব্যতীর্থ-প্রসঙ্গ" নামক প্রতিবাদের "ঘোষ-বসু-সরকার-সমস্যা" নামদিয়া এক প্রতিবাদ করিয়াছেন। গীষ্পতি বাবুর কাছে যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই পাইলাম না। পাইলাম মাত্র, সেই একঘেয়ে কথা, সেই আসলকে কোন রকমে চাপা দেওয়ার সুদুষ্কর চেষ্টা, সেই ফাঁকা আওয়াজ, সেই ধাপ্পাবাজি, আর শাস্ত্র-জ্ঞানের অভাব। দৈত্যরাজ বলি একশতমূর্খ লইয়া স্বর্গবাস করিতে চান নাই, একজন পণ্ডিত লইয়া পাতালে বাস করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইরূপ আমিও আশা করিয়াছিলাম গীষ্পতিবাবু পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার সহিত শাস্ত্র আলোচনায় সুখ হইবে, তিনি কথা বুঝিবেন, তাহার নিকট সত্যের মর্য্যাদা সম্যক্ রক্ষা হইবে। ও হরি! একেবারে উল্টা। আমার আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। সভাস্থলে পেটোয়া লোকের সাহায্যে হট্টগোল করিয়া অযথা বাদ প্রতিবাদ করিয়া বাহাদুর স্বর দেখাইয়া সভাপণ্ড করা যায় কিন্তু লেখা পড়ার মধ্যে ত গা'জুরি চলে না, ইহা গীষ্পতি বাবুর মাথায় প্রবেশ করে নাই ইহাই আশ্চর্য্য। গীষ্পতি বাবু "শতং বদ মা লিখ" এই মূলসূত্র ভুলিয়া গিয়া গোলে পড়িয়াছেন। আমি আর বাজে বকুনিতে সময় নষ্ট করিব না কিংবা অযথা পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিব না, কেবল অতি সংক্ষেপে গীষ্পতিবাবুর প্রতিবাদের উপর দুই চারিটি কথা বলিয়া তাঁহার লেখা যে কতদূর সারাল তাহাই লোক-লোচন-গোচর করিয়া ক্ষান্ত হইব। তিনি হয় তো ইহার পর একগাদা বকিবেন, আর খুব সম্ভব আমি তাঁহার আলোচনার পর্য্যালোচনা করিয়া পাঠকবর্গকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিব না, কেননা আমার পূর্ব্ব-প্রবন্ধ ও ঐ উত্তরের প্রত্যুত্তর হইতেই গীষ্পতিবাবুতে সার কতটুকু তাহা লোকে বুঝিতে পারিবেন।

গীষ্পতিবাবুর মতে—আমার প্রতিবাদ অন্যান্য প্রতিবাদের চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র। গীষ্পতিবাবুর বুদ্ধিতে এই রায় হইয়াছে; কিন্তু অন্য কেহই ঐ রায় গ্রহণ করেন নাই। আমার ইহাতে বক্তব্য নাই। সুধী পাঠকগণ ইহার বিচারক।

গীষ্পতি বাবু বলিতেছেন "প্রতিবাদক সরকার মহাশয়কে গিরিশবাবুর প্রতিবাদ খণ্ডনের সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত উত্তরের প্রতীক্ষা করিবার নিমিত্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুরোধও করা হইয়াছিল।" এই কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য নহে। তাঁহার সহিত

[...] হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—আপনার প্রবন্ধের উত্তর সকলের শেষে দিব। [...], ইহা হইতে আমি বুঝিতে পারি নাই যে গীষ্পতিবাবুর অভিপ্রায় ছিল [...]রিশবাবুর প্রতিবাদ খণ্ডনের পর আমার প্রবন্ধের উত্তর দিবেন। যাহাই হউক [...]ষ্পতিবাবু নিজের কথা ঠিক রাখিতে পারেন নাই, তিনি গিরিশবাবুর সহিত [...] শেষ করিবার পূর্ব্বেই আমার প্রবন্ধের অভূতপূর্ব্ব উত্তর দিয়াছেন। জানি [...] তাহার উত্তর এখানেই খতম হইয়াছে কি আরও বাকি আছে।

আমি লিখিয়াছিলাম যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ বিষয়ে সন্দেহ হইলে নগেন্দ্র[...]বুর সহিত আলাপ করিলেই চুকিয়া যাইত। ইহাতেই আমি অপরাধী হইয়াছি। [...]ষ্পতি বাবু সূত ও মাগধ জাতি দুটিকে চতুর্ব্বর্ণের বাহিরে স্থান দিয়াছেন। [...]গেন্দ্রবাবুও নাকি মনুকথিত সূতজাতি হইতে সূতজাতিকে ভিন্ন বলিয়াছিলেন। [...]বশ্য নগেন্দ্রবাবু চারিবর্ণের বাহির করিবার সাহস রাখেন নাই, যে সাহস কব্যতীর্থ [...]শয় কাব্যের কল্পনায় করিয়াছেন। আমার অপরাধ আমি ঐ সূতকে বর্ণসঙ্কর [...]লিয়াছি। সুতরাং যখন নগেন্দ্রবাবুর সহিত আমার মত সূতজাতি সম্বন্ধে মিলে [...]নাই তখন আমি ও নগেন্দ্রবাবু উভয়েই জাহান্নমে গেলাম। অদ্ভুত যুক্তি। [...]বাদ গীষ্পতিবাবুকে। এখন গীষ্পতিবাবুকে বলি যে তিনি যে সূতজাতি [...]লইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছেন কিন্তু লোমহর্ষণ সূত নিজের জাতির কি পরিচয় [...]য়াছেন তাহার খবর রাখেন কি? একবার বায়ুপুরাণ দেখিতে তাঁহাকে অনুরোধ [...]করি—

"স্বধর্ম্ম এষ সূতস্য সদ্ভিদৃষ্টঃ পুরাতনৈঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্॥ ১। ৩১
বংশানাং ধারণং কার্য্যং শ্রুতানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
ইতিহাস-পুরাণেষু দৃষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ৩২।
ন হি বেদেষ্বধীকারঃ কশ্চিৎ সূতস্য দৃশ্যতে।...
সূত্যায়ামভবৎ সূতঃ প্রথমং বর্ণ-বৈকৃতঃ।" ১৩৪॥ (বায়ুপুরাণ)

সূত বর্ণসঙ্কর; সূতের বেদে অধিকার নাই; পুরাণ ইতিহাস ও দেবতা-ঋষি-[...]দিগের কুলজী রাখাই সূতের ধর্ম্ম। শ্লোকগুলি হইতে ইহাই পাওয়া গেল। [...]ষ্পতিবাবুর কি ইহার পরও কথা আছে, যে সূত জাতি একটি চারিবর্ণের অতিরিক্ত স্বতন্ত্রজাতি?

আমি প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত জাতি হিন্দুসমাজে থাকিতে পারে না। ইহার উত্তর না পাইয়া গীষ্পতিবাবু কিরূপ হাঁপাইয়া পড়িয়াছেন,

তাহা তাঁহার ভ্রমের "কায়স্থ" প্রমাণ দিতেছে। কোন উপায় না পাইয়া গীষ্পতি বাবু এক অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। রাজেন্দ্রবাবু, গিরিশবাবু ও নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি কে কি বলিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সহিত আমার কোন মতের মিল হয় নাই, কেবল তাহাই দেখাইয়াছেন; আর বলিয়াছেন "কিন্তু তারা দাঁড়াই কোথা"। কেমন সুন্দর প্রতিবাদ করা হইল; ইহা প্রতিবাদের নূতনত্ব নয় কি? যাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তাহা চাপা দিতে হইবে, তখন অনন্য উপায় হইয়া তাহা চাপা দিবার নেশায় প্রলাপ বকিয়াছেন।

আমি সূর্য্যকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছি। অমনি পাণ্ডিত্যাভিমানী কাব্যতীর্থ মহাশয়ের টনক নড়িল। তিনি তাঁহার পৌষের "কায়স্থ" তে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়া বলিলেন "সূর্য্য ক্ষত্র ধর্ম্মাপন্ন বা ক্ষত্রিয় দেবতা। এরূপ কোন প্রমাণ কুত্রাপি নাই।" "বিনা প্রমাণেই সূর্য্যকে ক্ষত্রধর্ম্মাপন্ন স্থির করিয়া যম ও চিত্রগুপ্ত উভয়েরই ক্ষত্রধর্ম্ম সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যার্ণব বাবুর ব্যাখ্যার সহিত গণপতিবাবুর ব্যাখ্যার বৈপরীত্য থাকিলেও সিদ্ধান্তটির সেই 'সরকারী' ভাব অক্ষুন্নই রহিয়াছে।" তারপর গীষ্পতিবাবু কোথায় আদিত্যগণকে বৈশ্য বলিয়াছেন, কোথায় আদিত্যকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, এবং কোথায় তিনি পূষাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে শূদ্র দেখিয়াছেন এই সকল বলিয়া আপন খামাইয়া জয় করিয়া বলিলেন "গণপতি বাবুর তাদৃশ সিদ্ধান্তের দশা পরিণতি কিরূপ হইতে— ইহা সুধী ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন।" গীষ্পতি বাবুর ঐ সিদ্ধান্ত ও ব্যাকুলতার দরুণ তাঁহাকে ধন্যবাদের পর ধন্যবাদ। আমারও ঐ রূপ সুধীবর্গই বিচার করিবেন। বস্তুতঃ গীষ্পতি বাবুকে পণ্ডিত বলিয়াই জানিতাম এখন দেখিতেছি তিনি উপাধিতেও যা কাজেও তাই। তাই তাঁহার এই দশা। যিনি সূর্য্য যে ক্ষত্রিয় তাহা জানেন না। যিনি সূর্য্যের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ চান যিনি বড় গলায় বলিতে সাহস পান যে —সূর্য্যের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ কুত্রাপি নাই তাঁহার সহিত শাস্ত্রের আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। এইজন্য ভাবিয়াছিলাম গীষ্পতি বাবুর প্রলাপের জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবল জনসাধারণ পাছে ভ্রমে পড়ে এই ভাবিয়া এইটুকু লিখিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয়ের শাস্ত্র-জ্ঞানের দৌড় লোকচক্ষে উপস্থিত করিলাম। সূর্য্যের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণের অভাব নাই। এ কথা সাধারণ পুরোহিতগণও জানেন, তাহা যে গীষ্পতি বাবু জানেন না ইহা আশ্চর্য্য।

ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্।
শিবাধিদৈবতং ধ্যায়েদ্ বহ্নি প্রত্যধিদৈবতম্॥

ইতি গ্রহযোগ —সংস্কার-তত্ত্ব।

জ্যোতিষশাস্ত্রেও সূর্য্যকে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়জাতির অধিপতি বলা হইয়াছে। ইহাতেই সকলেই তুষ্ট হইবেন, গীষ্পতি বাবু তুষ্ট হইবেন কি?

গীষ্পতিবাবুর জানা উচিত যে বাজারে চৌধুরীবুদ্ধি চিরকালই সরকারি বুদ্ধিকে অনুসরণ করিয়া দাঁড়ায়; এরূপ অবস্থায় তাঁহার চৌধুরী-সিদ্ধান্ত সরকারি-সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যাওয়া কি ভাল হইয়াছে। গীষ্পতিবাবু কাব্যের পণ্ডিত, তাঁহার উহা লইয়া থাকাই ভাল; নিরর্থক অনধিকার চর্চ্চা করিয়া স্বজাতিগণকে বিপথগামী করিবার বৃথা-চেষ্টা করিয়া নিজে পাপে লিপ্ত হইতেছেন আর স্বজাতিগণের অকল্যাণের কারণ হইতেছেন, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

[জ্যৈষ্ঠ] শ্রীগণপতি সরকার

কায়স্থ-সমাচার

প্রচার

কুঞ্জনগর কায়স্থ-সভা।

ফরিদপুর জেলার রামনগর হইতে শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন,—

বিগত ২০শে বৈশাখ অপরাহ্ণ ৩।।০ ঘটিকার সময় কুঞ্জনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে রামনগরের সুপ্রসিদ্ধ রায় কেশব বসু বংশীয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে কায়স্থ-সভার একটী অধিবেশন হইয়াছে। উক্ত সভায় স্থানীয় এবং রামনগর, গজগাঁ প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের বহু কায়স্থ যোগদান করিয়াছিলেন। "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" বর্ণ-ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং কায়স্থমাত্রেরই উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সমবেত কায়স্থদিগকে উৎসাহীত করেন। উপস্থিত সকলে অতি সত্বরই উপনয়ন গ্রহণ করিয়া স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম এবং আচার প্রতিপালন জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। সন্ধ্যা ৬৷০ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

মূলগ্রাম কায়স্থ-সভা

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় মূলগ্রাম, (যশোহর) হইতে জানাইতেছেন:—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় ওসমানপুর-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার মহাশয় সহ কুষ্টিয়া, শৈলকূপা, বিজয়নগর ও কাচেরকোল প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া তত্রগ্রামে আগমন করায় মূলগ্রাম, মদনগর, বসিগ্রামের কায়স্থমহাশয়গণ বিগত ২৯শে বৈশাখ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় বিদ্যালয় গৃহে বসন্তবাবুর সভাপতিত্বে একটী সভা আহ্বান করেন। বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, বালক, প্রায় শতাধিক কায়স্থ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রচারক মহাশয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপর এই সভা স্থির করেন যে কালশুদ্ধি পাইলে অতি সত্বর উপবীত গ্রহণ করা হইবে। রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

গোপালপুর কায়স্থ-সভা।

ফরিদপুরের গোপালপুর হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দেববর্ম্মা জানাইয়াছেন যে,—ফরিদপুর জিলায় ভুবনেশ্বরনদীর তীরবর্ত্তী গোপালপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে গত ২৩শে বৈশাখ মঙ্গলবার কৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের নেতৃত্বে কায়স্থ-সভার এক মহতী অধিবেশন হয়। সভাস্থলে ঈশ্বরদী, কৃষ্ণপুর, রামনগর, গোপালপুর, তুলারডাঙ্গী, কাক্দী, পশরা, হাসাড়া প্রভৃতি গ্রামের বহু কায়স্থমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা প্রত্যেক কায়স্থসন্তানের উপনয়ন গ্রহণের কর্ত্তব্যতা ও অশৌচাদি সম্বন্ধে সকলের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিলে—সমবেত অনুপনীত কায়স্থগণ অচিরকাল মধ্যে উপবীত গ্রহণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করেন।

সদরপুর কায়স্থ-সভা।

বিগত ২৪শে বৈশাখ তারিখে ফরিদপুরের চারিরশী গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রমোহন গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী বিরাট্ কায়স্থ-সভা হইয়া "সদরপুর-আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি" নামে একটী স্থায়ী কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাইশরশী, আটরশী, চারিরশী, শ্যামপুর ও সতররশী গ্রামের সমুদয় কায়স্থগণই এই সভায় সভ্য হইয়াছেন, এবং ঐ সমস্ত গ্রামের কোন কায়স্থই অনুপবীত থাকিতে পারিবেন না এবং সকলকেই ১২ দিনে অশৌচান্ত করিয়া ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে এইরূপ মন্তব্য স্থির করা হইয়াছে। ভাঙ্গার উকীল শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা এই সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অমরচাঁদ সীকদার বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র মোহন ভৌমিক বর্ম্মা এই সভার সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন গুহ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত দীননাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভদ্র, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সোম বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হলধর দাস এই সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সভা কায়স্থজাতির উন্নতি কল্পে সমস্ত কার্য্য করিবেন, এবং আগামী সন হইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখা সভা রূপে পরিগৃহীত হইবার আশা করেন।

মধুরদিয়া কায়স্থ-সভা

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মধুরদিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে পাবনা জেলার দেওনাই গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ সরকার দেব বর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে কায়স্থ-সভার এক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে মধুরদিয়া, নবগ্রাম, পাচুরিয়া, ছোটভাকলা, বেলেকান্দী প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য বিশদভাবে বিবৃত করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা সমবেত সকলকে সংস্কার কার্য্যে উদ্বোধিত করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে আগামী ২৯শে জ্যৈষ্ঠ উপনয়ন গ্রহণের দিন ধার্য্য হয়।

এনাইতপুর কায়স্থ-সভা

শ্রীযুক্ত নীরোদচরণ সরকার বর্ম্মা মহাশয় এনাইতপুর (নদীয়া) হইতে জানাইয়াছেন :—

বিগত ২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র রায় (ভভারসিয়ার) মহাশয়ের বাটীতে শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নীলমাধব রায় বি, এ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাস বর্ম্মা বি, এ, প্রমুখ ৪৮ জন কায়স্থ এবং ১২ জন ব্রাহ্মণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় দুই ঘণ্টা ব্যাপী কায়স্থতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহার ফলে সভা স্থির করেন যে—আগামী শারদীয় পূজার সময় প্রচারক মহাশয় পুনরায় এখানে আসিলে তাঁহার বক্তব্য বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাহাতে সকলেই উপবীত গ্রহণ করেন তদবিষয়ে যত্নবান হওয়া যাইবে।

নাগরপুর কায়স্থ-সভা

টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত ধুরন্ধর বসুবর্ম্মা এম, বি এল, জ্যোতির্ম্মার্ণব মহাশয় জানাইতেছেন :—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রসিদ্ধ প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার গত ২৮শে বৈশাখ তদঞ্চলের কায়স্থগণের আহ্বানে টাঙ্গাইলের অন্তর্গত নাগর-

পুরে উপস্থিত হন। তথায় জমিদার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এ মহাশয়ের যত্নে নাগরপুর "যদুনাথ-হাইস্কুলে" ক্রমে দুইটী সভা হয়। প্রথম সভায় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় "বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম" সম্বন্ধে ৩ ঘণ্টা কাল অতি হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় সভায় তিনি "ধর্ম্ম, সমাজ ও তাহার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে সার্দ্ধ তিনঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। আর্য্যবংশোদ্ভব সকল জাতির উপনয়নাদি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের আবশ্যকতা, নারীজাতির জ্ঞানোন্নতি এবং সামাজিক ও পারমার্থিক বিষয়ে তাঁহাদের অধিকতর অধিকারদান, অশৌচতত্ত্ব প্রভৃতি এই সভায় আলোচিত হইয়াছিল। প্রথম দিনের সভার পরে উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার বক্তৃতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনের সভায় বক্তা সকলকে তাঁহার বক্তব্যের প্রতিবাদ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই। ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন—বক্তা যে সকল বৈদিক ও নানাবিধ শাস্ত্রের বচন ধরিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অনধীত, সুতরাং আপাততঃ তাঁহারা প্রতিবাদ করিতে অক্ষম!

ইহার কিয়দ্দিন পরে বেক্রা শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র রায় মহাশয়দের ভবনে কাপাই নিবাসী ঢাকা ট্রেনীং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমনীমোহন ভট্টাচার্য্য পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের সহিত কায়স্থজাতির ক্ষাত্রিয়বর্ণত্ব ও উপনয়ার্হত্ব সম্বন্ধে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বিচার হয়। তিনি পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের সকল তর্ক সন্তোষজনকরূপে খণ্ডন করেন। তৎপরে কালীশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চতীর্থ মহাশয় বলেন :—

"তোমাদের আন্দোলনের ভিত্তি অপটু নহে বুঝিলাম, কিন্তু আমি আপাততঃ তোমাদের উপনয়ন করাইতে পারি না, তাহাতে আমার আর্থিক ক্ষতি হইবে, এবং ঢাকার পণ্ডিত সমাজের অপ্রীতিভাজন হইতে হইবে।"

মজ্জুৎকোল কায়স্থ-সভা।

ফরিদপুরের চন্দনারায়ণপুর হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চন্দ্র বর্ম্মা মহাশয় জানাই-তেছেন যে,—

বিগত ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ রবিবার ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ সবডিভিসনের অধীন মজ্জুৎকোল গ্রামে শ্রীযুক্ত দেবনাথ কর মহাশয়ের ভবনে পাবনা জেলার শ্যামসুন্দর-পুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী মহতী

কায়স্থ সভা হইয়াছিল। সভাস্থলে স্থানীয় এবং নাগমারা গ্রামস্থ শতাধিক কায়স্থ এবং মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব এবং উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও দ্বিজোচিত অশৌচাদি প্রতিপালনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতাদ্বারা সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া সংস্কার গ্রহণ জন্য উপস্থিত অনুপনীত কায়স্থগণকে উত্তেজিত করেন। অতঃপর চর নারায়ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় মাখনবাবুর বক্তব্য বিষয় সমর্থন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে বর্ত্তমান মাস মধ্যেই উপনয়ণ গ্রহণ করিতে সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

ঘাটাবাড়ী-বাঐখোলা কায়স্থ-সভা

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় সিরাজগঞ্জ সবডিভিসনের অধীন ঘাটাবাড়ী গ্রামে ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের আলয়ে শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার বি-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কায়স্থ-সভার একটী অধিবেশন হইয়াছে। সভাস্থলে বাঐখোলা, ঘাটাবাড়ী, পাইকুরতলা, দাদপুর, উথুলী, উল্লাপাড়া প্রভৃতি গ্রামের বহু কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা কায়স্থদিগের বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ ভঞ্জন করেন। স্থানীয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, ডাঃ শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ দত্ত, দাদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ, এম-এ ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়গণ প্রচারক মহাশয়ের বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপনয়ন গ্রহণ করা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া আগামী ২৯শে জ্যৈষ্ঠ উপনয়ন গ্রহণের দিন ধার্য্য হয় এবং রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

খুলনার ইসফ্পুর সমাজে কায়স্থ-ধর্ম্মপ্রচার।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা (প্রচার-পরিষদ্, কলিকাতা) মহাশয় জানাইয়াছেন,—

নন্দনপুরে নবোপনীত কায়স্থ শ্রীমান জগদীশচন্দ্র মিত্র বর্ম্মার উদ্যোগে ও বেং গাতির শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে ইসফ্পুর পরগণার (ষ্টীমার-ষ্টেশন সন্ন্যাসীরহাট) বারাকপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ সেন বাবুদের চণ্ডী মণ্ডপে ২রা আষাঢ় কায়স্থ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয় কায়স্থ-জাতির অধিকার সম্বন্ধে এ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাবসিদ্ধ বক্তৃতায় এ অঞ্চলের কায়স্থ-সমাজ নবজীবন লাভ করিয়াছে। বহু কায়স্থ-মহিলা এ সভায় জাতীয় কথা শ্রবণ মানসে যোগদান করিয়াছিলেন।

খুকনী কায়স্থ-সভা।

ধরজামতৈল হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—

বিগত ৩রা আষাঢ় মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় পাবনা জেলান্তর্গত খুকনী সমাজস্থ ৺চন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীযুক্ত পরেশনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কায়স্থ-সভার একটী অধিবেশন হয়। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, (খুকনী) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার গুহ নিয়োগী (ধরজামতৈল) শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, (রূপনাই) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভৌমিক দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভৌমিক দেববর্ম্মা প্রভৃতি বহু কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় নানা পুরাণ, ইতিহাস, শীলালিপি, তাম্রশাসন ইত্যাদি হইতে প্রমাণ প্রয়োগ সহযোগে সুললিত বক্তৃতা দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া উপনয়ন গ্রহণ জন্য উপস্থিত সভাবৃন্দকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন। আগামী ৺শারদীয়া পূজার পর এথানকার উপনয়ন গ্রহণ অবধারিত হয়।

জামালপুর কায়স্থ-সভা।

জামাল পুর হইতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীমোহন ঘোষ উকিল মহশয় জানাইয়াছেন,—

গত কল্য ১২ই আষাঢ় বুধবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় জামালপুর 'করনেশন ক্লাবে' উকিল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দেব মৌলিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী কায়স্থ সভা হইয়াছিল। স্থানীয় উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি প্রায় ৬০।৭০ জন শিক্ষিত কায়স্থ সভায় যোগ দান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব ও সভার উদ্দেশ্যবিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রচারক মহাশয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া

বলেন যে এখানে একটী স্থায়ী সভা গঠন করা হউক। প্রতিমাসে সেই সভার একটী করিয়া অধিবেশন করা হইবে। সেই সভা হইতে সকলের মত সংগ্রহ করিয়া যাহাতে শীঘ্র উপনয়ন গ্রহণ করা যায় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা হইবে। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পুঠিয়া কায়স্থ-সভা।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয় জানাইতেছেন ঃ—

বিগত ১২ই আষাঢ় অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় পুঠিয়া গ্রামে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী মহাশয়ের আলয়ে কায়স্থ সভার এক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে পোরজনা, পুঠীয়া, হরিনাথপুর, বাছরা, নন্দলালপুর, হেমন্তবাড়ী, সোণাতলা প্রভৃতি গ্রামের বহু কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাহাজাদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মামহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতাদ্বারা সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে জাতীয় সংস্কার কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করেন। ভট্রকাক নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এবং পুঠিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চন্দ, বি-এ, শ্রীযুক্ত দীগেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ বেণীমাধব চাকী মহাশয়গণ যথাক্রমে বক্তৃতা করতঃ প্রচারক মহাশয়ের বক্তব্য বিষয়ের অনুমোদন এবং সমর্থন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপনয়ন গ্রহণ স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া আগামী ১৫ই আষাঢ় উপনয়নের দিন ধার্য্য হয়। অতঃপর রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ঈশ্বরগঞ্জ কায়স্থ-সভা।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকিশোর ঘোষ উকিল মহাশয় জানাইয়াছেন—

বিগত ১৯শে আষাঢ় ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) ৺কালী বাড়ীর প্রাঙ্গনে স্থানীয় জনপ্রিয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমারনন্দ এম-এ, বি-এল মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটী কায়স্থসভা হইয়াছিল। ঐ সভায় স্থানীয় হাকিম, উকিল, তালুকদার প্রভৃতি প্রায় একশত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া সকলকে উৎসাহিত করেন। এখানে এই কায়স্থ আন্দোলন প্রথম হইতেছে, সে কারণ অদ্যকার সভায় সভ্যগণ কোন মত স্থির করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ কায়স্থ সভার সভ্য হইয়া আন্দোলনের চেষ্টা করিবেন স্থির হয়।

কিশোরগঞ্জ কায়স্থ-সভা।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ২২শে আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় স্থানীয় থিয়েটার হলে কিশোরগঞ্জ-বাসী কায়স্থগণের এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে স্থানীয় উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, তালুকদার, মাষ্টার এবং মার্চ্চেণ্ট ও হাকিমগণ মধ্যে—মুনসেফ্ শ্রীযুক্ত বাবু সুবোধচন্দ্র সরকার ও ডিপুটী শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র এবং সব-ডিপুটী শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল রায় প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ৫।৬ জন ব্রাহ্মণ এবং দ্বিশতাধিক কায়স্থ, সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত নবগোপাল রায় বর্ম্মা সব-ডিপুটী সভাপতি ছিলেন। কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দুই ঘণ্টা কাল কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় সভা ২।৩ দিন আন্দোলনের পর স্থির করিয়াছেন যে আগামী পূজার পর আবার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে আনাইয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া প্রচার করনান্তর উপবীতী হওয়ার ব্যবস্থা করা যাইবে।

উপনয়ন

সংবাদ আসিয়াছে ঃ—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচার ফলে পাবনা জেলার যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী (বেড়া এবং শাহাজাদপুর থানার অধীনস্থ) ভারেঙ্গা ও জামিরতা অঞ্চলে বহু কায়স্থ স্ববর্ণোচিত ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত ২৩শে মাঘ বুধবার জামিরতা-সমাজে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আলয়ে কায়স্থোপনয়নের এক বিরাট্ কেন্দ্র হইয়াছিল। উক্ত কেন্দ্রে প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে (অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে দ্বাদশবর্ষীয় বালক) সর্ব্বসমেত ৭১ জন কায়স্থের যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রে চক্ভবানীপুর (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় আচার্য্য ও স্থানীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ব্রাহ্মণমহাশয়গণ পৌরোহিত্যাদি-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, এবং প্রচারক মহাশয়কে যথারীতি ক্ষত্রিয়বরণ করা হইয়াছিল। কেন্দ্রস্থলে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের নাম উল্লেখ করা গেল ঃ—শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু

ভাদুড়ী জমিদার, বীরেন্দ্রনাথ মুকুটমণি, ভবেশচন্দ্র লাহিড়ী, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ... সান্যাল, রমেশচন্দ্র সান্যাল, ডাক্তার মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, মণীন্দ্রনাথ মৈত্র, হৃষীকেশ ... বি এল (পোরজানা), ডাক্তার মোহিনীমোহন বিশ্বাস (ঘোড়জান), ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ সরকার ..., ডাক্তার গুরুচরণ সরকার বর্ম্মা। উপনীত ব্যক্তিগণের নাম, ধাম :—

১। শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ নন্দী, ২। শরৎচন্দ্র নন্দী, ৩। গোপালচন্দ্র নন্দী, ৪। মণীন্দ্রনাথ নন্দী, ৫। জিতেন্দ্রনাথ নন্দী, ৬। তারানাথ নন্দী, ৭। দীগেন্দ্রনাথ নন্দী ৮। নিবারণচন্দ্র সরকার, ৯। সুরেশচন্দ্র গুহ, ১০। হেমচন্দ্র ভদ্র, ১১। বিনোদবিহারী ভদ্র, ১২। যামিনীমোহন ভদ্র, ১৩। দীনেশচন্দ্র ভদ্র, ১৪। রামসুন্দর দেব, ১৫। জগৎচন্দ্র সরকার, ১৬। হৃদয়নাথ সরকার, ১৭। হৃষীকেশ সরকার, ১৮। কৈলাসচন্দ্র দাস, ১৯ রামেন্দ্রনাথ দেব, ২০। যতীন্দ্রমোহন দাস—সর্ব্বসাকিন ভাটপাড়া। ২১। নরেন্দ্রনাথ নন্দী, ২২। হরিপদ নন্দী, ২৩। হরেন্দ্রকিশোর কর, ২৪। পূর্ণচন্দ্র দাস সাং জামিরতা। ২৫। দেবেন্দ্রনাথ নন্দী, ২৬। সুরেশচন্দ্র নন্দী, ২৭। সুধীরচন্দ্র নন্দী, ২৮। রসিকলাল নন্দী, ২৯। শশীভূষণ নন্দী, ৩০। নিবারণচন্দ্র নন্দী, ৩১। শচীন্দ্রনাথ নন্দী, ৩২। মাখনলাল নন্দী, ৩৩। ভগবানচন্দ্র দেব, ৩৪। গোপীবল্লভ দেব, ৩৫। সূর্য্যকুমার চাকী, ৩৬। ফণীন্দ্রনাথ চাকী, ৩৭। শ্রীনাথ সরকার, ৩৮। রমণীমোহন অধিকারী, ৩৯। শচীন্দ্রমোহন অধিকারী, ৪০। সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, ৪১। অপূর্ব্বকুমার বিশ্বাস, ৪২। শশীভূষণ সেন, ৪৩। মণীন্দ্রচন্দ্র সেন, ৪৪। বসন্তকুমার দেব, ৪৫। বেণীমাধব বৰ্দ্ধন, ৪৬। ভবানীচরণ সরকার, ৪৭। প্রিয়নাথ সরকার, ৪৮। নন্দলাল সরকার—সর্ব্বসাকিন গুধিবাড়ী। ৪৯। নবকুমার দাস, ৫০। বসন্তকুমার দাস, ৫১। ললিতকুমার দাস, ৫২। প্রফুল্লকুমার দাস, ৫৩। বিভূতিকুমার দাস, ৫৪। জুরানচন্দ্র দাস, ৫৫। প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত, ৫৬। বেণীমাধব সরকার, ৫৭। হারাণচন্দ্র সেন—সর্ব্বসাকিন জগতলা। ৫৮। কৃষ্ণচন্দ্র দাস, ৫৯। যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস, ৬০। জ্যোতিশ্চন্দ্র দাস, সাং কাশীপুর। ৬১। মদনমোহন ঘোষ, ৬২। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৬৩। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৬৪। বসন্তকুমার দাস, ৬৫। নন্দলাল পাল, ৬৬। সুধাংশুমোহন পাল, ৬৭। লোকনাথ সরকার, ৬৮। রমেশচন্দ্র সরকার, ৬৯। যোগেন্দ্রনাথ সরকার, ৭০। বসন্তকুমার সরকার—সর্ব্বসাকিন গালা। ৭১। শ্রীনীলাম্বর ঘোষ, সাং বিনটীয়া।

বিগত ৬ই ফাল্গুন রাক্‌শা (নূতন বাকৃশোয়া) গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ ...শয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র করিয়া রতনগঞ্জ (পাবনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয় ...র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ও ভারেঙ্গা ... রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের পৌরোহিত্যে নিম্নলিখিত পঞ্চদশ ...ন কায়স্থের যথাশাস্ত্র-ব্রাত্য-প্রা... সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে।

উপবীতিগণের নাম, ধাম :—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ (বয়স ...), ...দ্র ঘোষ (৮২), ৩। অনুকূলচন্দ্র সরকার, ৪। প্রিয়নাথ সরকার—...কিন নূতন-বাকৃশোয়া। ৫। কৈলাসচন্দ্র দত্ত (৬৪), ৬। শিবেন্দ্রনাথ দত্ত, ... হরেন্দ্রনাথ কর, ৮। শশীভূষণ সেন, ৯। ধরণীধর সরকার, ১০। বটকৃষ্ণ ...—সর্ব্বসাকিন রাক্‌শা। ১১। তারিণীচরণ দেব (৬২), সাং বক্তারপুর, ...। বিধুভূষণ বসু (৭১), ১৩। লোকনাথ সরকার, ১৪। হেরম্বকুমার সরকার, ...। অজিতকুমার ঘোষ—সর্ব্বসাকিন বাগমারা।

এই কেন্দ্র সুসম্পন্ন করনার্থে রাক্‌শা নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা এবং ...রেঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রচারক মাখনবাবু এতদঞ্চলে যে প্রকার কঠিন পরিশ্রমের সহিত প্রচার করিতেছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। তাঁহার প্রচারের দ্বারা এদিকের কায়স্থ-সমাজে অভূতপূর্ব্ব চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। তৎফলে কায়স্থ-সংস্কার ক্রমেই বিস্তারলাভ করিতেছে। দুঃখের বিষয় স্থানীয় পুরোহিতগণ ঈর্ষান্বিত ও প্রবল জিদের বশবর্ত্তী হইয়া উপবীতী কায়স্থগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করায় এদিকের কায়স্থগণ পুরোহিত অভাবে কিছুদিন বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে ছিলেন। পরে অক্লান্তকর্ম্মী অতুলবাবু ও রমেশবাবুর বিশেষ চেষ্টায় রতনগঞ্জ হইতে দশকর্ম্মান্বিত সুদক্ষ কতিপয় ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক রাক্‌শার সুপ্রসিদ্ধ দত্ত মহাশয়গণ এবং শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ বর্ম্মা, বাগমারার জমিদার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রায় বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরনাথ সরকার বর্ম্মা, সাফল্লা নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বক্তারপুরের শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ দেববর্ম্মা প্রভৃতি স্বজাতির উন্নতিকামী স্থানীয় কায়স্থমহোদয়গণ উক্ত ব্রাহ্মণগণকে ভূমি, বৃত্তি প্রদান করতঃ সংস্থাপিত করিয়া এদিকের ক্ষত্রিয়াচারী কায়স্থদিগের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের অসুবিধা দূর করিয়াছেন, তজ্জন্য ইহারা স্বজাতির নিকট ...রি ধন্যবাদার্হ।

রাক্‌শার কেন্দ্র।

১৫ই ফাল্গুন, বুধবার।

(শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাটী।)

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

তন্ত্রধারক— „ মাখনলাল ধর বর্ম্মা, প্রচারক।

হোতা— „ বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

উপনীতগণের নাম, ধাম :—১। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সরকার (বয়স ৭৭), ২। হেমচন্দ্র সরকার (৭২), ৩। জানকীনাথ সরকার, ৪। সুরেন্দ্রনাথ সরকার, ৫। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, ৬। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সরকার কবিরত্ন, ৭। শিবেন্দ্রনাথ সরকার, ৮। যোগেন্দ্রনারায়ণ দত্ত (৫২), ৯। বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১০। সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১১। সুরেন্দ্রকান্ত ঘোষ—সর্ব্বসাকিন রাক্‌শা। ১২। [illegible] ইনি পাবনার গভর্ণমেণ্ট-উকীল রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের এষ্টেটের কর্ম্মচারী) ...

—*—

আর্য্য-দত্তপাড়া (ফরিদপুর) সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন :—

বিগত ২৭ শে চৈত্র বুধবার ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামে শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা (বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রচারক) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ মুকুন্দলাল ধর বর্ম্মার (দ্বাদশ বর্ষ বয়সে) যথাশাস্ত্র চূড়াকরণান্তে শুভ উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। প্রচারক মহাশয়ের কুলগুরু বালিচড়া নিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গোস্বামী ভাগবতরত্ন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সদস্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে, পুরোহিত আর্য্য-দত্তপাড়া নিবাসী বাৎস্যগোত্রীয় এড়েদহের ছন্দনমণি ঘোষালবংশীয় শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং বালিচড়া নিবাসী বৈদিক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন চক্রবর্ত্তী (ইনি বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব উকিল সুপ্রসিদ্ধ রায় রজনীকান্ত মজুমদার বাহাদুরের গুরুপুত্র) মহাশয়ের হোতৃত্বে এই উপনয়ন যজ্ঞ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভাঙ্গা "আর্য্য-কায়স্থ-সভা ও প্রচার-সমিতির" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয়কে ক্ষত্রিয় বরণ প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই উপনয়ন উৎসবে আর্য্য-দত্তপাড়া ও শিরুয়াইল গ্রাম নিবাসী স্বজাতি হিতকামী বহু কায়স্থ এবং গ্রামস্থ ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ বিশেষ উৎসাহে

[...]যোগদান করিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রায় দ্বিশতাধিক [...]কে নিরামিষ ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। এতদোপলক্ষে কায়স্থ [...]গণের উৎসাহ এবং কর্ত্তব্যানুরাগ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

আমরা আশা করি কায়স্থমহোদয়গণ এইপ্রকার যথাকালে পুত্রাদির চূড়োপ-[...] সুসম্পন্ন করিবেন। বৃথা ইতস্ততঃ করিয়া উপনয়নের মোক্ষ কাল [...]ক্রম করা শাস্ত্রমতে যুক্তিসঙ্গত নহে।

—০—

টেংরা—ইদিলপুর (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী [...]শয় জানাইয়াছেন :—বিগত ৩রা বৈশাখ ফরিদপুর জেলার মূলগাঁ গ্রামে [...]যোধ্যা-মন্দিরের সেবাইত শ্রীমৎ ধ্যানদাস পূজারীমহারাজ টেংরা নিবাসী শ্রীযুক্ত [...]নোশচন্দ্র ঘোষ রায় চৌধুরী এবং মূলগাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু গুহ এবং [...]যুক্ত হীরেন্দ্রকুমার গুহ মহাশয়গণকে যথারীতি উপনয়ন দিয়াছেন।

—০—

সংবাদ [illegible]

বিগত ১৮ই বৈশাখ মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত ঘিউর কেন্দ্রে [illegible] [...]র যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে,—

ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত (বয়স ৬৭), মহেন্দ্রনারায়ণ বসু, প্রফুল্লকুমার দত্ত, [...] দত্ত, স্বপ্রকাশ দত্ত, ভূপেন্দ্রমোহন দত্ত, মাখনলাল আইচ, মাধবচন্দ্র আইচ, [...]কানাথ নন্দী, যোগেশচন্দ্র নন্দী—সর্ব্ব সাকিন ঘিউর।

—০—

ঢাকা "পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভা" হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত বর্ম্মা [...]শয় জানাইয়াছেন :—পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার উদ্যোগে বিগত ২১শে বৈশাখ [...]যুক্ত জয়চন্দ্র নাগ বর্ম্মা মহাশয়ের উর্দ্দূবাজারস্থ বাসায় শ্রীযুক্ত ছত্রধারী পাঁড়ে [...]শয়ের আচার্য্যত্বে কায়েৎপাড়া (ঢাকা) নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার [...] মহাশয় যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

—০—

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন :—

বেলফুলিয়া সমাজ

শ্রীফলতলা উপনয়ন কেন্দ্র, তাং ২১শে বৈশাখ (১৩৩১)

বসু রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের সিকির বাটীর প্রাঙ্গন

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল (আজগড়া)

সদস্য— „ নেপালচন্দ্র ঘোষাল (আজগড়া)

হোতা— „ শশধর ব্যাকরণতীর্থ (মহেশ্বরপাশা)

তন্ত্রধারক যজ্ঞরক্ষক } প্রচারক অগ্নিহোত্রী (কলিকাতা)

উপনীতগণ :—

১। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (Law Student) ২। সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী (শিক্ষক) ৩। নন্দলাল রায় চৌধুরী ৪। রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ৫। নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ৬। সমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ৭। রামেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ৮। বীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (ক) ৯। জগদীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ১০। বীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (খ) (ছাত্র প্রচারক) ১১। হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (ছাত্র প্রচারক) ১২। সুবোধচন্দ্র রায় চৌধুরী (স্বেচ্ছাসেবক) ১৩। রামচন্দ্র রায় চৌধুরী (স্বেচ্ছাসেবক) ১৪। খগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ১৫। জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ (প্রচারক) ১৬। ললিতমোহন ঘোষ ১৭। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮। ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র (স্বেচ্ছাসেবক) ১৯। শশিভূষণ মিত্র (ছাত্র প্রচারক) ২০। নিশিভূষণ মিত্র (স্বেচ্ছাসেবক) ২১। অমূল্যচরণ মিত্র ২২। পতিতপাবন মিত্র।

—০—

সংবাদ আসিয়াছে,—বিগত ২৪শে বৈশাখ পাবনা জিলার অন্তর্গত বড়ঙ্গি নিবাসী শ্রীযুক্ত মদনমোহন শিকদার মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যের কার্য্যে বৃতী ছিলেন।

—০—

সংবাদ আসিয়াছে :—বিগত ২৪শে বৈশাখ ঢাকা-মানিকগঞ্জ সবডিভিসনের ঘিউর গ্রামে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বসু বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে নিম্নলিখিত ৪৩ জন কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

উপনীতিগণের নাম ধাম :—

ঘিউর—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বসু, যদুনাথ পাল, বিনোদবিহারী সরকার, হীরালাল দত্ত, হেমচন্দ্র পৈত, দীনেশচন্দ্র ঘোষ, রেবতীকুমার সরকার, দীনেশচন্দ্র নন্দী, সত্যেন্দ্রকান্ত দত্ত, অক্ষয়কুমার নন্দী, যতীন্দ্রনাথ পাল, রোহিণীকুমার পৈত, প্রিয়নাথ সরকার, সতীশচন্দ্র সরকার, শশিকুমার দাস, উপেন্দ্রনাথ দাস, বিপিনবিহারী দাস, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, পার্ব্বতীকুমার দত্ত, বীরেন্দ্রকুমার দত্ত, বঙ্কবিহারী

সরকার, যাদবচন্দ্র সরকার, অশ্বিনীকুমার সরকার, সুরেন্দ্রকুমার সরকার, (খ) অশ্বিনীকুমার সরকার, মাখনলাল কর, মনোমোহন পৈত। **কুকুরতারা**—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সরকার, (বয়স ৬০), বনবিহারী সরকার, ভুবনবিহারী সরকার, গোষ্ঠবিহারী সরকার, মধুসূদন সরকার, কুঞ্জবিহারী সরকার, নন্দলাল সরকার, রাসবিহারী সরকার, বিনোদবিহারী সরকার, দেবেন্দ্রনাথ সরকার, কৈলাসচন্দ্র দাস, গোপালচন্দ্র দাস, তারিণীকান্ত খাসনবিশ। **খেরুপাড়া**—শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত; **বানাইল**—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার সরকার; **বিসরা**—শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত সোম।

—০—

সংবাদ আসিয়াছে :—বিগত ২৬শে বৈশাখ পাবনা জেলান্তর্গত চান্দাইকোনা নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস মহাশয় তাঁহার দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্রসহ যথাবিহিত ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রটীর চূড়োপনয়নান্তে যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করান হইয়াছে। কায়স্থজাতির শুভানুধ্যায়ী দুপচাঁচিয়া (বগুড়া) নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ অধিকারীমহাশয় আচার্য্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

—০—

ইদিলপুরের উপনয়ন সংবাদ।

প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন,—

ইদিলপুর [illegible] ২৭শে বৈশাখ ধীপুর গ্রামে স্বর্গীয় শশিভূষণ বসু ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র করিয়া শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায় বর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত কায়স্থগণের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে,—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ, শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য, কালীকমল বিদ্যারত্ন, এবং বঙ্গজসমাজের কুলাচার্য্য শ্রীযুক্ত গদাধর বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ মহাশয়গণ আচার্য্য, তন্ত্রধারক, হোতা, সদস্য ইত্যাদি কার্য্যে বৃতী হইয়াছিলেন। যজ্ঞ স্থলে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বর্ম্ম রায় চৌধুরী, মোহিনীমোহন বর্ম্ম রায় চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র বর্ম্ম রায় চৌধুরী, সন্তোষকুমার বর্ম্ম রায় চৌধুরী, তারাপদ বর্ম্ম রায় চৌধুরী, সতীশচন্দ্র বর্ম্ম রায় চৌধুরী এবং শ্রীচন্দ্রমোহন ঘোষ বর্ম্মা প্রভৃতি বহু গণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

উপবীতীগণের নাম ঃ—

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু (গভর্ণমেণ্টপেন্‌সেনার), ইন্দুভূষণ বসু (সব-এঃ-সার্জ্জন), বিধুভূষণ বসু (সব-ওভারসিয়ার), জিতেন্দ্রনাথ বসু, অবনীভূষণ বসু (সব-এঃ-সার্জ্জন), অমিয়ভূষণ বসু, লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরী।

বহরমপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন গুহ বর্ম্ম সরকার মহাশয় জানাইয়াছেন ঃ—

বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ নিম্নলিখিত বঙ্গজ কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত-বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পাবনাজিলার অন্তর্গত চান্দাইকোনা গ্রামে শ্রীযুক্ত রাজকুমার সরকার মহাশয়, তাঁহার পুত্র এবং গ্রামস্থ আরও অনেক কায়স্থ ভদ্রলোক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ক্ষত্রিয়াচার অনুসারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। অনুষ্ঠানের সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভা হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন,—

পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার উদ্যোগে বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ রায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী মহাশয়ের আর্ম্মাণীটোলার বাসায় কোটালীপাড়াস্থ রতাল নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং বিক্রমপুরস্থ টেল বাসাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় নিম্নলিখিত [illegible] ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন:—

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেব নিয়োগী (অবসর প্রাপ্ত সব-জজ) সিঙ্গাইর, যতীন্দ্রমোহন দেব নিয়োগী (ঐ), শৈলেন্দ্রমোহন দেব নিয়োগী (ঐ), শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার বসু বি-এল, (কুচইপট্টি, ফরিদপুর) নৃপেন্দ্রকুমার বসু (ঐ), শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত আইচ (প্রধান উকিল) সুতিপাড়া, ঢাকা; হরেন্দ্রনারায়ন বর্দ্ধন (সেরেস্তাদার সবজজকোর্ট) ঢাকা, শ্রীপতিরঞ্জন দেবরায় (শুভাঢ্যা, পারজোয়ার), শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র পাল সাং নগরদোয়ালিয়া, কাত্তিকপুর (ফরিদপুর)।

ঘটমাঝি (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস বর্ম্মা মহাশয় [illegible]য়াছেন, —বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর জেলান্তর্গত মাদারীপুর সব-ডিভিসনের [illegible] ঘটমাঝি গ্রামে একটী কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র হইয়া ইদিলপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible]রঞ্জন সরস্বতী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং মাদারীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ [illegible] মহাশয়ের হোতৃত্বে ও ঘটমাঝি-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের [illegible]ধারকতায় নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহাশয়গণ যথা-শাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে [illegible]য়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রস্থলে গ্রামস্থ অধিকাংশ কায়স্থ-[illegible] উপস্থিত থাকিয়া উপনীত ব্যক্তিদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

[illegible]বীতীগণের নাম ধাম ঃ—**ঘটমাঝি**—মিত্র—শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র (বয়স ৭৩), [illegible]শ্বর (৬৫), পুলিনবিহারী, পূর্ণচন্দ্র, দাস—নিশিকান্ত, অমরচন্দ্র, আশুতোষ, [illegible]গোপীকান্ত, বিপিনবিহারী, শরচ্চন্দ্র, বি-এল, কালীকুমার, শশিভূষণ, বিনয়ভূষণ, [illegible]পদ, প্রকাশচন্দ্র, প্রভাতচন্দ্র, নগেন্দ্রচন্দ্র, দত্ত—সীতানাথ, রাধাবল্লভ, [illegible]দেব—অন্নদাচরণ, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, বসু—হীরালাল, ভীমচন্দ্র, [illegible]শিমপুর—শ্রীযুক্ত হীরা-লাল দাস **বাকাই**—(বরিশাল) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু বি-এ, (Teacher.)

নন্দনপুর (খুলনা) উপনয়ন কেন্দ্র (১লা জ্যৈষ্ঠ)

দত্তবাড়ী প্রাঙ্গন

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (শ্রীফলতলা)

" শশধর ব্যাকরণতীর্থ (মহেশ্বরপাশা)

হোতা, তন্ত্রধারক, যজ্ঞরক্ষক অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা)

১। বসু—হীরালাল, ২। রাখালদাস, ৩। দেবেন্দ্রনাথ, ৪। উপেন্দ্রনাথ, [illegible]। সতীশচন্দ্র, ৬। বিমলেন্দু, ৭। নির্ম্মলেন্দু, ৮। কালীদাস, (অসহযোগী প্রচারক) ৯। শৈলেন্দ্রনাথ, (পণ্ডিত) ১০। ললিতমোহন, ১১। অমরেশচন্দ্র, [illegible] ১৪। নগেন্দ্রনাথ, ১৫। ঘোষ—কালীদাস, [illegible]। পরেশনাথ, ১৭। নন্দী—ভগবতীচরণ, ১৮। সতীশচন্দ্র, [illegible] [illegible]। দেব—যতীন্দ্রনাথ, ২০। ধীরেন্দ্রনাথ, ২১। সুরেন্দ্রনাথ, ২২। প্রমদাচরণ, [illegible]। ললিতমোহন, ২৪। দ্বিজবর, ২৫। জগন্নাথ, ২৬। যাদবচন্দ্র, ২৭। মহেন্দ্রনাথ, [illegible]। কানাইলাল, ২৯। নগেন্দ্রনাথ, ৩০। দত্ত—শরচ্চন্দ্র, ৩১। সতীশচন্দ্র, [illegible]। মণীন্দ্রনাথ, (ব্যবসায়ী) ৩৩। ধীরেন্দ্রনাথ, ৩৪। সুধীরঞ্জন, ৩৫। [illegible]—কানাইচাঁদ, (শিক্ষক) ৩৬। কৃষ্ণধন, ৩৭। উপেন্দ্রনাথ, ৩৮। শরচ্চন্দ্র,

৩৯। মতিলাল, ৪০। ইন্দুভূষণ, ৪১। নন্দা—ভোলানাথ, (কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবক) ৪২। বংশধর, ৪৩। মতিলাল সোম, ৪৪। মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৪৫। সেন—প্রমদাচরণ, ৪৬। রামচন্দ্র, ৪৭। দীনবন্ধু (স্বেচ্ছা প্রচারক), ৪৮। আইচ—ফণীভূষণ, ৪৯। মনীন্দ্রনাথ।

শ্রীফলতলায় একটী কায়স্থ-যুবক-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। উপনীত যুবক-বৃন্দ সকলেই এই সঙ্ঘের সেবক ও প্রচারক।

—— ০ ——

নাগরপাড়া (ময়মনসিংহ) হইতে ছাত্র প্রচারক শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা জানাইয়াছেন,—বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ ময়মনসিংহ জেলার বহুরিয়া গ্রামে কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উপনীতগণের নাম ধাম :—

বসু—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র, সুশীলচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, অমূল্যকুমার, অন্নদাপ্রসাদ, সুধীরকান্ত, গুহ—শ্রীযুক্ত হরিমোহন, মাখনচন্দ্র, বিরাজমোহন, দিগেন্দ্রমোহন, যোগেন্দ্রমোহন, হোম—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, খগেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ, বিজয়গোবিন্দ, রাধাগোবিন্দ, সতীশচন্দ্র, হরেন্দ্রচন্দ্র, অমূল্যকুমার, পূর্ণচন্দ্র, পরেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, শচীকান্ত, সরকার—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ধীরেন্দ্রলাল, রাহা—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র, অখিলচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, তারকচন্দ্র, রাধারমণ, সুরেশচন্দ্র, ঘোষ—শ্রীযুক্ত বনমালী, সারদামোহন, কালীমোহন, যতীন্দ্রমোহন, সুধাংশুমোহন, শচীন্দ্রমোহন, মণীন্দ্রমোহন, হরচন্দ্র, সুধীরচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, উমেশচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্র, মনোরঞ্জন, সুধেন্দুলাল; দাস—শ্রীযুক্ত ব্রজগোবিন্দ, ভদ্র - শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র।

—— ০ ——

প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ বীরভূম জেলার বাতিকার গ্রামে কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সুমেরু চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের হোতৃত্বে [illegible] নিম্নলিখিত [illegible] কায়স্থ যথা-শাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন,—

সিংহ—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, অমরিশচন্দ্র, ভক্তিভূষণ, মজুমদার—দেবেন্দ্ররঞ্জন, কুমারিশচন্দ্র, ঘোষ—প্রভাকর, গোপালচন্দ্র, রমণীমোহন, শ্রীপতিরঞ্জন কালীকিঙ্কর, রসরাজ, সত্যেন্দ্রনাথ, কালীকিঙ্কর দাস, সর্ব্বসাকিন বাতিকার।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন,—সদরপুর আর্য্য কায়স্থ-সমিতির চেষ্টায় বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চারিরসী-নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মন্দী-নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্য এবং স্থানীয় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধারকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

—— ০ ——

খাগড়া (মুর্শিদাবাদ) হইতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন গুহবর্ম্মা সরকার মহাশয় জানাইয়াছেন,—বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ বহরমপুরের শ্রীযুক্ত শ্রীবনবিহারী সেনবর্ম্মা জমীদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মনোরঞ্জন সেনের যথারীতি উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। এই উপনয়ন-যজ্ঞে সেনবাবুদিগের কুল-পুরোহিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য এবং পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেন বর্ম্মা জমীদার মহাশয় তন্ত্রধারক ও যজ্ঞরক্ষা কার্য্যে বৃতী ছিলেন।

—— ০ ——

টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত ধুরন্ধর বসু বর্ম্মা এম-এ, বি-এল মহাশয় জানাইয়াছেন,—

সাতুটীয়া (ময়মনসিংহ) শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র

২৩শে জ্যৈষ্ঠ

আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, তন্ত্রধার গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, উপবীতীগণের নাম :—শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ ঘোষ, (৭০), গিরীন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ, বসন্তকুমার দত্ত, মাধবচন্দ্র ভৌমিক।

—— ০ ——

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন :—বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার দশহরার পুণ্য-বাসরে কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলিয়াঘাটার জমীদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের ৬৯নং বেলেঘাটা মেনরোড-স্থিত ভবনে একটী কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপন করতঃ শ্রীবৃন্দাবন, হরিদ্বার, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থধামের প্রাথিত-নামা [illegible] মহারাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভটাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত কুশধ্বজ-স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সাহায্যে নিম্নলিখিত ত্রয়োবিংশতিজন কায়স্থকে যথা-শাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তসম্পন্ন করাইয়া উপনয়ন ও সাবিত্রী প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত স্বরেন্ বাবু এবং তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয়ত্রয়ের উদ্যোগে এবং অর্থানুকূল্যে ও তত্ত্বাবধানে এই উপনয়ন কার্য্য অতিসুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। উপবীতীগণের নাম ধাম,—

১। শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ সরকার, ২। বিধুভূষণ সরকার, ৩। গণপতি সরকার-বিদ্যারত্ন, সাং ৬৯নং বেলেঘাটা মেন্ রোড্, ৪। শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু, সাং ১০৫নং বেলেঘাটা মেন্ রোড্, ৫। সতীশচন্দ্র ঘোষ, ৬। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, ৭। অনিলকৃষ্ণ সেন, সাং ১২। এ নং বেলেঘাটা মেন্‌রোড্ ৮। যদুনাথ সরকার, ৯। বসন্তকুমার-মিত্র, ১০। হরেন্দ্রকুমার ঘোষ দস্তিদার (বঙ্গজ) ১১। যতীন্দ্রনাথ বসু, ১২। সত্যচরণ বসু, হাং সাং ৬৯ নং বেলেঘাটা মেন্‌রোড্, ১৩। সতীশচন্দ্র-সরকার, ১৭। সুশীলকুমার সরকার, সাং ১ নং বেলেঘাটা মেন্‌রোড্, ১৫। কমলেশচন্দ্র সিংহ সাং ১০৫ নং বেলেঘাটা মেন্‌রোড্, ১৬। হরিশচন্দ্র ঘোষ, সাং ৭০।১।১ নং বেলেঘাটা মেন্‌রোড্, ১৭। ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৮। বীরেন্দ্র-নাথ মজুমদার সাং ৭০।১।১নং বেলেঘাটা মেন্‌রোড্, ১৯। জয়গোপাল সরকার সাং ৩৭।এ।১নং চাউলপটী রোড্, ২০। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রক্ষিত বি-এ সাং ৩৭।২নং চাউলপটী রোড্, ২১। কান্তিভূষণ বিশ্বাস সাং ৭০।৯নং বেলেঘাটা মেন্ রোড্ ২২। শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মল্লিক চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ (উকিল, জজ-কোর্ট, আলিপুর) সাং ১০২।এ, বেলেঘাটা মেন্ রোড্ ২৩। আশুতোষ বসু, সাং ৭০।৩ নং বেলেঘাটা মেন্‌রোড্।

— ০ —

বসিরহাট (২৪ পরগণা) মিউনীসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এল মহাশয় তত্রত্য কায়স্থ পরিষদ হইতে জানাইতেছেন:— পরিষদের উদ্যোগে বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথারীতি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু (উকিল) সাং চৌবাড়ীয়া, খুলনা, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ সরকার (গর্ভর্ণমেণ্ট-প্লিডার) সাং সাড়াপুল, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দত্ত চৌধুরী (কোর্ট সব-ইন্‌পেক্টর) হাং সাং সাহস-খুলনা, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু, সাং [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ সাং বাকলা-খুলনা, শ্রীযুক্ত লাবণ্য-কুমার বসু সাং দণ্ডীরহাট, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সাং ইদিলপুর (ফরিদপুর)।

ঘটমাঝি (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র-বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর জেলার অধীন ঘটমাঝি গ্রামে একটী কায়স্থো-পনয়নকেন্দ্র হয়। উক্ত কেন্দ্রে নিম্নলিখিত দশজন কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। এই উপনয়ন যজ্ঞে মাদারীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক এবং স্থানীয় শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল ও নিকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ আচার্য্যাদি কার্য্যে বৃতী ছিলেন। উপবীতীগণের নাম :—

রায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর, পূর্ণচন্দ্র, লোকনাথ, লালমোহন, হরেন্দ্রমোহন, নরেন্দ্রমোহন, মধুসূদন, দাস—রজনীকান্ত, নিশিকান্ত, ঘোষ অমৃতলাল।

০

পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ মাণিকগঞ্জ সব-ডিভিসনের অন্তর্গত ঘিউর গ্রামে শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ দত্ত বর্ম্মামহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপনয়নগ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত যদুনাথ দত্ত বর্ম্মা, শচীন্দ্রমোহন সরকার, নিকুঞ্জবিহারী দাস, [illegible]ন্দ্রনাথ দত্ত, চণ্ডীচরণ দাস, কুঞ্জবিহারী আইচ, পূর্ণচন্দ্র নন্দী, দুর্গাচরণ আইচ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত সর্ব্ব-সাং ঘিউর, শ্রীযুক্ত নবকুমার দেবমণ্ডল, সাকিন মানিকনগর।

টাঙ্গাইল হইতে সংবাদ আসিয়াছে,—**কাচপাই (ময়মনসিংহ)** শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র ২৯শে জ্যৈষ্ঠ—আচার্য্য শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তন্ত্রধার— শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

উপবীতীগণের নাম :—ঘোষ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, গোপালচন্দ্র, হেমচন্দ্র, শান্তিলাল, সেন—অভয়াচরণ জাহ্নবীকুমার, হেরম্বকুমার, ভৌমিক—গঙ্গাপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ, মহেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র মিত্র।

০ —

সংবাদ আসিয়াছে,—বিগত ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ ময়মনসিংহ জেলার বহুরিয়া গ্রামের কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদগণ যথারীতি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

ঘোষ—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্রলাল, ললিতমোহন, বারীন্দ্রমোহন, বসু—চণ্ডীপ্রসাদ, যতীন্দ্রপ্রসাদ, বীরেন্দ্রপ্রসাদ, হোম—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ, প্রতাপচন্দ্র, গুহ—শ্রীযুক্ত গুরুনারায়ণ, ফণীন্দ্রনারায়ণ অনীন্দ্রকুমার, প্রতাপচন্দ্র, পরেশনাথ, ক্ষীরোদমোহন; দাস—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, [illegible] অবিনাশচন্দ্র, রাহা শ্রীযুক্ত পুলীনচন্দ্র বি-এ।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় বিগত ৩১ শে জৈষ্ঠ পাবনা জেলার অধীন ঘাটাবাড়ী-বাঐখোলা গ্রামে ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপন করত প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত ৯৯ জন কায়স্থের যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। প্রাণপুরের (ফরিদপুর) শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় আচার্য্য ও প্রচারক মহাশয় ক্ষত্রিয়াসনে বৃত ছিলেন এবং উথুলি (পাবনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার তালুকদার, জামিরতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ পৌরোহিত্যাদি কার্য্যে বৃতা ছিলেন। এই কেন্দ্রের কার্য্য সুসম্পন্ন কেরনার্থে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দেববর্ম্মা কাব্যতীর্থ, মোহিনীমোহন ভৌমিকবর্ম্মা, কেশবচন্দ্র ভৌমিকবর্ম্মা, কেদারনাথ ভৌমিক বর্ম্মা এবং বাঐখোলা নিবাসী ডাক্তার হৃদয়নাথ দত্ত বর্ম্মা, অনাথবন্ধু দত্ত বর্ম্মা ও দাদপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার গুহ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা, এম-এ, প্রমুখ মহাশয়গণ নানাপ্রকারে সহায়তা ও যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য ইহাঁরা ধন্যবাদার্হ। উপবীতীগণের নামধাম :—

ঘাটাবাড়ী—১। ভৌমিক শ্রীযুক্ত ডাঃ যোগেশচন্দ্র (বয়স ৬৫); ২। অভ[illegible] চরণ ৫০ ; ৩। দীনেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ ৩৫ ; ৪। পরেশচন্দ্র ১১ ; বাঐখেলা—৫। কেশবচন্দ্র ৩৬ ; ৬। নিকুঞ্জবিহারী ১৩ ; ৭। সুধীরকৃষ্ণ ১০ ; ৮। রাধারমণ ৪৫ ; ৯। মোহিনীমোহন ৪২ ; ১০। কেদারনাথ ৩১ ; ১১। ক্ষিতীশচন্দ্র ২৫ ; ১২। প্রফুল্লকুমার ১৮ ; ১৩। ভবতারন ১০ ; ১৪। যোগেন্দ্রনাথ তরফদার ৪৫ ; ১৫। অনাথবন্ধু ভৌমিক ২৫ ; ১৬। যোগেন্দ্রনাথ নেউগী ২৬ ; গুহ—১৭। সুরেশচন্দ্র ৩৮ ; ১৮। ক্ষিতীশচন্দ্র ১৩ ; ১৯। পূর্ণচন্দ্র ৪৯ ; ২০। অবিনাশচন্দ্র ৩৮ ; ভট্টকাগ—২১। গৌরগোপাল সরকার ১০ ; ঘাটাবাড়ী—২২। বিনয়কৃষ্ণ দেব ২১ ; ২৩। স্বদেশচন্দ্র ১৫ ; ২৪। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাম ৩৮ ; ২৫। বিজয়কৃষ্ণ বসু [illegible] সেবনগর—২৬। প্রিয়নাথ সরকার ২০ ; উথুলি—২৭। যতীন্দ্রনাথ ভদ্র ২[illegible] ২৮। জুড়ানচন্দ্র ৪৫ ; ২৯। জগদীশচন্দ্র ১৫ ; বাঐখোলা—দত্ত হৃদয়[illegible] [illegible] ৩১। [illegible] নগেন্দ্রনাথ ১০ ; ৩৪। দুর্গানাথ পাল ৪৫ ; ৩৫। রামলাল চন্দ্র [illegible]

[illegible] মাখনলাল ১৫ ; ৩৭। উমেশচন্দ্র সরকার ৪৫ ; ৩৮। কালিকুমার [illegible] ৩৯ ; ৩৯। বসন্তকুমার ৩৫ ; ৪০। দীনেশচন্দ্র ২৮ ; ৪১। কেশব[illegible] [illegible] ৪২ ; নারায়ণ চন্দ্র ১২ ; ৪৩। চন্দ্রনাথ সরকার ৮০ ; ৪৪। কালী-[illegible] ২২ ; ৪৫। মহেশচন্দ্র ৫০ ; ৪৬। প্রসন্নকুমার দাস ৫৫ ; ৪৭। [illegible]কুমার ১২ ; ৪৮। মধুসূদন ৫০ ; ৪৯। সতীশচন্দ্র ২২ ; ৫০। [illegible]শচন্দ্র ১৭ ; ৫১। রামলাল ৪৬ ; ৫২। সুরেন্দ্রনাথ ১৮ ; ৫৩। [illegible]নাথ ১৪ ; ৫৪। কৃষ্ণলাল ৪৬ ; ৫৫। যতীন্দ্রনাথ দাস ১২ ; ৫৬। [illegible]নাথ সরকার ৩৬ ; ৫৭। সরকার কালিচরণ ২৮ ; ৫৮। বাউল-[illegible] ৬০ ; ৫৯। কেদার নাথ দাস ৫৫ ; ৬০। সুর হরকুমার ৫৬ ; ৬১। [illegible]কুমার ৫৪ ; ৬২। শরচ্চন্দ্র ৫৩ ; ৬৩। হেমন্তকুমার ৪২ ; ৬৪। হেরম্ব[illegible] ৩৫ ; ৬৫। মধুসূদন ৫০ ; ৬৬। যতীন্দ্রনাথ ২৫ ; ৬৭। চন্দ্রকিশোর ৪৮ ; [illegible]। বিহারীলাল ৪৫ ; ৬৯। জ্ঞানেশচন্দ্র ২৫ ; ৭০। প্যারীলাল ২৬ ; ৭১। [illegible]নাথ ১৮ ; ৭২। কার্ত্তিকচন্দ্র ১২ ; ৭৩। মণীন্দ্রনাথ ২৪ ; ৭৪। চন্দ্র—[illegible]গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ২৯ ; ৭৫। অতুলচন্দ্র ২২ ; ৭৬। কৃষ্ণলাল দত্ত ৩৯; ৭৭। মণীন্দ্রনাথ [illegible] ২১ ; ৭৮। দেবেন্দ্রনাথ ১২ ; ৭৯। ধর—দীনবন্ধু ৭০ ; ৮০। ভবতারণ ২৮ ; [illegible]কুড়তলা—৮১। রাধাগোবিন্দ দেব ২৮ ; ৮২। দেবেন্দ্র নাথ দত্ত ২৬ ; ৮৩। ভৌমিক শৈলেশচন্দ্র ২৯ ; ৮৪। লালনচন্দ্র ৪৬ ; ৮৫। ত্রৈলোক্যনাথ ৫৫ ; ৮৬। [illegible]নাথ সরকার ৫৮ ; ৮৭। ননীগোপাল ২৪ ; ৮৮। কেদারনাথ চাকী ৪৮ ; [illegible]। রাধানাথ চাকী ৩৫ ; ৯০। বিশ্বাস শিবচরণ ৫৬ ; ৯১। শ্রীগোবিন্দ ১৯ ; [illegible]। দেবীচরণ ৫২ ; ৯৩। দেবেন্দ্রনাথ ২২ ; ৯৪। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮ ; ৯৫। [illegible]নাথ সরকার ৬৫ ; ৯৬। বিশ্বনাথ ভৌমিক ৬২ ; ৯৭। রমণীকান্ত নন্দী ৩৫ ; [illegible]। শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস ১৯ ; ৯৯। ত্রিলোকেশ্বর ভৌমিক ২৭।

—o—

টাঙ্গাইল হইতে সংবাদ আসিয়াছে,—

নববনগ্রাম (ময়মনসিংহ)

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভৌমিক মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র, (৩রা আষাঢ়)

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, তন্ত্রধার—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, ব্রহ্ম—শ্রীযুক্ত লালবিহারী বি-এ (হেডমাষ্টার ধুপুরিয়া হাইস্কুল), গিরিশচন্দ্র। সরকার—রামচলাল, রাধাবল্লভ, প্রাণবল্লভ, অভয়গোবিন্দ, রামকৃষ্ণ। শশিমোহন [illegible]। ঘোষ—অরবিন্দ, ধীরেন্দ্রনাথ। নিবারণচন্দ্র ভৌমিক, সুরেন্দ্রনাথ বসু,

সেন—তারকচন্দ্র, প্রমথনাথ। রাহা —বঙ্কবিহারী, বিনোদবিহারী। পাল—রোহিনী-কান্ত, রমণীকান্ত। রাধানাথ চন্দ্র।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহবর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন,—

খুলনা-ইসফ্‌পুরসমাজ

বারাকপুর কেন্দ্র সেন বাবুদের চণ্ডিমণ্ডপ, (৪ঠা আষাঢ়)

আচার্য্য, যজ্ঞরক্ষক—প্রচারক অগ্নিহোত্রী।

১। বসু—সুরেন্দ্রনাথ, ২। নগেন্দ্রনাথ, ৩। বিশ্বাস—সুরেন্দ্রনাথ, ৪। কালী-পদ, ৫। দে—অমূল্যকুমার ৬। সতীশচন্দ্র, (সাং ঘোষ গাতি) ৭। প্রমোদ-রঞ্জন বিশ্বাস, ৮। শিকদার—হরিভজন, ৯। ছত্রধর, ১০। ঘোষ—ডাঃ কিরণচন্দ্র, ১১। শ্রীপতি, ১২। সেন—ললিতমোহন, ১৩। নীলকৃষ্ণ, ১৪। সুশীলকুমার ঘোষ (সাং বারাকপুর)

পুঁঠীয়া (পাবনা) হইতে শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন:—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে বিগত ৬ই আষাঢ় পাবনা-জেলান্তর্গত ধরজামতৈল (বাঁশবাড়িয়া) গ্রামে স্বজাতি-হিত-পরায়ণ শ্রীযুক্ত সতীশবন্ধু সরকার মহাশয়ের আলয়ে একটী কেন্দ্র হয়, উক্ত কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং উথুলী-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার তালুকদার মহাশয়ের পৌরোহিত্যে নিম্নলিখিত ৩৩ জন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়নসংস্কার পূর্ব্বক সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ও সুবন্দোবস্তে কেন্দ্রের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল, তিনি ক্ষত্রিয়াসনে বৃতী ছিলেন। কেন্দ্রস্থলে গণ্যমান্য বহু কায়স্থ এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া উপনীত ব্যক্তিদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সতীশবন্ধু বাবু সমাগত সকলকে আদর আপ্যায়নে এবং পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সন্তোষ করিয়াছিলেন। ঘাটাবাড়ী-নিবাসী কায়স্থ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র দেববর্ম্মা কাব্যতীর্থ মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া অধ্যাপকের সম্মান প্রদান করা হইয়াছে।

এই কেন্দ্র সুসম্পন্ন করিতে স্থানীয় স্বজাতি-হিতৈষী মহাশয়গণ যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার ও পরিশ্রম করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাত্রৈখোলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভৌমিক বর্ম্মা এবং বাঁশবাড়ীয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত

...শচন্দ্র বসু বর্ম্মা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার বর্ম্মা, ব্রজলাল সরকার ...র্ম্মা ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ...জন্য স্বজাতির নিকট ইহারা ধন্যবাদের পাত্র।

উপবীতীগণের নাম ধাম :—শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রঘোষ (বয়স ৭৫), সতীশচন্দ্র ...সু, সতীশবন্ধু সরকার, নীলকান্ত সরকার, করুণাকান্ত সরকার, প্যারীলাল, ...সরকার, মণীন্দ্রনাথ সরকার, রজনীকান্ত গুহ (৬১), চণ্ডীচরণ গুহ, কুমুদ-...বন্ধু সরকার, অখিলবন্ধু সরকার, ব্রজলাল সরকার, অনন্তলাল সরকার, হেমন্তলাল ...সরকার, সুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীশচন্দ্র বসু, বঙ্কবিহারী ঘোষ, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, পণ্ডিত ললিতমোহন সরকার, অভয়চরণ সরকার, অম্বিকাচরণ সরকার, শ্যামাচরণ সরকার, ...নাথ্যাচরণ সরকার, রাধানাথ ধর (৭২), কুমুদবন্ধু ধর সর্ব্বসাকিন—ধর-জামতৈল, বাঁশবাড়ীয়া।

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল চাকী, গণেশচন্দ্র চাকী, যোগেন্দ্রনারায়ণ চাকী, ...বিহারী দত্ত, শ্রীশচন্দ্র চন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র সরকার, সর্ব্বসাকিন—যোগীবাড়ী। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ ও প্রসন্নকুমার ভৌমিক সাকিন বাত্রৈখোলা (পাবনা)।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিতেছেন :—

বিগত ১৫ই আষাঢ় রবিবার পাবনা জেলার হুরাসাগর নদীর তীরবর্ত্তী পুঁঠীয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহাশয়ের বহির্ব্বাটীস্থ বিদ্যামন্দিরে কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপন করিয়া কায়স্থধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত ৫৩ জন কায়স্থের যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে। যথানিয়মে পৃথক পৃথক দুই ভাগে এই সংস্কার-কার্য্য সম্পাদিত হয়। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (প্রাণপুর, ফরিদপুর) মহাশয় আচার্য্য, জামিরতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পৌরোহিত্য এবং প্রচারক মহাশয়কে ক্ষত্রিয়াসনে বৃত করা হয়। বিশুদ্ধ-খদ্দরের বস্ত্রদ্বারা ইহা-দিগকে বরণ করা হইয়াছিল। প্রচারক মহাশয়ের উৎসাহে ও শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ চন্দ্র বি-এ, ডাক্তার বেণীমাধব চাকী, চন্দ্রনাথ দাস, তারকচন্দ্র দাস এবং হরিনাথপুরের শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ স্থানীয় স্বজাতিবৃন্দের প্রযত্নে এই কেন্দ্রের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। তজ্জন্য ইহারা সকলেই ...ভাবে ধন্যবাদার্হ। নিম্নে উপবীতীগণের ...

পুঁঠীয়া—১। বসু—শ্রীযুক্ত হরিচরণ (৭৭), ২। দিগীন্দ্রনাথ, ৩। বিজেন্দ্র-

নাথ, ৪। শচীন্দ্রনাথ, ৫। উমেশচন্দ্র দেব, ৬। চন্দ্র—নরেন্দ্রনাথ বি-এ (হেড্‌-মাষ্টার স্থলপাকুরাশি ইনিষ্টিটিউসন), ৭। ব্রজেন্দ্রনাথ, ৮। হরেন্দ্রনারায়ণ ভৌমিক, ৯। সরকার—ভগবানচন্দ্র, ১০। শচীন্দ্রনাথ, ১১। শ্রীনাথ (৭৫), ১২। হৃদয়নাথ, ১৩। নগেন্দ্রনাথ, ১৪। যতীন্দ্রনাথ বি-এ (এঃ-হেডমাষ্টার, সাহাজাদপুর হাইস্কুল), ১৫। যোগেশচন্দ্র, ১৬। অনুকূলচন্দ্র, ১৭। যতুনাথ, ১৮। ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ১৯। রজনীকান্ত, ২০। নীরদচন্দ্র, ২১। চৈতন্যকৃষ্ণ পাইন, ২২। দাস—তারকচন্দ্র, ২৩। চন্দ্রনাথ, ২৪। সুরেন্দ্রনাথ, ২৫। নরেন্দ্রনাথ, ২৬। দত্ত—রসময়, ২৭। নারায়ণচন্দ্র, ২৮। কুটীশ্বর, ২৯। পুলীনচন্দ্র (৮৭), ৩০। সতীশচন্দ্র, ৩১। উমেশচন্দ্র, ৩২। গিরিশচন্দ্র, ৩৩। বিজয়চন্দ্র, ৩৪। বসন্তকুমার, ৩৫। অনাথবন্ধু, ৩৬। সুধীরচন্দ্র সরকার, ৩৭। ডাক্তার বেণীমাধব চাকী, ৩৮। হেমন্তকুমার, ৩৯। নরেশচন্দ্র, ৪০। সৌরীন্দ্রমাধব, ৪১। প্রিয়নাথ, ৪২। মণীন্দ্রমাধব, ৪৩। ফণীন্দ্রমাধব, ৪৪। হরিনাথপুর—চৌধুরী—শ্রীযুক্ত আশুতোষ, ৪৫। হৃষিকেশ বি-এ, ৪৬। প্রমথরঞ্জন, ৪৭। রামচন্দ্র দাস (৭৩), ৪৮। প্রমথনাথ দাস, ৪৯। গৌরপদ দাস, পোরজনা—৫০। কমলেশচন্দ্র কর, ৫১। তারাপদ দত্ত, ৫২। জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, উথুলী—৫৩। সুরেশচন্দ্র ভদ্র।

প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—বিগত ২০শে আষাঢ় পাবনা জেলাধীন সিংহাসন গ্রামে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেন মহাশয়ের বাটীতে এক কেন্দ্র করিয়া শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার অধিকারী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত চারি জন কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেন, বসন্তকুমার সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, বিহারীলাল বসু।

প্রচার-পরিষদ্ হইতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন :—

বেলফুলিয়া সমাজ—মৈশাঘুনী কেন্দ্র—ঘোষ বাবুদের চণ্ডিমণ্ডপ

(২৩শে আষাঢ়)

১। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু রায় চৌধুরী, ২। মিত্র—সতীশচন্দ্র, ৩। খগেন্দ্রনাথ, ৪। নীরেন্দ্রনাথ, ৫। ঘোষ—খগেন্দ্রনাথ, ৬। শচীন্দ্রনাথ, ৭। কানাইলাল, ৮। বরীন্দ্রনাথ, ৯। ধীরেশ্বর (২য় বার্ষিক-ছাত্র), ১০। কাশীনাথ, ১১। হরিচরণ, ১২। প্রভাতচন্দ্র (বি-এ-ছাত্র), ১৩। সুরথকুমার, ১৪। যতীন্দ্রনাথ (৩য় বার্ষিক-ছাত্র), ১৫। সুধীরকুমার, ১৬। বসু—প্রমথনাথ, ১৭। বিজয়চন্দ্র

..। কনকচন্দ্র, (বি-এ ছাত্র), ১৯। পুলিনবিহারী, ২০। বিশ্বাস—দৈবচরণ, ..। শীতলচন্দ্র, ২২। রামেন্দ্রনাথ, ২৩। উপেন্দ্রনাথ, ২৪। রাখালচন্দ্র, ২৫। ..নন্দ্রনাথ, ২৬। সুরেন্দ্রনাথ, ২৭। দত্ত—মহেন্দ্রনাথ, ২৮। বিধুভূষণ, ২৯। ..চন্দ্র ঘোষ। সর্ব্বসাং মৈশাঘুনী, আজগড়া), ৩০। নীরেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী (তৃতীয় বার্ষিক-ছাত্র), ৩১। যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী (শ্রীফলতলা), আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী, তন্ত্রধারক ও যজ্ঞরক্ষক—প্রচারক ..গ্নিহোত্রী, হোতা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

"এই কেন্দ্র প্রচার-পরিষদের" ৪র্থ কেন্দ্র। ইসফ্‌পুর সমাজে ডাঃ কিরণচন্দ্র রায় বর্ম্মা মহাশয় প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। শ্রীমান জগদীশচন্দ্র ..ত্র বর্ম্মা, শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা এবং উক্ত ডাক্তার বাবু এ অঞ্চলে কায়স্থ-..র্ম প্রচারে যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। বেলফুলিয়া-সমাজে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ..ন বর্ম্মা, কালীদাস বসু বর্ম্মা (নন্দনপুর) প্রচার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। "কায়স্থ-যুবক-সঙ্ঘ" (শ্রীফলতলা) প্রচার-কার্য্যে তাঁহাদের সহযোগিতা করিতেছেন। আমরা এই নৈষ্ঠিক কর্ম্মিবৃন্দের দীর্ঘ জীবন ও কর্ম্ম-শক্তি প্রার্থনা করি। খুলনায় একটী প্রচার-পরিষদ্ খোলা হইয়াছে; আপাততঃ বেলফুলিয়া ..পোঃ, নন্দনপুর, (খুলনা) হইতে ঐ পারিষদের প্রচার-কার্য্য চলিতেছে।

অলোয়া (ময়মনসিংহ) মধ্যম তরফের প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ ..য় রায় চৌধুরী মহাশয় বরিশালের দেহেরগতি-নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ..য় এম্-এ, বি-এল্ এবং কাশীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ গুহ মহাশয়দ্বয়সহ ..২৭শে আষাঢ় শুক্রবার দিবস যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত জমিদার মহাশয়ের গুরুপুত্র উজিরপুর (বরিশাল) নিবাসী ..খ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশীয় নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ..সহায়তায় এবং কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। আকুট্টাকুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মজুমদার মহাশয় আচার্য্য ও বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রধারক এবং মাবালিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুরোহিতের কার্য্যে বৃতী হইলেন। যামিনীবাবু প্রাচীন, তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মানুরাগী প্রতিপত্তিশালী ..খ্যাত জমীদার উপনয়ন গ্রহণ করায় মনে হয় কাগমারী অঞ্চলের অন্যান্য কায়স্থ-..মহোদয়গণ সকলেই অনতিবিলম্বে সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাতায় গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন,—বিগত ২৭ শে আষাঢ়, শুক্রবার, ধলচিতা (২৪ পরগণা) গ্রামে এক কেন্দ্র করিয়া শ্রীযুক্ত মণিমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় নিম্নলিখিত ৮ জন কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে। উপবীতীগণের নাম :—বসু—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন, হরিপদ, শিশিরকুমার, হেমেন্দ্রচন্দ্র, অজিতকুমার, যতীন্দ্রনাথ ; অনিলকুমার চন্দ্র ; সুরেন্দ্রনাথ দাস।

—০—

টাঙ্গাইল হইতে সংবাদ আসিয়াছে,—বিগত ৩০শে আষাঢ় সোমবার টাঙ্গাইলের গভর্ণমেণ্ট উকিল শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ বি-এল, মহাশয়ের বাসায় নিম্নলিখিত কায়স্থগণ ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রধারকের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন ঘোষ, (আররা)। হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বি-এল, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বি-এল, (মালতী), ললিতকুমার গুহ নিয়োগী এম-এ (হেডমাষ্টার সন্তোষ জাহ্নবী-হাইস্কুল) বেরাবুচিনা। মহেশচন্দ্র দেব, (অবসর-প্রাপ্ত সেরেস্তাদার, টাঙ্গাইল) মণীন্দ্রচন্দ্র দেব, হৃদয়নাথ গুহ নিয়োগী, (লাউজানা), মনোমোহন সরকার, (পাথরাইল) প্রিয়নাথ দেব কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, ভিষক্-শাস্ত্রী (বরিশাল), ক্ষিতীশচন্দ্র বসু, (ঢাকা) বিধুভূষণ গুহ, (মাধবপুর) ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ধর, সুরেন্দ্রমোহন দেব, (টাঙ্গাইল)।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দেব বর্ম্মা মহাশয় গোপালপুর হইতে জানাইয়াছেন :—

বিগত ২০শে বৈশাখ মঙ্গলবার ফরিদপুর জেলার গোপালপুর-নিবাসী স্বজাতিহিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্ত বর্ম্মার প্রথমাকন্যা শ্রীমতি সুরাজবালা দেবীর শুভ পরিণয় ডুলারডাঙ্গি-নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী নন্দী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্রীমান্ নীরদবিহারী নন্দীর সহিত যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ সভায় 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা এবং ফরিদপুরের উকিল শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বসু বি-এল, মালিগ্রামের শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ, রামনগরের শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা প্রমুখ সম্ভ্রান্ত বহু কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ অন্তে সভাস্থ

...রক মহাশয় কায়স্থের অধিকার এবং কর্ত্তব্যতা ও গোত্রপ্রবরাদি সম্বন্ধে ...জ্ঞ-পূর্ণ বক্তৃতা করেন, সুখের বিষয় তাহাতে অনেকেরই ভ্রান্তধারণা দূর ...ছে। এই বিবাহোপলক্ষে ব্রজবাবু ও তদীয় মাতুল শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বর্ম্ম ...দার মহাশয়ের আদর-আপ্যায়ন এবং সৌজন্যে উপস্থিত ব্যক্তি-বৃন্দ অত্যন্ত ...ষ লাভ করিয়াছেন।

—০—

...দ আসিয়াছে,—

বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ লক্ষ্ণৌ প্রবাসী শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত বসু বর্ম্মা (কায়স্থ-...র পুরাতন সভ্য) মহাশয়ের প্রথমাকন্যা শ্রীমতি তরুবালা দেবীর শুভ বিবাহ ...ই গৌরমোহন দেব (বার-এট্-ল) মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান্ হরিমোহন দেবের ...হ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সংবাদদাতা মহাশয় লিখিয়া-...ন,—এই বিবাহোপলক্ষে পাত্র পক্ষ কোন প্রকার দাবী দাওয়া করেন নাই।

—০—

বিগত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ হাইকোর্টের অন্যতম উকিল শ্রীযুক্ত হরিচরণ মজুমদার ...শয়ের বেলগাছিয়াস্থ ভবনে তাঁহার ভাগিনেয়ী (খুলনা জেলার লালচন্দ্রপুর-...বাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়াকন্যা.) শ্রীমতি সুশীলাবালা ...র শুভ-বিবাহ বেলিয়াঘাটা ৩৭।এ।১ নং চাউলপটিরোড্-নিবাসী শ্রীমান্ ...গোপাল সরকারের সহিত যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বর ...ও কন্যা উভয় পক্ষই অনুপবীত। পরে পাত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ...ই বিবাহে উভয় পক্ষের পুরোহিত সানন্দে যোগদান করিয়াছেন! পাত্র ...ক্ষ কোন প্রকার পণ গ্রহণ করেন নাই ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

—০—

...গত ১৫ই আষাঢ় বানরীপাড়া-নিবাসী মৃত পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা ...ন্যা শ্রীমতি ফুলমালার সহিত আউলিয়াপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ...সুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সারদাকান্ত বসুর শুভ-পরিণয়-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ...পক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট হইতে একটী পয়সাও গ্রহণ করেন নাই।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ

(১)

সংবাদ আসিয়াছে,—গত ৫ই মাঘ (১৩৩০) পাবনা জিলার অন্তর্গত বক্তারপুর ...মের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস বর্ম্মা মহাশয়ের স্ত্রীর আদ্য-কৃত্য যথা-শাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে ...দ্বাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ৯ই ফাল্গুন (১৩৩০) ফরিদপুর জেলার চক-ভবাণীপুর গ্রামে ...গকিশোর ভৌমিক মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার দেববর্ম্মা ভৌমিকের

পত্নী ৺নলিনীবালা দেবীর আদ্য-কৃত্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পাদিত হইয়াছে। স্থানীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং শিবরাম-পুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাইচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ শ্রাদ্ধে যোগদান করতঃ পৌরোহিত্যাদি কার্য্যে বৃতী ছিলেন। মদনদিয়া, চাঁদপুর, চক্‌ভবানীপুরস্থ উপনীত এবং অনুপনীত বহু কায়স্থ উপস্থিত হইয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৩)

বিগত ২২শে ফাল্গুন্ বুধবার অমাবস্যা-তিথিতে লক্ষীকোল (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর মজুমদার বর্ম্মা বি-এ, মহাশয়ের পত্নী ৺লাবণ্যপ্রভা দেবীর আদ্য-কৃত্য (পতিত শ্রাদ্ধের রীত্যানুসারে) যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখন বাবু এবং ভারেঙ্গা (পাবনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা প্রমুখ সমাজ-সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় স্বজাতি ও ব্রাহ্মণ মহোদয় শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া জাতীয় কার্য্যে সকলকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন।

(৪)

বিগত ৪ঠা চৈত্র (১৩৩০) রাক্‌সা (পাবনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী ৺হেমলতা দেবীর আদ্য-কৃত্য ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে।

(৫)

বিগত ২৩ শে চৈত্র (১৩৩০) বাগ্‌মারা (পাবনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত হরনাথ সরকার দেব বর্ম্মা মহাশয়ের খুল্লতাত পত্নী ৺বামাসুন্দরী দেবীর আদ্য-কৃত্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

(৬)

বঙ্গদেশীয়কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে গত ৩রা বৈশাখ বুধবার আর্য্য-দত্তপাড়া (ফরিদপুর) ৺গিরিশচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের আলয়ে তদীয় জামাতা ভাষাড়াগ্রাম নিবাসী ৺চন্দ্রকান্ত গুহ বর্ম্মার আদ্য-একোদ্দিষ্ট ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। উক্ত কায়স্থ-সমাজের বর্ত্তমান পুরোহিত কায়স্থজাতির পরম-শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এই শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে।

(৭)

ট্যাংরা (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

ইদিলপুর—ধীপুরগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় মহেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের ১৭ বৎসরের পুত্র রণজিৎকুমার বসু গত ৮ই চৈত্র উপনীত গ্রহণ করেন। রণজিৎ স্বভাব-চরিত্রে ও বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং পরোপকারে আদর্শ স্থানীয় ছিল; কিন্তু দুঃখের [illegible] শোক-সাগরে ভাসাইয়া রণজিৎ পরলোক গমন করিয়াছে। একমাত্র পুত্রের শোকে রণজিতের মাতা অধীরা হইলেও শ্রাদ্ধ-কার্য্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিতে কৃত-সংকল্প হন।

[illegible] বলিলেন,—"উপবীতী হওয়া অবধিই রণজিৎ অতি নিষ্ঠার সহিত প্রাতে স্নান, [illegible] এবং গায়ত্রী-জপাদি নিয়মিতরূপে সমাপন করিয়া পাঠে মনোনিবেশ [illegible]। যখন জ্বরে প্রায় সংজ্ঞাহীন তখনও গায়িত্রী জপের বাধা হয় নাই, [illegible] ইহার শ্রাদ্ধ কার্য্য আমি নিজেই ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিব।" দুঃখের [illegible] দল-পুরোহিতগণ ৪র্থ এবং ১০ম দিবসে পুরক্ পিণ্ড পর্য্যন্ত দিয়া ত্রয়োদশাহে [illegible] কার্য্য করাইতে অস্বীকৃত হইলেন; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় সিঙ্গারডাহা-[illegible] শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ, শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং বিজ্‌নিসার-[illegible] শ্রীযুক্ত কালীকমল বিদ্যারত্ন ও মহাপুরোহিত (অগ্রদানী) শ্রীযুক্ত [illegible] লাল শর্ম্মা মহাশয়গণ দয়াপরবশ হইয়া যত্নসহকারে রণজিতের শ্রাদ্ধ [illegible] গত ২২শে বৈশাখ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করাইয়াছেন। এ প্রকার অপূর্ব্ব [illegible] কখন দেখি নাই। যখন মা হইয়া একমাত্র পুত্রের শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিতে [illegible] তখন আমরা সকলেই শোকার্ত্ত এবং বিস্মিত হইয়াছিলাম। এরূপ [illegible] আদর্শ রমণী বলিতে হইবে। সিঙ্গারডাহা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী [illegible] কয়েকজন ব্রাহ্মণ ফলাহার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক কায়স্থ [illegible] ও শ্রাদ্ধ-সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

(৮)

গত ২৩শে বৈশাখ রাক্‌সা (পাবনা) নিবাসী ৺হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা [illegible] শয়ের আদ্য-কৃত্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। মৃত সরকার [illegible] শয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার দেব বর্ম্মা এবং অপর পুত্র শ্রীযুক্ত [illegible] নন্দনাথ ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সরকার দেব বর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়গণ [illegible] দানাদি ও বৃষোৎসর্গ যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সমাগত ৫।৬ গ্রামের [illegible] স্বজাতি ও কতিপয় ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন।

(৯)

[illegible] আসিয়াছে,—

বিগত ২৭শে বৈশাখ চারিরসী (ফরিদপুর) গ্রামে ৺চন্দ্রকুমার ঘোষ বর্ম্মা [illegible] শয়ের আদ্যকৃত্য তদীয় পুত্র শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ, মুকুন্দনাথ, রাধিকানাথ, [illegible] ন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মাগণ কর্ত্তৃক ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত [illegible] য়াছে। উক্ত ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের পুরোহিত ব্রাহ্মন্দী-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র মজুমদার ও চারিরসী-নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ পৌরোহিত্য কার্য্যে বৃতী ছিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ এবং চারিরসী সতররসী, [illegible] পুর, আটরসী, শৈলডুবী, ঘারুয়া, গোপালপুর প্রভৃতি গ্রামের বহু স্বজাতি [illegible] আত্মীয় কুটুম্ব উৎসাহের সহিত শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়া জাতীয়-গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, [illegible] 'আর্য্য কায়স্থ-সমিতির' সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ [illegible] দার দেব বর্ম্মা, এবং স্থানীয় কায়স্থ মহাশয়দিগের বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে এ শ্রাদ্ধ [illegible] সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(১০)

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বিনোদপুর গ্রামে ৺চন্দ্রনাথ কর বর্ম্মা মহাশয়ের আদ্য-কৃত্য (বৃষোৎসর্গাদি সহ) যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধ সভায় রাজবাড়ী ও লক্ষ্মীকোল, ভবানীপুর, উরাকান্দা, সারুটিয়া, চাঁদপুর প্রভৃতি গ্রামের বহু কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র উদ্দেশ্য সুললিত ভাষায় বিবৃত করিলে, বহু কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণে এবং ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালনে কৃত সংকল্প হইলেন।

(১১)

বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সিংহাসন (পাবনা) নিবাসী ৺সীতানাথ চাকী বর্ম্মা মহাশয়ের আদ্য-কৃত্য ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। উক্ত চাকী বর্ম্মা মহাশয় অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, এমন কি তাঁহার সামান্য তিল-কাঞ্চন-শ্রাদ্ধ হইবারও কোন সম্ভাবনা ছিলনা। সুখের বিষয় স্থানীয় এবং পেঙ্গুয়া ও বোড়ামারা গ্রামের উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণের উদ্যোগে এবং অর্থানুকূল্যে এই শ্রাদ্ধ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। এই সকল পরদুঃখকাতর স্বজাতি-বৎসল মহানুভব ব্যক্তি চিরদিনই সমাজের প্রকৃত আদর্শ।

(১২)

বাঁশাইল (রাজসাহী) হইতে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দেব বর্ম্ম জানাইয়াছেন,—বিগত ২২ শে জ্যৈষ্ঠ রাজসাহী জেলার বাঁশাইল গ্রামে স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ দেব বর্ম্ম সরকার মহাশয়ের আদ্য-শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র কেন্দ্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, স্মৃতিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি মহাশয়গণ পৌরোহিত্য কার্য্যে বৃতী ছিলেন। বাণেশ্বর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বর্ম্ম সরকার ও পাবনার তাঁতিবন্দ-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের উদ্যোগে এবং তত্ত্বাবধানে বৃষোৎসর্গ, ষোড়শ, সুখাসন ও আদ্য-শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে বৈদিকমন্ত্রপাঠ অন্নের পিণ্ডাদি সহ যথাশাস্ত্র সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ-বাসরে বহু ব্রাহ্মণ ও উপবীতী অনুপবীতী কায়স্থ, নবশায়ক এবং মুসলমান প্রভৃতি প্রায় ৫০০ শত লোককে নানাবিধ পক্কান্ন ও মিষ্টান্ন দ্বারায় পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছে। স্বর্গীয় দেববর্ম্মা মহাশয়ের সাধ্বী সহধর্ম্মিনী স্বামীর স্বর্গকামনায় মুক্তহস্তে দান ও দরিদ্র ভোজন করাইতে যথাসাধ্য যত্ন লইয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহার প্রাণে শান্তি প্রদান করুন।

(১৩)

বিগত ২৩শে শ্রাবণ শুক্রবারে কুষ্টিয়ার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মোক্তার ৺ত্রৈলোক্য নাথ নন্দী মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ নন্দী বর্ম্মা কর্ত্তৃক বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। অন্নাপণ্ড, বোদকাক্রিয়াদি যথারীতি [illegible] ছিলেন। কুষ্টিয়ার যাবতীয় কায়স্থ শ্রাদ্ধ-বাসরে যোগদান ও পরিতোষরূপে ভোজন করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল-বঙ্গীয় কায়স্থ-সম্মেলন।

বিগত ২৯শে আষাঢ় (ইং ১৩ই জুলাই) রবিবার এবং ৩০শে আষাঢ় (ইং ১৪ই জুলাই) সোমবার কলিকাতা মহানগরীতে শোভাবাজারের স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ১০৬।১, গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ভবনে নিখিল-বঙ্গীয় কায়স্থ-সম্মেলন ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মেলনে বাঙ্গলার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিভিন্ন জেলার বহু গণ্য-মান্য কায়স্থ-প্রতিনিধি এবং কলিকাতাস্থ বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্র পরিবারের প্রায় চারিশতাধিক লোক যোগদান করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত সভার কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শনার্থ কতিপয় মহামহোপাধ্যায় এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় সমাগত ব্যক্তিগণের নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

সভায় সমুপস্থিত অধ্যাপক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত [illegible]চরণ স্মৃতিভূষণ (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন (নবদ্বীপ), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনারায়ণ ত্রিবেদী দেবযজ্ঞা (কলিকাতা), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সরযূপ্রসাদ শর্ম্মা (কাশী), শ্রীযুক্ত নারায়ণদত্ত [illegible]পাঠী (মৃজাপুর), শ্রীযুক্ত হারাধন গোস্বামী (খরদহ), শ্রীযুক্ত পঞ্চানন [illegible]পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মখোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান)

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় কায়স্থ-প্রতিনিধিবর্গ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অযোধ্যাপ্রসাদ বর্ম্মা বি-এ (অম্বষ্ঠ) (রাঁচী,) পাণ্ডে শ্রীযুক্ত বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ বর্ম্মা (শ্রীবাস্তব) (গয়া,) পাণ্ডে শ্রীপরমেশ্বর প্রসাদবর্ম্মা (শ্রীঃ) গয়া, শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসাদ (শ্রীঃ) (গোরক্ষপুর,) শ্রীযুক্ত রামদেওপ্রসাদ (শ্রীঃ) (গাজীপুর,) শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীলাল বর্ম্মা (শ্রীঃ) (গাজীপুর,) অঘোরী শ্রীযুক্ত নাগেশ্বর প্রসাদ (মজফরপুর), শ্রীযুক্ত নেউয়েলকিশোর বর্ম্মা (শ্রীঃ) (মজফরপুর,) শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ খররে (শ্রীঃ) (জব্বলপুর,) শ্রীযুক্ত কালীচরণ সক্সেনা (গোয়ালিয়র), লালা শ্রীযুক্ত শ্রীধরপ্রসাদ (আরা), শ্রীযুক্ত জগদেওপ্রসাদ বর্ম্মা (অম্বষ্ঠ) পাটনা, শ্রীযুক্ত দণ্ডিয়াল সক্সেন (আগরা), শ্রীযুক্ত আলোক ধারী লাল (সহঃ সম্পাদক 'স্বতন্ত্র') রাঁচী, শ্রীযুক্ত লালা বালগোবিন্দ-প্রসাদ,

কলিকাতা

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব (বিশ্বকোষ লেন বাগবাজার), শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম-এ, বি-এল (ভবানীপুর), শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দেব বর্ম্মা আই-সি-এস্ (কমিশনার প্রেসিডেন্সী বিভাগ), শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি-এল, রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার এম-এ, বি-এল, রায়বাহাদুর মতিলাল হালদার (গ্রে ষ্ট্রীট), রায়বাহাদুর ফণীন্দ্রলাল দেব (গ্রে ষ্ট্রীট), শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ঘোষ বর্ম্মা বি-এ (অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (অমৃত বাজার), শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত ('লক্ষ্মী নিবাস' বাগবাজার), অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ (ঐতিহাসিক), সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম-এল-সি (ভবানীপুর), কিরণ চন্দ্র দত্ত (সম্পাদক), নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বেদান্ত-চিন্তামণি (১৪, গোপীকৃষ্ণ পালের লেন, নিমতলা), নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত (চোর বাগান), কুমার হারীৎকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা এম-এ (শোভাবাজার রাজবাটী), কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব, কুমার প্রভাতকৃষ্ণ দেব, কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব, কুমার প্রভাসকৃষ্ণ দেব,

প্রত্যুষকৃষ্ণ দেব, কুমার প্রকাশকৃষ্ণ, কুমার বিজয়কৃষ্ণ দেব, ধনেন্দ্রকৃষ্ণ (শোভাবাজার রাজবাড়ী), শ্রীযুক্ত কাননবিহারী বসু, সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী (প্রচারক), সচ্চিদানন্দ দত্ত ('কেদার আশ্রম' সিমুলিয়া), কৃষ্ণ বসুবর্ম্মা, শ্রীশচন্দ্র বসু (বসুপাড়া), ললিতমোহন দত্ত, অমূল্যকৃষ্ণ লালমোহন দত্ত, সুধাংশুমোহন দত্ত, শিবরাম দত্ত, কালীকৃষ্ণ দত্ত, নাথ দত্ত, রামশঙ্কর দত্ত, ব্রহ্মগোপাল দত্ত, উমাশঙ্কর দত্ত ('লক্ষ্মী-', বাগবাজার), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদক 'জন্মভূমি'), হেমেন্দ্রলাল কর (বিডন ষ্ট্রীট), হরিচরণ মিত্র, বিশ্বনাথ বসু বিশ্বকোষ লেন), নরেন্দ্রনাথ সেন (বাগবাজার), অমরনাথ বসু বর্ম্মা, চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (গোয়াবাগান), অতুলচন্দ্র ঘোষ, (সলিসিটর), সুরেন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রনাথ বসু (শ্যামবাজার), পুলীনবিহারী মিত্র (শ্যামবাজার বিশ্বনাথ রায় (দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট), অনুকূলচন্দ্র রাহা (নগেন রায় কালীদাস পালিত (বাগবাজার), তারাপদ দত্ত (২৮, লোয়ার চিৎপুর), ব্রহ্মমাধব বসুবর্ম্মা (৩২।৬, বিডন ষ্ট্রীট), প্রমদাকান্ত দাস (নন্দকিশোর শ্যামবাজার), হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রাঘবচন্দ্র ঘোষ (দর্জ্জীপাড়া), ননীলাল এম-এস-সি, বি-এল (কম্বুলিয়া টোলা), অনাথনাথ বসু বর্ম্মা (বিশ্বকোষ কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, পুলীনকুমার ঘোষ (বাগবাজার), মন্মথনাথ বসু পুকুর), চন্দ্রমোহন চৌধুরী (৭, কাশীমিত্র লেন), জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ নিমাহাটা ষ্ট্রীট), গণেশচন্দ্র দেব, (২৩, যদুনাথ মিত্র লেন), রাজেন্দ্রনাথ ৩, কাঁশারীপাড়া রোড, ভবানীপুর), সুরেন্দ্রমোহন বসু (লক্ষ্মীদত্ত লেন), চন্দ্র সরকার (গোপাল বসু লেন), কুমুদবিহারী বসু, ফণীন্দ্রনাথ মিত্র ষ্ট্রীট), সতীন্দ্রনাথ দত্ত বি-এল, নলিনবিহারী সিংহ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মিত্র, ডাঃ পান্নালাল বসু এম-বি, চারুচন্দ্র চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র দেব রায়, কুমার ঘোষ, কেদারনাথ মল্লিক, সুরেশচন্দ্র ঘোষ. ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, নাথ বসু, বিভূতিভূষণ দাস, শৈলেন্দ্রনাথ সেন, বিজয়কৃষ্ণ সরকার, চন্দ্র গুহ, মোহিতচন্দ্র বসু বর্ম্মা, সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, (বেলেঘাটা), সরকার বর্ম্মা, গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন, বঙ্কুবিহারী মল্লিক চৌধুরী এম-এ, বি-এল, গোপীনাথ বিশ্বাস, দুর্গামোহন ঘোষ (বেলেঘাটা), নাথ সরকার বি-এ, প্রভাতকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ ব্রহ্ম (ইণ্টালি),

হরেন্দ্রকুমার হালদার (শুড়া), নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত, পরিমলচন্দ্র দত্ত, অমিয়কুমার বসু, নীতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী (বেহালা), জ্যোতিষচন্দ্র রায়চৌধুরী,

২৪ পরগণা

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ (টাকী ও বরাহনগর কুঠীঘাট), জহরলাল মিত্র (বরাহনগর), লাবণ্যকৃষ্ণ বসু (পাইকপাড়া), শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এল (বসিরহাট), নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম-এ, বি-এল (বসিরহাট), জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা (আরবেলিয়া), ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (হাটুগঞ্জ), কৃষ্ণগোপাল ঘোষ (বারাকপুর), কেদারনাথ বসু (চাংড়িপোতা), কার্ত্তিকচন্দ্র (মজিলপুর), রামশশি দত্ত (ডায়মণ্ডহারবার),

হুগলী

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত মিত্র এম-এ (কোন্নগর), জটাধর মিত্র (মন্দির-বাটী, কোন্নগর), অমৃতলাল সিংহবর্ম্মা (ভাস্তারা), জহরলাল বসু (খানাকুল কৃষ্ণনগর), অতুলচন্দ্র ভঞ্জ (তারকেশ্বর),

হাওড়া

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস,

মেদিনীপুর

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন,

বর্দ্ধমান

শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ সরকার,

বীরভূম

শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ সিংহ (কণকপুর), কৃষ্ণদাস মজুমদার বি-এল (কৃষ্ণগ্রাম), পণ্ডিত হরিবিলাস ঘোষ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (বোলপুর হাইস্কুল),

মুর্শিদাবাদ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক এম-এস্-সি (পাঁচথুপী), শ্রীযুক্ত ...ভূষণ সিংহ এম-এ, বি-এল্ (ঐ), শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, রামকমল ...(কান্দী), শুধাংশুভূষণ বর্ম্মামজুমদার (নিমতিতা), বসন্তকুমার ...(কাঞ্চনতলা),

নদীয়া

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় এম-এ, বি-এল (কৃষ্ণনগর), শ্রীযুক্ত ...নাথসরকার বর্ম্মা এম-এ, বি-এল (ঐ), রমেশরঞ্জন রায় (ঐ), ...নাথ ঘোষ বর্ম্মা (গোয়ারি), সুরেশচন্দ্র রায় (ঐ), শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ...বিদ্যারত্ন, প্রচারক (নবদ্বীপ), প্রফেসর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, ভাগবত-রত্ন (ঐ), কাননবিহারী মজুমদার (ঐ), উপেন্দ্র ...বসু বর্ম্মা (এংমামপুর), অনিলকৃষ্ণ বসু (ঐ), মহেন্দ্রনাথ সরকার (কালীরপুর), বৈদ্যনাথ নিয়োগী (খোকসা), সুরেশচন্দ্র নিয়োগী (ঐ), ...সেন বর্ম্মা (বগুবিল), রমণচন্দ্র মজুমদার, অরুণপ্রসাদ ঘোষ, ...কুমার মুন্সী, রাখালরাজ ঘোষ, প্রমথনাথ মিত্র বর্ম্মা,

রাজসাহী

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন করবর্ম্মা বি-এ (হরিশপুর), পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (...পুর), বিজয়নাথ সরকার,

দিনাজপুর

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ ঘোষ বর্ম্ম রায় বাহাদুর,

বগুড়া

শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র নন্দী (আবাদপুর), মথুরানাথ বল বর্ম্মা (গোবিন্দ-...),

পাবনা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল দেব এম-বি (ঘাটাবাড়ী), রমেশচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা (জোরপুখরিয়া), হরেন্দ্রকুমার সরকার বর্ম্মা বি-এ (সিতা বাগমারা), নিখিলনারায়ণ বিশ্বাস বর্ম্মা (সিমলা), দেবেন্দ্রনাথ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (হরিনাথপুর, পোরজানা), যামিনীমোহন সরকার, গণেশচন্দ্র বর্ম্মা বিদ্যারত্ন (প্রচারক), নৃত্যলাল পাল,

ফরিদপুর

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা (বাইশরসী), রাজকুমার মিত্র (আর্য্য-দত্তপাড়া), প্রভাতচন্দ্র বসুবর্ম্মা (আলগী), রমেশচন্দ্র মিত্র (সমাজ-ইশিবপুর), রসিকলাল বসুবর্ম্মা (ঐ), মাখনলাল ধরবর্ম্মা, প্রচারক (দোলকুণ্ডী), মতিলাল দাস বর্ম্মা (ঐ), রমেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (ঐ), বিপিনবিহারী মিত্র (প্যারপুর) নরেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা (রামনগর), চন্দ্র ধর বর্ম্মা (ঐ), ফণীভূষণ বসু বর্ম্মা (ঐ), শশিভূষণ দেব (ভুয়াই), ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব এম-বি (হোমিও) (রায়পাশা,) শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন রায় বর্ম্মা বি-এ (রাইপাল-হবিগঞ্জ), যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস বর্ম্মা (কলা পট্টি), কুঞ্জবিহারী মজুমদার দেববর্ম্মা বি-এ (খালিয়া), কেদারনাথ বর্ম্মা (বান্ধব-দৌলতপুর), রমাপ্রসাদ দেব (ঐ), অতুলচন্দ্র দেব (ঐ), কেশবলাল দেব (ঐ), মধুসূদন দত্ত (ঐ), রমণীভূষণ দত্ত, রতিকান্ত দত্ত, শরচ্চন্দ্র দত্ত বর্ম্মা (খাটপাড়া), রাজেন্দ্রকুমার সরকার বর্ম্মা, সারদা বসু (দিকৃশূল), অনাথবন্ধু পাল (নিলগুণ), রাজেন্দ্রকুমার বসু, রাজকুমার মিত্র (ব্রাহ্মণদী), রাজেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা (দীঘলিয়া কাশিমপুর), কালি কুমার বসুবর্ম্মা (ঐ), ক্ষীরোদবিহারী সরকার (গদাধরডাঙ্গী), দেবেন্দ্র বিশ্বাস, কৈলাসচন্দ্র সরকার, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, অক্ষয়কুমার সরকার বর্ম্মা,

যশোহর

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (ইতনা), অমরচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (ঐ), বেণীভূষণ দত্ত (ঐ), নলিনীকান্ত মিত্র বর্ম্মা (ঐ), ফণীভূষণ দেব (ঐ), যোগেন্দ্রলাল দেব বর্ম্মা (ঐ), ডাঃ যামিনীরঞ্জন বর্ম্মা মজুমদার (নড়াইল),

বি-বিদ্যালয়ও ফার্ম্মের ভূত-পূর্ব্ব সুপারিটেণ্ডেণ্ট এবং রিফিউজ সেটেলমেন্টের তত্ত্বাবধায়ক), শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন (শিরিস দিয়া), বিজয়চন্দ্র (নড়াইল), হরলাল দত্ত (ঐ), অক্ষয়কুমার ধর (হাটবাড়িয়া), কামাখ্যাপ্রসাদ রাহা বর্ম্মা (বারাসিয়া), যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা (ধোপাদহ), কালীদাস বিশ্বাস বর্ম্মা (খাসিয়াল), বিজয়কুমার বিশ্বাস বর্ম্মা (ঐ), সুধীর কুমার বিশ্বাস বর্ম্মা (ঐ), যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (ঐ), জগন্নাথ নাগ বর্ম্মা পরমেশ্বরপুর), মন্মথনাথ বসু বর্ম্মা (ঐ), সন্তোষকুমার বসু বর্ম্মা (ঐ), দেবচন্দ্র বসুবর্ম্মা (ঐ), সলিলকুমার ঘোষ (বাঘুটীয়া), চুনিলাল বসু কালীয়ারা), মাণিকলাল বসু (ঐ), শ্যামাচরণ আদিত্য (ঐ), ভূপেন্দ্র বসু (চাঁচুড়িয়া), হীরালাল মিত্র বর্ম্মা (শ্রীরাজকাঠী), রাখালচন্দ্র দেব বর্ম্মা (ঐ), তারকনাথ দেব বর্ম্মা (শ্রীরামপুর), বসন্তকুমার সরকার দেব বর্ম্মা (ঐ), গোপালচন্দ্র মিত্র (কলোরা), অবিনাশচন্দ্র রাহাবর্ম্মা (সালিখা), ধীরকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমরেন্দ্রচন্দ্র সেন, রাখালদাস মিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র,

খুলনা

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি-এ, এফ-এস-এস (পাইকপাড়া), শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসু বর্ম্মা (অলকা), কালীদাস বসুবর্ম্মা (নন্দনপুর),

বরিশাল

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা (কুন্দিহার), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় (কাশীপুর),

ঢাকা

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু (খলসী), সতীশচন্দ্র বসু (রাজানগর), রাজেন্দ্রলাল ঘোষ (বহর), কুমুদবন্ধু ঘোষ (মাণিকগঞ্জ), শিশিরকুমার রায় চৌধুরী বি-এ,

ময়মনসিংহ

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নারায়ণ গুহ (টাঙ্গাইল), যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা (চামারী,

নোয়াখালী

শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় চৌধুরী,

ত্রিপুরা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি (ভেলানগর), ক্ষিতীশচন্দ্র বর্ম্মা চৌধুরী (চাঁদপুর), যতীন্দ্রমোহন বসু (ঐ),

চট্টগ্রাম

শ্রীযুক্ত হরিকৃপা বর্ম্মা রায় চৌধুরী (কধুরখিল), গণেশচন্দ্র চৌধুরী (পটীয়া), নীরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, প্রতাপচন্দ্র দেব, মনসাকুমার দেব,

শ্রীহট্ট

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীরাধারঞ্জন চৌধুরী,

শিলচর

ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস ডি-এস্-সি এম-ডি, (শ্রীহট্ট)

সভার প্রথম দিনের কার্য্য-বিবরণ।

২৯শে আষাঢ় রবিবার বেলা দুই ঘটিকার সময় রাজবাটীর দ্বিতল মর্ম্মর-মণ্ডিত সুসজ্জিত হলগৃহে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভার এই বৎসরের সভাপতি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি, শব্দরত্নাকর, তত্ত্ব-চিন্তামণি (এম-আর-এ-এস) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যশোহর, চাঁচুড়িয়া-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সুমধুরকণ্ঠে একটী প্রার্থনা-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। পরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী-চরণ তর্কতীর্থ মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সভার মঙ্গলাচরণ পঠেন।

(মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের কথিত শ্লোক)

দেবি ত্বং কুপিতা ত্বমেব কুপিতা কোঽন্যঃ প্রথিব্যা গুরুঃ
মাতা ত্বং জগতাং ত্বমেব জগতাং মাতা নবিজ্ঞোপরঃ।
দেবি ত্বং পরিহাসকেলিকলহেঽনন্তা ত্বমেবেত্যথ
জ্ঞাতানন্দপদোনমঙ্গলধিজাং সৌরিশ্চিরং পাতু বঃ॥

ন ক্রোধঃ ক্রিয়তাং প্রিয়ে স তু ভবন্মৌলিস্থ গঙ্গোদরে
মুগ্ধে মানসপূজিতং ত্যজকৃতং যুষ্মন্নিয়োগদ্বয়ং।
বক্রেশ্লেষমমুং নিরাকুরু কদাশ্লিষ্টোঽসি বক্রো ময়া
বামাঙ্গ্যেতি ক্রতোত্তর স্মরহর স্মেরাননঃ পাতুবঃ॥

চিরং স্বজাত্যুন্নয়নৈকনিষ্ঠং, সুখ্যাতিনিন্দাকুলতাবিহীনম্।
তচ্চিন্তয়াকুগ্নমিবেতি মন্যে, পায়ান্নগেন্দ্রং শিববৈদ্যনাথঃ॥

অতঃপর সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, যাঁহারা সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া তারযোগে ও পত্রের দ্বারায় সভার কার্য্যের সহিত বিশেষ সহানুভূতি জানাইয়াছেন এবং অনিবার্য্য কারণে অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম পত্রের মর্ম্মসহ পাঠ করিলেন,—

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী, নিমতিতা। কুমার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ-চন্দ্র রায়বর্ম্মা বাহাদুর, তাড়াশ। রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা, দিনাজপুর। শ্রীযুক্ত ...কৃষ্ণ বর্ম্মা দেব বিশ্বাস বি-এল, বেনারেশসিটী। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম-এ, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী, বহরমপুর। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বর্ম্মা মজুমদার, জগতাই। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার, পাবনা। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষবর্ম্মা রায়চৌধুরী, ইদিলপুর, ফরিদপুর। শ্রীযুক্ত গোপাল-হরি ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী, মান্‌সা-খুলনা। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সিংহবর্ম্মা, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা বি-এল, মুন্সীপাড়া, দিনাজপুর। শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুহবর্ম্মা, আটারিখাট টি ষ্টেট, দরং-(আসাম)। শ্রীযুক্ত ইন্দভষণ সরকার বি-এ, গোপালপুর, ফরিদপুর। শ্রীযুক্ত রসিকলাল

দেব বর্ম্মা, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা, হাটগ্রাম। শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দেব জোয়ারদার, হরিপুর বড়তরফ, দিনাজপুর। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কান্ত বসু মজুমদার এম-এ-বি-এল, কুচবিহার। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন নাগ বি-এ, সূর্য্যপুর কাছারী, রাজসাহী। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ পাল বর্ম্মা, আখিরা, শান্তাহার। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন গুহ বর্ম্মা সরকার, বহরমপুর। শ্রীযুক্ত নূতনচন্দ্র দেব বর্ম্মা চৌধুরী, চট্টগ্রাম। ডাঃ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা, বরাহি-(আসাম)। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কাশীপুর, বরিশাল। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা, বরংঙ্গাইল, ঢাকা। শ্রীযুক্ত যদুনাথ দত্ত বর্ম্মা, গৌরচর, ফরিদপুর।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিতান্ত অসুস্থ শরীরেও তাঁহার বহু গবেষণা-পূর্ণ সুদীর্ঘ অভিভাষণের প্রথম ও শেষাংশ পাঠ করেন, বাকী অংশ তাঁহার একাদশবর্ষীয় পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথ বসু কর্ত্তৃক পঠিত হয়। (উক্ত 'নিবেদন' কায়স্থ-পত্রিকার আষাঢ়-সংখ্যায় দ্রষ্টব্য) পরে সভার সম্পাদক সুকবি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার স্বরচিত নিম্নোক্ত 'স্বাগতম্' কবিতাটী পাঠ করিয়া সমাগত স্বজাতি-বৃন্দকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

স্বাগতম্

'পদ্ম-পুরাণে'র 'রেণুকা মাহাত্ম্যে'
যে জাতির কথা করেছে গান।
'গারুড়ে' প্রখ্যাত চিত্রগুপ্ত-সুত,
লহ পূজা-অর্ঘ, লহ গো মান ॥১
'স্কন্দ-পুরাণে'র 'সহ্যাদ্রিখণ্ডে'
যে জাতির কথা দেদীপ্যমান।
এস গো কায়স্থ, ক্ষত্রিয়-মনীষী,
আবার জাগাও ভারত-প্রাণ ॥২
'গাগা ভট্ট' সুধী প্রতিষ্ঠা প্রদানি,'
এ-যুগে যাঁ'দের গাহিল যশঃ।
'কায়স্থ-ক্ষত্রিয় সমাজের বাহু,
লেখনী ও অস্ত্রে সমাজ বশ ॥৩

'কলিতে বর্ণের আদি ও অন্ত'—
এ কথা সাজে না সমাজ-কাছে।
কীর্ত্তি-বিমণ্ডিত রাজ-পুতানায়
বীর বংশধর এখন (ও) আছে ॥৪
সে দিন (ও) বঙ্গের কায়স্থ ভূঁইয়া
রেখেছে বঙ্গের অমিত শৌর্য্য।
প্রতাপ, কেদার, চাঁদ, সীতারাম
সেদিন (ও) দেখা'ল অমিত বীর্য্য ॥৫
বঙ্গে' আদিশূর ব্রাহ্মণ-কায়স্থ
সমাজ গড়িয়া পাইল খ্যাতি।
রাজা শ্যাম-বর্ম্ম বাসদান করি'
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে করিল স্থিতি ॥৬
নীতি, সদাচার, দান, ধর্ম্ম-নিষ্ঠা
কায়স্থ-কুলের গৌরব গায়।
তেজ, শৌর্য্য, বীর্য্য এখন (ও) অক্ষুণ্ণ,
কালের মাহাত্ম্যে প্রচ্ছন্ন হায় ॥৭
যুগ-যুগান্তের ভারতেতিহাসে
যে কোন অধ্যায় দেখিবে তুমি।
কায়স্থের কীর্ত্তি স্বর্ণ-অক্ষরে
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় র'য়েছে চুমি' ॥৮
আজি এ ভারত যুগ-সমস্যায়
আন্দোলিত চিত, সংশয়-পর।
মিলিত রাজন্য ক্ষত্র-বংশধর
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা কর ॥৯

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত ১৩৩০।৩১ সালের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন (ক, পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। এই কার্য্যবিবরণ (উঃ) শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, (দঃ) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, (বঃ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা,

(বাঃ) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় এম-এ-বি-এল, মহাশয়গণ কর্তৃক প্রস্তাবিত, অনুমোদিত ও সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নূতন সভ্য নির্ব্বাচন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে আহ্বান করেন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে উঠিয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি কায়স্থ-সভার জীবনী আলোচনা করিয়া এই সভার আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করেন, এবং প্রত্যেক কায়স্থ সন্তানকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়া সভার সংহতিশক্তি ও জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করেন। সভাস্থলে অনেকগুলি সাধারণ সভ্য মনোনীত হন (তাঁহাদের নাম ধাম (খ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। বেলিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা মহাশয় ও যশোহরের খাসিয়াল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয় সভার আজীবন সভ্যরূপে মনোনীত হইলেন; উভয়েই সভার ভাণ্ডারে ১০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

তৎপরে পরবর্ত্তী দিবসের আলোচ্য প্রস্তাব সমূহের খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস, মহাশয়ের প্রস্তাবে, উপস্থিত সমস্ত সভ্যগণকে লইয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠিত হইয়া কার্য্য-সূচী নির্দ্ধারিত হইল। অতঃপর অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিনের কার্য্য-বিবরণ।

৩০শে আষাঢ় সোমবা[illegible] ১ ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি [illegible] অত্যন্ত অসুস্থতা নিবন্ধন অদ্যকার সভায় যোগদান করিতে না পারায়, ভূতপূর্ব্ব সহযোগী সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা আই-সি-এস, সি-আই-ই (কমিশনার প্রেসীডেন্সী বিভাগ) মহোদয় প্রথমে সভাপতিরূপে সভার কার্য্য পরিচালনা করেন, পরে সভার অন্যতম সদস্য দিনাজপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ জগদীশনাথ ঘোষ বর্ম্ম রায় বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

সভার প্রারম্ভে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন (দিনাজপুর রাজ পণ্ডিত) মহাশয় শ্রীভগবানের স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক সভার মঙ্গল প্রার্থনা করেন। তৎপরে প্রস্তাব সমূহের আলোচনা আরম্ভ হয়।

১ম প্রস্তাব—সভ্য নির্ব্বাচন। ইহা পরে আনিবার জন্য স্থগিত রাখা হয়।

২য় প্রস্তাব—কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়-উপনয়ন-সংস্কার, স্ত্রী ও পুরুষের নামে "দেবী" ও "বর্ম্মা" উপাধি ব্যবহার, ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পাদন প্রভৃতি সকল দ্বিজোচিত আচার-অনুষ্ঠান অতি শীঘ্র প্রতিপালন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন (নবদ্বীপ),

অনুমোদক—পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ বর্ম্মা বি-এ, (রাঁচী),

" " সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন,

" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি (ত্রিপুরা),

সমর্থক " যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম-এ, বি-এল (কৃষ্ণনগর).

প্রস্তাবক পূজনীয় স্মৃতিরত্ন মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় সুদীর্ঘ একটী বক্তৃতা দ্বারা কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই,—এই মহতী কায়স্থজাতি ভারতের সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর বলিয়া সুপরিচিত এবং সকল দেশেই চিরসম্মানিত। বেদের আরণ্যক উপনিষদে যমকে ক্ষত্রিয় নির্দ্দেশ করিতেছেন,—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকম্ সন্নব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমপত্যমসৃজৎ ক্ষাত্রং। [illegible] দেবত্রানীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জ[illegible] মৃত্যুরীশান ইতি॥ তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং না[illegible] অর্থাৎ—প্রথমে একমাত্র ব্রহ্মা ছিলেন, তিনি একাকী ক্ষত্রাদি পরিপালয়িতার অভাবে সৃষ্টিকার্য্য-করণে অসমর্থ হইলেন। সুতরাং শ্রেয়োরূপ ক্ষত্রিয় সন্তান সৃষ্টি করেন; ইঁহারা দেবক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন, যথা—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান। সুতরাং এই ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ আর নাই। মনুষ্য-সমাজে যেরূপ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ দেব-সমাজে দেব-ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা লোকপালক ও তজ্জন্য লোকশ্রেষ্ঠ। তাই মহাভারতেও শান্তি পর্ব্বের ৬৪ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই—

"সর্ব্ব ধর্ম্ম পরং ক্ষাত্রং লোক শ্রেষ্ঠং সনাতনম্।

শাশ্বদক্ষর পর্য্যন্তমক্ষর সর্ব্বতোমুখম্॥"

লোক শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় জাতি এবং ক্ষাত্র ধর্ম্ম সনাতন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উহা শাশ্বত, অক্ষর ও সর্ব্বতোমুখী।

ধর্ম্মরাজ যম একজন দেব-ক্ষত্রিয়, তাঁহার সহজন্মা ও সহযোগী চিত্রগুপ্ত-দেবও দেব-ক্ষত্রিয়। কারণ আমরা গরুড় পুরাণে দেখিতে পাই,—"ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ।" অর্থাৎ তাহার পর (ব্রহ্মা) ধর্ম্মরাজকে চিত্রগুপ্তসহ সৃষ্টি করিলেন। চিত্রগুপ্তদেব চতুর্দ্দশ যমের অন্যতম। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের দ্বারা যম ও মৃত্যু ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন, তবে কি অন্য দ্বাদশজন যম ক্ষত্রিয় নহেন? এখানে যম ও মৃত্যু দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে ১৪শ যমের মধ্যে ঐ দুইজন যমই ক্ষত্রিয়। কিন্তু তাহা নহে। যম ব... ১৪জন যম, আর মৃত্যু বলিতে মৃত্যুর অভিমানি... ।

আমি য... ...চোল করি, তৎকালে এই মহানগরীতে পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গীয় খেলাতচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীর বিচারসভাতেও সিদ্ধান্ত হয়—কায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতি। সংস্কার বশতঃ কায়স্থজাতি সম্বন্ধে আমার ভিন্নরূপ ধারণাছিল; সেই সময় আমি পরমারাধ্য মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চানন পিতৃব্য মহাশয়কে কায়স্থ কোন বর্ণের অন্তর্গত জিজ্ঞাসা করায়, প্রশ্নও উত্তর প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট হইতে অনেক তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলাম, এবং তৎফলে আমার পূর্ব্ব সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি ভারতীয় কায়স্থ-জাতিকে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত এবং উপনয়ন সংস্কার অভাবে আচার হীনতার জন্য ব্রাত্য-স্বীকার করেন। খুল্লতাত মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব-মূলক, শাস্ত্রীয় বহু প্রমাণ উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে উপরোক্ত প্রমাণাদি তিনিই আমাকে দেখাইয়াছিলেন। * * * বৌদ্ধাধিকারে বৌদ্ধ (ও পরে তান্ত্রিক) ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, যদিও কায়স্থ-জাতি যজ্ঞ-সূত্র এবং গায়ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও আমি বঙ্গের চারি-শ্রেণী কায়স্থের মধ্যে এখনও দ্বিজত্বের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি। ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রাদ্ধে যে অন্নের পিণ্ড দিবার রীতি ছিল, তাহা অদ্যাপিও বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজে শ্রাদ্ধের দিবসে শ্রাদ্ধ অন্তে সরায় ভাত দেওয়ার রীতি দেখিলেই বেশ উপলব্ধি হয়। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে 'বীর মুষ্টি'র প্রথা—অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে বরের হাতের এক মুষ্টি কড়ি কন্যার পিত্রালয়ে পাঠান হয়। বরের হাতের ঐ কড়ি না দেখাইলে বিবাহ স্থির হয় না, ইহা হইতে বরের হস্তের পাঞ্জা কত বড় তাহাই অবগত হওয়া সূচিত হইতেছে। এই সমাজে শীতলাষষ্ঠী পূজা

...দিগের স্বহস্তে প্রস্তুত পর্য্যুসিত অন্ন (পান্তাভাত) ও ব্যঞ্জনাদি অবাধে ...ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইয়া আসিতেছে। দ্বিজাতি-...র পক্কান্নই দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উত্তর রাঢ়ীয় ...র মধ্যে এবং বারেন্দ্র ও বঙ্গজ সমাজের কোন কোন স্থলে অদ্যাপিও ... ...পিণ্ড অন্নের দ্বারা দেওয়া হইয়া থাকে। ... দ্বিজাতিত্ব জ্ঞাপক ... এখনও কায়স্থ-জা... প্রচ্ছন্নভাবে এমন অনেক আচার আছে, ...লোচনা করিলে তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব ও দ্বিজত্ব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান ...। পূর্ব্ব-বঙ্গে অনেক নমঃশূদ্র খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার ...নাই। এখনও লক্ষ্মীপূজার দিনে গৃহে আলপনা দেওয়া ছাড়ে নাই, ...পূজায় রম্ভা-দুগ্ধ এবং বারোয়ারী কালী পূজায় ও শীতলা দেবীর নিকট ...র ভোগ দিয়া থাকে। সেই প্রকার অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে ...স্থ-সমাজে দ্বিজোচিত অনেক সংস্কার প্রচ্ছন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে। ...গুপ্ত-বংশধর এই কায়স্থজাতি চিরদিনই ক্ষত্রিয়, * * * * *

উত্তর রাঢ়ীয় সমাজের সোম ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধ যে ত্রয়োদশ দিবসে ...পন্ন হইয়াছে তাহা উক্ত সমাজের ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বের জীর্ণ কুল-পঞ্জিকা ...খিতে দেখিতে পাইয়াছি। দুঃখের বিষয় অনেককেই বলিতে শুনিতে পাই—"বামুনেরাই পৈতা ফেলিতেছে—আমাদের পৈতার আবশ্যকটা কি? সন্ধ্যা-বন্দনাদি যাহারা করিতে পারিবে, তাহারাই পৈতা লইবে।" ...স্থলে আমার বক্তব্য এই—ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম যাঁহারা প্রতিপালন করিতে না পারেন, তাঁহারা ত পুত্রকে পৈতা দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না? তিনি ...বামুন তাহা প্রমাণ করিতেই তো পৈতা দেন। কৈ.সে সময়ে ত "চেনা বামুনের পৈতার দরকার কি?" একথা মনে করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না? আমি বলি, সংসারের সকল কাজ করিতে পারিলে পরমার্থ ...র্য্য কেনইবা করিতে পারিবেন না,—তাহা বুঝি না। সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম-কর্ম্ম করিতে না পারিলেও জাতীয়তার হিসাবে পৈতা-গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। * * * আপনাদের সকলেরই উপনয়ন গ্রহণ করা উচিত। আর এক কথা,—আপনারা ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত; অতএব সকলের পৈতা না থাকিলেও 'দেববর্ম্মা' ও মা-লক্ষ্মীদের নামান্তে 'দেবী' শব্দ প্রয়োগ করিতে কখনও ভুলিবেন না, এবং অবশ্য অবশ্য দ্বাদশাহে অশৌচ পরিহার করিয়া

ত্রয়োদশ দিবসে দ্বিজোচিত অন্নের পিণ্ডাদি সহ শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াদি সম্পাদন করুন। আপনাদিগকে অতি সত্বর ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইতে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আপনারা ক্ষত্রিয়, কেন আপনাদের হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য এত দিনেও দূরীভূত হইতেছে না! আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর এই সৎকার্য্যে অগ্রসর হউন। কলিকাতা আমাদের বাঙ্গলার রাজধানী (শ্রেষ্ঠ স্থান), অতএব সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠ কার্য্যে অগ্রণী আপনারা এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া শ্রীভগবানের বাণী কার্য্যে পরিণত করুন,—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ !
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তৃতা শেষে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় কায়স্থ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অযোধ্যাপ্রসাদ জী হিন্দী ভাষায় বর্ণ, ধর্ম্ম ও কায়স্থগণের অবশ্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী একটী বক্তৃতায় সভ্যগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন।

তৎপরে 'মানব-তত্ত্ব' ও 'বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা তত্ত্বনিধি মহাশয়, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন এবং কৃষ্ণনগরের উকিল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম্-এ-বি-এল মহাশয় কর্ত্তৃক উপরোক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত ও সমর্থিত হইবার পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

৩য় প্রস্তাব—চারি সমাজের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ ও মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ প্রচলন অনুমোদন করিয়া সভ্যমণ্ডলীকে এতদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম্-এ, বি-এল,
অনুমোদক— „ অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি-এল,

অমৃত বাবুর বক্তৃতার সারাংশ

"আন্তর্গণিক বিবাহ কায়স্থ-সভার উপদেশে অনেকেই সমর্থন করিতেছেন। মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পুরন্দর খাঁর কুল বন্ধনের পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। তখন কৌলীন্য কন্যাগত ছিল। মৌলিকে কোন কুলীন কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিতেননা। পুরন্দর খাঁর পর মৌলিকে কুলীনে বিবাহ প্রচলন হয়, কিন্তু মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ নিরুদ্ধ বলিয়া

...রা ছিলনা। আমার পিতামহদেবের পিশি ঠাকুরাণীর বিবাহ রাজা ... বাহাদুরের সহিত সম্পন্ন হয় (তাঁহার গর্ভেই রাজা রাজকৃষ্ণ) তৎপূর্ব্বে ...রা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মৌলিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমাদের ...পুরুষ বিনা দ্বিধায় মৌলিকে কন্যা সম্প্রদান করেন। এখনও পশ্চিমে-...শে হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় অনেক স্থানে মৌলিকে মৌলিকে ...বাহ প্রচলন আছে। * * * * * স্বনামধন্য ...রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, মহারাজ কুমার নীলকৃষ্ণ মৌলিক হইয়াও ...লিকের কন্যার পাণিপীড়ন করেন। শোভাবাজারের রাজারা গোষ্ঠীপতি, ...শা করি শোভাবাজারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ ...চলন করিতে আর কেহই দ্বিধা বোধ করিবেন না।"

সমর্থক—কুমার শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেববর্ম্মা এম-এ,

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪র্থ প্রস্তাব—সমাজ-সর্ব্বনাশ কর পণ-প্রথার উচ্ছেদ কল্পে এবং বিবাহাদি ...জিক ক্রিয়ায় অযথা ব্যয়বাহুল্য নিবারণ করিয়া কায়স্থ-জাতিকে ধ্বংস মুখ ...তে রক্ষা করিবার জন্য কায়স্থ মাত্রকেই সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত,
অনুমোদক— „ মণীন্দ্রমোহন বর্ম্ম-মজুমদার,
„ „ নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা এম-এ, বি-এল, (পাটনা)
সমর্থক— „ অযোধ্যাপ্রসাদ বর্ম্মা (অঃ) বি-এ, (রাঁচী)
„ রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম-এ, বি-এল,

এই প্রস্তাবের অনুমোদক শ্রীযুক্ত নরেশবাবু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—

"আজই রাত্রে আমাদের সভার পরম-হিতৈষী ঋষি-প্রতীম শ্রীযুক্ত ...প্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা মহাশয় তাঁহার একমাত্র সুশিক্ষিত পুত্রের বিনাপণে বিবাহ দিতেছেন। এই বিবাহে তিনি কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। লোকে ...ন পর্য্যন্ত এইপ্রকার সদ্‌দৃষ্টান্ত না দেখাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শুধু বক্তৃতায় ...ফল হইবে না। * * * * * * * *

৫ম প্রস্তাব—কায়স্থ-সভার স্থায়িত্ব, দরিদ্র কায়স্থ বালক-বালিকাগণের ...শিক্ষার এবং সহায়হীনা কায়স্থ-বিধবাদিগের যথাসাধ্য সাহায্যের ব্যবস্থা ...করিবার জন্য এবং আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, শাস্ত্র-গ্রন্থ ও

কায়স্থজাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক সংরক্ষণ, সভার কার্য্যালয়ের নিয়মিত কার্য্য ও অধিবেশন প্রভৃতি নির্ব্বাহার্থ কলিকাতার কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-মন্দির ও সভা-ভবন নির্ম্মাণের জন্য "চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার" স্থাপিত আছে। তদ্‌ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য দান করিতে সভা সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। বিশেষতঃ বিবাহাদি সামাজিক-উৎসব উপলক্ষে এই ভাণ্ডারে প্রত্যেক কায়স্থকে অবস্থানুরূপ সাহায্য দান করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন,

অনুমোদক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত

গণপতি বাবু বলেন,—

"আপনারা সকলেই জানেন যে—আমাদের সভার নিজস্ব বাড়ী নাই। নানা প্রকার অন্তরায় জন্য আমরা এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য এতদিনেও [illegible] করিয়া উঠিতে পারি নাই ইহা আমাদের অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। এবার যাঁহারা কর্ম্মচারী হইবেন তাঁহাদের লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে এবং তাঁহাদের চেষ্টায় এবার এ কার্য্য হইবার আশা আছে। * * * * * * * কায়স্থ মাত্রেরই এ বিষয় কৃপাদৃষ্টি ও সাহায্য করা আবশ্যক। আমরা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবেরবংশধর, আমাদের সেই আদিপিতার পূজা করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি মনে করি—শ্রীশ্রী৺নারায়ণ সেবা দ্বারা আমাদের মনে যে প্রকার তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে কায়স্থ-পিতার পূজাতেও কায়স্থ-সন্তানের তাদৃশ আনন্দ হইবারই কথা। কিন্তু তাহা বহুদিন হইতে প্রচলিত না থাকায় আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই এই অধঃপতন। * * * কায়স্থজাতির অস্তিত্ব নির্ভর কচ্ছে শিক্ষার উপর। * * আমরা যদি আমাদের বালক বালিকাদিগকে সংশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে পারি, তবে আমাদের মান সম্ভ্রম চির অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শিক্ষা প্রচারের দ্বারা দরিদ্রতা মোচন করিতে পারিলে,—বিশেষতঃ সহায়হীনা বিধবা স্বজাতীয়া রমণীদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা না করিতে পারিলে এ জাতির মঙ্গল নাই। * * এই প্রস্তাবানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিতে প্রচুর অর্থের [illegible] কারণ সভার সৃষ্টির সঙ্গেই আজ বাইশবর্ষ হইল "শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ ভাণ্ডারে এখনও আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হইতেছে না। আমি স্বজাতি মহোদয়গণের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি—তাঁহারা নিজ জাতির গৌরব রক্ষার জন্য সাধ্যানুসারে উক্ত ভাণ্ডারে সাহায্য প্রদান করিতে আর কোন বিলম্ব না করেন।"

সর্ব্বসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—নানাবিধ উচ্চশিক্ষা (সংস্কৃত ভাষানিবদ্ধ শিক্ষাদি সহ) শিল্প কলা-বিদ্যা, এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তার, এবং শিক্ষা ও বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে সমুদ্র-যাত্রার সমর্থন করিয়া কায়স্থ মাত্রকেই অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস্‌

অনুমোদক— „ বিমানবিহারী বর্ম্মা মজুমদার ভাগবতরত্ন, এম-এ,

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন যে—

"ঐ প্রস্তাবে দুইটী উদ্দেশ্য নিবদ্ধ আছে—

১ম—শিক্ষার বিস্তার।

২য়—শিক্ষা ও বিষয় কর্ম্মের উপলক্ষে সমুদ্রযাত্রা।

শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে কোনও মতভেদ হইতে পারে না। মনু বলিয়াছেন, -বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ চর্ম্ম-নির্ম্মিত হস্তীর ন্যায়। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের নিম্নেই যখন কায়স্থের স্থান, তখন এই উপমা তাঁহাদের সঙ্গেও প্রয়োজ্য। কায়স্থমাত্রেরই সংস্কৃত ভাষা নিবদ্ধ গ্রন্থাদির আলোচনা করা উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত স্থানভ্রষ্ট হইতেছে, এসময়ে যাহাতে সংস্কৃত-শিক্ষা কায়স্থের মধ্যে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। হিন্দুর অগাধ শাস্ত্র-সমুদ্রে যে সকল অমূল্যরত্ন নিহিত রহিয়াছে, সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত না করিলে আমরা সেই সকল রত্নের সন্ধান পাইব না।

সমুদ্রযাত্রা লইয়া পূর্ব্বে বহু বাতবিতণ্ডা হইয়াছিল। ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে যাঁহারা সমুদ্রযাত্রা করিতেন, সমাজ হইতে তাঁহারা বিতাড়িত হইতেন। অন্য সমাজে যাহা হউক—এখন আমাদের কায়স্থ-সমাজে সে ভাব তিরোহিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনেক উদ্ধৃত হইতে পারে, এবং অনেকে উদ্ধৃতও করিয়াছেন। অতএব পিষ্টপেশন না করিয়া কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিব। আমরা দেখিতে পাই এক সময়ে বাঙ্গালীর নৌবাহিনী প্রশান্ত মহা-

সাগরে ইচ্ছাসুখে ভ্রমণ করিত। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কথা বোধ হয় সকলেরই স্মরণ আছে,—

"একদা যাহার বিজয় বাহিনী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।
সন্তান যাঁহার তিব্বত-চীন-জাপানে রচিল উপনিবেশ,
তুই না মা গো তাদের জননী তুই না মা গো তাদের দেশ।"

বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয় ঐতিহাসিক ঘটনা। বাঙ্গালী রাজার তন পুত্র বিজয়সিংহ জন কয়েক সহচর লইয়া সমুদ্র-পথে যাইয়া লঙ্কা জয় করি ছিলেন। অবশ্য তিব্বত ও চীনে বাঙ্গালী স্থলপথে গিয়াছিলেন, কিন্তু জাপানে জাপানী ভাষার মধ্যে বাঙ্গলা ভাষা দৃষ্ট হয়। জাপানে বঙ্গীয় শিল্পীর অনুক প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যবদ্বীপের প্রস্তর-শিল্পের মধ্যে বাঙ্গালী-শি ধীমানের প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। অতএব এ কথা সাহস করি বলা যায় যে, বাঙ্গালী একদিন সমুদ্র-পথে যাত্রা করিয়া প্রাচ্য-ভূখণ্ড আলো করিয়াছিল। আমরা বাঙ্গালী সেই গৌরবের যুগ আবার ফিরাইয়া আ চাই, এবং তাহারই সাহায্য-কল্পে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা সমুদ্র যাত্রার স করিতেছেন।

৭ম প্রস্তাব—এই সভা প্রত্যেক কায়স্থ-পরিবারকে দেশের এই অন্নসম দিনে চরকা প্রচলনের ও খাঁটী খদ্দর ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, শ্রীকণ্ঠ।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা,

এই প্রস্তাবটী উত্থাপিত করিয়া রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহা তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয়-নম্র ভাষায় কয়েকটী মর্ম্মস্পর্শী কথা বলিয়া ছিলেন।

৮ম প্রস্তাব—এই সভা কায়স্থ-সমাজ যাহাতে কৃষি, শিল্প ও বাণি দিকে বিশেষ মনোযোগী হন এবং সংসারিক সকলপ্রকার ব্যয় হ্রাসে প্র অগ্রসর হন তজ্জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম-এ, বি-এল,

অনুমোদক—ডাঃ যামিনীরঞ্জন বর্ম্মা মজুমদার (কৃষিতত্ত্ববিদ)

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

এইসময় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বেদান্তচিন্তামণি মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া নিম্নলিখিত ৯ম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

৯ম প্রস্তাব—এই সভা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত ডাঃ গৌরের সম্মতি-কালের বয়োবৃদ্ধিবিষয়ক বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। সভার মতে বর্ত্তমানেগঠিত ব্যবস্থাপক সভা হিন্দুধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার অধিকারী নহেন। এবং ইহার অনুলিপি তীয় গভর্ণর-জেনারেল ও ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মহোদয়ের নিকট। হউক।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বেদান্ত-চিন্তামণি মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন উদ্দীপনাময়ী ভাষায় কয়েকটী মর্ম্মস্পর্শী কথা বলিয়াছিলেন, পরে টী দুইজন ব্যতীত সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১০ম প্রস্তাব—এই সভা কায়স্থ-সমাজের সকল হিতকর কার্য্যে সাহায্য বার জন্য সকল কায়স্থ-কেন্দ্রে স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের আবশ্যকতা করিয়া—উহা কার্য্যে পরিণত করিবারজন্য অনুরোধ করিতেছেন প্রচার-সমিতির দ্বারা উপযুক্ত প্রচারকগণ নিযুক্ত ও নির্ব্বাচিত করিয়া সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আন্দোলন আবশ্যক। বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ তেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী,

অনুমোদক— „ সতীশচন্দ্র ঘোষ, (সরিষা, যশোহর)।

এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (প্রচারক) মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জলদ গম্ভীর স্বরে প্রায় ঘণ্টাকাল সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা সমবেত সভ্যগণের চিত্ত রঞ্জন এবং প্রচারকার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সভার প্রচার কার্য্য নিম্নলিখিত স্বজাতি হিতৈষী মহোদয়গণ বার্ষিক নিম্নোক্তরূপে সাহায্য প্রতিশ্রুত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা আই-সি-এস, সি-আই-ই, ... ৫০৲
রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ-বি-এল, (টাকী) ... ৫০৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় এম-এ-বি-এল, (কৃষ্ণনগর) ৫০৲

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক এম-এস্‌-সি, ... ৫০৲
শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত, "লক্ষ্মীনিবাস" কলিকাতা ... ... ৫০৲
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বর্ম্মা, খাশিয়াল, যশোহর, ... ৫০৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, বেলিয়াঘাটা, ... ৫০৲
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এম-এ-বি-এল, পাটনা,... ... ২৫৲

১১শ প্রস্তাব—১৩৩১ সালের অনুমানিক আয় ব্যয় বিবরণ (বাজেট) মঞ্জুর করা হউক। (ক) পরিশিষ্টের তালিকা দ্রষ্টব্য

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা আই-সি-এস্‌,
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১২শ প্রস্তাব—নিম্নোক্তরূপে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ত্রয়োবিংশ বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা আই-সি- এস, সি-আই-ই,

সভাপতি

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ ঘোষবর্ম্মা রায় বাহাদুর,

সহ-সভাপতি

(উ) কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা, প্রাজ্ঞ, এম-এ, (দিনাজপুর)।

(দ) ,, সুরেন্দ্র নাথ সরকার বর্ম্মা, (বেলেঘাটা)।

(ব) রায় ,, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিরত্ন (টাকী)।

(বা) ,, মহেন্দ্র নারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী, (নিমতিতা)।

সদস্য

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্ত-বারিধি, শব্দ-রত্নাকর, তত্ত্ব-চিন্তামণি এম-আর-এ-এস্‌

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল,
,, বিষ্ণু চরণ সেন বর্ম্মা, (বহরমপুর)।

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা বি-এ, আই-সি-এস, সি-আই-ই, (কলিকাতা)
,, কিরণচন্দ্র দত্ত ("লক্ষ্মীনিবাস", বাগবাজার, কলিকাতা)

পত্রিকা-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন, (বেলেঘাটা)

ধনরক্ষক

রায় শ্রীযুক্ত কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, (টালা)।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা এম্‌-আর-এ-এস্‌, (কলিকাতা)
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্রবর্ম্মা, বি-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, (কলিকাতা)

প্রচারক

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি, (ত্রিপুরা)।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ।

(উত্তর-রাঢ়ীয়)

মহাশয়জি শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ (চাম্পানগর, ভাগলপুর), কুমার শ্রীযুক্ত [illegible]নরেন্দ্র দেব রায় মহাশয় (বাঁশবেড়িয়া, হুগলী), পূর্ণেন্দুনারায়ণ ঘোষ-[illegible] রায় বাহাদুর (দিনাজপুর), পূর্ণচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, বি-এল (গয়া), গঙ্গা-[illegible] ঘোষবর্ম্মা (কাশী), পূর্ণচন্দ্র সিংহবর্ম্মা, বি-এ (কান্দী, মুর্শিদাবাদ), [illegible]গৌরমোহন ঘোষবর্ম্মা, (পোপাড়া, মুর্শিদাবাদ), যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা, [illegible]এল, (কলিকাতা); দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা রায়, (দিনাজপুর), [illegible]সুন্দর মিত্র, এম্‌-এ-বি-এল, (দিনাজপুর), যতীন্দ্রনাথ মিত্র-বর্ম্মা, [illegible], বর্দ্ধমান), নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা, এম্‌-এ-বি-এল (পাটনা) হরচন্দ্র [illegible]বর্ম্মা (দিনাজপুর), ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি-এল (ভাগলপুর), ডাক্তার

মানদাকান্ত রায়বর্ম্মা, এম্ বি (কলিকাতা), কৃষ্ণগোপাল মিত্র, উকিল, (সিউরী, বীরভূম), সত্যকিঙ্কর রায়বর্ম্মা (বহড়ান, বৰ্দ্ধমান), শশাঙ্কভূষণ সিংহবর্ম্মা, (মোরাদপুর, পাটনা), কৃষ্ণদাস মজুমদার, বি-এল (কুকুমগ্রাম, বীরভূম)।

(দক্ষিণ-রাঢ়ীয়)

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (কলিকাতা), রায় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বসু, বি-এ (বাগবাজার), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, পি-আর-এস্, বেদান্তরত্ন (কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কুমার শ্রীযুক্ত অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা (শোভা-বাজার), সিদ্ধেশ্বর ঘোষ (পাথুরিয়াঘাটা), অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক, বি-এল (কলিকাতা), ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা (বাগবাজার), গোলাপলাল ঘোষ (অমৃতবাজার-সম্পাদক), নিবারণচন্দ্র দত্ত (অপার সার্কুলার রোড), দয়ালচন্দ্র বসু (মৃজাপুর ষ্ট্রীট), মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা (অমৃতবাজার), অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাভূষণ (কলিকাতা), নরেন্দ্রনাথ সিংহ (বেলেঘাটা), কুমার শ্রীযুক্ত প্রমোদকৃষ্ণ দেব (গ্রে ষ্ট্রীট), কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা বেদান্তচিন্তামণি (গোপীকৃষ্ণ পাল লেন), রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর (ফরিদপুর), রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর (খুলনা), উপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, বি-এল (ঐ), সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, এম্-এ-বি-এল (কলিকাতা), রায় জানকীনাথ বসুবর্ম্মা বাহাদুর (কটক), রায় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র (কলিকাতা) মন্মথ মোহন বসুবর্ম্মা, এম্-এ (ঐ), শরৎচন্দ্র বিশ্বাস-বর্ম্মা বি-এল (বসিরহাট)।

(বঙ্গজ)

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ (প্রমচাঁদ বড়ালে ষ্ট্রীট, কলিকাতা), বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা এম-এ, বি-এল (ভবানীপুর), রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল (ভবানী-পুর), কুমার শ্রীযুক্ত সৌরিন্দ্রমোহন গুহ রায় (লক্ষ্মীকোল, রাজবাড়ী), রাজেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি-এল (সিরাজগঞ্জ, পাবনা); গিরিশচন্দ্রবসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার (চাঁদসী, বরিশাল), তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (কাশীপুর, বরিশাল), যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী, (ইদিলপুর, ফরিদপুর), রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা বি-এল (ঢাকা), যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (জল-পাড়ী), যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা (ভাঙ্গা, ফরিদপুর), প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার (পাবনা), মনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী (ঢাকা), সুরেশচন্দ্র গুহ (মদনদী, ফরিদপুর), রসিকলাল দেববর্ম্মা (নিলখী, ফরিদপুর), তারা-[…] ঘোষ বর্ম্মা এম-এ, বিদ্যাবিনোদ (রায়পাশা, বরিশাল), কেদারনাথ [...] বর্ম্মা (দৌলতপুর, ফরিদপুর), সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা (বর্ণী, ফরিদপুর), [...]শচন্দ্র ঘোষ এম-এ (কলিকাতা), সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম-এল-সি (ভবানীপুর, কলিকাতা)।

(বারেন্দ্র)

শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী, এম-বি-ই (কাকিনা, রংপুর) [...] শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (তাড়াশ পাবনা), কুমার শ্রীযুক্ত [...]কাভূষণ রায় বাহাদুর (তাড়াশ, পাবনা), শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর [...] এম-এ, বি-এল (কৃষ্ণনগর), যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম-এ-বি-এল (কৃষ্ণনগর), বৃন্দাবনচন্দ্র রায় বর্ম্মা (পয়দা, পাবনা), যোগেন্দ্রনাথ সরকার [...] (মাদলা, বগুড়া), কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা (রাজসাহী), মাধবচন্দ্র [...]দার বর্ম্মা (দিনাজপুর), হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ (কলিকাতা), [...]চরণ রায় বর্ম্মা (পাবনা), প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি-এল (বগুড়া), [...]গোপাল মজুমদার বর্ম্মা বি-এল (কুষ্টিয়া, নদীয়া), ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্ত [...] ভৌমিক বর্ম্মা (বহরমপুর), বিজয়নাথ সরকার (কলিকাতা), যদুনাথ [...]কার এম-এ ; পি-আর এস্ (কটক), ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী বর্ম্মা (নাটোর), [...]ন্দ্রনারায়ণ রায় (ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাতা), ডাঃ সরসীলাল সরকার, এম-বি (মালদহ) বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ (নবদ্বীপ)।

১৩শ প্রস্তাব—সভায় উপস্থিত হিতৈষী ব্রাহ্মণগণ, স্বজাতি-বৃন্দ, গত [...]র্ষের সম্পাদকগণ, প্রচারকগণ, অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভাগণ, স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন—সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে, যে সমস্ত সভ্য মহোদয়গণ নিজ নিজ ভবনে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন এই সভা তাঁহাদের সকলকে বিশেষভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। বর্ত্তমান বার্ষিক অধিবেশনের স্থান দান করায় এই সভা স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পরিবারবর্গের প্রতিনিধি কুমার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ

দেব বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। সুকণ্ঠ পদাবলী-গায়ক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় সঙ্গীতাদি শুনাইয়া সভাকে আনন্দ দান করায় তাঁহাকে এই সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। শেষে সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার বৃত্তিধারী প্রচারকগণকে কলিকাতায় অবস্থানকালে বরাবর সেবাদানে পরিতৃপ্ত করায় এই সভা তাঁহাকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

১৪শ প্রস্তাব—সভাপতি মহাশকে ধন্যবাদ।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ১ম দিবসে এবং তাঁহার অসুস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিতিকালে পরবর্ত্তী দিবসে প্রথমে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস মহোদয় ও পরে মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর বহু শ্রম স্বীকার করিয়া সুচারুরূপে সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করায় শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত সভাপতিত্রয়ের ধন্যবাদ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক উহা অনুমোদিত হইয়া প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস (প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার) মহোদয় নিম্নলিখিত ১৫শ প্রস্তাবটী উপস্থিত করেন,—

১৫শ প্রস্তাব—মহামহিমান্বিত ভারত-সম্রাট, ইংলণ্ডেশ্বর এই সভার সভ্যদ্বয় শ্রীমন্মহারাজ জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্রঘোষ বর্ম্মা মৌলিক মহাশয়কে স্বকীয় স্বাক্ষরান্বিত নিয়োগপত্র (King's commission) দ্বারা ভারতীয় সৈনিক দলে দ্বিতীয় লেফ্‌নাণ্ট পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, এজন্য এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন ও সভ্যদ্বয়কে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন।

প্রস্তাবটী আনন্দের সহিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১৬শ প্রস্তাব—নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিকাংশের মতে অনুমোদিত কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস সি-আই-ই মহোদয় উপস্থাপিত করিলে বহু আলোচনান্তে অধিকাংশের মতে নিম্নলিখিতরূপে ঐ নিয়মগুলি পরিবর্ত্তিত হইল:—

বর্ত্তমান নিয়মাবলী।

নিয়ম ১। (ক) বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা নগরীতে এই সভার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সেই কার্য্যালয়ই "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র প্রধান কার্য্যালয় বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন।

(১)

নিয়ম ১। (ক) এই নিয়মের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসান হউক:—

এই কার্য্যালয় ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে কাহারও আশ্রয়ে থাকিবে না।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী।

নিয়ম ২। বঙ্গদেশীয় চারি শ্রেণীর (দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র) কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পর প্রীতি সহানুভূতি, ও সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন ও বিবাহাদির ব্যয় সংক্ষেপ করণ এবং তাঁহাদের সকলের শিক্ষাবিষয়ক, নৈতিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন।

(২)

নিয়ম ২। এই নিয়মের প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রের "বঙ্গদেশীয়……স্থাপন" কথাগুলির পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসান হউক:—

"ও ভরতীয় কায়স্থগণের একতা সাধন, কায়স্থ জাতির গৌরব রক্ষা।

(৩)

নিয়ম ২। এই নিয়মের তৃতীয় ছত্রের প্রথমে "বিবাহাদির" কথার স্থানে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসান হউক:—

"বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াদিতে"

বর্ত্তমান নিয়মাবলী।

নিয়ম ৩। (উ) শ্রেণী-চতুষ্টয়ের সাধারণ (ccmmon) আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াদি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী কর্ত্তৃত্ব সভার হস্তে থাকিবে। এই কর্ত্তৃত্ব পরিচালন ভার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক নেতার (গোষ্ঠীপতি, সমাজপতি, দলপতি প্রভৃতির) উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(ঋ) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চারি শ্রেণীর কায়স্থের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এবং দল আছে, তাহার সংখ্যা ও গঠন প্রণালী (costitution) সংগ্রহ করিয়া সভা একটী বিবরণ প্রস্তুত করিবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন।

(৪)

নিয়ম ৩। (উ) এই নিয়ম একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হউক ও ৩ (ঋ) নিয়মটী ৩ (উ) বলিয়া পরিগণিত হউক।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ৪। (অ) শ্রেণী-চতুষ্টয়ান্তর্গত যে সকল ব্যক্তি সভার উদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক সভার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অন্ততঃ বার্ষিক তিন টাকা অগ্রিম চাঁদা ও ১৲ (এক) টাকা প্রবেশিকা প্রদান করিবেন, তাঁহারা এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন ইত্যাদি।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন।

(৫)

নিয়ম ৪। (অ) নিয়মের প্রথমেই শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত যে সকল ব্যক্তি ইত্যাদি কথাগুলির স্থলে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসান হউক :—

"হিন্দুসমাজভুক্ত, প্রাপ্ত বয়স্ক (অন্যূন ১৮ বৎসর) যে কোন কায়স্থ ব্যক্তি (স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে) সভার উদ্দেশ্য···অন্ততঃ বার্ষিক চাঁদা ৪৲ (চারি) টাকা·········পারিবেন।"

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ৫। (অ) একজন সভাপতি। ইনি পর্য্যায় ক্রমে বর্ষে বর্ষে শ্রেণী চতুষ্টয় হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

নিয়ম ৫। (অ) একজন সভাপতি। ইনি......হইবেন কিন্তু শতকরা ৮০ জন সভ্যের ভোট পাইলে কোন শ্রেণীর সভাপতি পরবর্ত্তী বর্ষে পুনঃ নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী।

নিয়ম। ৫ (ই) একজন প্রধান সম্পাদক (Secretary) ও প্রয়োজন হইলে ...বা ততোধিক প্রধান সম্পাদক ও চারি শ্রেণী হইতে চারিজন সহযোগী ...oint) সম্পাদক এবং প্রয়োজন হইলে একজন বেতনভোগী সহকারী ...াদক নিয়োজিত হইবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

নিয়ম ৫। (ই) এই নিয়মের "প্রয়োজন হইলে দুই বা ততোধিক ...ান সম্পাদক ও চারি শ্রেণী হইতে এই কথাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক ...নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত হউক—

'একজন প্রধান সম্পাদক ও দুইজন সহকারী-সম্পাদক তন্মধ্যে প্রয়োজন ...লে শক্তি অনুসারে একজন বেতন-ভোগী নিযুক্ত হইতে পারে।"

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ৫। (ঈ) "কায়স্থ-পত্রিকা" সম্পাদন জন্য সম্পাদকীয়-সমিতি গঠন ...বা সভ্যগণ হইতে একজন প্রধান সম্পাদক (Editor) ও একজন সহকারী-...ম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। প্রয়োজন হইলে উভয় সম্পাদক একাধিক বর্ষ জন্য ...যুক্ত হইতে পারিবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

নিয়ম ৫। (ঈ) নিয়মের দ্বিতীয় ছত্রের শেষে "সহকারী সম্পাদক" শব্দের ...রে নিম্নলিখিত কথাগুলি হউক :—

'এবং প্রয়োজন হইলে শক্তি অনুসারে একজন বেতনভোগী সহকারী সম্পাদক।"

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ১৩। (আ) সভ্যবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা স্ত্রীলোক, তাঁহারা প্রতিনিধি ...রা সভার সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

(ই) কায়স্থ ভিন্ন অপর কেহ প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না। প্রতিনিধি-...গণ সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতির নিকট স্বীয় স্বীয় প্রতিনিধিত্বের নিদর্শন ...দিতে বাধ্য থাকিবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(১০)

নিয়ম ১৩। এই নিয়মের (আ) ও (ই) অংশের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত নিয়ম বসান হউক :—

"(আ) কোনও সভ্য সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিলে অপর কোনও পুরুষ সভ্যকে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে পারিবেন। এইরূপ প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্বের নিদর্শন সম্পাদকের নিকট প্রদান করিলে প... নিদর্শনোক্ত সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।"

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ২০। শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত, হিন্দুসমাজভুক্ত, প্রাপ্তবয়স্ক কায়স্থমাত্রই সভার সভ্য নির্ব্বাচন হইতে পারিবেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ হইবে,— কায়স্থ সভার সাধারণ বা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে তাঁহার নির্ব্বাচন, একজন সভ্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও অপর সভ্য কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তিনি সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(১১)

নিয়ম ২০। এই নিয়মের প্রথমে "শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত···পারিবেন" কথা-গুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক এবং "নির্ব্বাচনের" শব্দের পূর্ব্বে "সভ্য কথা" বসান হউক।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ২৭। সভার কর্ম্মচারীগণ এবং ২৮শ নিয়মের লিখিত নির্ব্বাচন ৮০ জন সভ্যকে লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইবে। সভার সভাপতি, সহযোগী সভাপতিগণ, সদস্য' ধনরক্ষক, সম্পাদকগণ, আয়-ব্যয়-পরীক্ষক, পত্রিকা-সম্পাদক ও সহযোগী পত্রিকা সম্পাদক এবং একজন প্রচারক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ঐ ঐ পদে যথাক্রমে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(১২)

নিয়ম ২৭। এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নলিখিত নিয়ম করা হউক :—

"(অ) নিয়ম ৫ লিখিত অবৈতনিক কর্ম্মচারীগণ আরও অন্যূন ৫০ ও ...শতের অনধিক সভ্য লইয়া, সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে। ব্যতীত প্রত্যেক শাখা-সভা প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদের একজন সভ্যকে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে পারিবেন। এরূপ প্রতিনিধি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যের সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

(আ)। কায়স্থ-জাতির প্রত্যেক শ্রেণী হইতে যথাসম্ভব সমান অংশে সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া কর্ত্তব্য।"

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ২৮। (অ) যথাসম্ভব দক্ষিণরাঢ়ী ২০ জন, বঙ্গজ ২০, উত্তররাঢ়ী ২০ জন ও বারেন্দ্র ২০ জন সভার বার্ষিক অধিবেশনে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন কালে মফঃস্বল হইতে অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন, এরূপ উপযুক্ত সংখ্যক সভ্য যাহাতে পাওয়া যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু সমিতি বিশেষ প্রয়োজন বোধকরিলে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(১৩)

নিয়ম ২৮। এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নলিখিত নিয়ম করা হউক :—

(অ)। একবৎসরের অধিক চাঁদা বাকী থাকিলে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যের এবং কর্ম্মচারীর নির্ব্বাচন অগ্রাহ্য হইবে।

(আ)। সভার উদ্দেশ্যের বিরোধী কেহ কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন না।

(ই)। কর্ম্মচারী এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে যথাসম্ভব-সংখ্যক উপবীতী হইবে।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ২৯। সভার সাধারণ অধিবেশনে শ্রেণী-চতুষ্টয়ান্তর্গত কোন শ্রেণীর উপস্থিত সভ্যবর্গ, যদি একমত হইয়া অথবা অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের মতানুসারে, তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ কোন সভ্যকে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে অপর শ্রেণীর সভ্যবর্গের তাহাতে আপত্তি করিবার অধিকার থাকিবে না।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(১৪)

নিয়ম ২৯। এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

"(অ) ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে সম্পাদক মহাশয় প্রত্যেক সভ্যকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দ্বারা জিজ্ঞাসা করিবেন তিনি আগামী বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন কি না, এবং বিজ্ঞাপনের দশ দিনের মধ্যে উত্তর দিতে অনুরোধ করিবেন।

(আ) সম্মতি-সূচক নামগুলি প্রাপ্ত হইয়া সম্পাদক ঐ নামের তালিকা প্রত্যেক সভ্যকে আবশ্যক সংখ্যক সভ্যের নামে নিজ নিজ অনুমোদন (ভোট) সহ পাঠাইতে অনুরোধ করিবেন এবং সম্পাদক ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচিত দুইজন সভ্য ঐ তালিকা ভোটের ক্রমঅনুসারে সাজাইয়া বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন। এবং বার্ষিক অধিবেশনে উহা গৃহীত হইবে।

(ই) কর্ম্মচারী পদে সভ্যমাত্রেই যে কোনও সভ্যকে প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কর্ম্মচারী পদের জন্য যে সকল প্রস্তাব আসিবে সেইগুলি প্রস্তাবিত সভ্যের লিখিত সম্মতি সহ ১লা চৈত্রের মধ্যে পাঠাইতে হইবে এবং উহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির দ্বারা অনুমোদিত হইলে বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অননুমোদিত প্রস্তাবগুলি সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব-কর্ত্তৃগণকে জানাইবেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মতের বিরুদ্ধে প্রস্তাবকের আপত্তি থাকিলে ঐ আপত্তির বিষয় ৩০শে চৈত্রের মধ্যে সম্পাদক মহাশয়কে জানাইতে হইবে। তিনি সমিতির অননুমোদিত প্রস্তাবগুলির কথা বার্ষিক অধিবেশনের আমন্ত্রণ-পত্রে উল্লেখ করিবেন কিন্তু

প্রস্তাবক ইচ্ছা করিলে স্বয়ং বা প্রতিনিধির দ্বারা ঐ প্রস্তাবটী বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতে পারিবেন।

(ঈ) উপরিলিখিত উপায়ে আগামী বর্ষের যে সকল কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহাদের মধ্য হইতেও আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(উ) বৎসরের মধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সভ্য বা কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিলে কিংবা তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে অথবা তাঁহার পদচ্যুতি হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি প্রয়োজন বোধ করিলে তাঁহার স্থলে অপর কোনও সভ্যকে নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ৫। (আ) দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণী হইতে এক একজন সহযোগী সভাপতি বর্ষে বর্ষে নিয়োজিত হইবেম।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

নিয়ম ৫ (আ) এই নিয়মের "দক্ষিণরাঢ়ী···এক একজন" কথাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক এবং নিম্নলিখিত কথাগুলি বসান হল—"পাঁচজন সহযোগী সভাপতি বর্ষে বর্ষে নিয়োজিত হইবেন।"

এই প্রস্তাবটী উপস্থিত সভ্যের অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল না।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল ৫ (ই) নিয়মটী বর্ত্তমান বর্ষের জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

১৭শ প্রস্তাব—"কলিকাতায় অবস্থিত তিনটি কায়স্থ-সভার একীকরণার্থে এই সভা "বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ" এবং "কায়স্থ-মিত্র মণ্ডল" নামক দুই সভাকে এই সভার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছেন।"

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস,

প্রস্তাবটী আনন্দের সহিত সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইলে,

অতঃপর ১ম প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়-বর্ম্মা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার দেববর্ম্মা মহাশয়কে সভ্য মনোনয়ন প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

অতঃপর উপস্থিত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ও স্বজাতিবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

BLANK PAGE(S)

(ক) পরিশিষ্ট

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

১৩৩০।৩১

করুণাময় শ্রীভগবানের অপার কৃপায় বিরাট্ কায়স্থ-জাতির আদি পিতা শ্রীচিত্রগুপ্তদেবের শুভাশীর্ব্বাদে, মনীষী ভূদেবগণের শুভেচ্ছায় ও স্বজাতি-বৃন্দের সহানুভূতিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা দ্বাবিংশ-বর্ষ অতিক্রম করিয়া (১৩৩০ সালের) শ্রাবণ মাসে ত্রয়োবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সভার শৈশব ও কৈশোর অতীত। বর্ত্তমানের যুগ-পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে নানা সামাজিক সংঘাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা যখন দ্বাবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, তখন সহৃদয় স্বজাতীয়গণের সাহায্যে এই সভা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কায়স্থ জাতির উন্নতি সাধন করিয়া জাতিকে গৌরবান্বিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ

(১৩৩০ শ্রাবণ হইতে ১৩৩১, ২৯শে আষাঢ় পর্য্যন্ত)

কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি—এই সমিতির এবার ১২টী অধিবেশন ও ...শ বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত 'কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘের' ২টী অধিবেশন হইয়াছে। অধিকাংশ অধিবেশনে বহুসংখ্যক স্বজাতি-প্রেমিক উৎসাহী সভ্য মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য-পরিচালনে সহায়তা করিয়াছেন—ইহাই সভার পুষ্টি সাধনের নিদর্শন। 'সঙ্ঘের' বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত ...রণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই-সি-এস, সি-আই-ই, মহোদয় নিজের যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া সভার নানা উন্নতির জন্য অশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া বহুপরিশ্রম করিয়াছেন, এজন্য তিনি সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ। সভার এ-বৎসরের সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও, সভার 'সদস্য' দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যোগদান

করিয়া নানাভাবে সাহায্য ও সুপরামর্শ-দানে সভাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন—সভা তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার হিতৈষিগণের পরামর্শ লইয়া যোগ্যতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা ও জাতীয়-সম্মেলন—আলোচ্য বর্ষে ২৪ শে কার্ত্তিক ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পুণ্য-বাসরে কায়স্থ-বীজ-পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-দেবের বিগ্রহ-পূজা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান কার্য্যালয়ের পার্শ্বস্থিত স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের "লক্ষ্মী-নিবাস" ভবনের বহিঃপ্রাঙ্গনস্থ 'সরস্বতী-বিদ্যালয়'গৃহে এই পূজার স্থান হইয়াছিল। কায়স্থ জাতির এই পিতৃপূজা-যজ্ঞ-সম্মেলনে বহুগণ্যমান্য ব্রাহ্মণ, স্বজাতিবর্গ ও পল্লীস্থ ভদ্রমহিলাগণ এবং কুমার-কুমারীবৃন্দ যোগদান করিয়া সভাকে উৎসাহিত ও আনন্দিত করিয়াছিলেন। ফরিদপুরের সামন্তসারের শাণ্ডিল্য-বংশীয় 'অমর-কোষের' প্রসিদ্ধ টীকাকার ৺রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বংশধর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন ও সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, এম-এ, মহাশয় তন্ত্র-ধারক কার্য্যে বৃত ছিলেন। কায়স্থ জাতির উন্নতির প্রতি তাঁহাদের উৎসাহ বহু প্রশংসা যোগ্য।

শাখা সমিতি—এবার সভার ১টী শাখা সমিতি বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং আরও ৩।৪টী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সেগুলি এখনও মূল সভার সহিত সম্পর্কিত হয়েন নাই। পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত শাখা-সমিতি গুলির এবং স্থানীয় স্বজাতি-বৃন্দের অনুষ্ঠিত নানা কেন্দ্রে উপনয়ন প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে।

সভার সভ্য-সংখ্যা—আলোচ্য বর্ষে নূতন ৯০ জন কায়স্থ-মহোদয় সভ্য হিসাবে সভায় যোগদান করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসর ১৭২ জন নূতন সভ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের জন্য এবং অন্যান্য নানা কারণে সভ্য-সংগ্রহ আশানুরূপ হয় নাই। কিন্তু সভার প্রথম ও প্রধান প্রস্তাব—কায়স্থের দ্বিজোচিত সংস্কার গ্রহণ বিষয় বিশেষভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, যথাস্থানে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

কায়স্থ-পত্রিকা—নূতন গ্রাহক সংখ্যা ১০টী বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানা গোলযোগে বর্ত্তমান বর্ষে প্রথম কয়েক মাস পত্রিকা যথাসময় প্রকাশ করিতে না

পারা গেলেও বর্ষের শেষ ভাগে পত্রিকাখানি নিয়মিত করিতে পারা গিয়াছে—ইহা আশাপ্রদ।

বিবাহে পণ গ্রহণ ও আন্তর্গণিক বিবাহ—বর্ত্তমান বর্ষে ৮টী মাত্র বিনাপণে বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ সংবাদগুলি যথাসময় পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ বিবাহের সকল সংবাদ পাওয়া যায় না। কায়স্থ-সমাজের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় এই ভয়ানক পণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধনের দিকে আমরা সহৃদয় স্বজাতিবৃন্দের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতেছি। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী বর্ষে বর্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গবাসীকে ধ্বংস মুখে লইয়া যাইতেছে, পণপ্রথারূপ সামাজিক মহাঅনিষ্টকর-ব্যাধি বঙ্গীয়-সমাজকে—তথা কায়স্থ-সামাজকে তদপেক্ষা অধিক বিনষ্ট করিতেছে—ইহার আশু প্রতীকার অত্যাবশ্যক।

এবার আন্তর্গণিক বিবাহের দুটী মাত্র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। স্বজাতীয় একতা-বর্দ্ধনার্থ আন্তর্গণিক বিবাহের প্রচলন বিশেষ আবশ্যক—তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

প্রচার—সভার একনিষ্ঠ-হিতৈষী, সুবক্তা প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী ও কায়স্থ-তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়দ্বয় সভার প্রধান কার্য্য-প্রচারের ও ক্ষত্রিয়-সংস্কার-গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক। ইহাঁরা নানা স্থানে স্বজাতিকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করাইয়াছেন—ইঁহাদের নিঃস্বার্থ শ্রমস্বীকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভার অন্যান্য প্রচারক প্রেমিক-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় মফস্বলের নানাস্থানে ঘুরিয়া বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন। সভার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও কায়স্থজাতি-প্রেমিক পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ ও দিনাজপুর-রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় নানাপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে ঘুরিয়া সভার উদ্দেশ্য প্রচার ও উপনয়ন গ্রহণে সাহায্য করিয়াছেন—এজন্য ইঁহারা সকলেই সভার ধন্যবাদ ভাজন। সভার প্রচার-বিভাগীয় ব্যয়ানুকূল্যে, মাত্র সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি কায়স্থ-কুল-ভূষণ স্বর্গীয় রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পিতামহী রাণী শ্রীমতী দেবেন্দ্রবালা সিংহ এই ভাণ্ডারে ৫০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন, এবং সভার পরম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় সাধারণ উন্নতি-কল্পে মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে চাঁদা দান করিয়া আসিতেছেন—এজন্য সভা তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ক্ষত্রিয়াচার পুনঃ গ্রহণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এ বৎসর এ বিষয়ে সভা বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সভার সহযোগিতায়, সভার কর্ম্মচারিগণ, প্রচারকগণ এবং স্থানীয় সভ্যগণের সাহায্যে বহু সংখ্যক ত্যক্ত-সাবিত্রীক এবার সাবিত্রী-সংস্কার পুনঃ গ্রহণ করিয়া স্বজাতির পূর্ব্ব গৌরব প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিয়াছেন। নিম্নে যথা-সংগৃহীত সংস্কার-বিবরণের তালিকা দেওয়া গেল;—**ময়মনসিংহ জেলা**—নাগরপুর ৮ জন, মৈশামুড়া ৮৬ জন, দড়িপাড়া ২৪ জন, রায়পুর ১৬ জন, চরপাড়া ২২ জন, আবাদপুর ৬ জন, কাজিলহাটী ২৪ জন, মেরুয়াঘোনা ১৩ জন, পুটিয়াজানি ৭১ জন, এলাসিন ১ জন, ফতেপুর ৩ জন, জয়ভোগ ৯ জন, গর্বরা ১৯ জন, সেহয়াতৈল ৪৯ জন, কাউনজানী ৩১ জন, করাইল ১৯ জন, টাঙ্গাইল ২৭৮ জন, বাবাইল, ৪২ জন, বেড়াবুচুনিয়া ১৮ জন, আসকপুর ৫ জন, বেতকা ৯ জন, নায়ান্দিয়া ৩৮ জন, মাঙ্গালিয়া পাড়া ২২ জন, বাসাইল ৭ জন, মধ্যপাড়া—১২৫ জন, শিবকাঠুরী ২ জন, মোট=৯৩৮ জন। **ঢাকা জেলা**—তাঁতিবাজার ৬ জন, ঢাকা ৯ জন, মাণিকগঞ্জ ৫৮ জন, ঘিয়র ১০ জন, মোট ৮৩ জন।

কলিকাতা—ভবানীপুর ১ জন, খিদিরপুর ৫ জন, বেলেঘাটা ২৩ জন, মোট ২৯ জন। **২৪ পরগণা**—শাহপালা—২৫ জন, হরিধাম—৮০ জন, টাকী ১ জন, শীকরাকুলীনগ্রাম—৩২ জন, বসিরহাট—৮ জন, মোট—১২৬ জন। **পাবনা**—১ জন, রাকসা ২৯ জন, জামিরতা ৭০ জন, ঘাটাবাড়ী ৯৯ জন, ধর. জামতৈল ৩৩ জন, পুঠিয়া-পোরজানা ৫৩ জন, পেঙ্গুয়া—৪৪ জন, বাগমারা—১৮ জন, বিনটিয়া ৫০ জন, হাত কোড়া—১৩ জন, গালা ৫৪ জন, শিমুলকান্দী ১১ জন ভেড়াকোলা—১ জন, কাওয়াকোলা—৫১ জন, খলতা ২৯ জন, সিরাজগঞ্জ—৩৬ জন, বেলতা—৩২ জন, কুশহাটা ১৬ জন, ব্রাহ্মণগাতী ৬৯ জন, বাহিরগোলা ১০ জন, রাকসা—২৪ জন, বক্তারপুর—৮ জন, সাফল্লা—১৪ জন, মোট—৭৬৪ জন। **মুর্শিদাবাদ**—বহরমপুর ১৭ জন, কান্দি ১ জন, মোট—১৮ জন। **ফরিদপুর**—টেংরা (ইদিলপুর) ১৬ জন, মিত্রসেন পট্টি—১২ জন, দোলকুণ্ডী ১ জন, ঘটমাঝি ২৫ জন, মোট—৫৪ জন। **চট্টগ্রাম**—কধুরখীল—১১৭ জন, পটীয়া ৩২ জন, মোট—১৪৯ জন। **রংপুর**—৬ জন, **বগুড়া**—২৬ জন, **নদীয়া**—চাপরা ১ জন, **রাজসাহী**—৯ জন, **মুঙ্গের**—সাহেবগঞ্জ ১ জন, **বীরভূম**—বাতিকার ১৪ জন, মোট—২২২৫।

এই সকল উপনয়নের বিবরণ যথাসময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ও

…য়াছে; এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু রায়বর্ম্মা (মালুচি, ঢাকা), শ্রীযুক্ত …চরণ রায় চৌধুরী (টেংরা, ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি-এল …), শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী (রাজসাহী), শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ …দার বর্ম্মা (বহরমপুর), শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রায়বর্ম্মা (বাগমারা, পাবনা), …যুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু বি-এল (সিরাজগঞ্জ), শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বর্ম্মা রায় চৌধুরী, (সিরাজগঞ্জ), শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী (ঢাকা), শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ …বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, …যুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (জমিদার), শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এম-এ, …এল, শ্রীযুক্ত কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বিশারদ (বসিরহাট), প্রভৃতি …গণ নানা উৎসাহ দান করায় সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সভার প্রচারগণ ও উপরোক্ত স্বজাতি-প্রেমিক প্রমুখ মহাশয়গণের সাহায্যে …বৎসর অনেকগুলি গণ্যমান্য কায়স্থ-ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া সভার গৌরব …করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ধাম প্রচার বিবরণ মধ্যে পত্রিকায় যথাসময়ে …কাশিত হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ—এবৎসর বহুসংখ্যক শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে হওয়া …ও ১২টী মাত্র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং যথাসময়ে সেই সংবাদগুলি …ত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটী শ্রাদ্ধ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার …যোগিতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সভাগৃহ, কার্য্যালয় আসবাব ও লাইব্রেরী—সভ্যমাত্রেই অবগত …ছেন যে, **সভার নিজ-গৃহ নাই**। বর্ত্তমান বর্ষে এ বিষয় মাননীয় শ্রীযুক্ত …রণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই, সি, এস, মহোদয়ের নেতৃত্বে একটী শাখা সমিতি …ঠিত হইয়াছে। সভার প্রকাশিত আবেদন-পত্র ও সংগ্রহকারিগণকে অর্থ-…গ্রহের জন্য নানা স্থানে পাঠাইয়া চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু আশানুরূপ অর্থ …গৃহীত হয় নাই বলিয়া এই অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠানটী কার্য্যে পরিণত করিতে …বৎসরও পারা গেল না! এ বিষয়ে স্বজাতীয়গণের বিশেষ দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ …রিতেছি। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা জাতীয় কার্য্যে ও জাতীয় উন্নতি-সাধনে তত …য় বিশেষ ভাবে কৃত কার্য্য হইবেন না, যত দিন না সভা নিজাশ্রয়ে সুপ্রতিষ্ঠ …য়ান ও শ্রী শ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের নিত্যনৈমিত্তিক পূজানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ও …রাইয়া নিজ-জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধির উদ্রেক করিতে পারেন। এ বৎসর সভার …ধিবেশনের জন্য নিজ-ভবনে স্থান দিয়া সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, …ননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা আই-সি-এস্, ও মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র

নাথ বসু মহাশয় সভাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বাগবাজার "লক্ষ্মী-নিবাসে" সভার কার্য্যালয়ের স্থান দিয়া ও নানা ভাবে সাহায্য করিয়া সভার অন্যতম আজীবন সভ্য শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত মহাশয় সভার পরম মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন, ইহাঁরা সকলেই সভার কৃতজ্ঞতা-ভাজন। সভার স্থায়ী কার্য্যালয়-স্থাপন সম্বন্ধে যে সকল মহাত্মা সাহায্য দান করিয়াছেন—উহা নিম্নে যথা স্থানে দেওয়া গেল। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় সভার গৃহ-নির্ম্মাণ ভাণ্ডারের সাহায্যের আবেদন-পত্র কাগজ সহ বিনামূল্যে ছাপাইয়া দিয়া সভাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।—দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনেও এবার এই ভাণ্ডারের আয় কথঞ্চিৎ হইয়াছে। গৃহ-নির্ম্মাণ-কল্পে সভা নিম্নলিখিত সাহায্য পাইয়াছেন এবং আশা করেন ও প্রার্থনা করেন—অন্যান্য স্থানের স্বজাতি-বৎসল কায়স্থ মহোদয়গণ এই ভাবে সভাকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য সাধ্যানুসারে সাহায্য দান করিয়া অচিরে সভার এই প্রধান অভাবটী মোচন করিবেন। আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডারে ১৪০৬৸৵০ সুদসহ সংগৃহীত ও ১৯১৵০ খরচ হইয়াছে ও ৩৭১৫৸৶১০ সাধারণ তহবিলে হাওলাত দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসরে ৩৩৮।৶০ আয় ও ৩২।৵০ ব্যয় হইয়াছিল। এই ১২১৫৸০ টাকা মধ্যে ১১০০৲ ইম্পিরিয়াল সেভিংস ব্যাঙ্কে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে জমা আছে। এতদ্ব্যতীত ধনরক্ষক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট ১৭০০৲ টাকা (৩॥ সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানী কাগজ) ও ৫০০৲ টাকা (৫॥০ টাকা সুদের এক খানি ওয়ার বণ্ড) মোট ২২০০৲ টাকা গচ্ছিত আছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশ মত ৩০০৲ টাকা (সুদ বাদে) পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নামে আছে। বর্ত্তমানবর্ষে মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা ৫০০৲ টাকা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা (বেলেঘাটা) ২০০৲ শ্রীযুক্ত রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর (কলিকাতা) ১০০৲ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন ১০০৲ রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর (ফরিদপুর) ২৫৲ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার (বগুড়া) ৫০৲ টাকা এবং বগুড়া, দিনাজপুর, বরিশাল, কলিকাতা ইত্যাদি স্থান হইতে ৩০৬৲ টাকা খুচরা পাওয়া গিয়াছে।

আয়-ব্যয়—গতবর্ষে মোট আয় ৬৮৮২।১০ এবং মোট খরচ ৬৭৫৭।/৫ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৪৫০৫॥৶ আয় ও ৪৭০৭।৷/৫ ব্যয়; সুতরাং গত বর্ষের

তুলনায় এবার আয় এবং ব্যয় উভয়ই কম দেখা যাইতেছে। ১৩২৭ সনের চিত্রগুপ্তপূজা, প্রচার ও মোকদ্দমার জন্য চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার হইতে যাহা হাওলাত হইয়াছে সভা এখনও তাহা শোধ দিতে পারেন নাই। চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের দেনা হইতে সভার সাধারণ তহবিলটীকে মুক্ত করিবার জন্য সহৃদয় স্বজাতিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। সভার সুযোগ্য আয়-ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা ও রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা মহোদয়দ্বয় বিশেষ দক্ষতার সহিত আয়-ব্যয় পরীক্ষা করায় সভার বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

প্রচার-সমিতি—প্রচার কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে এ বৎসর 'প্রচার সমিতি' নামে একটী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

শিক্ষা—শিক্ষা-বিস্তার কার্য্য বহুব্যয় সাধ্য—উপযুক্ত অর্থসংগৃহীত না হইলে সভা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করেন না। "সারদাচরণ-বালিকা-বিদ্যালয়"টী সভার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে সভা শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে কিছু প্রচেষ্টা করিতে পারিতেন কিন্তু, সভা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, ঐ বিদ্যালয়টী সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বজাতি-বৎসল স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহোদয় সভাকে দান করিয়া যাওয়া সত্ত্বেও উহা নানা কারণে সভার সম্পূর্ণ অধিকারে এখনও আসে নাই।

শোক-প্রকাশ—আলোচ্য-বর্ষে যে সকল সভ্য মহোদয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যথাসময় তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করা হইয়াছে, নিম্নে তাঁহাদিগের নাম দেওয়া গেল,—

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা বি-এ (ফরিদপুর), জগদ্দুর্লভ মজুমদার বর্ম্মা বি-এ (নদীয়া), রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা (বাঁকিপুর), রামগোবিন্দ দাস (রাজবাড়ী), অশ্বিনীকুমার দত্ত এম-এ, বি-এল, (বরিশাল), নলিনীনাথ ... এম-এল, সি (হাটবাড়িয়া, নড়াইল), ভবানীনাথ রায় বর্ম্মা (নদীয়া), ...কুমার সেন বর্ম্মা (কলিকাতা), ললিতমোহন ঘোষ (কলিকাতা), ...চন্দ্র দাস বর্ম্মা (দিনাজপুর) এবং সতীশচন্দ্র ঘোষ বি-এল (ভবানীপুর, কলিকাতা)।

আনন্দ-প্রকাশ—বর্ত্তমান বর্ষে সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার 'রয়েল-এসিয়াটিক' সোসাইটীর অবৈতনিক সভ্য হওয়ায়, স্বজাতিহিতৈষী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের 'মহামহোপাধ্যায়'

উপাধি প্রাপ্তিতে, মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহোদয় 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় ও মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের Executive Council এর অন্যতম সদস্য মনোনীত হওয়ায় সভা বিশেষ ভাবে আনন্দ-প্রকাশ করিয়াছেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় সুবিখ্যাত 'অমৃত বাজার-পত্রিকা,' 'ইংলিশম্যান,' 'ডেলিনিউস,' 'সার্ভেণ্ট,' 'আনন্দ-বাজার,' 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী', 'মুর্শিদাবাদ-প্রতিনিধি', 'বীরভূম-বাণী', প্রভৃতি যে সকল পত্রিকায় আমাদের সভার বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ এবং অন্যান্য সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সভার মুখ-পত্র "কায়স্থ-পত্রিকা" বিনিময়ে আমরা যে সমস্ত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদ পত্রাদি পাইয়াছি, তাহার পরিচালক মহাশয়দিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

আনুমানিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ (বাজেট)

১৩৩১ সাল।

আনুমানিক আয়

প্রবেশিকা আদায়	১০০৲
চাঁদা আদায়	২১০০৲
পত্রিকার বার্ষিক মূল্য	১০০৲
বিজ্ঞাপনের আয়	১০০৲
ডাকমাশুল আদায়	১০০৲
বিবিধ আয়	
পত্রিকা, কার্য্য-বিবরণী নগদ বিক্রয় আদি	৫০৲
প্রচার ভাণ্ডারে	৮০০৲
গত সনের তহবিল	১৷৶৫
	৩৩৫১৷৷৶৫

আনুমানিক ব্যয়

১। কার্য্যালয়ের খরচ—	
(ক) বেতন খাতে	৮০০৲
(খ) দপ্তর-সরঞ্জামী খাতে	৫০৲
(গ) বিবিধ মুদ্রণ (Address slip, member list ছাপাও এই খরচ ভুক্ত)	৫০৲
(ঘ) ডাকব্যয় (মাসিক অধিবেশন ও কার্য্যালয়ের অপরাপর ডাকব্যয় সহ পত্রিকা প্রেরণের ডাকমাশুল পৃথক্ ভাবে দেখাইবার উপায় না থাকায় একত্রে দেখান হইল)	১৫০৲
(ঙ) কমিশন খাতে	১০০৲
২। কায়স্থ-পত্রিকা খাতে—	
(ক) কাগজ	৬০০৲
(খ) মুদ্রণ	৫০০৲
(গ) দপ্তরী খরচ (ফর্ম্মা হিসাবে ১২০০ পত্রিকা বাঁধান, ১২০০ পত্রিকা র‍্যাপার মোড়া, ১০০০ Address slip লাগান এবং মুটে খরচ)	১০০৲
৩। বাৎসরিক অধিবেশনের ব্যয়	১০০৲
৪। পাথেয়াদি, পার্ব্বণী-পুরস্কার প্রভৃতি খুচরা বিবিধ খরচ	২৫৲
প্রচার খাতে	৮০০৲
	৩২৭৫৲

১৩২৯।৩০ সনের চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের জমা-খরচ।

জমা

দান প্রাপ্ত	১২৮১৲
সুদ আদায়	১২৫৸৵৹
	১৪০৬৸৵৹

কৈ :—

বর্ষের মোট জমা—	১৪০৬৸৵৹
গত বর্ষের তহবিল—	৩৮৫৩৸৵১০ পাই
	৫২৬০৸১০
বাদ খরচ—	১৪৩৩৸৹
মজুৎ—	৩৮২৬৸৶১০ পাই

খরচ

ছাত্রের সাহায্য	৪৩৵৹
গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারের টাকা	
আদায়ের কমিশন	১৪৮৲
সাধারণ তহবিলে হাওলাত—	৩৭৫৸৶৬
	৫৬৭৶৬ পাই

পূর্ব্ব হাওলাত

ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের সময়ে সাধারণ তহবিলে গৃহীত	৩১৪।৬
১৩২৭ সনে চিত্রগুপ্ত পূজায় গৃহীত	২০০৲
গত বর্ষে সাধারণ তহবিলে গৃহীত	৩৩২।৶৹
	১৪৩৩৸৹

মজুত

জিম্বা ধনরক্ষক রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী দঃ কোম্পানির কাগজ	১৭০০৲
জিম্বা ঐ দঃ ওয়ার বণ্ড	৫০০৲
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নামে পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্কে	৩০০৲
সম্পাদক কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে ইম্পিরিয়াল সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা	১১০০৲
সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হস্তে	২২৬৸৶১০
	৩৮২৬৸৶১০ পাই

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
(সভাপতি)

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
(সম্পাদক)

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বসু
হিসাব-রক্ষক

পরীক্ষার হিসাব নির্ভুল দেখা গেল।
(স্বাক্ষর) শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত
(আয় ব্যয়-পরীক্ষক)
২০।৩।৩১

BLANK PAGE(S)

BLANK PAGE(S)

(খ পরিশিষ্ট)

নূতন সভ্য মনোনয়ন—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা,

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিবিলাস ঘোষ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, বোলপুর হাইস্কুল, বীরভূম। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস মজুমদার বি-এল, জমিদার কুঙ্কুমগ্রাম, বীরভূম। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ সিংহ, মোরাদপুর, পাটনা,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা,

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত,

ডাঃ শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ দত্ত বর্ম্মা, বাঐখোলা, পাবনা। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্তবর্ম্মা, বাঐখোলা, পাবনা। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেববর্ম্মা ভৌমিক, বাঐখোলা, পাবনা। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘোষ রায়বর্ম্মা, দোলকুণ্ডী, ফরিদপুর। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, গোয়ালন্দ, ফরিদপুর। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, পুঠীয়া, পাবনা। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা এম-এ, (হেডমাষ্টার) গোপাল-পাকৃরাশী ইনসষ্টিটিউসন, পাবনা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুর বর্ম্মা, দাদপুর, পাবনা। শ্রীযুক্ত পরেশনারায়ণ ঘোষ, খুকনি, পাবনা। শ্রীযুক্ত সতীশবন্ধু সরকার দেব বর্ম্মা, ধরযামতৈল, শ্রীযুক্ত হেমন্তলাল সরকার বর্ম্মা, ধরযামতৈল, পাবনা, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার বর্ম্মা, হেডমাষ্টার, বেলতৈল এম ই, স্কুল, শ্রীযুক্ত প্রিয়মাধব চাকীবর্ম্মা, পুঠীয়া, পাবনা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস বর্ম্মা, ১০১, তালতলা "অক্ষয় কুটীর"। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা, কুন্দিহার, বরিশাল, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সিংহ বর্ম্মা বি-এ, দিনাজপুর-রাজবাটী। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, টাঙ্গাইল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বর্ম্মামজুমদার,

সমর্থক শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়,

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দেব মৌলিক বি-এল, শ্রীযুক্ত শশিমোহন দেব বি-এল, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মোক্তার, শ্রীযুক্ত তারিণী শঙ্কর রায়, নায়েব, শ্রীযুক্ত মধুসূদন দেব উকীল, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দত্ত তালুকদার,—জামালপুর, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়, জোতদার দেউর

পারচন্দ্রা, জামালপুর, শ্রীযুক্ত ভবাণীচরণ দেব, ময়মনসিং, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দেবসিংহজানী জামালপুর, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, "বৈলোর-লজ," ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর দাস, হেডক্লার্ক, ঈশ্বরগঞ্জ রেজেষ্ট্রী আফিস শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সরকার মুনসেফ, কিশোরগঞ্জ, শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত রায় উকিল, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মোক্তার, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায় উকলি, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দেব উকিল, কিশোরগঞ্জ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী উকলি হাইকোর্ট, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর রায় জায়কা (ময়মনসিং), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকিশোর রায় যশোদল শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র রায় মোক্তার, কিশোরগঞ্জ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী,

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়,

শ্রীযুক্ত পাণ্ডে বৃন্ধেশ্বরী প্রসাদ বর্ম্মা (শ্রীঃ), হাং মোঃ ১।২ মেছুয়া বাজার, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত দাউ দয়াল পোদ্দার (শঃ), "কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডল", শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এল, বসিরহাট, (২৪ পরগণা), শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, বসিরহাট, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, আরবেলিয়া, শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু মল্লিক, ১৭।২, প্যারীমোহন সুর লেন, শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯০, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত রামশশি দত্ত, করঞ্জলী ডায়মণ্ডহারবার, হাং মোং ৫, মিশন রো, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু ঘোষ, ১৬৮, বহু বাজার ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মজুমদার দেববর্ম্মা ১২৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন, ৬৩, জয় মিত্র ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মিত্র, ৮০।২ গ্রেষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু, ৩৩।২ ডাক্তার লেন, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার বসু, ৮৪।১, বহু বাজার ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ভঞ্জ, ১২, রামবাগান ব্রাঞ্চ লেন, শ্রীযুক্ত হরিকৃপা চৌধুরী, ৭, কালীমিত্র লেন, শ্রীযুক্ত লাবণ্যকৃষ্ণ বসু বর্ম্মা, ১৩।৩৩ পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র রোড, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ ধন দত্ত, ৫।৪, চৌধুরী লেন, শ্যামবাজার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ৬।৪, চৌধুরী লেন, শ্রীযুক্ত জটাধর মিত্র, কোন্নগর, নন্দির বাটী, শ্রীযুক্ত কুমার ধনেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ২, রাজা কালীকৃষ্ণলেন, শোভাবাজার, শ্রীযুক্ত অমুল্যকৃষ্ণ দত্ত, লক্ষ্মীনিবাস, শ্রীযুক্তলাল মোহন দত্ত, লক্ষ্মীনিবাস, শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন দত্ত, লক্ষ্মীনিবাস, বাগবাজার, কলিকাতা।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৩ বর্ষ } আশ্বিন—১৩৩১ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আবাহন

আয় মা আনন্দময়ি ! আয় মা বাপের ঘরে,
ভু'লে গেলি পাগলিনি ! পেয়ে কি পাগল বরে।
তুই বাঙালির মেয়ে নয়নের আঁখি মোর
পাঠায়ে শ্বশুর বাড়ী দুঃখে কাটে নিশা ঘোর।
কেমনে ভুলিলি বল' অভাগিনী জননীরে
তোর তরে আজ' যে গো ভাসি সদা আঁখি নীরে।
পাষাণ গৃহেতে তোর হ'য়েছিল জন্ম বলি
দয়া মায়া ভু'লে গিয়ে এত কি পাষাণী হ'লি।
বর্ষে বর্ষে একবার এস মাত্র তিন দিন
বাঁচে প্রাণ তাহে মোর ধরে সেই আশা ক্ষীণ।
করে তাই বঙ্গবাসী তোর যে গো আবাহন
ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধা দিয়ে সাধ্য মত আয়োজন।
একি হেরি বিপরীত তোর রীতি এই বার
শুধু দুই দিন তরে রবি মোর কণ্ঠহার।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আদি যাঁহার ইঙ্গিতে হয়
সে কন্যার জননীরো দুঃখদশা হায় রয়।
জননীর প্রতি মায়া গেছে ভেসে বুঝি তোর
তিন দিন' তাই বুঝি থাকিবিনি পাশে মোর।

জগতের যেই ভিতে যায় চক্ষু একবার
হেরি তোর কৃপারাশি পরিপূর্ণ সেই ধার—
অমনি আনন্দে বারি ঝরে বহি দু'নয়ন,
গরবে হৃদয় নাচে সুখে প্রাণ নিমগন।
এত দয়া ধরে যেই কেন গো জননী তার
দাসী ভাবে যাপে দিন বহে দুঃখে প্রাণ ভার।
শক্তি নাম ধর তুমি কর' শক্তি উদ্‌বোধন
জননীর দুঃখরাশি কর কর বিমোচন।
ডাকে তোমা বঙ্গবাসী সকাতরে যুগ্মকরে
পূর্ণকর' অভিলাষ লহ অর্ঘ প্রীতি ভরে॥

শ্রীগণপতি সরকার

মা'র পূজা

চারিদিকে হাসি; চারিদিকে আনন্দ; পবনদেব মৃদু-মধুর ভাবে প্রবাহিত; সূর্য্যদেব মধ্যাহ্ন গগনে থাকিয়াও স্বভাব-সুলভ প্রখর কিরণ দানে বিরত, আকাশ নির্ম্মল, মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও এক এক খণ্ড শুভ্র-মেঘ দেখা দিতেছে, বৃক্ষরাজি পল্লবে পরিপূর্ণ, ফল পুষ্পে সুশোভিত, বিস্তৃত মাঠ ধান গাছে পরিপূর্ণ যেন প্রকৃতি-দেবী পরমপিতাকে অর্চ্চনা করিবার জন্য সুন্দর সুকোমল নানা বর্ণে রঞ্জিত, নানা চিত্রে সুশোভিত একখানি পুরু ভেলভেটের আসন পাড়িয়া রাখিয়াছেন; তারকামালা গগনে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, ছায়াপথ আকাশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রশস্ত পথের ন্যায় বিরাজমান; আবার চন্দ্রমার উদয়ে আর এক শোভা, নির্ম্মল নভস্তলে জ্যোৎস্নালোক, যেন রজতশুভ্র ধারায় বঙ্গজননীকে স্নান করাইতেছে; বায়ু ফুল-রেণু চুরি করিয়া লইতেছে কিন্তু সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাই সামলাইয়া চলিতে মন্দগতি হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গ-প্রকৃতির আজ যেন ভরা যৌবন। বাঙ্গালা আজ এ সৌন্দর্য্য কোথায় পাইল। যে বাঙ্গালা রোগে শোকে জর্জ্জরিত, দুর্ভিক্ষের করাল কবলে প্রপীড়িত,

রাজস্ব কর-ভারে শীর্ণকায়, দৈবকোপে মুহ্যমান, যার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ব্যাধির চিকিৎসার সামর্থ নাই, উৎপীড়কের উৎপীড়ন সহ্য করা ব্যতীত বাধা দিবার কোন শক্তি নাই, অন্ন সংস্থানের উপায় নাই, সাহস নাই, বল নাই, বুদ্ধি নাই, কোন আশা নাই, এমন আত্মমর্য্যাদাশূন্য দুর্ব্বল নিস্তেজ উদ্যম-বিহীন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট আশাবিহীন বাঙ্গালার আজ হঠাৎ এমন পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া দেখা দিল! কি অমূল্য রত্নরাজি বাঙ্গালা হঠাৎ আহরণ করিল, অথবা এমন কোন্ পরশপাথরের স্পর্শ পাইল যাহাতে তার মরা গাঙে বাণ ডাকিল।

ওঃ এ শরৎকাল না, এই কালে না শরৎ-গৌরব সারদোৎসব হয়! তাই বাঙ্গলায় এত আনন্দ, এত সাজ-সজ্জা। জগৎ-জননী আনন্দময়ী মা আমার, এই কালে বর্ষে বর্ষে একবার বঙ্গজননীর স্নেহ-ক্রোড়ে তিন দিনের জন্য আসিয়া থাকেন। আনন্দ-মূর্ত্তি মা সারদা আসিতেছেন, তাই এত আনন্দ; তাই বঙ্গ-জননী আপনার দৈন্যদশা সাধ্যমত লুকাইতে যত্ন লইয়াছেন, পাছে দীন হীন মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দময়ীর আনন্দে ব্যাঘাত জন্মে। বঙ্গ-জননী সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারেন কিন্তু যিনি তিন দিনের জন্য একবার জননীকে দেখিতে আসেন তিনি যে আসিয়া জননীর দীন বেশ দেখিবেন আর অমনি তাঁর মুখখানি মলিন হইয়া যাইবে, এ দৃশ্য যে জননীর মর্ম্মান্তিক; তাই আজ বঙ্গজননীর এত আয়োজন। ঐ দেখ ত্রিলোক-জননীর স্বাগত আবাহনের পূর্ণতোয়া নদী সকল মঙ্গল-কুম্ভরূপে বিরাজিত; বৃক্ষে বৃক্ষে ফল, বৃক্ষে বৃক্ষে ফুল, বর্ষা ছুটি পাইয়াছে রাস্তায় ধূলা-কাদা নাই, চারিদিক নির্ম্মল, পদ্মগন্ধে বাতাস সুরভিত, গ্রীষ্মের প্রকোপ নাই, সূর্য্যের প্রখরতা নাই; মা'র আগমন প্রতীক্ষায় বঙ্গ-প্রকৃতি জাগ্রত, ত্রস্ত ও ব্যস্ত।

আয় মা শান্তিরূপিনী আনন্দময়ী আয়! তুই মা জগৎ-জননী রাজরাজেশ্বরী; তোর আবাহন কি এই দীনা বঙ্গ করিতে পারে! কি আছে তার, যে তোকে কি দিয়ে অর্চ্চনা করবে! অনশনে শীর্ণ, ব্যাধি কবলিত, পীড়নে ওষ্ঠাগত প্রাণ, পরানুগ্রহে যার দিনপাত হয় সে কি দিয়ে তোকে ডাক্‌বে; তোকে কি ঐশ্বর্য্য দেখাবে; বাহ্য আড়ম্বরের যে তার কিছুই নাই, কি সাধ্য তোকে উপকরণে তুষ্ট করে। তবে কি সাহসে তোকে ডাকে! আছে, এক মহাসাহস আছে; তুই যে দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়হারিণী, সেই সাহসেই দরিদ্র জননী তোকে ডাক্‌ছে; তুই স্নেহময়ী, শ্রদ্ধাময়ী, ভক্তিময়ী, প্রীতিময়ী কিনা—তাই দরিদ্রের অমূল্য রত্নরাজি স্নেহ-প্রীতি-ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়ে তোকে আবাহন করছে, তোর পূজা হবে নয়ন-বারি-

রূপ পূত-মন্দাকিনী ধারায়। এতে তুষ্ট হবি কি মা! হবি বইকি—তুই যে সদার্দ্রচিত্তা।

ওই যে ওই যে মা আমার করুণারাশি উদ্ভাসিতনয়নে স্নেহ-পুরিত-বক্ষে বরাভয় বিতরণ করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। আয় আয় মা—তুই যে পরমার্ত্তিহন্ত্রী, তুই কি না এসে থাকতে পারিস! তুই যে দুর্গা, দুর্গম ভবসাগর পারের তুই ত এক মাত্র নৌকা! মা গো একবার দুর্গা নাম করলে, তুই জীবের অশেষ ভয় হরণ করে থাকিস; কিন্তু মা! যাদের 'দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী' বলে ঘুম ভাঙ্গে তাদের প্রতি তুই বিরূপ কেন! তুই না "কুলজন প্রভবস্য লজ্জা" তবে এই বাঙ্গালার দারুণ লজ্জা কেন থাকে মা! তোর "অসুর-ক্ষয়-কারিভূরি" শক্তিতে বাঙ্গালাকে জাগিয়ে দে—বাঙ্গালা মানুষ হোক, বাঙ্গালা আত্মসম্মান বুঝুক—বাঙ্গালার মোহ-নিদ্রা কেটে যাক্। বাঙ্গালা এখন ধর্ম্মহারা, নীতিভ্রষ্ট, ভালমন্দ বিচারশক্তি শূন্য—এখন ভ্রষ্টলক্ষ্য অবিদ্যা চটকের পশ্চাতে ধাবমান। তুই তো মা বুদ্ধি, তুই তো মা জ্ঞান—বাঙ্গালার হৃদয়ে জ্ঞান বুদ্ধি প্রবুদ্ধ কর মা।

বর্ষে বর্ষে মা গো তোমার শুভ আগমনে বাঙ্গালা যে টুকু শক্তি সঞ্চয় করে, তাহাতেই মুমূর্ষ বাঙ্গালা এখনও জীবিত। বাঙ্গালার অসীম সৌভাগ্য যে বর্ষে বর্ষে তোমার অর্চ্চনা করিবার সুযোগ পায়। তোমার পূজাই বাঙ্গালার বড় পূজা। দীন দুঃখীও তোমার কৃপায় এই সময় একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া লয়—এই সময়েই মহারাজাধিরাজ হইতে দীন হইতে দীনতম ব্যক্তিও আপন আপন সন্তান-সন্ততি আত্মীয়বর্গকে নূতন-বস্ত্র-ভূষণে বিভূষিত করে। সারা বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী তোমার পূজার কাল প্রতীক্ষা করে, তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার আয়োজন করে।

এস ভাই বাঙ্গালী এস, আমরা মিলিত হইয়া মায়ের পূজা করি এস। মায়ের প্রতিমাখানি একবার হৃদপদ্মে নিমীলিত নেত্রে সুস্থমনে ভাব দেখি ভাই, দেখিবে শক্তি, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সিদ্ধির মূর্ত্তরূপ শক্তিধর কার্ত্তিকেয়, বিদ্যারূপিনী সরস্বতী, ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মী ও বিঘ্ননাশন সিদ্ধিদাতা গণপতি মাকে ঘিরিয়া আছেন। মা যেন বলিতেছেন, ভ্রান্ত বঙ্গবাসী তোরা চির শক্তির উপাসক হ'য়ে শক্তির উপাসনা ভুলিস্ নে, শক্তি সঞ্চয় কর, শক্তিধরকে দেখ, শক্তিধর ষড়ানন ছয় মুখেই ছয় জননীকে সমান ভাবে সেবা করেছেন; সেইরূপ শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে সকলে মিলিয়া সমানভাবে শক্তির উপাসনা কর, শক্তি লাভ করিতে বিদ্যার আবশ্যক, বিদ্যাদেবীকে দেখ তিনি শুভ্র, হৃদয় নির্ম্মল ক'রে উপাসনা করিলে বিদ্যার লাভ হয়, বিদ্যালাভ হইলেই ঐশ্বর্য্যদেবী কৃপা করিবেন, এই তিন শক্তির মিলন হইলেই সিদ্ধি অবসম্ভাবী; সিদ্ধি লাভ হইলেই মহাশক্তি দেখা দিবেন, তখনই এই দশভূজামূর্ত্তি তোমরা চিনিবে—তখন তোমাদের আত্ম-বিশ্বাস জন্মিবে, দশদিক্ তোমাদের কোলে তুলিয়া লইবে, পরাজিত দাসত্ব অসুর তোমাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইবে।" এই ভাই বঙ্গবাসী, আমরা গললগ্নী-কৃতবাসে নতজানু হইয়া যুক্তকরে মহাশক্তির আরাধনা করি, আর সাশ্রু-নয়নে প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করি যেন মায়ের কৃপা আশীষে বঙ্গভূমে মহাশক্তির সঞ্চার হয়।

শ্রীগণপতি সরকার

কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব-প্রতিবাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আবার কাব্যতীর্থ শ্রীযুক্ত গীষ্পতি বাবুর উক্তি যথা :—

"বিশেষতঃ এই বচনে যে সমস্ত প্রজানিচয়ের সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্রহ্মার মরীচ্যাদি মানস-পুত্র নহেন তাহাও ঐ প্রসঙ্গের পূর্ব্বাপর বচনগুলি আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়।" "কায়স্থ" পত্র ১৩৩ পৃষ্ঠা।

এতদুত্তরে আমি নিবেদন করি,—পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ের ১৩৩-১৩৪ শ্লোকের অর্থে যে মানস-প্রজা সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে তাঁহারা যে ব্রহ্মার মরীচ্যাদি মানস-পুত্র নহেন তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে ব্রহ্মার সনন্দনাদি মানস-পুত্র ইহাই নিশ্চিত সত্য। তবে তাঁহারা যে কায়স্থ করণজাতি বা কায়স্থ ও করণজাতি নহেন তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি এবং আরও দর্শাইতেছি। ব্রহ্মার ঐ সনন্দনাদি মানস-পুত্রগণ যে ব্রহ্মার প্রথম মানস-পুত্র, পূর্ব্বাপর শ্লোকগুলিই তাহার প্রমাণ এবং ঐ প্রমাণ আমি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

"কায়স্থ-পত্রিকা" ২২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহা এই,—"সনন্দনাদয়ো যেচ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্ত বেধসা"। অর্থাৎ অগ্রে সনন্দনাদির সৃষ্টি হয়, তারপর মরীচ্যাদি অন্য মানস-পুত্রগণকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। তাহার কারণ ঐ সনন্দনাদি ঋষিগণ যৌন সৃষ্টি প্রবর্ত্তক হইলেন না, কারণ তাঁহারা মাৎসর্য্যাদি রহিত, বীতরাগ ও তত্ত্বদর্শী। এই বিশেষ প্রয়োজনীয় শ্লোকাংশ শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয় উদ্ধৃত করেন নাই। আবার "যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বানবাবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ"। যখন সেই সমস্ত প্রজাগণ অর্থাৎ ব্রহ্মার মানস-পুত্র সনন্দনাদি সহিত সৃষ্ট প্রজাগণ বর্দ্ধিত হইল না, তখন (অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান্) অন্য মানসপুত্রগণকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাদ্ম সৃষ্টিখণ্ডের ৩য় অধ্যায়ের ১৬৪ শ্লোকের "ক্ষেত্রজ্ঞাঃ" পদটিই কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের কৃত ব্যাখ্যার বিষম অন্তরায় ... স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছে ; এবং "কায়স্থে করণৈঃ সহ" বা "কায়োস্থে কারণৈঃ সহ" এই দুই বচনাংশই একার্থ বাচক, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ সহিত ভোগায়তন শরীর এবং ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দর্শাইয়াছি, এবং আরও দর্শাইতেছি। ঐ বচনাংশদ্বয়ের অর্থে দেহেন্দ্রিয়াদি ভিন্ন কায়স্থ করণ জাতি হইতে যে পারে না তাহার কারণ ক্ষেত্র সকলের সমুৎপত্তি নাই অথচ ক্ষেত্রজ্ঞগণের আবির্ভাব হইল। 'শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া' যার মাথাই নাই তাহার মাথাব্যথা। আবার অধিকতর প্রমাণ যথা :—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহু ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ" ॥

গীতা, ১৩ অ, ১।

অর্থাৎ—হে কৌন্তেয়! এই যে মন, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি যুক্ত দেহ, ইহাকে ক্ষেত্র বলে ; আর যাহারা এইরূপ প্রত্যেক দেহের মধ্যে থাকিয়া দেহের সমস্ত তত্ত্ব অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী ক্ষেত্রজ্ঞ। ইহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন।

"প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বকার্য্যকরণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য ভোগার্থ কার্থি কর্ত্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহ্রিয়তে সোহয়ং সংঘাত ইদং শরীরং"। (শাঙ্কর ভাষ্যাংশ) "ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে"। (শ্রীধরস্বামী) "ইদং ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ সহিতং ভোগায়তন শরীরং।" (মধুসূদন স্বরস্বতী)

উদ্ধৃত শাঙ্কর ভাষ্য এবং টীকা দুইটী দ্বারা ক্ষেত্র শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ সহিত ভোগায়তন শরীর মাত্র। এই গীতোক্ত প্রমাণ দ্বারা পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিঃ সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কৃত ব্যাখ্যা ও পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর কৃত টীকা সম্পূর্ণ সমর্থিত হইতেছে। আমি পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে ব্রহ্মার মানস-প্রজা সৃষ্টির নাম "কৌমার সর্গ"। এই "কৌমারসর্গ" অর্থে "কায়স্থকরণ" বা কায়স্থ ও করণ সর্গ হইতেই পারে না এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সকলের অর্থ কায়স্থ করণজাতিও হয় না। কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ 'ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ' এই বচনাংশের অর্থ করিলেন—ব্রহ্মার সর্ব্বগাত্র হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই কৌমারসর্গের প্রকৃত অর্থ যথা :—

"কৌমারঃ নীললোহিত রুদ্র-সনৎকুমারাদীনাং সর্গঃ"। (শ্রীধর স্বামী)

অর্থাৎ কৌমারসর্গ অর্থে, নীল লোহিত রুদ্র সনৎকুমারাদির সর্গ (সৃষ্টি)। ইহার অর্থ,—কায়স্থকরণ জাতির সর্গ (সৃষ্টি) নহে। আবার কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের মতে বিশুদ্ধ কায়স্থের উৎপত্তি হয় নাই ; কায়স্থ-করণেরই উৎপত্তি হইয়াছিল। কৌমার সর্গ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইটি শব্দই তাঁহাদের ব্যাখ্যাটি নষ্ট করিয়াছে। অতএব আমার এই সকল এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত নানা শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণিত হইল যে পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৩-১৬৪ শ্লোকের অর্থে কায়স্থ জাতির বা কায়স্থ করণজাতির বা অন্য কোন জাতির সৃষ্টি অমূলক এবং কাব্যতীর্থ মহাশয়ের কৃত ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ বসু (শাস্ত্রী)

—*—

বসিরহাট প্রচার-কাহিনী

(শেষাংশ)

টাউন-শ্রীপুর ও প্রচার সমস্যা

১৫ই মাঘ ঘলঘলিয়া-নিবাসী উদ্যোগী-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ গুহ সরকার বর্ম্মা মহাশয় কলিকাতা ফিরিবার পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে প্রচারে গমনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন এবং ২০শে তারিখে টাউন-শ্রীপুরে একটী সভা হওয়া স্থির করেন এবং তাহারপর তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও এক একটী সভা যাহাতে হয় তাহার চেষ্টায়

থাকেন। আমি ঐ তারিখে ঐ সভায় যাইতে স্বীকৃত হইলাম। পরে শীকড়া-কুলীন গ্রামের বিরুদ্ধ সভার ব্যাপার লইয়া আমি ঐ তারিখে শ্রীপুর সভায় যাইতে না পারায় এবং এ সংবাদ পাঠাইতে বিলম্ব হওয়ায় ঐ স্থানীয় স্বজাতি-বৃন্দ হতাশ হইয়া প্রত্যাগমন করেন। পুনরায় সুধাংশুবাবু অনেক কষ্টে ২৬শে তারিখে সভা করার আয়োজন করিয়া আমাকে ও বসিরহাটের উদ্যোগী-বৃন্দকে সংবাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ তারিখে কুলীনগ্রামের উপবীত গ্রহণেচ্ছুগণের সংযমের দিন এবং সরস্বতী-পূজা; সংবাদ পাওয়া যায় উপবীতী কায়স্থগণের সংশ্লিষ্ট সরস্বতী-পূজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ করিবেন না, এই সব গুরুতর ব্যাপার জন্য আমার বসিরহাট হইতে ঐ তারিখে অন্যত্র সভা করিতে যাওয়া সুবিধা হইবে না, যাওয়াও উচিত নহে জানাইলে সুধাংশুবাবু বলিলেন "আপনি শনিবার মধ্যাহ্নে রওনা হইবেন বৈকালে সভা করিয়া রাত্রে আপনাকে নৌকায় বসিরহাট পৌঁছাইয়া দিব"। যদি অন্য কোন নূতন সমস্যা উপস্থিত না হয় তবে নিশ্চয়ই ঐ তারিখে ঘলঘলিয়া যাইব বলিয়া আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইলাম। সুধাংশু বাবুও ট্রেনগাড়ী আসিয়া পড়ায় বাড়ী রওনা হইলেন।

প্রচারকার্য্যের এক এক বিষম সমস্যা। একসময়ে এক তারিখে নানাস্থানের নানা ব্যাপার লইয়া যদি একই প্রচারককে কার্য্য করিতে হয় তাহা হইলে সকল কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না—সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারাও যায় না, ফলে লোকের উৎসাহ ভঙ্গ, মনঃক্ষুণ্ণ তার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য-বিপত্তি উপস্থিত হয়। এই জন্যই প্রচারক সংখ্যা বৃদ্ধির আবশ্যক। কায়স্থজাতি যতদিন প্রচারকগণের প্রতিপালনের ব্যবস্থা না করিবেন ততদিন প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। দ্বাদশলক্ষ কায়স্থ-নর-নারী মধ্যে এমন কি একজনও নাই; উত্তরপশ্চিম প্রদেশের প্রাতঃস্মরণীয় মুন্সী কালিপ্রসাদ কি বাঙ্গালায় একজনও হইবে না; লক্ষাধিক কায়স্থসন্তান উপবীত লইয়াছ—তোমরা কি বাৎসরিক নিজ নিজ সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিয়া জাতির কলঙ্ক মোচনে প্রস্তুত হইতে পার না? শুধু নিজে উপবীত লইলেই কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হইল ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও না—যাহাতে কায়স্থ সমাজে উপবীত-বিস্তৃতি ঘটে তাহার ব্যবস্থা কর—যাহারা যথার্থ কাজ করিতেছে তাহাদের সাহায্য কর। যে সভা সমিতি সভ্যগণের নিকট প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যে জাতির সেবায় জাতির ধর্ম্মপ্রচারে জাতির আত্মসম্মান বোধ জন্মাইবার চেষ্টা করিবে সেই সব প্রতিষ্ঠান ও সেই সব পাত্রে অর্থ সাহায্য করিলে তবেই দানের সার্থকতা।

শিকড়া-কুলীনগ্রামে বিরুদ্ধসভা

১৯শে মাঘ বেলা ১১টার সময় হঠাৎ সংবাদ আসিল ঐ স্থানের প্রাচীন কায়স্থ-প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েৎ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ মহাশয়ের স্বাক্ষরে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অন্য ২।১ জন বৃদ্ধের উদ্যোগে, বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সহায়তায় তৎপর দিন একটী সভা আহুত হইয়াছে। শীকড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কয়েকজন অদূরদর্শী কুলীন কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও পুরোহিতগণের প্ররোচনায় উহারা অগ্রণী হইয়া এই সভা আহ্বান করিয়াছেন, এবং ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়দ্বয়কে আনিবার জন্যও লোক গিয়াছে, এ সংবাদও পাওয়া গেল। যেন করিয়া হোক বিগত ১৩ই তারিখের সভার নির্দ্ধারণ নাকচ করিয়া দিয়া, যাহাতে আর কেহ পরবর্ত্তী ২৭শে মাঘ তারিখে উপবীত না লন এবং যাহারা ৪ঠা ও ১৩ই তারিখে উপবীত লইয়াছেন তাহাদিগকে পূজা ও ক্রিয়াকর্ম্মাদি উপলক্ষে অতিব্যস্ত করিতে পারাযায় তাহারই ব্যবস্থা এ সভায় হইবে। সাধনাসিদ্ধির পথে অনেক রাক্ষসিক ও আসুরিক উপদ্রব হয়—দেবতারাও সিদ্ধির পথে বহু বিঘ্ন আনয়ন করেন সুতরাং ইহাতে নূতন কিছুই নাই। ২৭।২৮ তারিখের যজ্ঞ বিঘ্নকরনার্থ সেই সব পুরাণবিশ্রুত আসুরিক ব্যাপারের সূত্রপাত হইল।

বেলা ১২টার পর কলিকাতাগামী ট্রেন চলিয়া যাইবার পর আমি ঐ সভায় উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম। কুলীনগ্রামের সর্ব্বপ্রাচীন কায়স্থ শ্রীযুক্ত-প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (তিনকড়ি বাবু) মহাশয়ের স্বাক্ষরেই এ পত্র বিলি হইয়াছে। ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিত-প্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এ সভার বক্তা; আলোচ্য-বিষয় "কায়স্থজাতির বর্ণ, উৎপত্তি এবং উপবীত গ্রহণ আবশ্যক কি না"। শীকড়ার প্রশস্ত দালানে বেলা ২টার সময় এ সভার অধিবেশন স্থির হইয়াছে।

নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া বসিরহাট কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচারের উদ্যোগিগণ একত্রিত হইয়া টাকি-শ্রীপুরে পরদিন সভা করা সম্ভব নহে এ সংবাদ তথায় পাঠান হইল। বিচক্ষণ আলোচনার পর স্থির হইল সদল-বলে এ সভায় আমাদিগকে যাইতে হইবে সভা অধিকার ও জিজ্ঞাসু কায়স্থগণকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং কায়স্থজাতির দ্বিতীয় বর্ণ ও দ্বিজোচিত উপবীত গ্রহণের বিরুদ্ধ বক্তৃতা খণ্ডন ও তাহার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। অদূরদর্শী, অল্পবুদ্ধি, দেশাচার, কৌলিন্য ও কৌলিকাচার গর্ব্বী কায়স্থসন্তানগণের মনস্তুষ্টির জন্য এ পক্ষ হইতে একজন

প্রসিদ্ধ পণ্ডিতও সভায় উপস্থিত করিতে হইবে। টেলিগ্রামের সময় না থাকায় এবং অপর কাহাও দ্বারা এত অল্পসময় মধ্যে এ কার্য্য সম্পদন করার নিশ্চয়তা না থাকায় পণ্ডিত ও গ্রন্থাদি আনায়নের ভার আমার উপর অর্পিত হইল। বাধ্য হইয়া ঐ দিন বৈকালের ৫টার গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিলাম। পরদিন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়কে এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পুস্তকাদি লইয়া বসিরহাটে রওনা হইলাম।

আড়বেলিয়াতে 'আপ,' ও 'ডাউন' ট্রেন একত্র হইল। ডাউন-ট্রেনের একজন পরিচিত লোকের নিকট সংবাদ পাইলাম দণ্ডিরহাট, বসিরহাট, মৈত্রবাগান ঘোনাপোতা প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে বহু লোক কুলীনগ্রামের সভায় আসিয়াছে। আমরা যে ট্রেনে যাইতেছিলাম সেই 'আপ' ট্রেনেও বহু লোক গমন করিতেছিলেন। বেলা দুইটার সময় গাড়ী শীকরা-কুলীনগ্রাম ষ্টেশনে থামিল নানাস্থান হইতে আগত স্বপক্ষীয় উপবীতী অনুপবীতী কায়স্থগণ মহোল্লাসে আমাদের গাড়ীর নিকট আসিলেন; আমরা অবতরণ করিয়াই অবগত হইলাম পণ্ডিত-প্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তথার নাই তিনি সপুত্র তথা হইতে বাটী ফিরিয়া গিয়াছেন। এই সভার উদ্যোগিগণ শত অনুনয় ও অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে ঐ সভা পর্য্যন্ত থাকিতে রাজী করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি ২ পৃষ্ঠা ব্যাপী কায়স্থজাতি সম্বন্ধীয় নিজ মন্তব্য ও চারিটী প্রশ্ন লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই দুই পক্ষের বক্তৃতা শুনিতে ও সিদ্ধান্ত জানিতে দণ্ডিরহাট, নলকোড়া, ধলচিতা, বসিরহাট, পিপা, ট্যাট্রা, ভেবলা, মৃজাপুর, ভবানীপুর, তারাগুনিয়া, আড়বেলিয়া, সংগ্রামপুর ও ঐ স্থানীয় শীকড়া গ্রামের বহু কায়স্থসন্তান এবং পুরোহিত পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষের পুরোহিত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ যখন শুনিলেন যে তর্করত্ন মহাশয় এস্থান হইতে বহু পূর্ব্বেই "অতি আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য" প্রস্থান করিয়াছেন তখন তাঁহারা বড়ই হতাশ হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আর সভাস্থই হইলেন না। এমন কি ধলচিতার বিরুদ্ধ-নেতৃবর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে সভার উদ্যোগিগণ শত অনুরোধ ও হাতে পায়ে ধরিয়াও সভাস্থ করিতে পারিলেন না। অথচ উপবীতী কায়স্থগণের ও তাহাদের সংশ্লিষ্ট কায়স্থগণের ক্রিয়াকর্ম্মে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্রাহ্মণ যাহাতে না পাওয়া যায় তজ্জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছেন। উপবীতধারী কায়স্থগণ কেহ কেহ বিনীতভাবে তাঁহাকে জানান "আমরা তো শাস্ত্র জানি না, ঐ যে মহামহোপাধ্যায় তর্কতীর্থ মহাশয় কলিকাতা

হইতে আসিয়াছেন, আপনি তাঁহার সহিত কিছু শাস্ত্রালাপ করিয়া বিগত সন্দেহ হউন। ইহাতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয়েরই মঙ্গল হইবে; আপনি যখন এতকষ্ট করিয়া আসিয়াছেন আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যান"। কিছুই হইল না স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বাড়ী ফিরিলেন। তখন কেহ কেহ বলিলেন যখন খোদ তর্করত্ন মহাশয় অদ্যকার সভায় বক্তৃতা করিতে আসিয়া সভার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন তখন আর আমাদের স্মৃতিতীর্থ মহাশয় প্রব্যবর্ত্তন ছাড়া আর কি করিবেন? ৬ই তারিখের "কায়স্থ-ব্রাহ্মণ বিচার" সভাতেই স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এ পক্ষের বলাবল অবগত হইয়াছেন।

সভা আরম্ভ হইল। শীকড়া-কুলীনগ্রামের সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ কায়স্থ-সমাগমে পরিপূর্ণ হইল। কয়েকজন স্বপক্ষীয় ও নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ এ সভায় যোগদান করিলেন। যাঁহারা এ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ ঐ গ্রামেই ছিলেন না কেহ বা কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন এবং যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা আর সভা হওয়ার দিকে ততটা ইচ্ছুক ছিলেন না। সমাগত স্বজাতিবৃন্দ সভা হওয়ার দিকেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে অগত্যা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাবুকেও সভাস্থ হইতে হইল। যাঁহারা তাঁহাকে বিরুদ্ধ সভা আহ্বানে উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং যে সব ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ভরসায় তিনি এ কার্য্যে অবতরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের উত্তমরূপে চিনিবার তাঁহার সুযোগ হইল।

তিনকড়ি বাবু নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যথার্থই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন; ইহা তাঁহার মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, প্রাচীনলোকের উপযুক্তই হইয়াছিল; সকলকার সমবেত মতের সহিত তিনিও একমত হইয়া সভার জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

তারাগুনিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র নাগ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইলেন। এতগুলি কুলীন-কায়স্থের আবাসভূমিতে মৌলিক-কায়স্থকে সভাপতি বরণ করিয়া স্থানীয় কায়স্থবৃন্দ যে উচ্চ অন্তঃকরণের, স্বজাতি-প্রেমের পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি পরমানন্দ অনুভব করিলাম, অনেক স্থলে এই সামান্য খুটি নাটি লইয়া অনেক বৃহৎ বৃহৎ হিংসা দ্বেষের অবতারণা হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে জাতীয়কার্য্য পণ্ড হইবারই উপক্রম হয়। এজন্য ও কুলীনগ্রামের কুলীন-কায়স্থগণকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শুধু তাহাই নহে যাহা ভাবা যায় নাই তাহাও হইল। ব্রাহ্মণগণের আন্ত-

রিক চেষ্টায় বিরুদ্ধ কায়স্থ-ব্রাহ্মণগণের উদ্যোগে আয়োজনে আহূত সভা বসিরহাট মহকুমার কায়স্থবৃন্দের দ্বাদশ-সাধারণ অধিবেশনে পরিণত হইল। ভট্টপল্লীর তর্করত্ন মহাশয়ের পরিবর্ত্তে মহামহোপাধ্যায় তর্কতীর্থ মহাশয় কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ এবং তাহাদের উপনয়ন সংস্কার হইবার কোন শাস্ত্রসঙ্গত বাধা নাই তাহা সপ্রমাণ করিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দেব বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এল ও উকিল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা আড়বেলিয়ার শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বসু মহাশয়ের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। শরৎবাবু কায়স্থতত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে তর্করত্ন মহাশয় কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে যে লিখিত অভিমত দিয়া গিয়াছিলেন তাহারও সমালোচনা করেন। তর্করত্ন মহাশয় লিখিত মন্তব্যে কায়স্থজাতি 'অসংকীর্ণ' বর্ণ লিখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু মৌখিক কাহারো কাহারো কাছে "ঠিক শূদ্র নয় তবে শূদ্রাপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠ" এইরূপ বলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁর পুত্র নাকি বলিয়া গিয়াছেন "আমরাই পৈতা ফেলিতে পারিলে বাঁচি ; আপনারা আবার তাহা গ্রহণ করিতে চাহেন কেন ?"

কিন্তু আমরা ভাল রকমেই জানি যে তাঁহারা ঐ সূত্র-গুচ্ছ সহজে ত্যাগ করিবেন না। তাহা যদি তাঁহারা করিতে পারিতেন তবে আজ দেশ ও সমাজের অবস্থা অন্যরূপ হইত।

হরিগোপাল বাবুর প্রশ্নের উত্তর অতঃপর আমিও কিছু আলোচনা করি; পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের লিখিত মন্তব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে বক্তৃতাও প্রদান করি ; এই বক্তৃতা একঘণ্টা হইয়াছিল। কায়স্থগণ যাহাতে পৈতা গ্রহণ না করেন যেন তেন প্রকারেণ সেই কথা বুঝাইয়াই তর্করত্ন মহাশয় কায়স্থজাতি সম্বন্ধে তাঁহার কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন ইহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন। বক্তৃতা অন্তে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সর্ব্ব-সমর্থনে তুমুল-হর্ষধ্বনি সহ গৃহীত হইল। ২৭শে মাঘ উপবীত গ্রহণের দিন ধার্য্য হইল। সকলেই ঐ তারিখে যথারীতি উপবীত গ্রহণ করিবেন বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিলেন। Out of evil Cometh good এই ইংরাজী প্রবাদ-বাক্য সত্য সত্যই ফলিল। যাহা এ গ্রামে আদৌ আশা করি নাই তাহাই সফল হইতে চলিল। কায়স্থ-সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের জন্মভূমিতে এই ভাবে কায়স্থবিদ্বেষীগণের চক্রান্ত হইতে কায়স্থসন্তানগণ সুরক্ষিত হইলেন। রাত্রি ১১৷০ টার ট্রেনে আমরা তথা হইতে বসিরহাট প্রত্যাগমন করিলাম। 'বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্' ধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত করিল।

কায়স্থ-বিদ্বেষ

কুলীন গ্রামের সভার পর ব্রাহ্মণগণের কায়স্থ-বিদ্বেষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ২৭৷২৮ মাঘ তারিখের উপনয়ন কেন্দ্র যাহাতে না হইতে পারে ও পৈতা গ্রহণ করিতে যাহারা স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করিবার আয়োজন চলিল ; ২৬শে তারিখে পৈতাধারী ও পৈতার সংশ্লিষ্ট কায়স্থের বাড়ীতে ব্রাহ্মণগণ সরস্বতী-পূজা করিবেন না তাহা প্রকাশ্যেই জানাইয়া দিলেন। ষষ্ঠীপূজা ও সত্যনারায়ণ প্রভৃতি পূজাও তাঁহারা বন্ধ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রাম সমূহের উপবীতী কায়স্থ ভবনেই পুরোহিতগণ পূজাদি ত্যাগ করিলেন। শ্রীযুক্ত কমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুরেন বাবুদের ভিটায় বাস ও অন্য নানা রকমের উপকার বিস্মৃত হইয়া পঞ্চভ্রাতা সহ তাঁহার পৌরোহিত্য ত্যাগ করিলেন। শ্রীযুক্ত পটু ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতুলকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট নানা প্রকারে উপকৃত থাকিয়াও চরম পত্র দিলেন,—"আপনার উপবীতী ভাগিনেয় পূজার সময় উপস্থিত থাকিলে পূজা করিব না।" অতুল বাবুও তাহার উপযুক্ত উত্তরই দিলেন "পৈতা লই নাই বটে তাই বলিয়া পুরোহিতের জন্য পুত্র বা ভাগিনা ত্যাগ করিতে পারি না আজ ভাগিনা পৈতা লইয়াছে কাল পুত্রও লইবে হয়তো আমাকেও লইতে হইবে। আপনি পূজা না করিলে বুঝিব যে আপনিই আমায় ত্যাগ করিলেন"। পিফাতে মিত্রবাবুদের বাড়ী পৈতা না লইলেও কয়েকজন ঐ গ্রাম-বাসী পৈতা লইয়াছেন ; পুরোহিত বিজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন—"পৈতাধারীরা পুষ্পাঞ্জলী দিতে আসিলে পূজা করিব না"। পৈতাধারীর পুত্রের অন্নপ্রাশন তাঁহারা করিবেন না। ইত্যাদি কত ব্যাপারই হইল। কোন গ্রামের বারোয়ারী রক্ষা-কালীপূজা পৈতাধারিদের নামে সঙ্কল্প হইলনা ; কোন গ্রামের রক্ষাকালীপূজায় কায়স্থ-মহিলাগণ চরণামৃত পাইবার আশায় পূজা-মণ্ডপে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণগণ দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। কোন গ্রামে সবদিক্ বজায় করিয়া পুরোহিতের নামে সঙ্কল্প হইল। বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রদের বারোয়ারী-সরস্বতী-পূজার পূজক মিলিল না ; পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে স্কুলের পণ্ডিতগণই এ পূজা করিতেন এবার করিবেননা কারণ বহু মুণ্ডিত-মস্তক পৈতাধারী-কায়স্থ পুষ্পাঞ্জলী দিবে এবং প্রধানতঃ প্রতিবৎসরে তাহারাই এ পূজার উদ্যোগী ; অন্যান্য গ্রামের বিদ্যালয়ের সরস্বতী পূজাও বন্ধ হইবার সংবাদ আসিল। ব্রাহ্মণগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যাহাতে পূজার জন্য একজনও পূজক ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা প্রাণপণে করিতে লাগিলেন। এক

কন্যাদায়গ্রস্ত কায়স্থকে কন্যার বিবাহের সময় তাহার উপবীতী আত্মীয়, কুটুম্ব, জ্ঞাতিগণকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিবেনা পিতৃহীন পাত্রের পুরোহিত, ঘটক, ও ব্রাহ্মণ অভিভাবক এই সর্ত্তে বিবাহ দিবার মুচলেকা লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন পৈতাধারীদের পুরোহিতও এ বিবাহে মন্ত্র পড়িতে পারিবে না এ ব্যবস্থাও করিবার চেষ্টা হইল। নিরীহ ভদ্রলোক, সকলের সহিত সম-ব্যবহার-সম্পন্ন, অতিথিসেবা-পরায়ণ নির্ব্বিরোধী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমাজচ্যুত হইলেন অপরাধ তাঁহার ৺খুল্লতাত মহাশয়ের বাটীর পশ্চিম পার্শ্বের পতিত জমিতে বসিয়া কায়স্থগণ গত ৬ই মাঘ তারিখের কেন্দ্রে উপনীত হইতে মস্তকমুণ্ডন করিয়াছিলেন। হঠাৎ রোগাক্রান্ত হওয়ায় গ্রামের ব্রাহ্মণগণ একজনও তাঁহার বাটীতে সংবাদ পর্য্যন্ত লইতে যান নাই। কয়েকটী কার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছেন। কয়েকটী স্থানে নিত্য-নারায়ণ-সেবাও ব্রাহ্মণগণ বন্ধ করিলেন। কায়স্থ-বিদ্বেষ করিতে যাইয়া ব্রাহ্মণগণ আতুরের -সেবা, পীড়িতের পরিচর্য্যা বিস্মৃত হইলেন—পণ্ডিত মহাশয়গণ শাস্ত্র ও বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ দেবতা সরস্বতীর পূজায় জলাঞ্জলী দিলেন; নারায়ণের সেবা বন্ধ করিয়া বিষ্ণু-বিদ্বেষ প্রকাশ করিলেন।

টাউন-শ্রীপুর-ঘলঘলিয়া সভা

পূর্ব্ব ব্যবস্থামত শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ গুহ সরকার বর্ম্মা মহাশয় ২৬শে তারিখে এক স্বজাতি সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। আমার সেখানে (ঘলঘলিয়াতে) যাওয়া স্থির ছিল। ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচরণ ও কুলীন-গ্রামের সংযমের ও শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার দিন বলিয়া এই তারিখে উদ্যোগী-বৃন্দ আমার ঐ স্থানে যাওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। বিশেষতঃ ফিরিবার ট্রেন নাই। নৌকায় আসিলেও রাত্রি ১১টার পর জোয়ার পাওয়া যাইবে তখন রওনা হইয়া বসিরহাট আসিতে রাত্রি ২টা বাজিবে, পরদিন কুলীনগ্রামের উপনয়ন-কেন্দ্র; বসিরহাটেও এক কেন্দ্র, বসিরহাট-কেন্দ্র এখানকার উদ্যোগীগণই পরিচালনা করিতে পারিবেন, কিন্তু কুলীনগ্রামের কেন্দ্রে আমি না থাকিলে চলিবেই না এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সুধাংশু বাবুকে লোক মারফতে সংবাদ পাঠাইলেন এবং আমার কুলীনগ্রামে অদ্য যাইয়া সংযমের ব্যাপার দেখা ও আগামী কল্য কেন্দ্রের আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদি করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমাকে কুলীনগ্রামে যাইতে অনুরোধ করিলেন, সরস্বতী পূজার সমস্যা মীমাংসা হইয়াছিল কেন্দ্র-সমস্যা সমাধান করিতে তথায় যাইতে হইল। এজন্য ঘলঘলিয়ার সুধাংশু বাবু ও টাউন-শ্রীপুরের দেবেন্দ্র বাবু, জিতেন্দ্র বাবু প্রভৃতির নিকট আমি বিশেষ লজ্জিত আছি। আশাকরি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া তাঁহারা আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ঐ স্থানের কায়স্থবৃন্দ যাঁহারা সভায় আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা

উদ্যোগিবৃন্দের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত সুধাংশু বাবুর সহায়তায় ঘলঘলিয়া হইতে ২৫শে তারিখে পঞ্চ বৈদিক পুরোহিত বসিরহাট আগমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইঁহাদের মধ্যে দুইজন এ স্থানের ৮।৯ জন উপবীতীর বাড়ীর কার্য্য করিতেন। ঐ পঞ্চ পুরোহিত সাহায্যেই পূর্ব্ব দিন হইতে ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন, নিত্য-সেবা সম্পন্ন হইল। সরস্বতীপূজাও ইঁহাদিগকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বোর্ডিংস্কুলের শিক্ষক ও পণ্ডিত পৈতাধারী ছাত্রগণের সহিত ব্রাহ্মণ ও অপর জাতীয় ছাত্র সাহায্যে একটা বিবাদ বাধাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন; অতি লজ্জা ও ক্ষোভের সহিত ইহাও বলিতে হইতেছে যে বোর্ডিংয়ের একজন কায়স্থ কর্ম্মচারী বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় এইরূপ একটী বিবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের অসংখ্য অত্যাচার তুলনায় এই একটী কায়স্থ অত্যাচার গুরুতর সংবাদে আমরা সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। ব্রাহ্মণগণের সহিত আমাদের কোনও হিংসা দ্বেষ নাই তবে তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে যেখানে আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন আমরা আত্মরক্ষা করিব মাত্র।

কুলীনগ্রামে গমন।

বসিরহাটে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে সমূহের সরস্বতীপূজা ও অন্যান্য পূজা ও অন্নপ্রাশনাদি সুসম্পন্ন হইয়াছে সংবাদ জানিয়া আমি ১ টার গাড়ীতে উপরোক্ত স্থানে রওনা হইলাম। তথায় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে মুণ্ডিতমস্তকে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। সংবাদ লইলাম তথায় ৩৩ জন কায়স্থসন্তান মস্তক মুণ্ডন করিয়া সংযম করিয়াছেন। আমি আসিয়াছি সংবাদ পাইয়া সকলেই একত্রিত হইলেন এবং জ্ঞাতব্য বিষয়াদি জানিয়া লইলেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ বি-এল মহাশয়ের ভবনে মুণ্ডিত-মস্তক কায়স্থসন্তানগণ সমবেত হইলেন। সংযমের নিয়মাদি ও উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থাদি অবগত হইয়া তিনি পুনরায় সাত্ত্বিকভাবে উপবীতী হইতে ইচ্ছা

করেন এবং পরদিনের কেন্দ্রে উপনীত হইবার জন্য এ তারিখে মুণ্ডন ও সংযম করিয়াছিলেন।

উপনয়ন যজ্ঞ

পরদিন ২৭শে মাঘ প্রাতঃকাল হইতেই উপবীত গ্রহণের উৎসাহ পড়িয়া গেল; স্নানাদি করিয়া সকলে যজ্ঞমণ্ডপে সমবেত হইলেন। বালকগণ ক্ষৌমবস্ত্র ও অন্যান্য সকলে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, চন্দন-চর্চ্চিত-ললাটে দণ্ডপাণি হইয়া মেখলা ও যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করিলেন। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ও মণীন্দ্রমোহন শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় আচার্য্য ও হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন, যজ্ঞরক্ষার্থ ক্ষত্রিয়বরণ আমাকেই করা হয়। যজ্ঞ শেষ হইলে সেই মুণ্ডিতমস্তক মানবকগণ হারমোনিয়ম্ সাহায্যে "কায়স্থ-গীতি" গাহিয়া সমগ্র গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-ভবনে তাঁহারা উপস্থিত হইলেই পুরমহিলাগণ চাউল ফল যজ্ঞসূত্র তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ শিশু-বালক বালিকাগণও এই মিছিলে যোগদান করিয়া নবীন উৎসাহে সমগ্র গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। "বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্" রবে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিয়া সেই মিছিল যজ্ঞ স্থলে প্রত্যাগমন করে।

বসিরহাট ১ম কেন্দ্র।

এই তারিখে বসিরহাট শ্রীযুক্ত দুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী বি-এল মহাশয়ের ভবনে আর একটী কেন্দ্র হয়। যথারীতি একেন্দ্রেও কতিপয় কায়স্থমহোদয় যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস স্মৃতিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেন্দ্রে ব্রতী ছিলেন।

২৭শে তারিখে রাত্রি ১১টার ট্রেনে শীকড়া হইতে প্রবোধ বাবুর সঙ্গে বসিরহাট প্রত্যাগমন করিলাম। বসিরহাট হইতে শরৎবাবু, সুরেনবাবু, জিতেনবাবু প্রমুখ উদ্যোগীগণ মধ্যাহ্নের গাড়িতে তথায় গমন করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়া অপরাহ্নের গাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পর দিন ২৮শে মাঘ জিতেনবাবুর বাড়ীতে আর একটী উপনয়ন কেন্দ্র হয়। ধলচিতার কয়েকজন কায়স্থ সন্তান, শ্রীযুক্ত মোহিতকৃষ্ণ বসু মহাশয় ২৭শে তারিখে স্থানান্তর হইতে আসিতে না পারায় ঐ দিন উপবীতী হইতে পারেন নাই; ২৮শে তারিখে তাঁহাদের উপনয়নের ব্যবস্থা হইল। ইহারা পূর্ব্বদিনে যথারীতি মুণ্ডন ও সংযম করিয়া ছিলেন।

বসিরহাট ২য় কেন্দ্র

উকিল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ভবনে এ কেন্দ্রের আয়োজন হয়। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ও মণীন্দ্রমোহন শিরোমণি মহাশয়দ্বয় আচার্য্য ও হোতাপদে বৃত হন। পূর্ব্ব নিয়মমত ক্ষত্রিয়বরণও হইয়াছিল। বেলা ১০ টার ট্রেনে মুণ্ডিত-মস্তক শ্রীযুক্ত মোহিতকৃষ্ণ বসু মহাশয় ট্রেন হইতে অবতরণ করিলেন ধলচিতার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বসু স-পুত্র তাঁহাদের পুরনারীগণ সহ এ কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যথানিয়মে উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

সন্ধ্যাহ্নিক ও নিত্যপূজা

শীকড়া ও ধলচিতার উপনয়ন কার্য্যশেষে আমি সকলকে যজ্ঞ-কুণ্ড বেষ্টন করিয়া উপবেশন করাইয়া পূজা ও আহ্নিক সম্বন্ধে উপদেশ দিলাম। নিত্যসন্ধ্যা, নিত্যহোম, পঞ্চযজ্ঞ ও নারায়ণ পূজার প্রক্রিয়া বিশেষভাবে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। কায়স্থজাতি উপবীতী হইলেও নারায়ণ পূজা করিতে পারে না এ ধারণা অনেক কায়স্থ-স্ত্রী-পুরুষের আছে—ব্রাহ্মণদের তো আছেই। পৈতা লইয়াও অনেকে নারায়ণ পূজা করিতে সাহসী হন না. এই দাস-মনোভাব দূরীকরণার্থ প্রত্যেক উপনয়ন কেন্দ্রে গৃহীতোপবীত কায়স্থসন্তানগণকে নারায়ণ পূজা শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহাদের বাড়ী নিত্যসেবা আছে তাঁহারা অনেকেই ঐ সেবা বন্ধ হইবার ভয়ে উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন না। যাহার বৈদিক গায়ত্রী-মন্ত্রে অধিকার হইল তার আর কোন মন্ত্র বা কোন পূজায় অনধিকার রহিল না। ইহা শাস্ত্র বাক্য—ইহা প্রত্যেক কায়স্থ নরনারীর জানা উচিত।

কায়স্থগণ উপবীতী হইলে তাহাদিগকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য যে সমস্ত কাপুরুষগণ তাহাদের নিত্যসেবা বন্ধ করিয়া তামসিক পন্থা অবলম্বন করিতেছেন তাঁহারা কৃপার পাত্র। নিজ ভবনে নিজ গৃহ-দেবতাকে উপবাসী রাখিয়া কোন কায়স্থ সন্তান নিজে পুত্র কলত্রাদি সহ ভোজন করিতে পারে? কাজেই দেব-সেবার, দেব-বিদ্বেষ নিবারণার্থ যাবৎ কোন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তাবৎ আমাদিগকে এ সমস্ত পূজার ভার স্বহস্তেই লইতে হইবে। শাস্ত্র ইহাতে বাধা দেন না সুতরাং ভয় পা ভীত হইবার কিছুই নাই। সুতরাং আমাদের কোন ক্ষতি নাই। লোকের তার পূজা করা অপেক্ষা ও কারণে অকারণে লোকের চোখ

DOUBLE COLOUR

করেন এবং পরদিনের কেন্দ্রে উপনীত হইবার জন্য এ তারিখে মুণ্ডন ও সংযম করিয়াছিলেন।

উপনয়ন যজ্ঞ

পরদিন ২৭শে মাঘ প্রাতঃকাল হইতেই উপবীত গ্রহণের উৎসাহ পড়িয়া গেল; স্নানাদি করিয়া সকলে যজ্ঞমণ্ডপে সমবেত হইলেন। বালকগণ ক্ষৌমবস্ত্র ও অন্যান্য সকলে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, চন্দন-চর্চ্চিত-ললাটে দণ্ডপাণি হইয়া মেখলা ও যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করিলেন। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ও মণীন্দ্রমোহন শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় আচার্য্য ও হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন, যজ্ঞরক্ষার্থ ক্ষত্রিয়বরণ আমাকেই করা হয়। যজ্ঞ শেষ হইলে সেই মুণ্ডিতমস্তক মানবকগণ হারমোনিয়ম্ সাহায্যে "কায়স্থ-গীতি" গাহিয়া সমগ্র গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-ভবনে তাঁহারা উপস্থিত হইলেই পুরমহিলাগণ চাউল ফল যজ্ঞসূত্র তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ শিশু-বালক বালিকাগণও এই মিছিলে যোগদান করিয়া নবীন উৎসাহে সমগ্র গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। "বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্" রবে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিয়া সেই মিছিল যজ্ঞ স্থলে প্রত্যাগমন করে।

বসিরহাট ১ম কেন্দ্র।

এই তারিখে বসিরহাট শ্রীযুক্ত দুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী বি-এল মহাশয়ের ভবনে আর একটী কেন্দ্র হয়। যথারীতি একেন্দ্রেও কতিপয় কায়স্থমহোদয় যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস স্মৃতিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেন্দ্রে ব্রতী ছিলেন।

২৭শে তারিখে রাত্রি ১১টার ট্রেনে শীকড়া হইতে প্রবোধ বাবুর সঙ্গে বসিরহাট প্রত্যাগমন করিলাম। বসিরহাট হইতে শরৎবাবু, সুরেনবাবু, জিতেনবাবু প্রমুখ উদ্যোগীগণ মধ্যাহ্নের গাড়িতে তথায় গমন করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়া অপরাহ্নের গাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পর দিন ২৮শে মাঘ জিতেনবাবুর বাড়ীতে আর একটী উপনয়ন কেন্দ্র হয়। ধলচিতার কয়েকজন কায়স্থ সন্তান, শ্রীযুক্ত মোহিতকৃষ্ণ বসু মহাশয় ২৭শে তারিখে স্থানান্তর হইতে আসিতে না পারায় ঐ দিন উপবীতী হইতে পারেন নাই; ২৮শে তারিখে তাঁহাদের উপনয়নের ব্যবস্থা হইল। ইঁহারা পূর্ব্বদিনে যথারীতি মুণ্ডন ও সংযম করিয়া ছিলেন।

বসিরহাট ২য় কেন্দ্র

উকিল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ভবনে এ কেন্দ্রের আয়োজন হয়। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ও মণীন্দ্রমোহন শিরোমণি মহাশয়দ্বয় আচার্য্য ও হোতৃপদে বৃত হন। পূর্ব্ব নিয়মমত ক্ষত্রিয়বরণও হইয়াছিল। বেলা ১০ টার ট্রেনে মণ্ডলঘাটক শ্রীযুক্ত মোহিতকৃষ্ণ বসু মহাশয় ট্রেন হইতে অবতরণ করিলেন ধলচিতার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বসু স-পুত্র তাঁহাদের পুরনারীগণ সহ এ কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যথানিয়মে উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

সন্ধ্যাহ্নিক ও নিত্যপূজা

শীকড়া ও ধলচিতার উপনয়ন কার্য্যশেষে আমি সকলকে যজ্ঞ-কুণ্ড বেষ্টন করিয়া উপবেশন করাইয়া পূজা ও আহ্নিক সম্বন্ধে উপদেশ দিলাম। নিত্যসন্ধ্যা, গায়ত্রী, হোম, পঞ্চযজ্ঞ ও নারায়ণ পূজার প্রক্রিয়া বিশেষভাবে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। কায়স্থজাতি উপবীতী হইলেও নারায়ণ পূজা করিতে পারে না এ ধারণা অনেক কায়স্থ-স্ত্রী-পুরুষের আছে—ব্রাহ্মণদের তো আছেই। পৈতা লইয়াও অনেকে নারায়ণ পূজা করিতে সাহসী হন না, এই দাস-মনোভাব দূরীকরণার্থ প্রত্যেক উপনয়ন কেন্দ্রে গৃহীতোপবীত কায়স্থসন্তানগণকে নারায়ণ পূজা শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহাদের বাড়ী নিত্যসেবা আছে তাঁহারা অনেকেই ঐ সেবা বন্ধ হইবার ভয়ে উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন না। যাহার বৈদিক গায়ত্রী-মন্ত্রে অধিকার হইল তার আর কোন মন্ত্র বা কোন পূজায় অনধিকার রহিল না। ইহা শাস্ত্র বাক্য—ইহা প্রত্যেক কায়স্থ নরনারীর জানা উচিত।

কায়স্থগণ উপবীতী হইলে তাঁহাদিগকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য যে সমস্ত পুরুতগণ তাহাদের নিত্যসেবা বন্ধ করিয়া তামসিক পন্থা অবলম্বন করিতেছেন তাঁহারা কৃপার পাত্র। নিজ ভবনে নিজ গৃহ-দেবতাকে উপবাসী রাখিয়া কোন কায়স্থ সন্তান নিজে পুত্র কলত্রাদি সহ ভোজন করিতে পারে? কাজেই দেব-সেবা বন্ধ নিবারণার্থ যাবৎ কোন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তাবৎ তাঁহাদিগকে এ সমস্ত পূজার ভার স্বহস্তেই লইতে হইবে। শাস্ত্র ইহাতে বাধা দেন না বরং ইহাতে ভীত হইবার কিছুই নাই। সুতরাং আমাদের কোন সাধনা [illegible] আর পূজা করা অপেক্ষা [illegible] লোকের চোখ

ঝাঙ্গানি সহ্য করা অপেক্ষা নিজে ভক্তিভরে অশ্রু-সিক্ত-নয়নে তাঁর পূজা করিয়া, তাঁর শরণ লইলে খুব ভাল পূজাই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কায়স্থের নিত্য নারায়ণপূজা

মোহিতবাবুর বাড়ীর শ্রীধর বিগ্রহের পূজা পৈতা লওয়ার ফলে ব্রাহ্মণগণ বন্ধ করিলেন; তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন এই এককার্য্য দ্বারাই তাঁহারা ধলচিতার কায়স্থগণকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে লইবেন ও পৈতা পরিত্যাগ করাইবেন। কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ হইল। ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বোদ্ধত ঐ গ্রামবাসী পণ্ডিতমহাশয় ভাবিয়াছিলেন তাঁহার ছাত্র, শিষ্য ও ভক্তগণের সাহায্যে অন্ততঃ তাঁর লীলাভূমিতে তিনি কোন কায়স্থসন্তানকেই গায়ত্রী জপিতে দিবেন না যখন তাঁহার সে গণনা ভুল হইল, তখন মোহিতবাবুর বাড়ীর নারায়ণ পূজা বন্ধ করাইয়া স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও মানসিক দুর্ব্বল কায়স্থগণকে সপক্ষে আনিয়া একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিবেন ও পৈতা ফেলাইতে বাধ্য করিবেন এই চেষ্টায় থাকেন। উপবীতী কায়স্থ-নরনারীগণ খুব ধীর ও শান্তভাবে এ সংবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তারপর গৃহ-দেবতার শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাদের চিত্তের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিলেন। মোহিতবাবু শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং নিয়মিত যথারীতি পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন শিষ্য ও ভক্ত সহ পণ্ডিত মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। অনন্যোপায় হইয়া তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন মোহিত বসুর দক্ষিণাঙ্গ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত কেহবা জাহির করিলেন হাত পচিতে সুরু হইয়াছে। অবশেষে পণ্ডিতমহাশয় একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে শ্রীধরঠাকুর কালো-নিম হইয়া গিয়াছেন, মোহিত বসু পূজা করায় কয়েকদিন ঠাকুরের খাওয়া হয় নাই ইত্যাদি কত কথাই শুনিলাম। হায় শাস্ত্রপাঠ, হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মের অভিভাবক, সমাজ-নেতা, হিন্দুধর্ম্ম-রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলার সনাতন রক্ষক—তোমরা মনে কর যে তোমরা না থাকিলে ভগবান খাইতে পাইবে না তোমরা না থাকিলে ভগবানের গঙ্গাযাত্রা হইবে—এই তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞান ইহাই তোমাদের ধর্ম্ম বুদ্ধি। এই জ্ঞান ও বুদ্ধি হিন্দু-সমাজে সংক্রামিত করিয়া তোমরা হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মকে কোথায় টানিয়া আনিয়াছ তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও তোমাদের লোপ পাইয়াছে!

ধলচিতা মহিলা সভা

কায়স্থগণের উপনীত হইতে পারে না, হইলে মহাপাপ হইবে এবং নারায়ণ পূজা করিলে সহ্য হইবে না; নানারকম বিপদে জর্জ্জরিত হইতে হইবে;

ব্রাহ্মণগণের এই প্রচার ফলে কতকগুলি কায়স্থ-মহিলা বিচলিত হইলেন, তাঁহাদিগকে ও স্থানীয় অন্যান্য কায়স্থবৃন্দকে কায়স্থ-জাতি-তত্ত্ব ও তাহাদের ধর্ম্মাধিকারসম্বন্ধে বুঝাইয়া দিবার জন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বাবু, মোহিত বাবু প্রভৃতির উদ্যোগে মোহিত বাবুর বাড়ীতে এক মহিলা সভা হইল। ঐ দিন প্রাতে শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চন্দ্র মহাশয় আমাকে বসিরহাট হইতে তথায় লইয়া যাইলেন। সারাদিন তথায় আহ্নিক ও পূজার নিয়মাদি ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা হইল। সন্ধ্যার সময় মহিলা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গ্রামস্থ সকল কায়স্থ-মহিলাই এ সভায় আগমন করিয়াছিলেন পুরুষগণের সংখ্যাও কম ছিলনা। বালক বালিকারও অভাব হয় নাই। এ সভায় দুইঘণ্টা আমার বক্তৃতা হইয়াছিল, যাহার ফলে কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ ও পূজাধিকার সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ শূন্য হন এবং মোহিত বাবুর নারায়ণপূজা যে অশাস্ত্রীয় নহে এবং ব্রাহ্মণ নেতৃবর পণ্ডিত মহাশয় প্রলাপোক্তি করিয়া অকারণ কায়স্থ-বিদ্বেষ-প্রচার করিতেছেন তাহাও সকলে বুঝিতে পারেন।

ব্রাহ্মণগণ বিচলিত

মুখে যিনি যাহাই বলুন মোহিত বাবুর নারায়ণ পূজার ফলে ব্রাহ্মণগণ একেবারে দমিয়া গিয়াছিলেন। এ দিকে পৈতার সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে। মোটা পাওনার যজমান গুলি হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। মৃজাপুরে ধলচিতায় ও অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মণগণ নিত্য আমার শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডের ব্যবস্থা করিলেও কিছুই হইতেছে না বরং এতগুলি লোকের প্রদত্ত পিণ্ডে নিঃসন্তান প্রচারকের বলবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া অগত্যা ধলচিতা হইতে দুইজন পুরোহিত প্রতিনিধিরূপে ঘলঘলিয়া, টাউন-শ্রীপুর যাইলেন এবং তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণকে উপবীতী কায়স্থের বাড়ী ক্রিয়া-কর্ম্ম ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং যে সব রসাল যজমানগুলি তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়া ঘলঘলিয়ার পুরোহিতের হাতে গিয়া পড়িয়াছে সে গুলি যেন তাহারা পরে কায়স্থ-ব্রাহ্মণে মিট্-মাট্ হইলে পূর্ব্ব পুরোহিতগণকে ফেরং দেন; সে কথাগুলি খুব ভনিতা সহ বলিয়াও কোন ফল না হওয়ায় ব্যর্থ মনোরথে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ঘলঘলিয়ার ব্রাহ্মণগণ স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে উপবীতী কায়স্থগণের পুরোহিত ও সুহৃৎ ব্রাহ্মণগণ একটা অন্যায় জিদের বশবর্ত্তী হইয়া যে দেব পূজাদি বন্ধ করিতেছেন ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা সেই অন্যায় কার্য্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

ভবিষ্যৎ গুরুদেব

পণ্ডিত ইন্দীবর ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৃজাপুরের অন্নদাপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের ভবিষ্যৎ গুরু হইবার স্থির থাকে। ইনি নাকি টাকির শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়দিগেরও গুরুদেব। অন্নদা বাবু নূতন বাড়ী করিয়াছেন ; গৃহ প্রবেশাদি কার্য্য উক্ত ভবিষ্যৎ গুরুদেবের দ্বারা করাইবার স্থির ছিল। অন্নদাবাবু পৈতা লওয়ায় এবং তাঁহাকে না জানাইয়া ও তাঁহার অভিমত না লইয়া এই অসমসাহসিক অন্যায় কার্য্য করায় তিনি বড়ই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়া যে পত্র অন্নদা বাবুকে লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পৈতা লওয়ার ফলে তিনি আর উপবীতী কায়স্থের গৃহপ্রবেশ-কার্য্য করাইতে পারিবেন না একারণ তাঁহার যে একটা মস্ত আশা নষ্ট হইল এবং একটা ভবিষ্যৎ পাকাবাড়ীওয়ালা শিষ্য হাতছাড়া হইয়া গেল তজ্জন্যই বিশেষ দুঃখ এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিসম্পাৎও ছিল। ইনি নাকি টাকির যতীন্দ্র বাবুকেও জানাইয়াছেন যে পৈতা লইলে তাঁহার সহিত যতীন্দ্র বাবুর কোন সদ্ভাব বা সম্পর্ক থাকিবে না। হায় ব্রাহ্মণ! কায়স্থ-জাতিকে শূদ্রাচারী করিয়া রাখিতে তোমাদের এত আনন্দ, এত অধ্যবসায়। শাস্ত্রে তো শূদ্রান্নকে শোণিততুল্য জ্ঞান করিতে উপদেশ দেওয়া আছে ; এই পূয শোণিত সদৃশ শূদ্রান্ন তোমাদের এত উপাদেয় হইয়াছে ইহা দেখিয়া আজ হিন্দুর সনাতন শাস্ত্রকারেরা সত্যলোক হইতেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন সন্দেহ নাই।

ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ অন্নপিণ্ড

পূর্ব্ব বর্ণিত ৺তিনকড়ি বাবুর দেহান্ত হওয়ায় তাঁহার শ্রাদ্ধ লইয়া ব্রাহ্মণ ও কোন কোন স্বজাতি গোলযোগের সূত্রপাত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। শ্রাদ্ধরীতিমত দ্বিজাচারে অন্নপিণ্ড সহ সম্পন্ন হইয়াছিল। পণ্ডিত নারায়ণ দাস স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৈদিক মন্ত্রাদি পড়াইয়া ছিলেন। বালক কালীপ্রসন্ন বসু বর্ম্মা তাহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের অন্নপিণ্ড সহ ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করিয়া তাহার পিতৃদেবের উপবীত গ্রহণ সার্থক করিয়াছে ; পুত্রের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছে। স্বর্গগত তিনকড়ি বাবুর সহধর্ম্মিণী এ গ্রামের একজন বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা স্ত্রীলোক। এই সদ্যশোক-সন্তপ্তা কায়স্থবিধবা আত্মীয়স্বজন গুরুপুরোহিত প্রভৃতি বহু স্ত্রী পুরুষ হইতে যাহাতে ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ না করা হয় তজ্জন্য বহু বাধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু অতি দৃঢ়তার সহিত তিনি যে ভাবে এই সমস্ত দুর্বার বাধার সম্মুখীন হইয়া স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর ১২।১৩ দিন পূর্ব্বে যিনি পৈতা লইয়াছিলেন—— কয়েকদিনের ওলাওঠায় যার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে তাঁর স্ত্রীর পক্ষে শত বিরুদ্ধ মতের মধ্যে নিদারুণ স্বামী শোক বক্ষে ধারণ করিয়া, শত শত বৎসরের কুসংস্কার, দেশাচার, দুর্ব্বলতা ও ধর্ম্মান্ধতা পরিহার করিয়া এ অঞ্চলের এই প্রথম অন্নপিণ্ড সহ ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ করিবার ধর্ম্ম ও বিবেক-বুদ্ধি কায়স্থ-জাতিতে বিরল। এইরূপ সাহসী কায়স্থ-জননী, এইরূপ কায়স্থ-সহধর্ম্মিণী আছে বলিয়াই অদ্যও কায়স্থ-জাতি শূদ্রাচারের ভীষণ নাগপাশ ছিন্ন করিতে পারিতেছে। স্বামী যখন ভাবিয়া চিন্তিয়া পৈতা লইয়া গিয়াছেন তখন সেই নিয়মেই তাঁর শ্রাদ্ধ-কার্য্য হইবে প্রকৃত সতী-সাধ্বী ব্যতীত এভাব আর কে দেখাইতে সাহসী হইবে।

ছাত্র প্রচারক

পাঁইপালার শ্রীমান্ গৌরিশঙ্কর দত্ত, বর্ম্মা আড়বেলিয়ার শ্রীমান্ অনিলকুমার মিত্র বর্ম্মা, শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ সিংহ, বসিরহাট-ভবানীপুরের শ্রীমান হরেন্দ্রনাথ মজুমদার এই কায়স্থ-ছাত্র চতুষ্টয় ভাল ছাত্র প্রচারক হইতে পারে। "বসিরহাট কায়স্থ পরিষদের" কর্ম্মিবৃন্দের সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বসিরহাট-কায়স্থ-পরিষদ্

বসিরহাট মহকুমায় এবং সম্ভব হইলে বঙ্গের অন্যান্য স্থানে কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে স্থানীয় কায়স্থগণ মধ্যে একতা, সদ্ভাব ও পরস্পর সহানুভূতি বিস্তার জন্য গত ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে হরিধামে একটী পরামর্শ সভা হইয়াছিল। এই সভায় উক্ত পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত ও তদর্থে নিয়মাদি গঠিত হইয়াছে। পরিষদের কার্য্যকরী-সমিতি ২৫ জন সভ্যকে লইয়া গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের উপর অর্থ সংগ্রহ ও প্রচারকার্য্য বিস্তারের ভার অর্পিত হইয়াছে। যাঁহারা যথার্থ প্রচারের পক্ষপাতী তাঁহারা এ পরিষদে অর্থসাহায্য করিলে অর্থের সদ্ব্যবহার দেখিতে পাইবেন ইহা খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। সকলের অবগতির জন্য নিম্নে উক্ত পরিষদের কর্ম্মিবৃন্দের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

শ্রীযুক্ত দুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী বর্ম্মা বি-এল (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা (ধন-রক্ষক)

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম-এ, বি-এল } সম্পাদক

" নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা

বসিরহাট মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এল, উকিল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু বর্ম্মা বি-এল, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা বিশারদ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মোহিতকৃষ্ণ বসু বর্ম্মা শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা বি-এস-সি, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা এম-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসখা ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মিত্র বর্ম্মা প্রমুখ বহু কর্ম্মী-উপবীতধারী কায়স্থসন্তান কার্য্যকরী সমিতিতে আছেন।

যশোহর সমাজের টাকির মুন্সীবংশের রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, শ্রীকণ্ঠ মহাশয় ইচ্ছা সত্ত্বেও উপবীতী হইতে পারিতেছেন না। তাঁর ন্যায় পণ্ডিত, দার্শনিক, সম্মানিত, সমাজপতি কায়স্থ-সমাজে বিরল। তিনি উপবীত গ্রহণ করিলে শুধু বসিরহাট মহকুমার নহে অনেক সমাজের কায়স্থই উপবীতী হইতে পারেন কিন্তু কায়স্থজাতির দুরদৃষ্টবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিতেছেনা। আরও কতদিন এভাবে যাইবে তাহাও বলা যায় না। এক্ষণে পরমশ্রদ্ধাস্পদ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে বসিরহাট মহকুমার নানাস্থানে প্রচারকার্য্য ও দরিদ্র, অসমর্থ কায়স্থসন্তানগণের উপবীত গ্রহণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁর সাধ্যমত অর্থসাহায্য "বসিরহাট-পরিষদ"কে করিতে সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। আশা আছে এ প্রার্থনায় তিনি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক শিক্ষিত, সম্মানিত, অর্থশালী কায়স্থসন্তানগণ এভাবেও যদি প্রচারকার্য্যে সাহায্য করেন তাহা হইলেও অতিসত্বর কায়স্থজাতির কলঙ্ক ঘুচিতে পারে।

অগ্নিহোত্রী শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ
প্রচারক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ও সম্পাদক প্রচার-পরিষৎ

আদ্যাশক্তির আদিপূজা

... আসিতেছেন, চারিদিকে সাড়া পড়িয়াছে। কোথাও আনন্দ-উল্লাস, ... হা-হুতাশের ধ্বনি উঠিয়াছে। যাঁহারা মা'র প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারা ...রান্তে আবার মাকে দেখিতে পাইবেন, আবার মা'র শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ... হইবেন, তাই তাঁহাদের আনন্দ—উল্লাস। আর দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত ...নীর বরে, যাঁহারা অন্নচিন্তায় অধীর তাঁহারা আগমনীর গান শুনিয়া ...তেছেন, মা জগদম্বা আবার আসিতেছেন, কি করিয়া আমি মা'র পূজা ..., পুত্রকন্যাগণকে আবার কি করিয়া সাজাইব, দুশ্চিন্তায় হা-হুতাশে ...দের বক্ষস্থল ফাটিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি মা'র আগমনীর গান শুনিয়া ... হর্ষ-বিষাদের কথা ভাবিতেছি, এমন সময় একজন বন্ধু আসিয়া জিজ্ঞাসা ...লেন, "কতদিন হইতে মা দুর্গার পূজা চলিয়া আসিতেছে বলিতে পার"? ...ত্তর করিলাম—"স্মরণাতীত কাল হইতে মা'র পূজা চলিয়া আসিতেছে"।

বন্ধু কহিলেন, "ঠিক উত্তর হইল না। আমি বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক ... চাই"।

আমি উত্তর করিলাম—'বিশেষ জ্ঞানী বিজ্ঞান-সম্মত উপায়েই জ্ঞানানন্দ-...নীর পূজা করিয়া থাকেন। দুর্গা-পূজাই তাহার ইতিহাস।"

...টি আবার ধরিয়া বসিলেন, "ফাঁকা কথায় চলিবে না। কতকাল পূর্ব্ব ... মা'র পূজার শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাই জানিতে চাই"।

...লাম বন্ধুটি নাছোড়বান্দা। বলিলাম, "যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার ...দেওয়া সোজা কথা নয়। অনেক পড়া শুনা, অনেক পরিশ্রম আবশ্যক। ... সে শক্তি নাই। তবে দুই চারিটি কথায় তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর ... চেষ্টা করিব"।

...রোচিষ মন্বন্তরে কোলাপুরাধিপতি রাজা সুরথ সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীতে ... প্রচার করেন একথা মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ ও দেবী-...তে আছে। দেবীর বরে রাজা সুরথ সাবর্ণি নামে মন্বন্তরাধিপতি হইয়া ...ন। সুতরাং পুরাণ বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় স্বারোচিষ মন্বন্তরের ... ও সাবর্ণি মন্বন্তরের প্রারম্ভে জম্বুদ্বীপে দেবী ভগবতীর পূজা প্রবর্ত্তিত ...য়াছিল।

... পুরাণের প্রমাণ দ্বারা কালনির্ণয়ের সুবিধা হইতেছে না। তোমার

মতে উহা বিজ্ঞান-সম্মত পন্থা নহে। তদুত্তরে কয়েকটি বৈদিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে মা'র পূজা বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

যজুর্ব্বেদে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়—

"এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা"।*

হে রুদ্র! এই তোমার যজ্ঞভাগ ভগিনী অম্বিকাসহ গ্রহণ কর।

মহীধর উক্ত শ্রুতির এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন—

অম্বিকায়া রুদ্রভগিনীত্বং শ্রুত্যোক্তম (২।৬।২৯), "**অম্বিকা** হ বৈ **নামাস্ত** স্বসা তয়াস্যৈষ সহ **ভাগ** ইতি যোহয়ং রুদ্রাখ্যঃ ক্রূরো **দেবস্তস্য** বিরোধিনং হন্তুমিচ্ছা ভবতি তদান্যথা ভগিন্যা ক্রূর-**দেবতয়া সাধনভূতয়া** তং হিনস্তি। **সা চাম্বিকা** শরদ্রূপং **প্রাপ্য** জরাদিকমুৎপাদ্য তং বিরোধিনং **হন্তি। রুদ্রাম্বিকয়োরুগ্রত্বমনেন** হবিষা শান্তং ভবতি। তথাচ তিত্তিরিঃ। এষ তে রুদ্রভাগঃ **সহ** স্বস্রাম্বিকয়েত্যাহ শরদ্বা অস্যাম্বিকা সা ভিয়া এষ হিনস্তি যং হিনস্তি তয়ৈবৈনং সহ **শময়তীতি"** (**কা°** ৫।১০।১।৩১)।

'অম্বিকার রুদ্রভগিনীত্ব বেদেই উক্ত হইয়াছে, অম্বিকাই তাঁহার ভগিনীর নাম,—তাঁহার সহিত তাঁহারও যজ্ঞের ভাগ আছে। এই রুদ্রনামক ক্রূরদেব তাঁহার বিরোধিগণকে মারিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন। অন্যদিকে তিনি ভগিনী ক্রূরদেবীর সহিতও বিরোধীকে হনন করেন। সেই অম্বিকা শরৎ-রূপ গ্রহণপূর্ব্বক জরাদি উৎপাদন করিয়া তাহার বিরোধীকে বধ করেন। রুদ্র ও অম্বিকার উগ্রভাব এই হবিঃ দ্বারা প্রশমিত হউক। তিত্তিরিশ্রুতিতে আছে,—হে রুদ্র! এই তোমার ভাগ, ভগিনী অম্বিকার সহিত গ্রহণ কর। এই অম্বিকাই শরৎ-রূপ ধারণ করিয়া হনন করেন, আবার তোমার সহিত শান্ত করেন।'

উপরোক্ত প্রমাণ হইতে বেশ জানা যাইতেছে, যজুর্ব্বেদ-সংহিতা, তাহার ব্রাহ্মণ ও শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন শ্রৌত-গ্রন্থে অম্বিকাপূজার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। বেদে রহিয়াছে, অম্বিকাই শরৎ-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

"আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা করে জগজন।" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

তাই চণ্ডীপাঠে শুনিতে পাই—

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী"॥
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

* এই বৈদিক **মন্ত্রটী** যজুর্ব্বেদের **বা**জসনেয়সংহিতা ৩।৫৭; **তৈত্তিরীয়সংহিতা** ১।৮।৬।১,২; ৩।১।৯।৪; **মৈত্রায়ণী সংহিতা** ১।১০।৪, (১৪৪।৪), ১।১০।২০ (১৬০।৫), কাঠকসংহিতা **৯।৭**, ৩৬।১৪, **শতপথব্রাহ্মণ** ২।৬।২।৯, **তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ** ১।৬।১০।৪, ৬; লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে **৫।৩।১২, মানবশ্রৌতসূত্র** ১।৭।৭।৫, **আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র** ৮।১৮।১, ১৮, ১২।৩।১১—পাওয়া যায়।

বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগেই যে কেবল মহাদেবীর পূজার আভাস আছে তাহা নহে, বেদের আরণ্যক ও উপনিষদেও মা হৈমবতীর পূজার কথা পাওয়া গিয়াছে।

তলবকার বা কেনোপনিষদে এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে,—'এক সময় ব্রহ্ম দেবগণের হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু দেবগণ ভাবিলেন তাঁহাদের সামর্থ্য বলেই জয়লাভ হইয়াছে। ব্রহ্ম তাঁহাদের দর্পনিরাশের জন্য দেখা দিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য দেবগণ প্রথমে অগ্নি, তৎপরে বায়ুকে পাঠাইলেন। অগ্নি কহিলেন আমি সকলই পুড়াইতে পারি, বায়ু বলিলেন আমি **সকলই** উড়াইতে পারি। তখন ব্রহ্ম তাঁহাদিগকে এক গাছি তৃণ দিলেন। উভয়ে সেই তৃণগাছটির কিছুই করিতে পারিলেন না। তখন দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, মঘবন্! জান দেখি এ ভক্তির জিনিষটি কি। তাহাই হউক বলিয়া ইন্দ্র যেমন অভিমুখী হইলেন; অমনি তিনি অদৃশ্য হইয়া বহু শোভমানা উমা হৈমবতী মূর্ত্তিতে আকাশে আগমন করিলেন। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ভক্তির পাত্র কি'? তিনি উত্তর করিলেন, ইহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের বিজয়-প্রভাবেই তোমরা বড় হইয়াছ। তখন হইতেই তিনি ব্রহ্মাকে জানিলেন।' *

কেনোপনিষদের ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—"হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্যর্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেন সহ বর্ত্ততে ইতি"।

উক্ত উপনিষদ্ ও ভাষ্যানুসারে উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা, তিনিই আবার হিমবানের কন্যা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সহ সর্ব্বদা বিদ্যমানা।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন, "হিমবৎপুত্র্যা গৌর্য্যা ব্রহ্মবিদ্যাভিমানিরূপত্বাদ্ গৌরীবাচক উমাশব্দো ব্রহ্মবিদ্যামুপলক্ষয়তি। অতএব তলবকারোপনিষদি ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তিপ্রস্তাবে ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তিঃ পঠ্যতে 'বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ' ইতি তদ্বিষয়ং তয়া উময়া সহ বর্ত্তমানত্বাৎ সোমঃ।"

'হিমবানের কন্যা গৌরীর ব্রহ্মবিদ্যাভিমানী রূপ থাকায় গৌরী-বাচক উমাশব্দে ব্রহ্মবিদ্যাই উপলক্ষ করিতেছে, তাই তলবকার উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার মূর্ত্তি এইরূপ

* "**অথ ইন্দ্রমব্রুবন্—মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদযক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তি-**রোদধে। স তস্মিন্নেবাকাশে **স্ত্রিয়মাজগাম** বহুশোভমানামুমাং **হৈমবতীম্**। তাং হোবাচ **কিমেতদ্-**যক্ষমিতি। সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। **ততো হৈব বিদাঞ্চকার** ব্রহ্মেতি।" (কেনোপনিষৎ)

পঠিত হইয়াছে—"সেই বহুশোভামানা হৈমবতী তাহাকে কহিলেন" এইরূপে উমার সহিত বর্ত্তমান হেতু সোম নাম হইয়াছে।'

আবার তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১৮ অনুবাকে "অম্বিকাপতয়ে" শব্দ আছে, এখানে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যে "অম্বিকা জগন্মাতা পার্ব্বতী তস্যা ভর্ত্রে" অর্থাৎ 'অম্বিকা জগন্মাতা পার্ব্বতী তাঁহারই ভর্ত্তাকে' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত আরণ্যকের ৩৮ অনুবাকের ভাষ্যে সায়ণ লিখিয়াছেন—"উমা ব্রহ্মবিদ্যা তয়া সহ বর্ত্তমান সোম"—অর্থাৎ 'উমা ব্রহ্মবিদ্যা তোমার সহিত বর্ত্তমান—হে পরমাত্মন্ সোম!'

উক্ত আরণ্যকের ৯ম অনুবাকে স্পষ্টই দুর্গা-গায়ত্রীর প্রসঙ্গ আছে—

"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।*

এখানে ভাষ্যে সায়ণ প্রকাশ করিয়াছেন—

"পশ্চাদ্দুর্গা গায়ত্রী। হেমপ্রখ্যামিন্দুখণ্ডাঙ্কমৌলিমিত্যাগমপ্রসিদ্ধমূর্ত্তিধরাং দুর্গাং প্রার্থয়তে। কাত্যায়নায় ইতি। কৃত্তিঃ বস্তে ইতি কাত্যো রুদ্রঃ। স এব যানমধিষ্ঠানং যস্যা সা কাত্যায়নী অথবা কতস্য ঋষিবিশেষস্য অপত্যং কাত্যঃ।......কুৎসিতমনিষ্টং মারয়তি ইতি কুমারী কন্যা চাসৌ কুমারী চ কন্যাকুমারী। দুর্গিঃ দুর্গা লিঙ্গাদিব্যত্যয়ঃ সর্ব্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।"

এইরূপ দেব্যুপনিষৎ, কৈবল্যোপনিষৎ, বহ্বৃচোপনিষদে এবং ঋগ্বেদ-পরিশিষ্টের রাত্রি-পরিশিষ্টে মহাদেবী দুর্গার প্রসঙ্গ আছে। এরূপ স্থলে বলিতে পারা যায় যে অতি প্রাচীন বৈদিক-যুগ হইতেই মহাদেবী আর্য্যগণের উপাস্য দেবীরূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এখন কথা হইতেছে, যজুর্ব্বেদ সংহিতা ও ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদের প্রাচীনতম অংশে দেবী অম্বিকা রুদ্রের ভগিনীরূপে এবং পরবর্ত্তী আরণ্যক অংশে তিনিই আবার পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের পত্নীরূপে পরিচিতা হইয়াছেন, ইহার কারণ কি?

অতি প্রাচীনতম কালে যখন আর্য্য ঋষিগণ হিমালয়ের সুদূর উত্তরে সুমেরুর নিকট দেবাসুরের সহিত বাস করিতেন তৎকালে দেবের সহিত দেবীগণ একত্র উদ্ভব-কল্পনায় স্বসা বা ভগিনী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সুপ্রাচীন সুমের, বাবিলোনিয়, অসুরীয় (Assyrian) ও ফিনীসীয়দিগের দেবতত্ত্বেও এইরূপ প্রাচীনতম দেব ও সহধর্ম্মিণী দেবীগণ ভ্রাতা ও ভগিনীরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। উক্ত সুপ্রাচীন জাতির সামাজিক প্রথা হইতেই যে এরূপ দেব ও দেবীগণের সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য? বাবিলনীয়, অসুরীয়, ফিনিকীয় প্রভৃতি সুসভ্য জাতির প্রাচীনতম ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সেই সেই জাতির রাজন্যগণ ভগিনীকেই পাটরাণী করিয়াছেন। এই অতিপ্রাচীন প্রথারই ক্ষীণ নিদর্শন যজুর্ব্বেদে পাওয়া যাইতেছে! ভারতীয় আর্য্য-সমাজে সুপ্রাচীন প্রথা পরিত্যক্ত হওয়ায় আরণ্যক ও উপনিষদে মহাদেবী ঈশ্বরের পত্নী অর্থাৎ দেবী ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী এবং ঈশ্বর পরমাত্মা-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই শরৎকালে বঙ্গবাসী যে শরদ্রূপা অম্বিকার মহাপূজায় অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা সেই প্রাচীনতম ব্রহ্মবিদ্যার আরাধনা-রূপ মহাযজ্ঞের ক্রমবিকাশ। এই মহাশক্তিপূজা ৪।৫ হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বে যে জম্বুদ্বীপে অর্থাৎ এসিয়াখণ্ডে সমগ্র সভ্যসমাজে বিভিন্নরূপে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

* নারায়ণোপনিষদেও দুর্গাগায়ত্রী পাওয়া যায় তথায় 'দুর্গি' স্থানে 'দুর্গা' পাঠ আছে।

স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে দু'টী কথা

এই যে নব জাগরণের সময় সমস্ত দেশ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে, নারীজাতিও জাগিয়াছে, সমস্ত দেশময় স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না, কার দেশে ছিল; আমাদেরই দেশে লীলাবতী, আমাদের দেশেই সংযুক্তা। শিক্ষার প্রভাব সে সময়ে প্রতি নারী-হৃদয়ই আলোকিত করিয়া রাখিত। নারী প্রেমময়ী-সহধর্ম্মিণী, স্নেহময়ী-জননী, প্রীতিময়ী-ভগিনী, স্নেহাস্পদা-কন্যা। সমস্ত শুষ্কতার ভিতর রমণী সরসতা নিয়ে আসে, তাই রমণী রমণী! কর্ম্মক্লান্ত পুরুষ যখন গৃহে ফিরিয়া আসে কাহার কোমল স্পর্শনে সমস্ত ক্লান্তি দূরীভূত হয়, সে রমণী। রমণীর জঠরেই পুরুষের জন্ম; রমণীর স্নেহকোলেই সে পালিত। কত আদরে কত যত্নে কত স্নেহে লালন পালন—কত গর্ব্বের সে যত্ন। তারপর কিশোরে প্রীতিময়ী ভগ্নী সঙ্গী কত মধুর, যৌবনে প্রেমময়ী পত্নী কত সুধাময়, তারপর স্নেহাস্পদা দুহিতা কত সুন্দর। সেই সহধর্ম্মিণী আমরা, চাই সহকর্ম্মিণী হ'তে। রমণী দিয়ে সুখী, পেয়ে সুখী না; তাই চায় তারা দিতে, আরও দিতে, তারা রিক্ত হ'য়ে তবু দিতে চায়।

নারী ও পুরুষ সৃষ্টির দুইটী অংশ, একটীর অভাবে অপরটীর অস্তিত্ব থাকে না। তাই রমণী চায় তার ন্যায্য সম্মান, প্রাপ্য অধিকার। কত পরিবারে দেখা যায় রমণী দাসী অপেক্ষাও দীনা, হীনা, তার যেন কিছুই নাই, দু'বেলা

দু'মুঠা ভাত এই যেন যথেষ্ট। আবার শুনিতে পাই রমণী জানে কোন্দল করিতে, রমণী পারে সংসার ভাঙ্গিতে, রমণী চায় গহনা, রমণী চায় কাপড়। হায়! পুরুষ তোমরা কি এমনি করিয়াই রমণীদের কুশিক্ষার ঘোর অন্ধকারে আবৃত রাখিবে; সে হৃদয়ে কি আলোর সন্ধান করাইবে না। যে দেশে নারী মহিমাময়ী সেই দেশের নারীর আজ এই অবনতি। তোমরা তাদের স্বাধীনতা দাও; সে স্বাধীনতা হাকিমি ওকালতি করা নয়, রাস্তাঘাটে বেড়ান নয়, তাদের প্রাণের স্বাধীনতা দাও, তা'রা সমস্ত দুঃখদৈন্য মাথা পেতে নিয়ে যেন সহিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি হয়ে তোমাদের সম্মুখে দাঁড়ায়, যেন তোমাদের শক্তি দান করতে সমর্থ হয়—রমণী যে শক্তিরই অংশ। তাদের প্রাণে এমন স্বাধীনতা আসুক যেন সমস্ত অভাব তা'দের কাছে পূর্ণতা হয়ে আসে। রমণীর ধর্ম্ম হাকিমি ওকালতি নয়, তা'দের ধর্ম্ম সেবা, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি; যতগুলি মধুর ও কোমল শব্দ আছে সবগুলি যে রমণীরই ধর্ম্ম। রমণী মন্ত্রণায় মন্ত্রিণী, ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, আর কর্ম্মে সহকর্ম্মিণী, সেবায় দাসী, অন্তঃপুরে রাণী। এমন শিক্ষা দাও তা'দের তাতে যেন উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকে, যেন স্নিগ্ধতার এক মধুর ভাব নারীর লজ্জায় মিশে যায়। আজকাল শিক্ষা বল্‌তে যাহা বুঝায় তাতেও ত বিপরীত ফলই দেখা যায়। স্কুলে কলেজে পড়ে মেয়েরা ত একেবারে জীবন্ত নভেল হ'য়ে পড়ে, তারা সাজানো পুতুল, মুখে বাছা বাছা কথা। এ শিক্ষা নয় এর নাম কু-শিক্ষা; কু-শিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা ভাল। তাদের শিক্ষার সাথে সাথে নারীধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপকরণগুলি প্রাণে গেঁথে দাও, প্রাণের প্রসারতা বাড়িয়ে তুল। তা'দের জগতে আসার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে জানিয়ে দাও। সুভদ্রার সেই কথাগুলি কাণে ঢেলে দাও—

> "যেমন অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ
> সৃজি সেইরূপে দিদি রোগ শোক দুঃখ
> সৃজিলা অনন্ত প্রেম-পূর্ণ নারীবুক।"

শিক্ষার উচ্ছৃঙ্খলতা, মার্জ্জিত হ'লেও প্রার্থিত নয়। রমণীকে রমণী করে তুল; তারা বাহিরের স্বাধীনতা চাইবে না, প্রাণের স্বাধীনতা তা'দের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করবে। সংসার সুখের হবে, মোহ ছিন্ন হয়ে মুক্তির আলো প্রাণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। তখন রমণী বল্‌তে পারবে তা'রা বিশ্বজননীর অংশ। ক্ষমা, দয়া, লজ্জা, স্নেহ, প্রেম রমণীর শ্রেষ্ঠভূষণ।

শ্রীনির্ম্মলাবালা ঘোষ

কায়স্থ-সমাচার

প্রচার

মেহেরপুর কায়স্থ-সভা

মেহেরপুর (নদীয়া) হইতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, মহাশয় জানাইতেছেন ঃ—বিগত ১৭ই শ্রাবণ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। স্থানীয় কায়স্থগণ সকলেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে সারগ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্থানীয় সব্‌-রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার উপবীত গ্রহণের কারণ দর্শাইয়া একটী বক্তৃতা করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অবশেষে এই সভা স্থির করেন যে যত শীঘ্র হয় স্থানীয় কায়স্থ-মণ্ডলী উপবীত গ্রহণ করিবেন।

উপনয়ন

টাঙ্গাইল হইতে সংবাদ আসিয়াছে—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সুযোগ্য প্রচারক কায়স্থ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রচার ফলে বিগত ২রা শ্রাবণ টাঙ্গাইলের উকিল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী বি-এল, মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী বি-এল, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ধর বি-এল এবং অন্যান্য কতিপয় কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের চেষ্টায় টাঙ্গাইলের অন্তর্গত নববনগ্রাম, [illegible] এবং গনীজানী গ্রামে তিনটী বিভিন্ন কেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ [illegible], শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র নাগ বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত লালন-[illegible] ব্রহ্ম বি, এ, (হেড্‌মাষ্টার ধুপাড়িয়া হাইস্কুল) প্রমুখ ৪৯ জন কায়স্থ সন্তান উপনীত হইয়াছে। এই উপনয়ন যজ্ঞে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণই পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার মহাশয় জানাইতেছেন,—[illegible] ১৯শে শ্রাবণ শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ও প্রিয়নাথ [illegible] তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত দুইজন কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। চাকী—(১) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী, (২) কুঞ্জবিহারী।

শিলচর হইতে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন যে,— বানিয়াচঙ্গে একটী কেন্দ্র সংস্থাপন করতঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন ঃ—

(১) দেব বিশ্বাস—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র, (২) দীনেশচন্দ্র ডি-এস্-সি, এম-ডি, তত্ত্বরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, (৩) সুরেশচন্দ্র বি এ, (৪) রমেশচন্দ্র, (৫) মনোরঞ্জন, (৬) নিরঞ্জন, (৭) জ্যোতিরিন্দ্রবিকাশ ; (৮) রায়—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার, (৯) হেমেন্দ্রকুমার, (১০) দেব রায়—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র, (১১) সুরেশচন্দ্র, (১২) যোগেন্দ্রনাথ ; (১৩) নন্দী—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র, (১৪) গগনচন্দ্র ; (১৫) গুপ্ত—শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসাদ ; (১৬) মজুমদার—শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ; (১৭) পুরকায়স্থ—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র, (১৮) বীরেন্দ্রনাথ ; (১৯) দেব—শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ, (২০) দেবেন্দ্রনাথ ; সাহেপুর, (শ্রীহট্ট)।

দক্ষিণ-টাঙ্গাইল কায়স্থ-সমিতি হইতে সংবাদ আসিয়াছে,—

বিগত ২২শে শ্রাবণ দক্ষিণ-টাঙ্গাইলের (ময়মনসিংহ) অন্তর্গত জালালিয়া গ্রামের কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ১০১ জন বঙ্গজ-কায়স্থ ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় এই কেন্দ্রের প্রধান উদ্যোগী ও কর্ম্ম-কর্ত্তা ছিলেন। উপবীত গ্রহণকারী মহাশয়দিগের নাম ধাম ঃ—

জালালিয়া—১। ঘোষ—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ, ২। মুকুন্দলাল, ৩। অনিলকুমার, ৪। গজেন্দ্রলাল, ৫। প্রিয়নাথ, ৬। হরিপদ, ৭। সতীশচন্দ্র, ৮। বিধুভূষণ, ৯। অমরেন্দ্রনাথ, ১০। নীলোৎপল ; বসু—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ; ১২। ধর—শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী, ১৩। সুরেন্দ্রমোহন, ১৪। যতীন্দ্রমোহন, ১৫। শচীন্দ্রমোহন, ১৬। সতীশচন্দ্র ; ১৭। শুর—শ্রীযুক্ত হরনাথ, ১৮। হেমন্তকুমার, ১৯। অর্জ্জুনচন্দ্র, ২০। মণীন্দ্রলাল, ২১। হৃদয়নাথ ; ২২। দত্ত—শ্রীযুক্ত কালীপদ, ২৩। রাজকুমার ; ২৪। গুহ—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ; ২৫। বল—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার, ২৬। কামিনীকুমার ; ২৭। দেব—শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ ; ২৮। মজুমদার—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ; আল্‌শা—২৯। চন্দ্র—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার, ৩০। সুরেন্দ্রকুমার, ৩১। জিতেন্দ্রকুমার ; ৩২। কর—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র, ৩৪। যোগেশচন্দ্র, ৩৪। অক্ষয়কুমার, ৩৫। অশ্বিনীকুমার ; ৩৬। ভদ্র—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী, ৩৭। কৃষ্ণচন্দ্র, ৩৮। হরচন্দ্র, ৩৯। উমেশচন্দ্র, ৪০। গয়ানাথ, ৪১। প্রফুল্লকুমার, ৪২। মন্মথনাথ, ৪৩। নগেন্দ্রনাথ, ৪৪। নন্দলাল, ৪৫। হরেন্দ্রনারায়ণ, ৪৬। মুকুন্দবিহারী, ৪৭। অক্ষয়কুমার, ৪৮। দত্ত—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র, ৪৯। সুরেন্দ্রকুমার, ৫০। যতীন্দ্রকুমার, ৫১। যোগেন্দ্রকুমার, ৫২। তরণীকান্ত ; ৫৩। পাল—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার, ৫৪। পূর্ণচন্দ্র, ৫৫। যোগেন্দ্রকুমার ; ৫৬। রাহা—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ; ৫৭। দাস—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ; ধুলটিয়া—৫৮। দেব সরকার—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার, ৫৯। হেমন্তকুমার, ৬০। রমণীকান্ত, ৬১। সুরেন্দ্রমোহন, ৬২। মণীন্দ্রমোহন, ৬৩। তারিণীপ্রসাদ, ৬৪। সারদাপ্রসাদ ; ৬৫। চন্দ্র—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার, ৬৬। উপেন্দ্রকুমার, ৬৭। মহেন্দ্রকুমার, ৬৮। যোগেশচন্দ্র, ৬৯। সতীশচন্দ্র ; ৭০। দত্ত—শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী ; ৭১। সেন—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ; ৭২। ধর—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত, ৭৩। অমরেন্দ্রনাথ, ৭৪। বেণীমাধব, ৭৫। কালীচরণ ; নলুয়া—৭৬। পাল—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ; ৭৭। বসু—শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার ; ৭৮। কর—শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন, ৭৯। রমণীমোহন, ৮০। তরণীকান্ত, ৮১। রোহিণীকুমার ; পাথরাইল—৮২। ঘোষ—শ্রীযুক্ত দেবচন্দ্র ; ৮৩। বসু—শ্রীযুক্ত নন্দলাল, ৮৪। তারকচন্দ্র, ৮৫। সতীশচন্দ্র, ৮৬। পরেশচন্দ্র, ৮৭। মণিমঙ্গল ; ৮৮। নাগ—শ্রীযুক্ত শশিমোহন, ৮৯। রমণীকান্ত, ৯০। নিবারণচন্দ্র ; ৯১। কর—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ; ৯২। পাল—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ; ৯৩। মিত্র—শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর ; ৯৪। মজুমদার—শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন ; ৯৫। দেব সরকার—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল, ৯৬। দীনেশচন্দ্র, ৯৭। যোগেশচন্দ্র ; ৯৮। সেন—শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ; ৯৯। নন্দী—শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ ; ১০০। দাম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র ; (একটী নাম বুঝিতে না পারায় প্রকাশ করা গেল না)

শ্রাদ্ধ

ট্যাংরা, ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায় চৌধুরী দেব বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন,—

ইদিলপুর মূলগাঁ নিবাসী ৺রাসবিহারী গুহ বর্ম্মা মহাশয় বরিশালে গত ১৭ই শ্রাবণ, শনিবার মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। রাসবিহারী বাবু একজন পরম-ভক্ত-বৈষ্ণব ছিলেন। গোপনে এবং প্রকাশ্যে বহু লোককে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। রাসবিহারীবাবুর পুত্র শ্রীমান্ বিনোদবিহারী গুহ বর্ম্মা নিজ বাটীতে ক্ষত্রিয়াচারে মৃতদেহ সংকার কার্য্য সমাপণ করেন। গত ২৯শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার দ্বাদশাহে ৺রাসবিহারী বাবুর শ্রাদ্ধ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। ৺রাসবিহারী

বাবুর গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য (পাঠক) এবং তাঁহার কুল-পুরোহিতগণ ত্রয়োদশাহে কার্য্য করাইতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই।

বিবাহ

সিরাজগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা জানাইয়াছেন,—সিরাজগঞ্জের প্রবীণ মোক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ নীলমাধব রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা বি-এল এর বিবাহ সিমলার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অমিয়াপ্রভার সহিত গত ৬ই শ্রাবণ তারিখে ময়মনসিংহ মোকামে কন্যার মাতামহ মালুচীর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বসু রায় মহাশয়ের বাসা বাড়ীতে দিয়াছেন। এই বিবাহে বর-পণ-বাবদ কোন দাবী দাওয়ার কথা উত্থাপন হয় নাই।

আন্তর্গণিক

পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার মহাশয় জানাইয়াছেন,—বিগত ১৯শে শ্রাবণ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চাকী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রাধারাণীর শুভ-বিবাহ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত চরনারায়ণপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মার সহিত যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যাপক্ষ বারেন্দ্র ও বরপক্ষ বঙ্গজ-কায়স্থ।

নানাসংবাদ

কায়স্থ-ছাত্রের সংস্কৃতশিক্ষার সুযোগ

পাংসা হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় জানাইয়াছেন যে—পাংসা ফরিদপুর জিলার ১টী প্রসিদ্ধ গ্রাম, এখানে সারস্বত চতুষ্পাঠী নামে ১টী টোল আছে। এই টোলে কাব্য, বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, স্মৃতি, প্রাচীন ন্যায়, উপনিষদ, সাধারণদর্শন ও পাণিনি-ব্যাকরণের অধ্যাপনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতকুমার সাংখ্যতীর্থ বেদরত্ন মহাশয় এই টোলের অধ্যাপক। ইনি বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থ প্রতিবৎসর ইহার বহু ছাত্র গভর্ণমেণ্ট পরিগৃহীত সংস্কৃতপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। ইনি মেধাবী দরিদ্রকায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ছাত্রদিগকে আহার ও বাসস্থান প্রদান করিয়া থাকেন। অনেক জিলার বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের টোল অপেক্ষা ইহার টোলের সংস্কৃত পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ইনি বেদ, বেদান্ত ও পাণিনি প্রভৃতি অতি উচ্চ প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কায়স্থ-অধ্যাপক। বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের ৯ জন ছাত্র কাব্য, বেদান্ত ও পাণিনি-ব্যাকরণ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট পরিগৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। পণ্ডিতমহাশয় গভর্ণমেণ্ট হইতে যে সাহায্য প্রাপ্ত হন তাহা টোলের ছাত্রগণের আহার ও বাসস্থান দানেই ব্যয়িত হয়। উক্ত অধ্যাপকমহাশয় কায়স্থাদি-জাতির মধ্যে সংস্কৃত-শিক্ষা বিস্তারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। তিনি বেদাদি উচ্চ শাস্ত্রের অধ্যাপনা দ্বারা কায়স্থজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। কায়স্থমাত্রেই তদীয় কল্যাণকর কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকিবেন।

কায়স্থের উচ্চপদ-প্রাপ্তি

কলিকাতা, শ্যামবাজার-নিবাসী ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের যোগ্য মধ্যম-পুত্র "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পুরাতন সভ্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, সি-আই-ই মহাশয় বহুতর উচ্চ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীপদে উত্তরোত্তর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্প্রতি মহামান্য ভারতগবর্ণমেণ্টের শিল্প-বাণিজ্য বিভাগের সদস্য (Member of Industry) পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বে মিঃ এ, সি, চাটার্জ্জি একমাত্র ভারতীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয়ান সিভিলিয়ানগণ এই পদ অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন। গবর্ণর বাহাদুরের উচ্চপদের অব্যবহিত পরেই ইহা অন্যতম পদ।

কায়স্থের সম্মান

বিগত (১২ই বৈশাখ) ২৫শে এপ্রিল, শুক্রবার অপরাহ্নে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্যতম পুরাতন সভ্য, স্বজাতি-প্রেমিক, কলিকাতা, দর্জ্জিপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি-এল বাঙ্গালা দরবারের প্রধান পাতাঞ্জি (Accnt. General, Bengal) পদ হইতে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করায় কলিকাতা ট্রেজারি বিল্ডিংএর কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াছেন। এই সম্বর্দ্ধনায় প্রচুর আনন্দ-উপভোগের আয়োজন করা হইয়াছিল এবং শেষে বর্ত্তমান প্রধান পাতাঞ্জি মিঃ ডবলিউ, উলস্ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্রের একখানি প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

একখানি-পত্র

মহামহিম

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা,

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর বিশেষ নিবেদন এই—

মহাশয়,

আমি গত ১৩২৯ সনের পৌষমাসে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার মানসে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপ গমন করিয়া ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকি। কিছুদিনপরে জানিতে পারিলাম যে, ন্যায় ও স্মৃতি-শাস্ত্র অধ্যয়নকারী ছাত্রগণ গভর্ণমেণ্ট হইতে একটী মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ স্থলে ব্রাহ্মণ ছাত্রেরাই উক্ত বৃত্তি পাইয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি কোন জাতিবিশেষের ভোগ্য হইতে পারে না, এই বিষয় আমার মনে উদিত হইলেও এই প্রবল ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে আমি একটা মাত্র কায়স্থ-বালক ইহার কোনও প্রকারের প্রতিবিধান মূলক চেষ্টা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মনে করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না; সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় ইতিমধ্যে ঢাকা জেলার অপর একটী কায়স্থ-ছাত্র ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য নবদ্বীপ আইসেন; সুতরাং আমার একটু সুযোগ হইল মনে করিয়া তাঁহার (শ্রীযুক্ত ভূপতিভূষণ দেব গোস্বামীর) সহিত পরামর্শ করিলাম। উক্ত ছাত্রটী ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া ন্যায় বিভাগের বৃত্তি বিভাজক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট বৃত্তির জন্য আবেদন করিলে উক্ত পণ্ডিতমহাশয় কায়স্থ-ছাত্রের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন না। অতঃপর সেই ছাত্রটী কৃষ্ণনগর ইনেসপেক্টর আফিসে যাইয়া জানিতে পারিলেন যে উক্ত বৃত্তিদাতা কোন জাতি বিশেষের জন্য বৃত্তি দিয়া যান নাই। বৃত্তি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া পুনরায় উক্ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে এবার তিনি ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিলেন বটে কিন্তু পরোক্ষে একটী ষড়যন্ত্র চলিতে থাকিল। * *

ইহার কিছুদিন পরে (ইং ১৯২৩ * * * সনের ২১শে মে তারিখে) আমিও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন মানসে আবেদন করিলে স্মৃতি-বিভাগের বৃত্তি-বিভাজক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সে আবেদন

পত্রে স্বাক্ষর না করায় অগত্যা আমি পণ্ডিতদিগের অনুমতিব্যতীতই উক্ত আবেদনপত্র ইনেসপেক্টর আফিসে পাঠাইয়াছিলাম; নবদ্বীপের টোল বিভাগীয় কেরাণী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী পূর্ব্ববর্ত্তী আবেদনকারী ছাত্র ভূপতিভূষণ গোস্বামীর আবেদনপত্র ডাকযোগে না পাঠাইয়া স্বয়ং ঐ আবেদন পত্রসহ কৃষ্ণনগরে ইনেসপেক্টর আফিসে উপস্থিত হইয়া যাহাতে কায়স্থছাত্রের আবেদন না গ্রাহ্য হইতে পারে তাহা করিলেন। ফলতঃ আমার ও উক্ত ছাত্রের আবেদন গ্রাহ্য হইল না।

এ স্থানে কোন সুবিধা না পাইয়া কলিকাতা হেড আফিসের আশ্রয় লইব মনে করিলাম, এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত বৃত্তি পায় কিনা তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, পরে জানিতে পাই যে—বৈদ্য, যুগী, বর্ণব্রাহ্মণ-বংশীয় ছাত্রগণও বৃত্তি পাইয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া আমরা প্রেসিডেন্সী বিভাগের হেড-ইনেসপেক্টার আফিসে আবেদন করিয়াছিলাম। আফিস হইতে কৃষ্ণনগর Inspector এর নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলে কৃষ্ণনগরের ইনেসপেক্টর উপায় না দেখিয়া সংস্কৃত কলেজের সদস্যগণকে এই বিষয় জানাইলেন। উক্ত পণ্ডিতগণ যাইয়া স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধরিয়া পড়েন। পরে তাঁহাদের অনুরোধে তিনি যে সুন্দর বিচার করিলেন তাহা আমরা বসুমতী পত্রিকাতেই দেখিতে পাই। * * * * *

এই বিচার হইল গত মার্চ্চমাসের পূর্ব্ব অধিবেশনে,, তৎপরে আমরা ডিরেক্টার আফিসে ইহা আদ্যোপান্ত জানাইলাম। তিনি কলেজের সদস্যগণের নিকট লিখিলেন। তাহারা মার্চ্চমাসে এবিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু সেই অধিবেশনে কিছুই হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই আপনাদের নিকট এই সমস্ত বিষয় জানাইব বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু ঠিকানা না জানায় তাহা পারি নাই। বর্ত্তমানে আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে—আপনারা এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন। আমি এই বিষয়টীকে আমার ব্যক্তিগত বিষয় মনে করিয়া পত্র লিখিতেছি না, কিন্তু যে কায়স্থজাতি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধনে, মানে, কুলে, শীলে সর্ব্বাংশেই ভারতের নানাস্থানে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়া আসিতেছেন সেইজাতি নবদ্বীপে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-সমাজের নিকট কিসে হেয় বুঝিতেছি না। বোধহয় মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়কে আপনি জানেন। তিনি কায়স্থজাতির হিতৈষী এ বিশ্বাস কায়স্থমাত্রেরই ছিল, কিন্তু আমার সে বিশ্বাস আদৌ নাই। তিনি একবার আবেদন পত্রে স্বাক্ষর

করিয়াও জানি না। কেন তাবার কলেজে কায়স্থের বিরুদ্ধ-আচরণ করিয়াছেন। যাহা হউক আপনারা কায়স্থজাতির গৌরব। এই অপমানের বিরুদ্ধে আপনারা যদি দণ্ডায়মান না হন, তবে আমার ন্যায় দুই একটী বালক ইহার কি করিতে পারে? সুতরাং সংবাদ পত্রে এবং সমস্ত বিশিষ্ট কায়স্থ-সমাজকে এই সংবাদ যদি না জানান তবে লজ্জা ও অপমানের বোঝা মস্তকে করিয়া নবদ্বীপ থাকিয়া পড়া শুনা যে কতদূর সম্ভব হইবে জানি না।

যতসত্বর হয় ইহার জন্য চেষ্টা করিয়া কায়স্থের গৌরব রক্ষা করিতে বোধ হয় বিলম্ব করিবেন না, ইতি—

বিনীত নিবেদক,
শ্রীরাধাবল্লভ দত্ত রায়বর্ম্মা
গ্রাম—ঘটমাঝি (ফরিদপুর)

সংবাদ-চয়ন

আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের অভিমত—সত্যাগ্রহ-ভাণ্ডারে একশত টাকা দান। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন—তারকেশ্বরে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা আমি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতেছি। মির্জ্জাপুর-পার্কে একটী সভায় সভাপতির কার্য্য করিবার সময় আমি বলিয়াছিলাম যে, দেশের সর্ব্বত্র সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, হিন্দু-মন্দির পবিত্র করিবার চেষ্টাও তাহারই অন্যতম এবং অংশবিশেষ। ইহা গুরুদ্বার-আন্দোলন ও ভাইকম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অনুরূপ। যদিও আমি ব্রাহ্ম-সমাজের সদস্য, তথাপি এই জাতীয়-জাগরণের দিনে আমি একজন নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্রই থাকিব, এমন কোন যুক্তি হইতে পারে না। আমাদের ধর্ম্মমন্দিরগুলি ব্যাভিচারের কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। আজ পর্য্যন্ত যে এই মন্দিরগুলি নৈতিক কুষ্ঠ রোগীদের হাতে রহিয়াছে তাহাতেই হিন্দু-সমাজের জড়তা প্রমাণিত হইতেছে। এই সমস্ত পাপের আড্ডাগুলিকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য খুব দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করা উচিত। লর্ড লিটন এই আন্দোলনকে "একটা প্রকাণ্ড প্রতারণা" বলিয়া গুরুতর ভুল করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু-কর্ণ অর্থাৎ তাঁহার উপদেষ্টারা তাঁহাকে বিপথে পরিচালিত করিয়াছেন। অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারে যে, এই আন্দোলনের পশ্চাতে সমস্ত হিন্দু-সমাজই রহিয়াছে। প্রত্যেক মন্দিরে কোটি কোটি টাকা জমা রহিয়াছে, তাহাদের বার্ষিক আয়ও খুব বেশী। এই টাকা হাঁসপাতাল, শিক্ষালয়, ধর্ম্মশালা স্থাপন প্রভৃতি লোকহিতকর-কার্য্যে ব্যয়িত হওয়া

ন্ত প্রয়োজন। আমি অন্যান্য কাজে খুব ব্যাপৃত থাকায় এই আন্দোলনে ষভাবে যোগদান করিতে পারিতেছি না; কিন্তু শীঘ্রই আমি তারকেশ্বর বে আশাকরি। আমি তারকেশ্বর তহবিলে একশত টাকা প্রেরণ করিলাম!"

—(কাশীপুর নিবাসী)

পুত্রের স্মৃতিরক্ষা—রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষ তাহার মৃত-পুত্র ক্তার প্রতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিরক্ষার্থে পাওলদিয়াগ্রামে দাতাব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য ১০০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই সৎকার্য্য প্রশংসার যোগ্য।

—('কাশীপুর নিবাসী')

অদ্ভুত সিদ্ধান্ত।—'হিতবাদী'তে এইরূপ এক মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে;—

"সম্প্রতি হাইকোর্টে হিন্দু-সমাজ-বিধান সংক্রান্ত একটী মোকদ্দমা হইয়াছে। শ্রীমতী গৌরীবালা দেবী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু স্বামীর সহিত পত্নীর মনোমালিন্য ঘটায় পত্নী গত ২০ বৎসর স্বামীর নিকটে বাস না করিয়া স্বতন্ত্রস্থানে বাস করিয়া আসিতেছেন। শ্রীমতী গৌরীবালা অন্য স্থানে বাস করিলে এবং স্বামীর সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখিলেও তিনি স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ বাবদে নিয়মিতভাবে মাসহারা পাইয়া আসিতেছেন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীমতী একটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। বাহুল্য যে, স্বামীর ঔরসে এই সন্তানটীর জন্ম হয় নাই। সন্তানটীর জন্মের পরই স্বামী স্ত্রীর মাসহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই মাসহারা পাইবার জন্য হাইকোর্টে মাননীয় প্রধান বিচারপতির ও মাননীয় জজ মিঃ চোজনারের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। গত ৮ই আগষ্ট শুক্রবারে এই মামলার রায় বাহির হইয়াছে। জজেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, একটী মাত্র জারজ সন্তানের জন্ম হইতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে—পত্নী ব্যভিচারিণী। অতএব মাননীয় বিচারপতিগণের বিচারে জারজ সন্তানের জননীর মাসহারা বাহাল রহিল।"

হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি; ইহা হানিকর ও সমাজ ধ্বংশকর।

এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের সমাজের শীর্ষ ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করি হাইকোর্টের এই সুসিদ্ধান্ত তাঁহারা কেমন ভাবে গ্রহণ করিতেছেন? কায়স্থ-বিদ্বেষী

যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও তাঁতি বিবাহ বিচারে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তৎকালে আমরা বলিয়াছিলাম আজ যে আঘাত একজনের উপর পড়িতেছে, কাল যে তাহা ঐ আনন্দ-উপভোগকারার উপর পড়িবেনা তাহা কে বলিল ! ফলে তাহাই হইল। যাহা হউক এই বিচার দেখিয়া বোধকরি ব্রাহ্মণগণের চক্ষু ফুটিবে। ব্রাহ্মণগণের ইহা লইয়া ঘোরতর প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য ; আমরাও তাঁহাদের সহিত যোগদিতে প্রস্তুত আছি ! "ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থং" এই মহাবাক্য যতদিন ব্রাহ্মণগণ ভুলিয়া থাকিবেন, ততদিন দেশের ও সমাজের কল্যাণ সুদূরপরাহত। কাঃ পঃ সঃ]

দান—কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীটের বাবু গোপীকৃষ্ণ বসু জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদকে ৯৬০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্‌টিটুটএর প্রাথমিক বিভাগের একজন দরিদ্র মেধাবী ছেলেকে উহার সুদ হইতে একটী মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

—'কাশীপুর নিবাসী'

জ্ঞান-বৃদ্ধের চরকায় অনুরাগ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম এ দেশের কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। ইনি আদি ব্রহ্মসমাজের একজন শ্রেষ্ঠব্যক্তি, বয়সে প্রবীণ। ইহার বয়স এক্ষণে ৮৬ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সে ইনি বুঝিয়াছেন, চরকাই মুক্তিলাভের উপায়। তাই নিজে চরকায় সূতা কাটা আরম্ভ করিয়াছেন।

—'কাশীপুর নিবাসী'

পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা—সন্তোষ ছয়আনির নাবালক জমিদার শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ, পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন, গণিতশাস্ত্রে অনার পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়াছেন, এবং বি-এ ও বি-এস-সি, এই উভয় পরীক্ষায় সকল পরীক্ষার্থীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি এই কৃতকার্য্যতার জন্য 'দ্বারকানাথ ঠাকুর স্কলারশিপ' এবং 'ঈশান স্কলারসিপ' নামক দুইটি বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন ; তিনটী সোনার মেডেল পাইবেন এবং ১২৫৲ টাকা মূল্যের পুস্তক পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। তিনি মেট্রিকুলেশন ও আই, এ, পরীক্ষাতেও অতি কৃতকার্য্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রকার বিদ্যানুরাগ ও কৃতকার্য্যতা দেখিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছেন।

—('চারুমিহির')

ঢাকায় গভর্ণরের বক্তৃতা—সম্প্রতি লর্ড লিটন ঢাকা নগরীতে, পুলিশ কর্ম্মচারিগণকে পুরস্কৃত করিবার সময় ভারতীয় স্ত্রীজাতির উপর কটাক্ষ করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। সমগ্র দেশ হইতে ইহার তীব্র প্রতিবাদের সংবাদ আসিতেছে। লাট সাহেবের নিকট হইতে আমরা এরূপ বক্তৃতা আশা করিনাই, করা যায়ও না।

আদর্শ বিবাহ—গত ৩রা আষাঢ় ডিংশিপাড়ার শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার দে (S. K. Dev.) মহাশয়ের ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে দে মহাশয় কংগ্রেসের কথা প্রচারার্থে খুলনা ও বাগেরহাট কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকে নিমন্ত্রণ করেন। বর ও কন্যার বাড়ীতে বিরাট্ সভায় কংগ্রেসের বাণী প্রচার করা হয়। সুবোধবাবু কন্যাপক্ষ হইতে পণ বা বরসজ্জা কিছুই গ্রহণ করেন নাই ; তিনি কন্যাপক্ষের কর্ত্তাকে বলিয়াছিলেন "আপনি যদি কিছু দিতে চান তাহা কংগ্রেসকে দিবেন, এবং খাওয়ান বা অন্যান্য ব্যাপারে জাক্‌জমক্ না করিয়া সাধারণ-হিতার্থে যাহা পারেন ব্যয় করিবেন"। কন্যার পিতা কংগ্রেসকে ২০০৲ দুইশত টাকা দান করিয়াছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই সুবোধবাবুর এই আদর্শ অনুকরণীয়।

(জাগরণ)

টেলিফোনে কায়স্থের কৃতিত্ব—মিঃ সিদ্ধমোহন মিত্র বিলাতে কবিরাজী করেন। সংপ্রতি তিনি বে-তার টেলিফোনে কতকগুলি বাংলা, পৌরাণিক-কাহিনী নানাস্থানে প্রচার করিয়াছেন। তিনি দাশু রায়ের পাঁচালীও এইরূপভাবে প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

(জাগরণ)

টেলিগ্রামে বাঙ্গালা শব্দ।—শ্রীহট্ট—করিমগঞ্জ গভর্ণমেণ্টহাই-স্কুলের স্কাউট মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ বাঙ্গালা, আসামী, হিন্দী, মারাঠী এবং গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় টেলিগ্রাম প্রেরণের জন্য এক সুসম্পূর্ণ কোড তৈয়ার করিয়াছেন। এই কোড এক্ষণে ছাপা হইতেছে,—ছাপা হইলে শীঘ্রই ইহা শিলঙে এবং সিমলায় গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইবে। ইহা এদেশীয় প্রতিভার আর এক পরিচয়।

(বঙ্গবাসী)

টিপু সুলতান হিন্দুদ্বেষী ছিলেন না—শ্রীরঙ্গপত্তনে যে স্থানে টিপু সুলতানের রাজধানী ছিল, সেইখানে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের চতুঃপার্শ্বে অনেক হিন্দু দেবমন্দির রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠে যখনই সাহায্যের

প্রয়োজন হইত, তখনই টিপু সুলতান ঐ মঠকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। মেলুকোট প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির; তাহাতে দুইখানি রৌপ্য নির্ম্মিত-পাত্র আছে; উহাতে এই কথাগুলি খোদিত আছে—"টিপু কর্ত্তৃক শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত"।

"কাশীপুর-নিবাসী"

গাছ পাথরে পরিণত—প্রায় মাসাবধি হইল আসানসোলের অনতিদূরে, রেলওয়ে লাইনের জন্য মাটি কাটিবার সময়, ১০ ফুট নীচে একটী গাছ পাথরে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। এই সংবাদ পাইবামাত্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভূতত্ত্ববিদ্ একজন সাহেব এবং একজন বাঙ্গালীবাবু আসিয়াছেন। তাঁহারা ঐ গাছটী কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন। লোকপরম্পরায় শুনা যাইতেছে যে কি ভাবে ঐ গাছ পাথরে পরিণত হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠান হইবে। গাছটী দেখিবার জন্য প্রত্যহ বহু লোকের সমাগম হইতেছে।

(আনন্দবাজার-পত্রিকা)

ব্রাহ্মপুত্রের উপবীত গ্রহণ—প্রবীণ সহযোগী হিতবাদী লিখিয়াছেন:—গত বৃহস্পতিবার পাবনা জেলার গুনাইগাছা গ্রামস্থ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ৺কৈলাসচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশচন্দ্র বাগচী মহাশয় নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও স্মার্ত পণ্ডিত মহোদয়গণের ব্যবস্থা অনুযায়ী যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত উপনয়ন উপলক্ষে প্রায় ৪০০ শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন. তাঁহাদের যথারীতি অভ্যর্থনা ও ভূরিভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যথারীতি বিদায়ও পাইয়াছিলেন। এ সুযোগ মন্দ নয়!

(চারুমিহির, ২৬।৩।৩১)

সংবাদপত্র ও প্রেস।—পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ, কলিকাতা সহরে দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ৩১,—অর্দ্ধসাপ্তাহিকের সংখ্যা ৩; সাপ্তাহিকের সংখ্যা ৭০; পাক্ষিকের সংখ্যা ১৫; মাসিকের সংখ্যা ১৭৭; ত্রৈমাসিকের সংখ্যা ২৭; বাৎসরিকে সংখ্যা ৩; আর এই সহরে প্রেসের বা ছাপাখানার সংখ্যা ছয় শত। প্রেসের বা সংবাদপত্রাদির সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে সুশিক্ষা-প্রচারের সহায়তা হইতেছে কতটুকু এবং কিরূপ, এটুকু থাকিলে আরো ভাল হইত।

(বঙ্গবাসী)

স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ

কায়স্থ-কুল-গৌরব, বঙ্গজননীর সুসন্তান, বাণীর বর-পুত্র, জ্ঞানী, গুণী, দেশমান্য, ...রেণ্য ভূপেন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নাই। তাঁহার চিরপূজ্যা বঙ্গজননী, শোক-সন্তপ্তা ...ধর্ম্মিণী, প্রিয়পুত্র পরিজন সকলকে ভুলিয়া গত মঙ্গলবার ভাদ্র-সংক্রান্তিতে, ...প্রস্থান করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তিনি কঠিন হৃদ্‌রোগে পীড়িত ছিলেন,—...ন্তু কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে সেই মহাপুরুষের অকস্মাৎ তিরোধান ঘটিবে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে খানাকুল কৃষ্ণনগরের শ্রেষ্ঠ কুলীন বসুবংশে ...ননীয় ভূপেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে সম্মানের সহিত উচ্চ-শিক্ষা ...প্ত করিয়া তিনি এটর্ণী হইলেন। এই সময় হইতেই রাজনীতি, সমাজনীতি, ...র্ম্মনীতি ও আত্মোন্নতির দিকে সর্ব্বদাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ...র সময়ে রাজনীতি-ক্ষেত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইলেন, মহাত্মা ভূপেন্দ্রনাথও সেইসময় ...হইতে দেশের জন্য, দশের জন্য রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাজনীতি-...ক্ষেত্রে সাফল্যে তিনি দেশবাসী হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া কএকবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক ...সভার সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়-সম্মিলনের সভাপতি এমন কি ভারতীয় ...জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) সভাপতি-পদও অলঙ্কৃত ...করিয়া গিয়াছেন! এই দেশনায়কের অসাধারণ কৃতিত্বে আকৃষ্ট হইয়া ভারত-...মেণ্ট ইঁহাকে বিলাতে ভারতীয় মন্ত্রি-সভার সদস্য পদ, তৎপরে তাঁহাকে গতবর্ষে ...কলিকাতা-ইউনিভার্সিটীর ভাইস্‌চেন্‌সলার বা শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চপদ, ...অবশেষে অল্পদিন হইল বঙ্গের শাসন-সভার সমুচ্চ অমাত্য (Member of the Executive Council) পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; হয় ত আর কিছু দিন ...সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিলে তিনি ভারতের কোন অংশের গবর্ণর বা শাসনকর্ত্তৃ-...পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। তাঁহার এই বিশাল রাজকীয় ও রাষ্ট্রীয় ...কর্ম্ম ক্ষেত্রের অনেকেই পরিচয় দিতেছেন ও দিবেন; কিন্তু তিনি নিজ জাতির ...জন্য, নিজ সমাজের জন্য কি করিয়াছেন, বোধ হয় অনেকেই তাহা জানেন না। ...অদ্য আমরা কেবল তাহারই আলোচনা করিতেছি:—

রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের ভবনে যখন কায়স্থ-কুল-রক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠা হয় ...সেই সময় ভূপেন্দ্রনাথও ইহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। উক্ত সভা ...হইতে যখন দক্ষিণরাঢ়ীয়-সমাজের বিরাট গ্রন্থ "কায়স্থ-কারিকা" প্রকাশিত হয়,

তৎকালে বসু মহাশয় স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সর রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিবাহে পণ-প্রথা নিবারণের জন্য যে মহতী-সভা আহূত হইয়াছিল, সে সময়েও এই মহাপুরুষ অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৩০৮ সালে 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র প্রতিষ্ঠাকালে তিনি প্রত্যেক অধিবেশনে যোগদান করিয়া সভার প্রতিষ্ঠা ও সমাজের উন্নতি কল্পে যেরূপ কার্য্যকারিতা ও অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কায়স্থ-পত্রিকায় সভার কার্য্য-বিবরণী মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সভার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে দেখাইবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। পণ-প্রথা-নিবারণ, আন্তর্গণিক-বিবাহ প্রচলন এবং ক্ষত্রিয়োচিত উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে বিভিন্ন বার্ষিক সভায় অনেক বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। নিজ গৃহে পণ-প্রথা-নিবারণ ও আন্তর্গণিক-বিবাহ চালাইয়াছেন। উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও পিতৃব্যগণের কৌশলে তাঁহার সাধু-উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই। আশাকরি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া সেই মহাপুরুষের সাধু-ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।

সেই মহাত্মা শত শত রাষ্ট্রীয় ও রাজকীয় কার্য্যের মধ্যেও নিজ সমাজের কল্যাণ সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন। বাহিরে কেহ কেহ তাঁহাকে ইংরাজী ভাবাপন্ন মনে করিলেও তিনি একজন খাটী স্বদেশী ও দেশভক্ত ছিলেন। প্রথমেই লিখিয়াছি যে শ্রেষ্ঠ মুখ্য কুলীন-বংশে তাঁহার জন্ম ; আজীবন তিনি নিজ কুল-প্রথা মানিয়া চলিতেন। এ অঞ্চলে তাঁহার সমকক্ষ করণীয় কুলীন না থাকায় তিনি সুদূর "রায়েরকাটী" হইতে কন্যাপক্ষকে কলিকাতায় আনাইয়া বাস ভবন ও আহারাদির সকল ব্যয় বহন করিয়া পুত্রের কুল-কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহোৎসবে তাঁহার ভবনে অনেক কুলীন উপস্থিত ছিলেন। কুলকার্য্যে নানা বাধা বিঘ্ন ঘটিতেছে ভাবিয়া সেই সময় সকলের সমক্ষে কুলীনগণের 'একজাই' করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন, এবং আমাকে এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইতে বলেন। সেই সুহৃদ্-সম্মিলনে অমৃতবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'একজাই' করিয়া কি ফল হইবে, জানিতে চাহেন। বসুমহাশয় কুলীন-সমাজ রক্ষার জন্য 'একজাই' বা সমীকরণের আবশ্যকতা অতি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি বিলাত যাত্রা করায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি-পথে বিঘ্ন ঘটে। তিনি বিলাত যাইবার সময় আমাকে 'একজাই' সম্বন্ধে কাগজ প্রস্তুত করিবার কথা বলিয়া

যান। তাঁহার অভিপ্রায়মত কুলীনগণের তালিকা সংগ্রহের জন্য আমি, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ ও গণেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এই তিনজনে একত্র আবেদন-পত্র ছাপাইয়া কুলীন-সমাজের সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বসু মহাশয়ের দীর্ঘ প্রবাসের ফলে এখানে উপযুক্ত উৎসাহ দিবার লোকাভাবে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল না। যখন প্রবাস হইতে তিনি গৃহে ফিরিলেন, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও তৎপূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ন্যায় দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম—সুতরাং তাঁহাকে ধরিয়া যে মহাকার্য্য হইতে পারিত, তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, পুত্র-কন্যা—বিয়োগ-জনিত দারুণ শোকে, তদুপরি উচ্চ-রাজকীয় কর্ম্মে ও নিজ অসুস্থতায় বিব্রত থাকিলেও তাঁহার প্রিয় কায়স্থ-সভাকে কখন ভুলিতে পারেন নাই। ১৩২৯ সালের বার্ষিক-অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। আমার ক্ষুদ্রকুটীরে ১৩৩০ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যোগদান করিয়া সভার উদ্দেশ্য প্রচারার্থ উপযুক্ত প্রচারক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি আপনার ভবনে গত মাঘ মাসে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আহ্বান করিয়া সভার মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। গত বর্ষে মাহীনগরে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলবিধাতা পুরন্দর খাঁর স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমার ক্ষুদ্র কুটীরে একটী পরামর্শ-সভা হয়, সেই সভাতেও বসুমহাশয় তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত যোগদান করিয়া পুরন্দর-স্মৃতি-রক্ষা সম্বন্ধে অভিমত জানাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি কোন দিন নিজ সমাজ বা নিজ কুলমর্য্যাদা বিস্মৃত হন নাই। তিনি বড় সামাজিক ছিলেন, সামাজিক ক্রিয়া কলাপে ছোট বড় সকলের ঘরেই তাঁহার সর্ব্বত্র গতিবিধি ছিল। রাজপুরুষগণের নিকট ও দেশের দশের নিকট সমভাবে সম্মানিত এরূপ মহাজন আর কোথায় ? এরূপ সামাজিক ও সভার পরম-হিতৈষী 'সদস্য'কে হারাইয়া আজ কায়স্থ-সভা শোকসন্তপ্ত—বাস্তবিক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য আমরা অল্প দিন মধ্যে অনেক মহাত্মাকে হারাইলাম। যাহা যাইতেছে আর ত পূরণ হইতেছে না। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথের সহিত কেবল বঙ্গদেশ বলিয়া নহে—ভারতীয় কায়স্থ-গগনে একটী প্রধান জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইল।

তিনি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া নিজে বীতশোক হইয়াছেন। সেই মহাপুরুষের পুণ্যাত্মা অমরধামে গিয়াছেন, সেখানে রোগ, শোক, জরা, মরণ নাই। সেই ভগবদ্ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণে বিলীন হইয়া স্বনাম-ধন্য হইয়াছেন। আমরাও তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া ধন্য বোধ করিতেছি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

---:---

পরলোকে রাজকৃষ্ণ

গত ৩রা ভাদ্র মঙ্গলবার পঞ্চমী-তিথিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক হাটখোলার দত্তকুল-গৌরব রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। দেওয়ান্ জগৎরাম দত্তের প্রপৌত্র গোলকবাসী নবীনচাঁদ দত্ত মহাশয়ের ঔরসে ১২৬৩ সালের কার্ত্তিকমাসে উত্থান-একাদশী-তিথিতে রাজকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। যথাকালে তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষায় উপযুক্ত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। চিত্রবিদ্যায়ও তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং সেই মহাকবির সাহচর্য্যে তিনি কবির অনুকরণে কবিতা, নাটক ও প্রহসন লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। স্বয়ং মাইকেল তাঁহার "যেমন রোগ তেমন রোজা" নামক প্রহসন শুনিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার "চন্দ্রপ্রভা" নাটকে—

"হায় সখি, আর কিলো, এছার জনমে,
দেখিবে এ পোড়া আঁখি সে পদ দু'খানি"।

ইত্যাদি কবিতায় মাইকেলী ভাব ও ভাষার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত দেখা যায়। "তন্ত্র-তত্ত্ব-রহস্য" নামক তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থে তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞানের বিশেষ নিদর্শন রহিয়াছে। বিদ্রূপাত্মক রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় তেজস্বিতা, আলাপে হাস্য-রসিকতা, ও কর্ত্তব্যকার্য্যে একনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৩০৮ সালে ১০ই পৌষ তারিখে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে বিরাট্ মহাসভা হইয়াছিল, সেই সভায় রাজকৃষ্ণ তাঁহার পিতা নবীনচাঁদ দত্ত মহাশয়ের হইয়া আন্তর্গণিক বিবাহ প্রস্তাব উপলক্ষে তিনি যে সারগ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অনেকে আজও ভুলিতে পারেন নাই।

১৩১০ সালে ভাদ্র মাস হইতে স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয় পীড়িত হইলে রাজকৃষ্ণ বাবুই সভার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। অগ্রহায়ণমাস হইতে সভার কর্ম্মস্থান অনেকটা তাঁহারই ভবনে উঠিয়া যায়। তৎপরে মাঘমাস হইতে সময় সময় তাঁহার নিকেতনে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মিলন-স্থান হইয়াছিল। ১৩১২ সালের মাঘমাস পর্য্যন্ত তিনি এই সভার সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন।

তিনি একজন বিশেষ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। সম্পাদকীয় ভার গ্রহণের পর তিনি সমস্ত কার্য্যই নিজে করিতেন, এমন কি সমস্ত পত্রাদি স্বহস্তে লিখিতেন। তাঁহার সম্পাদকতাকালে উপবীতগ্রহণের কর্ত্তব্যতা সভায় পরিগৃহীত হয়, অথচ পিতার অনুজ্ঞায় উপবীত গ্রহণ-রূপ সভার প্রধান কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইতে না পারায় তিনি স্বইচ্ছায় সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি একান্ত পিতৃভক্ত ছিলেন, পিতাকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা বলিয়া মনে করিতেন, এই কারণেই তিনি উপবীত গ্রহণের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী হইয়াও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে পিতার আদেশ মান্য করিতে হইয়াছে। তিনি সভার চতুর্থ-বার্ষিক-অধিবেশনে ওজস্বিনী কবিতায় তাঁহার মনের ভাব এইরূপ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন :—

"সত্ত্ব-রূপী বায়ু—সংস্কার গ্রহণ,
রজঃরূপী পিত্ত—শ্রেণীর মিলন,
তমঃরূপী কফ—বিবাহের পণ,
আদ্য মধ্য ক্ষীণ, শেষটী প্রধান।
বাড়িয়াছে শ্লেষ্মা—বিবাহের পণ,
তাতেই সমাজ আচ্ছন্ন এমন,
দুষ্ট বলবানে করিলে দমন,
সুস্থ হয় তবে সমাজ আবার।
তমঃ কফ রোগ হইলে বিনাশ,
সত্ত্ব রজঃ তবে পাইবে প্রকাশ,
কাটিবে আচ্ছন্ন—র'বে সম শ্বাস,
গ্যাঙানি কোঁতানি রবে না আর।
সত্ত্বে হবে তবে সংস্কার গ্রহণ,
রজোগুণে চারি-শ্রেণীর বন্ধন,
ধীরে ধীরে হবে উন্নতি সাধন,
পরচর্চ্চা হেঁচ্‌কি সারিয়া যাবে।
সমাজের রোগ এই হলে ঠিক,
একতাই তার 'এস্‌পেসিফিক্' :
তার সনে 'এজিটেসান' 'টনিক'
চালালে সমাজ সবল হবে"।

বলিতে কি তিনি সভার তিনটী উদ্দেশ্য চিরদিনই সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। ইদানীং যদিও তিনি কোন সভা-সমিতিতে বড় যোগদান করিতেন না, অনেকটা উদাসীন ভাবে ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন, কিন্তু সভার উদ্দেশ্য প্রচারে যখনই কেহ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন মহাত্মা রাজকৃষ্ণ সদুপদেশ ও উপযুক্ত সাহায্যদানে কখনও বিচলিত হন নাই। মধ্যে মধ্যে আমরা তাঁহার ভবনে গিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন করিয়াছি। ১৩২৯ সালের উক্ত সমিতির শেষ অধিবেশন তাঁহারই ভবনে হইয়াছিল। যখনই আমরা তাঁহার ভবনে সমিতি আহ্বান করিয়াছি, তাঁহার সহাস্য-রসালাপ, আদর-আপ্যায়ন ও সদুপদেশে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সেই জ্ঞানী গুণী মহাত্মার তিরোধানে সভা বাস্তবিকই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, কায়স্থ-সভার ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। গত বার্ষিক-সভায় আমার অভিভাষণে তাঁহার নামটী ভ্রম-ক্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় আমি বিশেষ ত্রুটী অনুভব করিতেছি। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ আমার ন্যায় পীড়িত ব্যক্তির অসাধ্য। তবে সেই পরমাত্মীয়ের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অদ্যকার সভায় সেই মহাত্মার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছি এই সঙ্গে প্রস্তাব করিতেছি—সেই দত্তকুল-ভূষণের জন্য অদ্যকার সভায় আমরা সকলে শোক প্রকাশ করিতেছি এবং আমাদের এই শোক-সমবেদনা তাঁহার শোকসন্তপ্ত কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়কে বিজ্ঞাপিত করা হউক।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

* ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ২য় অধিবেশনে পঠিত হয়।

ভ্রম-সংশোধন

বিগত দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর ১২শ সংখ্যক প্রস্তাবে কর্ম্মচারী নিয়োগের তালিকায় ভুল ক্রমে সহযোগী-সম্পাদকগণের নাম প্রকাশিত হয় নাই। নিম্নে উহা প্রকাশিত হইল :—

(উঃ) লেফ্‌টেন্যাণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মৌলিক বর্ম্মা এম-এস-সি, (কলিকাতা)

(দঃ) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা (বেলেঘাটা)

(বঃ) শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল (কলিকাতা)

(বাঃ) লেফ্‌টেন্যাণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, বি-এ (কলিকাতা)

১৮শ প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা সি, আই, ই ; আই, সি, এস মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে স্থির হইল, পত্রিকা সহ সভ্যের চাঁদা বার্ষিক ৩৲ তিন টাকা স্থলে ৪৲ চারি টাকা করা হউক।

(শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত চাঁদা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের ৭র্থ সংখ্যক পরিবর্ত্তিত নিয়ম দ্রষ্টব্য)

কায়স্থ-পত্রিকা

...ঃ বর্ষ } কার্ত্তিক—১৩৩১ { ৭ম সংখ্যা

চিত্রগুপ্ত

—:*:—

...সৃষ্টি পরে ধাতা প্রীতিভরে যবে ধ্যান রত আছিল রে
...হ'তে তাঁর পুত্র দেবাকার সহসা জনম লভিল রে ;
...ধ্যান ভাঙ্গিল নয়ন মেলিল হেরিল নন্দন আনন রে
...নন্দে ভরিল হৃদয় রসিল পরাণ সুখেতে মগন রে ;
...চাহিয়া আশীষ করিয়া চিত্রগুপ্ত বলি' ডাকিলা রে,
...ত্রিয়-প্রধানে কায়স্থ-আখ্যানে লেখনি প্রদানি' ভূষিলা রে ;
...রাজ-করে অতি সমাদরে হইতে তাঁহার সহায় রে
...লা প্রজাপতি নিয়তির গতি সাধিতে পরম উপায় রে ;
...নি পবন মৃদুল মোহন ছড়ায়ে সুরভি বহিল রে
...চিত্রগুপ্ত জয় ধ্বনি মধুময় কাঁপায়ে আকাশ উঠিল রে।

প্রাচীন-ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা*

সংসারে থাকিতে হইলে মাথা গুজিবার একটি স্থান চাই। সে স্থানের সংস্থান করিতে হইলে গৃহের প্রয়োজন। আবার গৃহ রাখিতে হইলে গৃহের শোভাও আবশ্যক। পণ্ডিতেরা তাই বলিয়া থাকেন;—

"যথা জলং বিনা পদ্মং, পদ্মং শোভাং বিনা যথা।
তথৈব চ গৃহং শশ্বদ্. গৃহিণাং গৃহিণীং বিনা"॥

(পদ্ম না থাকিলে যেমন জলের শোভা হয় না, আর জল না থাকিলেও যেমন পদ্মের বাহার থাকে না, তেমন গৃহিণী না থাকিলে গৃহস্থের গৃহের সৌন্দর্য্যও থাকে না।)

তাঁহারা ভার্য্যাকেই গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহু, গৃহিণী-গৃহমুচ্যতে।
গৃহং তু গৃহিণীহীনং, কান্তারমিতি মন্যতে"॥

(গৃহকে বস্তুতঃ গৃহ বলা যায় না; গৃহিণীই প্রকৃত গৃহ; যে গৃহে গৃহিণী নাই, সে গৃহ বিজন-বন।)

প্রকৃতপক্ষে সংসারে বাস করিতে হইলে, গৃহস্থ হইতে হইলে, স্ত্রীলোক চাই; শুধু যে গৃহের শোভা বর্দ্ধনার্থ স্ত্রীর প্রয়োজন তাহা নহে, গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালনের জন্য গৃহিণীকে বাদ দিয়া রাখা চলে না। গৃহিণীই গৃহস্থের মঙ্গলময়ী দেবতা। সংসারের মূলই ভার্য্যা—"ভার্য্যামূলশ্চ সংসারঃ"। এইজন্য শাস্ত্রে বলিয়াছে "স্ত্রিয়স্তু যত্র মোদন্তে তত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ"—যে গৃহে স্ত্রীলোক আনন্দে বাস করে তথায় দেবতারা বাস করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সে গৃহে শান্তি বিরাজ করে। স্ত্রীই যে, গৃহের শোভা বলিয়া বর্ণিত হয় কিংবা স্ত্রীকেই গৃহ বলা হয়, ইহা ন্যায়সঙ্গত; স্ত্রীলোকের পক্ষে এ দাবি নিতান্ত সমীচীন। স্ত্রীলোক ব্যতীত গৃহস্থালীর সুশৃঙ্খলা হয় না। যে বাড়ীতে স্ত্রীলোক নাই, সে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই তাহা উপলব্ধি হয়। স্ত্রীলোক-পরিশূন্য গৃহের হতশ্রী সর্ব্বদাই লক্ষিত হয়।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে ত্রয়োদশ-অধিবেশনে পঠিত

কোথায় কোন দ্রব্য রাখিলে গৃহ দর্শনীয় হইবে, কোথায় কি করিলে গৃহস্থের মঙ্গল হইবে, সাশ্রয় হইবে, তাহা স্ত্রীলোকে যেমন বুঝে, পুরুষে ঘরকন্নার কথা ঠিক তেমন বুঝে কিনা সন্দেহ; আর পুরুষ বুঝিতে পারিলেও কার্য্যতঃ তাহা করিয়া উঠা তাহার পক্ষে সুকঠিন। ঘরকন্না ব্যাপারে স্ত্রীলোকের দক্ষতা যেমন অসাধারণ, স্বাভাবিক শক্তিও তেমন পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী। স্ত্রীলোকই সাংসারিক জীবনে সুখের ...ীভূত-পাত্রী। এই স্ত্রীলোকের সংসার-নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা যত ...র্জ্জিত হইবে, গৃহস্থের সুখ-শান্তি ও সাশ্রয় তত অধিক হইবে। সংসার ...ত শান্তিপূর্ণ হইবে, গৃহস্থের জীবন তত মধুর হইবে এবং গৃহস্থের জীবনী-শক্তিও তত বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং সংসারের দেবতাই গৃহিণী। এইজন্য ভগবান্ মনু বলিয়াছেন "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন"—গৃহেতে লক্ষ্মীর সহিত স্ত্রীর কোন প্রভেদ নাই, অর্থাৎ স্ত্রীলোক লক্ষ্মী-স্বরূপা। হিন্দু-পত্নীর নামান্তর, সহধর্ম্মিণী। বিশেষ হিন্দুজাতির বিশ্বাস "দারাধীনাস্তথা স্বর্গঃ, পিতৃণামাত্মনশ্চ বৈ"—নিজের এবং পিতৃপুরুষগণের স্বর্গপ্রাপ্তি স্ত্রীর অধীন। সুতরাং গৃহিণীর উপর পুরুষের আশা ভরসা নির্ভর করে। গৃহিণীর চরিত্র যত মধুর হইবে, সংসার তত মধুরতর হইবে।

আমাদের জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধান-কর্ত্রী বা ধর্ম্ম-কর্ম্মের অঙ্গীভূতা বলিয়াই স্ত্রী-জাতিকে আমাদের আবশ্যক, তাহা নহে। এই স্ত্রী-জাতি সংসার-সংরক্ষণের প্রধান সহায় এবং এই স্ত্রীই জগতের জননী; সুতরাং স্ত্রীলোক ব্যতীত পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকে না। স্ত্রীলোক বিলাসের বস্তু নয়, উপভোগের দ্রব্য নয়। স্ত্রীলোকের উপর জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নিহিত; এইজন্য সংসারে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর দায়িত্ব বেশী। এই কর্ত্তব্যত্ব বা দায়িত্ব হইতেছে—তাহার জননীত্ব। পুরুষের মনে রাখিতে হইবে যে স্ত্রীলোক জগৎ-রক্ষয়িত্রী জননী; আর স্ত্রীকেও মনে রাখিতে হইবে যে তিনি ধরা-মণ্ডলের জননী। জননীর উপর সন্তান নির্ভর করে। সন্তানের প্রথমশিক্ষা ও প্রধানশিক্ষা জননীর উপর। এইজন্য স্ত্রীজাতি জগৎ-শিক্ষয়িত্রী এবং এইজন্যই হিন্দু স্ত্রীকে শক্তি বলিয়া থাকে; আর এই কারণেই হিন্দুদিগের আদ্যাশক্তির কল্পনা স্ত্রীলোক। শক্তির প্রেরণায় কার্য্য হয়। শক্তি যেভাবে চালিত হইবে কার্য্যও সেইরূপ হইবে। সুতরাং স্ত্রী-শক্তির উপর সন্তানের ভবিষ্যৎ

জীবন নির্ভর করে। সন্তানের চরিত্র সুগঠিত, মার্জ্জিত হওয়া বা কুভাবাপন্ন হওয়া, ইহা প্রধানতঃ মাতার শিক্ষার উপর। মাতার প্রভাব সন্তানের উপর অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করে। এইজন্য মাতার মানসিক বৃত্তি সন্তানে সংক্রমিত হয়। যেখানে জননী ভাল, সেখানে সন্তান প্রায়ই ভাল হয়। এ উদাহরণের অভাব নাই,—রামায়ণের লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রাদেবী, মহাভারতের পাণ্ডব-জননী কুন্তিদেবী, বর্ত্তমান যুগের শিবাজী-জননী, স্যার গুরুদাসের জননী, সম্রাট নেপোলিয়নের জননীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল হইতে দেখা যায়, যেখানে প্রসূতির মানসিক অবস্থা যত উন্নত, সন্তান সেখানে তত উন্নত; যেখানে জননীর মানসিক বলের অভাব সেখানে ভাল সন্তান হয় না। তবে যে "গোবরে পদ্মফুল ফোটা"র মত অঘটন ঘটিতে পারে না তাহা নয়; ভাগ্যবশে কাল-সংযোগে গ্রহ-নক্ষত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশে কোন কোনস্থলে দুই একটি উত্তম সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব স্ত্রীলোক অশ্রদ্ধার পাত্রী নয় কিংবা "হেল্‌না ফেল্‌না"র নয়। হিন্দুশাস্ত্র এইজন্য স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা-রক্ষণে সর্ব্বদা যত্নশীল।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু তাহার জাতীয় গৌরব, জাতীয় আচার বিচার ব্যবহার প্রভৃতি অনেক অমূল্য ধন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; সুতরাং এই হিন্দুজাতি তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে অক্ষম হওয়ায় তাহাদের শক্তিস্বরূপ রমণী-রত্নদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না; এই না পারার জন্য আমাদের স্ত্রী-সমাজের যে কিঞ্চিৎ অবনতি ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই রক্ষণশীলা জননীর জাতি পুরুষগণের বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকেও তাঁহাদের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির কতকঅংশ এমনভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন যে, অদ্যাপি হিন্দু-সংসার তাঁহাদের হস্তে শান্তি-নিকেতন হইয়া রহিয়াছে, এমন কি ঘোর অবনতির মধ্যেও ইহার স্নিগ্ধতা দর্শনে বিদেশীয়গণ আশ্চর্য্যান্বিত। হিন্দু-পরিবারের পিতামহী, মাতামহী, জননী প্রভৃতির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত রমণী সংসার-ধর্ম্মের যেরূপ উপযুক্তা, বর্ত্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতা রমণী সেরূপ উপযুক্ত হইতেছেন না। ইহাই হিন্দুদিগের শিক্ষা-চাতুর্য্য। বহুকাল অমার্জিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও তাহার উপর দিয়া অনন্ত তুফান চলিয়া গেলেও প্রাচীন হিন্দুজাতির স্ত্রী-

শিক্ষার সহিত বর্ত্তমান বিংশ-শতাব্দির সুসভ্য স্ত্রীশিক্ষা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না—ইহা ধ্রুব সত্য। তবে যে আজকালকার হিন্দু-স্ত্রী-সমাজে একটু চাঞ্চল্য দেখা যায় তাহা তাঁহাদের দোষে নয়, তাহা আমাদের দোষে, আমাদের খিচুড়ী করিতে যাইবার দোষে। আমরা অপক্ক রাঁধুনী, তাই খিচুড়ী রাঁধিতে চাল ও ডালে মিশাইতে পারিতেছি না, চালও আলাহিদা থাকিতেছে ডালও আলাহিদা থাকিতেছে, পরস্পর আলাহিদা থাকিয়া যাইতেছে, মিশিতেছে না; সুতরাং কি করিয়া ভাল হইবে? বিজাতীয় শিক্ষা বিজাতীয় ধরণ ত আমাদের অভ্যাস নাই, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা চালচলন সমস্ত বিভিন্ন, এ অবস্থায় উভয়ের সংমিশ্রণ হওয়া যে কত কঠিন তাহা বিচক্ষণ বুদ্ধিমান দূরদর্শী বুঝিতে পারেন। এই বিপাকের মধ্যে পড়িয়া আমাদের বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা সঙ্কটাপন্ন। যাহা হউক বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী কি হওয়া উচিত, এখানে আমাদের তাহা আলোচ্য নয়, সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইলেও আমরা এ আলোচনা ত্যাগ করিয়া আমাদের আলোচ্য প্রকৃত তথ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিব।

বাৎস্যায়ন মুনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তাঁহার গৌতম সূত্রের ভাষ্য জগতে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি যে কতকালের লোক তাহা আমরা জানি না। স্বনাম-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-প্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, সি-আই-ই মহাশয়ের মতে বাৎস্যায়নের জীবিতকাল খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতক। এই বাৎস্যায়ন মুনির আর একখানি সুন্দর পুস্তক আছে—সেখানির নাম 'কামসূত্র"। পুস্তকের নাম হইতেই বোধ হয় যে পুস্তকখানি কি ভাবের লেখা এবং ইহা সহজ বোধ্য কি না! 'কামসূত্র' সূত্রাকারে গ্রথিত। সূত্র কোন কালেই সহজ হয় না—এ সূত্রও সহজ-গম্য নয়। নৈয়ায়িকের লেখা, সুতরাং এ লেখা যে দুর্বোধ্য হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই 'কামসূত্র' পুস্তকে সাতটি অধিকরণ আছে অর্থাৎ সাতটি বিষয় আছে। প্রত্যেক অধিকরণই আবার কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। 'কামসূত্র' যদিও রতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ; কিন্তু ইহাকে সুধু রতিশাস্ত্র বলিলে পুস্তক-খানির মর্য্যাদা ঠিক রক্ষা করা হয় না। ইহা একটি প্রকাণ্ড সভ্যতার আভ্যন্তরিক সমাজ-চিত্র। প্রকৃত পক্ষে এ পুস্তক প্রাচীন সভ্যতার গৃহস্থালী-বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব নিদর্শন। এই পুস্তকের "ভার্য্যাধিকারক" নামক

চতুর্থ অধিকরণ অবলম্বনে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা কিরূপ শিক্ষা পাইত তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

মানব বলিতে পুরুষ ও স্ত্রী। এই স্ত্রী ও পুরুষ না থাকিলে এই নিত্য নব সৌন্দর্য্যময়ী ধরারাণীর আবশ্যক হইত কি না সন্দেহ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য নর ও নারী। এই উভয়ের সহযোগেই সংসারের অস্তিত্ব। একের অভাবে অপর হীনপ্রভ। এই সংসার সম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ঘোর দায়ী। এরূপ দায়ভার স্কন্ধে লইয়া একজন শিক্ষিত হইবেন, অপরজন শিক্ষা পাইবে না, ইহা অসঙ্গত। বিশেষ স্ত্রীর দায়িত্ব পুরুষ অপেক্ষা বেশী বলিলে নিতান্ত অবিবেচনার কথা হয় না। যাহাকে মা হইতে হইবে, যাহাকে সন্তান প্রসব করিতে হইবে, যাহাকে ভবিষ্যৎকালের পৃথিবীর পরিচালককে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহার গুরুত্ব কি পুরুষের অপেক্ষা কম হইতে পারে? এই স্ত্রী অশিক্ষিতা থাকিলে গৃহস্থের গৃহকর্ম্মের যেমন ক্ষতি, জগতেরও ক্ষতি তদপেক্ষা অধিক ব্যতীত কম নহে। হিন্দুরা ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাদের স্ত্রী-জাতিকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবশ্য বর্ত্তমান কালের তথাকথিত সুসভ্য জাতির স্ত্রীশিক্ষা ও তাঁহাদের শিক্ষা-প্রণালী যে একরূপ ছিল তাহা নহে। তবে তাঁহারা তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, সমাজ, ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতির অনুরূপ শিক্ষার বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য দেখা যায় যে, আত্মার উন্নতি সাধন। আর এই উদ্দেশ্য মূলে রাখিয়া সাংসারিক জীবন ও ধর্ম্মজীবন, এই দুইটি কর্ম্ম ও জ্ঞানের স্রোতকে সুন্দরভাবে সমন্বয়ে আনিয়া শিক্ষার এমনই সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, উহাতে সাংসারিক জীবনও সুখময় হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন তাহার চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইত না। হিন্দুজাতি স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কালেই উদাসীন ছিলেন না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি-যত্নতঃ"—(কন্যাকেও পালন করিবে এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষিত করিবে) —ইহাই হিন্দুজাতির সূত্র ছিল। এই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি শ্লোক প্রচলিত আছে—

"যদি কুলোন্নয়নে সরসং মনঃ
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
যদি নিজত্বমভীপ্সিতমেকদা
কুরু সুতাং শ্রুতশীলবতীং তদা॥"

(যদি কুলের উন্নতি করিতে মনে তীব্র ইচ্ছা হইয়া থাকে, যদি বিলাস লা বিষয়ে কৌতূহল থাকে, যদি একসময়ে নিজের ইষ্টসিদ্ধি প্রার্থনা কর, তাহা লে কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা দাও এবং সৎস্বভাবসম্পন্ন কর অর্থাৎ বংশ রব, গার্হস্থ্য সুখও অর্থ প্রতিষ্ঠার অভিলাষ রাখিয়া দুহিতারে বিদ্যাবতী ও রিত্রা করিবে।) এইরূপ স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়ক শ্লোক যথেষ্ট আছে। সুতরাং ন্দুরা যে চিরকালই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তবে ন্দুদিগের স্ত্রী-শিক্ষা স্কুল কলেজে হইত না। কিন্তু হিন্দু-স্ত্রী গৃহে যে শিক্ষা ইতেন, তাহাতে তাঁহারা আজকালকার মত "ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ" (এদিকেও গেল ও দিকেও গেল) এরূপ হইতেন না। তাঁহারা যে শিক্ষা ইতেন, তাহাতে তাঁহারা গৃহস্থের সংসারের কার্য্যোপযোগী হইতেন। কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ॥

ভারতীয় নারী স্বামীর গৃহিণী, মন্ত্রণায় মন্ত্রী, রহস্যালাপে সখী এবং ললিত-লা বিদ্যায় প্রিয় শিষ্যা হইত।

অথবা :— কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা
রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ! সা প্রিয়া মে॥

"হে লক্ষণ! আমার প্রেয়সী সীতা কার্য্যকালে মন্ত্রণাদাতা, গৃহকর্ম্মে দাসী, কর্ম্মে পত্নী, পৃথিবীর মত ক্ষমাশীলা, স্নেহে জননীসমা, শয়নে বেশ্যাবৎ হারিণী, রঙ্গ-রসে সখী, এই সকল গুণে গুণবতী ছিল।"

হিন্দুদিগের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীতে হিন্দুনারী পূর্ব্বোক্ত গুণের আধার ইতেন। অতএব হিন্দু-স্ত্রী সুশিক্ষিতা হইতেন, ইহা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না।

প্রাচীন-ভারতে রমণীগণ যে রীতিমত লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেন াহারও দৃষ্টান্ত যথেষ্ট রহিয়াছে। অতি প্রাচীনযুগের বেদবাদিনী গার্গী ত্রেয়ী প্রভৃতি খ্যাতনামা মহিলাগণের নাম সুপরিচিত। তাঁহারা এরূপ দুষী ছিলেন যে অনেক ঋষিও তাঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না। এই অতি

প্রাচীন কাল বাদ দিয়া তাহার পরবর্ত্তী সময় ধরিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এ যুগেও বিদুষী রমণীর অভাব ছিল না। মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে জানা যায় যে, মদালসা বিদুষী ও আত্মজ্ঞানবিশিষ্টা ছিলেন; তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল; কি রাজধর্ম্ম, কি মোক্ষধর্ম্ম সমস্ত শাস্ত্রেই তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। মহাভারতে সাবিত্রী পিতার সহিত ও ধর্ম্মরাজের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন এবং রাজ-সভায় শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা যে অশিক্ষিতা ছিলেন না ইহাই প্রকাশ পায়। দ্রৌপদী যে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাও জানা যায়। এরূপ বিদুষী স্ত্রীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বেদ বা পুরাণের যুগ ছাড়িয়া দিলেও ভারতীয় নারীগণ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন ও রীতিমত পণ্ডিতা হইতেন। উদাহরণ-স্বরূপ, লীলাবতী, খনা, মীরাবাই, রাণীভবানী, সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের পত্নী, প্রভৃতির নাম করা চলে। এমন কি বৈষ্ণব-গ্রন্থের মধ্যে স্ত্রী-কবিদের রচনাও নয়নপথে পড়িয়া থাকে। সুতরাং ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন চিরকালই আছে। তবে আজকালকার মত কালেজী শিক্ষা ভারতে প্রচলন ছিল না। ভারতবাসী স্ত্রীলোকের প্রকৃতি বজায় রাখিয়া স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন; ভারত কখনই বর্ত্তমানের নূতন সভ্যতার মত স্ত্রী ও পুরুষকে এক মাপকাটিতে মাপিবার চেষ্টা করে নাই। স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে ভারতের মাপকাটি হইতেছে—

কোমল কঠোরে রমণী জীবন।
কঠোরতাময় মানব রতন॥

এই সূত্র অবলম্বনে ভারত তাঁহার নারীকে দেখে ও চিনে। এইজন্য ভারতের শিক্ষা বর্ত্তমানকালের সভ্যজাতির শিক্ষা হইতে বিভিন্ন; ভারত কাহারও নিজস্ব অপহরণ করিতে চায় না। এইজন্য ভারত তাহার রমণীকে রমণী-রত্নে বিভূষিত করিতে চায় ও দেখিতে চায়। ভারতের স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী সুতরাং বিভিন্ন। এই শিক্ষা প্রাচীনকালে যে কিরূপ ছিল তাহাই বলিতেছি। সে কালের স্ত্রীরা কিরূপে চলিতেন তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের শিক্ষার বেশ ধারাবাহিক প্রণালী ছিল।

গৃহিণী বলিতে বধূ বুঝিতে হইবে। এই বধূ স্বামীর গৃহকর্ম্মাদি কিরূপ করিবে, তাহাকে স্বামীর গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব, ভৃত্যবর্গ প্রভৃতির প্রতি কিরূপ

ব্যবহার করিতে হইত, তাহা দেখাইয়া দিলেই সে কালের স্ত্রীলোকেরা যে কিরূপ শিক্ষিতা হইতেন তাহা জানা যাইবে।

বধূ বা গৃহিণীকে শিক্ষা করিতে হইত যে, তিনি শ্বশুর ও শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের পরিচর্য্যা করিবেন; তাঁহাদের আদেশ পালন করিবেন; তাঁহাদের মুখের উপর জবাব দিবেন না; তাঁহাদের সমক্ষে স্বল্প ও কোমল বাক্য বলিবেন, উচ্চহাস্য করিবেন না; তাঁহাদিগের ইষ্টানিষ্টে নিজের ইষ্টানিষ্ট-বোধ করিবেন। ননদ ও নন্দাইএর প্রতি মধুর ব্যবহার করিবেন, তাঁহাদের কার্য্য করিয়া দিবেন এবং তাঁহাদের সন্তুষ্ট রাখিবেন।

স্বামীর বন্ধুদিগের জাতি ও বয়ঃক্রম অনুসারে মাল্য-চন্দনাদি অনুলেপন ও তাম্বুল প্রদান করিয়া সমাদর করিবেন।

পরিজনের প্রতি সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করিবেন। চাকর ও চাকরাণী-দিগকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট রাখিবেন। স্বামীর ও নিজের জীর্ণ-বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া পরিষ্কার করাইয়া ছোবাইয়া রাখিবেন। ভৃত্য ভাল কাজ করিলে ঐ বস্ত্র দান করিয়া তাহার কার্য্যে উৎসাহ দিবেন; এবং সময় সময় ঐ বস্ত্র দান করিয়া অনুগ্রহ দেখাইবেন। যে ভৃত্য যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে সেই কর্ম্মে নিয়মিত নিযুক্ত করিয়া রাখিবেন; স্বীয় কর্ম্মের অতিক্রম না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহে কোন উৎসব হইলে, সেই উৎসবে পান ও ভোজনাদির দ্বারা ভৃত্যবর্গের সন্তোষ সাধন করিবেন।

স্বামী কার্য্য হইতে প্রত্যাগমন করিলে বহির্দ্দেশ হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলে সাবধান হইয়া তাঁহার আদেশ জানিবার জন্য তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় অন্তঃপুর-প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। স্বামী আসিলে পর পরিচারিকা তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিবার জন্য উদ্যত হইলেও তাহাকে তাহা করিতে না দিয়া নিজেই ধুইয়া দিবেন।

পাছে নিজের চরিত্রের প্রতি স্বামীর সন্দেহ হয় এই জন্য ভিক্ষুকী, শ্রমণা (সন্ন্যাসিনী), ক্ষপণা (রক্ত-বস্ত্র-পরিধানা সন্ন্যাসিনী), কুলটা, কুহকা (ইন্দ্রজালিকা), ঈক্ষণিকা (বিবিধ প্রশ্নকারিণী অর্থাৎ দৈবজ্ঞ কার্য্যকারিণী), মূলকারিকা (বশীকরণ কার্য্যকারিণী) প্রভৃতির সংসর্গ করিবেন না। বাড়ীর দরজায় থাকিবেন না বা দরজার পথে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন না। বৃক্ষবাটিকা (পুষ্পোদ্যান) হইতে বাহির হইয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে মন্ত্রণা করিবেন না।

প্রাচীন কাল বাদ দিয়া তাহার পরবর্ত্তী সময় ধরিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এ যুগেও বিদুষী রমণীর অভাব ছিল না। মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে জানা যায় যে, মদালসা বিদুষী ও আত্মজ্ঞানবিশিষ্টা ছিলেন; তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল; কি রাজধর্ম্ম, কি মোক্ষধর্ম্ম সমস্ত শাস্ত্রেই তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। মহাভারতে সাবিত্রী পিতার সহিত ও ধর্ম্মরাজের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন এবং রাজ-সভায় শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা যে অশিক্ষিতা ছিলেন না ইহাই প্রকাশ পায়। দ্রৌপদী যে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাও জানা যায়। এরূপ বিদুষী স্ত্রীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বেদ বা পুরাণের যুগ ছাড়িয়া দিলেও ভারতীয় নারীগণ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন ও রীতিমত পণ্ডিতা হইতেন। উদাহরণ-স্বরূপ, লীলাবতী, খনা, মীরাবাই, রাণীভবানী, সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের পত্নী, প্রভৃতির নাম করা চলে। এমন কি বৈষ্ণব-গ্রন্থের মধ্যে স্ত্রী-কবিদের রচনাও নয়নপথে পড়িয়া থাকে। সুতরাং ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন চিরকালই আছে। তবে আজকালকার মত কালেজী শিক্ষা ভারতে প্রচলন ছিল না। ভারতবাসী স্ত্রীলোকের প্রকৃতি বজায় রাখিয়া স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন; ভারত কখনই বর্ত্তমানের নূতন সভ্যতার মত স্ত্রী ও পুরুষকে এক মাপকাটিতে মাপিবার চেষ্টা করে নাই। স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে ভারতের মাপকাটি হইতেছে—

কোমল কঠোরে রমণী জীবন।
কঠোরতাময় মানব রতন॥

এই সূত্র অবলম্বনে ভারত তাঁহার নারীকে দেখে ও চিনে। এইজন্য ভারতের শিক্ষা বর্ত্তমানকালের সভ্যজাতির শিক্ষা হইতে বিভিন্ন; ভারত কাহারও নিজস্ব অপহরণ করিতে চায় না। এইজন্য ভারত তাহার রমণীকে রমণী-রত্নে বিভূষিত করিতে চায় ও দেখিতে চায়। ভারতের স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী সুতরাং বিভিন্ন। এই শিক্ষা প্রাচীনকালে যে কিরূপ ছিল তাহাই বলিতেছি। সে কালের স্ত্রীরা কিরূপে চলিতেন তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের শিক্ষার বেশ ধারাবাহিক প্রণালী ছিল।

গৃহিণী বলিতে বধূ বুঝিতে হইবে। এই বধূ স্বামীর গৃহকর্ম্মাদি কিরূপ করিবে, তাহাকে স্বামীর গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব, ভৃত্যবর্গ প্রভৃতির প্রতি কিরূপ

ব্যবহার করিতে হইত, তাহা দেখাইয়া দিলেই সে কালের স্ত্রীলোকেরা যে কিরূপ শিক্ষিতা হইতেন তাহা জানা যাইবে।

বধূ বা গৃহিণীকে শিক্ষা করিতে হইত যে, তিনি শ্বশুর ও শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের পরিচর্য্যা করিবেন; তাঁহাদের আদেশ পালন করিবেন; তাঁহাদের মুখের উপর জবাব দিবেন না; তাঁহাদের সমক্ষে স্বল্প ও কোমল বাক্য বলিবেন, উচ্চহাস্য করিবেন না; তাঁহাদিগের ইষ্টানিষ্টে নিজের ইষ্টানিষ্ট বোধ করিবেন। ননদ ও নন্দাইএর প্রতি মধুর ব্যবহার করিবেন, তাঁহাদের কার্য্য করিয়া দিবেন এবং তাঁহাদের সন্তুষ্ট রাখিবেন।

স্বামীর বন্ধুদিগের জাতি ও বয়ঃক্রম অনুসারে মাল্য-চন্দনাদি অনুলেপন ও তাম্বূল প্রদান করিয়া সমাদর করিবেন।

পরিজনের প্রতি সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করিবেন। চাকর ও চাকরাণী-দিগকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট রাখিবেন। স্বামীর ও নিজের জীর্ণ-বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া পরিষ্কার করাইয়া ছোবাইয়া রাখিবেন। ভৃত্য ভাল কাজ করিলে ঐ বস্ত্র দান করিয়া তাহার কার্য্যে উৎসাহ দিবেন; এবং সময় সময় ঐ বস্ত্র দান করিয়া অনুগ্রহ দেখাইবেন। যে ভৃত্য যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে সেই কর্ম্মে নিয়মিত নিযুক্ত করিয়া রাখিবেন; স্বীয় কর্ম্মের অতিক্রম না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহে কোন উৎসব হইলে, সেই উৎসবে পান ও ভোজনাদির দ্বারা ভৃত্যবর্গের সন্তোষ সাধন করিবেন।

স্বামী কার্য্য হইতে প্রত্যাগমন করিলে বহির্দেশ হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলে সাবধান হইয়া তাঁহার আদেশ জানিবার জন্য তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় অন্তঃপুর-প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। স্বামী আসিলে পর পরিচারিকা তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিবার জন্য উদ্যত হইলেও তাহাকে তাহা করিতে না দিয়া নিজেই ধুইয়া দিবেন।

পাছে নিজের চরিত্রের প্রতি স্বামীর সন্দেহ হয় এই জন্য ভিক্ষুকী, শ্রমণা (সন্নাসিনী), ক্ষপণা (রক্ত-বস্ত্র-পরিধানা সন্ন্যাসিনী), কুলটা, কুহকা (ইন্দ্রজালিকা), ঈক্ষণিকা (বিবিধ প্রশ্নকারিণী অর্থাৎ দৈবজ্ঞ কার্য্যকারিণী), মূলকারিকা (বশীকরণ কার্য্যকারিণী) প্রভৃতির সংসর্গ করিবেন না। বাড়ীর দরজায় থাকিবেন না বা দরজার পথে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন না। বৃক্ষবাটিকা (পুষ্পোদ্যান) হইতে বাহির হইয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে মন্ত্রণা করিবেন না।

নির্জ্জন স্থানে গৃহাদিতেও একাকী অধিকক্ষণ থাকিবেন না (কারণ ইহাতে অসৎ চিন্তা আসিতে পারে)।

স্বামীর কোন অপরাধ হইলে স্বয়ং যে ধীরা তাহা জানাইবার জন্য অল্প মাত্র দুঃখিত হইয়া "তুমি পুনর্ব্বার এরূপ কার্য্য করিও না" এই কথা বলিবেন কিন্তু বারংবার বলিয়া তাঁহাকে লজ্জা দিবেন না। বন্ধুজনের মধ্যে অথবা একাকী অবস্থানকালে যদি স্বামী তিরস্কার করেন, তবে স্বামীকে তিরস্কার করিবেন কিন্তু মূলকারিকা হইবেন না; এবং স্বামীকে দুষ্ট বাক্যও বলিবেন না, অস্নিগ্ধভাবে দেখিবেন না কিংবা মুখভঙ্গি করিয়া বাক্য বলিবেন না।

স্বামীর মন্ত্রণা ও স্বামীর কথা অন্যের নিকট বলিবেন না এবং অর্থাদির কথাও অপরের নিকট বলিবেন না।

স্বামী অতিব্যয় বা অসদ্‌ব্যয় করিলে নির্জ্জনে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন; সর্ব্ব-সমক্ষে বলিয়া তাঁহাকে লজ্জা দিবেন না।

দন্ত পরিষ্কার রাখিবেন, শরীরে কোনরূপ দুর্গন্ধ না হয় বা না থাকে, এমন কি ঘর্ম্মজনিত দুর্গন্ধও যাহাতে না থাকে তাহা করিবেন। শরীর সংস্কার না করিয়া বেশভূষা না পরিয়া নির্জ্জনস্থানে স্বামীর সম্মুখে থাকিবেন না (কেন না মলিন-বেশ দেখিলে স্বামীর বৈরাগ্য জন্মিতে পারে)। সহজ প্রাপ্য সূক্ষ্ম ও মসৃণ-বস্ত্র পরিধান, কর্ণে ও গ্রীবাদেশে পরিমিত অলঙ্কার ধারণ, সর্ব্বদা সৌরভময় করিবার জন্য সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার, উত্তম বর্ণের অনুলেপন ও শুভ্র-পুষ্প এই সকল দ্রব্য দ্বারা বেশভূষা করিবেন। এই বেশ দেবতা-দর্শন উদ্দেশে যাত্রা, ক্রীড়া ও বিহারকার্যোপযোগী।

স্বামীর নিকট গমনকালে রূপ ও বেশের আবশ্যক হয়, তজ্জন্য স্বামীর মনোহারিণী হইবার জন্য কালোচিত সুন্দর বর্ণের বস্ত্র, বিবিধ অলঙ্কার, নানাবিধ পুষ্প, অনুলেপন, বিবিধ অঙ্গরাগ এবং উজ্জ্বল বস্ত্র পরিবেন।

স্বামী শয়ন করিলে পর শয়ন করিবেন এবং তাঁহার উঠিবার পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিবেন।

স্বামী ব্রত ও উপবাস করিলে স্বামীর প্রতি ভক্তি-দেখাইবার জন্য স্বামীর অনুকরণে ব্রত ও উপবাস করিবেন। স্বামী নিষেধ করিলে "আমাকে এ বিষয়ে তুমি নিষেধ করিও না" বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবেন।

(রন্ধনশালা সুগুপ্ত, অন্ধকার শূন্য ও দর্শনযোগ্য হইবে। সুগুপ্ত হইবার কারণ হইতেছে যে, অন্য পরকীয় ব্যক্তি তাহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে না পারে। অপর ব্যক্তি প্রবেশ করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে)। স্বামীর পক্ষে কোন্ দ্রব্য রুচিকর, কোন্‌টি দ্বেষজনক, কোন্‌টি হিতকর, কোন্‌টি অহিতকর, ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবেন। স্বামীকে অগ্রে আহার না করাইয়া অপরকে দিবেন না। এমন কি পুত্রকেও দিবেন না। অনেক ভোগ্যবস্তু থাকিলেও নীচতা পরিহারার্থ ভোগগর্ব্ব প্রকাশ করিবেন না।

বরের গৃহে, কন্যার গৃহে, যজ্ঞ-স্থলে, সখীগণের সহিত একত্র পান ভোজনে এবং দেবতা দর্শন করিতে গমন প্রভৃতি কার্য্যে স্বামীর আজ্ঞা লইয়া করিবেন। (অনুমতি না লইলে স্বেচ্ছাচারিণী বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে)।

কলাবিদ্যার কৌশল, উজ্জ্বল বেশভূষা ধারণ, পাককার্য্য, চিত্তের উদারতা এবং স্বামীর প্রতি যে সকল সেবা শুশ্রূষাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই সমস্ত উপচার দ্বারা আপনার আধিক্য বা শ্রেষ্ঠতা জানাইবার জন্য সমান কুলজাত রমণীদিগকে অতিক্রম করিবেন।

স্বামী প্রবাসে থাকিলে বহুমূল্য অলঙ্কার পরিবেন না, কেবলমাত্র মঙ্গল-সূচক আভরণ ধারণ করিবেন। শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া প্রায়ই দেব-পূজাদিতে উপবাস করিবেন। স্বামীর সংবাদ অন্বেষণে তৎপর থাকিবেন। শাশুড়ীর নিকট নিদ্রা যাইবেন। গুরুজনের অভিমত-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। স্বামীর যাহাতে অভিমত আছে, সেই বিষয়ের অর্জ্জনে এবং সেই সকল বিষয়ের পুনঃ সংস্কারে যত্ন প্রকাশ করিবেন। কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে পিতৃগৃহে যাইবেন না; যদি নিতান্ত আবশ্যক হয় তাহাহইলে স্বামীর পরিজন সঙ্গে লইয়া যাইবেন কিন্তু দীর্ঘকাল তথায় বাস করিবেন না; এমন কি পিত্রালয়ের উৎসবেও প্রবাসের বেশ পরিবর্ত্তন করিবেন না। স্বামী ফিরিয়া আসিলে প্রথমেই প্রবাসের বেশেই তাঁহার সহিত দেখা করিবেন এবং স্বামীর শুভাগমনের জন্য দেবপূজা ও দান করিবেন।

যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ সপত্নীলাভ ঘটে এবং নিজে যদি জ্যেষ্ঠা হন, তাহা হইলে নিজের দৌর্ভাগ্য দূর করিয়া নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য তিনি, সপত্নী আসিলে তাহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর মত দেখিবেন। সপত্নীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্ধ্যাকালীন কেশবিন্যাসাদি সংস্কার পরিচারিকা দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া দিবেন। তাহার সন্তানদিগকে নিজের পুত্রের মত স্নেহ প্রকাশ করিবেন;

তাহার পরিজনবর্গের প্রতি অধিক অনুকম্পা দেখাইবেন এবং তাহার জ্ঞাতি বর্গের অত্যন্ত সমাদর করিবেন। স্বপত্নীর সহিত স্বামীর কলহ হইলে স্বয়ং সে কলহ ভঞ্জনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

স্বয়ং যদি কনিষ্ঠা পত্নী হন, তাহা হইলে তিনি জ্যেষ্ঠা সপত্নীকে মাতার ন্যায় দেখিবেন; পিতৃগৃহের এবং স্বামীগৃহের অলঙ্কার জ্যেষ্ঠা সপত্নীর অজ্ঞাতে পরিবেন না। স্বামী তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা তাঁহাকে বলিবেন। সপত্নী একত্র থাকিলে পর্য্যায়ক্রমে পতির সহিত শয়ন করিবেন। এবং এরূপ স্থলেও নিজের শয়নের দিনে জ্যেষ্ঠার অনুমতি লইয়া স্বামীর নিকট যাইবেন, অন্য স্ত্রীলোকের নিকট জ্যেষ্ঠা সৎ কি অসৎ তাহা বলিবেন না; জ্যেষ্ঠার পুত্র কন্যা থাকিলে তাহাদিগকে আপনার পুত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিবেন; জ্যেষ্ঠা যদি ভাগ্যহীনা এবং পুত্রশূন্যা হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অনুকম্পা করিবেন, তাঁহাকে একান্ত অবজ্ঞা ও তিরস্কার করিবেন না, বরং স্বামী যাহাতে তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করেন তাহা করিবেন।

গৃহস্থালী সংক্রান্ত সমস্ত চিন্তাই গৃহিণীর অধীন। তিনি গৃহের সমস্ত স্থান গোময়াদি দ্বারা উত্তমরূপে শোধিত রাখিবেন; ভোগ্যস্থানগুলিতে পুষ্প দিয়া সজ্জিত রাখিবেন, ভূতল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবেন, গৃহটি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিবেন, গৃহে তিন-সন্ধ্যা বলিকর্ম্ম অনুষ্ঠিত রাখিবেন এবং প্রতিষ্ঠিত দেবতার যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করিবেন। পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থলে (যদি না থাকে তাহা হইলে) কূপ, সম-চতুষ্কোণ বিশিষ্ট-পুষ্করিণী বা দীঘি খনন করাইবেন। উদ্যানে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করাইবেন; উহার মধ্যে কুব্জক, আমলক, মল্লিকা, জাতী, কুরণ্টক, নবমালিকা, তগর, নন্দ্যাবর্ত্ত, জবা, থাকিবে, এবং নারিকেল, উশীরক (বেণা) ও পাতালক বৃক্ষের শ্রেণীও থাকিবে; আর বসিবার বা বিশ্রাম করিবার মনোহর স্থান নির্ম্মাণ করাইবেন; উদ্যানের উপযুক্ত সারাল স্থানে ধান, আদা, পালমশাক, ইক্ষু, জীরা, সরিষা, অজমোদ, শতপুষ্প, তমালাদির ক্ষেত্র করাইবেন; মূলা, আলু, পালমশাক, দমলক, আমড়া, কাঁকুড়, ফুটি, ত্রপুস, বেগুন, কুমড়া, লাউ, ওল, সর্ব্বতোভদ্র, কপিকচ্ছ, কাশ্মরী, অগ্নিমন্থ, লশুন, পলাণ্ডু প্রভৃতি দ্রব্য ও সর্ব্বৌষধির বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া উপযুক্ত কালে বপন করাইবেন। লবণ, ঘৃতাদি স্নেহ-

দ্রব্য, গন্ধদ্রব্য, তুম্বীভাণ্ড, দশমূলাদি ঔষধ প্রভৃতি সর্ব্বদা পাওয়া যায় না বলিয়া যত্ন করিয়া প্রচ্ছন্ন রাখিবেন এবং যাহাতে নষ্ট না হয় তাহা করিবেন। সুরা ও আসব বিশেষকার্য্যের জন্য গুপ্তভাবে সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন। যথাকালে মৃৎপাত্র (হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি), বিদলভাণ্ড (কড়াই প্রভৃতি রাখিবার পাত্র), কাষ্ঠ, চর্ম্ম ও লৌহ-নির্ম্মিত পাত্র মূল্য দিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। আহারার্থ আনীত উদ্বৃত্ত দুগ্ধ হইতে মাখন, ঘৃত প্রভৃতি, তিল হইতে তৈল, ইক্ষু হইতে গুড় গ্রহণ করিবেন; কাপাসের তুলা হইতে সুতা তৈয়ারী করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করাইবেন; শিকা, জল তুলিবার রজ্জু, পশু বন্ধনের মোটা দড়ি, সূতা তৈয়ারীর জন্য বাকল প্রভৃতি সংগ্রহ করিবেন; ধানকোটা ও চালকাঁড়ান পরীক্ষা করিবেন; দাসীদিগের দ্বারা হাতমুখ ধুইবার জল আনাইবেন; তাহাদিগের দ্বারা মণ্ড (মাড়), তুষ, ক্ষুদ, চালের কুঁড়া, কড়া চাটু প্রভৃতি লৌহপাত্র, পাকশালা হইতে সমুৎপন্ন কয়লা সংগ্রহ করিবেন। চাষের খবর জানিবেন, যানের খবর লইবেন, গৃহপালিত পশুপক্ষীর পালন করিবেন। সস্তা দরে দ্রব্য কিনিয়া বেশী দরে বিক্রয় করিবেন। দাস ও দাসীদিগের কাহার কত বেতন তাহা জানিবেন।

বাৎসরিক আয় গণনা করিয়া তদনুসারে ব্যয় করিবেন; "এক বৎসরে এই পরিমাণে দ্রব্য উৎপন্ন হয়" এইরূপে আয়ের পরিমাণ বুঝিয়া আয়ের অনুপাতে ব্যয় করিবেন; আয় অপেক্ষা ব্যয় কম করিবেন; প্রত্যহ যে আয়-ব্যয় হইয়া থাকে তাহার জমা-খরচ রাখিবেন।

প্রাচীনকালের কুল-যোষিৎদিগকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত। বাৎস্যায়ণের কাল ছাড়িয়া যদি আরও প্রাচীন কালের দিকে আমরা অগ্রসর হই, তাহাহইলে দেখিতে পাইব যে, সে সময়ের শিক্ষা প্রণালীও বাৎস্যায়ণ কথিত শিক্ষা-প্রণালীর সহিত বেশ মিল আছে। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের যুগে স্ত্রীশিক্ষা যে কিরূপ ছিল তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাভারতের বনপর্ব্বে ২৩২-২৩৩ অধ্যায়ে দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ হইতে ভারতবর্ষে তৎকালীন স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। এজন্য ঐ প্রসঙ্গ মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। এখানে সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি উপায়ে স্বামীকে বশীভূত করিতে পারা যায়। দ্রৌপদী তদুত্তরে কহিতেছেন—"স্বামী কখন মন্ত্রদ্বারা বশীভূত

হন না। অনেক পাপীয়সী কামিনীগণ স্বামীদিগকে বশ করিবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করায় তাহাদের মধ্যে কেহ জলোদরগ্রস্থ, কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা পলিত, কেহ বা পুরুষত্বরহিত, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ, কেহ বা বধির হইয়া গিয়াছে। কামিনীগণের কখনও স্বামীর বিপ্রিয়াচরণ কর্ত্তব্য নহে।

"আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া স্বামী ও সপত্নীগণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমানের পরিবর্ত্তে প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্য-মনে পতির চিত্তানুবর্ত্তন করি। দুর্বাক্য প্রয়োগ ও দুরবেক্ষণে সর্ব্বথা ভীত থাকি, কখন দ্রুতপদ-সঞ্চারে মন্দরূপে গমন বা কুৎসিৎরূপে উপবেশন করি না এবং স্বামীর ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া সর্ব্বদা সেবা করি। স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে মনে স্থান দিই না। স্বামী স্নান আহার ও উপবেশন না করিলে কখন আহার বা উপবেশন করি না। স্বামী গৃহে আসিলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসন ও মুখ হস্ত-পদ ধুইবার জল দিয়া থাকি।

"আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ-পরিস্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথা-সময়ে ভোজন-প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না; তিরস্কার-বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কালযাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিংবা গৃহোপবনে সতত বাস করি না। অতি হাস ও অতি রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যে নিয়ত হইয়া নিরন্তর স্বামীর সেবা করিয়া থাকি; স্বামীকে অবলোকন না করিয়া এক মুহূর্ত্তও সুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত প্রেষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য পান, সেবন বা ভোজন না করেন, আমি তৎসমুদায় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি।

"আমার শ্বশ্রূকুটুম্ব বিষয়ে আমারে যে সমুদায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ পর্ব্বাহে স্থালীপাক ও মান্যগণের পূজা প্রভৃতি সে সকল কর্ম্ম আমার মনে জাগরূক আছে; আমি অতন্দ্রিত চিত্তে দিবারাত্র তৎসমুদায় পালন করি। আমি প্রযত্নাতিশয় সহকারে সর্ব্বদা বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন এবং মৃদু, সত্যশীল, সাধু ও ধর্ম্মপালক পতিকে ক্রুদ্ধ সর্পসমূহের ন্যায় জ্ঞান করতঃ পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।

"হে ভদ্রে! আমার মতে পতিরে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের সনাতন-ধর্ম্ম; পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি; তজ্জন্য তাঁহার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করা নিতান্ত গর্হিত। আমি পতিকে অতিক্রম করিয়া শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না এবং প্রাণান্তেও শ্বশ্রূর নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না। হে শুভে! সতত সাবধানতা, কার্য্যদক্ষতা ও গুরু-শুশ্রূষা সন্দর্শনে স্বামী আমার বশীভূত হইয়াছেন।

"হে সত্যভামে! আমি প্রত্যহ বীরপ্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীরে স্বয়ং অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি; কদাপি উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন-ভূষণ পরিধান করি না। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ অষ্টসহস্র ব্রাহ্মণ রুক্মপাত্রে ভোজন করিতেন; এবং যাহাদিগের প্রত্যেকের সমভিব্যহারে ত্রিংশৎ কর্ম্মকরী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, এমন অষ্টাশীতিসহস্র গৃহমেধী স্নাতক প্রতিদিন প্রতিপালিত হইতেন। অপর দশসহস্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণপাত্র সমুদায় সুসংস্কৃত অন্নে পরিপূর্ণ থাকিত। আমি ঐ সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম।

"মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্য-গীত-বিশারদ শত সহস্র দাসী ছিল; তাহারা মহার্হ মাল্য ও চন্দনে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা বলয়, কেয়ূর, নিষ্ক ও মণি প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া থাকিত। আমি তাহাদের সকলের নাম, রূপ ও কৃতাকৃত কর্ম্ম সমুদায় জ্ঞাত ছিলাম এবং তাহাদিগকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম। সেই সকল দাসীরা পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথিগণকে ভোজন করাইত। ইন্দ্রপ্রস্থ-বাস কালে শত সহস্র অশ্ব ও দশ অযুত হস্তী যুধিষ্ঠিরের অনুচর ছিল। মহারাজ ধর্ম্মরাজের রাজ্যশাসন সময়ে এই সমস্ত বিষয় ছিল; আমি তৎসমুদায়, অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ, গোপালগণ ও মেষগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। হে ভদ্রে! আমি একাকিনী মহারাজের সমুদায় আয়-ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদায় পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন; আমি সমুদায় সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম; দিবা ও রাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধা তৃষ্ণারে সহচরী

করিয়া সতত কৌরবগণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্য ব্যবহারে রত থাকিতাম। হে সত্যভামে! অমি পতি বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি; কিন্তু অসদাচার কামিনীগণের ন্যায় কদাচ কু-ব্যবহার করি না; তাহা করিতে অভিলাষও করি না।”

“দ্রৌপদী কহিলেন, সখি!.........দ্বারদেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিবে; অনন্তর তিনি প্রবিষ্ট হইলেই পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। তিনি কোন কার্য্যের নিমিত্ত দাসীরে নিয়োগ করিলে তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে।.........পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করিবে না; কারণ তোমার সপত্নী যদি কখন সেই কথা কৃষ্ণকে বলে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, সতত অনুরক্ত, ও হিতসাধনে নিযুক্ত, বিবিধ উপায় দ্বারা তাহাদিগকে ভোজন করাইবে এবং প্রযত্নাতিশয়-সহকারে স্বামীরে দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করাইবে। অন্যপুরুষের সমক্ষে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বিনী হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব তোমার পুত্র হইলেও স্বামীর অসমক্ষে কদাপি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিও না। সৎকুল-জাত পুণ্যশীল পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্য করিবে; ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চৌর, দুষ্ট ও চপল অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সদ্‌গন্ধচর্চ্চিত কলেবর ও মহার্হ-মাল্যাভরণ বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইবে।” (কালীসিংহের মহাভারত)।

এখানে দ্রৌপদী ও সত্যভামা উপলক্ষ মাত্র। মহাভারতের যুগে ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষা ঐরূপ ছিল। এই মহাভারতের যুগের শিক্ষার সহিত বাৎস্যায়ণের যুগের শিক্ষার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না; বরং দুই একজাতীয় এরূপ বলা চলে। স্মৃতিসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে উহার শিক্ষাও এই জাতীয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতের অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভারতীয় স্ত্রী-

শিক্ষাপ্রণালী যেন এক সূত্রে গ্রথিত। ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী এইরূপ বলিয়াই ভারতের স্ত্রীজাতির একটা বিশিষ্টতা আছে, যাহার সহিত অন্যদেশের রমণীগণের খাপ খায় না। ভারতীয় নারীগণ বিদ্যাশিক্ষা পাইত, কিন্তু তাহাদিগের প্রধান লক্ষ্য থাকিত ধর্ম্ম ও গৃহস্থালীর উপর; তাহাদিগের অর্থোপার্জ্জন বা পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার চেষ্টা ছিল না। তাহারা যে শিক্ষা পাইত তাহাতে তাহাদের স্ত্রীত্ব সম্পূর্ণ বজায় থাকিত এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের উদারতা বাড়িত। ঐ শিক্ষা-প্রভাবে তাহারা আত্মীয়-স্বজন এমন কি স্বপত্নীর সহিতও সুখে-সচ্ছন্দে একত্র বাস করিতে পারিত এবং গৃহকে স্বর্গ করিতে সক্ষম হইত। ঐ অপূর্ব্ব শিক্ষার ভাব আজও ভারতে হিন্দুগৃহে কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকায় হিন্দুপরিবার আজও সুখের, আজও শান্তিময়। ভগবান্ ভারতকে যেন তাহারা এই অপূর্ব্ব রত্ন হইতে বিচ্যুত না করেন।

(সম্পাদকীয়)

“কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব”-প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরের উত্তর

“কায়স্থ” ৪৭৬-৪৭৭ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি যথা,—

“প্রিয়নাথ বাবু শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার কোন্ বিশুদ্ধ বা অশুদ্ধ সংস্করণ হইতে উক্ত শ্লোক ও তাঁহার ভাষ্য টীকাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি। তবে আমরা বোম্বাই নগরের নির্ণয়-সাগরের যন্ত্রালয় হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত অতি বিশুদ্ধ সংস্করণে তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোক ও শঙ্কর-ভাষ্যের আকার-প্রকার যাহা দেখিলাম, তাহাই প্রথমতঃ উদ্ধৃত করিয়া পরে বহুদর্শী বসু-শাস্ত্রীমহাশয়ের কৃপা-কটাক্ষ-প্রভাবে উহা কি প্রকারে বিকৃত হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইব।”

২

DOUBLE COLOUR

করিয়া সতত কৌরবগণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্য ব্যবহারে রত থাকিতাম। হে সত্যভামে! অমি পতি বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি; কিন্তু অসদাচার কামিনীগণের ন্যায় কদাচ কু-ব্যবহার করি না; তাহা করিতে অভিলাষও করি না।”

“দ্রৌপদী কহিলেন, সখি!.........দ্বারদেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিবে; অনন্তর তিনি প্রবিষ্ট হইলেই পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। তিনি কোন কার্য্যের নিমিত্ত দাসীরে নিয়োগ করিলে তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে।.........পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করিবে না; কারণ তোমার সপত্নী যদি কখন সেই কথা কৃষ্ণকে বলে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, সতত অনুরক্ত, ও হিতসাধনে নিযুক্ত, বিবিধ উপায় দ্বারা তাহাদিগকে ভোজন করাইবে এবং প্রযত্নাতিশয়-সহকারে স্বামীরে দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করাইবে। অন্যপুরুষের সমক্ষে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বিনী হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব তোমার পুত্র হইলেও স্বামীর অসমক্ষে কদাপি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিও না। সংকুল-জাত পুণ্যশীল পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্য করিবে; ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চৌর, দুষ্ট ও চপল অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সদ্‌গন্ধচর্চ্চিত কলেবর ও মহার্হ-মাল্যাভরণ বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইবে।” (কালীসিংহের মহাভারত)।

এখানে দ্রৌপদী ও সত্যভামা উপলক্ষ মাত্র। মহাভারতের যুগে ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষা ঐরূপ ছিল। এই মহাভারতের যুগের শিক্ষার সহিত বাৎস্যায়ণের যুগের শিক্ষার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না; বরং দুই একজাতীয় এরূপ বলা চলে। স্মৃতিসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে উহার শিক্ষাও এই জাতীয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতের অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভারতীয় স্ত্রী-

শিক্ষাপ্রণালী যেন এক সূত্রে গ্রথিত। ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী এইরূপ বলিয়াই ভারতের স্ত্রীজাতির একটা বিশিষ্টতা আছে, যাহার সহিত অন্যদেশের রমণীগণের খাপ খায় না। ভারতীয় নারীগণ বিদ্যাশিক্ষা পাইত, কিন্তু তাহাদিগের প্রধান লক্ষ্য থাকিত ধর্ম্ম ও গৃহস্থালীর উপর; তাহাদিগের অর্থোপার্জ্জন বা পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার চেষ্টা ছিল না। তাহারা যে শিক্ষা পাইত তাহাতে তাহাদের স্ত্রীত্ব সম্পূর্ণ বজায় থাকিত এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের উদারতা বাড়িত। ঐ শিক্ষা-প্রভাবে তাহারা আত্মীয়-স্বজন এমন কি স্বপত্নীর সহিতও সুখে-সচ্ছন্দে একত্র বাস করিতে পারিত এবং গৃহকে স্বর্গ করিতে সক্ষম হইত। ঐ অপূর্ব্ব শিক্ষার ভাব আজও ভারতে হিন্দুগৃহে কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকায় হিন্দুপরিবার আজও সুখের, আজও শান্তিময়। ভগবান্ ভারতকে যেন তাহারা এই অপূর্ব্ব রত্ন হইতে বিচ্যুত না করেন।

(সম্পাদকীয়)

“কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব”-প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরের উত্তর

“কায়স্থ” ৪৭৬-৪৭৭ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি যথা,—

“প্রিয়নাথ বাবু শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার কোন্ বিশুদ্ধ বা অশুদ্ধ সংস্করণ হইতে উক্ত শ্লোক ও তাঁহার ভাষ্য টীকাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি। তবে আমরা বোম্বাই নগরের নির্ণয়-সাগরের যন্ত্রালয় হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত অতি বিশুদ্ধ সংস্করণে তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোক ও শঙ্কর-ভাষ্যের আকার-প্রকার যাহা দেখিলাম, তাহাই প্রথমতঃ উদ্ধৃত করিয়া পরে বহুদর্শী বসু-শাস্ত্রীমহাশয়ের কৃপা-কটাক্ষ-প্রভাবে উহা কি প্রকারে বিকৃত হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইব।”

DOUBLE COLOUR

এতদুত্তরে আমি নিবেদন করি যে, আমার নিকট দুইখানি শ্রীমদ্ভগবত গীতা আছে। তন্মধ্যে একখানি বহুপ্রাচীন অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৫৩ খ্রীঃ নবেম্বর মাসের সংস্করণ। উহা ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের দ্বারা সংশোধিত। আর একখানি ১৮৭৫ শকাব্দের। ইহা পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা সংশোধিত ও প্রকাশিত। বোম্বাই নগরের নির্ণয় সাগর-যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের গীতার সমগ্র ভাষ্য যাহা তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা আমার গীতার সমগ্র-ভাষ্যের ⅔ অংশ মাত্র। আর তিনি যে ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার মধ্যেও দুই স্থানে কতকগুলি বাক্য নাই দৃষ্ট হয়। ঐ দুইটি স্থান আমি আমার গীতার ভাষ্য হইতে পূরণ করিয়া তাহা নিম্নে 'বড় অক্ষর' দিয়া দেখাইতেছি। আর অতিরিক্ত অনেকটা ভাষ্যাংশ যাহা আমার গ্রন্থে আছে অথচ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "**অতি বিশুদ্ধ সংস্করণে**" নাই তাহার কতকটা আভাস পরে দিতেছি। আমার উদ্ধৃত মূল শ্লোকের পাঠকে বিকৃত বলা চলে না। কারণ "কার্য্যকরণ" বা "কার্য্যকারণ" এই দ্বিবিধ পাঠই যে বিশুদ্ধ তাহা কাব্যতীর্থ মহাশয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া মূল শ্লোকের মধ্যে (১) চিহ্ন দিয়া তাহার "নিম্নে করণ ইতি পাঠঃ" লিখিয়াছেন। আর ভাষ্য আমি উদ্ধৃত করি নাই, কেবল ভাষ্যাংশ হইতে কয়েকটি শব্দার্থ মাত্র দেখাইবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি। সুতরাং আমার উদ্ধৃত মূল শ্লোক ও শঙ্কর-ভাষ্যের আকার বিকৃত হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত আকার পরিগ্রহ করে নাই, বরঞ্চ গীষ্পতি বাবুই যে ভাষ্যের ব্যাখ্যা-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন তাহা আমি দেখাইতেছি।

আবার ঐ ৪৭৬-৪৭৭ পৃষ্ঠায় মূল শ্লোক ও শঙ্কর-ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ প্রসঙ্গে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের উক্তি যথা,—

"প্রিয়নাথ বাবুর নির্দ্দিষ্ট মূল শ্লোকটীর প্রকৃত পাঠ এই :—

কার্য্যকরণ (১) কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥

(গীতা, ১৩ অ, ২০ শ্লোক)"

(১) "কারণ ইতি পাঠঃ।"

কে পুনস্তে বিকারা গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ,—কার্য্যেতি। কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে

কার্য্যং শরীরং করণানি তৎস্থানি ত্রয়োদশ। দেহস্যারম্ভকাণি ভূতানি বিষয়াশ্চ প্রকৃতিসম্ভবা বিকারাঃ পূর্ব্বোক্তা ইহ কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে। **গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ কারণাশ্রয়ত্বাৎ কারণগ্রহণেন গৃহ্যন্তে।** তেষাং কার্য্যকরণানাং কর্ত্তৃত্বমুৎপাদকত্বং যৎ তৎ কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বং তস্মিন্ কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ কারণমারম্ভকত্বেন প্রকৃতিরুচ্যতে। এবং কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বেন সংসারস্য কারণং প্রকৃতিঃ। কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্ব ইত্যস্মিন্নপি পাঠে কার্য্যং যদ্ যস্য বিপরিনাম-স্তত্তস্য কার্য্যং বিকারঃ। বিকারি কারণং, তয়োর্বিকারবিকারিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ কর্ত্তৃত্ব ইতি **তান্যেব কার্য্যকারণান্যুচ্যন্তে।** অথবা ষোড়শবিকারাঃ কার্য্যং, সপ্তপ্রকৃতিবিকৃতয়ঃ কারণং, তান্যেব কার্য্যকারণান্যুচ্যন্তে। তেষাং কর্ত্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে আরম্ভকত্বেনৈব। পুরুষশ্চ সংসারস্য কারণং, যথা স্যাৎ তদুচ্যতে। পুরুষোজীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ভোক্তেতি পর্য্যায়ঃ, সুখদুঃখানাং ভোগ্যানাং ভোক্তৃত্ব উপলব্ধৃত্বে হেতুরুচ্যতে। (ঐ শ্লোকের শঙ্কর-ভাষ্য)

মর্ম্মার্থ এই যে—কার্য্য অর্থে শরীর, করণ অর্থে সেই শরীরস্থিত ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয়। দেহ বা শরীরের আরম্ভক পঞ্চভূত এবং পূর্ব্বোক্ত (৫।৬ শ্লোকোক্ত) প্রকৃতি-সদ্ভূত বিকারস্বরূপ (শব্দাদি) বিষয় সকল এস্থলে কার্য্য শব্দ গ্রহণের দ্বারাই পরিগৃহীত হইতেছে।" ইত্যাদি—ইত্যাদি।

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে গীষ্পতিবাবুর কথিত প্রকৃত পাঠ "কার্য্যকরণ" পদাংশের পর তিনি (১) চিহ্ন দিয়া শ্লোকের নিম্নে "কারণ ইতি পাঠঃ।" স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াও আমার উদ্ধৃত শ্লোকটিকে বিকৃত পাঠ বলা চলে না; কারণ উভয়পাঠই বিশুদ্ধ। বিশেষতঃ "**কার্য্যকারণ**" ও "**কার্য্যকরণ**" এই উভয়বিধ মূল পাঠের অর্থ যে **অভিন্ন** তাহা পরে দেখাইতেছি। ভাষ্যের কোন স্থানে সামান্য একটু আধটু ছাপার ভুল থাকিলেও অর্থ সঙ্গতির অভাব হয় না। আবার নির্ণয়-সাগর-যন্ত্রালয়ের "অতি বিশুদ্ধ সংস্করণ" হইতে গীষ্পতিবাবুর উদ্ধৃত সমগ্র শাঙ্কর-ভাষ্যের শেষে অতিরিক্ত অনেক পরিমাণ ভাষ্য যাহা আমার দুইটি গীতাতে আছে তাহার আভাস কিঞ্চিৎ দিতেছি। তাহা বড় কম নহে। গীষ্পতিবাবুর উদ্ধৃত সমগ্র ভাষ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ। প্রবন্ধ বাহুল্য আশঙ্কায় কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

"কথং পুনরনেন কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বেন সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ প্রকৃতি পুরুষয়োঃ সংসার কারণত্বমুচ্যতে ইতি অত্রোচ্যতে কার্য্যকারণ সুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা প্রকৃতেঃ পরিণামাভাবে পুরুষস্য চৈতন্যস্য সতি উপলব্ধৃত্বে কুতঃ সংসার স্যাৎ," ইত্যাদি—ইত্যাদি। আবার "অতি বিশুদ্ধ সংস্করণ" হইতে উদ্ধৃত শাঙ্কর-ভাষ্যের মধ্যেও দুই স্থানে ভাষ্যাংশ যাহা নাই অথচ আমার গীতায় তাহা আছে, আমার গীতা হইতে ঐ দুই ভাষ্যাংশ আমি পূরণ করিয়া তাহা নিম্নে 'বড় অক্ষরে' দেখাইয়াছি। এখন পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া বিচার করুন যে আমার ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ের প্রকাশিত গীতার শাঙ্কর-ভাষ্য বিকৃত, কি নির্ণয়-সাগর যন্ত্রালয়ের ১২ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "অতি বিশুদ্ধ সংস্করণ" বিকৃত। আর সমগ্র শাঙ্কর-ভাষ্যের ⅓ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া সমগ্র ভাষ্য বলিয়া যাহা তিনি দেখাইয়াছেন তাহার মধ্যেও দুই স্থানে ভুল থাকা সুস্পষ্টরূপে আমি দেখাইয়াছি এবং অতিরিক্ত ⅓ অংশ ভাষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। এখন আত্মগোপন ও অর্থ গোপনের প্রয়াস কাহার?

আবার 'কায়স্থ' ৪৭৭, ৫৭৮ পৃষ্ঠায় [মূল শ্লোক ও শাঙ্কর-ভাষ্যের বিকৃত পাঠ] প্রসঙ্গে গীষ্পতিবাবুর উক্তি যথা—

প্রিয়নাথবাবুর উপরি উক্তির "যথা" কথাটির পর তিনি যে আকারে উক্ত মূল শ্লোক ও ভাষ্যের অযথা পাঠ উদ্ধার ও অন্বয় বিপর্য্যয় ঘটাইয়া আমাদের প্রতি ততোধিক অযথা আক্রমণ করিয়াছেন তাহা এই,—

কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥

[গীতা, ১৩ অ, ২০।

কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে কার্য্যং শরীরং কারণাণি তৎস্থানি ত্রয়োদশ দেহস্যারম্ভকানি ভূতানি × × × পুরুষস্য সংসার কারণং যথা স্যাত্তদুচ্যতে পুরুষঃ জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ভোক্তা ইতি পর্য্যায়ঃ। × × × শাঙ্কর-ভাষ্যম্।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে মূল শ্লোকের "কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে" পাঠকে বিকৃত বলা চলে না কারণ উভয় পাঠই বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত। তারপর "শাঙ্কর-ভাষ্যের বিকৃত পাঠ" সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে সমগ্র ভাষ্য আমি

উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় কেবল ভাষ্যাংশ হইতে করণ, কারণ, ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই তিনটী শব্দের অর্থ দেখাইয়াছি। "ত্রয়োদশ দেহস্যারম্ভকানি" বাক্যগুলিকে আমি "ভূতানি" পদের বিশেষণ করি নাই, করিলে "ত্রয়োদশ দেহস্যারম্ভকানি" পদগুলির পর "কায়স্থ" ৪৮০ পৃষ্ঠায় গীষ্পতিবাবুর উদ্ধৃত আমার ঐ উক্তিতে "ভূতানি" পদটি থাকিত, কিন্তু তাহা নাই। "আরম্ভকানি" পদটি বিশেষ্যই বলিয়াছি। সেই জন্য, "ত্রয়োদশ দেহস্যারম্ভকানি" পদগুলিকে পৃথক্ করিয়া লইয়া তৎপরবর্ত্তী ভূতানি পদ আদি করিয়া "পুরুষস্য সংসার কারণং" পদগুলির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ভাষ্য উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া ফাঁক রাখিবার অভিপ্রায়ে ঢেরা × × চিহ্ন দিয়াছিলাম, ঐ ঢেরা চিহ্ন তারা চিহ্নের ন্যায় হইয়াছে। এইরূপ ভাষ্যের ইতি পর্য্যায়ঃ" বাক্যগুলির পরে ফাঁক রাখিয়া × × চিহ্ন দিয়াছি—ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্য কেবল আমার অনর্থক পরিশ্রমের লাঘব মাত্র। উহা যে আমার আত্মগোপন ও অর্থ-গোপনের প্রয়াস নহে তাহার প্রমাণ পরে দিতেছি; এবং "আত্মগোপন ও অর্থগোপনের প্রয়াস" আমার কিংবা অন্যের, তাহাও পাঠকবর্গ, আমার উদ্ধৃত প্রমাণ সকল দৃষ্টে বিচার করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন। "দেহের সহিত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারণ ভাব" সমর্থনার্থ যেটুকু শাস্ত্রীয় প্রমাণ আবশ্যক তাহাই আমি বিশেষ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র, তাহাতে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকায় "ত্রয়োদশদেহারম্ভকানি" বাক্য একপদযুক্ত থাকায় ত্রয়োদশকরণকেই দেহের আরম্ভক কারণ অর্থে 'ত্রয়োদশ দেহস্যারম্ভকানি" বলিয়াছি। "ত্রয়োদশ" "ভূতানি" বলি নাই। 'ত্রয়োদশ দেহস্যারম্ভকানি" বাক্যগুলিকে "**ত্রয়োদশ-করণানি**" অর্থ করিয়া বিশেষ্যই বলিয়াছি, "ভূতানি" পদের বিশেষণ বলি নাই বা বিশেষণ করি নাই এবং আমার উদ্ধৃত আনন্দগিরির টীকাংশের পূর্ব্বে আমার উক্তিতে "ভূতানি" পদটির নাম-গন্ধও করি নাই, তথাপি গীষ্পতিবাবু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার ঐ বাক্যগুলিকে "ভূতানি" পদের বিশেষণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব "ভাষ্যের অযথা পাঠ উদ্ধার ও অন্বয় বিপর্য্যয়" আমি ঘটাই নাই বরঞ্চ গীষ্পতিবাবুই যে ঘটাইয়াছেন তাহার পরিচয় দিলাম।

আবার, "কায়স্থ" ৪৭৮ পৃষ্ঠায়, গীষ্পতিবাবুর উক্তি যথা,—"প্রথমতঃ

প্রিয়নাথ বাবুর উদ্ধৃত শাঙ্কর-ভাষ্যের প্রথম-অংশে "কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে" শব্দের মধ্যবর্ত্তী নিরাকার "করণ" শব্দটিকে বলপূর্ব্বক সাকার করিয়া তুলিয়া "কারণ"-রূপে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু তত্রত্য "করণ" শব্দটিকে এইরূপে আকারযুক্ত বা সাকার করিয়া তুলিলে যে তৎপরবর্ত্তী কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্ব ইত্যস্মিন্ন পাঠে" ইত্যাদি বাক্যের অর্থসঙ্গতি একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে সে দিকে লক্ষ্য করিবারও অবসর হয় নাই। তদ্ভিন্ন ভগবান্ শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যে পাঠান্তরোক্ত "কারণ" শব্দের যে দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার কোনটিতেই কারণ অর্থে ইন্দ্রিয় বলেন নাই। "বিকারি" পদার্থকে অথবা মহদহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি বিকৃতিকে "কারণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বিকারকে অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটি বিকারকে কার্য্য বলিয়া সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন।"

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে "কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে" শব্দের মধ্যবর্ত্তী নিরাকার "করণ" শব্দটিকে বলপূর্ব্বক সাকার করিয়া কারণরূপে পরিণত আমি করি নাই। এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত গীতাতেই "কার্য্যকারণ" পাঠই আছে। গীতার জনক মহাভারতে "কার্য্যকারণ" এই দীর্ঘ পাঠই আছে। দুইটি পাঠের ভাষ্য পৃথক্ পৃথক্ থাকিলেও তাহার অর্থ **অভিন্ন**। "কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্ব ইত্যস্মিন্নপি পাঠে" এই উক্তির "অপি" শব্দটি থাকায় পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা থাকিলেও **অর্থের কোন ভেদ নাই**। আবার ঋষিকল্প আনন্দগিরির টীকায় তিনি সুস্পষ্টই বলিয়াছেন, যথা,—

"পাঠান্তরমনুদ্য ব্যাখ্যাপূর্ব্বক **মর্থাভেদমাহ** কার্য্যেত্যাদিনা।" অর্থাৎ পাঠান্তরোক্ত ব্যাখ্যাপূর্ব্বক **অর্থের অভেদ** বলিয়াছেন। সুতরাং **"কার্য্যকরণ"** পাঠেও যে অর্থ, **"কার্য্যকারণ"** পাঠেও সেই অর্থ। **"করণ"** শব্দের অর্থও ইন্দ্রিয়, **"কারণ"** শব্দের অর্থও ইন্দ্রিয়। সুতরাং ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় গীষ্পতিবাবুই মূলশ্লোক ও টীকার যথেচ্ছ ব্যাখ্যা দ্বারা ঘটাইয়াছেন। এই প্রকার যথেচ্ছ ব্যাখ্যা যে গীষ্পতিবাবুর কৃত প্রত্যুত্তর বা প্রতিবাদের অন্যতম অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব, তাহা আমিও মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে বাধ্য। গীষ্পতিবাবু যে ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন তাহার প্রধান

আনন্দগিরির টীকা। গীষ্পতিবাবুর অতি বিশুদ্ধ সংস্করণে ভাষ্যের অর্থ যাহা "কায়স্থ" ৪৭৭ পৃষ্ঠায় উক্ত আছে তাহাতে তাঁহার স্বীকার উক্তি তে যে "দেহের সহিত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারণ ভাব" সমর্থিত হয় ইহা দেখাইতেছি। ভাষ্যে পাঠান্তরোক্ত "কারণ" শব্দের যে দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে তাহার প্রথম ব্যাখ্যায় "কার্য্যকে" বিকার এবং "কারণ" কে বিকারি বলা হইয়াছে। কার্য্য অর্থে দেহ যেটি বিকার, আর সেই দেহের বিকারি, "কারণ" হইতেছে। সুতরাং বিকার-দেহের বিকারি কারণ, ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। এই কারণে আনন্দগিরির টীকায় "**ব্যাখ্যা-পূর্ব্বকমর্থাভেদমাহ**" এই বাক্যগুলি স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। এই **বিশেষ প্রয়োজনীয় আনন্দগিরির টীকাংশের** দিকে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের লক্ষ্য করিবারও অবসর হয় নাই। আর ভাষ্যে "**অথবা**" উল্লেখ করিয়া যে ব্যাখ্যান্তর উক্ত আছে, তাহাতে শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটি বিকারকে "কার্য্য" বলা হইয়াছে। আর মহদহঙ্কার ও পঞ্চ ভূততন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি বিকৃতিকে "কারণ" বলা হইয়াছে। উক্ত সাতটির মধ্যে **মহৎ ও অহঙ্কার** এই দুইটি ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং মহৎ ও অহঙ্কার **অন্ততঃ** এই দুইটি ইন্দ্রিয়ও দেহের কারণ বলিয়া ভাষ্যের শেষ ব্যাখ্যায় সুস্পষ্টরূপে পরিগণিত করা হইয়াছে, গীষ্পতি বাবুর এই দিকে লক্ষ্য করিবার ও অবসর হয় নাই। আর পাঠান্তরোক্ত "কারণ" শব্দের প্রথম ব্যাখ্যায় আনন্দগিরির উক্তি (**ব্যাখ্যা পূর্ব্বকমর্থাভেদমাহ**।) অনুসারে "**কারণ**" অর্থেও ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয় স্বীকৃত হইতেছে। আবার গীষ্পতিবাবুর স্বীকার উক্তি অনুসারে "কারণ" অর্থে ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মহৎ ও অহঙ্কার অন্ততঃ এই দুইটি ইন্দ্রিয়কে দেহের **সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি কারণ** মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করায় "দেহের সহিত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারণভাব" সমর্থিত হইয়াতেছে।

আবার "কায়স্থ" ৪৮০ পৃষ্ঠায় [পাঠ বিপর্য্যয়] প্রসঙ্গে কাব্যতীর্থ গীষ্পতি বাবুর উক্তি যথা,—

"ভূততত্ত্ব পর্য্যালোচনায় এই প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব হইলেও শাস্ত্রী-প্রবর প্রিয়নাথ কতকটা নিজের রচনা ও কতকটা টীকাকারের উক্তি একত্রে যোগ করিয়া অসাধ্য-সাধনের প্রয়াসেও বিরত হন নাই। তিনি বলিতেছেন,—

ত্রয়োদশ দেহস্যারম্ভকানি যথা,—জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চেতি ত্রয়োদশ করণানি। (আনন্দগিরি)।"

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে "ত্রয়োদশ দেহস্যারম্ভকানি" এই বাক্যগুলি আমার। ইহা "ভূতানি" পদের বিশেষণ করিয়া আমি যে ধরি নাই। "আরম্ভকানি" কে বিশেষ্য করিয়াছি ইহার প্রধান সাক্ষী এই যে "ভূতানি" পদটি "আরম্ভকানি" পদের পরে লিখিত হয় নাই। ঐ বাক্যগুলি ত্রয়োদশ করণেই অর্থবোধে লিখিয়াছি। ভূতেব নাম গন্ধ ও উহাতে নাই। তথাপি গীষ্পতিবাবু নিজের পাণ্ডিত্য প্রকর্ষের পরিচয় দিবার জন্য বলপূর্ব্বক পঞ্চভূতকে ধরিয়া আনিয়া বলিতেছেন যে আমি ত্রয়োদশ ভূতের অর্থ করিয়াছি। তর্কানুরোধে পাঠ-বিপর্য্যয় ও ভাষ্য-বিকৃতি স্বীকার করিলেও গীষ্পতিবাবুই যে ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন এবং আমাকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ যথা—

(১) মহাপ্রামাণ্য মনস্বী শাঙ্কর-ভাষ্য-ব্যাখ্যাতা ঋষিকল্প আনন্দগিরির উক্তি এই,—

"পাঠান্তর মনুদ্য ব্যাখ্যা পূর্ব্বক **মর্থাভেদমাহ** কার্য্যেত্যাদিনা।"

অর্থাৎ পাঠান্তরোক্ত ব্যখ্যা করিয়া **অর্থের অভেদ** দেখাইতেছেন কার্য্যাকারণেত্যাদি।

(২) "কার্য্যকারণেতি দীর্ঘপাঠেঽপি সত্রবার্থ।"

মধুসূদন সরস্বতী।

অর্থাৎ "কার্য্যকরণ" পাঠেও যে অর্থ, **"কার্য্যকারণ"** পাঠেও সেই একই অর্থ।

(৩) শ্রীধর স্বামী "কার্য্যকারণ" এই দীর্ঘ পাঠেরই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"কার্য্যং শরীরং কারণানি।

সুখদুঃখসাধনানীন্দ্রিয়ানি" অর্থাৎ "কার্য্য" অর্থে শরীর ও "কারণ" অর্থে সুখদুঃখসাধন ইন্দ্রিয়গণ।

তিনি পাঠান্তরের কোন উল্লেখই করেন নাই।

(৪) করণেতি পাঠেঽপি সত্রবার্থঃ। নালকণ্ঠ।

অর্থাৎ "কার্য্যকারণ" পাঠের যে অর্থ, "কার্য্যকরণ" পাঠেরও সেই অর্থ।

আমার উদ্ধৃত উপরের উক্ত এই চারিটি অখণ্ডনীয় প্রমাণের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে যে "কারণ" ও "করণ" এই দুইটি শব্দের অর্থ একই, অর্থাৎ "কারণ" অর্থেও ইন্দ্রিয় এবং করণ অর্থেও ইন্দ্রিয়। এবং "কার্য্যকারণ" ও "কার্য্যকরণ,' এই দুইটিরই অর্থ **অভিন্ন** অর্থাৎ কার্য্য অর্থে দেহ ও "কারণ" অর্থে ইন্দ্রিয়, এবং "করণ" অর্থেও ইন্দ্রিয়। সুতরাং "কার্য্যকরণ" অর্থে দেহেন্দ্রিয় এবং "কার্য্যকরণ" অর্থেও দেহেন্দ্রিয়।

এই সমস্ত প্রমাণের দিকে গীষ্পতিবাবুর লক্ষ্য করিবার অবসর না থাকায় আমাকে অযথা আক্রমণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

আমার "আত্মগোপন ও অর্থগোপনের প্রয়াস সত্যানুসন্ধান ও সারল্যের নিদর্শন মনে করা যায় না।"

এখন পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখুন আত্মগোপন ও অর্থগোপন কাহার?

আমার উপরি উদ্ধৃত প্রমাণ চারিটি থাকা সত্ত্বেও যদি গীষ্পতিবাবুর ন্যায় কোন শাস্ত্রদর্শী কাব্যতীর্থ "দেহের সহিত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারণ ভাব কোন শাস্ত্রের মতেই সমর্থিত হইতে পারে না" এই সকল কথা বলিয়া আস্ফালন করেন, এবং যদি তিনি নিজেই শাঙ্কর-ভাষ্যের ব্যাখ্যা-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া আমাকে অযথা আক্রমণপূর্ব্বক আমাকে এবং সরলবিশ্বাসী পাঠকবর্গকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করেন" তাহা হইলে আমারপক্ষে ও ভগবান শঙ্কর ও শঙ্করাচার্য্যের শরণ গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

আবার "কায়স্থ" ৪৭৭ পৃষ্ঠায় গীষ্পতি বাবুর উক্তি এই—

"অতএব উদ্ধৃত এই মূল শ্লোক ও তাহার শাঙ্কর-ভাষ্যের কোন স্থলেই যে "দেহের সহিত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারণ ভাব" প্রতিপাদিত হয় নাই, বরঞ্চ তদ্বিপরীত্যে "দেহ" ও "ইন্দ্রিয়" এতদুভয়কেই "কার্য্য" মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে তাহা আর পৃথক্ করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।"

এতদুত্তরে আমার নিবেদন এই যে গীষ্পতিবাবুর ন্যায় সুপণ্ডিতের পক্ষে এরূপ উক্তি শোভা পায় না। ভাষ্যে পাঠান্তরোক্ত "কারণ" শব্দের প্রথম ব্যাখ্যায় **"কার্য্য"** কে বিকার এবং "কারণ" কে **বিকারি** বলা হইয়াছে, এবং ব্যাখ্যান্তরে **একাদশ ইন্দ্রিয়** ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য শব্দাদি

পঞ্চ বিষয় এই ষোলটি বিকারকে "কার্য্য" বলা হইয়াছে, আর মহদহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতিকে "কারণ" বলা হইয়াছে। এখন কাব্যতীর্থমহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করি "বিকারি কারণ" অর্থে কি ইন্দ্রিয় নহে? তবে কি ইহার অর্থ ভূত? আর মহৎ ও অহঙ্কার এই দুটীও কি ইন্দ্রিয় নহে, এই দুটিও কি ভূত? এই দুটি কি ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত দুইটি ইন্দ্রিয় নহে? তিনি আমার উদ্ধৃত আনন্দগিরির টীকাংশের অনুবাদে এই মহৎ ও অহঙ্কারকে "ইন্দ্রিয়" বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং অতএব উদ্ধৃত এই মূল শ্লোক ও তাহার শাঙ্কর-ভাষ্যের কোন স্থলেই যে "দেহের সহিত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারণ ভাব প্রতিপাদিত হয় নাই, বরঞ্চ তদ্বৈপরীত্যে "দেহ" ও "ইন্দ্রিয়" এতদুভয়কেই "কার্য্য" মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে" গীষ্পতিবাবুর এই উক্তি প্রমাণমূলক নহে, বরঞ্চ এই উক্তি আত্মগোপন ও অর্থ-গোপনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যায়।

অতএব পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহাশয় শাঙ্কর-ভাষ্যের ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটাইবার যতই চেষ্টা করুন, কিন্তু "দেহের সহিত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারণ ভাব," আমার উদ্ধৃত গীতোক্ত শ্লোকের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইতেছে এবং পদ্মপুরাণ সৃষ্টি-খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৩-১৬৪ শ্লোকের উক্ত "কায়স্থৈঃ করণৈঃ" পদদ্বয়ের অর্থে কায়স্থ ও করণ জাতি বা কায়স্থ-কারণ জাতি নহে। ঐ কায়স্থও করণ শব্দের অর্থ দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রতিপন্ন হইতেছে। আর প্রকাশ থাকে যে 'কায়স্থ-পত্রিকা' আশ্বিন-সংখ্যা (১৩৩০ সাল) ২১৭ পৃষ্ঠায় শ্রীধর স্বামীর টীকাংশে 'কারণানি' পদের স্থানে 'কারণানি' পদটী হইবে। করণানি পদটী ছাপার ভুল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ বসু (শাস্ত্রী)।

পুরুষ-সিংহ আশুতোষ*

—:*:—

আকার-সদৃশ-প্রাজ্ঞ পুরুষ বিরাট্,
তেজস্বী, মনীষিবর, কর্ম্মযোগিরাজ,
এ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে, হে বুধ-সম্রাট্,
তোমা' সম কে শোভিবে এ প্রাচী-সমাজ!
স্থিতধী, আত্মবিশ্বাসী তোমার সমান,
স্বাবলম্বী আসিবে কি আশু, আশুতোষ,
একছত্র-অধিপতি বাণী-প্রতিষ্ঠান,
বিশ্ববিদ্যালয় শিরে ধাতার সন্তোষ!
ধর্ম্মাধিকরণে লভি' শ্রেষ্ঠ অধিকার,
প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিলে জাতীয় গৌরব!
নানাভাষা, নানাশাস্ত্র আয়ত্ত তোমার,
চারিদিকে ব্যাপ্ত তব যশের সৌরভ!
স্বপক্ষ-বিপক্ষ, জাতি-নির্ব্বিশেষে,
বিলাপিয়া গায় যশঃ আজি শোকাবেশে।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

*বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে স্মৃতি-সভায় পঠিত

নারীর কথা

চিরপরাধীনা এই হতভাগ্য জাতিটির উপরে অনেকেরই আজ দৃষ্টি পড়িয়াছে। দেখিতে পাই নারীর কথা লইয়া আজকাল সকল মাসিক ও সাপ্তাহিকের অঙ্গ পরিপূর্ণ। যাহার যতটুকু শক্তি, যুক্তি-তর্ক-গবেষণা দ্বারা নারীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রয়োগ করিতেছেন। লেখনী ধরিয়াছেন, নারী এবং পুরুষ উভয়েই। এসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা না করাই ভাল। কিন্তু সেদিন এক বিদুষী মহিলার প্রবন্ধ পাঠ করিলাম এবং গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় সেই প্রবন্ধের প্রত্যেক কথাটি সমর্থন করিয়া এক বিদ্বান-পুরুষ-লেখকের লেখাও দেখিলাম যাহাতে আমাদের মত লোকের পক্ষেও তাহার দুই একটা কথার উত্তর দিবার লোভ সম্বরণ করা দায় হইয়া উঠে। বহুবিধ সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা প্রবন্ধ লেখা চলিয়াছে। তাহার সকল কথার উল্লেখ না করিয়া মাত্র দুই একটী কথাই আমরা আজ বলিব।

স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থে দাস-দাসী-পাচক প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া টেবিলে গরম গরম চা পান করিতে করিতে কাগজে প্রবন্ধ লেখা যত সহজ, বাস্তবিক এই দুঃখ-দারিদ্রতা-পূর্ণ-সংসারে সাধারণতঃ নারীদিগকে অহরহ যে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহার মীমাংসা করা তত সহজ নয়। যাহারা মনুর দোহাই দিয়া বহুবিধ সংস্কৃত-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বাল্য-বিবাহের সুফলতা প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই সকল মনু-ভক্ত সংস্কৃতজ্ঞ লেখক লেখিকাগণ মনুর অপর আদেশটি প্রচার করিতে বিরত থাকেন কি জন্য? যাঁহাদিগের 'আয়রণ চেষ্ট' পূর্ণ টাকা আছে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা যখন খুসি কন্যার বিবাহ দিতে পারেন, কিন্তু সে প্রকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তি আমাদের দেশে কয়জনইবা আছেন?

এই বর-পণ বহুল দেশে অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে অভিভাবকগণকে কিরূপ ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় তাহাতে অনেকেই ভুক্তভোগী। এই ভীষণ পণ-প্রথা এখন অল্পাধিক পরিমাণে সকল স্তরেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় কন্যা একটু বয়স্থা হইলে অভিভাবকবর্গ তবু কিছু অর্থ সঞ্চয়ের সময় পাইতে পারেন।

...শাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ সুতরাং সংস্কৃত-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ...ধিকার চর্চ্চা করিব না। কিন্তু শুনিয়াছি যে মনু কন্যার অষ্টম বৎসর ...য়স বিবাহ দিবার বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনিই নাকি বিধি দিয়া ...য়াছেন, অষ্টম বৎসর মধ্যে যদি সুযোগ্য পাত্র না মেলে তাহা হইলে কন্যাকে ...ড়শ বৎসর পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিতে। তথাপিও যদি সৎপাত্র পাওয়া না ...র তাহা হইলে কন্যাকে চিরজীবন কুমারী রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবে ...াপি অসৎ পাত্রের করে সমর্পণ করিবে না। অসৎ পাত্রে কন্যাদান করিলে ...নন্ত নরক ভোগ করিতে হয়, সে কথাও নাকি মনু বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা ...রিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে ...ই—পুত্র-পৌত্র বেষ্টিত ষাটবছুরে "খোকার" করে একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া ...ন্যাকে সমর্পণ করিয়া পিতামাতা অভিভাবকবর্গ কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি ...াইলেন বলিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন! করিবেনই বা কি? কন্যা ...কেটু বয়স্থা হইলেই যে চতুর্দ্দিক হইতে ছি! ছি! বর্ষন হইতে থাকে! নচেৎ ...াত্র স্নেহলতা, নিভাননী আত্মহত্যা করিয়া পিতা মাতাকে অব্যাহতি দিয়া ...াইত না। তখন ত কই মনুর আদেশ পালন করিতে অর্থাৎ কন্যাকে চির ...কুমারী রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা দিতে কাহাকেও মাথা ঘামাইতে দেখি নাই।

এই প্রকার অপাত্রের করে কন্যা সমর্পণের ফলে, আমাদের দেশের কত ...য়ে যে অকালে বৈধব্য-যন্ত্রণা এবং সারাজীবন-ব্যাপী দুঃখ-অশান্তি ভোগ ...রিতেছেন সে সকল সংবাদ কি এই সকল লেখক লেখিকারা রাখেন না? ...থবা নিজেদের সুখশান্তি পূর্ণ অন্তঃপুরটি ছাড়া বাহিরে দশের দিকে দৃষ্টি ...নিক্ষেপ করিবার তাঁহাদের অবসর থাকে না?

কই এপর্য্যন্ত ত কোনও লেখক লেখিকাকে শাস্ত্রের অথবা মনুর দোহাই ...ন্দু সমাজের এই সকল ভ্রম অপনোদনের চেষ্টা করিতে দেখিলাম না! ...পিতামাতা এবং অভিভাবকবর্গ যখন কন্যার সুখ-শান্তির দিকে দৃষ্টি না ...রাখিয়া এইরূপে তাহাদের জীবন বিষময় করিয়া দিতেছেন তখন দেখিতেছি ...বাংলার মেয়েগুলা বিদ্রোহী হইয়া না উঠিলে আর তাহাদের দুর্গতি মোচন ...হইবার আশা নাই।

দ্বিতীয়তঃ মেয়েদের শ্বশুর বাড়ীতে শিক্ষার কথা!

লেখিকামহোদয়া. মেয়ের শিক্ষার ভারটা পর্য্যন্ত নিজের স্কন্ধে রাখিতে

নারাজ! উহাও শ্বশুর-শাশুড়ীর ঘাড়ে চাপাইতে চাহিয়াছেন! ইহা অপেক্ষা হাস্যকর কথা আর কিছু হইতে পারে কি?

এসম্বন্ধে "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ দেব শর্ম্মা নামধারী লেখক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য! এ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক ফেনাইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। তবে এইটুকু মাত্র আমাদের বক্তব্য যে দেশের মেয়েরা শ্বশুর বাড়ীর অপরিসীম সুখ-শান্তিও স্বাধীনতার উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কেরোসিন তৈল এবং দীপশলাকার সাহায্যে অগ্নি দেবতার কোলে আশ্রয় লাভ করিয়া মুক্তি পাইতেছে—এবং এঘটনা এখন সংবাদ-পত্রের মারফতে সচরাচরই দেখা যাইতেছে, সে ক্ষেত্রে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া শিক্ষার ব্যবস্থাটাকে আমাদের উন্মাদের প্রলাপ বাক্যের ন্যায়ই মনে হয়। যদি কোনও বিদ্বান বা বিদুষী শাস্ত্রাভিজ্ঞ লেখক লেখিকা বলিতে চাহেন "এ সকল আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার ফল"—উত্তম। অতীতের দিকে বারেক দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন! যে মহীয়সী মহিলার জ্যোতিষ শাস্ত্র অদ্যাবধি দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আছে সেই বিদুষী খণার শিক্ষার গৌরব শ্বশুর-বাড়ীতে কি প্রকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিল! পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় যখন দেখিলেন বধূর শিক্ষার গৌরবে সারা দেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে তখন তিনি বধূর জিহ্বা কর্ত্তনপূর্ব্বক চিরজীবনের জন্য তাহাকে মূক করিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন। সেই শ্বশুর-গৃহে নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা!

এক্ষেত্রেও আমরা শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ দেবশর্ম্মার সুরে বলিতে বাধ্য "মেয়েদের শ্বশুর-গৃহে শিক্ষা কোনও দেশে কোনও কালে হয় নাই হইতে পারে না। তবে যদি কেহ বড়লোকের দুই একটা 'নজির' দেখাইয়া বলেন "হইতে পারে" "অমুক স্থানে হইয়াছিল," সে প্রকার দৈবাৎ দুই একটা ঘটনার দৃষ্টান্তে বোধ হয় গল্পে বা উপন্যাসে লেখা চলিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য এ ব্যবস্থা দেওয়া চলে না। তাহারপর আশ্রিতা 'খুড়ি' 'জ্যেঠাই' 'মাসি' পিসি' 'ভগিনী' ও 'ভাইঝি' প্রভৃতি কন্যা-স্থানীয়া ও মাতৃ স্থানীয়া নারীগণের সুখ সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াই আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যে লেখক মহাশয় পুরাণাদি নানা গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 'নারীপূজার' নানা প্রকার দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ দিয়া নিজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দান করিয়াছেন, এবং এই প্রকার আশ্রিতা নারীদিগকে 'মাতৃস্থানীয়া' ও 'কন্যা স্থানীয়া' বলিয়া তাহাদিগকে 'স্নেহের' 'যত্নের' 'শ্রদ্ধার' এবং 'আরাধনার' জিনিষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বড় ইচ্ছা হয় সেই লেখক মহাশয়কে একবার এইপ্রকার 'মাতা' ও কন্যা' স্থানে বসাইয়া তাহাদের প্রাপ্য 'আদর যত্ন' এবং 'আরাধনার' আস্বাদনটা উপভোগ করাইতে!

এই প্রকার আশ্রিতা নারীদিগকে 'দাসী' 'বাঁদীর' মত খাটিতে হয়, এই অতি বড় সত্য কথাটা উক্ত লেখক মহাশয়ের অন্তরে বড়ই বাজিয়াছে।

হায় রে অদৃষ্ট! আশ্রিতা, পরান্নপালিতা, পরমুখাপেক্ষিনী নারীদিগকে যে অহরহ কি দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, বাংলার বহুগৃহেই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ বিদ্যমান। ভুক্তভোগী ভিন্ন তাহাদের এই মর্ম্মন্তুদ বেদনা অন্যে কি প্রকারে অনুভব করিতে পারিবে?

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশী-বিষে দংশেনি যারে!"

জানিয়া শুনিয়া যাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই প্রকার পরমুখাপেক্ষিনী, অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা নারীগণের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক তাহাদিগকে 'অন্নপূর্ণা' 'গৃহলক্ষ্মী' 'দেবী' ইত্যাদি চাটুবাক্য বলেন তাঁহাদের এ ভণ্ডামী নিতান্তই অসহনীয়!

নারীর স্বাধীনতার নাম শুনিলেই তাহাদের আশঙ্কা হইয়া থাকে—পাছে নিজেদের স্বার্থে আঘাত পড়ে। তাই প্রতি কথায় কচি খোকাটির মত "ছি মা! ছি মা"! বলিয়া নাকে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দেন।

শ্রীচারুশীলা দেবী

সমাজ-শাসন

[১৩৩০ সালের ৪৬২ পৃষ্ঠার পর]

কেদারবাবুর বাটীতে আজ সমাজের দণ্ড-ভোজ। উমেশবাবু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বচরেরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে এবং কেহ তাঁহার প্রদত্ত মৎস্যের গুণ, কেহ তরকারীর গুণ, কেহ তাঁহার তত্ত্বাবধানের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে। যে কিছুরই ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে উমেশবাবুর গুণ-কীর্ত্তন করিতেছে—উমেশবাবু এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া কেদারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কেদারবাবু, ভাল ক'রে দেখ কোন কিছুর অভাব আছে কি না—উত্তরে কেদারবাবু বলিতেছেন—আপনি যে কার্য্যের কর্ত্তা তাহাতে কি আর কোন কিছুর অভাব হইতে পারে? গ্রামের অনেকেই, মধ্যাহ্ন-নিমন্ত্রণ হইলেও উমেশবাবু আসিয়াছেন বলিয়া একেবার প্রাতঃকালেই কেদারবাবুর বাটীতে পদধূলি দিয়াছেন ও ভোজনোপচারের ফর্দ্দ তদারক করিয়া যাইতেছেন। এমন সময়ে হরিয়া আসিয়া বলিল—ছোটকর্ত্তাবাবু বাড়ী মে নেহি হ্যায় দিদিমণি এতনা বেলাতক্ উঠতা নেই, হামি কেত ডাক্‌লে কোন সাড়া পেলে না, হামি কি করবে?

একজন পার্শ্বচর বলিল—তা ছোটকর্ত্তা কি করবে ছোটকর্ত্তা কি তাকে ডাক্‌তে যাবে—সাড়া না পাস্ ঘরের দোর ভেঙ্গে ফেলে দেখ্‌গে হয়ত ঘুমিয়ে আছে। আর একজন পার্শ্বচর একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—অথবা কৌশলে ঘরের দোর বন্ধ করে কোথাও সরে পড়েছে। উমেশবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—তু'চা'রজনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে দেখ্‌গে।

হরিয়া—আমি কত জনকে বললে কেউ যেতে চায় না।

উমেশ—আচ্ছা আমি লোক দিচ্ছি—ভজহরি তোমরা ২।৩ জন যাও দেখ কি হয়েছে—ভাল আপদেই পড়া গিয়েছে।

উমেশবাবুর কথার সঙ্গে সঙ্গেই ভজহরি প্রভৃতি ৪।৫ জন পার্শ্বচর হরিয়ার সঙ্গে প্রস্থান করিল।

অল্পক্ষণ পরে ভজহরি হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—ছোট-[...]র্ত্তা সর্ব্বনাশ হয়েছে, ছুঁড়ীত বিষ খেয়ে কি আফিম খেয়ে মরেছে—ছেলেটাও [...]পড় জড়িয়ে মরে পড়ে আছে। ভজহরির সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে মুখে মুখে [কে]দারবাবুর কর্ণে পৌঁছিলে কেদারবাবু 'নিশি' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া [উ]ঠিলেন—সমাজের দণ্ড-ভোজ পণ্ড হইল দেখিয়া ঔদরিকগণ তুঃখিত হইলেন। [উ]মেশবাবু অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ থানায় সংবাদ [পা]ঠাইয়া স্বয়ং করুণাময়ের বাটীতে প্রস্থান করিলেন—কেদারবাবুও শেষ দেখা [ক]ন্যাকে দেখিতে যাইবেন বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

উমেশবাবু করুণাময়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন—দারোগা [...]ন আসা পর্য্যন্ত কেহ যেন গৃহের মধ্যে না যায়—গৃহদ্বারে পাহারা রাখিয়া তাঁহারা সকলেই দারোগার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

করুণাময় সৌরভের মুখে সেই কুৎসিৎ দুর্ণামের কথা শুনিয়া সেইদিনই [ক]লিকাতায় গিয়াছিলেন, সেখানে তাহার বন্ধু বিনয়কুমারের সাহায্যে [...]ং দিনের মধ্যে একটি বাসা ঠিক করিয়া বিনয়কে সঙ্গে লইয়া বাটী আসিবেন [সু]তরাং তাঁহার আরও তুইদিন বিলম্ব হয় ঘটনাক্রমে রেলগাড়ীতে তাঁহাদের [...]রের থানার ইন্‌স্পেক্টর রমণীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়—রেল হইতে [অ]বতরণকরিয়া করুণাময় বিনয়ের সহিত বাটী যাইবেন কিন্তু রমণীবাবু [ব]লিলেন—তাহা হইবে না এবেলা থানায় আহারাদি করিয়া বৈকালে বাটী [যা]ইবেন।

করুণা—রমণীবাবু; আমাকে থানায় লইয়া গেলে কাকার ওখানে আপনার [নি]মন্ত্রণ বন্ধ হ'য়ে যাবে।

বিনয়—সে ভাবনা রমণীবাবুর নাই—এ তাঁহার নিরীহ ভ্রাতুষ্পুত্র নয় [...]া একঘরে করে, ধোপা-নাপিত বন্ধ ক'রে দেশত্যাগী ক'রবেন—এ বৃটিশ-[গ]ভর্ণমেণ্টের পুলিস—এ বড় কঠিন স্থান।

রমণী—বাস্তবিকই আমাদের সমাজের অত্যাচার বড় ভয়ানক—আমরা [...]কি কচ্ছি কিন্তু কোন শাসন নাই।

বিনয়—নাই কেন, আছে কিন্তু আমরা মানিনা কাজেই সমাজ আমাদের [বে]লা মূক।

রমণী—তা নয় হে 'উলা বাছ্‌তে গাঁ উজাড়' শাসন করতে গেলে সমাজের

আর অস্তিত্ব থাকে না—কিন্তু দেখ, একটি বালিকা ভ্রমক্রমে প্রলোভনে পড়িয়া অপকর্ম্ম করিয়াছে, পিতৃ-গৃহে তাহার আশ্রয় নাই, আত্মীয়-গৃহে আশ্রয় নাই—যদি কেহবা দয়া-পরবশ হ'য়ে একজন আশ্রয় দিলে—সমাজ-শাসনে তাহাকে স্বগ্রাম পরিত্যাগ কর'তে হচ্চে—আমাদের কি কোন রকমে মঙ্গল হ'তে পারে।

করুণা—মঙ্গল হবে—যখন এই অধঃপতিত স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, স্বজন-দ্রোহী জাতির অস্তিত্ব লোপ হবে—সেই সময়—তাহার পূর্ব্বে নয়!

তাঁহারা থানায় প্রবেশ করিতেই জমাদার আসিয়া ইন্স্পেক্টার বাবুকে সেলাম দিয়া বলিল "হুজুর উমেশবাবুকা জোর তলব হ্যায় একঠো আউরাত আউর উস্‌কো লেড়কা মর গিয়া—উমেশবাবু হুঁয়া বৈঠা হ্যায় আপকো জরুর জানেকা হুকুম হ্যায়!

করুণা—কে, কে স্ত্রীলোকটি কে?

জমা—নাম ত হামকো নেই বোলা, হাম সুখন সিং কো ভেজ দিয়া। হা হুকুম হ্যায়।

রমণী—হুকুম আউর কেয়া, চলিয়ে—চলো করুণা, আজ তোমার ওখানেই বিধাতা মাপিয়েছেন দেখ্‌ছি।

করুণা—আমার ওখানে খেলে যে জাতি যাবে, তারপর আমার রাঁধুনী বামুন নাই—নিশি দুটি রাঁধে আমরা দুজন খাই—চাকরটা হিন্দুস্থানী সে তার রেঁধে খায়।

রমণী—ওহে আমরা তাই খাব—তারপর জাত যাওয়ার কথা সে কেল্‌নারের হোটেলে করিম চাচার স্বহস্ত-প্রস্তুত দশরথাত্মজ পক্ককারী 'রাইসে' যদি না গিয়ে থাকে, তোমার নিশির হাতে খেলেও যাবেনা।

বিনয়—আরে জাত কি আর আছে যে যাবে!

রমণী—থাক্‌লেইবা মারে কোন্ শালা! এইরূপ হাস্য-পরিহাসে তাহারা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে গ্রামের চৌকীদার লম্বা সেলাম দিয়া রমণীবাবুর সম্মুখীন হইল। রমণীবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ম'রেছেরে—কাদের বাড়ী?

চৌ—আজ্ঞে, এই ছোটবাবু যে মেয়েটাকে ঘরে রেখে ছিলেন সেই মেয়েটা—নামটা বুঝি মিশি না অমনি একটা—

করুণা—নিশি? নিশি?

চৌ—আজ্ঞে কর্ত্তা ঐ নিশিই বটে।

করুণা—নিশি মরেছে কি হয়েছিল তার?

চৌ—আজ্ঞে, কেউবল্‌ছে বিষখেয়ে মরেছে—কেউ বল্‌ছে আফিম খেয়েছে—ছেলেটাও মরে গেছে।

করুণা—যাক্ সব ঝঞ্ঝাট চুকে গিয়েছে—শেষে আফিম খেয়ে মলো! আমি যদি তাকে সঙ্গে করে কল্‌কাতায় নিয়ে যেতেম!

বিনয়—নিয়তি কেন বাধ্যতে—

করুণা—কিন্তু এরকম করে আত্মহত্যা!

রমণী—সে বিচার করবার সময় এখন নয় চল দেখা যাক্‌গে Natural death ও হ'তে পারে।*

করুণাময়ের বাটীতে কেহই পদার্পণ করিত না কিন্তু আজ গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই সেখানে সমবেত।

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট উমেশবাবু একখানি চৌকিতে বারেণ্ডায় বসিয়া—মৃতের গৃহ-দ্বারে সুখন সিং কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান নিশির পিতা মৃত কন্যাকে দেখিবার জন্য সেইস্থানে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, করুণাময়কে দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাবা অসুখ দেখেছিলে তা তাকে একা রেখে গিয়েছিলে কেন। সে যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে গিয়েছে।"

উমেশ বাবু উঠিয়া বলিলেন আসুন ইন্স্পেক্টর বাবু—ঘরে আমি কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিই নাই।

সুখন সিং দরজা ছাড়িয়া দিল কেদারবাবু গৃহ মধ্যে যাইয়া মৃত কন্যার উপর পতিত হইলেন, করুণাময় ও কেদারবাবু ও রমণীবাবু মৃতাকে বাহির করিতে বলিলেন কিন্তু কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না দেখিয়া তিনি ও বিনয় তাহাকে ধরিতে অন্য দুই একজন আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিল।

লাস বাহির হইলে ইন্স্পেক্টার মাথার বালিসটি সরাইতেই একখানি

*স্বাভাবিক মৃত্যু

সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' ও করুণাময়ের নামে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন সেই সময় করুণাময় গৃহে প্রবেশ করিতেই রমণীবাবু পত্রখানি তাহার হস্তে দিলেন পত্র পাঠ করিতে করিতে করুণাময় "হারে হতভাগিণী আমাকেও তোর বিশ্বাস হয় নাই" বলিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন—রমণীবাবু করুণাময়ের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া পাঠ করিলেন এবং পাঠান্তে পত্রখানি বিনয়ের হস্তে প্রদান করিলেন, বিনয় পত্রপাঠ করিয়া পত্রখানি পকেটে রাখিতে উমেশবাবু পত্র দেখিতে চাহিলেন—রমণীবাবু বলিলেন ও পত্র আর আপনি দেখিয়া কি করিবেন—আমি পত্র দেখিয়াছি—ওতে মৃতার স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

উমেশ—আইন-মতে ও পত্র আমি দেখিতে বাধ্য।

করুণাময় ভগ্ন-কণ্ঠে বলিলেন না খুড়ো মহাশয়, ও পত্র আপনি দেখ্‌বেন না। উমেশবাবু করুণাময়কেই নিশির সর্ব্বনাশের কারণ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন করুণাময়কে পত্র দেখাইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ নিশ্চয়ে পরিণত হইল। তিনি কঠিন স্বরে "পত্র আমাকে দাও"—বলিয়া হাত বাড়াইলেন তিনি বিচারক পত্র দেখিবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার কিন্তু পত্রে যে ভয়ঙ্কর সংবাদ আছে তাহা বর্ত্তমানক্ষেত্রে তাঁহার না জানিলেই ভাল হয়। বিবেচনা করিয়া বিনয়, রমণীবাবু ও করুণাময় তাঁহাকে পত্র দেখাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু উমেশ বাবুর কণ্ঠস্বরে বিনয়ের ক্রোধ হইল সে আর কিছু না বলিয়া পকেট হইতে পত্রখানি লইয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

পত্র পাঠ করিতে করিতে উমেশ বাবু "দেবু" বলিয়া চিত্রাপিত্রের ন্যায় শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন তাহার পুত্র দেবকুমার কেন বিবাহ করিতে চাহে নাই বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাহাকে সেই জন্য গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন—দেবু নিশিকে বিবাহ করিয়াছিল—সে—সে নাই—সে তাঁহার উপর ক্রোধ করিয়া এ জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছে—সে জেদে এ গেল! ছেলেটাও গেল বা! বা! ভগবানের চমৎকার বিচার—আমি সমাজপতি আমার সমাজ-শাসনে আজ আমি বংশ-শূন্য। নবপল্লব বজ্রাহত তরুবাজ—হা! হা! হা! ঠিক হয়েছে—হা! হা! হা!" বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে অর্থ-শূন্য হাস্য করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন—করুণাময় ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন।

পত্রখানি এই—

"দাদা আমি কলঙ্কিনী নই—দেবকুমার আমাকে বিবাহ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন এই পত্রের মধ্যে রহিল শ্বশুর মহাশয়ের ভয়ে দেবকুমার আমাকে একথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিল—রেঙ্গুনে তাহার একটি চাকরী হইয়াছিল—আমি আসন্ন-প্রসবা বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া যায় নাই—দুই মাস পরে আমাকে লইয়া যাইবে বলিয়া গিয়াছিল—সে গেল, কিন্তু আর তার কোন সংবাদ পাওয়া গেলনা—আমি পাপিষ্ঠা সন্দেহ করিয়াছিলাম—সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে—তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়া সে আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে 'আজ তোমার টেবিলটি ঝাড়িয়া' পরিষ্কার করিতে একখানি পুরাতন অমৃতবাজারে 'All ends with Akyub' আমার চক্ষে পড়ায় আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল—ঐ জাহাজেই যে আমার দেব—রেঙ্গুনে গিয়াছিল—চক্ষে আঁধার আসিল হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল—অনেক কষ্টে বুক বাঁধিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম—সত্যই সে আমাকে অনেকদিন ছাড়িয়া গিয়াছে—সে যেদিন যাত্রা করে তাহার দুইদিন পরেই ঝড়ে 'আকিয়াব' সমস্ত লোক জন সহ ডুবিয়া গিয়াছে—সে গিয়াছে আমি আর কার জন্য এ ঘৃণিত জীবন-ভার বহন করিব আমিও চলিলাম—আত্মহত্যা পাপ কিনা জানি না—লোকে বলে পাপ—মরবার পরে আমাদের অবস্থার সংবাদ, একাল পর্য্যন্ত এজগতে আসে নাই—বা কেহ সে দেশে গিয়া বলিতে আসিতে পারে নাই—শাস্ত্র-সমাজ মানুষের মনগড়া—পাপ-পুণ্যও মানুষের মনগড়া সমস্তই তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধির ও সুবিধার বেড়া—গীতার মতে জন্ম-মৃত্যু নাই। কিন্তু যদি আত্মহত্যা পাপ হয় হউক আমি সে পাপের ভয় করিনা—যাহার স্বামী আছে সে বাঁচিয়া থাকুক—আমার স্বামী নাই আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিলাম না—পুত্র! তাহার অদৃষ্ট লইয়া আসিয়াছে, তাহাকে আমি তোমায় দিয়া গেলাম। দাদা অভাগিনীর জন্য অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছ, জানি আমাকে তুমি মার্জ্জনা করিবে—তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তুমি আমাকে মরিতে দিবে না। দাদা বিদায়—অভাগিনীকে মার্জ্জনা করিও।

তোমার স্নেহের—চির-দুখিনী নিশি।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

ঐতিহাসিক-জ্ঞান-প্রচারে কায়স্থ

বাংলাদেশের শাসনভার চিরদিনই কায়স্থজাতির উপর অর্পিত রহিয়াছে। কি হিন্দু-যুগে কি মুসলমান-যুগে—সিংহাসনে যিনিই কেননা অধিষ্ঠিত থাকুন—রাজ্য-পরিচালনা কায়স্থগণই করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতেই তৎকালীন civil service recruited হইত। বাংলায় ব্রিটিশ শাসনেরও সূত্রপাত করিয়াছেন—কায়স্থ নবকৃষ্ণ। মির্জ্জাফর বা তৎপরবর্ত্তী মুর্শিদাবাদের নবাবগণের সহিত যে সকল সন্ধিপত্র তখন হইয়াছিল, তাহা শোভাবাজার রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণের দ্বারাই হইয়াছিল। (Vide N. N. Ghosh's Memoirs of Raja Nabakissen)

যে জাতি রাজ্য-পরিচালনা করে, সেই জাতির পক্ষেই ইতিহাস রচনা করা স্বাভাবিক। ইউরোপের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আজকাল যাঁহারা ইতিহাস রচনা করেন, তাঁহারাও গণতন্ত্রের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বাঙ্গলাদেশের কায়স্থ মনীষিগণের মধ্যে যে ইতিহাসের প্রতি অসীম অনুরাগ দেখা যায় তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই অনুরাগের ফলেই বাঙ্গলাদেশে আজকাল ঐতিহাসিক জ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালী কায়স্থই এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশে যেমন ভগবানলাল ইন্দ্রাজী ও স্যার গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, তেমনি বাঙ্গালাদেশে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়, ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। এই তিনজন প্রাতঃস্মরণীয় ঐতিহাসিকের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক-প্রাত্নতাত্ত্বিকগণ ভারতবর্ষের ইতিহাস লইয়া গবেষণা করিতেছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের সাহায্য না পাইলে তাঁহাদের পক্ষে নির্ভুলভাবে এক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহু শিলালিপি ও তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করিয়া অতুল কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তিনিই বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনার পথ প্রদর্শন করিয়া আদিশূর, বল্লালসেন প্রভৃতির সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক উপস্থিত করেন। নব নব আবিষ্কারের ফলে তাঁহার ঐ সম্বন্ধীয় মতামত অধুনা স্বীকৃত হয় না

...; কিন্তু তাহাতে তাঁহার সম্মান বা যশের বিন্দুমাত্র লাঘব হয় নাই। ...ই ঐতিহাসিক রচনার ক্ষেত্রে তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলালই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালার সভ্যতার ইতিহাসের সহিত অচ্ছেদ্য-...র সম্বন্ধ উড়িষ্যা প্রদেশের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার আজীবন-...ণী সাধনার ফলে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন, তাহাই আজও আধুনিক ...তিহাসিকগণের উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় ...ঐরূপ উপাদেয় গ্রন্থ তাঁহার জীবনকালে মাত্র নয়খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল ...লিয়া শুনা যায়।

রাজেন্দ্রলাল কেবলমাত্র শিলালিপি, তাম্রলিপি লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি জানিতেন যে দেশের প্রাচীন কীর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় পাইতে হইলে, ...প্রকার উপকরণেরও প্রয়োজন হয়। তাই তিনি আমাদের দেশের ...ন্য প্রাচীন গ্রন্থরাজী সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি যত্নপরায়ণ না ...ইলে, কত মূল্যবান সংস্কৃত-গ্রন্থ যে নষ্ট হইয়া যাইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের পরিচয় পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সকল পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাত্র কয়েকখানি মুদ্রিত ...য়াছে। অপরগুলির বিবরণ সুধী-সমাজ তাঁহার গ্রন্থ হইতেই অবগত ...য়া, তাহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন ও ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে পারেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। উভয়ের নিকটেই ভারতবাসী এজন্য গভীরভাবে ঋণী।

রাজা রাজেন্দ্রলালের মনের উদারতা অতি প্রশংসনীয় ছিল। তিনি কেবলমাত্র সুধীজনের জন্য লিখিয়া তৃপ্তি পান নাই—কিসে বাঙ্গালার জন-সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার হয়, কিরূপে বাঙ্গালী পাঠক—যাঁহারা ইংরাজী ...সংস্কৃত জানেন না—তাঁহারা দেশের ও বিদেশের ইতিহাস অবগত হইতে পারেন, সেজন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টার ফলেই "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক বাঙ্গালার সর্ব্বজন-সমাদৃত মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ইহার প্রতি সংখ্যাতেই দেশ-বিদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু না কিছু থাকিত। বাঙ্গালার পাঠক সম্প্রদায় তখনও এত গল্প-উপন্যাসে লোলুপ হন নাই। সেইজন্য সেই গবেষণামূলক রচনাগুলি তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দের

সহিত পাঠ করিতেন। সে যুগে বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে ত্রিবর্ণ-চিত্রিত বুকখোলা নারীমূর্ত্তিরও আমদানী হয় নাই। রাজেন্দ্রলাল তাঁহার পত্রিকায় ছবি দিতেন বটে, কিন্তু সেগুলি প্রায়ই ঐতিহাসিক বিষয়ের। রাজেন্দ্রলালের সুযোগ্য পৌত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম-এ, পি-আর-এস, মহাশয় ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ লইয়া আলোচনা করিয়া একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। •

রাজেন্দ্রলালের পর কায়স্থ ঐতিহাসিকের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। রমেশচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তিনি যেমন সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তেমনি ইংরাজী ইতিহাস, অর্থনীতি, কাব্য, প্রভৃতি নিবিষ্ট-চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী হইতেই ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইল। তাঁহার কৃত অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বা নির্ভুল নহে কিন্তু প্রথম যাঁহারা কোন ক্ষেত্রে কাজ করেন, তাঁহারা চিরদিনই পরবর্ত্তীকালের লেখক ও পাঠকগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হন না ঋগ্বেদের অনুবাদের ফলে দেশ বিদেশের লোকে বৈদিকযুগের সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্র ভাবতের প্রাচীন সভ্যতার উপর যে দুই খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন, আজও তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। রমেশচন্দ্রই বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজীতে উচ্চশ্রেণীর স্কুল-পাঠ্য—ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার সেই সুন্দর ইতিহাসখানি পাঠ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষীয় ছাত্র-বৃন্দ দেশের সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিল।

রমেশচন্দ্র কেবলমাত্র প্রচীনকালের গবেষণা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ব্রিটিশ যুগের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করেন। ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনায় ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হয়েন। দত্তমহাশয়ও মিত্রমহাশয়ের ন্যায় বাঙ্গলা ভাষার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গলাসাহিত্যের পাঠকবৃন্দ যাহাতে ইতিহাসের সার-তথ্যগুলি মনোরম আকারে পাইতে পারেন, তজ্জন্য দত্ত মহাশয় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাসের ভাগই অধিক—ইতিহাস তাহার মধ্যে কম। এমন কি সীতারামের চরিত্রে তিনি অনর্থক কালিমা লেপন

করিয়াছেন, কিন্তু রমেশচন্দ্রের "মহারাষ্ট্রীয় জীবন প্রভাত" "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা" এই দুইখানি গ্রন্থকে ইতিহাসের আসন দিলেও বিশেষ ভুল করা হইবে না। কেননা ঐ দুই গ্রন্থে মহারাষ্ট্র ও রাজপুত সভ্যতার অন্তরের কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। রমেশচন্দ্রের "বঙ্গ-বিজেতা" ও "মাধবী কঙ্কনে" উপন্যাসের অংশ অধিক হইলেও ঐতিহাসিক সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া উহা লিখিত। আজকাল অনেকেই অবগত আছেন যে দত্তমহাশয় একখানি বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস ইংরাজীতে প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য-পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিধানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় ঐ উপাদেয় গ্রন্থের একটী নূতন সংস্করণ প্রণয়নে নিযুক্ত আছেন।

রমেশচন্দ্রের পর বহরমপুর-নিবাসী ডাক্তার রামদাস সেনমহাশয়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। আজকাল রামদাস গ্রন্থাবলী কদাচিৎ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এককালে তিনি সকল প্রকার সুধী-সমাজে আদর লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের সভ্যতা যে কত উচ্চদরের ছিল তাহা ডক্টর সেন তাঁহার "ভারতের যুদ্ধাস্ত্র", "রত্ন পরীক্ষা" প্রভৃতি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রচার করেন। ডক্টর সেনের লাইব্রেরীতে যত পুরাতন প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে তাহা অন্য কোন বাঙ্গালাদেশের লাইব্রেরীতে নাই। আমি প্রায় পনোরদিন ঐ লাইব্রেরীতে থাকিয়াও, সমস্ত গ্রন্থগুলির মলাটের পরিচয়ও লইতে পারি নাই।

জীবিত কায়স্থ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের নাম অধ্যাপক সরকারের পরেই উল্লেখযোগ্য। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক তাঁহার প্রমাণ প্রয়োগকে জাল বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য এককালে বড়ই সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু অধুনা ভারতবর্ষীয় ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে যাঁহার নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হয়, মোগল-সাম্রাজ্যের ও মারাঠাজাতির ইতিহাস বিষয়ে যিনি একমাত্র সর্ব্বজনগণ্য প্রামাণিক ব্যক্তি (Authorities) সেই ঐতিহাসিক-কুল-ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজকীয় ঐতিহাসিক-সভা তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্যের পদ প্রদান করিয়াছেন। ঐ

সভার মাত্র ত্রিশজন বিশিষ্ট সদস্য আছেন—তাহার মধ্যে ভারতীয় দুইজন—অধ্যাপক সরকার ও মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়।

অধ্যাপক সরকার মূল পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া নিজে মুসলমানী পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে বার্লিন, প্যারিস প্রভৃতি স্থানের লাইব্রেরীরও শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অসীম বিদ্যানুরাগ—তাই তিনি বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের শেষদিকের ইতিহাসের উপকরণ যেখানে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি লেখনী ধারণ না করিলে আরঙ্গজেব সম্বন্ধে ও মোগল-রাজ্যশাসন-প্রণালী সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানিতে পারিতাম। শুধু কায়স্থ সমাজের নহে—তিনি সমগ্র ভারতবাসীর গৌরবের পাত্র।

বসুজমহাশয়ের নিকট উল্লিখিত ঐতিহাসিকগণই এখন কুলশাস্ত্রগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য যাতায়াত করিতেছেন। ভগবানের কায়স্থজাতির উপর কি অভিশম্পাত—এমন শক্তিধর পুরুষকে তিনি ব্যাধি কবলিত রাখিয়াছেন! নতুবা তিনি ঐ সকল কুলশাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থন করিয়া বঙ্গবাসীকে আরও কত ঐতিহাসিক অমৃত পরিবেষণ করিতে পারিতেন। এইস্থলে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে একটী কথা আমি বলিতে চাই—এগুলি যে তিন চারিশত বৎসরের মাত্র প্রাচীন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেইজন্য প্রাচীন যুগের ইতিহাস এই সকলে ঠিকভাবে পাওয়া যাইবে না বটে কিন্তু বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস রচনার পক্ষে এগুলি যে বহু মূল্যবান তাহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবমহাশয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" কয়েকখণ্ড প্রকাশ করিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। সেইজন্য সেই বিরাট্ কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়াছে। সকলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন যে তিনি যেন অচিরে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া আবার ঐ ইতিহাস-প্রচারে সমর্থ হয়েন। মিত্র ও দত্তমহাশয়ের মত, যেমন নূতন আবিষ্কারের ফলে এখন অনেক স্থলেই গ্রাহ্য হয় না, বসুজ মহাশয়ের মতও সেইরূপ কয়েকস্থলে এখন তাদৃশ প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু তাহাতে মিত্র ও দত্ত মহাশয়ের ন্যায় তাঁহারও সম্মান কমিয়া যায় নাই। তিনি 'Social History of Kamrupa' বলিয়া যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লাভ করিয়া ইউরোপের সুধিসমাজ

ক্যে তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছেন। সত্যই বসুজ মহাশয় ভারতবর্ষের ক ইতিহাস রচনার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।

তাঁহার যশঃসৌরভ কিন্তু "বিশ্বকোষের" দ্বারাই ব্যাপৃত হইয়াছে। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি "বিশ্বকোষ" সম্পাদনের ভার স্বহস্তে করেন, তখন ঐরূপ গ্রন্থ ক্রয় করিবার উপযুক্ত পাত্র বঙ্গদেশে খুব কমই । আর বসুজ মহাশয়ের অবস্থাও তখন অসচ্ছল ছিল অথচ তিনি ম সাহস সহকারে, দেশহিত-কামনায় ঐ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ি ও বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি "বিশ্বকোষ" প্রচার তে লাগিলেন। "বিশ্বকোষ" প্রধানতঃ একখানি ঐতিহাসিক । ইহাতেই সর্ব্বপ্রথমে দেশ ও বিদেশের ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে লী পাঠকের নিকট উপস্থিত করা হয়। অধুনা বসুজ মহাশয়ের পরিচালনে দী বিশ্বকোষ" বাহির হইতেছে। তাহাতে "জাপান", "জার্ম্মানী" "তুরস্ক" ৃতি শব্দে যেরূপ ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—তাহাতে গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বসুজ মহাশয় কেবলমাত্র বাঙ্গলাদেশে ইতিহাস প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত ন নাই—তিনি ভারতের সর্ব্বত্র যাহাতে ঐতিহাসিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায় জন্য মাত্র ইংরাজীতে নহে—হিন্দীতে গ্রন্থ প্রচার আরম্ভ করিতেছেন, ালীর মধ্যে এরূপ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা আর কেহ কথনও করেন নাই।

বসু মহাশয় আমাদের বাঙ্গালার প্রথম শিল্পলিপিখানি জনসমাজে প্রচার িয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনার ভিত্তি স্থাপন রেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের Bengal Asiatic Societyর পত্রে তাঁহার খ্যাসহ ঐ লিপি "Susunia Rock Inscription of Chandravar-man" নামে বাহির হয়। তাহার পর তিনি উক্ত পত্রে ভারতীয় ইতিহাস লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐতিহাসিক-বর Vincent Smith তাঁহার Early History of India নামক গ্রন্থে মহাশয়ের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত নগেন্দ্রনাথের নাম চিরদিন বিজড়িত কিবে। তিনি ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রথম অবধি সংশ্লিষ্ট। ত্তমানে তিনি ঐ পরিষদের সহকারী-সভাপতি। দ্বাদশবর্ষকালধরিয়া

তিনি 'সাহিত্য-পরিষৎ' পত্রিকার সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছেন। 'পরিষৎ পত্রিকা'র বহু উন্নতি তাঁহার দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। তাঁহার স্বলিখিত প্রবন্ধাবলী 'পরিষৎ পত্রিকার' মূল্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু বঙ্গভাষার বহু প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন; ফলতঃ তাঁহার ন্যায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের জাতির মধ্যে কেন—বাঙ্গালীর মধ্যেই খুব কম আছেন বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হইবে না।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয়ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া আজ দেশে বিদেশে সম্মানিত হইতেছেন। তাঁহার শিল্পকলা ও নৃ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। বঙ্গভাষায় "গৌড়রাজমালা" প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথমে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পরে রাখালবাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বাঙ্গালার ইতিহাসে" লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ঐতিহাসিক নহেন—তবে তাঁহার লেখন ভঙ্গী এতই সুন্দর যে তৎকৃত "শিশুপাঠ ভারতবর্ষের ইতিহাস" সর্ব্বত্র পঠিত ও আদৃত হইয়া থাকে। তজ্জন্য এ প্রবন্ধে তাঁহারও নাম উল্লেখ করিলাম।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐতিহাসিক জ্ঞান লইয়া যক্ষের ধনের মতন আগ্‌লাইয়া আছেন। তিনি কোন গ্রন্থ না লিখিলেও তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর সহিত বাঙ্গলার আপামর সাধারণ পরিচিত।

এই প্রবন্ধে আমি আর একজন কায়স্থ-যুবকের ঐতিহাসিক জ্ঞানবিস্তারের পরিচয় দিয়া এবারের মতন প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বারান্তরে অধুনা বিস্মৃত প্রায় কয়েক জন কায়স্থ ঐতিহাসিক ও কয়েকজন উদীয়মান কায়স্থ ইতিহাস লেখকের পরিচয় প্রদান করিব।

সকলেই শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র বি, এ, মহাশয়ের নাম আজকাল শুনিতে পান। তিনি "আমার দেশ" নামক ছেলেদের ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও "সচিত্র-শিশির" ("Illustrated Sisir") পত্রিকার পরিচালক। কিন্তু তিনি যে ঐতিহাসিক জ্ঞান বিস্তারের জন্য এক

[বিরা]ট-উদ্যম করিয়াছেন, তাহার খোঁজ খুব কম লোকই রাখেন—কারণ দেশ [উচ্ছ্বা]স-প্লাবিত। শিশিরবাবু "পৃথিবীর ইতিহাস", চিত্রে ও গল্পে প্রকাশ [করি]তেছেন। ষাটখণ্ড পুস্তকে পৃথিবীর ইতিহাস শেষ হইবে—তন্মধ্যে [ভা]রতবর্ষের বিষয় ১৫ খানি গ্রন্থ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে ৩৫ খানি [গ্রন্থ] প্রকাশিত হইবে। ইতিমধ্যেই প্রায় পনোর খানি ইতিহাস বাহির [হই]য়াছে। শিশিরবাবু যুগ বুঝিয়া কাজ করিতেছেন। ইতিহাসকে তিনি [গল্পে]র মতন সরল করিয়া প্রচার করিতেছেন—যেমন কুইনিনে চিনি মাখিয়া [...]ছেলেদের খাওয়ান হয় আর কি! তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, লোকে দেশ [বি]দেশের খবর লউক—তাহাদের মনের উদারতা বাড়ুক। তাই গল্প দিয়া [ছবি] দিয়া ইতিহাসকে মধুর করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহার আশা যে দেশের ছেলেরা [ও] তাঁহাদের মা বাপেরা তাহা পড়িয়া জ্ঞান লাভ করুন। এজন্য তিনি যথেষ্ট [অ]র্থ ব্যয় করিতেছেন। রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ন্যায় [সু]ধীজন-পরিচিত, কৃতী লেখকদিগের দ্বারা গ্রন্থ লেখাইতেছেন। উদীয়মান [কা]য়স্থ ঐতিহাসিকগণ ও "পৃথিবীর ইতিহাসের" দুই এক খণ্ড করিয়া লিখিবার [ভা]র লইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা যাহাতে সফল হয়, সে বিষয়ে কায়স্থ [স]ম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ [বা]ঙ্গালা দেশে ঐতিহাসিক জ্ঞান-প্রচারে কায়স্থ জাতিই অগ্রণী হইয়াছেন।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

দশভূজা-মায়ের পূজা

স্মরণাতীত কাল হইতে এই শরৎকালে এই বঙ্গদেশে অসুর-বিমর্দ্দিনী [না]না প্রহরণ-ধারিণী দশভূজার মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তি গড়িয়া নানা সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত [ক]রিয়া ভক্তগণ মহাশক্তির পূজা করিয়া আসিতেছেন। পূজার দিবসত্রয় [আ]নন্দ-তরঙ্গে দেশবাসী ভাসিয়া যায়—চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ আহার্য্যে [তৃ]প্তি পায়—নববস্ত্র পরিধানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উল্লসিত হয়—অন্তরের [শ]োক-দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া আর্ত্তজনও হাসে। মনে হয় মহামায়া মায়া বিস্তার [ক]রতঃ অদ্ভুত লীলা দেখাইতেছেন। মহাশক্তির আরাধনার উদ্দেশ্য—শক্তি

লাভ। দৈবী-শক্তি লাভ করিয়া পশু-শক্তিকে দলিত করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য—আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করা পূজার আশু-ফল হইলেও মুখ্য ফল নহে। অর্চ্চনার বলে শক্তিলাভ করিয়া অসুর দলন করিতে না পারিলে আনন্দ উপভোগের অধিকার জন্মে না। সুতরাং বলিতে হয়, আমাদের পূজা মায়ের প্রকৃত পূজা নহে—পূজার ভাণ মাত্র। ইহাতে আমরা আনন্দই চাই, শক্তি চাই না। বুঝিবা আমরা শক্তিপূজার অধিকারীও নহে। যে জাতি দারিদ্র্যে-প্রপীড়িত, অবিদ্যায়-বিড়ম্বিত, অনৈক্যে-লাঞ্ছিত, প্রকৃত-শক্তি-বর্জ্জিত, সে জাতি কখনও মহাশক্তির পূজার যোগ্য হইতে পারে না—মহা-শক্তির পূজা করিয়া অসুর-বিজয়িণী শক্তি লাভ করিতে পারেনা। উদ্দেশ্য ভুলিয়া অনন্তকাল পূজা করিতে পার—আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইতে পার কিন্তু পূজার প্রকৃত ফল লাভ করিতে পারিবে না। তুমি যে শক্তিহীন দুর্ব্বল, সেই শক্তিহীন দুর্ব্বলই থাকিবে। পশুবলের পদতলে নিপীড়িত ঘৃণ্য-জীবন যাপন করিতেই হইবে।

চিন্তা করিতে শেখ—আরাধ্যা দশভূজার মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখ, তোমার ভ্রম অপসারিত হইবে।

চাহিয়া দেখ, মায়ের সঙ্গে কে কে আছেন। তাঁহাদের অর্চ্চনায় সিদ্ধ-কাম না হইলে মহাশক্তির পূজা হয় না। ধনাধিষ্ঠাত্রী-দেবী লক্ষ্মী, বিদ্যা-রূপিণী সরস্বতী, দৈবীশক্তির নায়ক দেব-সেনাপতি, স্কন্দ-গণনায়ক সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক গণেশ ইঁহাদের পূজায় যদি কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পার, তবেই মহাশক্তি দশভূজার পূজা করিতে যোগ্য হইতে পারিবে—সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইবে। অসুর-বিমর্দ্দিনী-শক্তি লাভ করিতে পারিবে। লক্ষ্মী-সরস্বতী-গুহ-গণপতি এই চতুর্ব্যূহ ভেদ করিলে শক্তি-মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মিবে—অবহিত হও। অর্থাৎ সমৃদ্ধিশালী না হইতে পারিলে, অবিদ্যা বিদূরিত না হইলে, দৈববলে প্রভাবান্বিত হইতে সক্ষমতা না জন্মিলে, মহাশক্তির পূজা হয় না—মহাশক্তি লাভ হয় না—পশুশক্তি পদতলে দলন করা যায় না।

দেখ ভাই, মহাশক্তির পদতলে পশুশক্তির নায়ক পশুরাজ ও মহিষাসুর অবস্থান করিতেছে। যে পশুরাজ বিক্রমে সর্ব্ব জন্তুর ভয়ের কারণ, সারমেয়ের ন্যায় মহাশক্তির চরণ-তলে সে ক্রীতদাসের ন্যায় আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে।

[দে]বগণ ত্রাস মহিষাসুর, দর্পের আদর্শ, পুঞ্জীকৃত পাপ-মূর্ত্তি মহিষাসুর মহাশক্তির [পদ]তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মহাশক্তির জাগরণের জন্য প্রকৃত পূজার প্রণালী অবলম্বন করিয়া শাক্ত [হ]ও। শক্তি লাভ করিয়া দেশ ও জাতিকে ধন্য কর। ক্ষত্রিয়-রাজ সুরত [ও] অবতারকুলচূড়া শ্রীরামচন্দ্র শক্তি-পূজা করিয়া বাস্তব পক্ষে শক্তি লাভ [ক]রিয়াছিলেন—একজন হৃত-রাজ্য, অপরে হৃত-ভার্য্যার উদ্ধার সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেবী শক্তির নিকট পশুশক্তি পরাজিত। ভাই বাঙ্গালী, তুমি শক্তি পূজায়, শারদীয়া দশভূজার পূজায় কি অভীষ্ট লাভ করিতেছ? প্রতি বর্ষে শরৎকালে তুমি প্রতিমা গড়িতেছ, পূজা করিতেছ, আনন্দ-তরঙ্গে [ভা]সিতেছ। তারপর সব নীরবতায় ভাসিতেছে। কোথায়বা শক্তি, কোথায় বা সিদ্ধি-লাভ, কোথায় বা অসুর-দলন, কোথায় বা আত্ম-শক্তির উদ্বোধন! দুর্ব্বল তুমি, শক্তি হীন তুমি, পূজা-পদ্ধতির অপব্যবহার করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ? দিনে দিনে পলে পলে মরিতেছ! মহাশক্তির প্রকৃত পূজার আয়োজন কর, মহা-শক্তিধর হইয়া অসুর নির্জ্জিত করিয়া স্বর্গ-সুখ-ভোগের অধিকারী হও,—তোমার শক্তি-পূজা সার্থক হইবে, তখনই তুমি মহাশক্তির পূজক—মহাশাক্ত নামে গণ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করিবে। যে শাক্ত নহে, সে মহাশক্তির উপাসনার অধিকারী নহে। অশাক্তের পূজা শক্তি-রূপিণী মা, গ্রহণ করেন না—ইহা মনে রাখিও।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

ভূপেন্দ্র-শ্রদ্ধাঞ্জলি

রূপে-গুণে-কুলে-শীলে-ধনে-মানে সিক্ত,
সৌজন্য-বিনয়ে মাখা তোমার সমান,
যুগ-যুগান্তরে আসি' ধরা করে দীপ্ত,
অবনীর অলঙ্কার মনীষি-প্রধান !
স্বদেশের, স্বজাতির শিরোন্নত করি,'
শত্রু-মিত্রে সমভাবে হৃদয়ে ধরিয়া,
কয়জন যায় গৌরব-মুকুট পরি,'
যার তরে পায় ব্যথা দেশবাসী-হিয়া !
ধীর, শান্ত সৌম্য-মূর্ত্তি প্রতিভা-মণ্ডিত,
পূত-চেতা, পুণ্যব্রত, পবিত্র, নির্ম্মল,
পুণ্য-তেজে বরবপু করি' উদ্ভাসিত,
রেখে গেলে পুণ্যাদর্শ কীর্ত্তি-সমুজ্জ্বল,
বসু-বংশ-বসু-সম হে ভূপেন্দ্রনাথ !
সর্ব্বজন-প্রিয় বীর, লহ প্রণিপাত।

মহালয়া, ১৩৩১ — শ্রদ্ধাবনত—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীশ্রী৺ চিত্রগুপ্ত পূজা

আগামী ১২ই কার্ত্তিক, বুধবার শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের পূজা ও মহোৎসব হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও যাহাতে আমাদের এই জাতীয় উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। আশা করি—সভার হিতৈষী স্বজাতিমাত্রেই এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া এবং এই মহোৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ কিছু কিছু সাহায্য পাঠাইয়া উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা, — শ্রীকিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা
১, লক্ষ্মী দত্ত লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। — শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক

কায়স্থ-পত্রিকা

২৩ বর্ষ } অগ্রহায়ণ—১৩৩১ { ৮ম সংখ্যা

ভৃগুনন্দী ও বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সমাজ গঠন সময়ে কুলবিচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। সেই সময়েই বংশ-[illegible]দ্ধতিকারক স্থিরতর হইয়াছিল। যদুনন্দনের ঢাকুরে নরদাসকেই পদ্ধতি-[illegible]কারক লিখিত হইয়াছে :—

"যখন কুলজি সৃষ্টি হইতে লাগিল।
পদ্ধতি বিচারে শ্রেষ্ঠ দাস ঘর হইল॥"

অন্যান্য কয়েকটা ঘরের পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত হয় নাই। [illegible]বিষয়ে অনুমান-সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে [illegible]র্ণের পুত্র নাগ নাথ ও দাসের ন্যায় অপরেরও মূল পাওয়া যায়। এস্থলে [illegible]ল্লেখ না হওয়ার অবশ্যই কারণ আছে।

বল্লালসেন বাহাত্তরে ঘর হইতে কয়েকজনকে মহাপাত্র আখ্যা দিয়া সম্মানিত [illegible]রেন, বঙ্গীয় সমাজেও ঐরূপ ঘটনা দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চসমাজ-বহির্ভূত [illegible]এক ঘর ডেঙ্গর নামে কথিত হয়। কুলীন ও মধ্যল্যেরা ঘোষ ঠাকুর প্রভৃতি [illegible] অন্য কায়স্থ-কর্ত্তৃক কথিত হয়েন। ঐরূপ নিম্ন কায়স্থকে লক্ষ্য করিয়াই [illegible]নন্দন বলেন :—

"কায়স্থ হইতে শূদ্র নীচ ভাবে গেলা।
নীচ কর্ম্মে নীচরীতি নীচে রত হইলা॥
এমতে কায়স্থ শূদ্র হইল দুই নাম।
নীতি রীতি সর্ব্ববেদ কায়স্থ প্রধান॥"

তৎপরের বর্ণনা—

"অক্ষম অকৃত বস্তু নীচ ঘর যত।
ধনহীন গুণহীন নীচ কর্ম্ম রত ॥
নীলা নন্দি-কাড়ি যার বাদা [?] ঘাড়ে ছিল।
কায়স্থ সমাজ মধ্যে মিশিতে লাগিল ॥
তা সবায় বাড়াইতে রাজার হইল মন।
প্রধান কায়স্থ সনে ঘটায় করণ ॥"

বারেন্দ্র সমাজে সিদ্ধ সাধ্য মধ্যে শর্ম্মা সহ ৮ঘর ও সেন ঘোষ মিত্রাদি ৮ ঘর ও ধর করাদি ৩২ ঘর মোট ৪৮ ঘর কায়স্থের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে ঐ ঘর সকলের বিশ্লেষণ করিলে সিদ্ধ উপাধিক দাস, নন্দী ও চাকী এই তিন ঘর সিদ্ধ ; নাগ, সিংহ, দেব, দত্ত এই ৪ঘর সাধ্য এবং শর্ম্মা ঘর দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে শর্ম্মাঘরের অর্দ্ধ কুল মানিয়া লইলেও তাহার সংখ্যা সমাজে অতি অল্পই দৃষ্ট হইবে।

আদান প্রদানের যে ভাব যদুনন্দন বর্ণনা করেন ও সমাজে যে ভাব অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহা এইরূপ—

"এ কারণ ভাবক্রিয়া যেরূপে চলিত।
লিখিনু তাহার সার সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ ॥
সপ্তঘরের আদি মূল করণ তারতম।
ইহাতে বুঝিয়া পূর্ব্ব-ভাবের গঠন ॥
তাৎপর্য্য লইয়া বিচার করিবা।
দান গ্রহণ বলে কুল উত্তম জানিবা ॥
যদি থাকে আদি মূল ভাবে ভাল হয়।
দানগ্রহণে দিয়া কুল কুলজিতে কয় ॥
সিদ্ধভাবে উত্তমেতে যাহার করণ।
হস্তি দন্তে রত্ন যেন রসানে মার্জ্জন ॥
সিদ্ধতে সিদ্ধতে তুল্য প্রধান করণ।
জম্বুনদ হেম যৈছে উজল বরণ ॥
সিদ্ধ যদি প্রধান নাগে কার্য্য করে।
গজদন্তে রত্নহার যেমন প্রকারে ॥
নিরাবিল প্রধান সিংহে যদি কার্য্য হয়।
তথাপি উত্তম ভাব জানিহ নিশ্চয় ॥

* * * *

দেব দত্ত ঘরে যদি ক্রমে কার্য্য হয়।
চন্দ্র যেন মেঘে ঢাকে রাখবে নিশ্চয় ॥
এইত কহিল ভাব কুলজ করণে।
অমূলজে কুলনাশ জানে সর্ব্বজনে ॥
সিদ্ধ বিনে কার্য্য ক্রটী অতীব প্রধান।
ক্ষত বিগ্রহের প্রায় না থাকে সম্মান ॥
সিদ্ধের প্রধান ক্রটী বড় সর্ব্বনাশ।
সাধ্য ঘরে হয় তার মর্যাদার হ্রাস ॥
দৈবে যদি সিদ্ধ ঘরে এক ক্রটী হয়।
তাহার সে দোষ কভু গ্রাহ্যযোগ্য নয় ॥"

কুলের ভাব প্রকাশের ঐরূপ কবিতা পাঠে উপলব্ধি হয় সপ্তঘরের মধ্যে যে করণ অর্থাৎ কন্যা পুত্রের যে আদান করা যায় তাহা মূলজ করণ। উহার মধ্যে উভয় সিদ্ধ ঘরে আদান প্রদান কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয়। সিদ্ধ ঘর যদি নাগ ঘরের সহিত কার্য্য করে তাহাও প্রশংসা-যোগ্য। নিরাবিল প্রধান অর্থাৎ যাঁনি সমাজের সিদ্ধঘরের সহিত আদান প্রদান নিবন্ধ, তাহার সহিত আদান প্রদান কার্য্য নিন্দনীয় নহে। কিন্তু দেব ও দত্ত ঘরে ক্রমে আদান প্রদান কার্য্য হইলে তাহাতে কুল মলিন বা মেঘাবৃত হয়। আর অমূলজে কুল নষ্ট হইয়াই যায়। আর দৈবে যদি সিদ্ধঘরে একটি ক্রটী হয় তাহার সেই ক্রটী ধর্ত্তব্য নহে।

যে আটঘর সিদ্ধঘরে আদান প্রদান দ্বারা "কুলাচার" বিশেষণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সিদ্ধঘর তাহাতে মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন। একটী ক্রটী সিদ্ধঘরে হইলে তাহা দোষাবহ নহে। যেমন ভজের দৌহিত্রগণ মৌলিক হইলেন, কিন্তু মৌলিকের পুত্রগণ মাতামহকুল লাভ করিয়া সিদ্ধত্ব রক্ষা করিলেন। ভজের কুলকার্য্য একটীর বর্ণনা যেমন আছে, অন্যঘর সম্বন্ধে কোন দৃষ্টান্ত নাই। অর্থের প্রলোভনে পড়িয়া সপ্তঘরের মধ্যে আদান প্রদান না করিয়া যদি ৪০ ঘরের মধ্যে আদান প্রদান করেন, তাহা হইলেই কুল নষ্ট হয়। যে সকল সাধ্য ঘরের সিদ্ধ ঘরের সহিত আদান প্রদান নাই তাঁহাদের মূলজ ভাব নষ্ট হইয়া গণ্য।

কতকগুলি সিদ্ধঘর সমাজ বদ্ধভাবে আদান প্রদান না করিয়া নিরাবিল ভাব নষ্ট করিয়াছেন। সমাজে তাঁহারা নিন্দিত আছেন। ইহার দৃষ্টান্ত সমাজ

বিশ্লেষণ করিলে যথেষ্টই পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চন্দ উপাধিকারী একঘর কায়স্থের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। চন্দের বংশের জনৈক খামরার নন্দী ও বাকীর দাস বংশে কন্যাদান করিয়া স্বগ্রামে স্থাপন করেন। ঐ নন্দী ও দাসের সংশ্রবে চন্দ ঘর ক্রমে সম্মানিত হইতেছেন বটে, কিন্তু ঐ নন্দী ও দাসের আঘাত দূর হয় নাই। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন কারণে অন্য শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে কোন কোন ঘর বারেন্দ্রে পরিগণিত হইয়াছেন। কেহ বজানের ঘোষ বলিলেও তিনি বারেন্দ্রের সপ্তঘরের পর গণ্য হইয়া থাকেন। সমাজ-বদ্ধ ঘর অন্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা প্রবেশ করেন তাঁহারা কোনরূপ দায়ে ঠেকিয়া করেন। সমন্বয় করিয়া সমাজ গ্রহণ না করিলে ঐরূপ প্রবেশে মর্য্যাদার হানি হইয়া থাকে। এই নিয়ম শ্রেণী চতুষ্টয় মধ্যে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। সমন্বয় দ্বারাও নূতন ঘর তাঁহার পূর্ব্ব সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে পারিতেন না।

যে চল্লিশ ঘর কায়স্থের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এক্ষণে তাঁহাদিগের সংখ্যা নিরূপণ করিতে গেলে উহাদের কয়েক ঘর হয়ত পাওয়া যাইবে না। তাঁহারা অন্য সমাজে মিশিয়াছেন বা নির্ব্বংশ হইয়াছেন মনে করিলেও বারেন্দ্র-সমাজেই কোন কোন ঘর প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন জানা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বত্রিশ ঘরের ভজ ও নাথ ঘর বগুড়া জেলার কোন স্থানে দেব নামে পরিচয় দিয়া ক্রমাগত সিদ্ধ ঘরে আদান প্রদান করতঃ সাধ্য দেবঘর বলিয়াই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছেন। তবে নামান্তরে মূলের অপবাদ যায় না। সিদ্ধ প্রধান-ঘরগুলি মূলে অপবাদ থাকা বা নামান্তর হওয়ায় কোন ঘরের সহিত আদান প্রদানের পক্ষপাতী নহেন।

নরদাস ঠাকুরের বর্ণনায় উল্লেখ আছে—

"কি কর কুলের ব্যাখ্যা না যায় বর্ণন।
এ যাবত নন্দী চাকির দান গ্রহণ॥
যখন কুলজী সৃষ্টি হইতে লাগিল।
পদ্ধতি বিচারে শ্রেষ্ঠ দাস ঘর হইল॥"

উভয় সিদ্ধ ঘরে আদান প্রদান বা দান গ্রহণ (কন্যাদান করা ও পুত্রের জন্য কন্যা গ্রহণ) থাকায় তাঁহার কুলের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণ বারেন্দ্র কায়স্থের ঘর সংখ্যা নির্ণয় করিলে কতঘর কায়স্থ কোন্ সমাজ হইতে কি ভাবে বারেন্দ্রে প্রবেশ করিয়াছেন ও কিরূপে কুলমর্য্যাদাশালী হইয়াছেন তাহার নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু একার্য্য অর্থব্যয় ও শ্রম সাধ্য।

অন্য সমাজের শুদ্ধ বংশজগণ বারেন্দ্র সমাজে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিলে, তাহা কেহই শুনিবেন না। তাঁহাদের কুলজী বর্ত্তমান সমাজের বিচার্য্য বটে ; হইতে পারেন তিনি শুদ্ধ, কিন্তু বারেন্দ্র সমাজের কষ্টি পাথরে তাঁহার ছাপ অশুদ্ধ হইতেছে। এই জন্যই ব্রাহ্মণ সমাজে বহু মেল ও বহু পঠীর বিভিন্নতা দর্শিত হইয়াছে। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে কষ্টিপাথরে ছাপা নিরাবিল ভাবাপন্ন একদল আছেন। তাঁহারাই আদান প্রদান দ্বারা সমাজপতি না থাকিলেও কুলমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নশীল আছেন। ব্রাহ্মণদিগের মেল ও পঠীর ন্যায় এ সমাজে বিভিন্ন মেল বা পঠীর সৃষ্টি হয় নাই। ৪০ ঘরের কায়স্থের যিনি যে জেলায় বাস করেন সেই জেলায় বা নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেকেই আদান প্রদান করেন ; সুবিধা ও প্রয়োজন হইলে তাহা ভঙ্গও করিতে পারেন, সুতরাং তাহাতে মেল বা পঠি বন্ধের গুরুভাব ও বৈচিত্র নাই। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে নিরাবিল ভাবাপন্ন যে সকল ঘর সমাজ বন্ধন ভাবে আদান প্রদানে নিরত আছেন তাঁহারাই সমাজের কর্ণধার হইতেছেন।

আর একটী কথা। পূর্ব্বে দেব বংশীয় চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধে দেব, দত্ত, নাগ, সিংহের নাম প্রথমোল্লেখ থাকার বিষয় কথিত হইয়াছে। এই দেব, দত্ত, নাগ, সিংহ প্রমুখ কায়স্থগণের কোন সমাজ বা তদনুসারে মর্য্যাদা বিভাগ হওয়ার কোন গ্রন্থ বা নিদর্শন আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। বিবাহ-বাসরে কুলের খোঁটা, কুলাচার ও কৌলীন্যে বংশ-মর্য্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের কথা লইয়া ঐরূপ ঘরের মধ্যে কলহ হইয়া থাকে। তাহার মীমাংসার জন্য আমরাও সময় সময় আহূত হইয়াছি। উভয় পক্ষ পরস্পর ঈর্ষায় এতই আত্মহারা যে প্রকৃত কথা কেহই শুনিতে ইচ্ছুক নহেন। বিবাহসভায় হৈ চৈ না কন্যা পক্ষের ত্রুটি ধরিয়া নির্য্যাতন করিতে পারিলেই বিচার হইল। তারপর সব চুপচাপ !

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঐ ৪০ ঘরের বীজপুরুষগণের কাহার নাম উল্লেখ, ধারা, প্রকরণ ও সমাজ স্থানের উল্লেখ হয় নাই। এক্ষণে কেহ বল্লালসেনের দায়াদ, কেহ লাউসেনের দায়াদ ও নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন লেখক কুণ্ড ও ধর প্রভৃতির দায়াদ বলিলে উপায় কি ?

বাণেশ্বর দেবের একখানি গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি বটে ; কিন্তু ঐ গ্রন্থের কবিতা ২।১টি অন্যেও আবৃত্তি করিতেন। কাদিরপাড়ানিবাসী ৺ব্রজনাথ মুন্সী মহাশয় ২৫।৩০ বর্ষ পূর্ব্বে আমাকে বাণেশ্বরের গ্রন্থের আকারের হাতে লেখা এক পাতা দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে নরদাস ঠাকুর সম্বন্ধে বাণেশ্বর দেব যে একটি

কবিতা সংস্কৃতে লিখিয়াছেন তাহা ছিল। গ্রন্থ রৌদ্রে দেওয়ার পর সমস্ত পাতা গুলি না পাইয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। বাণেশ্বর দেব দাস বংশ বর্ণনের প্রথমেই লেখেন,

"আদৌ দাসস্য বর্ণনং ॥

দাসান্বয়ে ধীঃ নরদাস নামা যো ধর্ম্মশীলঃ গুস্বাতীয় [?] ধামা।

ভাগীরথী-পাদ-সরোজ-পূজা প্রাসাদতঃ স্পর্শশীলামবাপ ॥"

এই স্পর্শশিলা হইতেই যদুনন্দনের উক্তি—

"প্রথমে দাসের আদি কর অবধান ॥

কাশীশ্বর দাসের জ্ঞাতি নরদাস নাম ॥

সৎকুলে জনম তার শ্রেষ্ঠ কুলক্রিয়া।

উত্তম হইল ভাব সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া ॥

লক্ষ্মীযুক্ত মুক্ত হস্তে ছিল বহুধন।

তাঁহার কুলকর্ম্ম অসংখ্য বর্ণন ॥" ইত্যাদি

এই স্পর্শশিলা নরদাসঠাকুর লাভ করায় তাঁহার বংশধরগণের পরশ-পাথরের দাস নাম হওয়া সঙ্গত ছিল। কিন্তু ঐ বংশের গৌড়ের রায় রাঞা বাণী-কান্ত রায় (১) স্পর্শমণি লাভ করায় পরিণামে তাঁহার বংশই পরশপাথরের দাস বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। নরদাস ঠাকুরের এবম্প্রকার ধনৈশ্বর্য্যের পরিচয় স্বত্তেও যিনি তাঁহাকে ধনহীন গৃহহীন ইত্যাদি বৃথা বাক্য বলিতে চান, বলুন। সত্য চিরকাল সত্য আছে ও থাকিবে।

কেহ কেহ প্রাচীন বারেন্দ্র সমাজের ধূয়া ধরিয়া সপ্তঘরী সমাজকে নব্য বলিতে

(১) কায়স্থ-পত্রিকা ৩ বর্ষ ১৩১১ সাল ১০৯ পৃষ্ঠা রায় রাঞা বাণীকান্ত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছিলাম নরদাস ঠাকুর হইতে পরশ-পাথরের শাখার ২৪শ পুরুষ হইতেছে। ঐ বংশীয় তরণীচরণ রায় মহাশয়ের প্রদত্ত ও নরদাসের অন্যান্য বংশের কুর্চীনামা অবলম্বন করা হয়।

৺প্রসন্ননাথ রায় মহাশয়ের "নব্য ঢাকুরে" নরদাস বংশের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে,—

"সৌভাগ্যশালী নরদাসনামা, ভাগীরথীপাদ সরোজ সেবী।

যস্তান্বয়ে স্পর্শশীলা শ্রুতোঽভূৎ, তদীয় বংশ চরিত্তাবলীয়ম্ ॥"

প্রসন্ন বাবু কোন্ গ্রন্থ হইতে ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন লেখেন নাই। প্রাচীনগণের অনেকেই ঐরূপ সংস্কৃত বচন ও বাঙ্গলা পয়ার কথা প্রসঙ্গে বংশ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে বলিতেন উহা কোন কোন ঢাকুরের বচন হইবে বলিয়া মনে হয়। যথা :—"সাধুখালীর লক্ষ্মীনারায়ণ। অন্নদান করে সদা ধর্ম্মপরায়ণ ॥" ইত্যাদি ॥

ন। এই প্রাচীন সমাজের "অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব" কোথায়? কায়স্থ পত্রিকায় কেবিংশ বর্ষকাল আলোচনার মধ্যে প্রাচীন সমাজের সরস্বতীর বরপুত্রগণ কেহই কীয় সমাজের কথা বলেন নাই। বল্লালের পূর্ব্বে একটা প্রাচীন বারেন্দ্র মাজ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই প্রাচীন সমাজ বাছনী করিয়াই প্তঘরী সমাজ গঠন হইয়াছে। সেই সমাজে শর্ম্মা অর্দ্ধঘর ও কোন নন্দীর ংজ্ঞা ও গোত্রে পরিচিত। সমাজ গঠনের পর তাঁহার আগমন। তারপর ৪০ রের পরিচয় হইতেছে। এই ৪০ ঘরই প্রাচীন বটে।

বাণেশ্বর দেবের গ্রন্থে চল্লিশঘর কায়স্থের নামকরণ হইয়াছে; তাঁহাদিগকে দ্ধ ঘর মধ্যে গণ্য করা অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদুনন্দনের লিখিত—

"পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সন্মান।

প্রাণপণে কুলকার্য্য করিয়া প্রদান ॥"

পয়ারের মধ্যে সে সব কথা কেন? পঞ্চঘর ও সপ্তদশ ঘরের বিষয় পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

সেন মহাশয় "কায়স্থ সমাজ পত্রিকায়" বারেন্দ্র কায়স্থ প্রবন্ধে যে সকল "মনগড়া" কথা লেখেন তাহার প্রতিবাদ সংক্ষেপে করিয়াছিলাম এবং "কায়স্থ সমাজ" পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয়। আমাদিগের এই প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে সেন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া ১৩২৯ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণচরণ বাবু জমিদারের আমলা। মূল প্রবন্ধ-লেখক একজন উকিল।" তিনি উকিল বলিয়া স্পর্দ্ধা ও জমিদারের আমলা বলিয়া এই লেখককে হেয়জ্ঞান করিয়া থাকিবেন। সেন মহাশয় অনেক কথার অবতারণা করিয়া কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষার যোগ্য নহে। তবে এই প্রবন্ধে ভৃগুনন্দীর গঠিত সমাজ, বারেন্দ্র সমাজ ও সমাজের রীতিনীতি জনশ্রুতি এবং যদু-নন্দন ও বাণেশ্বর দেব কৃত ঢাকুর আদর্শ করিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

সে যাহা হউক সেন মহাশয় আমার কৃত প্রতিবাদে অসন্তুষ্ট হইয়া, পুনরায় "মনগড়া" সিদ্ধান্তের মধ্যে উপনীত হইতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"আমরা বঙ্গজ ঘটক কারিকা অলোচনা করিয়া আরও দেখাইয়াছি যে (১)

সেন (২) নাথ (৩) কর (৪) দাস (৫) পালিত (৬) চন্দ্র (৭) পাল (৮) রাহা (৯) ভড় (১০) ধর (১১) কুণ্ড (১২) সোম (১৩) রক্ষিত (১৪) অঙ্কুর (১৫) বিষ্ণু (১৬) আর্য্য (১৭) নন্দন—এই সপ্তদশ ঘরই যত্নন্দনের কথিত সম্মান প্রাপ্ত সপ্তদশঘর। এতদ্ব্যতীত ঘোষ বসু গুহ মিত্র দত্ত এই পঞ্চঘর কায়স্থই যে যত্নন্দন বর্ণিত আদিশূর রাজার যজ্ঞে আগত পঞ্চ কায়স্থ তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ ঘর ও পঞ্চঘর ও নাগ, দাস, নন্দী, সিংহ ও দেব মোট ২৭ ঘর কায়স্থ কুলমর্য্যাদা স্থাপন কালে বল্লাল কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিলেন তাহা বঙ্গজ কারিকায় স্পষ্টই উল্লেখ আছে। * * * যত্নন্দন পূর্ব্বোক্ত ৭২ ঘর ১৭ ঘর ও ৫ ঘর কায়স্থের উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইত্যাদি”

ঐ সপ্তদশ ঘর যত্নন্দনের কথিত সম্মানপ্রাপ্ত সপ্তদশ ঘর ও পঞ্চঘর আদিশূর রাজার পঞ্চঘর, এ সিদ্ধান্ত কিরূপে সূচিত হইতে পারে? যত্নন্দন কোন ঘরেরই নাম বলেন নাই। তিনি গ্রন্থের সূচনায় পঞ্চকায়স্থের আগমন ব্যপদেশে কাশীদাসের ঢাকুরের রচনা দেখিয়া লিখিয়াছেন—

“যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা॥
তাহাতে কুলজি সৃষ্টি কৈলা দাসবর।
বল্লাল মর্য্যাদা পরে হইল বহুতর॥”

ইহার পর যত্নন্দন ৭২ঘর উল্লেখ করেন; তন্মধ্যে কয়েক ঘর কায়স্থকে বল্লালসেন মর্য্যাদা দান করেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বল্লালসেনের প্রতিদ্বন্দ্বি-ভাবে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ নূতন গঠন করিয়া আবায় সেই সকল পরিত্যজ্য ঘরের সংখ্যা নিরূপণাদি কার্য্য যত্নন্দনের গ্রন্থের প্রতিপ্রাদ্য বিষয় ছিল না। সুতরাং সেন মহাশয় বঙ্গজ কারিকা দৃষ্টে স্বকপোল-কল্পিত যে সকল ঘরের উল্লেখ করিয়াছেন, পঞ্চঘর ও সপ্তদশঘর দ্বারা যত্নন্দনের অভিপ্রেত ঘরগুলি বুঝায়না। এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গ্রন্থের শেষে কুলবিচারের পর ঐ পঞ্চঘর ও সপ্তদশঘর উল্লেখ থাকায় বাণেশ্বরের “বারেন্দ্র সমাজে যত বৈসে।” তাহার মধ্যস্থ ঘরই হইতেছে। সুতরাং সেন মহাশয়ের কথিত ঐ সকল ঘর যত্নন্দনেয় কথিত সম্মানপ্রাপ্ত ঘর নহে।

উক্ত চল্লিশ ঘর কায়স্থের বিবরণ যত্নন্দনের গ্রন্থে সম্পূর্ণ উল্লিখিত নাই। প্রবাদযুক্ত নিত্যানন্দ বংশীয় কায়স্থগণ “অকায়স্থ” নহেন। বল্লালসেনের সময়ের

হীনাচারী কায়স্থ মাত্র। তদ্বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। “তা সবায় বাড়াইতে রাজার হইল মন” ইত্যাদির পরে,—

“চল্লিশ ঘর ভাবান্তরে হইল স্বতন্তর।
ইহার বিস্তার লেখে আদি কুলজীতে॥
এই বাহাত্তর ঘর সমাজিত।
বারেন্দ্র শ্রেণীতে কিন্তু হইলা উপনীত॥”

এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে ৪০ ঘরকে কায়স্থ ও “উপনীত” শব্দ থাকায় “বারেন্দ্রের সমাজে যত বৈসে” স্বীকার করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ সকল ঘর বারেন্দ্রে আছেন এবং তাঁহারা সপ্তঘরের সহিত কেহ কেহ আদান-প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। ৪০ ঘর ধনৈশ্বর্য্যশালী হইলে ঐ সপ্তঘর বিশিষ্ট ঘরে বিশেষতঃ সিদ্ধ ঘরে আদান প্রদান প্রয়াসী হইতেন এবং এখনও হইতেছেন। কুলের প্রলোভন কেহই পরে ত্যাগ করিতে পারেন না।

কাশীদাস “আদি কুলজী” রচয়িতা। ৪০ ঘরের বিস্তারিত বিবরণ তাহাতে ছিল। তাহা পাইলে অন্ধকার দূর হইত। যাহা হউক বাণেশ্বরদেব কৃত গ্রন্থে নামকরণ থাকায় বুঝিবার ক্রটী হইবে না। বৈষ্ণব গ্রন্থে “ঘোষ” শব্দ দেখিলেই “নন্দ ঘোষের” কথাই মনে হইতে পারে, কিন্তু সমাজ-গ্রন্থে তদ্রূপ মনে করা সঙ্গত নহে। বাণেশ্বর “ঘোষ, মিত্র, বসু” লেখায় তাঁহারা আদি-শূরানীত পঞ্চ বংশের অন্যতম ঘর ইহা মনে করা যায় না। অনুমান দ্বারা ঘোষ, মিত্র, বসু পঞ্চ ঘরের ভঙ্গঘর হইলেও তাঁহাদের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদতিরিক্ত উর্দ্ধে স্থাপন করা যাইতে পারে না।

বারেন্দ্র সমাজের কথা সিদ্ধ-সাধ্য-ঘরের স্ত্রী-পুরুষ প্রায় সকলেই জানিতেন। তাঁহাদের বাল্যশিক্ষা অন্যরূপ ছিল। এখন প্রত্যেক কথার খুটীনাটী ধরিয়া যত্নন্দনকে বিব্রত করা হইতেছে, পূর্ব্বে তাহার প্রয়োজন ছিল না। কুলকার্য্যের হীনতা নিবন্ধন যাহারা “কণ্ঠসূত্র”* আখ্যা লাভ করেন, তাঁহাদিগকে বাহাত্তরের পূর্ব্ব-বর্ণিত সংস্কার মধ্যে নির্দ্দেশ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যত্নন্দনের গ্রন্থখানি আমূল পাঠ করিলে ও সামাজিক বিষয়ের কিছু জ্ঞান থাকিলে সমস্ত কথাই সহজবোধ্য হইবে। দাস বংশের বিবরণে কুল-কার্য্যের হীনতা নিবন্ধন—

* ব্রাহ্মণ সমাজে কষ্টশ্রোত্রিয়ের ন্যায় বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে ‘কণ্ঠসূত্র” কল্পিত হইয়া থাকিবে।

"একারণ নির্নাম, হইল বগুরা দাম,
অমূলজ ভাবেতে জানায়।"

লিখিত হইয়াছে। এতই নীচ ঘরে সম্বন্ধ হইয়াছিল যে শ্রেষ্ঠ মূলজ বংশের সন্তানগণকে "অমূলজ" কথা লিখিয়া নিরাবিল ভাব হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছে। দাস আখ্যা যুক্ত নরদাস বংশীয় ব্যক্তিকে ঐ ভাবে সমাজ হইতে বহিস্কৃত করা ভাল কি মন্দ বিচার না করিয়া মূল বিষয় উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য। যদুনন্দন দাস শব্দে নরদাস ঠাকুরের বংশের তুল্য যাহারা নহেন, তাহার কয়েক ঘর সমাজে থাকায় তাহারাও আলোচনা একত্র করিয়াছেন। হরিপুর, নাগড়া, গুধি এই তিন স্থানকে লক্ষ্য করিয়া তন্মধ্যে

"হরিপুরের ভাব কষ্ট, কার্য্য নাহি হইল শ্রেষ্ঠ,
* * *
আর এক দোষ বলে জ্ঞাতি সব অন্য মিলে,
কেহ গেল দক্ষিণ শ্রেণীতে।
কেহ বা বঙ্গেতে গেলা" ইত্যাদি

কথিত। হয় ঐ বংশের কোন ব্যক্তির যবনদোষ ঘটায় কয়েক ঘর কুটম্ব স্বগণ সহ সমাজান্তরে গমন করেন। তারপরেই নাগড়ার কথা,

"নাগড়া নির্নামভাব * *

কণ্ঠসূত্র মধ্যে গণনা লিখিত হইয়াছে।

যদুনন্দনের ঢাকুরে ঐ ৩ জনকেই "মৌদ্গল্য গোত্র বীজী" লেখা আছে। কিন্তু হরিপুর কাশ্যপ গোত্র নামে পরিচয় দেন আমরা জানি। বাণেশ্বরের গ্রন্থের টিপ্পনীতে তাহাই আছে। বাণেশ্বর ঐ তিন ঘর সহ আরো দুই ঘরের সমাজ স্থান লিখিয়া—

"এহি সাধ্য পঞ্চদাস, গৌণভেদ অভিলাষ,
পুষ্টি হেতু করণ বিস্তার।"

লিখিয়াছেন। এখন দেখিতেছি যদুনন্দনের অনেক কথার টীকাটিপ্পনী না হইলে কেবল ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দ্বারায় কেহ কেহ ভ্রমে পতিত হইবেন তাহা বিচিত্র নহে।

অধুনা অনেকেই তর্কযুক্তির আশ্রয় ও অন্য শ্রেণীর কুলগ্রন্থে আশ্রয় লইতেছেন। কিন্তু "কাষ্ঠ ত্যাগের" অর্থ "আগুন দিন" বুঝিতে হইলে অন্য শিক্ষা প্রয়োজন।

আমি মূল ঢাকুরের মুদ্রাঙ্কন কালে "কুবঞ্চ নগরে বাস নাম কাশীদাস।"

পয়ারের টীপ্পনীতে "কেহ কেহ বলেন যে কুবঞ্চ কোলাঞ্চ প্রদেশের অপভ্রংশ" লিখিয়াছিলাম। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যদুনন্দনের উক্তি প্রকাশকগণ "কুবঞ্চ" স্থলে "কোলাঞ্চ" প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণবল্লভ রায় ও রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়ের স্বপ্রণীত গ্রন্থে যদুনন্দনের উক্তি বলিয়া কোলাঞ্চ শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। রায় বাহাদুরের জ্ঞাতি বাগডুলীর রায় মহাশয়দিগের গৃহে-স্থিত যে প্রাচীন ঢাকুর সংগ্রহ করেন তাহা আমার নিকট ছিল। "কুবঞ্চ" শব্দ কিরূপে পারত্যক্ত হইল বুঝি না। আমার জ্ঞাতি ঢাকঢোর নিবাসী ৺ব্রজলাল মজুমদার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত ও রঙ্গপুরের উকীল ৺মহেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত ঢাকুরে "কুবচ" শব্দ আছে। আমি "কুবচ" শব্দ না লিখিয়া অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থের লেখা 'কুবঞ্চই' লিখিয়াছিলাম। "কুবচ" শব্দ কেন লেখা হইল না বুঝা গেল না। নগেন্দ্রবাবুর বর্ণিত দাস ও নাগবংশে "কুবঞ্চ" না লিখিয়া "কুবচ" পাঠ দৃষ্ট হইতেছে। মূল স্থানের নাম পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত বোধ হয় না।

পাঠান-রাজত্বকালে ও মোগল শাসন সময়ে বরেন্দ্রবাসী সিদ্ধ সাধ্য ঘরের অনেকগুলি ও ৪০ ঘরেরও কয়েক ঘর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধ ঘর ভিন্ন অন্যে ৩ সমাজ স্থাপন করেন নাই? রাঢ়ী বঙ্গজেও বাহাত্তুরে ঘর পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নিরত থাকিলেও তাহাদের অবস্থা বারেন্দ্রের চল্লিশ ঘরের ন্যায়ই বলিতে হইবে।

যদুনন্দনের গ্রন্থে "ভাব" প্রকাশের জন্য উত্তম, মধ্যম ও অধম বিশেষণ প্রয়োগ হইয়াছে। সমাজেও ঐ ভাবের বিকাশেই দোষ গুণ কীর্ত্তন হইয়া থাকে।—

"শ্রেষ্ঠভাব হইল বাকী, কার্য্য কৈল নন্দী চাকি,
দান গ্রহণ সমস্তা গণনা।"

"বোরপুর বখ্শুরে মধ্যম ভাব" এবং বগুরা অমূলজ ভাবে কথিত।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে উভয় সিদ্ধ ঘরের মধ্যে আদান প্রদান শ্রেষ্ঠ বা উত্তম ভাব। সাধ্য ঘর গুলি সিদ্ধ ঘরে আদান প্রদান করিলে তাহাও উত্তম ভাব। সিদ্ধ ঘর যদি সাধ্য ঘরে আদান প্রদান করে তাহা মধ্যম ভাব। তন্মধ্যে নাগ ঘরের শ্রেষ্ঠতা কথিত হয়। সিদ্ধ ঘরএর চল্লিশ ঘরে আদান প্রদান করিলে তাহা অধম ভাব হয়। কিন্তু সিদ্ধ ঘরে একটী ত্রুটী হইলে তাহা গ্রহণীয় নহে বটে—"ভাব নষ্ট দোষ" হয়। "ভাব" বিচার করিলে অষ্ট ঘরের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও নীচ তিন ভাব আছে। সিদ্ধ ঘরে উত্তম, সাধ্য ঘরে মধ্যম এবং অন্য ঘরে

নীচ ভাব জন্মে। "সংগ্রহকৃত" ঘরের ভাব নির্ণয়ের কথায় তাহাই বুঝা যায়। এই "ভাব" নির্ণয়ের মধ্যেও বৈচিত্র দৃষ্ট হয়। "ভাবের" অথবা দোষাবলী গ্রন্থে তাহা লিখিত হইত। বারেন্দ্র সমাজের কায়স্থ ঘটকগণ ইহা লিখিতেন। যদুনন্দন সম্ভবতঃ ঐ সকল লেখার মধ্যে কৃত্রিমতা দেখিয়া নিরাবিল মেল অর্থাৎ প্রধান সমাজ স্থানের বংশের মধ্যে যাহাদিগের কুলকার্য্য নাই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সহজে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে এরূপ ভাবে প্রধান প্রধান সমাজস্থান উল্লেখ করিয়াছেন। এইক্ষণ আমরাও আদান প্রদানের সম্বন্ধ প্রস্তাবকালে উভয় পক্ষের অন্ততঃ ৫।৭ পুরুষের মধ্যে কোথায় আদান হইয়াছে ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া থাকি।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে ৭২ ঘরকে সাধ্য মৌলিক বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। বাণেশ্বর দেবও ঐ চল্লিশ ঘর কায়স্থের নামোল্লেখ করিয়া "ইতি সাধ্য কুলবর্ণনং" বলিয়াছেন। এই সাধ্য শব্দ দ্বারা চারি ঘর সাধ্য পৃথক্ হইতেছেন। সমাজ গঠন সময়ে চারি ঘর ছিলেন। তাঁহাদের কুল-বিচার ঠিক আছে। চল্লিশঘরের কোনরূপ কুলবিচার না থাকায় সাধ্য চতুষ্টয় হইতে তাঁহারা পৃথক্ হইতেছেন। অষ্টঘরের আচার "কুলাচার" লিখিলেও বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের "কুলাচারের" পরিচয় অনেকেরই হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দক্ষিণরাঢ়ীয় সাধ্য মৌলিক মধ্যে ষোলঘর যেমন প্রশংসনীয় ছিলেন, এই আটঘর পরে ঐ রূপ হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক বর্ত্তমান নির্ব্বাচন ভাবাপন্ন সপ্তঘরের সহিত করণ কারণ দৃষ্টে ভাবা-লোচনা প্রয়োজন।

এক্ষণে যাহারা "বাকীর দাস" বলিয়া পরিচয় দেন ও চল্লিশঘরের মধ্যে আদান প্রদান করেন। এই নিয়মে তাঁহাদের ও অন্যান্য উচ্চ ঘরের কুলক্ষয় ঘটিয়াছে। দত্তঘরের যে সকল ব্যক্তি স্বীয় দাম্ভিকতা বশতঃ অর্থ প্রলোভনে ক্রমে চল্লিশঘরের আশ্রয় লইয়াছেন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই যদুনন্দন বলিয়াছেন ঃ—

"পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভালকার্য্য ছিল সব ঘরে।
এবেতে চতুর্থ পঞ্চপুরুষ ক্রমেতে ॥
মন্দাগ্নি না হইল কড়ি লইতে লইতে।
অতএব দত্ত ঘর নীচে প্রবেশিলা ॥"

বাণেশ্বর দেবের গ্রন্থরচনাকাল উক্ত প্রমাণদ্বারা নিরূপিত হইতে পারে। বাণেশ্বর অন্যের গ্রন্থ নকল করিয়া তাহার শেষ ভাগে "কর্ম্মযোগ সংখ্যা আদি" ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা লিখিয়া থাকিবেন অনুমান করিলেও

নকলের সময়কেই গ্রন্থের সময় ধরিতে হইবে। তিনি কোন্ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

যদুনন্দনের গ্রন্থে 'বায়ান্ন লক্ষের কর্ত্তা পুরুষানুক্রমে" লিখিত পাঠ দৃষ্টে উহার সময় বেশী নহে অনেকেই অনুমান করেন। গ্রন্থের মধ্যে সময় লিখিত না থাকায় বিভিন্নরূপে কল্পনা হওয়া অবশ্যম্ভাবী কথা।

যদুনন্দনের গ্রন্থে দেবীদাস খাঁর পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ রঞ্জিৎ রায় প্রভৃতির নামোল্লেখ না থাকায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের রচনা মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলেও পুরুষানুক্রমে শব্দের দ্বারায় যে সময় হয় তদপেক্ষা বেশী সময় হইয়া পড়ে। মূল গ্রন্থ লেখা হওয়ার পর ঐ কথা "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া মনে করা যায়। বলরাম রায় ও তাঁহার পুত্র পৌত্রের বিভিন্ন সময়। আমরা বলরাম রায় প্রবন্ধে পূর্ব্বেও লিখিয়াছিলাম, যে ইনি নায়েব কানুনগো রঘুনন্দন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। বলরামের কনিষ্ঠ রামরাম রায়, রাজা রামজীবনের প্রথম দেওয়ান। তৎপরে বলরামের পুত্র পৌত্র নাটোর রাজসরকারে কার্য্য করেন। বলরাম রায় যে সময় ঢাকায় দেওয়ান ছিলেন, সেই সময় তাঁহার ভাগিনেয় উধুনিয়ার যাদুসিংহ বাঙ্গলার প্রধান আমীন ছিলেন।

"মূলজ জানিয়া, এবে উধুনিয়া
হইল চলন ঘর।"

লিখিত হওয়ায় ঠিক বলরামের সময় লেখা অনুমান করিলেও

"তাহার সন্তান সব বাড়িল সম্ভ্রমে।
বায়ান্ন লক্ষের কথা পুরুষানুক্রমে ॥"

ইহাকে "প্রক্ষিপ্ত" মনে করিলে যদুনন্দনের রচনাকাল পূর্ব্বে যাইয়া পড়ে।

বর্দ্ধনকুঠীর রাজা বিশ্বনাথের পরে অন্যের নাম লিখিত হয় নাই। বলরাম রায় ও রাজা বিশ্বনাথ সমসাময়িক লোক হইতেছেন। বলরাম মাতৃশ্রাদ্ধের পর ১৬৩৩ শকে বুড়াশিবের মন্দিরের সংস্কারকার্য্য ও ১৬৪৫ শকে দোলমঞ্চনির্ম্মাণ করেন। এই সকল কার্য্য তিনি কোন বয়সে করেন চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে বলরামের ৫০ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে দেওয়ানী পদ লাভ করা না ঘটিয়াই থাকিবে। পূর্ব্বে নানা কার্য্যে পরিপক্ক না হইলে উচ্চপদ লাভ করা যাইত না, তবে সৈনিক বিভাগের কাজ স্বতন্ত্র ছিল। ১৬৩৩ শক শিবমন্দির সংস্কারের সময়। সে সময় বলরামের বয়স ৬০ বৎসর ধরিলে প্রতীয়মান হইবে যে এখন হইতে অন্যূন ২২৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বৈষয়িক কার্য্যে পটুতা লাভ করিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন।*

* কায়স্থ-পত্রিকা ২য় বর্ষ। 'বলরাম প্রবন্ধ'।

বাণেশ্বরের গ্রন্থ ১৬০৫ শকাব্দে রচিত বা লিখিত হয়। ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ায় বলরামের প্রায় সমসাময়িক কাল বলিতে হইবে। যদুনন্দনের গ্রন্থ রচনাকালও ঐ সময়েই হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রক্ষিপ্ত পয়ার দুইটি বাদ দিলে তাহা প্রতিভাত হইতে পারে।

যাহাই হউক আমরা বাণেশ্বরকে ও যদুনন্দনকে প্রায় সমসাময়িকরূপে নির্দ্দেশ করিলেও, কয়েকটি বিশিষ্ট কারণে বাণেশ্বরকে পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিতে পারি। বাণেশ্বর চল্লিশঘর কায়স্থ-ঘরের নাম লিখিয়াছেন। যদুনন্দন নিরাবিল ভাবাপন্ন সপ্তদশ ঘর কায়স্থের বর্ণন করিয়া ঐ চল্লিশ ঘরের নামকরণ করেন নাই। চল্লিশঘর কায়স্থের সহিত সমাজবদ্ধ ঘর গুলির আদান প্রদান না হইয়া সপ্তঘর সমাজবদ্ধ ভাবে কৌলীন্য ও বংশবিশুদ্ধি রক্ষা করেন, ইহাই যদুনন্দনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। চল্লিশঘরের ৮ ঘর ও ৫ এবং সপ্তদশঘর কায়স্থ লক্ষ্য করিয়াই যদুনন্দন যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে।

কাশীদাস যে কায়স্থ ছিলেন তাহা যদুনন্দন কৃত ঢাকুরে উপলব্ধি হয়—

"কুবঞ্চে নগরে বাস নাম কাশীদাস।
কুলে সুপ্রধান বটে উত্তম সমাজ॥
সৎকুলে উদ্ভব তার জানে সর্ব্বজনে।"

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলজ্ঞেরা বল্লালসেন কর্ত্তৃক ৪ শ্রেণীর বিভাগ হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা বিশ্বাস করিলে, বারেন্দ্র শ্রেণীর ঐ সমাজ-বন্ধন সেন-রাজত্ব কালেই সংঘটিত বলিয়া প্রমাণিত হয়। ভগু প্রমুখ বারেন্দ্রগণ রাজাজ্ঞা পালন করেন নাই! তদানীন্তন বারেন্দ্র সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মারা যাহা করিয়াছিলেন তাহার লঙ্ঘন কেহই করিতে পারেন নাই। "তথা কথিত" প্রাচীন কায়স্থ সমাজের বাহাত্তরঘর কি ঐ চল্লিশ ঘর, তিনিই হউন রাজাজ্ঞা পালন ও রাজ সম্মান প্রাপ্ত ঘর মধ্যে ঘোষ বসু মিত্র উপাধি যুক্ত ঘর যাহা চল্লিশ ঘরে দৃষ্ট হইতেছে তাঁহারা কেহই রাজ-সম্মানের পথে আসিয়া অপর ৩টি সমাজের ন্যায় কুলের গৌরব রক্ষার জন্য কোন পন্থাবলম্বন না করায় ও মুসলমান রাজত্বকালে ঐ চল্লিশ ঘরের কোন কোন ঘর ধনশালী হইয়াও কুলপ্রথার পরিবর্ত্তন না করায় ভগু নন্দী যে বল্লালের সময়েই কুলনিয়মাদি অবধারণ করেন, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে এবং সপ্তঘরা সমাজ সেন-রাজত্ব কালেই গঠিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

খুলনা বেলফুলিয়া কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার।

খুলনার কায়স্থ-সম্মেলনে শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ ও প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের প্রকাণ্ড বক্তৃতার ফলে এতদঞ্চলের কায়স্থগণের অনেক ভ্রান্তধারণা দূরীভূত হইয়াছে। এই মহতী সম্মেলনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা জানেন গীষ্পতি বাবু নিজ মত স্থাপন ও কায়স্থজাতির উপবীতগ্রহণ স্থগিত ও বর্জ্জন করিতে কিরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উপযুক্ত প্রচারক গীষ্পতিবাবুর এই উদ্যম বিফল করিয়া দেওয়ায় তিনি বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহের "হিতবাদীতে"-"খুলনা-সম্মেলন" প্রচারক অগ্নিহোত্রী ও সভাপতি মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়কে নানা অসার কথায় আক্রমণ করিয়াছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে "আপনার ঢাক আপনি বাজাইয়াছেন" অবশ্য নেপথ্যে—কারণ এই, দুই কলম ব্যাপী সমালোচনায় লেখকের নাম প্রকাশ পায় নাই। এই সমালোচনায় গীষ্পতি বাবু যাহাই লিখুন বুদ্ধিমান্ পাঠক ইহা বুঝিবেন যে খুলনার 'করোনেসন হলের' কায়স্থ-সম্মেলনে সমবেত সহস্র কায়স্থসন্তান গীষ্পতি বাবুর বারংবার বক্তৃতা সত্ত্বেও তাহার যুক্তিতর্ক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারিত মতবাদই এই বিরাট্ সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে। খুলনা জেলার টাউন-শ্রীপুর-নিবাসী কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচারিত কাল্পনিক মতবাদ খুলনার প্রাদেশিক কায়স্থ-সম্মেলনে আদৌ টেঁকে নাই। সহস্র কায়স্থ সন্তান মধ্যে গীষ্পতিবাবু মাত্র চারিটী ভোট পাইয়াছিলেন। এখনও কি গীষ্পতি বাবু নিজমত চালাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবেন, না নিজমত স্বতন্ত্র হইলেও কায়স্থ জনমতের সম্মান রক্ষা করিয়া জাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন? বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উপকারিতা ও জনপ্রিয়তা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই।

খুলনার কনফারেন্সের পর বেলফুলিয়া পরগণার নন্দনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু রায় চৌধুরি, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বি-এ, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ নন্দী এবং শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়গণের উদ্যোগে খুলনা জেলার অন্তর্গত ভৈরবনদের অপর পারে বেলফুলিয়া পরগণায় প্রচার কার্য্য জন্য খুলনার "রাজেন্দ্রধাম" হইতে প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে লইয়া আসেন এবং তাঁহাদের উদ্যোগে গত ১০ই বৈশাখ তারিখে নন্দনপুর-বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে, সুন্দর সামিয়ানার নিম্নে কায়স্থগণের সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বেলফুলিয়া পরগণার

চন্দনশ্রী, ডোমরা, আজোগড়া, শ্রীফলতলা, মৈষাগুনি, তুর্জ্জনীমহল, দেয়াড়, আইজগাঁথি, মুছব্বরপুর, নন্দনপুর, ভদ্রগাঁথি প্রভৃতি স্থানের কায়স্থ সন্তানগণকে এই সভার নিমন্ত্রণপত্র দেওয়া হইয়াছিল এবং ২।৪টা গ্রাম ব্যতীত প্রায় সকল গ্রামের কায়স্থ প্রতিনিধিগণ এ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু রায় চৌধুরি মহাশয় এ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি, এল মহাশয়-দ্বয় প্রণীত কায়স্থসভা হইতে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত 'কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব' সম্বন্ধীয় পুস্তিকা হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এ মহাশয় খুলনা-কায়স্থ-সম্মেলনের কথা উল্লেখ করিয়া ঐ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবলীর আলোচনা করেন এবং বেলফুলিয়া পরগণায় কায়স্থগণকে এই স্বজাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীনতা বর্জ্জন করিতে বলেন। প্রচারক অগ্নিহোত্রী এই সভায় তুই ঘণ্টা আন্দাজ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব সুন্দর বক্তৃতায় সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার পূর্ব্বে কেহ কেহ নানারূপ আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার পর পুনঃ পুনঃ সভাপতি মহাশয়ের আহ্বান সত্ত্বেও আর কেহ কোন কথার অবতারণা করেন নাই। অতঃপর কায়স্থ জাতির অচিরে উপবীত গ্রহণ ও দ্বিজাচার পালন সম্বন্ধে কিছু আলোচনার পর প্রত্যেক গ্রামের উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া 'উপবীত গ্রহণ করিতে রাজী আছেন' জানাইলেন এবং এ অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে এরূপ বক্তৃতা হওয়ার আবশ্যকতা জানাইলেন। শ্রীফলতলা-নিবাসী ঐ স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরি ও শ্রীমান শশিভূষণ মিত্র পরস্পর আলোচনা করিয়া প্রচারক মহাশয়কে শ্রীফলতলায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং সভাস্থ কায়স্থ মহোদয়গণকে পরদিবস তথাকার সভায় যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় ও সমাগত সকলে তাঁহাদের এ আহ্বান গ্রহণ করিলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি বিরচিত সেই "বিস্মৃতি মোহে নিদ্রিত হায় কত কাল বল রহিবে আর ?" সংগীত গীত হয়।

পর দিন প্রাতে শ্রীফলতলা হইতে শ্রীমান্ শশিভূষণ মিত্র ও শ্রীমান্ রামচন্দ্র বসু রায় চৌধুরি স্বেচ্ছা-সেবকদ্বয় প্রচারক অগ্নিহোত্রীকে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভবন হইতে শ্রীফলতলা আনয়ন করেন। চৌধুরীদিগের সাত আনি

বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহার থাকিবার স্থান স্থির হইল।

এই শ্রীফলতলার বসু চৌধুরী বংশ একটি প্রাচীন সম্মানিত কায়স্থ-বংশ। ইঁহাদের কীর্ত্তি এ অঞ্চলে সুপরিচিত। বার শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ইঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া গিয়াছেন; মালী, কুমার, কামার, নাপিত প্রভৃতিকেও জমি দেওয়া আছে এবং অন্যান্য আরও সৎকীর্ত্তি আছে। কিন্তু আজ এই সম্মানিত বংশের সে অবস্থা নাই, অবস্থা বিপর্য্যয়ে ইঁহাদের অনেককেই চাকুরী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সর্ব্বত্রই কায়স্থ জাতির এই একই অবস্থা। যাহাদের ১২০০ শত বিঘা ব্রহ্মত্তর আজও ব্রাহ্মণে দখল করিতেছে, সেই ব্রাহ্মণগণই ইঁহা-দিগকে নির্য্যাতন করিতে ও অপমান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহেন। কদাচারের অভাব এ ব্রাহ্মণ-সমাজে নাই, এমন কি বাতুড় ভক্ষণ পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া যাইতেছে কিন্তু কায়স্থ পৈতা লইয়া সদাচারী হইবে ইহাও তাঁহাদের সহ্য হয় না। ঐ বসুবংশ এবং তাঁহাদের তুই দৌহিত্রী বংশ ঘোষ ও মিত্র লইয়া তিন ঘর এক্ষণে এই শ্রীফলতলায় বাস করিতেছেন। সাতআনি, পাঁচআনি ও চারি-আনির বাটী বলিয়া এই তিনঘর এখানে পরিচিত। এই অঞ্চলের যুবকগণ কায়স্থের উপবীত গ্রহণ ও কায়স্থ-সভার আহ্বান সম্বন্ধে বরাবরই রাজী ছিল না; তুইএকবার এখানে প্রচারক আসিয়াছিলেন কিন্তু প্রচারকার্য্যের কোনরূপ সহায়তা এস্থান হইতে পাওয়া যায় নাই। খুলনার উকিল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল এই শ্রীফলতলারই অধিবাসী। খুলনা কায়স্থ-সম্মেলনে তিনি গীষ্পতি বাবুর প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। ইনিও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীফল-তলার বসু রায় চৌধুরী বংশীয়। ইনি বহুদিন কলিকাতা ভবানীপুরে গীষ্পতি বাবুর প্রতিবাসীরূপে বাস করিয়াছিলেন এবং পরস্পর বেশ সখ্যতাও আছে। এ স্থানের কায়স্থগণ সকলেই তাঁহাকে মান্য করেন। নন্দনপুর কায়স্থ-সভা হইতে যাঁহারা অগ্নিহোত্রীমহাশয়কে এখানে আসিবার নিমন্ত্রণ কয়িয়া আসেন সেই যুবকগণ পূর্ব্বে আন্দোলনের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করেন নাই। নন্দনপুরে বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছিল। নন্দনপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নিবন্ধু সেন মহাশয় আজ দশ বৎসর যাবৎ এঅঞ্চলের কায়স্থগণকে উপবীত গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহার কথার কেহ কর্ণপাত করে নাই তথাচ তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। ৫৩ বৎসর বয়সেও যুবাজনোচিত উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি লইয়া তিনি কায়স্থজাতির এই প্রচারকার্য্য নীরবে করিয়া যাইতেছেন। ইঁহার এক ভাই শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেন; ইনি কুচবিহার অঞ্চলে রেলওয়ে বিভাগে

কায্য করেন। ইনি কায়স্থ-সভার একজন উৎসাহী সভ্য ও বহু সভ্য-সংগ্রাহক। দীনবন্ধু সেন মহাশয়কে আজ দশ বৎসর কায়স্থ তত্ত্বালোচনা করার ফলে অনেকের কথা শুনিতে হইয়াছে, তন্মধ্যে মৌলিক কায়স্থ বলিয়া উপেক্ষাই প্রধান। সুখের বিষয় এখন সে উপেক্ষা আর বিশেষ নাই।

১১ই বৈশাখ তারিখে শ্রীফলতলার চৌধুরী বংশের চারিআনি বাড়ীর বহিঃ প্রাঙ্গনে সামিয়ানার নিম্নে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থসন্তানগণের দ্বিতীয় সম্মেলন হইয়াছিল। উড়িষ্যা জিলার তালাচর ষ্টেটের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী এবং ঐ ষ্টেটের অবসর-প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডিষ্ট্রিক্ট-জজ শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ বি-এ মহাশয় এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছা-সেবকগণের চেষ্টায় এই গ্রাম্য সভায় অনুমান দুই শত কায়স্থসন্তান সমবেত হইয়াছিলেন। প্রাঙ্গনের নিকটস্থ চণ্ডিমণ্ডপগুলিতে কায়স্থ-মহিলাবৃন্দ সমবেত হইয়া জাতীয় আন্দোলনে সহায়তা করিয়াছিলেন। কয়েকজন ভিন্নজাতীয় লোক এ সভায় ছিলেন। আজোগড়ার ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত বংশকে নিমন্ত্রণ করা স্বত্বেও এসভায় তাঁহারা যোগদান করেন নাই। স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত পিনাকপাণি বন্দ্যোপাধ্যায় ও আজোগড়া স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ কাব্যতীর্থ দুই একজন পুরোহিত বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, শেষ দুইজন বিদেশে চাকুরী করেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

সভাপতিমহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য বলেন। আজোগড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বসু রায় চৌধুরী, ডোম্বুরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু শ্রীফলতলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু মহাদয় "কায়স্থ জাতির উপবীত গ্রহণের অবশ্যকতা ও উপবীত গ্রহণের অধিকার" সম্বন্ধে বক্তা মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার পর তাঁহাদের বক্তব্য বলিবেন জানাইলেন। সভাপতি মহাশয় প্রচারক আগ্নহোত্রী মহাশয়কে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিলেন। তিনি আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। বালক ও যুবকগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অবিলম্বে উপবীত গ্রহণ করিতে উদগ্রীব হইল; প্রাচীন ও মহিলাগণের বহুকাল সংজাত কুসংস্কার দূরীভূত হইল; তাহাদের অসাড় নিস্পন্দ জীবনে, জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইল। সভাপতি বক্তার বক্তব্যের প্রতিকূলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে বলিবার জন্য আহ্বান করিলেন; আর কোন বক্তব্য নাই প্রত্যুত্তর হইল। শ্রীযুক্ত পিনাকপাণি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ও অপর দুইজন ব্রাহ্মণ কায়স্থের পৈতা গ্রহণের কথার গন্ধ পাইয়া ইতিপূর্ব্বেই সভাস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত

ঙ্গাচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয় শেষ পর্য্যন্ত সভায় ছিলেন, তিনি কায়স্থ জাতিকে লোচিত উপবীত গ্রহণাদি বৈদিক-আচার পালনের অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ রেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে তাহা সময়ান্তরে প্রচারক-হাশয়ের সহিত আলোচনা করিবেন জানাইলেন।

সকলের উপবীত গ্রহণের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া এবং গুরু পুরোহিত ও ন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহায়তা ও সহানুভূতি একার্য্যে প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ বসু মহাশয়দ্বয়ের সমর্থনে আজোগড়া-নিবাসী ব্রাহ্মণগণের হিত পরামর্শ ও তাঁহাদের মত গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও সভায় তাঁহারা উপস্থিত না হওয়ায় কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করেন; কেহ কেহ লেন পৈতা যখন লইবই এবং তাঁহারা যখন নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন তখন বার সেখানে যাইবার আবশ্যকতা কি? প্রচারকমহাশয় বলেন—আমাদের পৈতা ওয়ার মত যদি স্থির থাকে; এ ইচ্ছা যদি শুধু সাময়িক উত্তেজনা প্রসূত না হয় হা হইলে আমাদের বিচলিত হইবার কিছু নাই। যদিও আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে যে, এই আলোচনায় বিশেষ কিছু হইবে না তত্রাচ কায়স্থ-সমাজের চৈতন্য জাগ্রত করার জন্য প্রতাপবাবুর প্রস্তাব আমি সমর্থন করি; আর কিছু না টক ব্রাহ্মণ-সমাজ আমাদের প্রতি কতদূর সহানুভূতি সম্পন্ন এবং আমাদের তটা হিতৈষী, এটুকু অন্ততঃ আমরা আলোচনার ফলে জানিতে পারিব এবং হা আমার প্রচারকার্য্যের সহায়তা করিবে বলিয়া আমি মনে করি।

সভাপতিমহাশয় শেষে বলেন ব্রাহ্মণগণের সহানুভূতি যাহাতে আমরা পাই চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদের সহানুভূতি না পাইলেও যে আমাদের তা লইতে হইবে তাহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে। আমাদের জাতীয় সম্মান ন বিপদগ্রস্ত তখন আর উপায় কি আছে? অতঃপর সভাপতি মহাশয় ড়িষ্যা দেশে তাঁহার বহুদিন ব্যাপী কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও নানাদেশের রীতি তি আচার ব্যবহার উল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থজাতির উপবীত গ্রহণ ও কোবরণ ধারণের আবশ্যকতা বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ ক্তৃতা শুনিয়া সকলে বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীফলতলার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরি (Law student) যুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডোম্‌রার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-থ বসু (শিক্ষক), আজোগড়ার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বসু রায় চৌধুরি, মাহমা-

গুনির শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র ঘোষ বি-এ এই ছয়জন কায়স্থকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইল এবং তাঁহাদের উপর আজোগড়ার ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ ও এই সভার মন্তব্য জানাইয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জানিবার জন্য ভার অর্পিত হইল। প্রতিনিধিগণের কার্য্যের ফলাফল জানিয়া উপনয়ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হইবে তাহাও এ সভায় স্থির হইয়াছিল। রাত্রি ৯॥০ টার সময় সভাপতি মহাশয় ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

ব্রাহ্মণগণের মনোভাব।

সভা হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ পরদিন আজোগড়া ব্রাহ্মণদিগের বাড়ী গমন করিলেন। তাঁহাদের নিকট সকল বিষয় শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন তোমাদের প্রত্যেকের যখন পিতা পিতৃব্য বর্ত্তমান তখন তাঁহাদের সহিতই এ গুরুতর পরামর্শ হওয়া উচিত। তোমরা তো নাবালক ; তোমাদের সহিত কি পরামর্শ হইবে। বেলা দুইটা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রতিনিধিগণের বহু বাদানুবাদের পর তাঁহারা বলিলেন তোমাদের পিতা ও পিতৃব্যগণের মত জানা আবশ্যক এবং তাঁহাদের এখানে আসা আবশ্যক।

পরদিন পুনরায় শ্রীফলতলার চৌধুরি, ঘোষ ও মিত্র বংশের তিনজন প্রাচীন কায়স্থের স্বাক্ষরিত পত্র লইয়া উক্ত প্রতিনিধিগণ আজোগড়া গমন করিলেন। এই পত্রে স্বাক্ষরকারিগণ তাঁহাদের শ্রীমান্‌দিগের উপবীত গ্রহণের সদিচ্ছার কথা উল্লেখ করেন এবং আটঘর পুরোহিত মহোদয়গণকে এ যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমান্‌গণের উপবীত প্রদান করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কায়স্থজাতির উপবীত-গ্রহণ-আন্দোলন, শ্রীফলতলার গত সভার বিবরণ ও কায়স্থজাতির উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধেও খুব সংক্ষেপ দু' একটী কথাও ঐ পত্রে জানান হইয়াছিল। এই পত্র প্রতিনিধিগণের নিকট পাইয়া কিছু আলোচনান্তে ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন "আপনাদের প্রচারক অগ্নিহোত্রীমহাশয়ের নিকট আমাদের কিছু জ্ঞাতব্য আছে তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে আমরা অভিমত দিব" প্রতিনিধিগণ বলেন—অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে আমরা এ কথা জানাইব এবং পুনরায় একটী আলোচনা সভার আয়োজন করিয়া আপনাদিগকে সংবাদ দিব।

১৪ই বৈশাখ তারিখে শ্রীফলতলায় চৌধুরী-বাড়ীর চারিআনি-প্রাঙ্গনে উক্ত আলোচনা সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রাখালগাছি-নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ

রায় বর্ম্মা মহাশয় সভাপতি হন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি মহাশয় এ সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সুন্দর বক্তৃতা করেন। বেলফুলিয়া সমাজের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণকে এই সভার উদ্দেশ্য জানাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আজোগড়ার ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রপত্র-বাহককে সভায় উপস্থিত হইবেন জানাইয়াও উপস্থিত হন নাই। দুই চারিজন যাঁহারা উপস্থিত হইলেন তাঁহারা বিদেশে চাকুরি করেন ; উপস্থিত দেশে আছেন, এবং দুইজন পণ্ডিতও ছিলেন, তন্মধ্যে একজন স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ; আজোগড়ার ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বড় ভাল চক্ষে দর্শন করেন না, কারণ তিনি স্পষ্ট বক্তা। অপর একজন পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি অশৌচ সংকোচ সম্বন্ধে ও উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে দুইটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে তিনি আর কোন প্রশ্ন করেন নাই। যাঁহারা বিদেশে চাকুরি করেন তাঁহারা প্রথমে প্রচারক মহাশয়কে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেন এবং কতকগুলি "শুনা কথার" উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে দোষী করিবার চেষ্টা করেন। তখন প্রচারকমহাশয় হাসিমুখে, মিষ্ট কথায় তাঁহার উপর আরোপিত অভিযোগগুলির উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন ও ব্রাহ্মণগণের উক্তির অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্রাহ্মণদ্বয়ও নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া কায়স্থের এই যজ্ঞসূত্র গ্রহণ আন্দোলনে প্রকাশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এবং প্রচারক মহাশয়ের প্রদত্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহাও প্রকাশ্যে জানাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা পুরোহিত বংশ হইলেও পৌরহিত্য কার্য্য করেন না একারণ তাঁহাদের এই সহানুভূতিতেও আজোগড়ার ব্রাহ্মণগণের সহানুভূতি পাওয়া গেল না। এই সভার পর ব্রাহ্মণগণের মনোভাব বুঝিতে আর কাহারও বাকী থাকিল না।

মহিলাসভা

১২ই ১৩ই ও ১৫ই তারিখে ।৵০, ।৴০ ও ।০ আনি বাড়ীতে মহিলা সভা হইয়াছিল। প্রচারকমহাশয় এই সভাগুলিতে 'গীতোক্তধর্ম্ম' এবং 'কায়স্থ আন্দোলনে মহিলাগণের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। মহিলাগণ সকলেই তাঁহার উপদেশ খুব আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীফলতলার কায়স্থান্দোলনে কায়স্থ-মহিলাবৃন্দ যে সজীবতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিক বড়ই আশাপ্রদ। শক্তিরূপিনী জননীগণের এই সহযোগীতা কায়স্থজাতিকে শক্তি দান করিবে সন্দেহ নাই।

আলোচনা

১৬ই তারিখে প্রথম সভার কথা মত স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত গঙ্গাচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয় অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সহিত কায়স্থজাতিতত্ত্ব ও উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথার আলোচনা করিতে চৌধুরী বাটীতে আগমন করেন। বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ঐ সম্বন্ধীয় নানা কথার আলোচনা হইয়াছিল। ইঁহার যাহা জ্ঞাতব্য ছিল তাহার মীমাংসা হইয়া যায়। ইনি পণ্ডিত-লোক, মিষ্টভাষী ও বিনয়ী।

বিরুদ্ধাচরণের সুফল

১৮ই তারিখে পৈতা লওয়ার দিন স্থির হইয়াছিল কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারে কেহ কেহ পৈতা লইতে ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। যুবক ও বালকগণ ১৮ই তারিখে লইতে আগ্রহ করিতে লাগিল; পূজাপাঠ বন্ধ হইবে, ব্রাহ্মণ আসিবে না ইত্যাদি ভাবনা ভাবিয়া কাহারও কাহারও উৎসাহ ভগ্ন হইল; ব্রাহ্মণগণের ভীতি প্রদর্শন ও বিরুদ্ধাচরণের উত্তরে স্ত্রীলোকগণ বলিলেন "যখন পৈতা লওয়া কর্ত্তব্য তখন লইতে হইবে; ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহা হইবে; ব্রাহ্মণগণ যদি একান্তই আমাদের পরিত্যাগ করেন তখন আমাদের ছেলেরাই পূজাপাঠ নিত্যসেবা করিবে; এ কয়দিন যে বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিলাম তাহাতে আমাদের তো পূজাপাঠে অধিকার রহিয়াছে বুঝিতেছি; আচার নিষ্ঠা পালন করিলে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিলে লোকে পবিত্রই হইয়া থাকে পতিত হয় না; যতদিন বুঝি নাই একরূপ ছিলাম এখন আমাদের সকলেরই স্বধর্ম্ম পালন করা উচিত। ধর্ম্ম পালন করিয়া যখন আমরা দরিদ্র হইয়াও বাঁচিয়া আছি, ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই আমরা সর্ব্ববিধ ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তত হইব; ধর্ম্মের জন্যই তো পূর্ব্বপুরুষগণ এত ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর এবং ৩৩ কোটী দেবতার পূজা করিয়াও গিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণগণকে এত দান সত্ত্বেও যখন আমাদের দুঃখ-দৈন্য-শোক-তাপ যায় নাই তখন পৈতা লইয়া আর বেশী দুঃখ কি হইবে? জাতীয় অপমান ও কলঙ্ক মোচন জন্য পৈতা ধারণ ও দ্বিজাচার পালন করিতে প্রস্তত হইতে হইবে।"

ডোমরা সভা

উপবীতের তারিখ ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের উদ্যোগে ডোমরায় এক সভার অধিবেশন হইল। মুক্তেশ্বরী-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত বর্ম্মা মহাশয় সভাপতি হন। কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ যাহাতে

অনতিবিলম্বে হয় তাহার প্রস্তাব এ সভায় গৃহীত হয়। যাঁহারা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে উপবীত লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে সে অনুমতি প্রদত্ত হয়। কায়স্থগণের হাল চাষ ও নিজেদের সমবায়ে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও এ সভায় গৃহীত হইয়াছিল। শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ সভায় বর্ণ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় কায়স্থ জাতির উপবীত গ্রহণের অধিকার ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় কায়স্থগণের হাল চাষ ও সমবায়ে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আনিয়া ছিলেন; শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বসু রায় চৌধুরী মহাশয় তাহার অনুমোদন করেন। প্রচারকমহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া একটি অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করেন। এই সভাতেও বহু কায়স্থ-স্ত্রী-পুরুষ সমবেত হইয়াছিলেন। একটী সমিতি গঠনের প্রস্তাব এ সভায় গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক হন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়া ঐ সমিতির উপর উপনয়ন কেন্দ্র সম্বন্ধীয় ভার অর্পিত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শাখা-সমিতি

পরদিন শ্রীফলতলায় চৌধুরী বাড়ীতে উপনয়ন কেন্দ্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ও আরও আবশ্যকীয় দুই একটী কার্য্য জন্য সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। সকলে একযোগে উপবীত গ্রহণ করিবার সুবিধা হইবে না বলিয়া যাঁহাদের সুবিধা হয় তাঁহাদের জন্য ২১শে বৈশাখ উপনয়ন কেন্দ্র করা স্থির হইল। উপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও সখ্যভাব থাকা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। উপনয়ন কেন্দ্রের পরিচালন ভার অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল।

যজ্ঞের আয়োজনে বিঘ্ন

যথারীতি কেন্দ্রের আয়োজন ও চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ হইল। সংবাদ পাওয়া গেল খুলনা সহরে গীষ্পতিবাবুর মতাবলম্বী স্থানীয় এক কায়স্থ শ্রীফলতলার এক অর্থশালী ব্রাহ্মণের উদ্যোগে বিপক্ষীয়গণের গোপন সভা হইয়াছে এবং যাহাতে ২১শে তারিখের পৈতা না হয় তজ্জন্য আয়োজন চলিতে থাকে। যাহারা পৈতা লইবেন তাহাদের কাহারো কাহারো অভিভাবকগণকে নানা মিথ্যা কথা ও অগ্নি-হোত্রীমহাশয়ের কুৎসা রটনা করিয়া পত্র দেওয়াও হইয়াছিল। বিরুদ্ধ দলের এক সভায় পৈতা গ্রহণেচ্ছুগণের একজন হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভাতেও

অন্য কোন যুক্তি তর্ক না পাইয়া শুধু প্রচারক-নিন্দা এবং তিনি অর্থ বিনিময়ে কায়স্থ-সভা হইতে এ কার্য্য করিতেছেন এই সব কথার আলোচনা হইয়াছিল এবং পৈতা স্থগিত রাখিতে বলা হইয়াছিল। পৈতার পক্ষপাতিমহাশয় বলেন, 'এখন পৈতার দিন স্থগিত রাখা অসম্ভব। যাহারা পৈতা লইবে বলিয়া কথা দিয়াছে তাহারা লইবেই। তাহারা যে বক্তৃতা শুনিয়াছে যাবৎ তাহা খণ্ডন করিতে কেহ না পারিতেছেন তাবৎ কাহারো কথা শুনিবে না। যাহারা লুকাইয়া সভা করিতেছেন তাঁহাদের উচিত ছিল প্রকাশ্য সভায় যোগদান করিয়া প্রচারক মহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদ করা। অকারণ গীষ্পতিবাবুর ন্যায় প্রচারকের অসাক্ষাতে তাঁহার নিন্দা করিলে কি হইবে? তিনি অর্থলোভে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই তাহা আমরা আগত আছি। তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অবৈতনিক স্বেচ্ছা-প্রচারক—বৃত্তিভাগী নহেন। তাঁহার পিতা এ কার্য্যে বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন; এবং অগ্নিহোত্রীমহাশয় নিজ জীবন এই জাতির কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। স্বজাতির স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধায় প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে তাঁহার জীবন ধারণ হয়। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া খুলনা-সম্মেলনের সহস্র কায়স্থসন্তান মোহিত হইয়াছিল, তাঁহার যুক্তি তর্ক আপনারা প্রকাশ্যে খণ্ডন করিবার সাহস করিতেছেন না কেন? এখন শ্রীফলতলা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে আপনার লোক করিয়া লইয়াছে। তাঁহার মুখে গীতাপাঠ, সমাজ ও ধর্ম্মকথা ও বিবিধ উপদেশ শুনিয়া তৃপ্ত হইতেছে। তাঁহার বক্তৃতায় সকলের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন কাহারো কথায় উপনয়ন কেন্দ্র বন্ধ হইবে না। আপনারা বৃথা চেষ্টা করিবেন না"। স্থির হইল ঐ দিন রাত্রে বা পরদিন প্রাতে তাঁহারা প্রচারক মহাশয়ের সহিত বিচার করিতে যাইবেন।

আলোচনা

তাঁহারা কেহই আসেন নাই। আজোগড়ার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ঐ স্থানীয় এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়কে হঠাৎ একদিন চৌধুরী বাড়ী লইয়া আসিলেন। অগ্নিহোত্রীমহাশয়ের সহিত প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ, প্রায়শ্চিত্ত, কালাকাল সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তিনি তাঁহার প্রশ্নের সমস্ত উত্তরই পাইলেন এবং সকল বিষয় স্বীকার করিলেন, শুধু প্রায়শ্চিত্ত প্রত্যেকের ৩৬০ কাহন কড়ির মূল্য।০ হিঃ কাহন = ৩৬০ শিকি ৯০৲ টাকা হইবে বলিলেন এবং পঞ্জিকায় লিখিত নির্দ্দিষ্ট দিনে করিতে বলিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় গঙ্গাস্নানের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রায়শ্চিত্ত

করিয়া পৈতা লইতে কালাকালের আবশ্যক করে না জানাইলেন ও তাঁহার বচন দিয়া শুনাইলেন। এই বচন খণ্ডন করিতে না পারিলেও তিনি এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণের অধিকার ও আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ-সমস্যা

২০শে তারিখে সংযম ও মুণ্ডনের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমান্ ...চন্দ্র রায় চৌধুরী তৎপূর্ব্বেই পদব্রজে ৯ মাইল পথ মহেশ্বরপাশা গিয়া তত্রস্থ ...ত্র প্রচারক শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র গুহ মজুমদার বর্ম্মার নিকট হইতে যজ্ঞসূত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। যাহাতে আজোগড়ার পুরোহিতগণের দ্বারা উপবীতের কার্য্য হয় প্রাচীন কায়স্থগণ সে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই দিন বৈকালে উপবীত গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব স্ব পুরোহিতের বাটী গিয়া সংবাদ দিয়া আসিয়াছিলেন এবং পরদিন কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পৈতা দিবার জন্যও বলিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যভাব সমানভাবেই চলিতেছিল। ঐ ব্যাপার লইয়া আজোগড়ার ব্রাহ্মণগণ কায়স্থগণের সহিত যে দুর্ব্ব্যবহার করিতেছেন তাহা লিখিয়া কায়স্থ-পত্রিকার কলেবর কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা হয় না; কায়স্থগণ অসীম ধৈর্য্য ও অহিংসানীতি অবলম্বন করিয়া শ্রীফলতলা ও আজোগড়ার ব্রাহ্মণগণের সকল ব্যবহার সহ্য করিতে পারিতেছেন ইহা অতি সুখের বিষয়। বৈকালে পুরোহিতগণের বাটী হইতে সকলে ফিরিয়া আসিলে জানা গেল কেন্দ্র-কার্য্যে ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে না। ইতিপূর্ব্বে কায়স্থগণ যশোহর-কালিয়ায় তাঁহাদের এক দশকর্ম্মান্বিত পুরোহিতের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন; তিনি উপবীত প্রদানে সম্মত ছিলেন কিন্তু কার্য্যগতিকে ঐ তারিখে উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পত্র দিয়াছিলেন; কিন্তু আজোগড়ার ব্রাহ্মণগণ ভীতি প্রদর্শন ও অন্য নানাবিধ অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের একার্য্যে ব্রতী হইতে বিরত করেন। ফলে ব্রাহ্মণ পাওয়া সম্বন্ধে অনিশ্চিত হওয়ায় প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয় মহেশ্বরপাশা হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া রাখিতে বলেন। তিনি পূর্ব্বে কলিকাতার কায়স্থ-সভাতেও পত্র দিয়া ব্রাহ্মণ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আর সময় না থাকায় মহেশ্বরপাশা হইতেই ব্রাহ্মণ আনা স্থির হইল। এ স্থানেও পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া ছিল। রাত্রি ৯টার সময় স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমান্ রামচন্দ্র রায় চৌধুরী ও ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দুইজনে পদব্রজে শ্রীফলতলা হইতে সেনেরবাজার গমন

করিলেন, পথে নন্দনপুরে স্বেচ্ছা-প্রচারক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন মহাশয়ের বাড়ীতে সংবাদ দিয়া গিয়াছিল। সেন মহাশয় তখন বাড়ী ছিলেন না; ওদিকে মেঘও দেখা দিল এ কয়দিন মধ্যে মধ্যে খুব ঝড় বৃষ্টিও হইতেছিল। তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছা-সেবকদ্বয় নদীপার হইয়া খুলনা গমন করিল এবং তথায় ট্রেনের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার সময় না থাকায় পদব্রজেই ৬ মাইল পথ দৌলৎপুর হইয়া তথা হইতে দেড়মাইল মহেশ্বরপাশা উপস্থিত হয়, সেই রাত্রেই তাহারা আচার্য্য ব্রাহ্মণ লইয়া পুনরায় পদব্রজে খুলনা আগমন করে তখন খেয়া বন্ধ থাকায় স্বেচ্ছা-প্রচারক দীনবন্ধু বাবুর চেষ্টায়, সাহায্যে ও বুদ্ধি কৌশলে সেই গভীর রাত্রে খেয়া পার হইয়া রাত্রি ৩টার সময় শ্রীফলতলা প্রত্যাগমন করিল। শ্রীমানদ্বয় উভয়ে এ দিন সংযম করিয়াছিল তারউপর এই রাত্রে পদব্রজে ১৮ মাইল পথ গমনাগমনেও তাহাদের কিছুমাত্র উৎসাহ ভগ্ন বা অবসাদ আসে নাই। বৃদ্ধ দীনবন্ধু বাবু ৫৩ বৎসর বয়সে যুবকের উৎসাহ লইয়া এই দীর্ঘ পথ গমনাগমন ও নৌকার ব্যবস্থা না করিলে বালকগণকে বড়ই কষ্টে পড়িতে হইত। ঈশ্বরের কৃপায় এ দিন ঝড় বৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিলেও সে সব কিছুই হয় নাই।

অগ্নিহোত্রী মহাশয়—সন্ধ্যা হইতে পরদিন কেন্দ্রের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। মুণ্ডিত-মস্তকে-স্বেচ্ছাসেবকগণ এ কার্য্যে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। বিপুল উৎসাহে বেলফুলিয়া-সমাজের উপনয়ন কেন্দ্রের আয়োজন চলিতেছিল। মহিলাগণ এবং বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত এ কার্য্যে খুব উৎসাহ দেখাইয়াছেন।

সংযম

এইদিন প্রাতঃকাল হইতে মুণ্ডন কার্য্য আরম্ভ হয়; আনন্দ ও উৎসাহের মধ্যে সকলের মুণ্ডন কার্য্য শেষ হইল। সকলে একত্রিত হইয়া ভৈরবনদে স্নান করিতে গমন করিলেন। পুষ্প দুর্ব্বা দিয়া সকলে গঙ্গায় আবাহন ও গঙ্গা পূজা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্নান সমাপন করিলেন; অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই সব ক্রিয়ার মন্ত্রগুলি সকলকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সকলে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলেন।

স্ব স্ব পুরোহিত বাড়ীতে যাহারা পুনরায় গিয়াছিলেন তাহারা রাত্রি ১ টার সময় ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, যে দুই জন ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবার আশা ছিল তাহাও নাই; তাঁহাদের দুজনকে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ ভীতি প্রদর্শনে এ কার্য্যে যোগদান করিতে বিরত করিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ ৩টার সময় পূর্ব্ব-বর্ণিত মহেশ্বরপাশা হইতে শ্রীযুক্ত শশধর কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়কে লইয়া শ্রীমান্ রামচন্দ্র চণ্ডিমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণগণের অনেকে মুণ্ডিত মস্তক কায়স্থগণকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যদি আমাদের সহায়তা চাও তবে আগামী কল্য উপবীত গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করো; পরে ব্রাহ্মণ কায়স্থে একটা মীমাংসা হইলে আমরা দিন দেখিয়া পৈতা দিব। যুবকবৃন্দ একথা যখন শুনিল তখন বলিয়াছিল মাথা মুড়াইয়া আর অপেক্ষা করিব না; আজ যাহারা সংযম করিয়াছে কোন শাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণগণ তাহাদের আগামী কল্যের শুভকার্য্য স্থগিত করিতে চাহেন। যদি ব্রাহ্মণ না আসেন বা কোথাও না পাওয়া যায় আমরা অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের নিকট হইতেই গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিব। জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে যুবকবৃন্দের উৎসাহ উদ্যম ও দৃঢ়তা সকল স্থানের কায়স্থ যুবকবৃন্দের অনুকরণীয়। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বসু রায় চৌধুরী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বলরাম রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের এ কার্য্যে পরিশ্রম ও উৎসাহ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। যুবকবৃন্দের পিতামহ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের যুবজনোচিত উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি একেন্দ্রের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

প্রাতঃকালে সানাইয়ের সুমধুর বাদ্যে সকলকার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পুরোহিতগণের মধ্যে পূর্ব্ব বর্ণিত দুই জন চৌধুরী বাড়ীর পথ দিয়া কোথায় যাইতে ছিলেন; সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিল তিনিও মহেশ্বরপাশা হইতে আচার্য্য আসিয়াছেন দেখিলেন। অনেকক্ষণ আলোচনার পর তিনি কেন্দ্রেব্রতী হইতে সাহসী হইলেন। ইঁহাকেই ব্রাহ্মণগণ ভীতি প্রদর্শনে আটকাইয়া ছিলেন।

যজ্ঞে দৈবকৃপা

সকলে স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র, চেলি ও গৈরিক বাসে শোভিত হইলেন; চন্দন চর্চ্চিত ললাটে সকলে যজ্ঞ মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি ভোজ্যোৎসর্গ, গোগ্রাস, বসুধারা, হোম, যজ্ঞ করিয়া ২২ জন ঘোষ বসু ও মিত্র বংশীয় কায়স্থসন্তান যজ্ঞ-সূত্র ও বৈদিক-গায়ত্রী-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই কেন্দ্রের আদ্যোপান্ত সমস্ত কর্ম্মই দেখাইয়া দিয়াছিলেন। উপনয়ন কার্য্য শেষ হইলে সেই যজ্ঞ-কুণ্ডের চারিধারে যজ্ঞোপবীত ধারী মানবগণকে লইয়া তিনি গায়ত্রী ও সন্ধ্যা, হোম, নারায়ণ-পূজা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। যজ্ঞ শেষ হইলে এই দারুণ গ্রীষ্ম মধ্যে ভগবৎ আশীর্ব্বাদ-

রূপ সকলের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়া ও সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণ আকাশ হইতে পতিত হইতে লাগিল। এই দৈব-শান্তিবারি পাইয়া সকলে পুলককে শিহরিয়া উঠিল। ২।৩ মিনিটের পর এই বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণ বন্ধ হইল।

সকলে যজ্ঞের তিলক পরিয়া দণ্ডধারী হইয়া মাতৃ-সকাশে ভিক্ষা করিলেন এবং ভিক্ষান্তে ভৈরব নদে মেখলাদি বিসর্জ্জন ও স্নান করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। হব্যবাহন প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া সকলে শ্রীনারায়ণ-মন্দিরে প্রচারকমহাশয়ের সহায়তায় সমবেত হইয়া সমস্বরে নারায়ণ পূজা করিলেন এবং দেবী-বৃক্ষ-মূলে সমবেত হইয়া চণ্ডি স্তুতি পাঠ করিলেন।

কায়স্থ কীর্ত্তন

পর দিন পুনরায় সকলে জাতীয় কীর্ত্তন গাহিয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছিলেন। শ্রীফলতলা বসু পাড়ায় ভিক্ষা গ্রহণের সময় এক কায়স্থ বাটিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণে অধিকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়। এই আলোচনায় পণ্ডিত মহাশয়ের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর অগ্নিহোত্রী মহাশয় দিয়াছিলেন। কায়স্থ-সভার প্রচারিত মত যে দুর্ব্বল প্রমাণের উপর নির্ভর করেনা তাহা পণ্ডিতমহাশয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

উপবীত গ্রহণের পর

উপবীত গ্রহণের পর সপ্তাহকাল উপবীতী কায়স্থসন্তানগণ হবিষ্যান্ন ও ফলাহার করিয়াছিল। এবং প্রাতে ও সায়াহ্নে জলাশয়ে ও চণ্ডিমণ্ডপে এবং তুলসীমঞ্চে একত্রিত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনা অভ্যাস ও আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। যখন তাহারা প্রাতে সূর্য্যাভিমুখে উপবেশন করিয়া গায়ত্রী জপ ও সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যোপস্থানের মন্ত্র পাঠ করিত; সকলে একত্রে সূর্য্যার্ঘ্য ও সূর্য্য-প্রণাম করিত তখন সকলেরই মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইত। সেই বহু পুরাতন কায়স্থপল্লী শ্রীফলতলা বেদমন্ত্র-নিনাদে মুখরিত হইয়া উঠিত। যুবক ও বালক-বৃন্দের সেই সভক্তি সন্ধ্যোপাসনা অতীত যুগের অনেক বিস্মৃত কথা স্মরণ করাইয়া দিত। জননিগণ সন্তানগণের এই দিব্যভাব দেখিয়া আনন্দিতা ও পুলকিতা হইতেন।

নন্দনপুর

শ্রীফলতলার আবালবৃদ্ধবনিতাকে কায়স্থ-ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবার পর, নন্দনপুর কায়স্থ-মণ্ডলী-প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে নন্দনপুরে আনয়ন করেন। পূর্ব্ব

হইতেই নন্দনপুরে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল। স্বেচ্ছা-প্রচারক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন মহাশয় বহুবার ব্যর্থ মনোরথ হইয়া এইবার শ্রীফলতলার স্বজাতিগণের নিকট হইতে প্রচারক মহাশয়কে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু মণীন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বসু, কালিদাস বসু, ভোলানাথ নন্দী, সতীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়গণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহে নন্দনপুরের কেন্দ্র-যজ্ঞের আয়োজন চলিতে লাগিল। এখানেও ব্রাহ্মণ সমস্যা হইয়াছিল। শ্রীফলতলার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কায়স্থগণের উপবীত দিতে স্বীকার হইলেন; তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও স্বগ্রামবাসী সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এ কার্য্য করিতে নিষেধ করেন এবং যাহাতে তিনি ব্রতী না হইতে পারেন তজ্জন্য রিতীমত আয়োজনও করিয়াছিলেন। মহেশ্বরপাশা হইতে শ্রীযুক্ত শশধর ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়কেও আনয়ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। এস্থানীয় কায়স্থগণ নিতান্তই দরিদ্র এজন্য প্রথমে উপবীত গ্রহণ করিতে বেশী লোক রাজী হন নাই। পরে যখন অগ্নিহোত্রী মহাশয় জানাইয়া দিলেন যে যাহার যেমন সামর্থ্য সেই ব্যয় দিলেই এবং অপারক কায়স্থ সন্তানগণকে বিনা খরচায় উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে তখন গ্রামে এক নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন, শ্রীযুক্ত কালীদাস বসু, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ বিপুল উৎসাহে লোক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট চাঁদা সংগ্রহ হইতে লাগিল এবং ১লা জ্যৈষ্ঠ উপবীত গ্রহণের দিন ধার্য্য হইল।

সংযম

বৈশাখী সংক্রান্তি দিনে সকলে মস্তক মুণ্ডন করিলেন। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত এ মুণ্ডন কার্য্য হর্ষ-কোলাহলের মধ্যে সম্পন্ন হইল। সেই উনপঞ্চাশজন মুণ্ডিত মস্তক কায়স্থসন্তান মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ভৈরব নদের তরঙ্গ হিল্লোলে যখন অবগাহন করিতেছিলেন তখন অদূরে ব্রাহ্মণ-পল্লী হইতে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দৃষ্টি তাহাদের উপরে পতিত হইতেছিল। বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্ রবে সকলে তীরে উত্থিত হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন ও সংযম করিয়া রহিলেন। অপরাহ্নে মুণ্ডিত মস্তক সংযমী স্বেচ্ছা-সেবকগণ যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্ভারের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন, অগ্নিহোত্রী মহাশয়েরই ইঙ্গিতে সমস্তই কলের কার্য্যের মত চলিতে লাগিল। সমগ্র গ্রামটী নবোৎসাহে জাগিয়া উঠিল, বিদ্বেষীগণ প্রচারক মহাশয়ের কুৎসা রটনা ও ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং গালাগালি অভিসম্পাৎ করিয়া এই আন্দোলনের বাধা দিতে লাগিলেন।

যজ্ঞস্থল

নন্দনপুরের দত্ত বাড়ী পর দিন প্রাতঃকাল হইতে সাঁনাইয়ের মধুর সুরে মাতিয়া উঠিল। পূর্ব্ব কেন্দ্রের ন্যায় এ কেন্দ্রেও সকলে সমবেত হইয়া চন্দন-চর্চ্চিত ললাটে, ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া গায়ত্রী-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। প্রচারক অগ্নিহোত্রী এ কেন্দ্রের তন্ত্রধারক ও যজ্ঞরক্ষক ছিলেন এবং তাঁহার এই সময়ের দৈবভাবে সকলেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ

চক্রবর্ত্তী ও শশধর ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়দ্বয় এ কেন্দ্রের হোতা ও আচার্য্য ছিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় যজ্ঞ-কুণ্ডের সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিয়া সকলকে গায়ত্রী, হোম ও সন্ধ্যোপাসনার উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর সকলে নদীতটে উপস্থিত হইয়া মেখলাদি বিসর্জ্জনান্তে যজ্ঞস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

খদ্দর ও পংক্তিভোজ

এই কেন্দ্রযজ্ঞের আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি খদ্দর দেওয়া হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ কায়স্থগণকে পৈতা বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বালকগণ চরকায় সূতা কাটিয়া স্ব স্ব পৈতা প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল। দণ্ড বিসর্জ্জনান্তে পূর্ব্ব কেন্দ্রের ন্যায় সেই পত্র-পুষ্প-চন্দ্রাতপ-শোভিত কদলীবৃক্ষ ও পূর্ণকুম্ভ বিরাজিত যজ্ঞ মণ্ডপে ব্রহ্মচারী ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। মুণ্ডিত-মস্তক গৃহীতোপবীত কায়স্থসন্তানগণ মহানন্দে পংক্তিভোজে মিলিত হইয়াছিলেন। কুলীন-মৌলিক তথাকথিত উচ্চ-নীচ ভাব বিসর্জ্জন দিয়া উপবীতী কায়স্থসন্তানগণ এক চন্দ্রাতপের নিম্নে অগ্নিদেবতা ও অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া অন্নভোগে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই বহু বাধা-বিঘ্ন-চেষ্টা ও যত্নলব্ধ যজ্ঞসূত্র কায়স্থ জাতির মিলন সূত্রে পরিণত হইল। উপবীতী কায়স্থের কর্ত্তব্য, এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে অগ্নিহোত্রী মহাশয় এখানে দিবস চতুষ্টয় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং উপবীতী যুবকসঙ্ঘ লইয়া পল্লীতে পল্লীতে দিবসত্রয় "কায়স্থ-কীর্ত্তন" গাহিয়া বেড়াইয়াছিলেন; সে সঙ্গীতে পল্লীর নির্জ্জীব কায়স্থ-সমাজ জাগিয়া উঠিয়াছিল। মহিলাবৃন্দ অতি আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে এ কীর্ত্তনদলকে প্রতি বাড়ীতেই ডাকাইয়া কীর্ত্তন গান শুনিয়াছিলেন। শ্রীফলতলার কীর্ত্তনে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

মৈশাঘুনী

স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র ঘোষ বি-এ মহাশয়ের উদ্যোগে মৈশাঘুনী ঘোষ বাবুদের বাটীর প্রাঙ্গনে এক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ, হেমন্তকুমার ঘোষ rtd. Private secy. Talachar Estate, পরেশনাথ ঘোষ, কালিপ্রসন্ন ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, শশিভূষণ বসু, কৃষ্ণমোহন মিত্র, শুকলাল মিত্র, প্রমূখ স্থানীয় শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় কায়স্থ-বৃন্দ এ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও ঐ গ্রামস্থ বহু কায়স্থসন্তান তথায় সমবেত হন। শ্রীফলতলা ও নন্দনপুরের মুণ্ডিত-মস্তক উপবীতী কায়স্থগণ সদলে এ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অসহযোগী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালিদাস বসু বর্ম্মা মহাশয় প্রথমে সভার উদ্বোধন করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী এম-এ, মহাশয় কায়স্থান্দোলনের আবশ্যকতা ও স্বার্থকতা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় সমাগত সকলে কায়স্থধর্ম্ম প্রচারের

গূঢ়-তত্ত্ব অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কায়স্থের জাতীয় সম্মান ব্রাহ্মণগণের অন্যায় বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে তিনি অনেক চিন্তা করিবার কথা দিয়াছিলেন। তাঁর অকপট হৃদয়, সত্য বলিবার সাহস, অদূর ভবিষ্যতে কায়স্থ জাতির হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। "স্বরাজ-আশ্রম" প্রত্যাগত ... উৎসাহী নন্দনপুরের তেজস্বী শ্রীযুক্ত কালিদাস বসু এ অঞ্চলের একজন উপযুক্ত প্রচারক। কায়স্থ-সভা তাঁহার মত কর্ম্মবীরের সাহায্য পাইলে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছিলেন "উপযুক্ত প্রচারকের অভাব এখন সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে। প্রচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে কায়স্থজাতি প্রচারক রক্ষার জন্য মুক্ত হস্ত না হইলে জাতির অপহৃত সম্মান পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অধ্যাপক পণ্ডিত প্রতিপালন অপেক্ষা জাতির পরিব্রাজক প্রচারক প্রতিপালন কম গৌরবের কথা নহে।"

মৈশাঘুনীর সভায় প্রচারক মহাশয়ের বক্তৃতা সর্ব্ব শেষে হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার পর ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ঐ স্থানীয় নেতৃগণ সকলেই উপবীত গ্রহণ করিবেন তাহা সভাস্থলেই জানাইয়া দেন। রাত্রি ১২ টার সময় শ্রীফলতলার পিতামহ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে অগ্নিহোত্রী মহাশয় শ্রীফলতলায় আগমন করেন।

বসুপাড়া সভা

পরদিন শ্রীফলতলার উত্তর ভাগে বসু পাড়ায় এক স্বজাতি সভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। পালপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালদাস পাল বি-এ মহাশয় কায়স্থের উপবীত গ্রহণ করিবার যুক্তি ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। প্রচারক মহাশয়ের বক্তৃতায় তাঁর সন্দেহের মীমাংসা হইয়া যায়। বসুপাড়া ও পালপাড়ার নেতৃস্থানীয় কায়স্থগণ অতঃপর ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে উপবীত গ্রহণ ও দ্বিজাচার পালন করিতে স্বীকৃত হন। রাত্রি ১ টার সময় সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করেন।

ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার

বেলফুলিয়া সমাজের ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রাণপণে কায়স্থের এই জাতীয় আন্দোলনে বাধা দিতেছেন এবং সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়া উপবীত বিস্তারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। যাঁহারা দু'চারি জন চাকুরীজীবী ব্রহ্মোত্তিভোগী পূর্ব্বে মৌখিক সহায়তা দেখাইয়া ছিলেন তাঁহারা এখন স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। কেবলমাত্র পণ্ডিত পুরোহিত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষাল মহাশয়ই এখন আজোগড়ার একমাত্র পুরোহিত যিনি তেজস্বী ব্রাহ্মণের মত কায়স্থের ন্যায্য দাবী সমর্থন করিয়া সতেজে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার সহিত অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইয়াছে। অন্যান্য ... দের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণ এখন তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের ঘোরতর শত্রুতা করিতেও পশ্চাদপদ হইবেন না, এ কথাও শোনা গিয়াছে।

আর স্বপক্ষে আছেন আজোগড়া স্কুলের প্রধানপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয়। ইঁনি একজন নিরপেক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সত্যান্বেষী অকপট ব্রাহ্মণ।

উপসংহার

শ্রীফলতলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায় চৌধুরী, সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, বলরাম রায় চৌধুরী, জনার্দ্দন ঘোষ, গোপালচন্দ্র মিত্র এবং নন্দনপুরের গোপালচন্দ্র বসু ও মৈশাঘুনীর হেমন্তকুমার ঘোষ প্রমুখ প্রাচীন বৃদ্ধগণ যে ভাবে এই উপনয়ন যজ্ঞে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং সাহসের সহিত সর্ব্ব বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন তাহা অন্যস্থানের প্রাচীন কায়স্থগণের অনুকরণীয়। এস্থানীয় মহিলা-বৃন্দের জাতির কলঙ্ক মোচনে তাঁহাদের অংশ গ্রহণ করিবার ও কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা দূরে ফেলিয়া জাতির সেবায় নারীর কর্ত্তব্য দৃঢ়তার সহিত পালন করিবার শক্তি বর্ত্তমান। এ সমাজের স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘের অদম্য উৎসাহ ও জাতীয় কর্ত্তব্য পালনের একাগ্রতা আছে এবং কায়স্থ জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিবার দৃঢ় ইচ্ছাও বর্ত্তমান।

উপযুক্ত প্রচারক দুই মাসকাল এ অঞ্চলে থাকিলে এবং দরিদ্র কায়স্থগণের উপনয়ন ব্যয় বহন বা চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিলে এ অঞ্চলের শত শত কায়স্থ সন্তানের কায়স্থধর্ম্ম রক্ষা করা যাইতে পারে। খুলনার কায়স্থ ব্যাং এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন কি? শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন মহাশয়ের দশবর্ষব্যাপী নীরব কায়স্থ-সাধনা এতদিনে সিদ্ধিলাভ করিল। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ দত্ত ভোলানাথ নন্দী উপেন্দ্রনাথ বসু কালীদাস বসু মহোদয়গণের ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমে বেলফুলিয়া কায়স্থ-সমাজে নবজীবন সঞ্চার হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী সমাজসমূহে আমরা এইরূপ জাগরণ জাতির ভাগ্য বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

প্রচারক আগ্নহোত্রী শ্রীফলতলা কায়স্থ সন্তানগণের নিকট হইতে "গুরুজী" এবং নন্দনপুর কায়স্থমণ্ডলীর নিকট হইতে "আচার্য্যদেব" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্

শ্রীঅমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা

(প্রচার পরিষৎ)

কায়স্থ-সমাচার

উপনয়ন-সংবাদ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা উপনয়ন কেন্দ্র

বিগত ১২ই কার্ত্তিক বুধবার কায়স্থ জাতির আদি পিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা-ৎসবের দিন কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্ন লিখিত ছয় জন থাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। সভার কেন্দ্রাচার্য্য, খ্যাত নৈয়ায়িক ও কবি স্বর্গীয় রাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় এই উপনয়ন-যজ্ঞে আচার্য্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

উপনয়ন গৃহীতাদিগের নাম-ধাম

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র পাইকপাড়া—ঢাকা, মনতোষকুমার মিত্র ঐ, প্রাণতোষকুমার মিত্র ঐ, সুশীলচন্দ্র গুহ রায় শাকরাইল, ফরিদপুর, অমূল্যকুমার ঘোষ গৌরচর ঐ, জগবন্ধু মিত্র শঙ্করপুর, যশোহর।

১৮।৫।৩১ তারিখে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন যে হার চেষ্টায় গত বৎসরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন :—

চামারী গ্রাম ময়মনসিংহ

দত্ত বর্ম্মা—পূর্ণচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, অখিলচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রজনীকান্ত, রাজেন্দ্রলাল, জিতেন্দ্রলাল, মাখনলাল, রামচন্দ্র, নগেন্দ্রচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র। ঘোষ—গোরাচাঁদ। চাকী—ললিতচন্দ্র, কানাইলাল। চন্দ্র-র্ম্মা—বৃন্দাবনচন্দ্র, অমূল্যচরণ, মনোহরচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্র, যতীশচন্দ্র, কালাচাঁদ, রজনীমোহন। সরকার বর্ম্মা—অক্ষয়কুমার, হরকুমার। কর বর্ম্মা—হরেন্দ্রলাল। বিশ্বাস বর্ম্মা—বনমালী দে বর্ম্মা—ঈশানচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার; নাথ।

শৈলডুবী (ফরিদপুর) আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বর্ম্মা মজুমদার মহাশয় জানাইতেছেন :—

বিগত ৮ই ভাদ্র ফরিদপুর জেলান্তর্গত শৈলডুবী গ্রামে শ্রীযুক্ত হরলাল দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মন্দী, নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্ন লিখিত ৮ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উপবীতীগণের নাম ধাম :—দত্ত—শ্রীযুক্ত হরলাল,

অক্ষয়কুমার, অমৃতলাল. বিনোদবিহারী, অবিনাশচন্দ্র, ভুবনবিহারী, ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ ; সর্ব্বসাকিন শৈলডুবী।

পুঠিয়া (পাবনা) উপনয়ন-কেন্দ্র

গত ৫ই শ্রাবণ পাবনা জেলায় পুঠিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্রীলাল সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের আলয়ে শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্ন-লিখিত ১৪ জন কায়স্থের যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন কার্য্য সম্পাদিত হয়। জামিরতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যত্বে ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরহিত্যে এবং শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়কে ক্ষত্রিয়াসনে বৃত করা হয়।

উপবীতগণেয় নাম ও ধাম :—

১। দাস—কৈলাশচন্দ্র। ২। সরকার—রাধাগোবিন্দ ৩। জগবন্ধু ৪। নরেন্দ্র-নাথ (পুঠিয়া)। ৫। সিংহ—উমেশচন্দ্র। ৬। পূর্ণচন্দ্র। ৭। সতীশচন্দ্র। ৮। শুধাংশুচন্দ্র (বাচড়া)। ৯। নন্দী—মন্মথনাথ (নন্দলালপুর)। ১০। নিয়োগী—সতীশচন্দ্র (হেমন্তবাড়ী)। ১১। সেন—সূর্য্যকুমার (সোনতলা)। ১২। নন্দী—অদ্বৈতচন্দ্র (রূপনাই)। ১৩। ভৌমিক—দীনেশচন্দ্র (নবগ্রাম)। ১৪। দাস—বিধুভূষণ (হরিনাথপুর)।

টাঙ্গাইল

চিকন্দী, ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহ রায় মহাশয় জানাইতেছেন—

১। গত ২৭শে শ্রাবণ ময়মনসিংহ নগরে প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত যাদবলাল চৌধুরী বি, এল মহাশয়ের বাসায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নেতৃত্বে টাঙ্গাইল, আমডালার প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশীয় নিম্নোক্ত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত যাদবলাল চৌধুরী বি, এল, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র-নাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত স্বদেশপ্রীতি চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

২। গত ২৩শে আষাঢ় টাঙ্গাইল সহরে প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চৌধুরী বি, এল মহাশয়ের ভবনে নিম্নোক্ত ৪ জন যথাবিধানে উপবীত গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চৌধুরী বি, এল, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ধর বি, এল, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দত্ত রায় এবং শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ ধর, এস্থলেও বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নেতৃত্বে কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

৩। গত ৮ই ভাদ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের চতুর্থবারের চেষ্টায় টাঙ্গাইলের অন্তর্গত ভাদ্রা গ্রামে নিম্নোক্ত কায়স্থগণ সমারোহের সহিত উপবীত গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ বসু, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল সরকার বি, এ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, জমিদার, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ সেন, প্রমুখ দশজন, ইঁহাদের উপনয়ন হওয়াতে দক্ষিণ পশ্চিম টাঙ্গাইলের কায়স্থ-দের উপনয়ন গ্রহণ সহজসাধ্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন বর্ম্মা মহাশয় বাগমারী (মৈমনসিংহ) হইতে জানাইতেছেন,—

বিগত ১৩ই কার্ত্তিক মালুচী-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম-বিদ্যাবিনোদ, নাগপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বিদ্যাবিনোদ. মধ্যপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র কুণ্ডু বর্ম্মা বি, এল, মহাশয়ের উদ্যোগে টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন নাগরপুর থানার নলসোন্ধা গ্রামে শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দেব বর্ম্ম-সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হয়। মধ্যপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কাজিলহাটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী দেলুয়াখোনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরহিত্য কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে ক্ষাত্রয়াবরণ করা হইয়া-ছিল।

উপবিতীগণের নাম-ধাম

সহবতপুর—১। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন বর্ম্মা, ২। যোগেশচন্দ্র সেন বর্ম্মা ৩। ীন্দ্রমোহন সেন বর্ম্মা ৪। উপেন্দ্রমোহন সেন বর্ম্মা ৫। বিপিনবিহারী চন্দ বর্ম্মা ।। শশিভূষণ চন্দ বর্ম্মা ৭। নিশিকান্ত চন্দ বর্ম্মা ৮। যতীন্দ্রমোহন চন্দ বর্ম্মা ।। উপেন্দ্রমোহন চন্দ বর্ম্মা ১০। উমেশচন্দ্র দেব বর্ম্মা সরকার ১১। রমেশচন্দ্র দেব বর্ম্ম সরকার ১২। ক্ষেত্রনাথ দেব বর্ম্ম সরকার ১৩। উপেন্দ্রনাথ দেব বর্ম্ম সরকার ১৪। মণীন্দ্রনাথ দেব বর্ম্ম সরকার।

থারাকুমল্লি—১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা ২। যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা ।। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা ৪। খগেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা ৫। হেমচন্দ্র সেন বর্ম্মা ।। শরৎচন্দ্র সেন বর্ম্মা ৭। দেবেন্দ্রনাথ সেন বর্ম্মা ৮। গজেন্দ্রনাথ সেন বর্ম্মা ।। বনমালী দেব বর্ম্ম সরকার ১০। মনমোহন ভৌমিক বর্ম্ম ১১। ভবানী-কিশোর দেব বর্ম্ম সরকার।

সাতুটীয়া—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দেব বর্ম্ম সরকার ২। ত্রৈলোক্যনাথ দেব বর্ম্ম সরকার ৩। তারকচন্দ্র ভৌমিক বর্ম্মা ৪। বেণীমাধব দেব বর্ম্ম সরকার ৫। দীনেশ-চন্দ্র নন্দী বর্ম্মা ৬। রমেশচন্দ্র নন্দী বর্ম্মা ৭। দেবেন্দ্রনাথ দেব বর্ম্ম সরকার। ৮। জিতেন্দ্রমোহন দেব বর্ম্ম সরকার ৯। যতুনাথ নন্দী বর্ম্মা ১০। হারাণচন্দ্র কর বর্ম্মা ১১। কার্ত্তিকচন্দ্র দাস বর্ম্মা ১২। নগরবাসী চন্দ বর্ম্মা।

নন্দপাড়া—১। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সোম বর্ম্মা ২। তরণীকান্ত সোম বর্ম্মা ৩। নরেন্দ্রনাথ সোম বর্ম্মা ৪। পঞ্চানন্দ সোম বর্ম্মা। ৫। তারকচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা ৬। বসন্তকুমার দত্ত বর্ম্মা।

নলসোন্ধা—১। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দেব বর্ম্ম সরকার ২। যামিনীমোহন দেব বর্ম্ম সরকার ৩। ধরণীমোহন দেব বর্ম্ম সরকার ৪। রঙ্গিনীমোহন দেব বর্ম্মা ৫। সুরেন্দ্রমোহন দেব বর্ম্ম সরকার ৬। ষষ্ঠীপ্রসাদ ব্রহ্ম বর্ম্মা ৭। সুরেন্দ্রমোহন ব্রহ্ম বর্ম্মা ৮। অধরচন্দ্র গুহ বর্ম্মা ৯। প্রসন্নকুমার ধর বর্ম্মা ১০। প্রমথনাথ ধর বর্ম্মা ১১। প্রফুল্লকুমার ধর বর্ম্মা ১২। প্রিয়নাথ ধর বর্ম্মা ১৩। শশিমোহন কর বর্ম্মা ১৪। নগুমোহন কর বর্ম্মা ১৫। যাদবচন্দ্র নাগ বর্ম্মা ১৬। অবিনাশ চন্দ্র নাগ বর্ম্মা ১৭। অক্ষয়কুমার নাগ বর্ম্মা ১৮। নিবারণচন্দ্র নাগ বর্ম্মা ১৯। নরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা সরকার ২০। মণীন্দ্রমোহন দেব বর্ম্ম সরকার ২১। পূর্ণচন্দ্র দাস বর্ম্মা ২২। দুর্গানাথ দত্ত বর্ম্মা ২৩। কালীচরণ দেব বর্ম্ম সরকার ২৪। বসন্তকুমার দাস বর্ম্মা ২৫। হেমন্তকুমার দাস বর্ম্মা ২৬। যোগেশ চন্দ্র কর বর্ম্মা ২৭। গনেশচন্দ্র কর বর্ম্মা ২৮। মাখনচন্দ্র কর বর্ম্মা ২৯। রাধাচরণ রাহা বর্ম্মা ৩০। ভুবনমোহন দত্ত বর্ম্মা ৩১। দেবেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা ৩২। বৈদ্যনাথ দত্ত বর্ম্মা ৩৩। হরেন্দ্রকুমার দত্ত বর্ম্মা।

ভাটপাড়া—১। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ধর বর্ম্মা ২। বসন্তকুমার ধর বর্ম্মা ৩। মদন-মোহন ধর বর্ম্মা, ৪। অক্ষয়কুমার দেব বর্ম্ম সরকার ৫। গোবিন্দচন্দ্র ধর বর্ম্মা ৬। মাখনলাল ধর বর্ম্মা ৭। নরেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা ৮। গিরিজাকান্ত ভদ্র বর্ম্মা ৯। হারাণচন্দ্র বর্ম্মা ১০। কেদারকান্ত দেব বর্ম্মা।

চেচুয়াজানী—১। শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন দেব বর্ম্মা সরকার ২। দুর্গামোহন দেব বর্ম্ম সরকার ৩। মোহিনীমোহন দেব বর্ম্ম সরকার ৪ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দেব বর্ম্ম সরকার ৫। দিগেন্দ্রমোহন দেব বর্ম্ম সরবার ৬। ধীরেন্দ্রমোহন দেব বর্ম্ম সরকার ৭। বিরজামোহন দেব বর্ম্ম সরকার ৮। হীরেন্দ্রমোহন দেব বর্ম্ম সরকার ৯। বিশ্বম্ভর দাস বর্ম্মা ১০। বেণীমাধব ধর বর্ম্মা ১১। লোকনাথ দেব বর্ম্ম সরকার ১২। সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা।

১। হরকিশোর দেব বর্ম্ম সরকার সাং আলসা, ১। হিরালাল পাল বর্ম্মা সাং জপতসা, ১। মাখনচন্দ্র ধর সাং মধ্য পাড়া, ১। খগেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা সাং রামকান্ত পুর, ১। গয়ানাথ দেব বর্ম্ম ভৌমিক সাং চকমির পুর ১। প্রমথনাথ গুহ বর্ম্মা সাং দৈলতপুর ১। অম্বিকাচরণ গুহ সাং ধুলট।

রায়কালী (বগুরা) হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার নন্দী বর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন ঃ—

উক্ত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ঐ সময় মধ্যে রায়কালীর অন্যতম জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিকুমার চৌধুরী দেব বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র চতুষ্টয় যথাবিধি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার চৌধুরী ৩০, সুধাংশুকুমার চৌধুরী ২০, সুধীচন্দ্রকুমার চৌধুরী ১৮, বিনয়কুমার চৌধুরী ১৬।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা ও কায়স্থোৎসব

বিগত ১২ই কার্ত্তিক, বুধবার, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পুণ্য-বাসরে বাগবাজার, ১, লক্ষ্মীদত্ত লেনস্থ সভার কার্য্যালয়ের পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কায়স্থ-জাতির আদি পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলস্থ তিন শতাধিক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সন্তান এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পল্লীমহিলাগণ, বালক ও কুমারীবৃন্দ কায়স্থ-জাতির এই পিতৃ-যজ্ঞ-সম্মেলনে সহানুভূতি প্রদর্শন ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। এবারকার পূজায় পুরোহিত ছিলেন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তন্ত্রধারকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে একটী কেন্দ্র হইয়া ৬ জন কায়স্থ-সন্তান ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হয়েন। (উপনয়ন সংবাদ দ্রষ্টব্য) উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর নাম যতটা সংগ্রহ কর গিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল ঃ—

ব্রাহ্মণ

শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, হরিনারায়ণ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মা, বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী দেব শর্ম্মা, শরৎচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য (ফরিদপুর), সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, (ঢাকা), সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, প্রভাস রায় চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হিমাংশু

শেখর চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ চন্দ্র পালধি, শশাঙ্ক শেখর চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ বন্দোপাধ্যায়, উমাপতি চক্রবর্ত্তী, গুরুদাস চক্রবর্ত্তী কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল, কানইলাল চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হৃদয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়, (গায়ক) যতীন্দ্রনাথ পালধি, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীচরণ পালধি, নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য, বসন্তকুমার গোস্বামী, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষাল, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিহর চট্টোপাধ্যায়, কাঙ্গালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, (গায়ক) প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভবানীশঙ্কর রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলবিহারী হালদার।

কায়স্থ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (ফরিদপুর), সূর্য্যকুমার মিত্র বর্ম্মা (ঐ) যোগেশচন্দ্র সেন (ময়মনসিংহ), অবিনাশ চন্দ্র দাস বর্ম্মা (ফরিদপুর), কেদার নাথ বসু (চিংড়ীপোতা ২৪ পরগণা), নলিনীকুমার নাগ চৌধুরী, ইন্দ্রভূষণ ঘোষ (ব্রাহ্মণ গাঁ ঢাকা), হরিপদ গুহ (বজ্রযোগিনী ঢাকা), শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (প্রচারক), গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন, অবিনাশ চন্দ্র রাহা বর্ম্মা, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন বসু, মথুরাপ্রসাদ সিং (গোণ্ডা) হরিপদ দত্ত, লাল-মোহন দত্ত, শিবরাম দত্ত, কালকৃষ্ণ দত্ত, রামশঙ্কর দত্ত, ব্রহ্মগোপাল দত্ত, উমাশঙ্কর দত্ত, সুধাংশুমোহন দত্ত, নলিনীমোহন কর, (কলিকাতা), সলিল কুমার ঘোষ, (বাঘুটিয়া যশোহর), ফকিরচন্দ্র চৌধুরী (হাওড়া) ননীগোপাল চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত, অতুলকৃষ্ণ বসু, জগমোহন বসু রমণীমোহন চৌধুরী (নদীয়া) স্বর্ণবর্ণ বসু, শরৎচন্দ্র দত্তবর্ম্মা (ফরিদপুর), রতিকান্ত দত্ত বর্ম্মা (মূর্শিদাবাদ), মণীন্দ্রমোহন মজুমদার দেব বর্ম্মা, যতীন্দ্র মোহন কর বর্ম্মা, বি,এ, নগেন্দ্রকুমার বসু, ধনেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কেদারনাথ কর বর্ম্মা, নীরোদবিহারী ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ বসু (চাংড়ি পোত ২৪ পরগণা,) সমরেন্দ্র নাথ বসু (ঐ), মিহির চন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রকুমার বসু, উষানাথ রায় চৌধুরী, অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার, এম-এ, চন্দ্রশেখর বসু, অক্ষয়কুমার বসু মল্লিক, সতীশচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা (ফরিদপুর), শ্যামাচরণ মজুমদার (ঢাকা), গোপাললাল সেন (যশোহর) সতীশচন্দ্র বসু, বিজয়নাথ সরকার, রামগোপাল মিত্র, কুঞ্জবিহারী দেব (ফরিদপুর), কুঞ্জবিহারী ঘোষ (ঐ),

রিচরণ মিত্র বর্ম্মা, সুধীরচন্দ্র বসু, বিশ্বনাথ বসু, সতীন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র ত্ত রায় চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন সরকার, অনিলকৃষ্ণ বসু (নদীয়া), সুবলকৃষ্ণ সু (নদীয়া), কামাখ্যাপ্রসাদ রাহা বর্ম্মা (বারাসিয়া, যশোহর), বীরেন্দ্রনাথ সু, রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, তিনকড়ি বসু, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, লমণি বসু, অতুলকৃষ্ণ ভদ্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রবীন্দ্রকৃষ্ণ দে, যোগেশচন্দ্র বসু, নীলকৃষ্ণ বসু, উপেন্দ্রনাথ দে, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এস-সি, বি এল, গোপালকৃষ্ণ সু, রামমোহন রায়, দেবীপ্রসাদ দে, মাণিকমোহন রায়, অক্ষয় কুমার নাগ চৌধুরী, দুলালকৃষ্ণ মিত্র, ভবনাথ বসু, চুনীলাল মিত্র, কালী দাস পালিত, ণীন্দ্রনাথ ঘোষ, রামকৃষ্ণ বসু, প্রভাতচন্দ্র বসু বর্ম্মা, নির্ম্মলচন্দ্র দেব, কিরণচন্দ্র ত্ত (সম্পাদক) প্রভৃতি।

সন্ধ্যার পর যথারীতি আরতি-পূজা-সমাপনান্তে কয়েক জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ন্তান কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতাদি শুনাইয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভাস্থ সকলের আনন্দ র্দ্ধন করে। তৎপর সকলকে মিষ্টান্নাদির দ্বারা যথারীতি জলযোগ করান হয়।

পরদিন অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় স্বদেশী বাদ্য-যন্ত্রাদি ও আলোকাদি সহ শ্রীমূর্ত্তি লইয়া শোভা-যাত্রা করা হয় এবং ৭ ঘটিকার সময় ভাগিরথীবক্ষে শ্রীমূর্ত্তি নরঞ্জন করিয়া মঙ্গল-ঘট সহ সকলে প্রাত্যাবর্ত্তন করেন।

দিনাজপুর

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিগত ১২ই কার্ত্তিক বুধবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্যবাসরে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের বার্ষিক পূজা র্চ্চণা ও হোম হইয়াছে।

বিগত ১২ই কার্ত্তিক বুধবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্য বাসরে কলিকাতাস্থ বঙ্গদেশীয় য়স্থ মহাসভার—শাখা সভা অত্র দিনাজপুর জেলার অধীন গর্ভেশ্বরী নদীর তীর-র্ত্তী "বলতৈড়-কায়স্থ সভার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা মহাশয়ের দ্যোগে উক্ত বলতৈড় গ্রামে শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেবের বার্ষিক পূজা সমারোহের হিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় প্রায় সমস্ত কায়স্থগণই উপস্থিত হইয়া জা—অর্চ্চনা ও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, উক্ত পূজায় অন্নভোগও দেওয়া য়াছিল, অনেক ব্রাহ্মণও উপস্থিত ছিলেন।

পাবনা

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মোক্তার (পাবনা) মহাশয় তাঁহার আলয়ে ঘট পন করিয়া যথারীতি শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা সম্পন্ন করিয়াছেন।

ফরিদপুর

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার আলয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিয়াছেন।

পুস্তক পরিচয়।

কায়স্থ পরিচয় (সাধারণ খণ্ড)—শ্রীবসন্তকুমার বসু প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। শ্রীরামপুর 'কায়স্থ পরিচয়' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

পুস্তক খানিতে বঙ্গদেশে কায়স্থগণের আগমন, বল্লালসেনের সমাজ বন্ধন, সমাজের নিয়ম প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গোত্র ও প্রবর দেওয়ায় পুস্তক খানির কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শেষে কয়েকটি বংশের কয়েক পুরুষের বংশ-লতা আছে। এ পুস্তক কায়স্থ-সমাজের উপকারে আসিবে। আমরা প্রত্যেক কায়স্থকেই এই পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি।

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রণীত। ১২ পৃষ্ঠার—পুস্তক। বাগবাজার উদবোধন কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। এই পুস্তকে স্বামী বিবেকানন্দ যে বিদ্যাশিক্ষার একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন তাহা দেখান হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দের শিক্ষা বিষয়ক মন্তব্যগুলি প্রণিধান যোগ্য।

শিখগুরু—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র বি-এ প্রণীত। মূল্য ৫০ আনা। এই পুস্তকে গুরুনানক হইতে গুরুগোবিন্দ সিংহ পর্য্যন্ত দশজন শিখ-গুরুর জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার আবশ্যক। বঙ্গ-ভাষায় শিখ জাতির ইতিহাস ও শিখ গুরুগণের জীবন চিত্র অধিক প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সিন্ধুবন্দনা—চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেব বর্ম্মা প্রণীত। ইহা ২৬ পৃষ্ঠায় ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। ক্ষুদ্র হইলেও সুপাঠ্য।

ভাবকুসুম বা আত্মতত্ত্ব—পরিব্রাজকাচার্য্য ১০০৮ শ্রীমৎস্বামী জগদানন্দ পরমহংস দেব প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে পরিব্রজকের একটি হাফ্‌টোন ছবি আছে, ইহা ৮২ পৃষ্ঠায় কবিতা-পুস্তক সহজ কবিতায় আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা আছে।

ভাবমুকুল বা অধ্যাত্ম চন্দ্রশেখর—শ্রীমৎ পরিব্রাজক জগদানন্দ স্বামী বিরচিত। মূল্য ॥০ আনা। ৭৫ পৃষ্ঠায় গদ্য ও পদ্যময় পুস্তক। ইহাতে পরি-ব্রাজকের একটি হাফ্‌টোন ছবি আছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ক পুস্তক।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্নের "কামন্দকীয় নীতিসার" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্নের "রসনির্ঝর" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসুর "মালসাভোগ" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৵৫ আনা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির

১০ম অধিবেশন

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ (ইং ২৮ শে মে, ১৯২৪) বুধবার

অপরাহ্ন ৬॥ ঘটিকা

স্থান—৮, বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভবন।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর
	„ দয়ালচন্দ্র বসু
„ কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস	„ নিবারণচন্দ্র দত্ত
„ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা	„ হেমচন্দ্র সরকার এম্, এ
„ কেদারনাথ দেব বর্ম্মা	„ অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)
„ রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা, বি-এ ; এফ, এস, এস	„ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (প্রচারক)
	„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি

শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার, এট্, ল ও শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ এম, এ, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়দ্বয় অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহানুভূতি-সূচক-পত্র লিখিয়াছেন সভারম্ভে সম্পাদক মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন।

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—আয় ব্যয় প্রদর্শন—আয়-ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক পরীক্ষিত মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের ত্রৈমাসিক হিসাব ও ১৩৩০ সালের শ্রাবণ হইতে চৈত্র ৯ মাসের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রদর্শিত হইল।

৩য় প্রস্তাব—আনন্দ প্রকাশ—মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট—Executive council এর অন্যতম member (সদস্য)

নির্ব্বাচিত হওয়ায় সভাস্থ সকলেই বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল **যে সভার এই আনন্দ-প্রকাশ-সংবাদ মাননীয় ভূপেন্দ্র বাবুকে জানান হউক।**

৪র্থ প্রস্তাব—শোক প্রকাশ—স্থির হইল—সভার অন্যতম সভ্য, স্বর্গীয় **স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয়ের মধ্যম পুত্র সতীশচন্দ্র** ঘোষ বি, এল, **মহাশয়ের আকস্মিক** পরলোকগমন-সংবাদ পাইয়া সভা গভীর শোকপ্রকাশ **করিতেছেন ও স্বর্গীয় সভ্যের শোক-সন্তপ্ত** আত্মীয়গণের শোকে সমবেদনা অনুভব **করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন**—এই সমবেদনাযুক্ত সহানুভূতিপূর্ণ সভার **শোক-প্রকাশ-সংবাদ স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয়ের** আত্মীয়গণকে জানান হউক।

৫ম প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা **মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে**;—(১) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র **নাথ দত্ত বর্ম্মা**, (২) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বসু রায় চৌধুরী, (৩) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র **মজুমদার** শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সম্পাদক মহাশয়ের **সমর্থনে** শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ,

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—বার্ষিক অধিবেশনের স্থান ও সময় স্থির—এ সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর স্থির হইল কলিকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে আগামী ঈদের **ছুটীতে** বার্ষিক সভা আহ্বান করিবার পূর্ব্ব ব্যবস্থাই স্থির রহিল।

৭ম প্রস্তাব—সভার নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মাননীয় **শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাব ও সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য**—মাননীয় দে মহাশয়ের প্রস্তাবিত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সভার **সম্পাদক** শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন—প্রথমেই তিনি জানিতে **চাহিলেন** সভার বিগত ২১শে বৈশাখের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের ৩য় প্রস্তাবে আলোচিত "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা" ও "বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের" **মিলন** সম্বন্ধে 'সমাজের' মন্তব্যের আলোচনা সম্বন্ধীয় সভার শেষ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে **মাননীয়** দে মহাশয়ের প্রস্তাবগুলি আলোচিত হইবে কি না। ২য়—যদি তাহাই **হয়** তবে উভয় সভার মিলন হইবার পর এই নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন প্রস্তাবগুলি **আনিলে** ক্ষতি কি? ৩য়—প্রস্তাবগুলির মধ্যে যে গুলি যুক্ত-সভা কর্ত্তৃক গৃহীত **হইবে**, সে গুলি যুক্ত-সভার সাধারণ-অধিবেশনে বা বার্ষিক-অধিবেশনে উপস্থাপিত **করিলে** ক্ষতি কি? বিশেষতঃ সভা যখন শেষ সিদ্ধান্তে জানাইয়াছেন যে 'সমাজ' **প্রেরিত** শাখা-সমিতির বক্তব্যগুলির সহিত সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির

সহানুভূতি আছে, ৪র্থ—মাননীয় দে মহাশয়ের বর্ত্তমানে প্রেরিত **অস্থকার আলোচ্য নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন প্রস্তাবগুলির বা উভয় সভার মিলন সম্বন্ধীয়** সভার শেষ সিদ্ধান্ত সমূহের সহিত সম্পর্ক থাকুক বা নাই থাকুক, আলোচনার পূর্ব্বে যথাযথভাবে এই পরিবর্ত্তন প্রস্তাবের অনুলিপি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে আলোচনা ও মন্তব্যের জন্য পাঠান উচিত। তদুত্তরে **মাননীয়** দে মহাশয় জানাইলেন যে, তাঁহার বর্ত্তমান নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন প্রস্তাবগুলি **পৃথক্** ভাবেই আলোচিত হউক। বহু আলোচনার পর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল, মাননীয় দে মহাশয়ের প্রেরিত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় **প্রস্তাব**গুলি আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থাপিত করা হউক এবং তৎপূর্ব্বে এই নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের প্রতিলিপি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক **সভ্যকে** আলোচনার জন্য পাঠান হউক ও এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে তাঁহাদের মতামত সভায় পাঠাইতে অনুরোধ করা হউক এবং তৎপর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আহ্বান করিয়া ঐ মতামত উপস্থাপিত করা হউক ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে ঐ নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন-আলোচনা-অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা হউক।

৮ম প্রস্তাব—সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক হিন্দু-সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে—স্থির হইল যে বর্ত্তমানে কায়স্থ-সভা হিন্দু-সভার অধিবেশনে কোন প্রতিনিধি পাঠাইতে অক্ষম—ব্যক্তিগত ভাবে যে কোন সভ্যের হিন্দু-সভার অধিবেশনে যোগদান করিবার বাধা নাই।

বিবিধ। (ক) তারকেশ্বর মন্দির সম্বন্ধে—বর্ত্তমানের তারকেশ্বরের **মন্দির**-সংক্রান্ত কথা উপস্থাপিত হইলে স্থির হইল বর্ত্তমান মোহান্ত-ব্যবস্থিত **কার্য্য**-প্রণালীর প্রতিবাদ ও ডাঃ গৌরের "সহবাস-সম্মতি" আইনের প্রতিবাদ কল্পে যথাসম্ভব সত্বর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন আহ্বান করা হউক।

(খ) সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কয়েক সপ্তাহের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিবেন এবং কোন সহযোগী-সম্পাদকের উপর কার্য্য ভার অর্পিত হউক।

অতঃপর সভাপতির মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮॥ ঘটিকার **সময়** সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদক ৮।৭।৩১ সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির
১১শ অধিবেশন।

৮ই আষাঢ়, ১৩৩১ (ইং ২২শে জুন ১৯২৪) রবিবার
অপরাহ্ণ ৬৷৷০ ঘটীকা

স্থান—৮, বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বিশ্বকোষ কুটীর"

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (সভাপতি)
„ কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা আই-সি-এস
„ রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি-এ ; এফ-এস-এস
„ নিবারণচন্দ্র দত্ত
„ বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ এম-এ ; বিদ্যাবিনোদ
„ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ
„ রসিকলাল দেব বর্ম্মা
„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

অদ্যকার সভায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম-চৌধুরী (নিমতিতা), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মরায় (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা (ভাঙ্গা) মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহানুভূতি-সূচক পত্র লিখিয়াছেন সভারম্ভে সম্পাদক মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন।

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই, সি, এস, মহাশয়ের প্রস্তাব ও শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের সমর্থনে :—

শ্রীযুক্ত কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
শোভাবাজার রাজবাটী

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও গণপতি বাবুর সমর্থনে :—

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দত্ত,
„ অক্ষয়কুমার গুহ ঠাকুরতা

৩য় প্রস্তাব—আনন্দ প্রকাশ—মাননীয় স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপাধি প্রাপ্তিতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল সভার এই আনন্দ-প্রকাশ-সংবাদ মাননীয় প্রভাস বাবুকে জানান হউক।

৪র্থ প্রস্তাব—সভার নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব মহাশয়ের প্রস্তাব ও সভ্যগণের প্রেরিত মন্তব্যের আলোচনা—নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন প্রস্তাব সম্বন্ধে কাঃ নিঃ সমিতির সভ্যগণ যে মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় তাহা সভার গোচরে আনিলে বহু আলোচনার পর স্থির হইল কয়েকটী নিয়মের নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তন অনুমোদন করা হউক।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ১। (ক) বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা নগরীতে এই সভার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সেই কার্য্যালয়ই "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র প্রধান কার্য্যালয় বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন
(১)

নিয়ম ১। (ক) এই নিয়মের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসান হউক :—"এই কার্য্যালয় ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে কাহারও আশ্রয়ে থাকিবে না।" পরিবর্ত্তিত হইয়া অধিকাংশের মতে গৃহীত।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ২। বঙ্গদেশীয় চারি শ্রেণীর (দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র) কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পর প্রীতি, সহানুভূতি, সামাজিক সম্বন্ধস্থাপন ও বিবাহাদির ব্যয়সংক্ষেপকরণ এবং তাঁহাদের সকলের শিক্ষাবিষয়ক, নৈতিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(২)

নিয়ম ২। এই নিয়মের প্রথম ছত্রের ("বঙ্গদেশীয়……বারেন্দ্র") কথাগুলির পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসান হউকঃ—

"ও ভারতীয় কায়স্থগণের একতা সাধন, কায়স্থজাতির গৌরব রক্ষা, সকল শ্রেণীর।" পরিবর্ত্তিত হইয়া অধিকাংশের মতে গৃহীত।

(৩)

নিয়ম ২। এই নিয়মের তৃতীয় ছত্রের প্রথমে "বিবাহাদির" কথার স্থানে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসান হউক ঃ—

"বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াদিতে।" অধিকাংশের মতে গৃহীত

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

৩। (উ) শ্রেণী-চতুষ্টয়ের সাধারণ (common) আচার-ব্যবহার ও সংস্কারাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী কর্তৃত্ব সভার হস্তে থাকিবে। এই কর্তৃত্বপরিচালনভার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক নেতার (গোষ্ঠীপতি, সমাজপতি, দলপতি প্রভৃতির) উপর ন্যস্ত থাকিবে।

নিয়ম (ঋ) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চারি শ্রেণীর কায়স্থের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এবং দল আছে, তাহার সংখ্যা ও গঠনপ্রণালী (constitution) সংগ্রহ করিয়া সভা একটী বিবরণ প্রস্তুত করিবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(৪)

নিয়ম ৩। (উ) এই নিয়ম একেবারে উঠাইয়া দেওয় যাউক ও ৩ (ঋ) নিয়মটী ৩ (উ) বলিয়া পরিগণিত হউক। অধিকাংশের মতে গৃহীত

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ৪। (অ) শ্রেণী-চতুষ্টয়ান্তর্গত যে সকল ব্যক্তি সভার উদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক সভার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অন্ততঃ বার্ষিক ৩৲ (তিন) টাকা অগ্রিম চাঁদা ও ১৲ (এক) টাকা প্রবেশিকা প্রদান করিবেন, তাঁহারা এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(৫)

নিয়ম ৪। নিয়মের প্রথমেই "শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত যে সকল ব্যক্তি" কথাগুলির স্থলে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসান হউক ঃ—

"হিন্দুসমাজ ভুক্ত, প্রাপ্ত বয়স্ক (অন্যূন ১৮ বৎসর) যে কোন কায়স্থ ব্যক্তি (স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে)।"

পরিবর্দ্ধন সহ অধিকাংশের মতে গৃহীত

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ৫। সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের জন্য সভা কর্তৃক সভ্যবৃন্দ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া নিয়মানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ঃ—

(অ) একজন সভাপতি। ইনি পর্য্যায়ক্রমে বর্ষে বর্ষে শ্রেণীচতুষ্টয় হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(৬)

নিয়ম ৫। (অ এই নিয়মের শেষ ভাগের "ইনি………হইবেন" কথাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক।

অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল না।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

(আ) দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণী হইতে এক জন সহযোগী সভাপতি বর্ষে বর্ষে নিয়োজিত হইবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(৭)

নিয়ম ৫। (আ) এই নিয়মটী একেবারে উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসান হউক ঃ—

"পাঁচজনের অনধিক সহযোগী সভাপতি।"

অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল না।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

(ই) একজন প্রধান সম্পাদক (Secretary) ও প্রয়োজন হইলে দুই বা ততোধিক প্রধান সম্পাদক ও চারি শ্রেণী হইতে চারিজন সহযোগী (Joint) সম্পাদক এবং প্রয়োজন হইলে এক জন বেতনভোগী সহকারী সম্পাদক নিয়োজিত হইবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(৮)

নিয়ম ৫। (ই) এই নিয়মের "প্রয়োজন হইলে দুই বা ততোধিক প্রধান সম্পাদক ও চারি শ্রেণী হইতে" এই কথাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক ও নিম্ন লিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হউক :—

"একজন প্রধান সম্পাদক ও দুইজন সহকারী-সম্পাদক—তন্মধ্যে প্রয়োজন হইলে শক্তি অনুসারে একজন বেতন ভোগী নিযুক্ত হইতে পারে।

পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইল।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

(ঈ) "কায়স্থ-পত্রিকা" সম্পাদন জন্য সম্পাদকীয় সমিতি গঠন অথবা সভ্যগণ হইতে একজন প্রধান সম্পাদক (Editor) ও একজন সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। প্রয়োজন হইলে উভয় সম্পাদক একাধিক বর্ষজন্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(৯)

নিয়ম ৫। (ঈ) নিয়মের দ্বিতীয় ছত্রের শেষে "সহকারী সম্পাদক" শব্দের পরে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসান হউক :—

"এবং প্রয়োজন হইলে শক্তি অনুসারে একজন বেতনভোগী সহকারী সম্পাদক।"

পরিবর্ত্তিত ভাবে অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৩ বর্ষ } পৌষ—১৩৩১ { ৯ম সংখ্যা

অসমীয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

কায়স্থ ভাস্কর শ্রীশ্রীশঙ্কর দেব অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং মূলগুরু, সেইজন্য তাঁহাকে জগৎগুরু বলা হয়। বর্ত্তমান সময়ে অসমীয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম চারি সম্প্রদায় ভুক্ত, যথা—মহাপুরুষীয়া, দামোদরী, হরিদেবী এবং গোপালদেবী। শঙ্করদেবের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলা হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে "মহাপুরুষীয়া" ধর্ম্ম বলা হয়।

শ্রীমাধবদেব, শ্রীদামোদরদেব এবং শ্রীহরি দেব শ্রীশঙ্কর দেবের নিকট শরণ নিয়া তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং লোকদিগকে শরণ দিয়া মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে দামোদর এবং হরিদেবের শিষ্যেরা তাঁহাদের গুরুর নামানুসারে ধর্ম্মের নাম রাখিলেন "দামোদরী" এবং "হরিদেবী"। কি জন্য এরূপ হইল তাহা দেখান হইতেছে।

বৃদ্ধ বয়সে শঙ্করদেব কোচবিহার রাজ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই তিনি বৈকুণ্ঠ পয়ান করেন। তাঁহার তিরোভাব কালে তাঁহার বড় পুত্র রমানন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। রমানন্দ আশা করিয়াছিলেন তাঁহার পিতার তিরোধানের পর, ধর্ম্মের গদি তাঁহারই হইবে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি পিতার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন, কথা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। শ্রীশ্রীশঙ্কর রমানন্দকে বলিলেন "বৎস! আমার ধর্ম্মের গুরুভার বহন করিতে মাধব ভিন্ন অন্য লোক সমর্থ হইবে না; আমার অবর্ত্তমানে আমার ধর্ম্মরাজ্যের অধিকারী মাধব হইবে।" শ্রীশ্রীশঙ্করের তিরোধানের পর রমানন্দ কামরূপের পৈত্রিক সত্র পাটবাউসীতে চলিয়া আসেন এবং শিষ্যদের নিকট পিতার

আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীশঙ্করদেব নিজ পুত্রকে ধর্ম্ম-রাজ্যের অধিকারী না করিয়া মাধব দেবকে ঐ পদে বরণ করিয়া গিয়াছেন; গুরুর এই ন্যায্য বিচারের জন্য শিষ্যগণ আনন্দিত হইলেন এবং মাধবদেবকে তাঁহাদের কর্ণধার পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলেন। দামোদর এবং হরিদেব জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দামোদর আশা করিয়াছিলেন যে ৺শঙ্কর দেব তাঁহাকেই ধর্ম্ম-রাজ্যের অধিকারী করিয়া যাইবেন; কিন্তু যখন ৺শঙ্কর দেব তাহা না করিয়া মাধবদেবকে ধর্ম্ম-রাজ্যের অধিকারী করিয়া গেলেন; তাহাতে দামোদর মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া মাধবের প্রাধান্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইলেন এবং স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন; হরিদেবও কায়স্থ মাধবের প্রাধান্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইলেন এবং দামোদরের পন্থানুসরণ করিয়া তিনিও স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। দামোদর এবং হরিদেবের তিরোধানের পর তাঁহাদের শিষ্যেরা, তাঁহাদের ধর্ম্ম যে মূল মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মেরই অন্তর্গত তাহা গোপন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের গুরুর নামানুসারে ধর্ম্মের নাম দিলেন "দামোদরী" এবং "হরিদেবী"।

গোপাল দেব নামক জনৈক ব্যক্তি মাধবের শিষ্য ছিলেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ। তাঁহাকে "গোপাল আতা" ও বলা যাইত। মাধবদেব তাহাকে শিষ্য ভজাইয়া গুরুগিরী করিতে অধিকার দেন। তিনি ভবানীপুর নামক গ্রামে সত্র স্থাপন পুর্ব্বক শিষ্য ভজাইয়া মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম বিস্তার করেন। তাঁহার শিষ্যেরাও তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্মের নাম দিলেন "গোপালদেবী"। কিন্তু গোপালদেবীরা এখনও শঙ্কর ও মাধবের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই প্রকারে মূল মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম চারি সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীশঙ্করদেব ও মাধব দেব সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা জানেন, কিন্তু গোপালদেব সম্বন্ধে বঙ্গীয় জনসাধারণ কোন কথা না জানিতে পারেন, সেইজন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে উপস্থিত করা হইতেছে।

শ্রীগোপালদেব (আতা)

আসামের শিবসাগর জিলার গরগাও (বর্ত্তমান নাজিরা) গ্রামে রাজেশ্বর ওরফে (alias) কামেশ্বর নামক একজন কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী

বজ্রাঙ্গীর গর্ভে ১৪৩৬ শকে গোপালের জন্ম হয়। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। আহোম রাজের অত্যাচারেতে বিরক্ত হইয়া গোপাল মাতা সহ উজনী (upper Assam) হইতে কামরূপে আসিয়া বরপেটা সব-ডিভিসনের অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে বাস করেন এবং কোচ-রাজ নরনারায়ণের অনুগ্রহে ভবানীপুরের কুমারদের উপর সর্দ্দারী করিতেন। গোপালদেব মাধবদেবের নিকট শরণ নিয়া তাঁহার নিকটেই বাসা করিয়া কীর্ত্তনে এবং ধর্ম্মালাপে যোগ দিতেন। মাধবের কথার সহিত গোপালের কথা মিলিয়া যায় দেখিয়া মাধব গোপালকে "কথার-সাগর" বলিয়া ডাকিতেন। মাধবের আদেশানুসারে গোপাল দুইবার নিজের বাসাগৃহ অন্য বৈষ্ণবকে ছাড়িয়া দিয়া নিজে নূতন বাসাগৃহ বাঁধিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে মাধব সন্তুষ্ট হইয়া একখানা শাস্ত্র দিয়া গোপালকে বাড়ী যাইতে এবং লোকদিগকে শরণ দিয়া গুরুগিরী করিতে আদেশ দেন। গোপাল ভবানীপুরে সত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নাম প্রসঙ্গ করিয়া থাকিলেন। একদিবস গোপাল হরিকীর্ত্তন করিতে মাধবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মাধব সুন্দরীদিয়া হইতে ভবানীপুরে গিয়া কীর্ত্তন মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। ভবানীপুর হইতে সুন্দরীদিয়া ফিরিবার সময় মাধবের নৌকায় গোপালও আসিয়াছিলেন। মধ্য পথে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টির উপক্রম হইল, গোপাল মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে মেঘ দেবতে! তুমি কিছুকাল বৃষ্টি দিও না"। মাধবদেব তাঁহার শিষ্য গোপাল তাঁহারই সাক্ষাৎ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য উপদেবতাকে উপাসনা করিতেছে দেখিয়া বিরক্ত হইলেন এবং গোপালকে বলিলেন "গোপাল! তুমি আমার নৌকায় আসিবার যোগ্য নহ"। গোপাল তখন নৌকা হইতে জলে নামিলেন, নৌকা চলিয়া গেল। কতদূর গিয়া মাধব শ্রীরাম আতাকে গোপালের খোঁজ লইতে পাঠাইয়া দিলেন এবং তিনি কেমন আছেন, জীবিত কি মৃত, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেও আদেশ দিলেন। শ্রীরাম আতা গিয়া গোপালকে মাধবের প্রশ্ন শুনাইলেন। গোপাল সগর্ব্বে উত্তর দিলেন "আমি তো জীবিত আছি, মরিব কেন?" গোপালের গর্ব্বিত বচন শ্রীরাম আতা মাধবকে বলিলেন। মাধব পুনঃ সেই প্রশ্ন করিতে শ্রীরামকে পাঠাইলেন, এই বারও গোপাল উত্তর দিলেন "গুরু ছাড়িয়া গেলেন বলিয়া আমি মরি নাই; তিনি বৈঠার (oar) পাতা দ্বারা বাহিয়া থাকেন, আমি বৈঠার নাল এবং পাতা দ্বারা বাব"। গোপালের এই কথা শ্রীরাম মাধবকে জানাইলেন, মাধব অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। প্রবাদ আছে গোপাল ইহার পর মাধবের মতের বিপরীতে মত প্রচার করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে গোপালের অনুতাপ আসিল, গুরুর মনে কষ্ট দেওয়া তাঁহার উচিত হয় নাই; গুরুকে সন্তুষ্ট করিতেই হইবে, এই ভাব তাঁহার মনে জাগিল। কিন্তু কি জানি যদি গুরু প্রসন্ন না হন; কি জানি তাঁহাকে পুনঃ গ্রহণ না করেন, এই ভয়ে গোপাল মাধবের সখা নারায়ণ ঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন যেন মাধবকে বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন করান হয়। নগদ ১০০৲ টাকা এবং উপঢৌকন সহ নারায়ণঠাকুরের সঙ্গে গোপাল মাধবের সুন্দরীদিয়া সত্রে গেলেন, গোপাল কীর্ত্তন ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, নারায়ণ ঠাকুর ঘরের ভিতরে গিয়া মাধবকে অনেক বিনয় করিয়া গোপালের দোষ ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং দণ্ড স্বরূপ ১০০৲ টাকা দিলেন। সখা নারায়ণের অনুরোধে মাধব প্রসন্ন হইলেন এবং গোপালকে ঘরের ভিতর যাইতে অনুমতি দিলেন; গোপাল ঘরের ভিতর গিয়া মাধবের চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মাধব প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করিলেন। ইহার পর গোপাল গুরু মাধবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভবানীপুর সত্রে নাম প্রসঙ্গ করিয়া থাকিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

গোপালের শঙ্কর ও মাধবের প্রতি কিরূপ ভক্তি ছিল, তাহা তাঁহার স্বরচিত পদ হইতেই উপলব্ধি করা যায়।

পদ

ছবি—মাধব মাধব প্রাণ, মাধব মাধব আত্মা, মাধব মাধব গুরু ইষ্ট।
মাধব মাধব নাম, সুমরণে সুমঙ্গল, মাধবেসে ইষ্টদেব নিষ্ট ॥
নমো শঙ্করদেব, মাধব সহিতে দুইকো, মোর ইষ্টদেব দুয়ো জন।
মাধবর শিক্ষা ধরি, শুদ্ধভাবে ভজে হরি, বন্দো হেন ভক্তর চরণ ॥

দুলড়ী। গহীন গম্ভীর, গুণর মন্দির, নামত শঙ্করদেব।
পাষণ্ড-মর্দ্দন, করুণা সদন, যাক সম নাহি কেব ॥
শঙ্কর মাধব, অভেদ ঈশ্বর, গুরু নাহি দুইত পরে।
দুই হানো নামর, কীর্ত্তন করিয়া, কৃত্য কৃত্য হৈব নরে ॥

অনেক ব্রাহ্মণ গোপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও অনেক গোপালদেবী ব্রাহ্মণ সত্রাধিকার আছেন। অসমীয়া মহাভারতের অম্বা চরিত্র এবং কর্ণ পর্ব্বের ব্রাহ্মণ কবি বিদ্যা পঞ্চানন গোপালের শিষ্য ছিলেন।

বৃহত নগর তন্ত্রি কারণ যে স্থান ॥

* * *

সেহি নগরত দ্বিজবর আছিলন্ত।
নামে কণ্ঠভরণ যে পরম মহন্ত ॥
তাহান কনিষ্ঠ পুত্রে গুরু গোপালর।
হৃদয়ত ধরি দুই চরণ সুন্দর ॥
সমীপর লোকর আনন্দ মন দেখি।
অম্বার চরিত্র পদবন্ধে থৈলা লেখি
শুনৈ অবিরত লোকে পরম সাদরে
আরো পদ করিবাক অভিনন্দা করে ॥
অম্বার চরিত্র ভণে বিদ্যা পঞ্চাননে।
বোলোঁ হো বিনতি করি শুনা সর্ব্বজনে ॥

(অম্বা চরিত্র)

গুরু গোপালের পাদপদ্ম ধরি মনে।
বোলা রাম রাম ভণে বিদ্যা পঞ্চাননে ॥

(কর্ণপর্ব্ব)

শ্রীবীরহরি দত্ত বরুয়া

বিগত সেন্‌সাসে কায়স্থ

কায়স্থ-জাতি ভারতের প্রাচীনতম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি। এই জাতি বাংগা ব্যতীত সর্ব্বত্রই পদবীতে "বর্ম্মা" শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তাহারা যে ক্ষত্রিয় বর্ণের শাখা তাহা তাহাদের বর্ম্মা পদবীই প্রকাশ করিয়া দিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার কায়স্থগণ কেন যে তাহাদের পদবীতে বর্ম্মা শব্দ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কোন সালে ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা সঠীক জানা যায় না। আবার বাঙ্গালা দেশে ভদ্রশ্রেণী বলিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যকেই বুঝায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যে আদমসুমারী [লোকগণনা বা census] হইয়াছে তাহাতেও এই কথাই আছে—The three castes—Brahman, Baidya and Kayastha—make up the balk of what are known as

the Hindu *bhadralok* classes of Bengal. (Census of India, 1921, VOL. V, ch XI. P 351). এই তিন শ্রেণীর আচার ব্যবহার প্রায় একরূপ; ইহাদের বিদ্যা বুদ্ধিও একরূপ। বিগত গণনায় এই তিন শ্রেণীর লোক সংখ্যা দেখা গিয়াছে যে, বৈদ্য ১০২৯৩১ জন ও ব্রাহ্মণ ১৩০৯৫৩৯ জন এবং কায়স্থ ১২৯৭৭৩৬ জন। এই তিনের শিক্ষা সম্বন্ধে দেখা যায় যে পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে স্ত্রী পুরুষ একত্র ধরিয়া প্রতি মাইলে বৈদ্যের সংখ্যা হাজারে ৬৬২ জন, ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৪৮৪ জন এবং কায়স্থের সংখ্যা ৪১৩ জন শিক্ষিত। অবশ্য বৈদ্যের সংখ্যার ন্যূনতাই তাহাদের মধ্যে অন্য দুই শ্রেণী অপেক্ষা শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক দেখাইবার কারণ। কিন্তু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণে শিক্ষা সম্বন্ধে পাশা পাশি চলিতেছে। বাঙ্গালা দেশের সভ্যতা ও বাঙ্গালার বিশেষত্ব প্রভৃতি দেখিতে গেলে এই তিন জাতি আসিয়া পড়ে। বাঙ্গালায় এই তিন জাতিই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ বর্ণ গুরু, তিনি ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আছেনই; কিন্তু রিজলি সাহেবের অধীনে যে বার লোকগণনা বা সেন্‌সাস্ হয়, সেবার তিনি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছায় জাতির মধ্যে কে উচ্চ কে নীচ তাহা স্থির করিতে যাইয়া কায়স্থকে বৈদ্যের নীম্নে ফেলায়, কুলোচিত সনাতন প্রথা ধর্ম্ম ও দেশাচারের বিরোধী হওয়ায় কায়স্থগণ উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কলিকাতার বৈদ্যগণ তৎকালে তাহাদের পৈতা আছে দেখাইয়া এবং তাহাদের আয়ুর্ব্বেদ পড়িতে হয়, সুতরাং তাহাদের বেদে অধিকার আছে তাহারা বৈশ্য বর্ণ, এই সকল দেখাইয়া কায়স্থের উপরে তাহাদের স্থান ইহা গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দেয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেই সময় গবর্ণমেণ্টকে জাতির মাপ কাটির যে তালিকা দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে বৈদ্যেরা সংস্কৃত ভাষা জানে সুতরাং কায়স্থের উপরে এখন এদের স্থান হওয়া উচিত। যাই হউক বাঙ্গালার কায়স্থগণের তৎকালে পৈতা না থাকায় এবং বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না করায় এবং এদেশের ব্রাহ্মণের কৃপায় সাহেবদিগের চক্ষে ঐ সেন্‌সাসের সময় হইতে ইহারা বৈদ্যের নীচে পড়িয়া গেল। তখন হইতেই ইহারা প্রাচীন গৌরব উদ্ধারে যত্নবান্ হয় এবং তাহার ফলেই কায়স্থগণ তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈদ্যমাত্রেরই উপাধি "গুপ্ত" সুতরাং বৈদ্যগণ তাহাদিগের উপাধিতে 'গুপ্ত' ব্যবহার হইয়া আসিতেছেন এবং এতাবৎকাল বৈশ্যবর্ণ বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। শুনিতেছি এখন নাকি কেহ কেহ উপাধিতে

'গুপ্ত' শব্দ ত্যাগ করিয়া 'সেনশর্ম্মা' ব্যবহার করিয়া নব ব্রাহ্মণ হইতেছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যদিগের সহিত বুঝিবেন। আমাদের এখন আত্মরক্ষার সময় অপরের ক্রিয়াকলাপে দৃষ্টি করিবার অবকাশ নাই।

কায়স্থজাতিকে রিজলি সাহেব ব্রাহ্মণের নীচে স্থান না দিলেও তিনি তাঁহার পুস্তকে লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কায়স্থজাতি তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়াই বলে। এখন বাঙ্গালার কায়স্থগণকে সুধু মুখে ক্ষত্রিয় বলিলে চলিবে না। বাঙ্গালায় এমন কায়স্থ আছে কি যিনি আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন না? কিন্তু ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন উপবীত গ্রহণ না করিয়া সুধু আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করায় ব্রাহ্মণাদি জাতির নিকট কি হাস্যাস্পদ হইতে হইতেছে না? আচারই হইতেছে প্রথম ধর্ম্ম; সুতরাং ব্রাহ্মণের ন্যায় পৈতা ধারণ একটি প্রধান আচার 'ইহা ধারণ না করিলে কি করিয়া' আচারবান্ হওয়া যায়। আর আচার বজায় না রাখিলে ধর্ম্ম বজায় বা কি করিয়া থাকে। কোথায় কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণে তৎপরতা দেখাইবেন, না সেখানে এবারকার সেন্‌সাসের রিপোর্টে পাওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বের ন্যায় কায়স্থেরা আর ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছে না—The better educated classas are beginning to take a more sensible view of the intention and objects of the census, for the agitation of the Kayasthas to be returned as Kshattriyas is much less than that it used to be'. (Census of India 1921 VOL V. Bengal Part 1 ch XI Page 349) ইহা আমাদের শুভ লক্ষণ নহে। ভারতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিতে এখন এই কায়স্থ ব্যতীত অন্য আছে কি না সন্দেহ, সেই অবস্থায় কায়স্থ মাত্রেরই উপনয়ন গ্রহণ পূর্ব্বক সদাচার পালন যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহা বিশেষ করিয়া বলার আবশ্যক নাই, তাহা বোধ করি প্রত্যেক কায়স্থই অনুভব করিতেছেন। আর এক কথা, যখন অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থগণ উপবীতধারী তখন বাঙ্গালার কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণে উদাসীন থাকা আদৌ কর্ত্তব্য নহে কিংবা যুক্তিযুক্ত নহে।

এই সেন্‌সাস্ রিপোর্টে আমরা আর এক ভীষণ ব্যাপার দেখিতেছি। ৩৩টি জাতি আপনাকে কোন না কোন জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে! তন্মধ্যে কচারু (Kacharu) জাতি, ময়রাজাতি এবং মেদিনীপুরের কান্তজাতি (এই কান্তজাতি বোধ হয় আর অন্য জেলায় নাই)

আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এ সম্বন্ধে সেন্‌সাস্ রিপোর্টে পাওয়া যাইতেছে—"The claims in group C and D are ones which would associate lower castes with the Baidyas or Kayasthas and could only operate to vitiate the satistics." (P 348)

কাস্ত সম্বন্ধে "The reason for the reduction would appear to be that individuals of the caste have returned themselves as Kayasthas" (P 355–356).

এবার কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে যে, "The Kayasthas now number 1,297,736 and, according to the censas returns, have increased by 16·5 per cent, since 1911, anh by 31·8 per cent since 1901, but this increase has been exaggerated for there is no doubt that individuals of other castes, especially Sudras and Baruis, returned themselves as Kayasthas who certainly were nothing of the sort" (P 356.) অর্থাৎ শূদ্র ও বারুই জাতির অনেকে কায়স্থ বলিয়া 'সেন্‌সাস্ রিটার্নে' পরিচয় দেওয়ায় কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু ইহারা কেহই কায়স্থ নহে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাইতেছে যে অন্যান্য জাতি কায়স্থ হইতে চেষ্টা করিতেছে, অনেক জারজ ব্যক্তিও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, সুতরাং আমাদিগকে—বাঙ্গালার কায়স্থ জাতিকে বিশুদ্ধ থাকিতে হইলে, আমাদের কায়স্থের এক 'সেন্‌সাস্' করা আবশ্যক। এই 'সেন্‌সাস্' করা বহু ব্যয় সাধ্য। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা এই 'সেন্‌সাস্' করিবার প্রকৃত অধিকারী; কিন্তু এই সভা নিতান্ত দরিদ্র, সুতরাং ইহার পক্ষে এই কার্য্য একেবারেই অসম্ভব। এই সভার যদি আর্থিক সচ্ছলতা থাকিত তাহা হইলে এই সভা বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় এক জন করিয়া প্রচারক পাঠাইত এবং তাহাদের দ্বারা 'সেন্‌সাস্' করিতে পারিত; কিন্তু তাহা যখন হইতে পারিতেছে না, তখন ইহ করিবার, আর এক উপায় আছে, সে উপায় হইতেছে যে যদি প্রত্যেক কায়স্থ একটু কষ্ট করিয়া তাঁহার এবং স্বগ্রামস্থ কায়স্থগণের বংশাবলী ও বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া সভায় পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে এ কার্য্য সম্ভব হয়।

কায়স্থ জাতি ভারতের এক বিরাট অংশ। এ জাতিকে বাদ দিলে ভারতের

বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতার বড় বিশেষ কিছু থাকে না। সুতরাং এজাতি কি ভারতে কি বাংলায় উপেক্ষণীয় নয়। শুধু বাংলার নয় ভারতের কল্যাণের জন্য এ জাতিকে বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে। এ জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি না হইলে ভারতের কল্যাণ হইবে না, সেই জন্য এ জাতিকে উন্নত করিতেই হইবে, ইঁহাদের লুপ্ত ক্ষাত্রবীর্য্য, জাগরিত করিতেই হইবে। অতএব হে বাঙ্গালী কায়স্থ ভ্রাতাগণ, আর মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিও না, স্বার্থান্ধ প্রতারকগণের কুহকে ভুলিও না, আপনার দুর্ব্বলতা পরিহার কর; উঠ—জাগ—তুমি—কে—কোন মহাবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ দেখ—আপনার স্বরূপ অবলোকন কর—আপনার ক্ষত্রতেজে জগৎকে পুনরায় বিমুগ্ধ কর।

সম্পাদকীয়

কাশীদাসের ঢাকুরী।

গত ১৩২৮ সালের কায়স্থসমাজ-পত্রিকায় 'বারেন্দ্র কায়স্থ' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন আমার 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' রাজন্যকাণ্ডে প্রকাশিত কাশীদাসী ঢাকুরের আলোচনা করিয়া উঁহা "কৃত্রিম ও আধুনিক রচনা" প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ দিকে 'কায়স্থ-পত্রিকায়' শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় প্রভাস বাবুর উক্ত 'বারেন্দ্র কায়স্থ' শীর্ষক প্রবন্ধের সবিস্তার প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রবন্ধে দুই এক স্থলে কাশীদাসী ঢাকুরের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করায় প্রভাস বাবু ক্ষুব্ধ হইয়া "রাজন্যকাণ্ডে কাশীদাসী ঢাকুর" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। এই প্রবন্ধে কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয়ের মূল প্রবন্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ কোন বিশেষ আলোচনা না থাকায়, বরং বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত প্রবন্ধেরই সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি থাকায় পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় উহার যথাযথ উত্তর দিবার জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। ১৩২৮ সালে 'কায়স্থ সমাজ-পত্রিকায়' প্রভাস বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কেহ কেহ আমার মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে আমার পীড়া অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় এবং শয্যাগত থাকায় কোন প্রকার উত্তর দান আমার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল-

না। বিশেষতঃ আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া হয়ত প্রভাস বাবু কলিকাতা অবস্থান কালে আমার সহিত অবশ্যই দেখা করিবেন এবং সাক্ষাতে আলোচনা করিয়া আমার মন্তব্য প্রকাশ করিব। তিনি বর্ত্তমান প্রবন্ধে "শ্রদ্ধেয় বন্ধু" বলিয়া আমায় পরিচিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু পাঁচ বর্ষের উপর সঙ্কটাপন্ন কঠিন পীড়ায় অধিকাংশ সময় শয্যাগত থাকিলেও একখানি পত্র লিখিয়া আমার স্বাস্থ্য-সংবাদ লইবার তাঁহার আদৌ সুবিধা ঘটে নাই। যাহা হউক তজ্জন্য আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি। কিন্তু তাঁহার কার্য্যের দ্বারা আমি অতিমাত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। ১৩২১ বঙ্গাব্দে আমার "রাজন্যকাণ্ড" প্রকাশিত হয়, তাহার দুই বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দর্শন করিবার জন্য যৎকালে আমি বগুড়ায় গিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে সময় তাঁহার এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করি নাই। তিনি কাশীদাসী ঢাকুরের যে সকল পদ্য কৃত্রিম বলিয়া আলোচনা করিতেছেন, সেই সকল পদ্য তিনি আমার নিকট হইতে পাঠ করিয়া বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি এবং তাঁহার ন্যায় অনেক বারেন্দ্র সজ্জন আমার প্রস্তাবিত রাজন্যকাণ্ডে উক্ত কুলগ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় শিক্ষিত বারেন্দ্র সমাজের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াই কাশীদাসী ঢাকুরের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। বারেন্দ্র কায়স্থ-তত্ত্বজ্ঞ স্বর্গীয় কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় একাধিক বার কাশীদাসী ঢাকুরের পুঁথিখানি লইয়া গিয়া সমস্ত বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার জামাতা উকিল প্রসন্ননাথ রায় মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত 'নব্যঢাকুর' বর্ণিত বংশাবলীর পূর্ব্ব বংশাবলী ঠিক করিয়া লইবার জন্য উক্ত পুঁথি-খানি লইয়া গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সঙ্কলিত সুবৃহৎ ঢাকুর গ্রন্থ প্রকাশিত হইল না। তাহা হইলে বোধ হয় আমাকে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইত না। এরূপ স্থলে প্রভাস বাবু কিরূপে লিখিলেন যে আমি তাঁহাকে পুঁথি দেখাই নাই? তিনি ১৩২১ সালের পর আমার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ও তাঁহার এক আত্মীয়কে কারামুক্ত করিবার উপলক্ষে আসিয়া আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তৎকালে কুলগ্রন্থের কোনও কথাই উঠে নাই। জানি না কি হেতু অকস্মাৎ আমার সেই বিশেষ পীড়িত অবস্থায় আমাকে কিছু না জানাইয়া, এরূপ বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিলেন। সম্প্রতি কাশীদাসী-ঢাকুর সম্বন্ধে তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

'বারেন্দ্র কায়স্থ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে নগেন্দ্র বাবুর রাজন্যকাণ্ডে উদ্ধৃত দাস, দেব, নন্দী, চাকী, নাগ বংশের পরিচয় সূচক উক্ত বাঙ্গালা পদ্যগুলি যে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও আধুনিক রচনা, তাহা যদুনন্দনী ঢাকুরের সহিত তুলনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছি।

"যদুনন্দনের ঢাকুরী প্রায় ১৫০ দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত। তাহার প্রায় ১০০ একশত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত—বাণেশ্বরের ঢাকুরীতে কাশীদাসী ঢাকুরের উল্লেখ নাই। যদুনন্দনই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার ঢাকুরীতে কাশীদাসের কুলজির উল্লেখ করিয়াছেন। যদুনন্দন তাঁহার ঢাকুরীতে লিখিয়াছেন যে তিনি কাশীদাসের ঢাকুরীকে আদর্শ করিয়া তাহার ঢাকুরী রচনা করিয়াছেন।

"যদুনন্দন উক্ত কাশীদাসী ঢাকুরের রচনাকাল ও গ্রন্থের আয়তন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"কুবঞ্চ নগরে বাস নাম কাশীদাস।
কুলে সুপ্রধান বটে উত্তম সমাজ॥
যবে আদিশূর রাজা মহা যজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ-ব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ-কায়স্থ আইলা॥
তাহাতে কুলজি সৃষ্টি কৈলা দাসবর।
বল্লাল মর্য্যাদা পরে হৈল বহুতর॥
সেই আদবের মত লিখিনু চলিয়া।
ইথে অপবাদ মম লইবে ক্ষমিয়া॥

* * * * *

সাড়ে তিনশত পাত করণ বর্ণন।
লিখিতে অসাধ্য হয় শুন সাধুজন॥"

(কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় প্রকাশিত যদুনন্দনী ঢাকুর)

অর্থাৎ বল্লাল-মর্য্যাদার পূর্ব্বে কুবঞ্চনগর বাসী কাশীদাস সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী কুলজি রচনা করেন।

"এক্ষণে পাঠক দেখিতেছেন যে (১) যদুনন্দনের কাশীদাসী বল্লাল-মর্য্যাদা স্থাপনের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত ও ইহা ৩৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী ছিল।" (২) নগেন্দ্রবাবুর কাশীদাসী নগেন্দ্রবাবুর স্বীকারোক্তি অনুসারেই ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত। এতদ্ব্যতীত (৩) যদুনন্দন কাশীদাসী অবলম্বন

করিয়া যে ঢাকুরী রচনা করিয়াছেন বলিয়া বলেন—যদুনন্দনের সেই ঢাকুরীর সহিত নগেন্দ্র বাবুর রাজন্যকাণ্ডে উদ্ধৃত কাশীদাসীর মিল নাই।"

প্রভাস বাবু যে সকল যুক্তি দ্বারা রাজন্যকাণ্ডে বর্ণিত কাশীদাসীর ঢাকুরী কৃত্রিম বলিয়া স্থির করিয়াছেন, দেখা যাউক তাঁহার ঐ সকল যুক্তি কতটা গ্রাহ্য?

যদুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী বাণেশ্বরের ঢাকুরীতে কাশীদাসের প্রসঙ্গ না থাকায় কাশীদাসকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আমি নানা জাতির ২।৩ শত কুলগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, দুই এক খানি ব্যতীত সকল কুলগ্রন্থেই পূর্ব্ববর্ত্তী কুলজীর কোন উল্লেখ নাই। যদুনন্দনের উক্তি হইতেই কাশীশ্বর দাস যে ঢাকুরী রচনা করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু প্রভাস বাবু যদুনন্দনের মুদ্রিত ঢাকুর হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে কাশীদাস বল্লালসেনের কুলমর্য্যাদা স্থাপনের পূর্ব্বে যে বিদ্যমান ছিলেন ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কখনই স্বীকার করা যায় না। আমি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত ৪খানি যদুনন্দনী ঢাকুরের পুথি মিলাইয়া দেখিয়াছি যে পরস্পর পুথিতে যথেষ্ট পাঠ বৈষম্য আছে ও কোন পুথিতে আধুনিক বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। তাহাও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রভাস বাবু মুদ্রিত পুথি হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—একখানি পুথিতে তাহার এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়—

"রাঢ়ে গৌড়ে বঙ্গে যবে মহাযজ্ঞ হৈল।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ কত তবেত আসিল॥
তাহা হতে কুলকথা কৈল কাশীশ্বর।
বল্লালের মরজাদা তার বহুপর॥"

উপরোক্ত পাঠ হইতে মনে হয় যে রাঢ়, গৌড়, বারেন্দ্র এবং বঙ্গে যখন যখন মহাযজ্ঞ হইয়াছিল, কত ব্রাহ্মণ ও কত কায়স্থ সেই সময় উক্ত স্থানে আসিয়াছিলেন, কাশীশ্বর সেই সকল কায়স্থের কথাই লিখিয়াছেন। সেই সেই ঘটনার পর বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ—যদুনন্দনের মতে বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনের পূর্ব্বতন ঘটনা লইয়াই কাশীদাস "করণ-বর্ণন" বা ঢাকুর রচনা করেন। যদুনন্দন তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়া পরবর্ত্তী কুলকথা অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যদুনন্দন বা বাণেশ্বর কেহই আদিশূরের কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। এরূপস্থলে রাজন্যকাণ্ডে উদ্ধৃত ঢাকুরের সহিত যদুনন্দনের কথার কোথাও অমিল দেখিতেছি না। বল্লালসেনের সময়ে এদেশে কায়স্থ সমাজে চারি পৃথক্

শ্রেণী গঠিত হয়। তৎপূর্ব্বে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না। কাশীদাসের ঢাকুর হইতে শ্রেণী বিভাগের পূর্ব্বতন সমাজের চিত্র দেখিতে পাই। কাশীদাসী ঢাকুরে সাড়ে সাতঘরী পটীভুক্ত বারেন্দ্র-কায়স্থ সমাজের কোন উল্লেখ নাই। যে ৫ ঘরের আদি পরিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে কে বড় কে ছোট তাহারও কোন কথাই নাই। বরং কাশীদাসের—

"নন্দী সেন গুহ সনে ছিল যবে সানন্দ মনে
স্বজাতি সমাজে বহমান।"

ইত্যাদি উক্তি হইতে কাশীদাসের সমাজচিত্র কিছু কিছু বুঝা যায়। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে উৎকীর্ণ দামোদরপুরের তাম্রশাসন এবং ঐ সময়ের অল্পপরে ফরিদপুর-গাগ্রাহাটী হইতে উৎকীর্ণ তিনখানি তাম্রশাসন পাঠ করিলে সেন, ঘোষ, দত্ত, চন্দ্র, পালিত, দেব, দাস, নাগ প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণ সেই প্রাচীনকালে কিরূপ সম্মানিত ছিলেন, তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কাশীদাসের ঢাকুরীতে তাহাই যেন সমর্থিত হইয়াছে। আজকাল বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের দোহাই দিয়া কেহ কেহ কুলজীগুলিকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু উক্ত তাম্রশাসনের সমসাময়িক উক্তি কোন বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক উড়াইয়া দিতে সাহসী হইবেন না। আমার সংগৃহীত কাশীদাসের ঢাকুরী খণ্ডিত পুথির লিপি দেখিয়া প্রায় ৩ শত বর্ষের প্রাচীন মনে করিয়াছি। আমার এই অনুমান মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু যতদিন না আর একখানি কাশীদাসী ঢাকুরের পুথির দ্বারা আমার সংগৃহীত পুথিখানি কৃত্রিম বলিয়া প্রতিপন্ন না হইবে, ততদিন আমার সরল বিশ্বাসকে উড়াইয়া দিতে পারি না, সকল কুলজীই যে আদি ও অকৃত্রিম আমি তাহা কখনই স্বীকার করি না। সাময়িক প্রমাণ দ্বারা যখন যে কুলগ্রন্থের কথা উল্টাইয়া গিয়াছে, আমি সমসাময়িক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সেই সেই স্থলে আমার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিয়াছি। কাশীদাসী ঢাকুরী সম্বন্ধেও আমার সেই কথা। আমি নিজে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। বারেন্দ্র কায়স্থগণের কএক ঘরকে বাড়াইবার জন্য কাশীদাসী ঢাকুরী উদ্ধৃত করিয়াছি, এরূপ যিনি মনে করেন আমি তাঁহার ভ্রান্ত ধারণার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিতেছি।

যদুনন্দন তাঁহার সংক্ষিপ্ত ঢাকুরে লিখিয়াছেন—

"বাহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা।
নবশ চৌয়ান শকে না ছিল একদা॥"

অথাৎ ৯৯৪ শকে অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দে বারেন্দ্র নন্দীবংশে কুড়ি পুরুষ হইয়াছিল, তৎকালে বল্লালী কুলমর্য্যাদা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

যদুনন্দন আরও লিখিয়াছেন—

"চতুর্বিংশতি পুরুষ ভৃগু অবধি করিয়া।
উত্তম মধ্যম কার্য্য যাইছে চলিয়া।"

অর্থাৎ নন্দীবংশে ভৃগুনন্দী পর্য্যন্ত চব্বিশ পুরুষ উত্তম মধ্যম কার্য্য হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য বল্লালসেনের সমসাময়িক এই ভৃগুনন্দীর সময়েই বারেন্দ্র সমাজে পটী বন্ধন হয়। এরূপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে ভৃগুনন্দীর উর্দ্ধতন ২৪ পুরুষের পরিচয় যদুনন্দন জানিতেন, কিন্তু তিনি সেই সকল পূর্ব্বপুরুষের নাম উদ্ধৃত করেন নাই, কাশীদাসই তাঁহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, যদুনন্দন তাই কাশীদাসীর "সাড়ে তিনশত পাত করণ বর্ণনের" দোহাই দিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে বেশ দেখা যাইতেছে যদুনন্দনের বর্ণনার সহিত আলোচ্য কাশীদাস ঠাকুরের কোথাও অনৈক্য নাই।

মাসাধিক হইতে আমার পীড়া অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছাদি উপসর্গে আমাকে মরণের পথে লইয়া যাইতেছে, চিকিৎসকেরা আমাকে সকল কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিতে উপদেশ দিতেছেন। একারণ ইচ্ছা থাকিলেও উপস্থিত আর অধিক কিছু বলিতে পারিলাম না। মা জগদম্বার কৃপায় যদি সুস্থ বোধ করি ভবিষ্যতে অপরাপর বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ

(১৩২৫ সালের ১৩০ পৃষ্ঠার পর)

(৭)

গোত্র ও প্রবর।

আদিশূর পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। গু+ত্রৈ=গোত্র। গু ধাতুর অর্থ বেষ্টন করা এবং ত্রৈ অর্থ রক্ষা করা। কুল বেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করা অর্থাৎ অমুক হইতে অমুক পর্য্যন্ত অমুক গোত্র বা অমুক কুল সম্ভব; ইহা ঠিক রাখিবার উপায় মাত্র।

গু+ত্রৈ=। গো অর্থ গতি+ত্রৈ অর্থ রক্ষা করা অর্থে গতিকে যে রক্ষা করে, বংশের গতি যদ্দারা রক্ষিত হয় অর্থাৎ বংশের ধারা যদ্দারা রক্ষিত হয় বা ঠিক রাখা যায়। আমি কোন বংশে জন্মিয়াছি তাহা যে উপায়ে সহজে জানা যায় তাহার নাম গোত্র।

আমি কাশ্যপ গোত্র বলিলে কশ্যপ ঋষি হইতে আমি পর্য্যন্ত কাশ্যপ গোত্র হইলাম। ইহাতে কশ্যপ ঋষি হইতে আমি পর্য্যন্ত বেষ্টিত বা রক্ষিত হইলাম। তাই আমি কাশ্যপ গোত্র অর্থাৎ কশ্যপ বংশের সন্তান্।

পুরোহিতের গোত্র দ্বারা ক্ষত্রিয়ের গোত্র নির্দ্দিষ্ট হইত। আশ্বলায়ণ শ্রৌতসূত্রে লিখিত আছে। "পুরোহিত প্রবরো রাজ্ঞাং।"

যেখানে গরু রক্ষা করা যায়, তাহার নামও গোত্র বা গোশালা*। এক এক দলপতির এক এক গোত্র বা গোশালা ছিল। যাহারা যে গোত্রে দলপতির সহিত বাস করিতেন, দলপতির নাম অনুসারে তাহারা সেই গোত্রের লোক বলিয়া পরিচয় দিত। যথা কশ্যপ ঋষির ভৃত্য কাশ্যপ গোত্র। কাশ্যপ গোত্র বলিলেই ব্রাহ্মণেতর জাতিকে কশ্যপ ঋষি বা তদ্বংশীয় কোন ঋষির গোত্র বা দলের লোক বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে গোত্র প্রচলিত থাকা জানা যায়।

বোধায়ন সূত্র মতে আট জন ঋষি গোত্রপ্রবর্ত্তক ছিলেন—(১) বিশ্বামিত্র (২) জমদগ্নি, (৩) ভরদ্বাজ, (৪) গৌতম, (৫) অত্রি, (৬) বসিষ্ঠ, (৭) কশ্যপ, (৮) অগস্ত্য।

কিন্তু এখন আরও অনেক গোত্র দেখা যায়। তাহার কারণ এই আট জনের অপত্যগণের মধ্যে অনেকেই গোত্রকার হইয়াছেন। যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইতে পারিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নামে গোত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের অনেকের নাম গোত্রকারের মধ্যে পাওয়া যায় না, প্রবর মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয়, যিনি যেখানে গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেখানে নিজ বংশ মধ্যে স্বনামে হয় গোত্র না হয় প্রবর প্রচলিত করিয়াছেন।

আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন তাঁহাদের গোত্র ও প্রবর—

১। কাশ্যপ গোত্র—প্রবর=কাশ্যপ, আবৎসার, নৈধ্রুব।

---

* "গবাং গোত্রমুদসৃজো" ঋগ্বেদ ২।২৩।১৮ ঋক।

"গোত্রা গবামংগিরসো" ঋগ্বেদ ৬।৬৫।৫ ঋক।

২। শাণ্ডিল্য গোত্র—প্রবর = শাণ্ডিল্য, আসিত, দৈবল।

৩। বাৎস্য গোত্র—প্রবর = ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন।

৪। সাবর্ণ গোত্র—প্রবর = ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন।

৫। ভরদ্বাজ গোত্র—প্রবর = আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।

এই পঞ্চ গোত্রের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রই মূল গোত্র। ইহা কশ্যপ ঋষি হইতে প্রবর্ত্তিত। শাণ্ডিল্য গোত্র মূল কিনা বলা যায় না। অন্য ৩টী গোত্রই মূল গোত্র নহে। প্রবর দ্বারা মূল গোত্র জানা যায়।

"প্রবরের উৎপত্তি সম্বন্ধেও মুনিগণ এক মত নহেন। কাহারও মতে যজ্ঞ কালে যে গোত্র যে ঋষিকে বরণ করিতেন, সেই গোত্রের সেই ঋষি প্রবর। আবার কেহ বলেন, যখন এক নামে অনেক গোত্র চলিল, তখন প্রত্যেক গোত্রের বিশেষ করিয়া পরিচয় দিবার জন্য সেই সেই গোত্রের ব্যাবর্ত্তক প্রধান প্রধান ঋষিকে লইয়া প্রবর স্থির হইল। সেই জন্য এক এক গোত্রে অনেক গুলি করিয়া প্রবর দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গোত্রে যত গুলি প্রবর নির্দ্দিষ্ট আছে, ভিন্ন গোত্রের মধ্যে তাহার একটী প্রবর উক্ত থাকিলেও পরস্পরের বিবাহ হইবে না, ইহাই নিয়ম। তদবধি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ নিয়ম করিলেন, সগোত্রে বা সমান প্রবরে বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণ সমাজ চ্যুত হইবেন। সুতরাং গোত্র ও প্রবরের পরিচয় না দিলে কোন ব্রাহ্মণই সমাজে পরিচিত হইতে পারিতেন না।"*

একটি প্রবর মিলিলেও বিবাহ হইবে না, একথা ঠিক নহে। বিভিন্ন গোত্রে এক নামের ঋষি থাকিতে পারে, সুতরাং গোত্রানুসারে বিবাহ হয়। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মধ্যে "ঋষভ বৈরাজ" ও "ঋষভ বৈশ্বামিত্র" আছেন, ইহারা এক নহেন। "দেবরাজ বৈশ্বামিত্র" ও "দেবরাত ভারত" এক ব্যক্তি নহেন। "পুরুদেশ দৈবদাসী" ও "প্রতর্দ্দন কাশিরাজ দৈবদাসীর" মূল পুরুষ এক দিবোদাস নহেন। ইহারা এক গোত্রের না হইলেই পরস্পর বিবাহ চলিবে। এই কারণে যাহাদের প্রবর শাণ্ডিল্য, আসিত, দৈবল, তাঁহাদের সহিত কাশ্যপ, আসিত, দৈবল প্রবরের লোকের বিবাহ হইতে পারে। ইহারা একবংশীয় নহেন। কাশ্যপ গোত্রে নৈধ্রুব প্রবর আছে, ভরদ্বাজ গোত্রে নৈধ্রুব প্রবর আছে, অথচ ইহাদের বিবাহ হয়। কারণ এই দুই নিধ্রুব দুই বংশের নামের সাদৃশ্য মাত্র। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মধ্যে "নিধ্রুবি কাশ্যপ" দেখিতে পাই। অপর নিধ্রুব হইতে ইহাকে পৃথক্

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ কাণ্ড প্রথম অংশ ৫১ পৃষ্ঠা।

বুঝাইবার জন্যই এরূপ লিখিত হইয়াছে। শাণ্ডিল্য গোত্রের আসিত ও দেবল এবং কাশ্যপ গোত্রের আসিত ও দেবল এক নহে, ভিন্ন গোত্র সুতরাং প্রবরের নাম এক হইলেও ইহারা ভিন্ন গোত্রের ব্যক্তি এইজন্য ইহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলিতে পারে।

প্র—সর্ব্বতোভাবে—বর (বৃধাতু আবরণ করা অর্থে) আবৃত করা অর্থাৎ যাহা সর্ব্বতোভাবে আবৃত করে। মূল গোত্রকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করে বলিয়াই ইহার নাম প্রবর। অর্থাৎ প্রবরের নাম শুনিলেই মূল গোত্র ও শাখা গোত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়, মূলগোত্রান্তর্গত বিশেষ বিশেষ পুরুষের নাম প্রবর মধ্যে গৃহীত হয়। এই প্রবরান্তর্গত বিশেষ বিশেষ পুরুষের নামের দ্বারা সেই গোত্রের শাখা-গোত্রের বিষয়ও জানা যায়। প্রবরভুক্ত সকল ঋষি গোত্রকার নহেন। ইহাতে অনুমান হয়, প্রবরভুক্ত ঋষিগণ অন্যত্র উপনিবিষ্ট হইয়া প্রবর ভুক্ত হইয়া থাকিবেন। অর্থাৎ দল ছাড়িয়া বা সমাজ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিলেও গোত্র দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়াছেন। যথা—

১। কাশ্যপ গোত্রের ৩টী প্রবর—(১) কাশ্যপ, (২) আবৎসার, (৩) নৈধ্রুব। এই তিনটী প্রবর দ্বারা কি বুঝিলাম? বুঝিলাম, (১) কাশ্যপ গোত্র মূল গোত্র, কশ্যপ ঋষি দ্বারা ইহা প্রবর্ত্তিত, ইনি মরীচি ঋষির পুত্র এবং মন্ত্রদ্রষ্টা। তাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ মধ্যে ইনি "কশ্যপ মারীচ" নামে উক্ত হইয়াছেন।

(২) আবৎসার কশ্যপ ঋষির বংশজাত কোন ঋষি হইবেন, ইনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া "অবৎসার কাশ্যপ" নামে উক্ত হইয়াছেন। ইনি প্রবর ভুক্ত হইয়া "প্র" সর্ব্বতোভাবে গোত্র দ্বারা বর অর্থাৎ আবৃত হইয়াছেন। তাই প্রবর মধ্যে নাম দেখিলেই বুঝা যায়, ইনি কাশ্যপ গোত্রীয়। অথবা প্র সর্ব্বতোভাবে—বর উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু গোত্র প্রবর্ত্তন করেন নাই। তাই আমরা আবৎসার গোত্র পাই না, প্রবর মধ্যে তাঁহাকে পাই। তখন হয় ত ইহার বংশের কাশ্যপ ও আবৎসার এই দুই প্রবর ছিল।

(৩) আবৎসার বংশ আবার তিন শাখা-গোত্রে বিভক্ত হইলে তৎসহ এই তিন শাখার বিশেষত্ব জ্ঞাপক তিনটী প্রবর যুক্ত হইয়াছে যথা—

১। কাশ্যপ, আবৎসার, আসিত।

২। কাশ্যপ, আবৎসার, নৈধ্রুব।

২

৩। কাশ্যপ, আবৎসার, রৈভ্য।

সম্ভবতঃ নিধ্রুব এবং রেভ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া গোত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের নামে গোত্র দেখা যায়, এবং তাঁহারা যে কশ্যপ ঋষির বংশীয় অবৎসারের বংশ তাহা প্রবর দ্বারা বুঝা যায়। অসিত গোত্র প্রবর্ত্তক ছিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি মূল স্থানেই ছিলেন, তাই মূল কাশ্যপ গোত্র নিধ্রুব ও রেভ গোত্র হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্য অসিত প্রবরভুক্ত হইয়াছিলেন। তাই মূল কাশ্যপ গোত্রের কাশ্যপ, আবৎসার ও আসিত এই তিন প্রবর দেখা যায়।

আবৎসার, অসিত, নিধ্রুব এবং রেভ দ্বারা এই বংশ সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়াছে বলিয়া প্রবরে ইহাদের নাম ভুক্ত হইয়া থাকিবে, ইহারা সকলেই মন্ত্রদ্রষ্টা।

২। শাণ্ডিল্য গোত্রের ৩ টি প্রবর যথা—(১) শাণ্ডিল্য, (২) আসিত, (৩) দৈবল। এখানে শাণ্ডিল্য ঋষি মূল। আর এক শাণ্ডিল্য ঋষি ছিলেন, তিনি কশ্যপ বংশীয়। তাঁহার প্রবরের নাম (১) কাশ্যপ, আসিত, দৈবল। শাণ্ডিল্য গোত্র ও কাশ্যপ গোত্রে বিবাহ হয়, এ স্থলে ঠিক রাখিতে হইবে যে, যে শাণ্ডিল্য গোত্রের শাণ্ডিল্য, আসিত ও দৈবল এই তিন প্রবর, কেবল তাঁহার সহিতই কাশ্যপ গোত্রের বিবাহ হয়, যে শাণ্ডিল্য গোত্রের কাশ্যপ, আসিত ও দৈবল এই তিন প্রবর, তাহাদের সহিত কাশ্যপ গোত্রের বিবাহ হইবে না। বঙ্গদেশে যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার শাণ্ডিল্য, আসিত ও দৈবল এই ৩ প্রবর। তজ্জন্যই কাশ্যপ গোত্রের সহিত তদ্বংশীয়দিগের বিবাহ চলে। এইরূপে প্রবর দ্বারা মূল গোত্র ধরা পড়ে।

এই দুই শ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রের ৩ প্রবর মধ্যে আসিত ও দৈবল এই দুইটী প্রবর আছে। মন্ত্রকৃৎ ঋষিদিগের মধ্যে, "অসিত কাশ্যপ" এবং "দেবল কাশ্যপ" এই দুই নাম পাওয়া যায়। মন্ত্রকৃৎ ঋষিদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য নাম পাওয়া যায় না বা "অসিত শাণ্ডিল্য" কি "দেবল শাণ্ডিল্য" নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান হয় শাণ্ডিল্য নামে কোন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন না, কোন উপনিবিষ্ট শাণ্ডিল্য হইতে পারেন।

শাণ্ডিল্য নামে একজন উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও আছে। মনু বলিয়াছেন*—

---

* সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ১৭

"সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে খ্যাত। এই ব্রহ্মাবর্ত্ত মধ্যে "হর্দ্দয়" প্রদেশের চারিদিকে শাণ্ডিল্য নাম ধ্বনিত। এখানকার প্রধান তহশিল শাণ্ডিল্য। এখানকার সর্ব্বপ্রধান পরগণার নাম শাণ্ডিল্য। প্রধান রেলওয়ে ষ্টেসনের নাম শাণ্ডিল্য। এই জেলার সর্ব্বপ্রধান তড়াগের নাম শাণ্ডি—ইহা শাণ্ডিল্যেরই সংক্ষিপ্ত আকার মাত্র। এই হর্দ্দয় প্রদেশে কেবল কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদিগের বাস—অন্য কোনও ব্রাহ্মণ নাই।" *

এই বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে শাণ্ডিল্য নামক কোন একজন শক্তিশালী পুরুষ এই প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইনিই মূল গোত্র প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য হইবেন। কাশ্যপ গোত্রীয় শাণ্ডিল্য তত প্রসিদ্ধ ছিলেন না বলিয়া বোধ হয়।

৩। বাৎস্য গোত্রে প্রবর ৫টী—(১) ভার্গব, (২) চ্যবন, (৩) আপ্নবান, (৪) ঔর্ব্ব, (৫) জামদগ্ন্য। ভার্গব অর্থ ভৃগু সম্বন্ধীয়। অতএব বাৎস্য গোত্রের প্রবর্ত্তক বৎস ঋষি ভৃগু বংশীয় হইবেন। মূল গোত্রকার ভৃগু ঋষি।

৪। সাবর্ণি গোত্রেরও উপরি উক্ত ৫ প্রবর। এইজন্য সমান প্রবর হেতু এই উভয় গোত্রে বিবাহ হয় না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, এই দুই গোত্র এক ভৃগু বংশীয়। সাবর্ণি ঋষি ভৃগু-ঋষিরই অধস্তন কোন পুরুষ হইবেন।

৫। ভরদ্বাজ গোত্রের ৩ প্রবর—(১) আঙ্গিরস, (২) বার্হস্পত্য, (৩) নৈধ্রুব। এই তিন প্রবর মধ্যে ভরদ্বাজের নাম নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে ইনি মূল গোত্র-প্রবর্ত্তক নহেন। প্রবর দেখিয়া বুঝিতেছি, ইনি আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরা ঋষির বংশজাত। এই অঙ্গিরা ঋষির গোত্রে ভরদ্বাজ প্রবর যুক্ত তিনটী শাখা-গোত্র দেখা যায়—

(১) ভরদ্বাজ গোত্র—প্রবর ৩ টী যথা—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ।

(২) ঋক্ষ গোত্র—প্রবর ৫টী যথা—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, বান্দন, মাতবচস্।

(৩) গর্গ গোত্র—প্রবর ৫ টী যথা—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, গার্গ, সৈন্য। ইহাদের মধ্যে আঙ্গিরস, সৈন্য, গার্গ এই তিনটী প্রবরও দেখা যায়।

বঙ্গদেশীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব এই তিন প্রবর।

---

* সাহিত্য ১৩১৮ ২৪৯ পৃঃ। (মনুসংহিতা ২ অধ্যায়)

এই চারি বিভাগ মধ্যে আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য এই দুই প্রবর সাধারণ দেখা যাইতেছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে অঙ্গিরা ও তদ্বংশীয় বৃহস্পতি পর্য্যন্ত এই বংশ একই ছিলেন। তৎপরে ভরদ্বাজ ঋষির সময় বা পরে ইহাঁরা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকিবেন। বৃহস্পতি ঋষির পুত্র ভরদ্বাজ গোত্রকার হইয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রবর দেখিয়া জানা যায় তিনি মূল গোত্রকার নহেন, অঙ্গিরা ঋষিই মূল গোত্রকার। এই জন্যই ভরদ্বাজ গোত্র প্রবর্ত্তকের আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ এই তিন প্রবর দেখা যায়। বঙ্গদেশের ভারদ্বাজ গোত্রীয়গণ আঙ্গিরস বংশীয় নিধ্রুব ঋষির সন্তান। নিধ্রুব নামক ভরদ্বাজের পরবর্ত্তী কোন ঋষি কোন নূতন স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া তাঁহার বংশ বিস্তার করিয়াছেন। এই বংশেরই আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব প্রবর। ইহারা ভরদ্বাজ ঋষির নাম প্রবর মধ্যে বাদ দিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহাদের ৪ প্রবর হওয়া উচিত—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, নৈধ্রুব। কিন্তু বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ "ভারদ্বাজ" বাদ দিয়া ৩ প্রবর করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহারা ভরদ্বাজ গোত্র বলায় "ভারদ্বাজ" প্রবর বলিতে বাধ্য।

ভরদ্বাজ ঋষির পরবর্ত্তী বন্দন নামক ঋষি সম্ভবতঃ কোন স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহা হইতে বন্দন এবং ঐরূপে তৎপরবর্ত্তী মতবচস্ ঋষি হইতে মাতবচস্ প্রবর যোগ হইয়া থাকিবে। ইহার পরবর্ত্তী ঋক্ষ নামক কোন ঋষি নিজ নামে গোত্র প্রচার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার নাম প্রবর মধ্যে নাই, গোত্রকারের মধ্যে আছে। এইরূপে ভরদ্বাজের পরবর্ত্তী গর্গ ঋষি হইতে আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, গার্গ প্রবর এবং তৎপরবর্ত্তী "সেন" নামক ঋষি হইতে "সৈন্য" প্রবর যুক্ত হইয়া থাকিবে।

প্রবর অনুসারে আটজন মূল গোত্রকার ঋষির নাম পাওয়া যায়—(১) ভৃগু, (২) অঙ্গিরা, (৩) অত্রি, (৪) বিশ্বামিত্র, (৫) কশ্যপ, (৬) শাণ্ডিল্য, (৭) বশিষ্ঠ, (৮) অগস্ত্য।

বৌধায়নসূত্রে যে আটজনের নাম আমরা পাই, তাঁহারা সকলে মূল গোত্রকার ঋষি নহেন। (১) বিশ্বামিত্র মূল গোত্রকার। (২) জমদগ্নির প্রবর মধ্যে ভার্গব নাম আছে সুতরাং ভৃগুই মূল গোত্রকার। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ মধ্যে "ভৃগু বারুণি" নাম আছে। (৩) ভরদ্বাজ ও (৪) গৌতমের গোত্রের প্রবর মধ্যে আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরা আছেন সুতরাং অঙ্গিরাই মূল গোত্রকার মন্ত্রদ্রষ্টা মধ্যে অঙ্গিরার নাম আছে। অবশিষ্ট অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অগস্ত্য

মন্ত্রদ্রষ্টা মূল গোত্রকার। সুতরাং বৌধায়ন সূত্রের আট নাম মূল গোত্রকার ঋষি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তবে ইহারাও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, সেই জন্য শাখা গোত্রকার হইতে পারেন।

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে লিখিত আছে, "পুরোহিত প্রবরো রাজ্ঞাং"। অর্থাৎ পুরোহিতের প্রবর অনুসারে ক্ষত্রিয়ের প্রবর নির্ণীত হয়। এ কথা ঠিক। কারণ—

১। ভার্গব গোত্র মধ্যে ভার্গব; দৈবদাস, ব্রাধ্র্যশ্ব প্রবর পাওয়া যায়। এই দৈবদাস ঋগ্বেদোক্ত রাজা দিবোদাস এবং ব্রাধ্র্যশ্ব রাজা বধ্র্যশ্ব বলিয়া বোধ হয়। যথা—"এই সরস্বতী দেবী হব্যদাতা বধ্র্যশ্বকে বেগসম্পন্ন ও ঋণ-মোচনকারী দিবোদাস নামক একটী পুত্র প্রদান করিয়াছেন*।"

এই বধ্র্যশ্ব চন্দ্রবংশীয় রাজা হইলেও পুরোহিত ভৃগু-বংশীয় হওয়ায় ইহার ভার্গব গোত্র হইয়াছে। তাই ইহার প্রবরের নাম ভার্গব, দৈবদাস, ব্রাধ্র্যশ্ব।

২। আঙ্গিরস গোত্রে—

(১) আঙ্গিরস, আম্বরীষ, যৌবনাশ্ব প্রবর।

(২) মান্ধাত্য, আম্বরীষ যৌবনাশ্ব প্রবর।

(৩) আঙ্গিরস, আজমীঢ় কাণ্ব প্রবর ইত্যাদি।

মান্ধাত্য, অম্বরীষ, যুবনাশ্ব, অজমীঢ়, কণ্ব প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় বা মনুবংশীয় হইলেও আঙ্গিরস গোত্রীয় হইয়াছেন।

৩। অত্রি গোত্রে আত্রেয়, অর্চনানা, শ্যাবাশ্ব প্রবর আছে। শ্যাবাশ্ব রাজা ক্ষত্রিয়; অত্রি বা তদ্বংশীয় কেহ পুরোহিত থাকায় ইনি তদ্‌গোত্রীয় হইয়াছেন।

৪। বিশ্বামিত্র গোত্রে বৈশ্বামিত্র, গাথিন্, রৈণবা প্রবর দেখা যায়। অতএব বিশ্বামিত্র গাথিরাজার পুরোহিত ছিলেন। গাথিরাজার একপুত্র পরে "বিশ্বামিত্র" হইয়া মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তিনিই গাথিন্ নামে প্রবর মধ্যে উক্ত হইয়া থাকিবেন। সকলেই জানেন গাথিরাজ পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তিনিই গায়ত্রী মন্ত্রদ্রষ্টা। বাস্তবিক তাহা নহে। বিশ্বামিত্র সপ্তপ্রধান ঋষি মধ্যে একজন। বৈবস্বত মনুর সহিত যে সপ্ত ঋষি আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম—(১) অত্রি, (২) বশিষ্ঠ, (৩) গৌতম, (৪) ভরদ্বাজ,

* "দিবোদাসং বধ্র্যশ্বায় দাশুষে" ৬।৬১।১ ঋক।

(৫) বিশ্বামিত্র, (৬) জমদগ্নি, (৭) কশ্যপ। ইহারাই গোত্রকার ঋষি হইয়া থাকিবেন। বৌধায়ন সূত্রে ইঁহাদের নামই পাওয়া যায়।

এই মূল বিশ্বামিত্র ঋষি সম্ভবতঃ গায়ত্রী মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন। গাথিরাজ পুত্র তপস্যা বলে পরে "বিশ্বামিত্র" হইয়া থাকিবেন, তাই সম্ভবতঃ ইনি "গাথিন্" নামে প্রবর ভুক্ত হইয়াছেন এবং মন্ত্রদ্রষ্টাগণের মধ্যে "বিশ্বামিত্র গাথিন্" নামে কথিত হইয়াছেন। "গাথী কৌশিক" অর্থাৎ কুশিক পুত্র গাথিও মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন।

এই সমস্ত কারণে আমরা প্রবর মধ্যে তিন প্রকার ঋষির নাম দেখিতে পাই—(১) মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, (২) উপনিবেশ স্থাপন কর্ত্তা ঋষি, (৩) ক্ষত্রিয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মন্ত্রদ্রষ্টাদিগের মধ্যেও অনেক উপনিবেশ স্থাপন কর্ত্তা আছেন।

বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ মধ্যে এইরূপে উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণের নাম প্রবর মধ্যে গৃহিত না হওয়ায় কে বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট, তাহা প্রবর দ্বারা বুঝা যায় না। তাই এখন নানা গোলোযোগ হইতেছে। তাঁহাদের এইরূপ প্রবর হওয়া উচিত—

১। রাঢ়ী শ্রেণী মধ্যে—

(১) শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর—শাণ্ডিল্য, আসিত, দৈবল, ক্ষৈতিশ। এই ক্ষিতিশ উত্তররাঢ়ে বাস করিয়াছিলেন।

(২) কাশ্যপ গোত্রের প্রবর—কাশ্যপ, আবৎসার, নৈধ্রুব, বৈতরাগ। এই বীতরাগ উত্তররাঢ়ে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

(৩) বাৎস্য গোত্রের প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান্, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য, সৌধানিধ্য। এই সুধানিধি উত্তররাঢ়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৪) সাবর্ণ গোত্রের প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান্, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য, সৌভর্য্য। এই সৌভরি রাঢ়দেশে উপনিবিষ্ট।

(৫) ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ, নৈধ্রুব মৈধাতিথ্য। এই মেধাতিথি রাঢ়দেশে উপনিবিষ্ট।

২। বারেন্দ্র শ্রেণী মধ্যে—

(১) শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর—শাণ্ডিল্য, আসিত, দৈবল, ক্ষৈতিশী, নারায়ণী।

এই নারায়ণ বারেন্দ্র দেশে উপনিবিষ্ট। ইনি ক্ষিতিশের পুত্র, কিন্তু রাঢ়-দেশে বাস করেন নাই, একেবারে কান্যকুব্জ হইতে বারেন্দ্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

(২) কাশ্যপ গোত্রের প্রবর—কাশ্যপ, আবৎসার, নৈধ্রুব, বৈতরাগ, সৌষেণী। বীতরাগ পুত্র এই সুষেণ একেবারে কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া বারেন্দ্রে বাস করিয়াছিলেন।

(৩) বাৎস্য গোত্রের প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান্, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য, সৌধানিধ্য, ধারাধরী। সুধানিধির পুত্র ধরাধর কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া বারেন্দ্রে বাস করিয়াছিলেন।

(৪) সাবর্ণ গোত্রের প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান্, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য, সৌভর্য্য, পারাশর্য্য,। সৌভরির পুত্র পরাশর বারেন্দ্রে উপনিবিষ্ট।

(৫) ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, নৈধ্রুব, মৈধাতিথ্য, গৌতম। এই মেধাতিথি পুত্র গৌতম বরেন্দ্রে উপনিবিষ্ট।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্ম রায়

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঝঙ্কার।

৪ঠা ভাদ্রের (১৩৩১) কাশীপুর-নিবাসীতে পূর্ব্ববঙ্গ-ব্রাহ্মণ সমাজের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ অধিবেশনে বিক্রমপুর সোণ্টল গ্রাম নিবাসী স্মার্ত্ত সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় "স্মৃতির শাসন" বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—"বৈদ্যগণ পঞ্চদশ দিবসে অশৌচান্ত হইতেছেন দেখিয়া কায়স্থেরা বর্ম্মণ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়রূপে দ্বাদশ দিবসে অশৌচান্ত হওয়ার বিধান গ্রহণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া বৈদ্যেরা এখন 'শর্ম্মা' উপাধি গ্রহণ লইতেছেন এবং ব্রাহ্মণবৎ দশ দিনে অশৌচান্ত হইতে চাহিতেছেন। বৈদ্যগণের এই কার্য্যের প্রতিযোগীতা করিতে যাইয়া কায়স্থগণ অতঃপর সদ্যশৌচ বিধান গ্রহণ করেন কি না, তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।"

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বক্তৃতার উদ্ধৃতাংশের অর্থ কি ইহাই নয় যে, কায়স্থ ও বৈদ্যেরা স্মৃতির শাসন অগ্রাহ্যকরতঃ গায়ের জোরে একে অন্যাপেক্ষা

শ্রেষ্ঠতর লাভের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াই অশৌচান্ত দ্বাদশ দিনে ও দশদিনে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রযত্ন করিতেছেন। ইহা কি সত্য কথা? এইরূপ কথা কি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ন্যায় স্মার্ত্তের মুখে শোভা পায়? কায়স্থ কি বৈদ্য কেহই স্মৃতি শাসনের বাহিরে যাইয়া কোনরূপ আচার স্ব স্ব সমাজে প্রবর্ত্তন করেন নাই।

শূদ্রাচারী বৈদ্য যখন অম্বষ্ঠ হইয়া মাতৃকুলের বৈদ্যাচার গ্রহণ করিয়াছিল; তখনও স্মার্ত্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর কিয়দংশের পাঁতির বলেই তাহারা সংস্কার গ্রহণে সাহসী হইয়াছিল। আজ যে পিতৃকুল-ব্রাহ্মণের ন্যায় দশদিন অশৌচ গ্রহণ করিতে উদ্যোগী, তাহাও স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহানুভূতির বলেই হইতেছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

কায়স্থেরা যে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতেছে দ্বাদশদিনে অশৌচান্ত করিতেছে; ইহা যে নিজেদের খেয়াল বশে স্মৃতির শাসনের ধার না ধারিয়া স্বেচ্ছানুসারে করিতেছে না, তাহা তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেকের চেয়ে ভালরূপই জানেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার ন্যায় বহু ব্রাহ্মণ অধ্যাপক কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণ জ্ঞানে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে অধিকারী জানিয়াই দ্বাদশ দিন অশৌচ পালনের ও উপনয়নাদি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের পাঁতি প্রদান করিয়াছেন। স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বেও কায়স্থজাতির পক্ষ সমর্থক ছিলেন। রংপুরে যখন পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বরের মধ্যস্থতায় বিচার সভা হইয়াছিল, তখন তর্কালঙ্কার মহাশয়ই কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মহারাজ দিনাজপুর যখন ঢাকায় উপবীতী হন, তখনও তর্কালঙ্কার তথায় পদধূলি দিয়াছিলেন। দ্বাদশ দিনে অশৌচান্তকারী কায়স্থের মাতৃ-পিতৃ শ্রাদ্ধের বাসরেও কোন কোন স্থানে তাঁহাকে দেখা যে যায় নাই এমন নহে। আজ মহামহোপাধ্যায় হইয়াই কি তাঁহার ভাবান্তর হইল! এরূপ হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে যে ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং ক্রোধ হইলে যে স্মৃতিভ্রংশ হইয়া বুদ্ধিনাশ হয় ইহা কে না জানে? ক্রোধ জন্মিলেই তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। অবশ্য তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির সভাবিশেষে বক্তৃতাস্থলে কায়স্থ কি বৈদ্য উপহাস করিলে তাহাদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই—বক্তা মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণেই তাহারা স্ব স্ব অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিবে না, পরন্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তরল-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া লোকে বিস্মিত হইয়াছে। তিনি অতঃপর কায়স্থ, বৈদ্যের দশদিন অশৌচান্তের চেষ্টাদর্শনে, সদ্য শৌচ বিধান গ্রহণ করেন কিনা তাহাই দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এইরূপ বলা তাঁহার সঙ্গত হইয়াছে কি? অভিষিক্ত রাজা 'সদ্য শৌচ' পালনের অধিকারী, সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতি নহে, ইহা কি তর্কালঙ্কার মহাশয় জানেন না? তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, কোন কায়স্থ 'সদ্য শৌচ' পালনের অধিকারী হউক। আমরা তাঁহার শ্লেষকে আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিলাম। কায়স্থ ও বৈদ্যে কোন বিরোধ নাই, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব জাতির উন্নতির চেষ্টা করিতেছে—স্মৃতির শাসন মানিতেছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় উভয় জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখিতেছেন—আমরা তদ্রূপ মনে করি না। নমঃশূদ্র, যোগী অধুনা নাপিত জাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছে, আমরা ইহাতেও বিচলিত নহি—প্রত্যেক জাতিরই স্মৃতির শাসনের অধীন হইয়া জাতীয় উন্নতি বিধানের অধিকার আছে। নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি কাহার সহিত প্রতিযোগিতায় ব্রাহ্মণ হইতে চাহিতেছে? এ সব সময় গুণেই হইতেছে, কোন জাতির প্রতি ঈর্ষা বশত নহে। আমরা আশা করি, মহামহোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মহাশয় পদোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করতঃ অতঃপর কোন জাতিবিশেষের সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবেন। তিনি ঋষির বংশধর, সত্যের প্রতি যেন সর্ব্বদাই তাঁহার আনুরক্তি থাকে—জাতি-বিদ্বেষ যেন তাঁহাকে জর্জ্জরিত না করে; তাঁহার কোনরূপ হীন মূর্ত্তি যেন আমরা কখনও দেখিতে না পাই, ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ।

১৯এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার প্রাতে পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ এই "সংসার গারদ" হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার এ অকাল দেহত্যাগে বাংলার ও কায়স্থ জাতির বিশেষ ক্ষতি হইল। তিনি ভারতীর প্রিয়পুত্র ছিলেন, সুতরাং বিমাতা কমলার করুণাকণা কোন দিনই তাঁহার উপর পড়ে নাই। যুগপৎ লক্ষ্মী সরস্বতীর কৃপা-কটাক্ষ তাঁহার উপর পড়ে নাই বলিয়া

তাঁহার তিরোধানে বাংলা দেশে হৈ চৈ পড়ে নাই, সংবাদ পত্রেও হা হুতাস দীর্ঘশ্বাসের উচ্ছ্বাস উঠে নাই কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারা জানেন যে তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ শাস্ত্রবিশ্বাসী সত্যপ্রতিপালক, ন্যায়মর্য্যাদারক্ষক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সদালাপী, নির্ভীক, নির্লোভী ব্রাহ্মণ কদাচ দেখা যায়। তাঁহার সদৃশ পণ্ডিত বর্ত্তমানে অতি দুর্লভ। ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন, মীমাংসা, বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। শিলালিপি, তাম্রলিপি, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক ব্যাপারে তাঁহার প্রভূত জ্ঞান ছিল। এই সকল বিষয়ে তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর পর যেদিন তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয় আমার সহিত দেখা করিতে আসেন, সেদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছেন যে "পণ্ডিত মহাশয় আমার এসিস্টেণ্ট ছিলেন না। আমিই তাঁহার এসিস্টেণ্ট ছিলাম।" পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর পর শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত যে দিন সন্ধ্যার পর আমি দেখা করিতে গেলাম, সেদিন তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের কথা বলিবেন কি, বারংবার তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের গুণের কথা তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা কহিয়া ফুরাইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "পণ্ডিত মহাশয়কে আমি শুধু ভালবাসিতাম না, শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতাম।" তিনি আরও বলিলেন যে, এবার নূতন বর্ষের উপাধিদানের সময় গবর্ণমেণ্ট পণ্ডিত মহাশয়কে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত মহাশয় ইহা জানিয়া যাইতে পারিলেন না।

পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় হইতেই পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয়। এই পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। সে আজ প্রায় ৮ বৎসরের কথা—১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৮এ জুলাই হইতে পণ্ডিত মহাশয় আমার নিকট কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। আমরা একসঙ্গে কত কাজ করিয়াছি, কত পড়িয়াছি, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়কে কখনও কাজে ফাঁকি দিতে দেখি নাই। এই গুণে এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের বর্ত্তমান সম্পাদক (secretary) তাঁহার উপর বড়ই খুসি হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ঐ সোসাইটিতে প্রায় ২৪ বৎসর কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯২২ খৃঃ অঃ

স্থান হইতে Bibliotheca Indica, New Series এ পণ্ডিতমহাশয়ের "সব্যভিচার তত্ত্বচিন্তামণি" ছাপা হইয়াছে, ন্যায়ের ঐরূপ সুন্দর সম্পাদিত পুস্তক এ পর্য্যন্ত সোসাইটি হইতে বাহির হয় নাই। ইহা ছাড়া "যজুঃ সংস্কার পদ্ধতি," "কালিকা পুরাণীয় দুর্গাপূজাপদ্ধতি" "উপনয়ন-সন্ধ্যা তর্পণ-পূজা-প্রয়োগ" আমাদের উভয়ের সম্পাদকতায় ছাপা হইয়াছে। "শ্রাদ্ধপদ্ধতি" নামক আর একখানি পুস্তক ছাপা চলিতেছে; কিন্তু কি দুঃখের বিষয় তিনি ইহার ছাপা শেষ হইয়াছে তাহা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি "শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজাপদ্ধতি" সঙ্কলন করিয়া বঙ্গদেশের কায়স্থ-সভায় দান করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তক অনুসারেই এখন সভায় চিত্রগুপ্তদেবের পূজা হইয়া থাকে। তিনি কায়স্থ জাতিকে ভাল বাসিতেন, কায়স্থগণ যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রমাণ সংগ্রহও অনেক ছিল। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহার প্রমাণ দিবার জন্য অনেক পণ্ডিত কায়স্থ-সভার নিকট তৈলবট চাহিয়াছেন ও লইয়াছেন, কিন্তু এ ব্রাহ্মণ কায়স্থ-সভার নিকট বা কোন কায়স্থের নিকট এজন্য কোন দিন কিছু চান নাই লন নাই, অথচ এমন একনিষ্ঠ অনুমোদক কায়স্থজাতি আর দ্বিতীয় পায় নাই। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা তিনি শুধু মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। ১৩২৭ সালে কায়স্থ-সভার যে ১৮শ বার্ষিক অধিবেশন আমাদের বাড়ীতে হয়, সেই অধিবেশনে ও তার পরবৎসর পাইকপাড়ায় বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে এবং ২১শ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া তিনি তারস্বরে মুক্তকণ্ঠে কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহা প্রচার করিয়াছেন, এমন কি অনেক স্থলে অনেককে তিনি এ বিষয়ে বিচারে আহ্বান করিয়াছেন, কেহই তাঁহার সহিত বিচারে অগ্রসর হন নাই। তিনি স্বয়ং কায়স্থ-সভার শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিয়াছেন এবং আমাদের উপনয়নের সময় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কায়স্থ জাতির কল্যাণকর বহু প্রবন্ধাদি "কায়স্থ-পত্রিকায়" লিখিয়াছেন। এরূপ কর্ম্মীর তিরোধানে কায়স্থ জাতির সমূহ ক্ষতি হইল।

খানাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজে ভার্গব-গোত্রে ব্রাহ্মণবংশে পণ্ডিত আশুতোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশে এই বংশ পাণ্ডিত্য-গৌরবে চিরবিখ্যাত। নবদ্বীপে ও কলিকাতায় পণ্ডিত আশুতোষের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে তর্কতীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যাচরণ তর্কবাগীশের অতিপ্রিয় ছাত্র ছিলেন। দামোদরের বন্যায় তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি প্রায় সমস্তই নষ্ট

হয়, সেইজন্য তিনি হাওড়া জেলায় দেউলপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং ঐ গ্রামেই চট্টোপাধ্যায় বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি এবং ভগবৎ সমীপে পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

শ্রীগণপতি সরকার।

শোক-সংবাদ।

১। মহিলা-প্রচারক ৺ইন্দুরেখা রায় চৌধুরী।

বহরমপুরের সুপরিচিতা মহিলা প্রচারক—রায় চৌধুরাণী ইন্দুরেখা দেবী কলিকাতায় আসিয়া আজ কয় মাস হইল হঠাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুতে শুধু তার পুত্রকন্যাদির ক্ষতি হয় নাই—বহরমপুরের মহিলা-সমিতির যে ক্ষতি হইল তাহা আর সহজে পূরণ হইবে না; কায়স্থ-জাতিরও ক্ষতি কম হইল না। তিনিই একমাত্র মহিলা-কর্ম্মী ছিলেন, যাঁহার চেষ্টায় টাকি শ্রীপুর বহরমপুর এবং ঐ সমাজের অন্যান্য স্থানে তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বস্থলে অন্তঃপুরে কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার হইত। তাঁহার অদম্য উৎসাহ এবং অতুলনীয় স্বজাতি-প্রীতি কায়স্থ-সমাজে দুর্লভ। স্ত্রীলোক হইয়া তিনি জাতির কলঙ্ক মোচনের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যাভিমানী পুরুষেও তাহা করিতে পারিতেছেন না। প্রচার কার্য্যে তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল, অন্তঃপুর হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রচার-কার্য্যে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহরমপুর-মহিলা-সমিতির একজন অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ছিলেন এবং তর্কযুদ্ধে অপরাজেয় ছিলেন। কায়স্থের উপবীত-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট তর্ক করিয়া পারিয়া উঠিতেন না। কোথাও পৈতা হইয়াছে—সংবাদ পাইলে তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন এবং সকলকে সে সংবাদ শুনাইয়া তৃপ্ত হইতেন। টাকি-সমাজে পৈতা দেখিবার তাঁহার বড়ই সাধ ছিল, কিন্তু তাঁহার এই সাধ পূর্ণ না হইতেই তাঁহাকে লোকান্তরে প্রস্থান করিতে হইল। ইনি বহরমপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীবনবিহারী সেন বর্ম্মা মহাশয়ের ভগিনী।

তাঁহার মাতা আজও জীবিতা রহিয়াছেন। বৃদ্ধা জননার এ সন্তান-বিয়োগ-বেদনায় আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

ইনি বহরমপুরে "ইন্দুপিসী" বলিয়া পরিচিতা এবং আমারও পিসিমা ছিলেন। আমার আপন পিসিমা ছিল না, তিনি আমার সে অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন, অথচ মৃত্যুকালে বা পূর্ব্বে আমার সহিত তাঁহার দেখা হইল না, এ দুঃখ মর্ম্মান্তিক। যে দিন তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে, আমি তৎপর দিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলে তাঁহার রোরুদ্যমানা জননী আমার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িলেন; তখনই আমি এ সংবাদ জানিলাম। যে টাকি-সমাজের রায় চৌধুরী গীষ্পতি ও ভূপতি কাব্যতীর্থ এবং ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয়গণ কায়স্থের উপবীত বিস্তারে অসাধারণ বাধা দিতেছেন, ইনি সেই সমাজেরই একজন বরণীয়া কায়স্থ-মহিলা, যিনি সতেজে ঐ প্রবল বাধার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া মহিলা-সমিতির সহায়তায় ঐ "যশোহর সমাজেই" উপবীত বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই স্বজাতি-প্রীতি, জাতির কলঙ্ক মোচনে এই একান্ত অনুরাগ কায়স্থ মহিলাবৃন্দের আদর্শ হউক। প্রচার কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও অর্থ সংগ্রহ সকল শ্রেণীর কায়স্থ মহিলাগণের চিন্তার বিষয় হউক। তিনি গীতা পড়িতেন ও গীতা শুনিতে ভালবাসিতেন।

বহরমপুর-মহিলা-সমিতি তাঁহার শূন্যস্থানে উপযুক্ত আর একজন মহিলা প্রচারক নির্ব্বাচন করিয়া জাতির সেবা করিতে থাকুন। মহিলা-সমিতির সদস্যগণ সকলেই উৎসাহী ও অনুরাগী। এই শক্তি-রূপিণী সমিতির নিকট আমরা অনেক জাতীয় কল্যাণ আশা করি।

অজ্ঞতা কুসংস্কারের আবাসস্থল; অস্বাস্থ্যকর দেশাচারের লীলা-নিকেতন হিন্দু-মহিলা কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দুরেখা দেবী যেরূপে সত্যশাশ্বত সনাতন ধর্ম্মের রসাস্বাদ করিয়া গিয়াছেন, সেই সনাতন-ধর্ম্মে কায়স্থ-মহিলাগণ অনুপ্রাণিত হউন, ইহাই জাতির-ভাগ্য বিধাতার নিকট প্রার্থনা।

চির দীপ্তিময় জ্যোতির্ময় লোকে এই স্বজাতি-গর্ব্বোজ্জ্বলা কায়স্থ-মহিলার আনন্দময় আত্মা চিরবিশ্রাম লাভ করুক!

২। স্বেচ্ছাসেবক ৺রণজিৎকুমার।

বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে ইদিলপুরের স্বেচ্ছাসেবক রণজিৎকুমার বসু বর্ম্মা তাঁহার নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মাত্র সপ্তাহকাল ভুগিয়া আত্মীয়-

স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া বিধবার একমাত্র সম্বল, মাতৃবক্ষে বজ্রানক্ষেপ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছে। উপবীত গ্রহণ করিবার সময় তাহার পবিত্র দেবভাব এখনও আমার সম্মুখে ভাসিতেছে। সেই বহ্নিরাশি সম্মুখে গৈরিক-বাস শোভিত মুণ্ডিতমস্তক দণ্ডধারী মানবক, সেই সদ্য-পাপ-মুক্ত গায়ত্রী মন্ত্রপূতঃ ব্রহ্মচারী বুঝি বা কোন উচ্চ প্রয়োজনে লোকান্তরে গমন করিয়াছে। উপবীত গ্রহণের সময় তাহার ভক্তিপূর্ণ শান্তভাব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সন্ধ্যাবন্দনা সে যত্ন আগ্রহের সহিত আরম্ভ করিয়াছিল; দ্বিজাচার পালনের তাহার খুব উৎসাহ, লেখা-পড়া, স্বভাব-চরিত্রে আদর্শ এবং সকলেরই বাধ্য ও আজ্ঞাবাহী ছিল। জ্বরে যখন প্রায় অজ্ঞান, তখন কেহ কেহ তাহার পৈতা খুলিয়া দিবার জন্য পৈতায় হাত দেওয়ায় চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল "আমার পৈতায় হাত দেয় কে?" ত্রিতাপতারিণী গায়ত্রী জপিতে জপিতে সে ইহলোক হইতে চিরবিদায় লইয়া গিয়াছে। ফরিদপুর গোঁসাইহাট পোঃ ধীপুর গ্রামে তাহার বাড়ী ছিল।

এত আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সহিত যে পৈতা লইয়াছিল তাহার জন্য স্মৃতি-রক্ষাকল্পে কায়স্থ-সমাজে পৈতা বিস্তারের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা উচিত। তাহার স্নেহময়ী জননীকে আমি সুদূর বীরভূম হইতে সেই অনুরোধ জানাইতেছি। ইদিলপুর কায়স্থ সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। তাহার নামে সাধ্যমত কোন ফণ্ড করিয়া তাহার আয় হইতে পৈতা বিস্তারের ব্যবস্থা বা অসহায় দরিদ্রের উপবীতের ব্যবস্থা—এইরূপ যাহা হয় একটা করা কর্ত্তব্য। এ কার্য্যে শুধু কায়স্থ-জাতির কলঙ্ক ঘুচিবে না, তার আত্মাও তৃপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

ভগবানের অপার কৃপায় এই বজ্রাগ্নি বক্ষে ধারণ করিয়া—বিধবা মাতা স্বয়ং একমাত্র পুত্রের ক্ষত্রিয়োচিত ত্রয়োদশাহে অন্নপিণ্ড সহ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ধন্য কায়স্থ-জননী! শত ধন্য তোমার কর্ত্তব্য ও বিবেক-বুদ্ধি!!

পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী

কায়স্থ-সমাচার

সভা-সমিতি

ঘোরজান কায়স্থ-সভা

বিগত ২০ আশ্বিন সোমবার পাবনা জেলায় ঘোরজান গ্রামে দিনাজপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনাদিলাল বিশ্বাস মহাশয়ের আলয়ে মহাষ্টমী তিথিতে মায়ের মন্দির-প্রাঙ্গনে শ্রীশ্রী৺দুর্গামাতার আরতির পর রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় এক বিরাট্ কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়।

ঐ সভায় ভাটদিঘলিয়া, সুজাপাড়া, সাতবাড়িয়া, সিমলা প্রভৃতি গ্রাম-নিবাসী বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পুটিয়া কায়স্থ-শাখা-সমিতির সেচ্ছা-প্রচারক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় উক্ত গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা ও ঘোরজান-নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, গিরিশচন্দ্র তরফদার মহাশয়গণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়তা ও উপনয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা-দ্বারা সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ২৪শে আশ্বিন শুক্রবার উপবীত গ্রহণের দিন স্থিরীকৃত হয়, অতঃপর রাত্রি ২ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

নন্দলালপুর কায়স্থ-সভা

বিগত ১২ই কার্ত্তিক বুধবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে পাবনা জেলার নন্দলাল-পুর গ্রামে শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বাটীতে একটি কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রামে উক্ত নন্দী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে রূপসী, ঘোপসেলন্দা, বাচড়া, পুটীয়া প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থ-গণ উপস্থিত ছিলেন। পুটীয়া শাখা-সমিতির স্বেচ্ছা-প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সরল ভাষায় বক্তৃতা করিলে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা ও নরেশচন্দ্র চাকী বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় উক্ত বক্তৃতার সমর্থন করেন। তৎপর ১৭ই কার্ত্তিক সোমবার সাবিত্রী গ্রহণের দিন স্থিরীকৃত হয়।

চাঁদসী কায়স্থ-সভা

পূজাবকাশে চাঁদশী গ্রামে দক্ষিণের গুহ বাবুদের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত রাইচরণ গুহ, বি-এল, মহাশয়ের সভাপতিত্বে দুইটী সভা হয়। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহাতে দুইটী ওজিস্বনী বক্তৃতা করেন। তাহার ফলে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বসু মজুমদার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার, শ্রীযুক্ত রাইচরণ গুহ, বি-এল, প্রমুখ গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ উপনয়ন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়া নিজ নিজ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উপনয়নের একটি দিনও অবধারিত হইয়াছিল, কিন্তু অশৌচ উপস্থিত হওয়ায় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তৎপর নিকটবর্ত্তী বার্থি গ্রামের কায়স্থদিগকে উদ্বোধিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মজুমদার, বি-এ, (অনারারী প্রেঃ ম্যাজিষ্টেট্, কলিকাতা) শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বসু মজুমদার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার তথায় যাইয়া শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ ঘোষ দস্তিদার ও শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা মহাশয়দের বাড়ীতে সভা করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু সভাপতিপদে বৃত হন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই উপনয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং চাঁদসীতে উপনয়ন হইলেই তাঁহারাও উপবীত গ্রহণ করিবেন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের আহ্বানে চিকন্দী আসিয়া—চিকন্দীর প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের গৃহে কায়স্থগণের সভায় দুইটী বক্তৃতা করেন। গত ২২শে কার্ত্তিক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য চিকন্দীর বার এসোসিয়েসন্ হলে দার্শনিক উকিল শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাড়রী, বি-এল, মহাশয়ের সভাপতিত্বে হিন্দুসাধারণের একটি সভা হয়। এই সভায় তিনি "আর্য্যধর্ম্ম ও তাহার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ে গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সমাজ-হিতৈষণার প্রশংসা করেন। তৎপর ২৬শে কার্ত্তিক প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল এবং বার-এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন ঘোষ, বি-এল, মহাশয়দ্বয়ের আহ্বানে স্থানীয় কালী বাড়ীতে ঐরূপ আর একটি সভা হয়। তাহাতে তিনি "পণ-প্রথা, শ্রাদ্ধ ও অশৌচ-তত্ত্ব ও ধর্ম্মের আদর্শ" সম্বন্ধে তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। স্থানীয় হাইস্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যো গোস্বামী, বি-এল, প্রমুখ শিক্ষিত

ব্যক্তিগণ প্রীতির সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং তাঁহার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন।

তৎপর গত ২৮শে কার্ত্তিক বানরীপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের নিজ ভবনে তাঁহার এবং শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের উপনয়ন যথাবিধানে নির্ব্বাহিত হয়। ইদিলপুরের শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ আচার্য্য পদে এবং বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রধার পদে বৃত হন। তৎপর ১লা অগ্রহায়ণ দক্ষিণ-বিক্রমপুরের অন্তর্গত দক্ষিণপাড়া গ্রামে হরিসভা গৃহে একটি বৃহৎ কায়স্থ সভা হয়। তদঞ্চলের প্রায় সকল কায়স্থগণই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। চিকন্দী হইতে দেশহিতৈষী উকীল শ্রীযুক্ত ভবতোষ বসু বি, এল, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস বি, এল, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেব প্রমুখ বহু কায়স্থ ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন জমিদার বংশীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি বসু চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে সভারম্ভের পূর্ব্বে জনৈক স্বদেশসেবী যুবক দেশের বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ ও তাহার প্রতিকার কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি এক ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতায় তদ্বিষয়ের অতি হৃদয়গ্রাহী উত্তর দান করেন। তৎপরে কায়স্থ জাতিরইতিবৃত্ত ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ৩ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তাহাতে সকলেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। স্থানীয় কায়স্থগণের অনুরোধে তিনি পুনরায় তথায় যাইয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সহিত আলোচনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার প্রচার ফলে টাঙ্গাইল অঞ্চলে এখন যেমন সর্ব্বত্র উপনয়ন ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন চলিতেছে তদ্রূপ আমাদের এতদঞ্চলে ও প্রভূত উদ্দীপনার সঞ্চার এবং সংস্কার কার্য্য আরবদ্ধ হইবে আশা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহ

রাজসাহী কায়স্থ-সভা।

অদ্য ৫ই আশ্বিন রবিবার প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময় স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে রাজসাহী কায়স্থ-সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় দেব বর্ম্মণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় অনেক স্থানীয় প্রসিদ্ধ কায়স্থ ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেব মহাশয়—কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষ দেব

বর্ম্মা; রায় ভবানীনাথ নন্দী বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কুমুদলাল দত্ত, শ্রীযুত গোপেন্দ্র-সুন্দর মজুমদার দেব বর্ম্মা সভায় উৎসাহসূচক বক্তৃতা দেন। সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। তৎপর স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরলোকগমন জন্য সভার পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হয় ও সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে পত্র লেখা হউক এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দেব বর্ম্মা

আমলাযোড়া [বর্দ্ধমান] কায়স্থ-সভা

বিগত ৩রা কার্ত্তিক সোমবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় স্থানীয় শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী জনার্দ্দনের মন্দির অঙ্গনে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রলাল সরকার বি, এল, প্রতাপচন্দ্র সরকার, সতীশচন্দ্র সরকার, মহেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ছক্কনপলাল সরকার যমুনা-বিহারী মজুমদার বি, এ, বামনবিহারী রায়, ভূপেন্দ্রনাথ সরকার এ, এস, এম ও শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা সরকার প্রভৃতির চেষ্টায় এবং শ্রীযুক্তবিহারীলাল সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। স্ত্রী, বালক, বালিকা ও সমগ্র কায়স্থ মণ্ডলী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কর্ম্মী প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক বাগ্মিতায় এই আত্মবিস্মৃত কায়স্থজাতির উৎপত্তি, উন্নতি ও অবনতি তথা তাঁহাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দ্বারা সম্যক্-ভাবে বুঝাইয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে এখানে এইরূপ কোন আন্দোলন হয় নাই। অনেকেই এই বিষয়ের গুরুত্ব ধারণা ছিল না। প্রথম আন্দোলন বলিয়াই ইঁহারা এখনও উপনয়নাদি ক্রিয়া বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। যাহাতে এখানে পূর্ণ ভাবে আলোচনা হয়। আশা করি সেই জন্য কায়স্থসভা মধ্যে মধ্যে প্রচারক পাঠাইয়া কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীযমুনাবিহারী মজুমদার

ছিনপাই বীরভূম কায়স্থ-সভা

বিগত ২৭শে আশ্বিন সোমবার ছিনপাই মিত্র মহাশয়দের বাড়ীতে বঙ্গ-দেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চেষ্টায় একটী কায়স্থ-সভা হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উকিল শ্রীগোপেশ্বর মিত্র মহাশয় সভাপতির

আসন গ্রহণ করেন। প্রচারক মহাশয় সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী একটী বক্তৃতা করিলে স্থানীয় শিক্ষিত যুবকবৃন্দ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া পুনরায় অপর দিন আর একটী বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তৎপরদিন প্রাতে ৭॥ ঘটীকার সময় গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কায়স্থগণ পুনরায় যোগদান করিবেন স্থির হইয়া সে দিন সভা ভঙ্গ হয়।

২৮ শে মঙ্গলবার পুনরায় প্রাতে যুবকবৃন্দের উৎসাহে গ্রামের শতাধিক কায়স্থ ৩০।৪০ জন মহিলা ও ব্রাহ্মণাদি অনেকেই সভায় উপস্থিত হইয়া প্রচারক মহাশয়কে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীশবাবু সরল ভাষায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সকলকে বুঝাইয়া দিলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন এখন সহসা উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে মতামত স্থির করিতে পারিলাম না। প্রচারক মহাশয় মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার বন্ধে এখানে যদি আসেন তবে পুনরায় আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির হইবে। বেলা ১১ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকামাখ্যাকিঙ্কর মিত্র

বিগত ২৫শে আশ্বিন শনিবারে শ্রীফলতলা গ্রামে সাতআনি বসু রায় চৌধুরী মহাশয়দের বাটীতে এক বিরাট্ কায়স্থ সম্মিলনী আহূত হয় উক্ত সভায় বেলফুলিয়া পরগণার গণ্যমান্য আবাল বৃদ্ধ প্রায় ২৫০ শত ৩০০ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মহেশ্বর পাশা গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মজুমদার বর্ম্মা বি, এল উকিল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবং অনেক যুক্তি তর্কের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পরে রাখালগাছি-নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় ও স্থানীয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী বি, এ, ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতা করিয়া—উপবীত গ্রহণের সার মর্ম্ম সবাইকে সুচারু রূপে বুঝাইয়া দেন। তাঁহাদের মর্ম্মস্পর্শী—বক্তৃতায় সকলেই একবাক্যে উপবীত গ্রহণে—সম্মতি জ্ঞাপন করেন। পরে "বন্দে মাতরম ধ্বনি, এবং "ছিন্ন মোরা, ভিন্ন মোরা, তবু মোরা সোদর ভাই।" সঙ্গীতে সভা প্রাঙ্গণ মুখরিত করতঃ সভার কার্য্য শেষ করেন।

পুনরায় ২রা কার্ত্তিক রবিবার শুধু মেম্বরগণ কর্ত্তৃক একটী মন্ত্রণা সভা আহূত হয়। উক্ত সভায়—উপনয়ন এবং কায়স্থ সমাজের যাহাতে ক্রমোন্নতি সাধিত হয় তদ্বিষয়ে আলোচনা হয়।

শ্রীদীনবন্ধু সেন বর্ম্মা

হেতমপুর (বীরভূম) কায়স্থ-সভা

বিগত ৩০শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় হেতমপুর কায়স্থ-পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে একটী কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু কামদাকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু কিশোরীমোহন সরকার, বাবু হরিদাস মজুমদার, বাবু নীলমণি মিত্র বি-এ, বাবু দীনবন্ধু ঘোষ, বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস, বাবু নিকুঞ্জবিহারী মজুমদার, বাবু কাননবিহারী মজুমদার মহাশয় প্রমুখ ৬০।৭০ জন কায়স্থ ও বিভিন্ন জাতীয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত অনেক মহাত্মা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কায়স্থেতর জাতিমধ্যে কলেজের উপযুক্ত বিজ্ঞ প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস দত্ত এম-এ, প্রফেসার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম-এ মহাশয় প্রমুখ মহাত্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বসম্মতিক্রমে দুবরাজপুরের সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এবং নানাবিধ যুক্তিপ্রমাণ দিয়া সুন্দর সরল ভাষায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন ও ক্ষত্রিয়াচার অভাবে বর্ত্তমান জাতির কিদৃশ অবনতি ঘটিয়াছে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তৎপর রাজষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বিশ্বাস মহাশয় প্রচারক মহাশয়ের উক্তি সমর্থন করিয়া হৃদয়গ্রাহী একটী বক্তৃতা দেন।

শ্রীকমলাক্ষ মজুমদার

উপনয়ন

পুটীয়া উপনয়ন-কেন্দ্র

বিগত ২শে আশ্বিন স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চাকী বর্ম্মা মহাশয়ের তত্বাবধানে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে নিম্নলিখিত ৫ পাঁচজন কায়স্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। গাড়াদহ (পাবনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ও জামিরতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পৌরহিত্য ও হরিনাথপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সদস্য ও শ্রীযুক্ত প্রচারক মহাশয় ক্ষত্রিয়াসনে ব্রতী ছিলেন। উপবীতগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সরকার, ২। মোহিনীমোহন দত্ত, ৩। যোগেশচন্দ্র চাকী, ৪। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, ৫। মহেন্দ্রনাথ চন্দ্র।

ঘোরজান উপনয়ন-কেন্দ্র

পুটীয়া শাখা-সমিতির স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত দিগীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় বিগত ২৪শে আশ্বিন শুক্রবার পাবনাজেলার ঘোরজান গ্রামে দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত অনাদিলাল বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে পুটীয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চাকী বর্ম্মা মহাশয়ের তত্বাবধানে নিম্নলিখিত ৩১ জন কায়স্থের যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। গাড়াদহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য, জামিরতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরপদ চক্রবর্ত্তী সদস্য ও শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন চক্রবর্ত্তী পৌরহিত্যে ও স্বেচ্ছা-প্রচারক মহাশয়কে ক্ষত্রিয়াসনে বৃত করা হয়। শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস, দুর্গাধর নন্দী, কৈলাশচন্দ্র তরফদার, জ্ঞানেন্দ্রভূষণ নন্দী প্রমুখ মহাশয়গণের প্রযত্নে এই কেন্দ্রের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। তজ্জন্য ইহাঁরা সকলেই ধন্যবাদার্হ। উপবীতগণের নাম-ধাম :—

ঘোরজান—১। বিশ্বাস—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ (বয়স ৮০), ২। রজনীকান্ত (৭২), ৩। সতীশচন্দ্র, ৪। যতীশচন্দ্র, ৫। কুমুদনাথ। ৬। সুরেন্দ্রনাথ, ৭। দেবেন্দ্রনাথ, ৮। নরেন্দ্রনাথ, ৯। ধীরেন্দ্রনাথ, ১০। মণীন্দ্রনাথ। ১১। গণেশচন্দ্র, ১২। মাখনলাল, ১৩। দেবেন্দ্রনাথ, ১৪। চাকী—ক্ষেত্রমোহন (৬৫), ১৫। তরফদার—কৈলাশচন্দ্র, ১৬। গিরিশচন্দ্র, ১৭। বৃন্দাবনচন্দ্র, ১৮। মাখনচন্দ্র, ১৯। রতীশচন্দ্র, ২০। গঙ্গেশচন্দ্র, ২১। নন্দী—চন্দ্রভূষণ, ২২। জ্ঞানেন্দ্রভূষণ, ২৩। দুর্গাধর, ২৪। শ্রীধরচন্দ্র। ২৫। দত্ত—কৈলাশচন্দ্র, ২৬। প্রসন্নকুমার, ২৭। সুধীরচন্দ্র, ২৮। মণীন্দ্রচন্দ্র, ২৯। বিনয়রঞ্জন, ৩০। যামিনীকান্ত (বৈষ্ণব-দিঘলিয়া), দাস—বিহারিলাল (বৈষ্ণব-দীঘলিয়া)।

শ্রীসৌরীন্দ্রমাধব চাকী বর্ম্মা

নন্দলালপুর উপনয়ন-কেন্দ্র

পাবনা জেলার নন্দলালপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বাটীতে বিগত ১৭ই কার্ত্তিক সোমবার, পুটীয়া-শাখা-সমিতির স্বেচ্ছা-প্রচারক শ্রীযুক্ত দিগীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রচার ও চেষ্টায় নিম্নলিখিত ১৭ জন কায়স্থের যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। হরিনাথপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য, জামিরতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পৌরহিত্য, শ্রীযুক্ত গৌরপদ চক্রবর্ত্তী তন্ত্রধার শ্রীযুক্ত মুরারী-

মোহন চক্রবর্ত্তী সদস্য ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চাকী বর্ম্মা ক্ষত্রিয় কার্য্যে বৃত হইয়াছিলেন। এই কেন্দ্রের কার্য্য শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ও পূর্ণচন্দ্র নন্দী মহাশয়দের দ্বারা সুন্দররূপে সম্পন্ন হওয়ায় ইহারা বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। উপবীতগণের নাম-ধাম :—

নন্দলালপুর—১। নন্দী—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র, ২। অনাথবন্ধু, ৩। পূর্ণচন্দ্র, ৪। হৃষিকেশ, ৫। প্রফুল্লচন্দ্র, ৬। প্রাণেশচন্দ্র, ৭। নরেশচন্দ্র (ঘাচড়া), ৮। প্রসন্নকুমার, ৯। শচীন্দ্রকুমার, ১০। নরেন্দ্রনাথ, ১১। অশ্বিনীকুমার, ১২। সুধীরচন্দ্র, ১৩। পঞ্চানন, ১৪। মধুসূদন, ১৫। মণীন্দ্রনাথ, ১৬। শরৎচন্দ্র, ১৭। পুটীয়া—গোপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ।

টাঙ্গাইল উপনয়ন-কেন্দ্র

গত ১৬ই কার্ত্তিক নিম্নলিখিত গ্রামসমূহের কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। টাঙ্গাইল কায়স্থ-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ দেব বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র কুণ্ডু দেব বর্ম্মা তত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গ্রাম নন্দনগাতী—১। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র গুহ রায়, ২। প্যারীমোহন গুহ রায় ৩। দুর্গাদাস গুহ রায় ৪। শশিভূষণ গুহ রায় ৫। সুরেশচন্দ্র গুহ রায় ৬। রমেশচন্দ্র গুহ রায় ৭। নরেশচন্দ্র গুহ রায় ৮। লোকেশচন্দ্র গুহ রায় ৯। অমরেশচন্দ্র গুহ রায় ১০। প্রমথচন্দ্র গুহ রায় ১১। প্রফুল্লকুমার গুহ রায় ১২। প্রিয়নাথ গুহ রায় ১৩। হেমচন্দ্র বসু ১৪। হেমচন্দ্র রাহা রায় ১৫। নগেন্দ্র কুমার রাহা রায় ১৬। আশুতোষ রাহা রায় ১৭। সতীশচন্দ্র রাহা রায় ১৮। রমেশ চন্দ্র রাহা রায় ১৯। যতীন্দ্রচন্দ্র রাহা রায় ২০। সুরেশচন্দ্র রাহা রায় ২১। হেমচন্দ্র রাহা রায়।

গ্রাম ঘাটাইল—২২। কালীচরণ চন্দ রায় ২৩। বরদাচরণ চন্দ রায় ২৪। সূর্য্যনারায়ণ চন্দ রায় ২৫। অমূল্যচরণ চন্দ রায় ২৬। ভূপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ রায় ২৭। উপেন্দ্রনারায়ণ চন্দ রায়।

গ্রাম কর্ণা—২৮। হরিমোহন চন্দ রায় ২৯। পূর্ণচন্দ্র চন্দ রায় ৩০। প্রভাতচন্দ্র চন্দ রায় ৩১। নীরোদচন্দ্র চন্দ রায় ৩২। রমণীমোহন গুহ ৩৩। সুরেন্দ্রমোহন গুহ ৩৪। তরণীমোহন চন্দ।

গ্রাম গলগণ্ডা—৩৫। গোবিন্দচন্দ্র গুহ ৩৬। সুরেশচন্দ্র গুহ ৩৭। কালী প্রসন্ন গুহ ৩৮। সুধীন্দ্রনাথ গুহ ৩৯। রজনীকান্ত বসু ৪০। অবনীকান্ত বসু ৪১। অমিয়কান্ত বসু।

গ্রাম জামুরিয়া—৪২। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ ৪৩। নারায়ণকৃষ্ণ গুহ ৪৪। দীননাথ বসু ৪৫। প্রিয়নাথ বসু ৪৬। শশিভূষণ বসু ৪৭। শচিন্দ্রনাথ বসু ৪৮। অমূল্যনাথ বসু ৪৯। সুরেন্দ্রনাথ বসু ৫০। অবিনাশচন্দ্র দত্ত

গ্রাম সাঙ্গালিয়াপাড়া—৫১। পরেশচন্দ্র বসু নিয়োগী ৫২। মনোরঞ্জন বসু নিয়োগী ৫৩। প্রকাশচন্দ্র বসু নিয়োগী ৫৪। নগেন্দ্রচন্দ্র বসু নিয়োগী

গ্রাম গৌরাঙ্গী—৫৫। অবনীকান্ত দাস নিয়োগী।

উল্লিখিত গ্রাম সমূহে গত বৎসর শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রচার কার্য্য করিয়া অল্প কয়েক জনকে উপবীত দিয়া গিয়াছিলেন। এবারে তাহার অসমাপ্ত কার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিশেষ প্রচেষ্টা এখন ক্রমশঃ বৈকল্যের দিকেই যাইতেছে। স্থানীয় ব্রাহ্মণই এখানে আচার্য্য-কর্ম্মে বৃত হইয়াছিলেন। কায়স্থ পণ্ডিত মহাশয়দিগের শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যায় তত্রত্য শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ বিশেষভাবে বিমোহিত হইয়াছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

বিগত ১৯শে কার্ত্তিক টাঙ্গাইল কায়স্থ সমিতির যুবক কর্ম্মী শ্রীমান্ নরেশচন্দ্র রায় দেববর্ম্মার চেষ্টায় পিচুরিয়া গ্রামে ২৪ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পুলিশ সব্-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র দত্তের ত্যাগ ও উৎসাহ প্রশংসনীয়। গালা-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য পদে বৃত হইয়াছিলেন।

১। কামিনীকুমার দত্ত ২। উমেশচন্দ্র দত্ত ৩। প্রমথনাথ দত্ত ৪। প্রিয়নাথ দত্ত ৫। মাখনচন্দ্র দত্ত ৬। ভগবানচন্দ্র দত্ত ৭। মহেশচন্দ্র দেব ৮। দীনেশচন্দ্র দেব ৯। জগদীশচন্দ্র দেব ১০। গদাধর দেব ১১। ব্রজেন্দ্রলাল দেব ১২। গিরীশচন্দ্র দত্ত ১৩। দীনেশচন্দ্র দত্ত ১৪। দিগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ১৫। গোপীনাথ ঘোষ ১৬। ভুবনমোহন দেব ১৭। সুরেন্দ্রমোহন দেব ১৮। মহেন্দ্রকুমার দেব ১৯। হেমচন্দ্র রাহা ২০। জগদীশচন্দ্র সেন ২১। মাখনচন্দ্র সেন ২২। নরেন্দ্রচন্দ্র দেব ২৩। বিশ্বনাথ দেব। ২৪। রামসুন্দর দেব।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ

সংবাদ আসিয়াছে :—বিগত ১০ই শ্রাবণ শনিবার পাবনা জেলায় অন্তর্গত পুঠিয়া গ্রাম নিবাসী স্বজাতী-হিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ সরকার বর্ম্মার সহিত কুচিয়ামরা (পাবনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মহামায়া দেবীর শুভবিবাহ কুচিয়ামরা গ্রামে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ

১। পাবনা জেলার অন্তর্গত সাহাজাদপুর থানার অধীনে পুঠিয়া গ্রাম নিবাসী পুলীনচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা ৮৭ বৎসর বয়সে গত ১৫ ই আষাঢ় উক্ত গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত কায়স্থ ভদ্রলোকগণ সহ উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ৯ ই ভাদ্র তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমাদের এই স্থানীয় কায়স্থ সমাজের সমবেত চেষ্টায় ও যত্নে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রাদ্ধ কার্য্য সমস্তই ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ পুরোহিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সৈয়দপুর নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহাজাদপুর নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী জামিরতা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও ঘাটাবাড়ী নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভৌমীক বর্ম্মা কাব্যতীর্থ মহাশয় শ্রাদ্ধকার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের সমস্ত কার্য্যই মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি, এ ঘোকগাতী (খুলনা) মহাশয় জানাইয়াছেন—খুলনা জেলায় ইসফ্‌পুর পরগণার অন্তর্গত ঘোষগাতী গ্রামে গত শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পূজার দিনে ৺হরিপদ বিশ্বাস মহাশয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিনে ১২ই ভাদ্র তারিখে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ঘোষগাতী এবং বারাকপুরের উপনীত কায়স্থগণ আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার পুরোহিত একার্য্য করেন নাই। কিন্তু মুক্তিশ্বরী নিবাসী শ্রীযুত মনোমহনচক্রবর্ত্তী মহাশয় আগ্রহ সহকারে একার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়াছেন।

৩। ইদিলপুর—ধীপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃ-দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ তাহার নিজ বাটীতে ধীপুর গ্রামে ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় একশত ব্রাহ্মণ ঐ দিবস ফলাহার করিয়াছেন।—মৃতদেহ সৎকারের সময় এবং শ্রাদ্ধের দিন অন্নের পিণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅন্নদাচরণ রায় চৌধুরী

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ১৩। (আ) সভ্যবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা স্ত্রীলোক, তাঁহারা প্রতিনিধি দ্বারা সভার সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

(ই) কায়স্থ ভিন্ন অপর কেহ প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না। প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতির নিকট স্বীয় স্বীয় প্রতিনিধিত্বের নিদর্শন দিতে বাধ্য থাকিবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(১০)

নিয়ম ১৩। এই নিয়মের (আ) ও (ই) অংশের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত নিয়ম বসান হউক :—

"(আ) কোনও সভ্য সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিলে অপর কোনও সভ্যকে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে পারিবেন। এইরূপ প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্বের নিদর্শন সম্পাদকের নিকট প্রদান করিলে পর নিদর্শনোক্ত সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

পরিবর্ত্তিত আকারে অধিকাংশের মত গৃহীত।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ২০। শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত, হিন্দুসমাজভুক্ত, প্রাপ্তবয়স্ক কায়স্থমাত্রই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ হইবে,—কায়স্থ-সভার সাধারণ বা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে, তাঁহার নির্ব্বাচন, একজন সভ্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও অপর সভ্য কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তিনি সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(১১)

নিয়ম ২০। এই নিয়মের প্রথমে "শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত…পারিবেন।" কথাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক এবং "নির্ব্বাচনের" শব্দের পূর্ব্বে "সভ্য" কথা বসান হউক।

অধিকাংশের মতে গৃহীত।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ২৭। সভার কর্ম্মচারিগণ এবং ২৮শ নিয়মের লিখিত নির্ব্বাচিত ৮০ জন সভ্যকে লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইবে। সভার সভাপতি, সহযোগী সভাপতিগণ, সদস্য, ধনরক্ষক, সম্পাদকগণ, আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয়, পত্রিকা-সম্পাদক ও সহযোগী পত্রিকা-সম্পাদক এবং একজন প্রচারক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ঐ ঐ পদে যথাক্রমে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(১২)

নিয়ম ২৭। এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নলিখিত নিয়ম করা হউক :—

"(অ) নিয়ম ৫ লিখিত অবৈতনিক কর্ম্মচারিগণ আরও অন্যূন ৫০ ও একশতের অনধিক সভ্য লইয়া, সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক শাখা-সভা প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদের একজন সভ্যকে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভাতে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে পারিবেন। এরূপ প্রতিনিধি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যের সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

(আ)। কায়স্থ-জাতির প্রত্যেক শ্রেণী হইতে যথাসম্ভব সমান অংশে সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া কর্ত্তব্য।"

অধিকাংশের মতে গৃহীত।

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

২৮। (অ) যথাসম্ভব দক্ষিণরাঢ়ী ২০ জন, বঙ্গজ ২০, উত্তররাঢ়ী ২০ জন ও বারেন্দ্র ২০ জন সভার বার্ষিক অধিবেশনে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনকালে মফঃস্বল হইতে অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন, এরূপ উপযুক্ত সংখ্যক সভ্য যাহাতে পাওয়া যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু সমিতি বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(১৩)

নিয়ম ২৮। এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নলিখিত নিয়ম করা হউক :—

"(অ)। এক বৎসরের অধিক চাঁদা বাকী থাকিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যের এবং কর্ম্মচারীর নির্ব্বাচন অগ্রাহ্য হইবে।

(আ)। সভার উদ্দেশ্যের বিরোধী কেহ কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন না।

(ই)। কর্ম্মচারী এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে যথাসম্ভব সংখ্যক উপবীতী হইবে।"

(অ) অধিকাংকের মতে গৃহীত—

(আ) অধিকাংশের মতে গৃহীত—

(ই) পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত—

বর্ত্তমান নিয়মাবলী

নিয়ম ২৯। সভার সাধারণ অধিবেশনে শ্রেণী-চতুষ্টয়ান্তর্গত কোন শ্রেণীর উপস্থিত সভ্যবর্গ, যদি একমত হইয়া, অথবা অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের মতানুসারে, তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ কোন সভ্যকে কার্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব করেন; তাহা হইলে অপর শ্রেণীর সভ্যবর্গের তাহাতে আপত্তি করিবার অধিকার থাকিবে না।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন

(১৪)

নিয়ম ২৯। এই নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব গৃহীত হইল

"(অ) ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে সম্পাদক প্রত্যেক সভ্যকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দ্বারা জিজ্ঞাসা করিবেন তিনি আগামী বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন কি না, এবং বিজ্ঞাপনের দশ দিনের মধ্যে উত্তর দিতে অনুরোধ করিবেন।

(আ) সম্মতি-সূচক নামগুলি প্রাপ্ত হইয়া সম্পাদক ঐ নামের তালিকা প্রত্যেক সভ্যকে আবশ্যক সংখ্যক সভ্যের নামে নিজ নিজ অনুমোদন (ভোট) সহ পাঠাইতে অনুরোধ করিবেন এবং সম্পাদক ঐ তালিকা ভোটের ক্রম-অনুসারে সাজাইয়া বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন এবং বার্ষিক অধিবেশনে উহা গৃহীত হইবে।

(ই) কর্ম্মচারী পদে সভ্য মাত্রেই যে কোনও সভ্যকে প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কর্ম্মচারী পদের জন্য যে সকল প্রস্তাব আসিবে সেই গুলি প্রস্তাবিত সভ্যের

লিখিত সম্মতি সহ ১লা চৈত্রের মধ্যে পাঠাইতে হইবে এবং উহা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি দ্বারা অনুমোদিত হইলে বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদিত প্রস্তাবগুলি সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব-কর্ত্তৃগণকে জানাইবেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির মতের বিরুদ্ধে প্রস্তাবকের আপত্তি থাকিলে ঐ আপত্তির বিষয় ৩০ শে চৈত্রের মধ্যে সম্পাদক মহাশয়কে জানাইতে হইবে। তিনি সমিতির অননুমোদিত প্রস্তাবগুলির কথা বার্ষিক অধিবেশনের আমন্ত্রণ পত্রে উল্লেখ করিবেন। কিন্তু প্রস্তাবক ইচ্ছা করিলে স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা ঐ প্রস্তাবটী বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতে পারিবেন।

(ঈ) উপরিলিখিত উপায়ে আগামী বর্ষের যে সমস্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহাদের মধ্য হইতে আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইবেন।

(উ) বৎসরের মধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোনও সভ্য বা কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিলে কিম্বা তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে অথবা তাঁহার পদচ্যুতি হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি প্রয়োজন বোধ করিলে তাঁহার স্থলে অপর কোনও সভ্যকে নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।"

বিবিধ (ক) 'সভার' নাম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী আলোচিত হইয়া গৃহীত হইল না।

"সভার বর্ত্তমান নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "সনাতন কায়স্থ-সভা" বা "কায়স্থ-মহামণ্ডল" নামকরণ করা হউক এবং এজন্য সভার বর্ত্তমান নিয়মাবলীর যে স্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে তাহা পরিবর্ত্তন করা হউক"।

(খ) পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার চেষ্টায় ৯৯ জন কায়স্থ সন্তানের উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন উহা পঠিত হইল এবং এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক) — ২১।৩।৩১ — (স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

১২শ অধিবেশন

২১শে আষাঢ়, ১৩৩১ (ইং ৫ই জুলাই ১৯২৪) শনিবার

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা—

স্থান—৮ বিশ্বকোষ লেনস্থ প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের

"বিশ্বকোষ কুটীর"

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা
" কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই, সি, এস্	" গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন
" রায় যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম, এ ; বি, এল,	" রসিকলাল দেব বর্ম্মা
" রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর	" ধীরেন্দ্রমোহন ধর বার, এট্, ল,
" মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা	" তারাপ্রসন্ন ঘোষ, এম-এ বিদ্যাবিনোদ
" নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার, এট্, ল,	" বিজয়নাথ সরকার
	" কিরণচন্দ্র দত্ত সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী (নিমতিতা), শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, এম, এ ; বি, এল, (বাঁকিপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম রায় (দিনাজপুর) অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সে সহানুভূতি-সূচক পত্র লিখিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় সভারম্ভে তাহা পাঠ করিলেন।

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থন ও সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তি সভার সভ্য মনোনীত হইলেন।

(১) শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ মজুমদার,
(২) ,, বৈদ্যনাথ ঘোষ,
(৩) ,, বরদাকিঙ্কর বসু,

৩য় প্রস্তাব—বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন—এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়া সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল আগামী ২৯শে ও ৩০শে আষাঢ় রবি ও সোমবার ১০৬।১ গ্রেষ্ট্রীটস্থ স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন করা হউক।

৪র্থ প্রস্তাব—বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী—১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাস হইতে ১৩৩১ সালের ১৯শে আষাঢ় পর্য্যন্ত সভার কার্য্য-বিবরণের খস্‌ড়া সম্পাদক মহাশয় উপস্থাপিত করিলে উহা গৃহীত হইল এবং স্থির হইল উহা ছাপিয়া বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হউক।

৫ম প্রস্তাব—আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পরামর্শ ও মনোনয়ন—কর্ম্ম-সম্পাদন-সংজ্ঞ কর্তৃক মনোনীত আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণের একটী তালিকা সম্পাদক, মহাশয় উপস্থাপিত করিলে সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে উহা গৃহীত হইল এবং উহা আগামী বার্ষিক অধিবেশনে নিযুক্ত-'বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে' উপস্থাপিত করা হউক এইরূপ স্থির হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—আগামী বর্ষের আয়-ব্যয় বিবরণ (বজেট)—আগামী বর্ষের অনুমানিক আয়-ব্যয় তালিকার খস্‌ড়া ও ১৩৩০ সনের শ্রাবণ মাস হইতে ১৩৩১ সনের ১৯শে আষাঢ় পর্য্যন্ত পরীক্ষিত আয়-ব্যয়-বিবরণ-তালিকা সম্পাদক মহাশয় উপস্থাপিত করিলে স্থির হইলে ঐ খস্‌ড়া বার্ষিক অধিবেশনে নিযুক্ত বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে উপস্থাপিত করা হউক এবং আয়-ব্যয় বিবরণ সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে গৃহীত ও সভাপতি এবং সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল এবং আগামী বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত হউক এইরূপ স্থির হইল।

বিবিধ—(ক) বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয় এককলীন সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন—

(১)	শ্রীযুক্ত রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৫৲
(২)	,, কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা আই, সি, এস,	১০৲
(৩)	,, বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা	১০৲
(৪)	,, রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর	৫৲
(৫)	,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা	৫৲
(৬)	,, নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার, এট্, ল,	২৲
(৭)	,, ধীরেন্দ্রমোহন ধর বার, এট, ল,	২৲
(৮)	,, রসিকলাল দেব বর্ম্মা	১৲
(৯)	,, কিরণচন্দ্র দত্ত	৫৲

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা (স্বাক্ষর) শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ
(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা সভাপতি
সম্পাদক ১৭।৪।৩০

BLANK PAGE(S)

কায়স্থ-পত্রিকা

২৩ বর্ষ | মাঘ—১৩৩১ | ১০ম সংখ্যা

জাতি-বিজ্ঞান

আদিম মানবের সৃষ্টি কোন্ যুগে, কবে, কোথায় হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা জানি না। তবে পৃথিবী-সৃষ্টির পর যে জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সকলকেই মানিতে হইয়াছে। আবার সকল জীবজন্তুর সৃষ্টি হইবার পর যে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তটী জীবতত্ত্বজ্ঞগণ মানিয়া লইয়াছেন। আমাদের দেশেও ঋষিগণ এই সিদ্ধান্ত খ্যাপন করিয়াছিলেন। ভাগবতকার বলেন যে, সমস্ত জীবসৃষ্টির পর মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর বয়স লইয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা যে অত্যন্ত প্রাচীন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এক সময়ে পৃথিবী তরল কুজ্ঝটিকামাত্র ছিল। ইহা তখন পুঞ্জীভূত আলোক ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সমস্ত সৌরমণ্ডল একসময়ে উজ্জ্বল বাষ্প ও বিবর্ত্তমান পিণ্ডপুঞ্জে পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ নীহারিকা (Nebula) ছিল। এই প্রাথমিক নীহারিকা হইতেই শনৈঃ শনৈঃ আমাদের পৃথিবী বর্ত্তমান আকারে গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই পৃথিবী প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং সম্ভবতঃ তরল ছিল। পুনঃ পুনঃ প্রসরণ (radiation) দ্বারা উত্তাপ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ইহার পৃষ্ঠে (surface) একটী ঘন আবরণ (solid crust) গড়িয়া উঠে। নাইস্ (Gneiss) নামক স্তরবিন্যস্ত প্রস্তর ও স্ফটিক প্রস্তরের (granite) ন্যায় প্রাচীনতম অগ্নিগর্ভ পাষাণস্তর এই বহিরাবরণের উপাদান। আর্কিয় (Archaean) বা এওজইক (Eozoic) কল্পে পৃথিবী বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্র সমন্বিত হয়; সম্ভবতঃ এই কল্পেই প্রাণের রহস্যময় সূচনা বা উৎপত্তি হয়।

১৮০ ডিগ্রির অধিক উত্তাপে কোন প্রাণী থাকিতে পারে না। নীহারিকা-বাদ (Nebular hypothesis) সিদ্ধান্ত করিয়াছে, এক সময়ে বায়ুমণ্ডল (atmosphere) অত্যন্ত ভারি ও উষ্ণ ছিল। তখন কোন জীবের অস্তিত্ব ছিল না।

প্রত্নজীববিদ্যার (Palaeontology) আলোচনার সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, কোন যুগেরই জলবায়ু (Climate) বর্ত্তমান কালের জলবায়ু হইতে খুব বেশী তফাৎও ছিল না। জলবায়ুর একেবারেই যে কোন প্রভেদ ছিল না তাহা নহে, তবে এখনকার জলবায়ু হইতে অত্যন্ত বেশী প্রভেদ কোন কালেরই জলবায়ুতে ছিল না। জীবের আদি জন্মস্থান মহাসমুদ্র। কিন্তু কোন কোন মতে, স্বাদু স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীর উদ্বেল উত্তেজনায় পৃথিবীতে জীবনের সঞ্চার হয়। যাহা হউক, এখন এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, জলেই সর্ব্বপ্রথমে জীবনের সঞ্চার হয়।

প্রত্নবিদ্যাবিষয়ক অনুসন্ধান যথেষ্ট বিস্তারলাভ করিয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ জীবের সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার জানিতে পারা গিয়াছে। জলধিগর্ভে ক্রমশঃ যে সকল পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে এবং মহাদেশ সকল যে প্রকারে উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ যেরূপ পরিণতি-প্রাপ্ত হইয়াছে প্রত্নজীববিদ্যাবিষয়ক অনুসন্ধানের ফলে তাহা আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। এ সকল বিষয় এখন আর শুধু অনুমানের বিষয় নয়; মানুষ এখন এ সকল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভূগর্ভ হইতে প্রাচীনকালের অনেক পূরক বা জীবাশ্ম (Fossil) বাহির হইয়া পড়ায়, সুপ্রাচীন যুগের জলবায়ু সম্বন্ধে এখন আমরা নিতান্ত অজ্ঞ নহি—অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছি। আদ্যজীবক (Protozoic) যুগ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যখন যেরূপ জলবায়ুর আবির্ভাব হইয়াছে তাহা এখন আমাদের অবিদিত নাই।

নিতান্ত প্রাথমিক অবস্থায় জীবাবয়ব (organism) সকল অত্যন্ত ঋজু (simple) ছিল। ক্রমশঃ তাহারা জটিল (complex) হইয়া পড়ে। জটিলতাও আবার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিতান্ত প্রাথমিক অবস্থায় জীবাবয়ব সকল এককোষ-বিশিষ্ট (one-celled) ছিল। ক্রমশঃ তাহারা বহু কোষ-বিশিষ্ট (many celled) হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় তাহারা ক্ষুদ্র ছিল, ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইতে থাকে। প্রথমে তাহারা সাধারণ নিয়মাধীন generalized) অবস্থায় ছিল, তার পর ক্রমশঃ বিশেষ নিয়মাধীন

(specialized) হয়। তাহাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া (alertness) পাওয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহারা অচেতন মূঢ় (insensate) অবস্থায় ছিল।

দুই প্রকার জীবাবয়বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; একটীর প্রকৃতি সংরক্ষণ-শীল (conservative), অপরটীর প্রকৃতি ক্রমবিকাশী (progressive)। সংরক্ষণ-প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবায়বগুলি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানপ্রকৃতিবিশিষ্ট জীবায়বগুলি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সংরক্ষণপ্রকৃতিবিশিষ্ট জীবাবয়বগুলির স্থান অধিকার করিয়াছে। জীবনসংগ্রামে দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবাবয়বই (organism) জয়ী হইয়াছে এবং প্রথম শ্রেণীর জীবাবয়ব সকল পরাভূত হইয়াছে।

পূর্ব্বে জলেই জীবের বাস ছিল; কিন্তু কালক্রমে অনেক ক্ষেত্রে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, জলে অনেকের জীবন-রক্ষা হইতে পারে না। অথচ স্থলে তাহাদের জীবন-রক্ষার স্বাভাবিক উপযোগিতাও ছিল না। এই সময়টী জলচর জীবের বড়ই দুঃসময়। সেই দুর্দ্দিনে পড়িয়া তাহাদের অনেকে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু যাহারা আপনাদিগকে অধিকতর কষ্টকর স্থলবাসের উপযোগী করিতে পারিল, তাহারাই কোনপ্রকারে বাঁচিয়া যাইতে লাগিল। প্রাথমিক অবস্থায় জীবেরা যত সহজে আপনাদিগকে প্রতিকূল অবস্থার উপযোগী করিতে পারিত, এখন আর সেরূপ পারে না। প্রকৃতি জীবগণকে জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সকল স্থানেই জীবনরক্ষা করিবার উপযোগিতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু জলই তাহাদের সকলের জন্মস্থান ছিল। অনেক প্রাণীর এমনই স্বভাব যে তাহারা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিলে আর জীবনধারণ করিতে পারে না। তাহারা অলসপ্রকৃতির জীব। প্রকৃতি সকল জীবের একটী জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই জীবনধারণের উপযোগিতা তাহাদের দিয়াছে। তবে প্রকৃতির উদ্দেশ্য এই যে, জীব আপন চেষ্টায় তাহার মধ্যে নিহিত, আপনাকে সকল স্থানের উপযোগী করিবার শক্তি, অবস্থা-বিশেষে বাহির করিয়া লইবে। যাহারা অলস তাহারাই আয়াস স্বীকার করিয়া আপনাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে পশ্চাৎপদ হয়; কাজেই তাহারা আপনাদের ধ্বংসের জন্য দায়ী। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যাহারা উপযুক্ত তাহারাই বাঁচিয়া থাকে, আর যাহারা আপনাদিগকে পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী করিতে না পারে, তাহারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জীবাবয়ব (organism)

ছাড়া প্রত্যেক জীবের ভিতরে এমন একটা কিছু আছে যাহা তাহাকে অপর সকল জীব হইতে বিশেষ করিয়া দেয়। প্রাথমিক অবস্থায় সকল জীবেরই অবয়ব (organism) সহজে পরিণমনীয় ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। কাঁচা অবস্থায় সকল পদার্থই এইরূপ থাকে। কঠিনতা প্রাপ্ত হইলে সকল পদার্থই বদলাইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়।

পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ কতকাল পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা স্থির করা এক সময়ে অতি দুরূহ ব্যাপার ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে এখন আমরা প্রথম জীবনোন্মেষের কাল অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যতদূর পর্য্যন্ত প্রাণিকঙ্কালের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত হিসাবে কোন ভুল হইতে পারে না। জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়াও যা, অতীত প্রাণিজীবনের সন্ধান পাওয়াও তাই। যে পর্য্যন্ত জীবাশ্ম পাওয়া যাইতেছে, সে পর্য্যন্ত প্রাণী নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও যে প্রাণী ছিল তাহাও এখন আমরা হিসাব করিয়া বলিতে পারি। পৃথিবীর যে সকল স্তরে প্রাণী—বা উদ্ভিদকঙ্কালের কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় না, সে সকল স্তরে কৃষ্ণসীসক (graphite) ও চুনাপাথরের (lime-stone) স্তরাবলির সন্ধান পাওয়া যায়। এখন জানিতে পারা গিয়াছে যে, কৃষ্ণসীসক ও চুনাপাথরের স্তরগুলি উদ্ভিদ ও প্রাণিশরীরের কঙ্কালবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। একটা শরীর বা কঙ্কাল বেশীদিন থাকে না। কি উদ্ভিদ কি প্রাণী সকলেরই দেহ কালবশে বিলুপ্ত হইয়া যায়। উদ্ভিদ অপেক্ষা প্রাণিশরীর আরও শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। শরীর মধ্যে জলীয় ও বায়বীয় পদার্থ যাহা কিছু থাকে তাহা কিছুতেই ধরিয়া রাখা যায় না। যখন এ সমস্ত অন্তর্হিত হয়, তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই থাকিয়া যায়। যাহা অদৃশ্য হইবার তাহাই অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু যাহা অদৃশ্য হইবার নয় তাহা কোন না কোন শরীরে এককালে অস্তিত্বের নিদর্শন-স্বরূপ অবস্থিতি করে। কঙ্কাল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, কঙ্কালেরও আকার প্রকার কিছুই থাকে না—সর্ব্বহর কাল সবই গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু কাল একেবারে সকল চিহ্ন নষ্ট করিতে পারে না। চিবাইয়া তাহাকেও ছিবড়া ফেলিতে হয়। যখন শরীরের সকল অংশ যে যাহার অদৃশ্য আবাসস্থলে চলিয়া যায়, তখন অঙ্গার (carbon) বা কৃষ্ণসীসক (graphite), চুনাপাথর এবং খনিজ লৌহ (iron ores) ছিবড়ার ন্যায় পড়িয়া থাকে। প্রত্নজীবতত্ত্বজ্ঞরা এই সকল ছিবড়ার সাহায্যে ভূতপূর্ব্ব জীবনের অস্তিত্বকাল নিরূপণে যত্নবান্ হন। সুতরাং

পূর্ব্বে যেখানে জীবন ছিল না বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল, অধুনা সেখানে জীবন ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

পৃথিবীর যে যুগের জীবাশ্ম আদৌ পাওয়া যায় না, অথচ যে যুগে জীবন ছিল বলিয়া অনুমান করিতে বাধ্য হইতে হয়, সেই যুগকে আর্কিয়জয়িক (Archæozoic) বলা হয়। এই যুগের ভূস্তরে এমন সব চুনাপাথর ও খনিজ লৌহ (iron ores) পাওয়া গিয়াছে যাহাদ্বারা ঐ যুগের জীবাশ্ম না পাওয়া গেলেও ঐ যুগে যে জীবনের অস্তিত্ব ছিল তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই যুগের পর আদ্যজীবক বা Protozoic যুগের আবির্ভাব হয়। প্রত্নজীবতত্ত্বজ্ঞগণ এই যুগের জীবকে প্রাথমিক জীব বলিয়া অভিহিত করেন। যে সময়ে পৃথিবীতে তুষার-যুগের প্রাদুর্ভাব ছিল ইহা সেই সময়ের কথা। আদ্যজীবক যুগের অবসানে প্রত্নজীবক বা Palæozoic (Primry) যুগের আবির্ভাব হয়। এই যুগের জীবদিগকে প্রত্নজীবক বলা হয়। এই যুগের জীবসকল প্রায়ই পৃষ্ঠদণ্ডবিহীন ছিল; তবে প্রাথমিক পৃষ্ঠদণ্ডযুক্ত জীব সকলেরও এই যুগেই আবির্ভাব হইয়াছিল। অতঃপর মধ্যজীবক বা Mesozoic (Secondary) যুগ। এই যুগে সরীসৃপ-জাতীয় জীবেরই প্রাধান্য। এই যুগের জীবকে মধ্যজীবক (mediæval) বলা হয়। তার পর নব্যজীবক বা Cainozoic (Tertiary) যুগ। স্তন্যপায়ী জীবকুলের ইহাই আধিপত্যকাল। মানুষ ইহারও পরযুগের প্রাণী। মানুষের আবির্ভাবের যুগকে মনোজীবক বা Psychozoic যুগ বলা হয়। এই কয়টী যুগ ভূতাত্ত্বিক বা geologic যুগ বলিয়া পরিচিত।

ভূতাত্ত্বিক (geologic) যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে কসমিক (cosmic) যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগে সর্ব্বপ্রথমে সৌরজগৎ নীহারিকাকারে ছিল। তার পর বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। ইহার পর যে অবস্থা তাহাকে প্রাথমিক আগ্নেয় গিরিবৎ অবস্থা (initial volcanic stage) বলা হয়। তখন জগৎ অত্যন্ত উষ্ণ। জগতের সে অবস্থা কোন প্রকার প্রাণীর অস্তিত্বের উপযোগী নয়। অতঃপর প্রাথমিক জলীয় অবস্থা (initial Hydrospheric stage) আসে। ইহার অবসান হইলে পর জগতের যে অবস্থা হয় তাহাতে প্রাথমিক জীবের আবির্ভাব হয়।

বিশাল সৌরজগৎ এক সময় অবিভক্ত অবস্থায় ছিল। ইহার তখন অপরিণত ও প্রাথমিক অবস্থা। সৌরজগৎ ক্রমশঃ যতই পরিণতিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই তাহা নানা ভাগে বিভক্ত হইতে লাগিল। জগতের সকল বস্তুরই

পরিণতি এই একই নিয়মে হইয়া থাকে। পরিণতির অর্থ—বস্তুর অন্তর্নিহিত অংশ সকলের সুস্পষ্ট বিকাশ। অপরিণত অবস্থায় ইহারা অব্যক্তভাবে বস্তুমধ্যেই নিহিত থাকে। সৌরজগতের অপরিণত অবস্থায় পৃথিব্যাদি গ্রহসকল বিভিন্নাকারে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, সমস্তই অব্যক্তভাবে একাকারিত ছিল। যাহা হউক, পৃথিবী সৌরজগতের পরিণামের কোন এক অবস্থায় অব্যক্ত হইতে বিভিন্ন হইয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু তখন পৃথিবীর আকার বায়বীয়। এই অবস্থা হইতে পৃথিবী ক্রমশঃ তরল অবস্থায় পরিণত হয়। পৃথিবী যতই এইভাবে পরিণামপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ইহার ব্যাস (diameter) ততই ছোট হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে ইহার জলবায়ুও বদলাইতে লাগিল। পৃথিবীর জীব-জীবনের কাল পরিমাণ করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে পৃথিবীর ব্যাস ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে হইতে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইতে ইহার কতকাল লাগিয়াছে। পৃথিবীর ব্যাস বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবার পর হইতে যে পৃথিবী জীবনিবাস হইয়াছে, বোধ হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহার ব্যাস কতকাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, গণনাদ্বারা তাহা একপ্রকার স্থির হইয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানবিদ্‌গণের (Physicists) গণনা অনুসারে অন্ততঃ একখর্ব (billion) বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর ব্যাস বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে; সুতরাং পৃথিবীতে জীবজীবনকালও অন্ততঃ ঐ সময় ধরা যাইতে পারে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ভৃগুনন্দী ও বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ

(২৭৯ পৃষ্ঠার পর)

চল্লিশ ঘর কায়স্থ ভাবান্তরে থাকা বিশেষণ করিয়া, ভৃগু প্রমুখ কায়স্থগণ, তাহাদিগকে কেন সমাজে গ্রহণ করেন নাই, তদালোচনা করা প্রয়োজন। চল্লিশ-ঘরী কায়স্থগণ মধ্যে, অধুনা বিদ্যা-বিভব-সম্পন্ন কোন কোন সামাজিক ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে নাগদ্বয় প্রাচীন বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে আশ্রয় না পাইয়া নূতন পঠী বন্ধন করেন। বরেন্দ্রবাসী প্রাচীন কায়স্থগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কতিপয় ঘর দ্বারায় যে স্বতন্ত্র পঠী বা শ্রেণী গঠিত হয় তাহা সত্যকথা।

পূর্ব্বতন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন দ্বারায় বহু সামাজিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। বৌদ্ধাচার সম্পন্ন বারেন্দ্র দেশে, বৌদ্ধমতাবলম্বী পালবংশীয় রাজন্যবর্গের অধিকার কাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার বিশেষরূপ প্রাবাল্য ছিল। মহারাজ বিজয়সেন রাঢ়বাসী হইয়া, বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত করেন। বল্লালসেন তাহার ব্যভিচার করিতে আরম্ভ করিলে বৈদিকাচারী ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ তাঁহার বিরোধী হইয়া পড়েন। যে সকল ব্যক্তি বল্লাল প্রবর্ত্তিত অভিনব তান্ত্রিকতায় দীক্ষিত হইতে থাকেন তাঁহারা পূর্ব্বে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় দীক্ষিত ছিলেন। বৈদিকাচার নিষ্ঠ সমাজে উক্ত তান্ত্রিকতা-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ "কুলাচার" বা কৌল বলিয়া কথিত হইতেন। এ সম্বন্ধে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে'র রাজন্য কাণ্ডে ৩২৮।৩২৯ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অতি সমীচীন বটে। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।—

"মহারাজ বল্লালসেন তান্ত্রিক গুরুর অনুবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ ঐরূপ বেদ-বিরুদ্ধ মতই প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে এ দেশীয় বৈদিক বিপ্র-সমাজ, বল্লালসেনের কোন কোন আত্মীয় এবং উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ, বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন। এদিকে আবার আদিশূরানীত কণৌজীয় বিপ্র-বংশধর রাঢ়ীর ও বারেন্দ্রগণ বল্লালসেনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সপ্তসতী বিপ্রগণও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। সেনবংশের সম্পর্কিত কায়স্থ সমাজও বল্লালসেনের মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।"

* * * * *

"বল্লালসেনের অনুবর্ত্তী হইয়া যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কুলাচারী হইয়াছিলেন, গৌড়াধিপ তাহাদিগকেই কুলীন বলিয়া সম্মান করেন।"

রুদ্রযামলে এইরূপ কুলাচারের প্রসঙ্গ আছে ঃ—

"নিত্য-শ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যাবন্দনম্ পিতৃদর্শনম্।
দেবতা-দর্শনম্ পীঠ-দর্শনং তীর্থ-দর্শনম্ ॥
গুরোরাজ্ঞা পালনঞ্চ দেবতা নিত্য পূজনম্।
পশুভাবো স্থিতো মর্ত্ত্যো মহাসিদ্ধিং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥
স্বকুলাচারহীনঃ যঃ সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
নিষ্ফলার্থী ভবেৎ ক্ষিপ্রং কুলাচারাত্মভাবতঃ ॥"

রুদ্রযামল ২য় পটল, ৪-৭ শ্লোক।

"অর্থাৎ নিত্য-শ্রাদ্ধ, তান্ত্রিক-সন্ধ্যা-বন্দনা, পিতৃ-তর্পণ, দেবতা-দর্শন, তীর্থ-দর্শন, গুরুর আজ্ঞা পালন, তান্ত্রিক ইষ্ট দেবতার নিত্য পূজা, ইহাই কুলাচার। পশ্বাচারী মানব এই ভাবে থাকিলে মহাসিদ্ধি লাভ করে। পশুর ভাবই প্রথম, বীরের আচারই বীর ভাব, দিব্যগণের আচারই দিব্য ভাব—এই তিন প্রকারের ভাব কুলাচারের অন্তর্গত। যে স্থিরমতি সাধক কুলাচার হীন, কুলাচার অভাবে তাহার সকল বাসমাই নিষ্ফল হয়।"

*　　*　　*　　*　　*

"শ্রুতি স্মৃতি মতে বেদমাতা সাবিত্রীরূপই ব্রাহ্মণত্বের মুখ্য লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও কৌলিক সুরাপানই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। * * * কণৌজী বিপ্রবংশধর বারেন্দ্রগণ মধ্যে যাহারা পাল বংশের প্রভাবে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন বল্লালসেনের প্রভাবে তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণেই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ এক কণৌজি বিপ্রবংশধর হইলেও পরস্পর আত্মীয়তা স্থাপনে পরাঙ্মুখ ছিলেন।"

ভগবান বুদ্ধদেবের বহুপরবর্ত্তী সময়ের বিকৃত বৌদ্ধাচার নিন্দিত বটে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ অতি মহান্ ছিল। তিনি অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার গরিয়সী উপদেশ আত্মদমন। তাঁহার উপদেশ পরকে পরাজয় করার অপেক্ষা আপনাকে জয় করাই শ্রেয়ঃ। যিনি নিজকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাহাকে কেহই পরাজয় করিতে পারে না। যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি আভ্যন্তরিণ শত্রুনিচয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বীর। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ, ভগবান্ বুদ্ধদেবের মতের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেও তাঁহারা দশাবতারের অন্যতম স্থানে বুদ্ধদেবকে স্থাপন করিয়াছেন। কবি জয়দেব দশাবতার স্তোত্র বর্ণনকালে লিখিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহং শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশু-ঘাতম
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর
জয় জগদীশ হরে।

আত্মদমন ব্রত একদা পঞ্চমকারে পরিণত হইয়াছিল। এ সময়ঃ আত্মদমন পরায়ণ প্রকৃত সংযমী বীরের অভাবে বীর হইলেন কে? যিনি সুধা

নামে সুরা পান করিয়া আত্মদমনে অসমর্থ হইলেন, তিনিই বীর। সাধনাছলে যিনি আত্ম-সংযম দেখাইবার জন্য কামিনীকে ক্রোড়ে করিয়া সুরা-বিহ্বলতা দেখাইতে লাগিলেন, তিনিই হইলেন বীর। এই সময়ে প্রকৃত বীরের ভাব পশুভাবে পরিণত হইয়াছিল। আত্মসংযমের অভাবে ও সুরা পানের আতিশয্যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের অনেকেই সংস্কার বর্জ্জিত ও হীন-ক্রিয় হইয়াছিলেন। সুরারূপ সুধার দ্বারায় বর্ণবিচার ও বর্ণাচার ধর্ম্মলোপ পাইতেছিল। সাধকগণ সুরাপাত্র হস্তে আমি বীর বলিয়া সুরা পান করিতে করিতে পশুভাবে মৃত্তিকায় গড়াগড়ি করিয়া চৈতন্য হীন হইতেন।

বৈদিকাচার মতে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করা নিত্য কর্ত্তব্য। পঞ্চ মহাযজ্ঞ এই—১। ব্রহ্ম-যজ্ঞ অর্থাৎ বেদ পাঠ। ২। দেব যজ্ঞ অর্থাৎ হোম। ৩। পিতৃশ্রাদ্ধ। ৪। তর্পণ বা পিতৃ যজ্ঞ। ৫ নৃযজ্ঞ—অতিথি সেবা। বৈদিকাচার মতাবলম্বী কায়স্থগণ ঐ সকল কর্ম্ম করিতে না পারিলেও নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও কেহ কেহ ঐ যজ্ঞ পালন করিতেন। প্রাচীন কায়স্থ নরনারী মধ্যে বেদের কোন কোন শ্লোক আহ্নিক সময়ে পাঠ করা হইত। গীতার ২।১ টী শ্লোক এখনও পাঠ হয়। হোমকার্য্য করিতে প্রাচীনগণকে দেখা গিয়াছে। এখনও নব্যদলের ২।১ জন হোম করেন। সাধারণে তাহাদিগকে থিয়োসোপী সম্প্রদায় বলেন। সমর্থবান ও নিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণ একাদশী ও অমাবস্যা প্রভৃতিতে শ্রাদ্ধ করিতেন অথবা অভাব পক্ষে অন্ততঃ ভোজ্য উৎসর্গ করিতেন। তর্পণ অনেকেই করিতেন। নৃযজ্ঞ বা অতিথি সেবা কায়স্থ জাতি ভালরূপেই জানিতেন। অতিথি-সেবা নিত্য রক্ষার জন্য বহুধনী ব্যক্তি নানা প্রকারের দেব সেবা স্থাপন করিয়াছেন। গোপাল ও গোগ্রাস দান জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রই করিতেন।

শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের প্রভাব বিস্তার হইলে, ঐ সকল যজ্ঞের সমুদয় অনুষ্ঠান এক কালীন তিরোহিত হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে জ্ঞানবান ও ধনশালী ব্যক্তিগণ বেদ পাঠাদি কার্য্য, হোম, পিতৃশ্রাদ্ধ, তর্পণ ও অতিথি সেবা যে ভাবে করিতে পারিতেন, কায়স্থগণের সদাচারী ও ধনশালী ব্যক্তিগণ ঐ সকল কার্য্য মধ্যে কতক কার্য্য সম্যক্ ভাবে করিতে না পারিলেও, ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদিগকে ঐ পঞ্চ মহাযজ্ঞের সম্পাদনে সদুপদেশ দিতেন। দান ও দক্ষিণা ব্রাহ্মণগণের প্রাপ্য থাকায়, তাঁহারা কায়স্থগণকে রাজকার্য্য নিপুণ দেখিয়া কর্ম্মগুলি আপনাদিগের বৃত্তি রক্ষার জন্য অন্যভাবে পরিণত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র, বৈদিকাচারের

বহু বিষয়ে পরিবর্ত্তন করিলেও তন্মধ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান অন্যরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

বাণেশ্বরদেব বর্ণিত "কুলাচার" বিশেষণ প্রাপ্ত ৮ ঘর বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় অগ্রণী ছিলেন। অন্য বত্রিশ ঘর ইহাদিগের মতানুশরণ করিতেন। উক্ত ৮ ঘর মধ্যে সেন, ঘোষ, মিত্র, পাল, ও রাহা ঘর বঙ্গজে বল্লাল কর্ত্তৃক প্রশংসিত হওয়া দৃষ্ট হয়। আইগ, পোল ও ভঞ্জ ঘর সম্মানিত মধ্যে দৃষ্ট হয় না। সকলেই "কুলাচার" প্রথায় সমান স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তান্ত্রিক গুরুর আশ্রয়ে থাকায় ইহারা বৈদিক-মতও উপেক্ষা করেন। তজ্জন্য ইহারা বৈদিকাচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অনুগমনে বিরত ছিলেন। ফলকথা, বৈদিক সদাচারের নিয়মাদি ঐ সকল ঘর কর্ত্তৃক প্রতিপালিত না হওয়ায়, বৈদিকাচার-নিষ্ঠ সপ্তঘরী সমাজ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনাদি করা কুলগৌরবনাশের হেতু ছিল। উভয়ে একই প্রকারের সদাচার সম্পন্ন না হইলে, চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মায় না। কাজেই ভৃগু প্রমুখ কায়স্থগণ, বর্ণাচার ধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচারী ঘর দ্বারায় স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেন।

সপ্তঘরের মধ্যে গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মত পরিদৃষ্ট হয়। শেষোক্ত বৈষ্ণব মত বেশী দিনের না হইলেও, হরিনাম কীর্ত্তন প্রভাবে এই মত অধিকতর রূপে বিস্তৃত হইয়াছে। শাক্তমতাবলম্বী ঘর সংখ্যা খুব কম হইলেও, এই মতের সহিত বৈষ্ণব মতের বিরোধ হেতু, বাধ্য হইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভূক্ত ঘরের সহিত আদান প্রদান দ্বারায় উভয়েই চিত্তে প্রফুল্লতা সঞ্চয়ে বঞ্চিত থাকেন। বৈষ্ণবগণের "বিল্লপত্র জবার ফুল দেখ্‌তে নারে চক্ষুশূল" প্রবাদ আছে। এই শাক্ত ও বৈষ্ণবে অধুনা এতটা প্রভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং কারণ-পান (সুরাপান) নিরত বৌদ্ধ-কুলাচার যুক্ত সম্প্রদায়ের সহিত মনের মিল হওয়া অসম্ভব ছিল। এইরূপ নানা কারণে চল্লিশ ঘরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন দোষাবহ বলিয়া

উত্তম কায়স্থ বংশে উত্তম আচার।
সমাজে বান্ধিল তার লয়ে সপ্তঘর ॥

দ্বারায় নিরাবিল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নিরাবিল ভাবাপন্ন সমাজে দেব ঘর মধ্যে কানাসোঁনার দেবঘর মাত্র প্রথমে গৃহীত হয়েন। অন্য কোন দেব ঘরের প্রসঙ্গ প্রথমে হয় নাই। বাণেশ্বর দেবের চারি সমাজ উল্লেখ করেন।—

কর্ণসেনী, গণকরি, চাঁড়িয়া, চিত্রপুরী।
সেই অনুসারে মোক্ষ গৌণ ভেদকারী ॥

দেব মধ্যে মোক্ষ ঘর হইল কর্ণসেনি।
ইহা ভিন্ন যত আছে গৌণ অনুমানি ॥

কর্ণসেনি দেবগণই মোক্ষ ঘর বিধায় নিরাবিল ভাবাপন্ন সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। অন্যান্য দেবের কুলে খোঁটা ছিল। কাহার কি দোষ অনুসন্ধান করিতে গেলে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় গোড়ামীর কথাই আসিয়া পড়িবে। চড়িয়ার দেবগণ বরেন্দ্রবাসী হইয়াও নিরাবিল ভাবাপন্ন ঘরের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন নাই। এই চড়িয়া গ্রাম পাবনা জেলার রায়গঞ্জ পুলীশ ষ্টেশণ ও সুপ্রসিদ্ধ বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহ নামক প্রাচীন করোতয়া তীরস্থিত ও জয়সাগর নামক বৃহৎ জলাশয় সংলগ্ন নিমগচ্ছী নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী। দেববংশীয় কায়স্থগণ যে পল্লীতে বাস করিতেন তাহাদের চড়িয়া নামে কথিত হইতেছে। এই বংশে পূরণদেব ও সুখদেব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইহারা রায়গঞ্জ ষ্টেশণের নিকটবর্ত্তী কোদলা নামক স্থানের চৌধুরী বা ভূঞা উপাধি ধারী জনৈক জমিদারের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহারা ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ "কৌল" বলিয়া কথিত হইতেন। দেব বংশীয়গণ ঐ সংশ্রবে থাকায় তাঁহারাও তান্ত্রিক বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক, দেব বংশের বাসুদেব শ্রীমদ অদ্বৈত প্রভুর বংশে শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোপী-নাথ বিগ্রহ স্থাপন করতঃ স্বতন্ত্র স্থানে বাটী করেন, তাহা "চড়িয়া গোপীনাথপুর" নামে প্রসিদ্ধ আছে। তাড়াশের প্রাচীন বাটীতেও উক্ত বিগ্রহের মন্দির জীর্ণাবস্থায় থাকা দৃষ্ট হয়।

তাড়াশের জয়হরি চৌধুরীর কন্যার সহিত বিশেষ কৌশলে, পোতাজিয়ার নবরত্ন নির্ম্মেতা প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম রায়ের বংশীয় বাসুদেব রায়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহে বাসুদেবের পিতৃব্য ও মাতা প্রভৃতির অমত ছিল। বাসুদেব উক্ত বিবাহ করিয়া স্বগ্রামের জ্ঞাতি কুটুম্ব ও অন্যান্য সমাজ স্থান হইতে এক ঘরিয়া হইয়া পড়েন। বাসুদেব রায়ের পোতাজয়া বাস করা অসম্ভব হইলে বলরাম রায়, তদীয় ভাগিনেয় বাঙ্গলা সুবার সদর আমিন উধুনিয়ার যাদুসিংহকে বলিয়া, তাঁহারই ভদ্রাসনের পার্শ্বে একটী পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বাসুদেবের শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ জন্য বলরাম রায়ের নির্ম্মিত তাড়াশের দোলমঞ্চের ছাচে একটী দ্বিতল মন্দির নির্ম্মিত হয়। এবং ভরণপোষনের জন্য কতকগুলি সম্পত্তি চৌধুরী মহাশয় দান করেন। এদিকে নিরাবিল ভাবাপন্ন অষ্টমুনিসা, পোতাজিয়া, সাধুখালী, সর্ষা, ও বাজরস প্রভৃতি ঘরে বাসুদেবের পুত্র কন্যার সম্বন্ধ স্থাপন না হয় তজ্জন্য বিশেষরূপ যত্ন হইতে থাকে। সমাজ সমন্বয় দ্বারা ঐ বিবাহ

কার্য্য না হওয়ায় সকলেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। বাসুদেব রায়ের পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও দৌহিত্র প্রভৃতি ২১ টী বিবাহ বহু অর্থব্যয়ে ঐ সকল নিরাবিল ভাবাপন্ন ঘরেই সম্পন্ন হয়। এইরূপ পরবর্ত্তী কুলকার্য্য হইতে না পারিলে জয়হরি চৌধুরী মহাশয়ের কুলকার্য্যের 'গৌরব থাকিত না। তৎকালে কন্যাগণকে কুলীনে দান করাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। কন্যাগণকেও শিক্ষাদান করা হইত ;—

চরকা কাট্‌বো পরবো কেনী।
তবু হব কুলীনের রাণী ॥

তখন কুলীনের স্ত্রীগণের পক্ষ অন্ন কুলীনগণ গ্রহণ করিতেন। ইহাই শ্লাঘার বিষয় ছিল। অধুনা ২।১ টী ব্যভিচার হইলেও জয়হরি চৌধুরী ও রামনাথ রায়ের বংশে কেবল মাত্র সিদ্ধঘরএর মধ্যেই দানগ্রহণ দ্বারায় গৌরবান্বিত আছেন। এরূপ ভাবে কুল-গৌরব রক্ষণশীল ঘর সমাজে প্রশংসনীয় বটেন।

ভৃগু কর্ত্তৃক সমাজবন্ধনের পরবর্ত্তী সময়ে ভাবান্তরের ঘর সংস্পৃষ্ট কতিপয় ঘর নিরাবিল সমাজে আদানপ্রদান করিলে, সমাজে হৈচৈ পড়িয়া যাইত। ভঞ্জের দৌহিত্রগণের যে ভাবে সমন্বয় হয় তদ্রূপ ভাব আর না হওয়াই কারণ। সমাজ-বিশ্লেষণ করিলে অনেক রহস্য উন্মেষণ হইতে পারে। সপ্তঘরী সমাজ চল্লিশঘরী সমাজের ন্যায় আবিল সম্পন্ন নহে। জটাধর ও কর্কট নাগ মধ্যল্য আকাঙ্ক্ষা পরিভ্রষ্ট হইয়া আইসা স্বীকার করিলেও তাঁহারা প্রাচীন বারেন্দ্রের কোন ঘরের সহিতই আত্মীয়তা করিতে যত্ন করেন নাই। বড়গ্রাম ও শোলকূপা অঞ্চলে বাহাত্তরে কায়স্থ পূর্ব্বে প্রচুরপরিমাণেই ছিল। তাঁহারা কিন্তু তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া প্রসিদ্ধ ছয়ঘর কায়স্থের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক আপনারা সাধ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া গৌরব লাভ করিয়া আসিতেছেন।

বঙ্গজ কুলীনগণ রাঢ় হইতেই বঙ্গে গমন করেন। সুতরাং রাঢ়েই মৌলিক স্থান হইতেছে। এই জন্যই ভৃগু প্রমুখ কায়স্থগণ রাঢ় হইতেই সিংহ, দেব ও দত্ত ঘর আনয়ন করেন। দাস ও দেব পঠির বিবরণে বিশেষ ভাব পাইবে।

৺গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় সপ্তঘর-বহির্ভূত অন্যান্য বারেন্দ্রবাসী কায়স্থগণের মধ্যে অনেকেরই আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"বারেন্দ্র কায়স্থগণ আদিনিবাসী ও উপনিবেশী ভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধ সাধ্যভাবে সাতটী বংশ লইয়া যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সামাজিকগণই উপনিবেশী বারেন্দ্র কায়স্থ। বারেন্দ্রের আদিনিবাসী সদাচার-ভ্রষ্ট কায়স্থগণের

সহিত ইহাদিগের সামাজিক সংশ্রব নাই। এ সমাজের আচার-ব্যবহার অতি পবিত্র। বিধবা নারীগণের আচার-ব্যবহার যতী ও ব্রহ্মচারীর ন্যায় পবিত্র বটে।"

"সাতটী মাত্র বংশ লইয়া এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদিগের ৩ ঘর সিদ্ধ ও ৪ ঘর সাধ্য। * * * *। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কায়স্থগণ, বারেন্দ্র-ভূমি নিবাসী হইলেও, বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের গ্রাহ্য নহেন।"

বিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয়ও যদুনন্দনের মূল পয়ারের ভাবে ও সামাজিক-প্রথা দৃষ্টে বলেন,

"বারেন্দ্র কায়স্থগণের যাহারা সিদ্ধ অর্থাৎ কুলীন তাঁহারা সকল বংশেই কন্যা-পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিতে পারেন। সাধ্যঘরে আদান প্রদানে ইহাদিগের কুল নষ্ট হয় না কিন্তু পুনঃ পুনঃ আদান প্রদান করিলে কুল-গৌরবের হানি হইয়া থাকে। ক্রমাগত তিনপুরুষ পর্য্যন্ত যাহাদিগের কুলীনে আদান প্রদান না থাকে, তাহাদিগের সর্ব্বতোভাবে কুল নষ্ট না হইলেও গৌরব থাকে না। পুনরায় যখন কুলীনের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধ হয় তখন আবার গৌরবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে, "উঠাপড়া কায়েতের কুল যদি থাকে মূল" এই কথা প্রচলিত আছে। সাধ্য ৪ ঘরের মধ্যে যাঁহাদিগের সিদ্ধ বংশের সহিত যত আদান প্রদান থাকে, তাঁহারা ততই গৌরবান্বিত হয়েন। যাঁহাদিগের তিন পুরুষ ক্রমাগত সিদ্ধবংশে আদান না থাকে, তাঁহারা নীচভাবাপন্ন হইয়া যান। বহুকাল নিরাবিল সিদ্ধবংশের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় সাধ্যঘরের কথা দূরে থাকুক, অনেক সিদ্ধবংশই সমাজের অপরিচিত এবং অতি নীচভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। যে সকল সিদ্ধবংশের কেবল সিদ্ধবংশেই আদানপ্রদান আছে, তাঁহাদিগকে "নিরাবিল" বলা যায়। ইহারা সমাজে উত্তমভাববিশিষ্ট। আর যাঁহাদিগের সিদ্ধসাধ্য উভয় বংশে আদানপ্রদান আছে, তাঁহাদিগের মধ্যভাব। যাঁহাদিগের সিদ্ধের সহিত সম্বন্ধ না থাকে অর্থাৎ বহুপুরুষ পর্য্যন্ত কেবল সাধ্য-বংশেই আদানপ্রদান হইতে থাকে, তাঁহাদিগকে কাষ্ঠভাবাপন্ন বলা যায়। সিদ্ধ-বংশের মহামহিমা এই যে নীচ বংশে করণ কারণ করিলেও ইহাদিগের সিদ্ধত্ব নষ্ট হয় না। ঢাকুর বলিয়াছেন—

"সিদ্ধঘরে প্রধান ক্রটী যদি হয়।
সাধ্যঘরে সিদ্ধ-স্থত বিগ্রহের প্রায়॥"

ইহা একপ্রকার অহঙ্কারের কথা। এই অহঙ্কারেই আমাদের দেশে বিস্তর অনিষ্ট

সাধন করিয়াছে ও করিতেছে।" গন্থ ঠাকুর ৪৭ পৃষ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে ভাবান্তরের ঘরগুলির সহিত সপ্তঘর পৃথক্ বটেন।

৺গোবিন্দমোহন রায় মহাশয় বলেন "সামাজিক সাতঘর কায়স্থ ব্যতীত সমাজ বহির্ভূত কায়স্থ-কুলে কোন কোন সিদ্ধ বংশীয় কায়স্থ কন্যা পুত্রের আদান প্রদান করিতেছেন। ২।১ স্থলে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থদিগের মধ্যেও কন্যা পুত্রের আদান প্রদান দেখা যাইতেছে। সমাজ বহির্ভূত নিম্নশ্রেণীর বারেন্দ্র-কায়স্থ-কুলে কন্যা পুত্রের আদান প্রদান করনাপেক্ষা দক্ষিণ রাঢ়ীয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কায়স্থ কুলে আদান প্রদান করা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ এবং তাহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়।"

নিখিল ভারতীয় কায়স্থ-সভা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থগণের একীকরণ প্রচার করিতেছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা বাঙ্গলার শ্রেণী চতুষ্টয়ের সামাজিক কায়স্থগণ মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রাচীন-মত সকলেই উপেক্ষা করিয়া সামাজিক কায়স্থ মধ্যে পরস্পর মিলনের প্রস্তাব হইতেছে। এই সামাজিক কায়স্থ জন সংখ্যা হইতে শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে যে বিশাল অসামাজিক কায়স্থপুঞ্জ আছেন, তাহাদিগের সমীকরণের প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। প্রত্যেক শ্রেণীর নিম্নস্তরে যে অসামাজিক কায়স্থ আছেন, তাহার সমন্বয় সাধনের যত্ন কোথায়? শ্রেণ্যন্তরে যে আন্তর্গনিক বিবাহ হইতেছে তাহার সংখ্যা নগণ্য। কন্যাদায়ে বিব্রত ব্যক্তিগণ অসমাজিক নিম্নস্তরের আশ্রয় গ্রহণে তাঁহারাও "সামাজিক" কায়স্থের নিন্দা ভাজন হইতেছেন। কন্যাদায় গ্রস্থ সিদ্ধ সাধ্য সপ্ত ঘরের কন্যা 'ভাবান্তরের' কতিপয় ঘরের মধ্যে ও ভাবান্তরের কতিপয় ঘরের কন্যা ঐ সিদ্ধ সাধ্য ঘরে গৃহীত হওয়া পরিদৃষ্ট হয়। ইহার সমীকরণের সুব্যবস্থা অভাবে কোন পক্ষই সমাজে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছেন না। যে সকল সিদ্ধঘর ঐরূপ ঘরে কন্যাদান করেন, তাহাদের জামাতাকে লইয়া আহার ব্যবহার করা দূরে থাকুক, অনেক স্থলেই কন্যাকর্ত্তার ভাগ্যেও জ্ঞাতি কুটুম্বগণ মধ্যে পূর্ব্বের ব্যবহার লাভ করা ঘটে না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি রাঢ়দেশ মৌলিক ভাব সম্পন্ন হওয়ায় সিংহ, দেব, দত্ত ঘর ঐ স্থান হইতেই আনীত হইয়াছিলেন। ভৃগু নন্দী ও নাগের বাসস্থানের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে রাজন্য কাণ্ডের ২২২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

নরদাসের দুই পুত্র, বটু পটু কুল সূত্র,
বটু করিল বঙ্গ সংগঠন।

* * *

বটু গেল বল্লালপক্ষ, তেঁইসে পিতার উপেক্ষ,
বঙ্গ মাঝে হইল আগুসর।
গৌড়াধিপ পূজা কৈল, সামন্ত অগ্রগণ্য হইল,
পুত্র তার শ্রীহরি শ্রীধর।
বটুদাস সমাজে পটু, সেই হইল বারেন্দ্র বটু,
সভামাঝে খ্যাতি বহুতর।
ভুবনাদি অনুজ লয়ে, বহু কীর্ত্তি প্রকাশিয়ে,
অপুত্রক মৈল কুলরব॥

এখানে নরদাস ঠাকুরের পুত্র বটু ও পটু দাস লিখিত হইয়াছে। বটু পূর্ব্ব বঙ্গে মহাসামন্ত পদ বল্লাল কর্ত্তৃক লাভ করেন। পটুর পুত্র শ্রীহরি ও শ্রীধর। শ্রীধর দাস ঠাকুর সংস্কৃত "সূক্তিকর্ণামৃত" নামক কবিতা সংগ্রহ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।" যদুনন্দনে লিখিত হইয়াছে—

কত দিনান্তর গৌড়ভূমে দাসবর,
বাকী গ্রামে বসতি করয়
চারি পুত্র তথা হইল, ভুবন বনপুরে রৈল,
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ স্থিত বাকী গ্রাম।
মধ্যম বোধপুরে গেলা, বগুড়া কনিষ্ঠ রৈলা,
এই তিন সমাজ হইল নাম॥

শ্রেষ্ঠ ভাব হইল বাকী ইত্যাদি।

তিনটী সমাজের নাম করিয়া ৪টী পুত্র লেখায় একটী পুত্র বেশী হইতেছে। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বাকীগ্রামবাসী। মধ্যম বোধপুরবাসী ও কনিষ্ঠ বগুড়াবাসী। এই তিন পুত্রের নাম করণ লিখিত হয় নাই। যে কেহ ধারা প্রকরণ সহজে না জানে এই উদ্দেশ্যেই নামকরণ উল্লেখ না হইয়া থাকিবে। বাণেশ্বর দেব নরদাস ঠাকুরের কীর্ত্তি বর্ণনায় লিখিয়াছেন;—

নরদাস ঠাকুরের কীর্ত্তি, পৃথিবীতে হইল স্ফূর্ত্তি,
যেন গঙ্গা তীর্থের গরিমা।

আদ্যাবধি সেই নাম, সর্ব্বদেশে অনুপাম,
কহি শুন তাহার মহিমা ॥
তাহার তনয় তিন, অতি গোত্রে প্রবীণ,
ধোবদাস শ্রীধর হয়গ্রীব।
মোক্ষ মধ্যে তিন স্থান, বাকী বাখরী বগুড়া গ্রাম,
তদন্তরে প্রবর বর্ণিব ॥
তথাহি। অত্র্যাসিত বিশ্বাবসু প্রবরস্য ॥
এই তিন ভাই মধ্যে, শ্রীধর দাসের সাধ্যে,
বাকীগ্রাম করিল প্রধান।
বাখরের দাস ধোব দাসের ধারা
নরদাসের প্রকরণ ॥
বগুড়ার দাস হয় শ্রীধরের ধারা
প্রকরণ তস্য গোত্রমেকং ॥

প্রসন্ননাথ রায় মহাশয় তদীয় নব্য ঢাকুর গ্রন্থে যদুনন্দনের "চারি পুত্র তথা হইয়া" ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়া নিজের কবিতায় লিখিয়াছেন ;—

বাকী গ্রামে নরদাস, যখন করিলা বাস,
চারি পুত্র তথায় হইলা।
শ্রীধর ও কুলানন্দ, ভুবন ও বিদ্যানন্দ,
জনকের আনন্দ বর্দ্ধিলা ॥
কুলানন্দ শেষপুরে, শ্রীভুবন বক্ষ্ুরে,
বিদ্যানন্দ গেলা বগুড়ায়।
শ্রীধর স্বস্থানে রৈলা, শ্রেষ্ঠ ঘরে কার্য্য কৈলা,
তাঁই তেঁহ শ্রেষ্ঠ ভাব পায় ॥
ভুবন ও কুলানন্দ, মধ্য ভাবে হইলা দ্বন্দ,
কনিষ্ঠ নিকৃষ্ট হইলা ভাবে।
বগুড়ায় করি বাস, ক্রমে হইল ধননাশ,
নাম লুপ্ত কালের প্রভাবে ॥

প্রসন্নবাবুর কুলানন্দ ও বিদ্যানন্দ নাম কোন্ কুলজী হইতে উদ্ধৃত হইল তাহা প্রকাশ নাই। যদুনন্দন ভুবনের নাম করেন, জ্যেষ্ঠ শ্রীধরের নাম না করিলেও তাহা প্রামাণিক কথা।

বাণেশ্বরের "ধ"ও"ব"কে বোধদাসও মনে করা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক ইহার মতে তিন পুত্র। এবং "বাকী বাথ'রী বগুড়া ধাম" বর্ণন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীধরদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক বাকী গ্রাম প্রধান সমাজ মধ্যে পরিগণিত হয়। অন্যান্য ঢাকুরকারগণ নাম সম্বন্ধে পার্থক্য করিলেন কেন বুঝা যায় না। এক ব্যক্তির ২।৩ নাম থাকা অসম্ভব নহে!

বাকী সমাজ হইতে পরবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার মধ্যে সাধুখালী নামক স্থানে শ্রীধরের বংশীয় ব্যক্তিগণ কয়েক পুরুষ বাস করিবার পর বংশ বিস্তৃতি হেতু ও বর্গীর উপদ্রব ভয়ে কেহ কেহ ময়দান দীঘী, পাবনা; মালঞ্চি, কেচুয়াডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। এই সকল ব্যক্তিগণ পরস্পরের পূর্ব্ব সম্বন্ধ বিস্মৃত না হওয়ায়, জেঠা খুড়া দাদা প্রভৃতি সম্বোধন বাক্য প্রয়োগ করায় জ্ঞাতিত্ব কথা পরিস্ফুট আছে। শ্রীধরের ধারা ভিন্ন অন্য নামধেয় পুত্রগণের পরস্পর জ্ঞাতিত্ব নিরূপণ করা যায় না।

প্রসন্নবাবু নরদাস ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র বিদ্যানন্দ নাম দিয়া তাঁহাকে বগুড়া-বাসী করিয়াছেন। বিদ্যানন্দ হইতে অধঃস্তন ১৭শ পর্য্যায়ে রাজীবলোচন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ—

"কহিলা সেনহে নরদাস বংশধর।
অমূলজ অকুলীন সবার গোচর ॥"
* * * * *
একারণ কাদির পাড়ার দাসগণ।
সমাজে কিঞ্চিন্ন্যুন হইলা গণন ॥

কাদিরপাড়ার মুন্সীগণ "খতির দাস" বলিয়া পরিচিত আছেন। রাজীবের জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিত্ব অস্বীকার করিলে, শ্রীধরের বংশীয় সাধুখালীর প্রধান ব্যক্তিগণকে "খতিভরা" টাকা দিয়া জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করাইয়া লন। রাজীব-লোচনের অধঃস্তন ৮।১০ পুরুষের নাম মুদ্রিত হইয়াছে। এ জন্যই সমাজে "খতির দাস" নাম হইয়া থাকিবে।

রাজন্যকাণ্ডোদ্ধৃত পয়ার মূলে নরদাস ঠাকুরের পৌত্র স্থানীয় শ্রীধরদাস ঠাকুর। আমরা নরদাস ঠাকুরের প্রকরণ ও শ্রীধর দাস ঠাকুরের ধারা ও বাকী-সমাজের নাম করিয়া সাধুখালী সমাজের পরিচয় দিয়া থাকি। আমরা শ্রীধরকে নরদাস ঠাকুরের পুত্র বলিয়াই জানি। বাণেশ্বরও তাহাই বলেন। উক্ত উদ্ধৃত কবিতার সহিত গুরুতর পার্থক্য কেন হইতেছে তাহার কারণ অনুমান করা

যায় না। উক্ত পত্মার মূলে, নরদাসের পুত্রগণ মধ্যে বটু কর্ত্তৃক বঙ্গজসমাজ পরিপুষ্ট হইয়াছে। বঙ্গজ দাস বংশ মধ্যল্য প্রধান বটেন। জটাধর ও কর্কট নাগ বারেন্দ্র নরদাস ঠাকুরের বংশেরই প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া সমাজ বন্ধন করেন। উভয়েই কুবচ বাসী।

বারেন্দ্র প্রসিদ্ধ চারি বংশ দেবঘর। চক্রতীর্থ হইতে এই বংশ এদেশে আইসেন। সমুদ্র তটে চক্রতীর্থ। সুতরাং তাঁহারা দাক্ষিণাত্য ক্ষত্রিয় ইহা বলা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে যে সকল ব্যক্তি রাঢ় ও বারেন্দ্র অধিকারে আগমন করেন সম্ভবতঃ তাঁহারা রাষ্ট্রকুল বংশীয় ও চালুক্য রাজবংশীয় হইবেন। তাঁহাদিগের উত্তর ভারতে আগমন কালে কতিপয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তাঁহাদিগের সঙ্গী হয়েন। এই সকল ক্ষত্রিয় মধ্যে চক্রতীর্থ বাসী দেববংশ ছিল মনে হয়। রাঢ় বঙ্গের বাহাত্তর ঘরের চাকিগণ কখনই "দেব" নামে কথিত হইতেন না। প্রসিদ্ধ নাগ বংশ প্রভৃতি যাহাকে সিদ্ধত্বপদ প্রদান করেন তিনি অবশ্যই বৌদ্ধাচার দুষ্ট বা বাহাত্তুরে ছিলেন না। এই দেববংশ পরবর্ত্তী কালে রাঢ়ীয় সমাজে বসু মধ্যে পরিগণিত হওয়াই সম্ভব। কারণ ইহারা রাঢ় দেশে বাস করিবার পরই বারেন্দ্রে আগমন করেন। উভয় সমাজেই কর্ণসেনীর দেবগণ প্রধান থাকায়, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ইহারা "দেবচাকি" নামে পরিচিত আছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব মহোদয় তদীয় "The earley History of India নামক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ৪১৯।৪২০ পৃষ্ঠায় সেন রাজগণের জাতি সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করেন, তাহার আলোচনা করিলে দেব চাকির বংশেরও সেই ভাব হওয়া সম্ভবপর বোধ হইবে। তাঁহার মতে সেন রাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন এবং তজ্জন্যই তাঁহারা "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" ও "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর উক্ত সংজ্ঞার বিশদ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি চাৎসু প্রশস্তিতে গুহিলট বংশীয় রাজা ভর্ত্তৃভট্টকে "ব্রহ্ম ক্ষাত্রাণবিত" রূপে বর্ণিত হইয়াছে বলেন। কিন্তু তিনি ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশীয় ছিলেন। ভারতের প্রাচীন] নৃপতি মধ্যে কেবল ভর্ত্তৃভট্টই ব্রহ্মক্ষত্রিয় রূপে বর্ণিত হয়েন নাই। বিজয় সেনের "দেওপাড়া" লিপিতে সমস্ত সেন "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ানাং কুল শিরোদাম" রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। উক্ত ঐতিহাসিক মহোদয়ের মতে পাঞ্জাব, রাজপুতনা, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, এমন কি দাক্ষিণাত্যেও ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের অনুরূপ জাতি বাস করে। তাহারা নবাগত জাতি সমূহের পুরোহিত ছিল; পরে হিন্দু-সমাজে ক্ষত্রিয় রূপে পরিগণিত হয়।

নি বোধপুর রাজ্যের বন্ধরাতাঁতি ও রঞ্জকগণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাহারা র্ব্বে নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেন। গুহিলটগণ পূর্ব্বে নাগর-ব্রাহ্মণ থাকিয়া রে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় রূপে পরিণত হয়। ব্রহ্মক্ষত্রি জাতিসমূহ পূর্ব্ব বৈদেশিক াতি সমূহের পুরোহিত ছিল। পরে পৌরহিত্য ত্যাগ করিয়া বোধেয় বৃত্তি বলম্বন করিয়াছে। তাহার মতে শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত য়া সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষে দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ থাকিয়া ব্রাহ্মণমন্ত্রীর কার্য্য রিতেন। পরে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া রাজ্য শাসন ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ায় ব্রহ্ম-ত্রিয় হইয়াছেন। এবং রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। হার মতে সামন্তসেন উৎকল ও চোরগঙ্গাদেবের কার্য্য করেন। ইত্যাদি"

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজে যে বহু বংশ আভিজাত্য ও সদাচার ও বিনয়াদি ণে প্রতিষ্ঠাবান আছেন তাঁহাদিগের পরিচয়ে বীজে দশরথ বসুকে "বসুধাধিপ ক্রবর্ত্তিণো বসু তুল্যা বসু বংশ সম্ভবাঃ ইত্যাদি" বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। রেন্দ্র প্রধান দেব-চাকিগণের গোত্রাদি বসু-বংশের সমান। পরবর্ত্তী সময়ে র্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলে কলিকাতায় কার্য্য ব্যপদেশে বাস রিয়া উক্ত চাকি বংশের কেহ কেহ "বসু" উপাধিতে পরিচিত হইয়া রাঢ়ীয় রের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ বিশ্লেষণ করিলেও মরা জানিতে পারি কয়েক ব্যক্তি ক্ষত্রিয় রূপে এদেশে আগমন করানান্তে, দেশীয় কোন কোন কায়স্থের সহিত আদান প্রদান দ্বারায়, কায়স্থ রূপেই পরি-িত হইতেছেন। সুপ্রাচীন সময়ে কোন কোন ক্ষত্রিয়, তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বা াবিড়ীয় হউন অথবা কাণ্যকুব্জ ও উত্তর পশ্চিম দেশীয় হউন, বাঙ্গলার কায়স্থ াজের পূর্ব্ব দায়াদ বলিয়া এতদ্দেশীয় কায়স্থ সমাজের সহিত মিশ্রিত হইয়াছেন াহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

যদুনন্দনের বর্ণনায় আদিশূর রাজার সময়ে আগত পঞ্চ কায়স্থের সহিত রেন্দ্রবাসী কায়স্থগণের প্রার্থক্য প্রদর্শনার্থই কাশীদাসের ঢাকুরীর সৃষ্টি। দাস, ন্দী, দেবচাকি, নাগ বংশ পঞ্চ কায়স্থের আগমনের অত্যল্প পূর্ব্বে এদেশবাসী ওয়া সম্ভব পর। এবং তাঁহাদিগের একটা সমাজও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরে য়োজনানুরোধে তাঁহারা রাঢ়বাসী সিংহ, কর্ণসুবর্ণের দেব ও দত্ত ঘর গ্রহণ রেন। বটগ্রামী ও কণ্টননড়ীর দওগণই বারেন্দ্র দত্তের মূল বলিতে হয়। টগ্রাম-সমাজ আদিশূরের সমকালেই গঠিত হয়। ইহারা আভিজাত্যশীল িলেন। নরদাস ঠাকুর ভৃগুনন্দী প্রভৃতি পঞ্চকায়স্থের পরে এদেশে উপনিবেশী

হওয়া আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। এইক্ষণ সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করি তাঁহারা পঞ্চ কায়স্থের পূর্ব্বে বা পরে উপনিবেশী হইয়া আপনাদের জন্য পৃথক সমাজ স্থাপন করাই প্রামাণ্য হইতেছে।

গত আশ্বিন মাসের "কায়স্থ সমাজ" পত্রিকার ৫ম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও বারেন্দ্র কায়স্থ, বারেন্দ্র বৈদ্য ও বারেন্দ্র নবশাখ জাতির কুলজী বা বংশ বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। উহার রচয়িতা "শ্রীবিশ্ব মিশ্রেণ দিগ্বানেন্দু শক বর্ষে বারেন্দ্র বংশ নির্ণয়ঃ বিরচিত। ১৬৪৫ শক বর্ষে শ্রীকেশব দত্তেন যথা দৃষ্ট তথা লিখিতং॥ শ্রীকৃষ্ণ দাস ভাদুড়ী।" কথিত হয় যে জেলা রংপুর ও গাঁইবাধা মহকুমার অন্তর্গত ধোপভাঙ্গা নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরীর গৃহে উক্ত বংশ-বিবরণের মূল গ্রন্থ দৃষ্টে কুলচন্দ্র ভাদুড়ী নকল করিয়া লন। সেই নকল এখন আসলে পরিণত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তথাকথিত মূল গ্রন্থ খানির কোনরূপ কূল কিনারা পাওয়া যায় না। কয়েক ব্যক্তি মূল গ্রন্থের চেষ্টা করিয়াও সন্ধান পান নাই।

প্রবন্ধ লেখকের পঠদ্দশায় উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আলাপ ছিল। চৌধুরী মহাশয়ের জীবদ্দশায় ৺মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রংপুরে থাকিয়া "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎকালে বিশ্বমিশ্রের গ্রন্থের অস্তিত্ব থাকিলে তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ পাইত। তখন চৌধুরী মহাশয় রংপুর সহরের সকলের নিকটই সুপরিচিত ছিলেন। রংপুর হইতে কালীগঞ্জ নামক ষ্টীমার ঘাটে ধোপাডাঙ্গার পথেই সকলে যাইতেন। মহিমবাবুর গ্রন্থ সংগ্রহ দেশব্যাপী কথা ছিল। লক্ষ্মীবাবুর সহিত ও তাঁহার প্রতিবাসী উকীল হরদয়াল চাকির সহিত সকলের জানা শুনা স্বত্বেও বিশ্বমিশ্রের গ্রন্থের বিষয় কেন গুপ্ত ছিল বুঝি না। মহিমবাবু যদুনন্দনের ঢাকুর সংগ্রহ করিয়া বারেন্দ্র কায়স্থ বিবরণ লেখেন। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ও দাস নন্দী চাকি প্রমুখ সমাজকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে একাধারে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও নবশাখ জাতের কুলজি ধোপাডাঙ্গায় থাকিলে পূর্ব্বেই তাহার কথা প্রকাশ পাইত।

জেলা রংপুরের নলডাঙ্গানিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার ৺নীলকমল লাহিড়ী মহাশয় গৌড়ে ব্রাহ্মণ প্রণেতাকে রচনা সম্বন্ধে সাহায্য করেন। মিশ্রের গ্রন্থে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বিষয় থাকায় উহা তাঁহারও জ্ঞান গোচরে না যাইবার কারণ কি? লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরীও লাহীড়ী মহাশয়ের পরিচিত ছিলেন।

নদীয়াজেলা-নিবাসী বৈদ্য বংশীয় ৺শ্যামাচরণ রায় মহাশয় দীর্ঘ কাল ...রবন্ধ পরগণায় নায়েব থাকিবার পর কাকিনা ষ্টেটের দেওয়ান হইয়াছিলেন। ...ও কুলজী আলোচনা করিতেন। বৈদ্যের ও বারেন্দ্র কায়স্থের কুলজী ...নি আলোচনা করিতেন। নরদাস ও ভৃগুর নাম সাদৃশ্যে তিনিও ৺ব্রজলাল ...মদার মহাশয়ের সহিত অনেক রূপ তর্ক বিতর্ক করিতেন। ইহার নিকটও ...শ্রের কুলজীর কথা প্রকাশ ছিল না।

ঘোষাদি কায়স্থ পঞ্চক উপনিবেশী ছিলেন। তাঁহাদের কেহই বরেন্দ্রে ...লীন্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পৃথক ভাবে রাঢ় বঙ্গের জাতি- ...র ন্যায় সমাজ স্থাপন করিতে না পারায়, তাঁহারা সকলে বৌদ্ধাচার দুষ্ট ...য়াছিলেন, ইহাই প্রতীয়মান হয়। ভৃগু নন্দীর পূর্ব্বেই তাঁহারা বরেন্দ্রবাসী ...য়াছিলেন॥ মিশ্রের মতে বরেন্দ্র দশ ঘর কায়স্থ সিদ্ধ। সপ্তদশ ঘর সাধ্য। ...শতি ঘর "কুলাচার" মর্য্যাদাশালী এবং চল্লিশ ঘর "কষ্টাচার" সম্পন্ন। ...নন্দী বল্লালী মতের বিরোধী থাকায় ঘোষাদি কায়স্থ পঞ্চক তাঁহার অনুগমন ...অসম্ভব নহে। কিন্তু ঘোষাদি কায়স্থগণকে স্বকীয় সমাজ মধ্যে গ্রহণ না ...রবার গোঁড়ামী বৌদ্ধ ভাবই মূল ভিন্ন আর কিছু বুঝা যায় না।

যাহাই হউক, বিশ্বমিশ্রের রচিত মূল গ্রন্থ না দেখিলে, নকলে আস্থা স্থাপন ...যায় না। উক্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রন্থান্তরে উল্লেখ হওয়ায় প্রমাণাভাব। ...শেষতঃ উহার রচনাদির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা আধুনিক লেখা বলিয়া ...ন্তি হয়। উক্ত গ্রন্থের ২।৪ কথা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিশ্বমিশ্রের "দিগ্বানেন্দু" দ্বারায় ১৫০১ শক হয়। ১৬৪৫ শকে মূল গ্রন্থ দৃষ্টে ...শব দত্ত নকল করেন। ভাদুড়ী মহাশয় কোন্ সনে নকল করেন তাহা ...কাশ নাই।

এ যাবৎ যে সকল কুলগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে বা যাহা পাওয়া গিয়াছে, ...হাতে কোন এক জাতির ইতিহাস বা কুল-পরিচয় লিখিত হইয়াছে। কয়েক ...তির কুলজী একসঙ্গে এই নূতন দেখা গেল।

...বটুভট্টের গ্রন্থখানি ২৫০।৩০০ বর্ষের প্রাচীন লেখা তাহাতে সন্দেহ নাই। ...বংশের বংশ-কাহিনী যে ভাবে বর্ণন করা আছে, তাহাতে অনেকেই সন্দিহান ...য়াছেন। কিন্তু মূল গ্রন্থখানি প্রাচীন লেখা তদ্বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও ...হা প্রামাণিক বলিয়া কেহ কেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। বিশ্বমিশ্রের ...ন্থের মূলাভাব হওয়ায় "শিরোং নাস্তি শীরঃপীড়া"র ন্যায় হইতেছে।

বারেন্দ্র কায়স্থ-বংশপ্রকরণে লিখিত হইয়াছে :—

"ঘোষ বসু গুহ মিত্র দত্ত এই পঞ্চ।
নাগ নাথ দাস আর সেন সিংহ পঞ্চ॥
বারেন্দ্রেতে দশ ঘর সিদ্ধ গণনা।
তাসবার গাঞিগোত্র যেরূপ বর্ণনা॥"

ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্তের ও অন্যান্যের মধ্যে নাগ ভিন্ন সকলের গাঞি-গোত্রাদি লিখিত হইয়া, নাগের গাঞি গোত্র নাম লিখিত হয় নাই। ইহা মুদ্রাকর প্রমাদ কি মূলের দোষ? আমরা বলি উহা মূলের দোষ। এই নাগ ঘরকে জটাধর ও কর্কটের পূর্ব্বপুরুষ ধরিলে, পরবর্ত্তী "কর্কটিয়া পঠী বঙ্গজ আখাতে" রচনা কৌশল পণ্ড হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার

"যশোহর-সমাজে" কায়স্থ-জাগরণ

(টাকি—সৈদপুর—শ্রীপুর)

আজ প্রায় দুই বৎসর খুলনা জিলার টাউন-শ্রীপুরের গুহ-সরকার বংশীয়গণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের উপবীত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সহায়তায় ঐ স্থানবাসী তাঁহাদের স্বসমাজ-ভুক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূপতি ও গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের নানা বিষয়ে নির্য্যাতন ও সামাজিক ক্লেশ দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, এমন কি ওখানে এক সভা করিয়া উপবীত গ্রহণকারিগণের সামাজিক প্রায়শ্চিত্ত ও পৈতা বর্জ্জনের প্রস্তাবও গ্রহণ করিয়াছেন। গুহ-সরকার বংশীয়গণ এই সমস্ত বিষয়ে দৃক্‌পাত না করিয়া সাত্ত্বিক ভাবেই তাঁহাদের স্বধর্ম্ম পালন করিয়া যাইতেছেন।

গীষ্পতিবাবুরা আজ দুই বৎসর যাবৎ "কায়স্থ" নামে একটী মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন, কায়স্থগণকে উপবীত গ্রহণে বিরত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কায়স্থ জাতিকে "ক্ষত্রিয় সমতুল্য" "বর্ণাতিরিক্ত" "মৌলিক জাতি"

বলিয়া ঘোষণা করিয়া টাকিসমাজের কায়স্থগণকে এক সন্দেহ দোলায় দুলাইয়া ঐ সমাজে নিজেদের সনাতন আচার উপনয়ন গ্রহণে বাধা দিতেছেন। তাঁহারা নিজেদের কাল্পনিক এক নূতন মত কায়স্থ-সমাজে প্রচলিত করিবার জন্য একরূপ বিনামূল্যেই তাঁহাদের প্রকাশিত মাসিক পত্রটী বিতরণ করিয়া নিজেদের চিরন্তন ক্ষত্রিয়াচার উপবীত গ্রহণের বিরুদ্ধে একটী তীব্র আন্দোলন জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। একারণ কায়স্থজাতি সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতাদির জন্য শ্রীপুরের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গুহসরকার বর্ম্মা প্রমুখ কতিপয় উপবীতী কায়স্থ মহাশয়গণের উদ্যোগে টাকির বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজে কয়েকটী সভা হইয়া গিয়াছে, তৎবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পরিব্রাজক সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী তিন সপ্তাহ কাল বসিরহাট ও টাকি অঞ্চলে স্থানীয় কায়স্থবৃন্দের সহযোগিতায় প্রচার-কার্য্য করিয়া এ সমাজে একটী জাগরণের সাড়া আনিয়া দিয়াছেন। কায়স্থাদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজার পূণ্য-তিথি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-দিবসে টাকীর "ঘোষবাবুদেরবাড়ী"তে তাঁহাদের আহ্বানে একটী মহতী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীপুর, ঘলঘলিয়া, সৈদপুর, জালালপুর ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে বহু কায়স্থসন্তান এ সভায় সমবেত হইয়াছিলেন; টাকির প্রায় সমুদায় কায়স্থসন্তান এ সভায় যোগদান করেন। "বসিরহাট কায়স্থ-পরিষদের" কর্ম্মকর্ত্তাগণও এই স্বজাতিমিলনে উপস্থিত হইয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গীষ্পতি বাবুদের ভগ্নিপতি ও ভাগিনেয়গণ এ সভা আহ্বান করেন এবং তাঁহাদেরই বাড়ী "ঘোষ বাবুদের বাড়ী" নামে পরিচিত।

টাকির বড় চৌধুরী বাড়ীর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী এ সভার সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার আহ্বানে অগ্নিহোত্রী মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা, তাঁহাদের বিলুপ্ত গৌরব, প্রনষ্ট সম্মান বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করেন এবং সনাতন ধর্ম্মে তাঁহাদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য কায়স্থ জাতির অচিরেই যজ্ঞসূত্র গ্রহণ ও স্বধর্ম্ম পালনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয় বর্ণের কথা, তিনি বহু শাস্ত্র ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উল্লেখ করেন। দুই ঘণ্টারও অধিককাল সেই সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ জনসঙ্ঘ বিপুল উৎসাহ ও আনন্দের সহিত তাঁহার শাস্ত্র-যুক্তি, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাপূর্ণ সজোর ও সরস বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

কায়স্থ-সমাজের সংস্কার-বিরোধী পণ্ডিত গীষ্পতি গুহ রায়চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহাশয়ের অগ্রজ শ্রীযুক্ত ভূপতি কাব্যতীর্থ মহাশয় অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার বিরুদ্ধে একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। কায়স্থ-জাতিকে একটী "বিমিশ্রধর্ম্মী" "মৌলিক-জাতি" "বর্ণাতিরিক্ত ক্ষত্রিয় সমতুল্য জাতি" সপ্রমাণ করিতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন ও এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের ২৪ বৎসরের গবেষণার কথা বার বার উল্লেখ করেন। দক্ষিণটাঙ্গাইল-কায়স্থ-সমিতির সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত ৩।৪ পৃষ্ঠার পত্রের প্রায় ৬৪ পৃষ্ঠা মুদ্রিত উত্তর তিনি সভাস্থলে পাঠ করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু জনসঙ্ঘ ঐ মুদ্রিত দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক না হওয়ায় তিনি অগত্যা মৌখিক বক্তৃতাই করেন এবং অনর্থক অনেক অসত্য, অপ্রাসঙ্গিক এবং প্রমাণরহিত কথার অবতারণা ও কায়স্থ-সভার সভ্যগণকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি আনয়ন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াও তিনি তাঁহায় শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন না। কায়স্থ-কেশরী প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস-বিশ্রুত খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের প্রতিষ্ঠিত "যশোহর সমাজের" নেতৃস্থানীয় কায়স্থ মহোদয়গণ এবং সেই বিশাল কায়স্থ জনতার মধ্যে একটী অজাতশ্মশ্রু ছাত্র ব্যতীত আর কেহই তাঁহাকে সমর্থন করিলেন না। কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত উপবীত গ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সকলেই বুঝিতে পারিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অনুজ্ঞাই সকলে শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

ভূপতিবাবু অনেক কথা বলিয়াছিলেন—"আমরা ২৪ বৎসর আলোচনা করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহা আপনারা ২।১ ঘণ্টায় কেমনে বুঝিবেন? আমরাও কায়স্থসভার সভ্য ছিলাম ; যতীন্দ্রবাবুর চেষ্টায় ১৩১২ সালে এখানে যে মহতী সভা হয়, সে সভায় ৺সারদা বাবু ও নগেন্দ্র বাবু আসিয়াও কায়স্থের ক্ষত্রিয় বর্ণ ও উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইতে আমাদের সক্ষম হন নাই। বরাহনগর সেদিনকার সভায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য কেহ গ্রহণ করেন নাই ; বিদ্যালঙ্কার গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বরাহনগর সভায় স্বীকার করিয়াছেন যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ নাই ; মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ শৃঙ্গেরীমঠের পুস্তক না আনা পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ দিতে সাহসী হন নাই। হাড়ি মুচি বাগ্‌দীও পৈতা পরিয়া ক্ষত্রিয় হইতেছে, এ পৈতায় আমাদের গৌরব কি? কায়স্থের উপবীত গ্রহণে অবনতি হইবে। পৈতা লইতে হইলে ব্রাত্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা অতি নিন্দনীয় ; শূদ্র—ব্রাত্য

অপেক্ষা ভালো ; আমরা শূদ্র প্রতিপন্ন হই সেও ভালো তথাপি ক্ষত্রিয় বলিয়া পৈতা লইতে চাহি না"—এইরূপ অনেক কথাই বলেন এবং শেষে বলেন, "ছত্রপতি শিবাজী অন্যায় ভাবে পৈতা লইয়াছিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় গাগা-ভট্টকে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বের বচন গড়িবার জন্য ৩৫ হাজার টাকা ঘুস দিয়া-ছিলেন" ইত্যাদি।

তাঁহার এই শেষ উক্তিতে সমবেত কায়স্থমণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং সকলেই চারিদিক হইতে ভূপতিবাবুর ঐ অবিবেচিত ভাষা প্রয়োগের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

রায় সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে সমর্থন করিয়া ভূপতি বাবুর উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন "ছত্রপতি শিবাজী যদি ৩৫ হাজার টাকা ঘুস দিয়া পৈতা লইয়া থাকেন, তাহা হইলে গীষ্পতি ভূপতি বাবুদের কথাতেই সেই "জাত্যাচার, কুলাচার" মানিয়া আমাদের ন্যায় সামান্য জমিদারগণের ১৷০, ২৷।০ টাকা খরচ করিয়া পৈতা লওয়া উচিত।" তিনি আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন ; শেষে স্পষ্টাক্ষরে ভূপতি বাবুকে বলেন যে, "যশোহর বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজের" কায়স্থ সন্তানগণ আপনাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্র-বহির্ভূত "চতুর্বর্ণাতিরিক্ত" কাল্পনিক "মৌলিকজাতি" এই নূতন মত কখনও গ্রহণ করিবেন না। সমাগত জনগণ তখন উচ্চরোলে এ উক্তি সমর্থন করিলেন।

"এ সভায় দেখিতেছি আমার আর কেহ নাই" এই ক্ষেদ উক্তি করিয়া ভূপতি বাবু বিমর্ষভাবে বসিয়া পড়িলেন।

রায় গুণেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ভূপতি বাবুকে অন্যান্য বাজে কথা না বলিয়া শুধু অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের উক্তিগুলির উত্তর দিতে বার বার অনুরোধ করিতে-ছিলেন ; কিন্তু ভূপতিবাবু বলেন সরলবাবুর অত দীর্ঘ বক্তৃতার সব কথা আমার স্মরণ নাই এবং এ সভায় তাঁর উত্তর দেওয়াও সম্ভব নহে। রায় গুণেন্দ্র বাবু তাঁহার এ উত্তরে সুখী হইতে পারেন নাই।

সভাপতি মহাশয় অতঃপর অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে ভূপতি বাবুর উক্তি গুলি সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে, তিনি পুনরায় বলেন,—

"ভূপতি বাবুর শেষোক্ত উক্তিগুলি আদৌ সমীচীন হয় নাই ; তাঁর মত একজন প্রাচীন পণ্ডিতের পক্ষে এ প্রকার বালকোচিত উক্তি বাস্তবিকই দুঃখের কথা। তিনি ও তাঁহার অনুজ গীষ্পতিবাবু এই দুই জনে ২৪ বৎসর গবেষণা করিয়াছেন সত্য, কায়স্থ-সভাও বহু মনস্বী ও মেধাবী কায়স্থগণের সাহায্যে আজ

২৪ বৎসর গবেষণা করিতেছেন। কায়স্থ সভার সিদ্ধান্ত উত্তররাঢ়ী সমাজের সমাজপতি গোলকগত মহারাজ গিরিজানাথ (দিনাজপুর) ও রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র (কাঁন্দী), দক্ষিণরাঢ়ী সমাজের গোষ্ঠিপতি ৺মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ (শোভাবাজার), বঙ্গজ সমাজের চন্দ্রদ্বীপের রাজ-বংশ, বারেন্দ্র সমাজের তড়াশের ৺রাজর্ষি বনমালী রায়, কাঁকিনার ৺মহেন্দ্ররঞ্জন প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং ৺স্যারচন্দ্রমাধব, ৺সারদাচরণ, ৺মহেন্দ্রনাথ ওদেদার (টাকি), ৺ভূপেন্দ্রনাথ, পুর্ণেন্দুনারায়ণ, রাজর্ষি রাধাগোবিন্দ, অধ্যাপক যদুনাথ, রায় যতীন্দ্রনাথ, বিশ্বকোষের নগেন্দ্রনাথ, বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ, নিমতিতার মহেন্দ্রনাথ, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ইদিলপুরের যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, মালখানগরের বসন্তকুমার বসু প্রমুখ সর্ব্বশ্রেণীর মনস্বী ও যশস্বী কায়স্থগণ কর্ত্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত। এইরূপ চারি শ্রেণীর কোন্ কোন্ বিশিষ্ট সমাজপতি বা গোষ্ঠিপতি বা সর্ব্বজনমান্য কায়স্থগণ, গীষ্পতি ও ভূপতি বাবুদের "বর্ণাতিরিক্ত মৌলিক জাতি" বলিয়া কায়স্থ জাতিকে মানিয়া লইয়াছেন ?

"আমার দ্বিতীয় কথা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে অদ্বিতীয় ধর্ম্মপ্রচারক জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনিব অথবা গীষ্পতি ভূপতি বাবুর কথা শুনিব ? "ভারতে বিবেকানন্দ" পড়িয়া দেখুন—স্বামিজী সিংহগর্জ্জনে নিজ জাতিকে "বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কতকগুলি কায়স্থ সন্তানকে উপবীতও দেওয়াইয়াছিলেন।

"পুরীধামে গোবর্দ্ধনমঠের ১০৮ শ্রীমধুসূদন তীর্থস্বামী শঙ্করাচার্য্য স্বামিনাথের কথা মানিব অথবা কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের আদেশ পালন করিব ? তাঁহারই আদেশে এই সমাজেরই এক বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান গীষ্পতিবাবুদের তথাকথিত জাত্যাচার, কুলাচার, দেশাচার, স্বর্গদ্বারের উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ-সাগর-সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন !

"পূজ্যপাদ ভাস্করানন্দস্বামী কায়স্থ শিষ্যের যজ্ঞসূত্রের ব্যবস্থা করেন—উপবীতধারী তাঁর ২।৪ জন কায়স্থ শিষ্যের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল।

"প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৯ সালে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গিয়াছেন।

"মহামহোপাধ্যায় নিলমণি ন্যায়ালঙ্কার ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি উভয়েই কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গিয়াছেন।*

* হাইকোর্টের স্বর্গগত বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" পুস্তকে কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—কাঃ পঃ সঃ।

"এই সমস্ত মহাপুরুষ ও মুক্তপুরুষদিগের উপদেশ শুনিব অথবা কোনও নবীন মনুর ঔদ্ধত্য মানিয়া লইব ? বাংলার ১২ লক্ষ কায়স্থ-সন্তান কি বিরাট্ ভারতীয় কায়স্থজাতির একটি শাখা নহে, ইহারা কি স্বতন্ত্র, যে "মৌলিকজাতি" স্বীকার করিতে হইবে ? এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কেমনে বাংলার ১২ লক্ষ কায়স্থ সন্তান শ্রীপুরের গীষ্পতি-ভূপতি ভ্রাতৃদ্বয় মহাশয়ের অন্যায় আবদারের প্রশ্রয় দিবেন ? তাঁরা কি বলিতে চান যে, দ্বাদশ লক্ষ কায়স্থসন্তানকে তাঁহারা দুটি ভাইয়ে যা আদেশ করিবেন বিনা বাক্যব্যয়ে এই সমগ্র কায়স্থজাতি তাহাই অবনত মস্তকে পালন করিবে ?

"ভূপতিবাবু বরাহনগরের মুন্সীবাবুদের বৈঠকখানার বৈঠকী আলোচনাকে একটা প্রকাণ্ড সভা বলিয়া জাহির করিতেছেন ও তার সিদ্ধান্ত সকলকে মানিয়া লইতে বলিতেছেন। যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাহারা জানেন সেটা কিরূপ সভা ; হট্টগোলকে যাঁহারা "বিচার সভা" বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে। ঐ সভার ও তাহার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতে গীষ্পতি ভূপতিবাবুর লজ্জা হয় না ?

"আর এক কথা,—শুধু টাকি সমাজের মুষ্টিমেয় কতকগুলি কায়স্থসন্তান রায় যতীন্দ্রনাথ ও হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়দের আহ্বানে তাঁহাদেরই ভবনে উপস্থিত হইয়া ও পণ্ডিতগণ তৈলবটে পরিতৃপ্ত হইয়া যাহা করিবেন, বাংলার চারিশ্রেণীর দ্বাদশ লক্ষ কায়স্থকে যে তাহাই সনাতন বেদবাক্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইবে তাহা কোন্ মনু পরাশরের বচনে আছে ? কোন্ "মুদ্রিত শাস্ত্র গ্রন্থেই" বা তাহার উল্লেখ আছে ? বিগত বৈশাখ মাসে খুলনার প্রাদেশিক কায়স্থ-সম্মেলনে সমাগত সহস্র কায়স্থ সন্তান গীষ্পতিবাবুকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার "ক্ষত্রিয় সমতুল্য মৌলিক জাতি"-বাদ কায়স্থ জাতি মানিবে না আর আজ টাকির এই বৃহতী জন সভা ভূপতিবাবুকে সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে—তত্রাচ তাঁহারা বলিবেন তাঁহারাই ঠিক আর সব ভুল। একমাত্র তাঁহারাই দুভাই পণ্ডিত আর দ্বাদশ লক্ষ কায়স্থ নরনারী সব মহামূর্খ—আশ্চর্য্য যুক্তি !

"কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয় "কায়স্থ ক্ষত্রিয়" কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়া আকাশ বাতাস কাঁপাইতেছেন, আচ্ছা, কায়স্থ "বিমিশ্রধর্ম্মী"—কায়স্থ "মৌলিকজাতি" কায়স্থ "ক্ষত্রিয়সমতুল্য তবে ক্ষত্রিয় নয়"—এ উক্তিই বা কোন পাজি-পুঁথিতে লেখা আছে ? তাঁহারা "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" বলিতেছেন—জিজ্ঞাসা

করি, বিবেকানন্দ গোবর্দ্ধন মঠের শঙ্করাচার্য্য কি মহাজন নহেন? মহাজন তবে কে—তাঁহারা কি? আর বলিতেছেন হাড়ি,মুচি,বাগদী পৈতা প'রে ক্ষত্রিয় হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করি, পতিতা বারাঙ্গনা সিন্দুর লোহা শাঁখা ব্যবহার করে বলিয়া কি ভূপতি গীষ্পতি বাবু গৃহলক্ষ্মী ও মালক্ষ্মীগণকে সিন্দুর পুঁছিয়া ও লোহা শাঁখা ভাঙ্গিতে উপদেশ দিবেন? পৈতা লইলে কায়েতরা পাপী হইবে, কায়স্থের অবনতি হইবে—এ কথাও তাঁরা বলিতেছেন; তদুত্তরে বলি, তাঁতি ডোমে তো পৈতা না লইয়াই নামিয়াছি, এখনও যদি না লই, কায়স্থের অস্তিত্ব থাকিবে কি? ইহা তর্কের বিষয় নয়, গভীর চিন্তার বিষয়। আর পৈতা লইয়া গায়ত্রী জপ করিলে, সন্ধ্যা-বন্দনা—পরব্রহ্মের আরাধনা করিলে পাপী হইব,—এ না হলে আর শাস্ত্র জ্ঞান? তামসিক বুদ্ধি হলে লোকে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে, আর ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ব'লে গ্রহণ করিতে চায় না (গীতা)। পণ্ডিত গীষ্পতি ভূপতিবাবু এইখানেই চরম শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। আমি অভোজন, কুভোজন করিলে পাপী হবো না; অখাদ্যভোজনে অগম্যাগমনেও পাপী হবো না, "বিমিশ্রধর্ম্মী"—ই—ব্রা—হি—মু—(ইংরাজ-ব্রাহ্ম-হিন্দু-মুসলমানের আদ্যাক্ষর) হ'লেও পাপী হবো না—রামপাখীর চচ্চড়ী, ভগবতীর ডাল্‌না, বরাহ অবতার ও ষাঁড়ের বড়া খাইয়াও পাপী হবো না, বর্ত্তমান সমাজে যা কিছু করিতেছি (অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন) সবই পুণ্য করিতেছি, শুধু পাপ হইবে তখন—যখন ত্রিসন্ধ্যায় কায়মনোবাক্য শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব—আর্য্য ঋষির পরম সম্পদ বেদমাতা গায়ত্রী উপাসনা করিব, আপনি সংস্কৃত হইয়া অপরকে সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করিব, আমাদের সনাতন ধর্ম্মে যখন আমার অধিকার গ্রহণের চেষ্টা করিব। ধিক্ আমাদিগকে—শতধিক আমাদের এ বিকৃত বুদ্ধিকে!! পৈতা লইতে হইলে আমাদিগকে ব্রাত্য স্বীকার করিতে হইবে এবং ব্রাত্য এমন একটা নারকীয় বস্তু যে তাহাপেক্ষা শূদ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়—এ কথাও তাঁহারা বলিতেছেন। যাদের নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাত্যবংশে জন্মগ্রহণ করে' শুধু নিজবংশকে নয় ভারতবর্ষকে পবিত্র করে গেছেন, তাদের ব্রাত্য হওয়ায় অপমান কি? আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণের মতই আমাদের বংশকে আরও পবিত্র করিব, আরও উচ্চ করিব; আমরা শুধু আমাদের উদ্ধার করিয়া ক্ষান্ত হইব না, আমরা আমাদের মুখাপেক্ষী মাত্রকেই উদ্ধার করিয়া দিব—তাহাদের মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিব। উপবীতহীন দ্বিজ-সন্তান মাত্রই যখন ব্রাত্য আখ্যা পায়, তখন ইহাতে আমাদের অগৌরব কি? কর্ম্মবিপাকে, রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্ম-বিপ্লবে এবং

ভগবান বুদ্ধের প্রভাবে আমাদের যজ্ঞসূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হইয়াছিল; ইহা তো সত্য কথা, তবে সে সত্য গোপনের প্রয়োজন কি? ইহা এমন পাপ নহে যে তাহা হইতে আর উদ্ধার নাই। আমাদের পৈতা যাওয়াও ঈশ্বরের ইচ্ছা, পৈতা পুনরায় লওয়াও ঈশ্বরের অভিপ্রায়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মি আমরা, আমাদের বর্ণধর্ম্ম পালন করিব, ইহাতে আবার পাপ কি? বাধাই বা কি আছে? শ্রীকৃষ্ণ বলরামও পৈতা লইয়াছিলেন, সৎপুত্র শিবাজীও বহু পুরুষান্তে পৈতা লইয়াছিলেন, বহু পুরুষান্তে ব্রাহ্মণগণও এইভাবে দলে দলে পৈতা লইয়াছেন; এর কোনোটীই কি "মহাজন পথ" নহে? ভূপতি বাবুরা বলিতেছেন যে তাঁহাদের প্রচারিত মত যদি কায়স্থ সমাজে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা শূদ্র হইয়াও থাকিবেন, তত্রাচ পৈতা লইবেন না,—একথা ভূপতিবাবু অন্ত এই প্রকাশ্য সভায় বলিলেন এবং গত ভাদ্র-আশ্বিনের "কায়স্থ" পত্রেও তাহা তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন; তা তো বলিবেনই। যুক্তি তর্ক শাস্ত্র সব এক দিকে, আর নিজেদের অন্যায় জিদ্ এক দিকে। দুই সতীনে ঝগ্‌ড়া করে' একজন অপরকে বল্‌ছেন আজন্ম বিধবা হয়ে থাকি সেও ভালো, তবু তোর কপালে সিন্দুর দেখিতে পারিব না। হায়, এঁদের শাস্ত্র যুক্তি গবেষণা শেষে ঐ সতীনের কোন্দলে এসে দাঁড়াইল!! তাঁরা আরো বলেন, আমরা "অনুমাণ" প্রমাণে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিতেছি। তাঁরা এই "অনুমাণ" কথা লইয়া খুব নাচন্ কোঁদন্ করিতেছেন, আর সাধারণকে বুঝাইতেছেন যে কায়স্থ সভা ও তাহার সমর্থক পণ্ডিত ও প্রচারকগণ শুধু অনুমাণ প্রমাণের উপর নির্ভর করে' "জাতি বিপ্লবের" সৃষ্টি করিতেছেন, আর "নিরীহ, ধর্ম্মবিশ্বাসী", "সরল বিশ্বাসী" "অনভিজ্ঞ" "অজ্ঞ" পল্লীগ্রামবাসীকে মজাইতেছেন। বলি অনুমাণ প্রমাণ যে আন্দাজি প্রমাণ নহে, এটা কি ঐ ঐ বিশেষণালঙ্কৃত পল্লীবাসীগণকে তাঁহারা বুঝাইয়া দিয়াছেন? আমরা তো দেশশুদ্ধ "অজ্ঞ অনভিজ্ঞ" লোককে ঠকাইতেছি, তাঁরা কোন্ বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ লোককে উদ্ধার করিতেছেন, সেটা শুনিতে পাই না? দেশশুদ্ধ লোক মূর্খ বোকা গোবেচারা, আর তাঁরা সুচতুর পণ্ডিত; এ পাণ্ডিত্য ও চতুরতা জন্ম জন্ম তাঁহাদেরই থাকুক্। "অনুমাণ" প্রমাণ আন্দাজি প্রমাণ নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরই অনুমাণ প্রমাণের স্থান; ইহা ন্যায়শাস্ত্রের দ্বিতীয় প্রমাণ। এই প্রমাণেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। যে প্রমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে সেই প্রমাণেই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। ঈশ্বর আছেন এটা যদি মান্‌তে হয়, কায়স্থ ক্ষত্রিয় এটাও তেমনি

মান্‌তে হবে। "অনুমাণ" প্রমাণ মস্ত প্রমাণ, তাহাকে আন্দাজি প্রমাণ বলে' লোক ঠকালে চল্‌বে না, লোকে হাস্‌বে।

"তার পর ছত্রপতি শিবাজী কর্ত্তৃক গাগাভট্টকে ৩৫ হাজার টাকা উৎকোচ প্রদানের কথা; তার জবাব শ্রদ্ধাভাজন রায় সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উপযুক্ত ভাবেই দিয়াছেন। আমি শুধু এই কথা বলি,—যে শিবাজী, সেই রাষ্ট্র বিপ্লবের দিনে একটা হিন্দুরাজশক্তি গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন আর যে পূজ্যপাদ গাগাভট্ট এ কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করেছিলেন, যে মুক্তপুরুষ রামদাস স্বামী শিবাজীতে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন, হিন্দুর সনাতনধর্ম্মের সেই আসন্ন বিপদের সময় যে তিন জন পুণ্যাত্মা ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের ব্রত নিয়ে ভারতের কোটী কোটী সন্তানকে মুক্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঘুষখোর ও ঘুষদাতা, এ পাপকথাও আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী অন্তে আমাদিগকে শুনিতে হইল। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ ও কাব্যতীর্থ ভূপতি গীষ্পতি ভ্রাতৃদ্বয় বাহাত্তর বৎসর না পাইতেই বুদ্ধিবৈকল্যের যে সব নিত্য নূতন পরিচয় দিতেছেন, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত।

"ভারত-তিলক বালগঙ্গাধর বর্ষে বর্ষে যে শিবাজী-উৎসব করিতেন—মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ যে ছত্রপতির আদর্শে মহারাষ্ট্র যুবককে তথা তরুণ ভারতকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন, সেই ছত্রপতিকে যাহারা এরূপ কাপুরুষোচিত জঘন্য উক্তি করিতে পারে, তাহারা কৃপার পাত্র।

"আমাকে কেহ কেহ বলিতেছেন, গীষ্পতি বাবুর সহিত আপনাদের কি মিলন হয় না? আমি বলি কর্ণের সহিত কি পাণ্ডবের মিলন হইয়াছিল? গীষ্পতি বাবুকে আমরা পাইলে সুখী হইতাম, কিন্তু তাহা হইবার নয়। কর্ণার্জ্জুন মিলিত হইবে না এবং কর্ণকে হারাইয়াও ধর্ম্মযুদ্ধ জয়ে বাধা হইবে না। এ পক্ষের বহু অভিমন্যু ও ঘটোৎকচ তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।"

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল; রাত্রি তখন ১০ টা। সমাগত ব্রাহ্মণগণ "কায়স্থের পৈতা রদ হইবে না" "উহাদের পৈতা হওয়াই উচিত" বলিতে বলিতে রাস্তায় চলিতে লাগিলেন। কায়স্থ সন্তানগণের শরীরে নব শক্তি সঞ্চারিত হইল। শ্রীপুরের নরেন্দ্র বাবু, দেবেন্দ্র বাবু, সুধীর বাবু প্রমুখ প্রায় পঞ্চাশ জন কায়স্থসন্তান অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে লইয়া শ্রীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এই ভাবে টাকি, শ্রীপুর সৈদপুর, জালালপুর, ঘলঘলিয়া প্রভৃতি স্থানের কায়স্থগণ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা-দিবসে কায়স্থোৎসব সম্পন্ন করিলেন। 'বন্দে চিত্রগুপ্তম্' রব টাকির আকাশ-পথে ধ্বনিয়া উঠিল।

অন্যান্য সভা।

এই সভার পূর্ব্বে টাকির বড় চৌধুরী বাড়ীতে এক সভা ৭ই কার্ত্তিক তারিখে [হ]য়। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয় এ সভায় [যো]গদান করিয়াছিলেন। ১১ ই তারিখে ঘলঘলিয়া শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু [ম]হাশয়ের বাটীতে দ্বিতীয় সভা হয়। বহু স্ত্রীলোক ও বালক এ সভায় উপস্থিত [ছি]লেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণও এ সভায় যোগদান ও বক্তৃতা করিয়া কায়স্থের [উ]পনয়ন গ্রহণ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম শ্রীযুক্ত বিজয়কালী [ভ]ট্টাচার্য্য বি, এ, স্মৃতিতীর্থ, জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, শচীনাথ [ভ]ট্টাচার্য্য, মনিমোহন ভট্টাচার্য্য, অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য। অগ্নিহোত্রী মহাশয় [উ]ভয় সভাতেই বক্তৃতা করেন। ১ম সভায় শ্রোতৃবর্গের আগ্রহাতিশয্যে আর একটী সভা ১২ই তারিখে করা স্থির হয় এবং তদনুসারে পূর্ব্ববর্ণিত টাকির মহতী [স]ভার অধিবেশন হয়। ঘলঘলিয়ার সভাতে ব্রাহ্মণগণ বক্তা মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্ম [স]ম্বন্ধীয় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহাকে বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৪ই [কা]র্ত্তিক তারিখে ৺রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে চতুর্থ সভা হইয়াছিল। [ঘ]লঘলিয়াতে উকিল শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ও সৈদপুরে জ্যোতিষচন্দ্র রায় [চৌ]ধুরী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। তাঁহারা বক্তার বক্তৃতার সমর্থন করিয়া নিজেদের মন্তব্য বলিয়াছিলেন। এ সভায় দেড় শতাধিক কায়স্থ ছিলেন, অনেক কায়স্থ মহিলাও ছিলেন। টাকি ও শ্রীপুর হইতেও কয়েকজন কায়স্থসন্তান এ সভায় আগমন করিয়াছিলেন।

শীঘ্রই টাকি সমাজে উপনয়ন সংস্কার প্রচলিত হইবে—এমন আশা অনেকেই করিতেছেন।

বসিরহাট—আড়বেলিয়া

টাকিতে কয়েক দিন থাকিয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয় বসিরহাট গমন করেন। "বসিরহাট কায়স্থ পরিষদের" উদ্যোগে আড়বেলিয়া গ্রামে বিগত ২৩শে ও ২৪শে কার্ত্তিক দুইটী সভা হইয়াছিল। স্থানীয় প্রাচীন ও প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরী বি, এল মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। এই দুই সভায় স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বসু মহাশয় কাব্যতীর্থ গীষ্পতি বাবুর মত ব্যক্ত করেন ও কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করেন। দ্বিতীয় সভায় তিনি এক লিখিত মন্তব্য পাঠ করেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় ঐ দুই সভাতেই হরিগোপাল বাবুর উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে

সমাগত সকল কায়স্থ এক বাক্যে যজ্ঞ সূত্র গ্রহণ করিবার অভিমত জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহাশয় মনুসংহিতার কয়েকটী বচন পড়িয়া পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ পড়িয়া শুনাইলেন—"চারিটী বর্ণ ছাড়া অন্য জাতিগুলি বর্ণশঙ্কর।" "কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহ কেহ আজ কাল এই বর্ণাতিরিক্ত জাতি হইতে সাধ করিতেছেন।" তিনি আরও বলেন, গীষ্পতি বাবুর পুস্তকাদি আমি বার বার পড়িয়াও কায়স্থ জাতিকে বিমিশ্রধর্ম্মী মৌলিকজাতি এবং কায়স্থকে বর্ণাতিরিক্ত বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কায়স্থের ক্ষাত্রিয়ত্বের এত সুস্পষ্ট প্রমাণ আজ দুই দিন অগ্নিহোত্রী মহাশয় যাহা মর্ম্মস্পশী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং পুস্তকাবলী হইতে বচন দেখাইয়াছেন তাহা অবিশ্বাস করা যায় না। ৺শ্যামাচরণের ব্যবস্থাদর্পণ একটী বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া আমি মনে করি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও ঐ ব্যবস্থাদর্পণ মানিতেছেন। ১৮৫৩ সালে তাহা প্রথম প্রকাশিত; এই সুদীর্ঘ একাত্তর বৎসর পূর্ব্বেও ঐ পুস্তকে নিরপেক্ষ ভাবে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয় বর্ণের যে সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না, কোন বিবেচক ব্যক্তিও তাহা পারিবেন না। পৈতা লওয়া আমাদের একান্ত আবশ্যক; আপনারা আসুন আমরা সকলে মিলিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করি ও আমাদের জাতির বেদাধিকার পুনঃ প্রচলন ও শূদ্রাপবাদ দূর করি। আমাদের উন্নতিতে অন্য জাতিরও উন্নতি নির্ভর করিতেছে। আড়বেলিয়াতে শীঘ্র উপনয়নকেন্দ্র হইয়া অনেকেই উপবীত গ্রহণ করিবেন—এ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রচার কার্য্যে আমরা টাউন-শ্রীপুরের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ও সুধীরচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ সরকার, টাকির শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র, নিরোদকালী, অমিয়মোহন, সন্তোষকুমার ও নির্ম্মলকুমার রায়চৌধুরী, সৈদপুরের শ্রীযুক্ত জ্যোতীর্ম্ময় ও রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রমুখ মহোদয়গণের বিশেষ সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাইয়াছি। "বসিরহাট কায়স্থ পরিষদের" কর্ম্মকর্ত্তাগণ এবং টাউন-শ্রীপুরের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গুহসরকার বর্ম্মা মহাশয় প্রচারকার্য্যে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাহায্য করিতেছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অকৃত্রিম স্বজাতি-প্রেম অন্যান্য স্থানের কায়স্থগণের আদর্শ হউক। ঈশ্বর তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি ও দীর্ঘ জীবন দান করুন॥ বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্॥

শ্রীঅমৃতলাল সিংহবর্ম্মা
(প্রচার-পরিষৎ, কলিকাতা)

কায়স্থ-সমাচার

উপনয়ন

পোরজনা উপনয়ন-কেন্দ্র।

পাবনা জেলার পোরজনা গ্রামে ভাদুড়ী জমিদার বাবুদের বাড়ীর সংলগ্ন ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের বাটীতে পুটীয়া কায়স্থ শাখা সমিতির স্বেচ্ছা প্রচারক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে গত ১৭ ই কার্ত্তিক সোমবার একটি কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ৫ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে হরিনাথপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য ও স্থানীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত গৌরপদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ পৌরোহিত্যাদি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন এবং হরিনাথপুরের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়কে ক্ষত্রিয় বরণ করা হইয়াছিল। উক্ত চন্দ্র মহাশয় নিকটবর্ত্তী প্রায় শতাধিক কায়স্থ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আদর আপ্যায়নে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় স্বজাতিবৃন্দের নিকট ধন্যবাদের পাত্র। এই কেন্দ্রের কার্য্যাদি পুটীয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শৃঙ্খলা মত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উপবীতিগণের নাম ও ধাম।

পারজনা—১। চন্দ্র—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ২। তারাপদ—৩। পরেশনাথ ৪। সরকার—সতীশচন্দ্র ৫। কর—শরৎচন্দ্র।

১৬ই কার্ত্তিক ১৩৩১ সন টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তঃপাতী জামুরিয়া কেন্দ্রে ১৫ জন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছে।

কতিপয় নাম।

১। শ্রীযুক্ত পূর্ণদাস গুহ রায় দেব বর্ম্মা বি, এল, এবং Auditor চারুমিহির, ময়মনসিংহ। ২। হরিশ্চন্দ্র গুহ রায় দেব বর্ম্মা সাং নান্দনগাতী, ৩। প্যারিমোহন গুহ রায় দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ৪। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ দেব বর্ম্মা সাং জামুরিয়া, ৫। দীননাথ বসু দেব বর্ম্মা সাং জামুরিয়া, ৬। প্রিয়নাথ বসু দেব

বর্ম্মা সাং ঐ, ৭। শশিভূষণ বসু দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ৮। রমণীমোহন গুহ দেব বর্ম্মা সাং কর্ণা, ৯। হরিমোহন রায় দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ১০। সুরেন্দ্রমোহন গুহ দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ১১। প্রভাত চন্দ্র রায় দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ১২। পূর্ণচন্দ্র রায় দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ১৩। তরণীকান্ত বসু দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ১৪। কালীচরণ রায় দেব বর্ম্মা সাং ঘাটাইল, ১৫। বরদাচরণ রায় দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ১৬। গোবিন্দচন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা সাং সাধুর গলগণ্ডা, ১৭। সুরেশচন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ১৮। কালী প্রসন্ন গুহ দেব বর্ম্মা সাং ঐ।

উপস্থিত ব্রাহ্মণ

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য সাং গারাঙ্গিয়া, অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য সাং নিম্‌লা, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ সাং কালীহাটী ও রুদ্রনাথ বাগছি সাং ঘাটাইল।

১৩ই পৌষ রবিবার, কেন্দ্র—সাধুর গলগণ্ডা, মোট ১৪ জন

কতিপয় নাম

১। শ্রীযুক্ত হরিবল গুহ দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ২। ঈশানচন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ৩। নবকুমার গুহ দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ৪। প্রসন্নকুমার গুহ দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ৫। কালীকুমার বসু দেব বর্ম্মা সাং গলগণ্ড, ৬। ভবেশচন্দ্র গুহ রায় দেব বর্ম্মা-সাং নাদনগাতী।

১৫ই পৌষ মঙ্গলবার, কেন্দ্র—কর্ণা, মোট ২৭ জন

কতিপয় নাম

১। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় দেব বর্ম্মা সাং কর্ণা, ২। সতীশচন্দ্র রায় দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ৩। কেদারমোহন রায় দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ৪। গিরিজামোহন রায় দেব বর্ম্মা ঐ, ৫। সুরেশচন্দ্ররায় দেব বর্ম্মা ঐ, ৬। অতীন্দ্রমোহন রায় দেব বর্ম্মা ঐ, ৭। সত্যেন্দ্রমোহন রায় দেব বর্ম্মা ঐ, ৮। অবিনাশচন্দ্র রায় দেব বর্ম্মা ঐ, ৯। হেমচন্দ্র রায় দেব বর্ম্মা ঐ, ১০। অনিলকুমার রায় দেব বর্ম্মা ঐ, ১১। গিরীচশন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা ঐ, ১২। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্মা ঐ, ১৩। যামিনীকান্ত বিশ্বাস দেব বর্ম্মা সাং দিগর, ১৪। রজনীকান্ত বিশ্বাস দেব বর্ম্মা ঐ, ১৫। প্রসন্নকুমার বিশ্বাস দেব বর্ম্মা ঐ, ১৬। রোহিণীকান্ত বিশ্বাস দেব বর্ম্মা ঐ, ১৭। পূর্ণচন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা সাং কর্ণা, ১৮। সারদামোহন রায় দেব ঐ, ১৯। সুবোধচন্দ্র রায় দেব বর্ম্মা ঐ,

উক্ত কর্ণা কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়া উপনয়ন কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এলেঙ্গা (বানী), সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিতীর্থ ক্রিয়া ভারতী সাং বেতডোবা, যামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী সাং ঐ, গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ, কামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ঐ, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ, নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি ঐ, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ সাং কালিহাতী, কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী (টাঙ্গাইল) দীনেশচন্দ্র বাগছি সাং নতুনভাগ, রুদ্রকান্ত বাগছি সাং ঘাটাইল, কাশীকান্ত বিশ্বাস সাং কালিহাতী।

উপস্থিত দর্শক ব্রাহ্মণ

সাং কর্ণা—শশাঙ্কভূষণ চক্রবর্ত্তী, দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ বাগছি, নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, রমণীমোহন আচার্য্য, কুমুদবন্ধু আচার্য্য।

১৩ই পৌষ রবিবার, কেন্দ্র—রছুলপুর টাঙ্গাইল, মোট ২৮ জন

কতিপয় সংখ্যা

সাং রছুলপুর—১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত দেব বর্ম্মা, ২। প্রেমনারায়ণ দত্ত দেব বর্ম্মা, ৩। হরেন্দ্রনাথ বসু দেব বর্ম্মা, ৪। দীনেশচন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা, ৫। ভুবনমোহন চাকি দেব বর্ম্মা, ৬। বসন্তকুমার চাকি দেব বর্ম্মা।

সাং ঘোলার দেওলী—৭। সীতানাথ দত্ত দেব বর্ম্মা, ৮। দ্বারকানাথ দত্ত দেব বর্ম্মা, ৯। মুকুন্দচন্দ্র দে দেব বর্ম্মা, ১০। মহেশচন্দ্র দে দেব বর্ম্মা, ১১। দীনবন্ধু দত্ত দেব বর্ম্মা। সাং রামপুর ১২। কৈলাশচন্দ্র দত্ত দেব বর্ম্মা, ১৩। সতীশচন্দ্র দত্ত দেব বর্ম্মা, ১৪। প্রমথনাথ রক্ষিত দেব বর্ম্মা, ১৫। গিরিমোহন রক্ষিত দেব বর্ম্মা, ১৬। ভীমচন্দ্র দে দেব বর্ম্মা, ১৭। উপেন্দ্রচন্দ্র দে দেব বর্ম্মা।

কর্ণার যে সকল ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া উপনয়ন কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ, বীর বাসিন্দর কেন্দ্র, মোট ২৮ জন

কতিপয় নাম

সাং বীরবাসিন্দা—১। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত ভৌমিক দেব বর্ম্মা, ২। উমেশচন্দ্র সরকার দেব বর্ম্মা, ৩। উমেশচন্দ্র দত্ত দেব বর্ম্মা, ৪। কালাচাঁদ সরকার দেব

বর্ম্মা, ৫। নিশিকান্ত ভৌমিক দেব বর্ম্মা, ৬। ধর্ম্মনারায়ণ ভৌমিক দেব বর্ম্মা, ৭। কেদারনাথ দাস দেব বর্ম্মা সাং ভক্তেশ্বর. ৮। কৈলাসচন্দ্র সেন দেব বর্ম্মা সাং ঐ, ৯। হেমচন্দ্র গুহ নিয়োগী দেব বর্ম্মা সাং রাজাকৈর, ১০। জগৎচন্দ্র দাস দেব বর্ম্মা সাং ভক্তেশ্বর।

নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণগণ উপবীত দিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ সাং কালিহাতী, ২। „ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃতীতীর্থ ক্রিয়াভারতী সাং বেতডোবা, ৩। „ যামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ঐ, ৪। „ কামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ঐ, ৫। „ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি।

১৩ই পৌষ, কেন্দ্র—বীরবাসিন্দা, মোট ১০ জন উপনয়ন লইয়াছে।

আচার্য্য ছিলেন শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ কালীহাতী, ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বেতডোবা।

ঐ তারিখে বৃদ্ধিবল্লা কেন্দ্র, মোট ২৬ জন

আচার্য্য ছিলেন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিরত্ন ক্রিয়াভারতী, যামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও দীনেশচন্দ্র বাগছি।

চিকন্দি।

১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখ চিকন্দির উকীল দেশভক্ত শ্রীযুক্ত ভবতোষ বসু বি,এল, মহাশয় তাঁহার স্বভবনে একক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। ধর্ম্মজ্ঞ, ক্রিয়াভিজ্ঞ, উদারচরিত পুরোহিত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ আচার্য্য পদে, বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দিনাজপুরের মহারাজের ভূতপূর্ব্ব দ্বারপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় সদস্য পদে এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রধার পদে বৃত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত সুপণ্ডিত কায়স্থকুলাচার্য্য শ্রীযুক্ত গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীকমল বশিষ্ঠ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র বশিষ্ঠ প্রমুখ আরও ৬ জন ব্রাহ্মণ আহূত ও সভাস্থ হইয়াছিলেন। কায়স্থনেতৃগণও উপনয়ন দর্শনে সমাগত হইয়াছিলেন।

রায় বিনোদবিহারী বসু

আজ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি—আমাদের কায়স্থ-সভার একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে!—আমাদের অকৃত্রিম পরম হিতৈষী বন্ধু রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় আর ইহজগতে নাই। প্রায় দুই বর্ষকাল হৃদ্রোগ ও দুরারোগ্য মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে (Bright's disease) উৎপীড়িত হইয়া গত ৫ই মাঘ রবিবার রাত্রি ৮।০ ঘটিকার সময় বৃদ্ধা মাতা, পতিরতা সহধর্ম্মিণী, দুই কন্যা ও চারি ভ্রাতা রাখিয়া আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া শান্তিময় ধামে গমন করিয়াছেন।

রায় বিনোদবিহারী স্বনামধন্য ধর্ম্মপ্রাণ বৈকুণ্ঠবাসী রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১২৭১ সালে ২৬শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং মাত্র ৬০ বর্ষ বয়সে তাঁহার দেহাত্যয় ঘটিয়াছে।

তিনি বাল্যকালে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে পড়িতেন, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৮৭ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পার্শিভাল সাহেবের নিকট যাইয়া তিনি সপ্তাহে তিন দিন পাঠ করিতেন। সাহেব তাঁহাকে বলিতেন "আমি অনেক বড় লোকের ছেলেকে পড়াইয়া থাকি, কিন্তু তোমার মত একনিষ্ঠ বিদ্যানুরাগী ছাত্র আমার চক্ষে অদ্যাবধি পড়ে নাই। তুমি ঘড়ি খুলিয়া ঠিক এক ঘণ্টা পড়িয়া থাক, আশ্চর্য্যের বিষয় তুমি ইহার এক মিনিটও অপব্যয় কর না।" বাস্তবিক সময়ের অপব্যবহার তিনি মহাদোষের বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার এটর্ণী হইবার ইচ্ছা ছিল, সে জন্য কিছুদিন উইলসন্ চাটার্জ্জির আফিসে আর্টিকেল-ক্লার্ক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাধকপ্রবর পিতৃদেব ধর্ম্মচিন্তায় আত্মনিয়োগ ও বিষয়চিন্তা হইতে অবসর লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহারই উপর বিপুল জমিদারীর পর্যবেক্ষণভার অর্পণ করেন, এ কারণ তাঁহার উকীল হইবার বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইল।

জমিদারীর কার্য্যে জড়িত থাকিলেও তিনি বাল্যকাল হইতেই চিরদিন একান্ত বিদ্যানুরাগী ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং বহু আয়াসে ও বহু অর্থব্যয়ে এক বৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া ছিলেন। এই পুস্তকালয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান্ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্বেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। সেই অনুরাগের বশেই তিনি কএকটী পাঠান ও সমস্ত

মোগল সম্রাটের স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস ভালরূপ অবগত ছিলেন। এখন যেখানে তাঁহার নূতন বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নিকট 'মারহাট্টা ডিচ্' ছিল। এখানকার নূতন রাস্তার কি নাম হইবে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য মিউনিসিপালিটীর দুই জন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল, 'এই রাস্তার অক্ষয় বসুর লেন নাম রাখেন।' তাঁহাদের অভিপ্রায় শুনিয়া বিনোদবিহারী বলেন, "এরূপ নাম দিলে আপনাদের মহাপাপ হইবে। 'মারহাট্টা ডিচ্ লেন' এই নাম রাখাই উচিত।" তাঁহার উপদেশ অনুসারেই এখানকার পূর্ব্বস্মৃতি বজায় রহিল।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর তাঁহার এক জন আবাল্য বন্ধু। উদ্ভটসাগর বলেন যে, "বিনোদবিহারী বহু সংখ্যক উদ্ভটকবিতা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রের উদ্ভটসাগরের বিনোদবিহারীই প্রকৃত খনক।"

নূতন মিউনিসিপাল আইনে সাধারণে করভারে পীড়িত হইলে নিজ পল্লীবাসী জনসাধারণের ট্যাক্স্ কমাইবার জন্য তিনি যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অনেকেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজও তাহা স্মরণ করিয়া থাকেন।

রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের যত্নে তাঁহারই ভবনে কায়স্থকুলরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই সভা হইতেই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুলীনগণের সম্যক্ বংশাবলী রক্ষার উদ্দেশে বহু অর্থব্যয়ে সুবৃহৎ "কায়স্থকারিকা" প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে বিনোদবিহারী ভারতের নানাস্থলে কায়স্থতত্ত্ব সম্বন্ধে যত গ্রন্থ বা যত ব্যবস্থাপত্র প্রকাশিত হয়, তাহা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন।

কলিকাতাবাসিগণের মধ্যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে ও নিজ সমাজে উপবীত প্রচার সম্বন্ধে যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রায় মোহনলাল মিত্র মহাশয় অন্যতম। তাঁহার পরমাত্মীয় ও মতানুরাগী ছিলেন রায় নন্দলাল বসু মহাশয়। ১৩০৮ সালে মিউনিসিপাল জাতিবিচার-সভায় যখন এখানকার কায়স্থগণের সামাজিক পদমর্য্যাদা লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়, তৎকালে স্বজাতির গৌরবপ্রতিষ্ঠাকল্পে যে সকল মহাত্মার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে পারি। কায়স্থসভার সূত্রপাত কিরূপে হইয়াছিল, তাহা আজও আমার মানসপটে উজ্জ্বল রহিয়াছে। বলিতে কি রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ই এই বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; তাঁহারই

রায় বিনোদবিহারী বসু

জন্ম—সন ১২৭[illegible] সাল ২৮শে ফাল্গুন

দেহত্যাগ—সন [illegible] সাল ৩রা মাঘ

DOUBLE COLOUR

সদুপদেশে স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয় নিজ ভবনে এই কায়স্থ-সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বসুমহাশয়েরই ঐকান্তিক উৎসাহে বারাণসীবাসী ভারতবিশ্রুত অধ্যাপকগণের নিকট হইতে বহুপুরুষপতিত-সাবিত্রীকের উপনয়নযোগ্যতাসম্বন্ধে প্রথম ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত হয়। সেই মহাত্মার সদুপদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমিও স্বজাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম। ধর্ম্মনিষ্ঠ সেই পরম সাধকের পার্শ্বে থাকিয়া মহাপ্রাণ বিনোদবিহারী আত্মোন্নতি লাভ ও লোকচরিত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৩০৮ সালে ১০ই পৌষ স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে কায়স্থ-সভা-প্রতিষ্ঠাকল্পে যে জাতীয় মহাসম্মেলন হইয়াছিল, সেই দিনও এই সম্মেলন-মণ্ডপে পিতৃদেবের পশ্চাতে রায় বিনোদবিহারীর সমুজ্জ্বল মুখপদ্ম সকলেই অবলোকন করিয়াছিলেন। রায় নন্দলাল কায়স্থ-সভার প্রথম হইতেই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ও রায় বিনোদবিহারী সাধারণ সভ্য ছিলেন। পিতৃদেবের স্বর্গলাভের পর তাঁহার স্থানে রায় বিনোদবিহারী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হন। কায়স্থসভার প্রতি বরাবরই তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। পরে কিছুদিন সভার আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ও ১৩২৩ সালের ১০ই বৈশাখ যশোহরের মহাসম্মেলনে সহ-সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত হন। আয়ব্যয়-পরীক্ষকরূপে তিনি সভার আভ্যন্তরীণ সকল বিষয় আলোচনা করিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন।

১৩২৪ সালের চৈত্রমাসে চট্টগ্রামে সভার যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, রায় বিনোদবিহারী আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই মহাসম্মেলনে যোগদান করিয়া সভার স্থায়ী মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; সেই বার্ষিক অধিবেশনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সবিশেষ অবগত আছেন।

সভার পরিচালনকল্পে তখনকার সম্পাদক ও কর্ম্মাধ্যক্ষের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া ১৩২৫ সালের ৪র্থ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এক সুবৃহৎ মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই মন্তব্যে রায় বিনোদবিহারীর অন্তর্দৃষ্টি ও সভার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগই প্রকটিত হইয়াছে। সেই মন্তব্যে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীশরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের কার্য্যপ্রণালীর সমালোচনা থাকায় মিত্র মহাশয়ের মনোমালিন্যের কারণ হয়। তাহাতে সভার হিতৈষী বহু সভ্যই পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

তৎপরে নড়াইল-হাটবাড়িয়া, বেলিয়াঘাটা, পাইকপাড়া, কোচবিহার ও কলিকাতা সঙ্গীত-সমাজে ১৩২৬ হইতে ১৩৩০ সাল মধ্যে যথাক্রমে সভার যে ৫টি বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে বিনোদবিহারীর যথেষ্ট চেষ্টা ও একাগ্রতা ছিল; পারিবারিক অনিবার্য্য কারণে তিনি কোচবিহারের মহাসভায় যোগদান করিতে না পারিলেও অপর সকল সম্মেলনে স্বয়ং যোগদান করিয়া ও সম্মেলনের সফলতা সম্বন্ধে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া জাতীয় সভার চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ১৩৩০ সালের ৯ই শ্রাবণ সঙ্গীত-সমাজে বার্ষিক অধিবেশনের পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। ক্রমশঃই তাঁহার পীড়া

দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ক্রমে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন; কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থাতেও তাঁহার প্রিয়তম কায়স্থ-সভাকে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি মৃত্যুর কএক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে বলিয়াছিলেন, "বড় সাধ ছিল কায়স্থ-সভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু করিয়া যাইব—আর আমার প্রিয়বন্ধু নগেন্দ্র বাবুর সহিত দেখা করিয়া কএকটি কথা বলিব। আমার অন্তিমকালে আমার এই দুইটি সাধ পূর্ণ হইল না।" সেই মহাত্মা কায়স্থ-সভাকে ও আমাকে কি ভাবে দেখিতেন, তাঁহার অন্তিম-কালের উক্তিতেই প্রকাশ। পীড়িত হইয়া গৃহে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে গত সপ্তবর্ষ কাল কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ জাতির ব্যাপারে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সময় সর্ব্বদাই তিনি আমার কুটীরে আসিয়া পরামর্শ করিতেন। তিনি যে ব্যাধিতে এতদিন উৎপীড়িত হইয়া দেহবিসর্জ্জন করিলেন, আমিও সেই ব্যাধিতে পাঁচ বর্ষের উপর যন্ত্রণাভোগ করিতেছি;—আমার স্বাস্থ্যের প্রতি সেই মহানুভব বন্ধুবরের যে কিরূপ আগ্রহ ও লক্ষ্য ছিল, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব! আমার পীড়ার সূত্রপাত অবগত হইয়া অবধি তিনি প্রত্যহই আসিয়া আমায় দেখিয়া যাইতেন, সদালাপ ও সৎপরামর্শদানে আমায় উৎসাহিত করিতেন। কাজের কথা ভিন্ন বৃথা বাক্যব্যয় কোনদিন তাহার নিকট শুনি নাই; তাঁহার হৃদয় কত মহৎ, তিনি কিরূপ পরোপকারী ও স্বজাতিহিতৈষী ছিলেন, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সম্পদে কিরূপ আনন্দ ও বিপদে কিরূপ সহানুভূতি দেখাইতেন—এ কয় বর্ষ নিত্য নিয়ত তাঁহার সাহচর্য্যে আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। ওহো! বিধির কি বিড়ম্বনা! আমার স্বাস্থ্য চিন্তা করিতে করিতে শেষে কিনা সেই মহানুভব বন্ধু আমার ন্যায় একই পীড়ায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পাছে আমার সহসা মৃত্যু ঘটে, সেই আশঙ্কায় বন্ধুবর সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন! হায়! আজ কিনা আমাকেই তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে হইতেছে। আমার এই রোগ-শয্যায় বন্ধুবরের শোকস্মৃতি আমায় বিচলিত করিতেছে! কি লিখিব? লেখনী আর যে চলে না। বন্ধুবর! আর আপনাকে দীর্ঘকালব্যাপী রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। যেখানে জরামরণ নাই, শোক দুঃখ নাই, সেই চির আনন্দময় অমরধামে আপনার অমরাত্মা বিশ্রামলাভ করিয়াছে! হায় বন্ধুবর! আপনার নিদারুণ শোকপীড়িত পরিবারবর্গের সহিত আমাকেও কি শোকাশ্রু বর্ষণ করিবার জন্য রাখিয়া গেলেন?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

রায় নন্দলাল বসু

জন্ম [illegible]

[illegible]

DOUBLE COLOUR

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির

১ম অধিবেশন

১৭ই শ্রাবণ ১৩৩১ (ইং ২রা আগষ্ট ১৯২৪) শনিবার

অপরাহ্ণ—৫॥ ঘটিকা

স্থান—৬৭, বি রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি, এল,	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি
,, কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর	,, সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা
,, ,, রাধিকাভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর	,, বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা
,, অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল,	,, গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন
,, দয়ালচন্দ্র বসু	,, রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা
,, নরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ	,, নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
,, হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম, এ,	,, কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই-সি-এস, সি-আই-ই, } সম্পাদক
,, বিজয়নাথ সরকার	
,, রসিকলাল দেব বর্ম্মা	,, কিরণচন্দ্র দত্ত } সম্পাদক

অদ্যকার সভায় সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয়ের সমর্থণে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অদ্যকার সভায় যে সমস্ত সভ্য মহোদয় যোগ দান করিতে না পারিয়া সহানুভূতি সূচক পত্র লিখিয়াছেন, সভারম্ভে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী (নিমতিতা), শ্রীযুক্ত কুমারশরদিন্দু নারায়ণ রায় বর্ম্মা (ত্রিবেণী) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর (ফরিদপুর) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা (পাবনা) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি, এল, (বসিরহাট) শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন ঘোষ বর্ম্মা (পোপাড়া), শ্রীযুক্ত

DOUBLE COLOUR

ইন্দুনারায়ণ ঘোষ বি, এল, (ভাগলপুর) শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বর রায় বর্ম্মা এম, এ, বি, এল, (কৃষ্ণনগর) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা রায় (দিনাজপুর) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা (ভাঙ্গা) শ্রীযুক্ত লেফ্‌টেন্যাণ্ট নলিনীমোহন রায় (কলিকাতা) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী (ইদিলপুর) শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা (বলতৈড়)

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পঠিত ও সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে—

১। শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি ঘোষ বর্ম্মা,

২। " সুরেন্দ্রনাথ বসু পুলীশ ইনস্পেক্টর, ময়মনসিংহ

৩। " বিপিনবিহারী মিত্র,

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে :—

৪। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ,

৫। " ডাঃ বিনোদবিহারী বসু,

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে :—

৬। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন সরকার এম, এ,

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব—সভার কার্য্যালয় ও কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ—সভার কার্য্যালয় কোন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্বন্ধে বহু আলোচনান্তে স্থির হইল যতদিন না সুবিধাজনক উপযুক্ত বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় ততদিন শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে যেরূপ ভাবে কার্য্যালয় আছে সেইরূপে থাকুক। এবং উপস্থিত মত মাসিক কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের জন্য কিরণবাবুর প্রদত্ত ৬৭ বি, ভবনস্থ হল ঘরটী নিরূপিত হউক। দত্ত মহাশয়ের এই বদান্যতার জন্য সভার আন্তরিক ধন্যবাদ জানান হউক।

সভার কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নিম্নলিখিত সভ্য লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির বিভিন্ন শাখাসমিতি, বিভিন্ন কার্য্যের জন্য গঠিত হউক, এবং পূর্ব্ব বৎসরের নিয়মানুযায়ী ঐ সকল শাখা সমিতির কার্য্য পরিচালিত হউক।

প্রচার সমিতি।

১। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

২। " মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী (সভাপতি)

৩। " মহেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মা রায় তত্ত্বনিধি

৪। " সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী

৫। " দয়ালচন্দ্র বসু

৬। " বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা (আবাহনকারী সম্পাদক)

৭। " হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম, এ,

পত্রিকা পরিচালন সমিতি।

১। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

২। " অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ

৩। " কিরণচন্দ্র দত্ত

৪। " শরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

৫। " গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন

অত্যাবশ্যকীয় বিবরণের জন্য পত্রিকার দুই একটী ফর্ম্মা বৃদ্ধি করিবার ভার এই সমিতির উপর দেওয়া হউক।

সহকারী সম্পাদক মহাশয়দিগের কর্ম্ম নিবন্ধ শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলীক মহাশয় দ্বয়ের উপর (ডোনেসন্) আদায় ও সভ্য সংগ্রহের ভার দেওয়া হউক। এবং শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের উপর সভ্য সংগ্রহের ভার দেওয়া হউক।

বিবিধ—(ক) সাহায্য প্রার্থনা—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বিদ্যারত্ন শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টাচার্য্য (রাসোড়া) মহাশয়দ্বয় কন্যাদায়গ্রস্থ হইয়া যে আবেদন জানাইয়াছেন, উহা পঠিত হইয়া সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল প্রত্যেককে সভা হইতে এককালীন ১০৲ দশ টাকা হিসাব সাহায্য দেওয়া হউক।

(খ) সভার সাহায্য প্রাপ্ত ছাত্র শ্রীমান সুধন্বাকুমার কাব্যতীর্থের বর্ত্তমান বর্ষে সাংখ্য দর্শনের মধ্য পরীক্ষায় ও বেদান্ত দর্শনের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় সংবাদে সভাস্থ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত কুমার রাধিকাভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর ঐ ছাত্রটীকে মাসিক অতিরিক্ত ১৲ এক টাকা সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

(গ) গত বার্ষিক অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে (৩০শে আষাঢ়) সভ্যের বার্ষিক চাঁদা অন্যূন ৩৲ টাকা স্থলে ৪৲ চারি টাকা ধার্য্য হইয়াছে। বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, নূতন সভ্যগণের নিকট হইতে ৪৲ চারি টাকা হিসাবে চাঁদা লইয়া তাঁহাদিগকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হউক। কিন্তু পুরাতন সভ্য গণের মধ্যে যাঁহারা ১৩৩১ সনের চাঁদা দিয়াছেন তাঁহাদের ৩৲ টাকাই পূর্ব্ব ব্যবস্থামত এক বৎসরের জন্য স্থির রহিল। যাঁহারা এখনও আদায় করেন নাই তাঁহাদিগকে নূতন হারের কথা জানাইয়া স্বীকৃত স্থলে ৪৲ টাকা অস্বীকৃত স্থলে ১৲ টাকা রেহাই দিয়া ৩৲ টাকা গ্রহণ করা হউক। এবং এই রেহাই দেওয়ার ভার সম্পাদক মহাশদ্বয়ের উপর অর্পিত হউক। বার্ষিক অধিবেশনের দুই দিবসে যে সমস্ত সভ্য মনোনীত হইয়াছেন অর্থাৎ এই চাঁদা সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে যাঁহাদিগের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাঁহাদিগের জন্য পুরাতন সভ্যের নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা হউক।

(ঘ) প্রচার কার্য্যের সাহায্যের জন্য নিম্নলিখিত শ্রীযুক্ত কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর ১০০৲ এক শত টাকা এককালীন দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা আরও ১৫০৲ টাকা আদায় করিবার ভার গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

(ঙ) শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের লিখিত পত্র দুইখানি উপস্থাপিত হইলে অমৃতবাবু নিজে তাঁহার পত্রের মর্ম্ম বিবৃত করিলেন। স্থির হইল ঐ পত্র দুই খানি পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হউক।

অতঃপর কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান অন্তে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা (স্বাক্ষর)
(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ
সম্পাদক সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির

২য় অধিবেশন

৫ই আশ্বিন, ১৩৩১ (ইং ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪) রবিবার

প্রাতঃকাল ৭॥ ঘটিকা

স্থান শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই, সি, এস, সি, আই, ই মহোদয়ের ৪নং থিয়েটার রোডস্থ ভবন

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (সভাপতি)
„ নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি, এল
„ রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর
„ রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল
„ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
„ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক এম, এস, সি
„ গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন

শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু
„ নরেন্দ্রনাথ সিংহ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বার, এট্, ল
„ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম, এ
„ রসিকলাল দেববর্ম্মা
„ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, এম, এ
„ কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস, সি, আই, ই
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক

১ম প্রস্তাব—শোকপ্রকাশ মাননীয় ভুপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পরলোক গমনে প্রথমে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় "স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ" নামক মর্ম্মভেদী ভাষায় এক শোক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী দান করেন পরে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সকল সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন।

কায়স্থ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বর্ত্তমান বর্ষের সদস্য কায়স্থ-কুল-ভূষণ বহু সদনুষ্ঠানের অগ্রণী, বিনয় সৌজন্য ও সামাজিকতায় আদর্শ সর্ব্বজন প্রিয় স্বজাতি

বৎসল খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ বসু বংশোদ্ভব মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল মহোদয় স্বজন ও দেশবাসীকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করায় তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা তাঁহার বিয়োগ ব্যথায় মর্ম্মাহত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার পরিজন বর্গের এই মর্ম্মঘাতী শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের পরলোক গমনে প্রথমে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "পরলোক রাজকৃষ্ণ" শীর্ষক এক মর্ম্মস্পর্শী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার উদ্দেশে শোক শ্রদ্ধাঞ্জলী দান করেন—পরে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ দণ্ডায়মান ইহার নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ দত্ত বংশভূষণ, সুরসিক কবি, স্বজাতির একনিষ্ঠ সেবক উদারচেতা স্বর্গীয় মহাত্মা রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় স্বজন ও স্বজাতি বর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন কয়ায় তাঁহার গৌরবান্বিত স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত সভা গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন ও তদীয় আত্মীয়-গণের শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

বিজয়কালী রায় চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক গমনে সভার অন্যতম সভ্য স্বজাতি প্রেমিক টাকীর অন্যতম জমিদার বিজয়কালী রায় চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক গমনে বঙ্গীয় কায়স্থ সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।

মুর্শিদাবাদবাসী রাধিকালাল চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক গমনে এই সভা বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন।

মুলগ্রাম (ফরিদপুর) নিবাসী রাসবিহারী গুহ মহাশয়ের পরলোক গমনে সভার অন্যতম হিতৈষীসভ্য, স্বজাতি বৎসল রাসবিহারী গুহ মহাশয়ের পরলোক গমনে সমিতির সমবেত সভ্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।

২য় প্রস্তাব—সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল উপরোক্ত মহাত্মাদিগের উদ্দেশে শোক প্রকাশ সংবাদ তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রতিনিধিগণকে জানান হউক।

৩য় প্রস্তাব—মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একখানি চিত্র সভায় রাখিবার চেষ্টা করা হউক।

৪র্থ প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল

৫ম প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে—

১। শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ দাস,
২। „ যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা,
৩। „ শৈলেন্দ্রমোহন সিংহ,
৪। „ উমেশচন্দ্র সরকার দেব বর্ম্মা,

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা, প্রচারক মহাশয়ের প্রস্তাবে—

৫। শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার সেন বর্ম্মা
৬। „ বিজয়কৃষ্ণ মিত্র কলিকাতা
৭। „ কামিনীকুমার সরকার, এম, এ, বি, এল
৮। „ ব্রজনাথ দত্ত,
৯। „ কামিনীকুমার ঘোষ
১০। „ বসন্তকুমার বসু,
১১। „ সুরেন্দ্রবিনোদ সিংহ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—"বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের" পত্রের আলোচনা বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই, সি, এস, সি, আই, ই মহোদয় বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সভাপতি রূপে ঐ পত্র সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল উক্ত পত্র নথীভুক্ত করা হউক।

৭ম প্রস্তাব—"সভা" ও সমাজের মিলন সম্বন্ধে বিগত বার্ষিক অধিবেশনে সভা ও সমাজের মিলন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে উহা কি উপায়ে হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত একটী কমিটী গঠিত হউক। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ৬ ছয় জন প্রতিনিধি ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের ৬ ছয় জন প্রতিনিধি এবং উভয় সভার সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়গণকে লইয়া এই কমিটী গঠিত হউক। নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার পক্ষ হইতে উক্ত কমিটীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচণ করা হউক।

১ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
২। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল
৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, বেদান্তরত্ন

৪। শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু

৫। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল

৬। „ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা

৮ম প্রস্তাব—শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও ব্যয় মঞ্জুর আলোচিত হইয়া স্থির হইল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বাৎসরিক শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা সভার কার্য্যালয়ে সম্পন্ন করা হউক এবং উহার ব্যয় সভ্য মহোদয়গণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বাহ করা হউক। সমিতির নিম্নলিখিত সভ্যমহোদয় নিম্নলিখিত হারে চাঁদা দানে প্রতিশ্রুত হইলেন

শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট্-ল	২৲	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব	৫৲
„ নরেন্দ্রনাথ সিংহ—	৫৲	„ মৃনালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা	৫৲
„ গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন	১৫৲	রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর	২৲
„ দয়ালচন্দ্র বসু	৬৲	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ	২৲
„ অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল	৫৲	„ রসিকলাল দেব বর্ম্মা	২৲
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	২৲	„ কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা আই, সি, এস, সি, আই, ই	১০৲

৯ম প্রস্তাব—প্রচার সমিতির মন্তব্যের আলোচনা সময়াভাবে এই সমিতির মন্তব্যের আলোচনা স্থগিত রহিল।

বিবিধ—(ক) সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার আয়ের অসচ্ছলতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সভ্যগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন এবং আর্থিক অবস্থার কথা জানাইলেন।

(খ) সময়াভাব "বিবিধ" অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রহিল মাত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত সম্পাদক মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল এবং স্থির হইল উহা প্রচার সমিতি ও পত্রিকা পরিচালন সঙ্ঘে পাঠান হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে বেলা ১০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা (স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীজগদীশনাথ রায় বর্ম্মা

সম্পাদক সভাপতি

কায়স্থ-পত্রিকা

২৩ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৩১ | ১১শ সংখ্যা

কায়স্থ ও "শ্রীগৌরীহর সংবাদ"।

আসাম অতি প্রাচীন দেশ। ইহা কিছু দিন পূর্ব্বে বাংলাদেশের অন্তর্গত ছিল। এখন ইহাকে ইংরাজরাজ আলাহিদা প্রদেশ করিয়া দিয়াছেন। পৌরাণিক যুগে এই প্রদেশ এক নামে অভিহিত হইত না। প্রাগজ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান—কামরূপ) শোনিতপুর (বর্ত্তমান—তেজপুর), হিড়িম্ব, মণিপুর, কৌণ্ডিল্য, প্রভৃতি প্রাচীন দেশগুলিকেই এখন আসাম বা অসম নামে অভিহিত করা হয়। এই স্থান বিশুদ্ধ আর্য্যদিগের আবাসভূমি ছিল না। অসুর বংশই এই প্রদেশে আধিপত্য করিত এবং তাহাদের সভ্যতাই এই দেশের সভ্যতা ছিল। এই অসুর বংশই সম্ভবতঃ এসিরিয়ান্ জাতি হইবে। যাই হউক পৌরাণিক যুগে আর্য্যহিন্দুদিগের সহিত এই অসুর বংশের যৌন সম্বন্ধ ঘটিত। নরকাসুর প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন, তাহার পুত্র ভগদত্ত কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে নিহত হন। এই বংশ হইতে যদুবংশ ও কুরু-বংশ কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শোণিত-পুরের রাজা বাণাসুরের কন্যা ঊষাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বিবাহ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারতের সুসভ্য হিন্দুজাতির সহিত এই প্রদেশের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তি কালে এই আসাম প্রদেশে কায়স্থ জাতির প্রভাবের পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কি রাজত্ব সম্পর্কে কি ধর্ম্মপ্রচার সম্পর্কে কায়স্থ জাতি এ দেশের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহু কায়স্থ এ দেশের রাজা হইয়া, মন্ত্রী হইয়া, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হইয়া, বিচারপতি প্রভৃতি হইয়া

নানারকমে এদেশকে শাসন করিয়াছে। শঙ্করদেব এ দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া এদেশ বাসী অদ্যাপি পূজা করিয়া আসিতেছে। শঙ্করদেবের "মহাপুরুশীয়া" ধর্ম্ম হইতে "দামোদরী, হরিদেবী ও গোপালদেবী" নামক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বাহির হইয়াছে। এদেশের যে বর্ত্তমান সভ্যতা তাহা বাংলার সভ্যতা। ইহা বাংলার গৌরব করিবার বিষয়। এই সভ্যতা বিস্তারে কায়স্থের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই, আসামের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে চির খোদিত আছে। এখনও আসাম অঞ্চলে বহু কায়স্থ বাস করেন।

সম্ভবতঃ একবৎসর হইয়া গিয়াছে, আসাম অঞ্চলের শ্রীযুক্ত বীরহরি দত্ত বড়ুয়া মহাশয় আমাকে "শ্রীগৌরীহর সংবাদ" হইতে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ মূলক কয়েকটি শ্লোক পাঠাইয়া তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহাকে সেই ২।৪ টি শ্লোকের বঙ্গার্থ করিয়া পাঠাই এবং ঐ মূল গ্রন্থখানি পাঠাইতে লিখি। ঐ পুস্তকখানি ঐ প্রদেশের এক ব্রাহ্মণের নিকট আছে। তিনি আমার অনুরোধে ঐ পুস্তকের অংশবিশেষ আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। গ্রন্থের মালিক ব্রাহ্মণ ঐ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ দিতে অস্বীকার করায়, সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি তিনি আমার নিকট পাঠাইতে পারেন নাই। পুস্তকখানি অবশ্য পুথির আকারে হাতে লেখা। লেখা সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে। অবশ্য আসাম অঞ্চলে অক্ষর বঙ্গাক্ষর; বাঙ্গালার সভ্যতা যে ঐ দেশ গ্রহণ করিয়াছে, ইহা তাহারই প্রমাণ। গ্রন্থের আকার ও অক্ষর দেখিয়া দেড়শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থখানি একটি তন্ত্রগ্রন্থ। লেখায় অনেক ভুল আছে; সম্ভবতঃ ইহা লিপিকর প্রমাদ। ঐ গ্রন্থে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত আছে তাহা লিখিত হইতেছে :—

"দেব্যুবাচ॥ পুরা যৎ কথিতা নাথ পদ্ধতীনাং চতুর্দ্দশ।
বাহুজোঽপি ভবেত্তত্র কায়স্থঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
পদ্ধতিশ্চ কিমাকারা বাহুজঃ কেন সম্ভবঃ।
কিমাচারো ভবেত্তত্র কথয়স্ব মহেশ্বর॥
ঈশ্বর উবাচ॥ যো বাহুজঃ ক্ষত্রিয়শ্চ প্রজাপত্যঙ্গসম্ভবঃ।
তে বৈ তদ্রূপ সদৃশঃ তস্য জাতাশ্চতুর্দ্দশ॥
বাহুমূল-সম্ভূতো [সমদ্ভূতঃ] রাজা চন্দ্রাভিধানকঃ।
বাহুজৌ ক্ষত্রিয়ৌ দ্বৌ চ মানো দাশরথিঃ স্মৃতঃ॥

বাহুমধ্যে সমুদ্ভূতৌ রোমসোমৌ প্রকীর্ত্তিতৌ।
মণিবন্ধসমুৎপন্নঃ স্থর-সেন উদাহৃতঃ॥
করপৃষ্ঠদ্বয়াজ্জাতৌ দত্ত-সোম সমানকৌ।
দেব-সিংহঃ সমুৎপন্নঃ পত্তনে বাহুদক্ষিণে।
উরসাপাণি সংযোগাদ্ ভট্ট গোপাল জাতকঃ।
পবিত্রাংস সমুদ্ভূতাঃ এতাঃ পদ্ধতয়ঃ স্মৃতাঃ॥
শ্রোত্রিয়েষু চ সর্ব্বেষু ক্ষত্রিয়েষু বিশেষতঃ।
আকারে স্থিত লোকানাং রাজ্ঞাঞ্চ সহ সঙ্গতিঃ॥
নানাভূষণরত্নানাং বস্ত্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ।
নৃপস্য কার্য্যং কুরুতে মান দাস নিযোজিতঃ॥
ধান্যাদি ভক্ষপানানাং অমৃতং পঞ্চবা শ্রুতম্।
তেষাং নিয়োগ কর্ত্তারৌ রোমসোমৌ সুনিশ্চিতৌ॥
আয়ব্যয়েষু সর্ব্বেষু দাতা সৎকর্ম্মনিতাশ্বঃ।
স্থরসেনঃ প্রকুর্ব্বীত নির্বন্ধং কর্ম্মণামিহ॥
সর্ব্ব প্রজাভিধানায় সর্ব্বব্যাপি নিয়োজিতৌ।
দত্তসোমঃ সমাখ্যাতো নিবন্ধপ্রতিরূপকঃ।
স কুঞ্জরাশ্বশালানাং গবাদীনাং বিশেষতঃ॥
নিবন্ধে চাভিতত্বজ্ঞঃ পদ্ধতে দেবসংজ্ঞকঃ।
যোগ্যাযোগ্য সমস্তেষু নায়ে কার্য্যে চ কোবিদঃ॥
বলাবলবিচারাণাং কর্ত্তা বৈ সিংহ উচ্যতে। * * *
* * * *
যো বাহুমূল প্রভবো রাজা চন্দ্রো নৃপঃ স্রুতঃ।
গোপালশ্চ ভট্টশ্চৈব বৈদ্যশাস্ত্রানি নির্জ্জিতৌ।
বৈদ্যৌ সর্ব্বত্রবিদিতৌ লোকানাং হিতকারকৌ॥ * * * ইতি
গৌরীহরসম্বাদে তৃতীয়াংশে ক্ষত্রিয়োৎপত্তৌ সহায়বরণো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥৮॥

এত দিন পরে সুদূর আসাম হইতেও কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণ তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা দেশে কায়স্থদিগের লুপ্ত ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ সম্বন্ধীয় কথা যখন ঘুণাক্ষরে প্রচার হয় নাই, তাহার শত বর্ষ পূর্ব্বের সুদূর আসাম দেশের গ্রন্থেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের কথা লিখিত রহিয়াছে। এই "শ্রীগৌরীহর সংবাদ" নামক প্রাপ্ত পুথির ভাষায় বহু ভুল দেখা যাইতেছে এবং ইহাতে যে

কায়স্থ জাতির কথা আছে তাহা আমাদের বঙ্গদেশের চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থগণের ইতিবৃত্তের সহিত মিলিতেছে না। কিন্তু ইহা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতেছি যে চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থ ব্যতীত যেমন চান্দ্রসেনী কায়স্থ আছে, সেইরূপ আরও অনেক অপর ক্ষত্রিয় বংশীয় কায়স্থ আছে। সময়ান্তরের এই "শ্রীগৌরীহর সংবাদে" ক্ষত্রিয় বংশীয় কায়স্থ ব্যতীত অপর ক্ষত্রিয় বংশীয় কায়স্থের সংবাদ প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব। এখন আসামের কায়স্থ ভ্রাতাগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা তাহাদের দেশের কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ পাইলে তাহা আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

সম্পাদকীয়

"কায়স্থ জাতিতত্ত্ব" প্রতিবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"কায়স্থ-জাতির লেখকতা, লিপিবৃত্তি বা মসী-জীবিত্ব নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের একমাত্র লিপিবৃত্তি ও রাজকার্য্যে সহায়তা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি থাকার পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না।

* * * * *

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা কায়স্থগণের একমাত্র লেখ্যবৃত্তি ও রাজকার্য্যকারিতা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে

তদ্ভিন্ন কমলাকর ভট্ট প্রভৃতি স্কন্দ পুরাণ রেণুকা মাহাত্ম্যের বচন বলিয়া যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, অথচ তাহা মূল স্কন্দ পুরাণের কোন স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা হইতেও এই বিষয়ের প্রতীতি হয়।

সেই সকল শ্লোকের কয়েকটী এইরূপ,—

রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিস্কৃত।
দত্তঃ কায়স্থ-ধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ॥
প্রাপ্ত কায়স্থ-নামত্বাল্লেখ্যা বৃত্তিশ্চ ভূভৃতাম্॥

অর্থাৎ পরশুরামের আদেশ অনুসারে দাল্‌ভ্য মুনি (চন্দ্রসেন রাজার পত্নীর গর্ভ সম্ভূত) সেই বালককে ক্ষাত্র ধর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত করিয়া চিত্রগুপ্তের যে ধর্ম্ম কায়স্থ-ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই ধর্ম্মই তাহাকে প্রদান করিলেন। কায়স্থ নাম প্রাপ্ত হওয়ায় রাজাদিগের লেখ্যবৃত্তি হইল।

ইহার দ্বারাও কায়স্থের স্বতন্ত্র জাতিধর্ম্ম ও লেখ্যবৃত্তি সমর্থিত হইতেছে।"

এতদুত্তরে আমার নিবেদন যে দাল্‌ভ্য মুনি উক্ত ক্ষত্রিয় বালকের জাতি নষ্ট বা ধর্ম্ম নষ্ট করেন নাই, কেবল বৃত্তিমাত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন অর্থাৎ মনু ১০ অ, ৭৯ শ্লোক লিখিত ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র-শস্ত্র-ধারণ বৃত্তিটির পরিবর্ত্তে কায়স্থধর্ম্ম অর্থাৎ কায়স্থ জাতির লেখ্য বৃত্তিটি দিয়াছিলেন।

উক্ত শ্লোকে ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ বৃত্তি বা জীবিকা হইতেছে। ঐ ধর্ম্ম শব্দের অর্থ পাবন ধর্ম্ম নহে। সুতরাং ঐ ক্ষত্রিয় বালক দাল্‌ভ্য মুনি কর্ত্তৃক জাতিচ্যুত বা ধর্ম্মচ্যুত হয় নাই, কেবল ঐ মুনি ঐ ক্ষত্রিয় বালকের ক্ষত্রিয় বৃত্তি বা জীবিকা ছেদ করিয়া দিয়া কায়স্থের লেখ্যবৃত্তি তৎপরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যে জীবিকা তাহা নিম্নলিখিত মনু বচনের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। যথা :—

অধ্যাপনং অধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥১১ অ, ৭৫।
ষন্নাস্তু কর্ম্মনামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥৭৬
ত্রয়োধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ংপ্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥৭৭
বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।
ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্ম্মান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥৭৮
শাস্ত্রাস্ত্রভৃত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্ পশুকৃষির্বিশঃ।
আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ॥৭৯

অতএব উক্ত রেণুকা মাহাত্ম্যের শ্লোকের "ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ" পদের অর্থ ক্ষত্রিয় বৃত্তিচ্ছেদ এবং "দত্তঃ কায়স্থ ধর্ম্মঃ" এই পদগুলির অর্থ ঐ ক্ষত্রিয় বালককে কায়স্থের বৃত্তি জীবিকা দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং উদ্ধৃত প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ জাতি এবং বর্ণেতে এক, কেবল বৃত্তিতে পৃথক। কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ প্রকৃত অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কায়স্থের লেখ্য বৃত্তিটি মাত্র প্রতিপন্ন করিয়া ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ পৃথক্ পৃথক্ জাতি বলিয়া

কায়স্থ-সাধারণকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃত মন্তব্য দ্বারা প্রকৃত অর্থ গোপন করা হইয়াছে।

আবার মূল স্কন্দ পুরাণ রেণুকা মাহাত্ম্যে উক্ত শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয় না বলিয়াও উক্ত প্রমাণের বলে কায়স্থের লেখ্য বৃত্তি থাকা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদি উক্ত শ্লোকগুলি মূল স্কন্দ পুরাণের কোন স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় না তবে ঐ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল। যদি উক্ত শ্লোকগুলি স্কন্দ পুরাণে দেখিতেই পাওয়া যায় না তবে উহা তাঁহারা কোথা হইতে পাইলেন ?

আবার ১৩১০ সালে ১১ই ও ১৮ই ভাদ্র তারিখের হিতবাদীতে অর্থাৎ ২১ বৎসর পূর্ব্বে, ভূপতি বাবু অধ্যায় ও শ্লোকাঙ্ক দিয়া স্কন্দ পুরাণের ঐ বচন গুলি "কায়স্থ জাতিতত্ত্ব" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া ছিলেন তাহা এই—

রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ।
দত্তঃ কায়স্থ ধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্থ য স্মৃতঃ॥
প্রাপ্ত কায়স্থনামত্বাল্লেখ্যা বৃত্তিশ্চ ভূভৃতাং॥

স্কন্দ পুরাণ রেণুকামাহাত্ম্য ৪৭ অধ্যায় ৪৪।৪৫ শ্লোক।

এই শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর কাব্যতীর্থ ভূপতি বাবুর কৃত মন্তব্য যথা :— "বিশেষতঃ উদ্ধৃত স্কন্দ পুরাণীয় রেণুকা মাহাত্ম্যের বিবরণ পাঠে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ও জাতি যে সম্পূর্ণ পৃথক্ তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। নচেৎ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কায়স্থের ধর্ম্ম ও বৃত্তি প্রদান ও ক্ষত্রিয়ের কায়স্থত্ব প্রাপ্তি কোন রূপেই সুসঙ্গত হয় না।"

এতদুত্তরে আমার নিবেদন এই যে ২১ বৎসর পূর্ব্বে ভূপতি বাবু এই স্কন্দ পুরাণীয় শ্লোক যখন তিনি স্বয়ং দেখিয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তখন "অথচ তাহা (মূল শ্লোক) মূল স্কন্দ পুরাণের কোন স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় না" কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের এখন এই উক্তি করা ভাল দেখায় না। অবশ্যই ঐ সকল বচন তখন মূল স্কন্দ পুরাণে তাঁহাদের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল।

আবার ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যে বৃত্তি বা জীবিকা তাহার প্রমাণ মূল বচনের শেষ শ্লোক, যথা :—

প্রাপ্ত কায়স্থ নামত্বাল্লেখ্যা বৃত্তিশ্চ ভূভৃতাম্॥

অর্থাৎ কায়স্থ নাম প্রাপ্ত হওয়ায় রাজাদিগের লেখ্য বৃত্তি হইল। কায়স্থ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইল না বা কায়স্থজাতিত্ব প্রদত্ত হইল না। অতএব উদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঐ ক্ষত্রিয় বালকের জাত্যন্তর হয় নাই। কায়স্থ নাম হওয়ায় ঐ ক্ষত্রিয় বালকের লেখ্য বৃত্তিই হইয়াছিল এবং ঐ কায়স্থ নামপ্রাপ্ত রাজাদিগেরও লেখ্যবৃত্তি হইয়াছিল ; অথচ কাহারও জাত্যন্তর হয় নাই। সুতরাং ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ, বর্ণেতে এবং জাতিতে একই কেবল জীবিকা মাত্র প্রভেদ।

উদ্ধৃত মনু ১০ অ ৮৯ শ্লোক অর্থে ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষার্থ খড়্গাদি অস্ত্রের ও বাণাদি অস্ত্রের ধারণই জীবিকা ; বৈশ্যের বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকার্য্যই জীবিকা এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়েরই দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই তিনটী কর্ম্ম ধর্ম্মার্থ হইতেছে।

দাল্‌ভ্যের ন্যায় মহামুনি তাঁহার শরণাগত ক্ষত্রিয় বালকের জাতিনাশ ও ধর্ম্মার্থ জাতীয় কোন কর্ম্ম উচ্ছেদ করিয়াছিলেন এরূপ অর্থ করা অতিশয় অসঙ্গত। তিনি ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রাস্ত্র ধারণ বৃত্তি বা জীবিকার পরিবর্ত্তে কায়স্থের লেখ্যবৃত্তি মাত্র ঐ ক্ষত্রিয় বালককে প্রদান করিয়াছিলেন। মুনির এইরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভগবান্ রাম গর্ভস্থ ঐ ক্ষত্রিয় বালককে বধ করিতে উদ্যত হইলে দাল্‌ভ্যমুনি ঐ ক্ষত্রিয় বালকের অস্ত্রধারণ বৃত্তি ছেদ করিয়া লেখ্যবৃত্তি ঐ বালককে দিবার জন্য ভগবান্ রামের নিকট অঙ্গীকার করায় ভগবান্ ঐ বালক-বধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অতএব উদ্ধৃত স্কন্দ পুরাণের রেণুকা মাহাত্ম্যের বচন প্রমাণের দ্বারা কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সুদৃঢ়রূপে সপ্রমাণিত হইতেছে এবং ভবিষ্যপুরাণের চিত্রগুপ্তোৎ-পত্তির বচন গুলি সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইতেছে।

আবার 'কায়স্থ জাতিতত্ত্ব' ২১।২২ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের উক্তি যথা :— "অতএব যখন দেখা যাইতেছে যে জাতি ও বর্ণ এক পদার্থ নহে এবং যখন বর্ণ ও বর্ণসঙ্কর ভিন্ন জাতি সমূহের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে তখন আদি কায়স্থ-গণকে মানবচতুর্ব্বর্ণাতীত বর্ণসঙ্কর ব্যতিরিক্ত বিশুদ্ধভাবে সমুৎপন্ন উৎকৃষ্ট মানব-জাতি বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করা যাইবে না ?"

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে সোনার পাথরবাটীও হয় না এবং কূর্ম্মরোমও হয় না। চাতুর্ব্বর্ণাতীত স্বতন্ত্র মৌলিক জাতি না থাকার ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। সূত, মাগধ, নিষাদ ও কিরাতাদি জাতি সকল সঙ্কর ও নীচজাতি তাহারও অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। কায়স্থজাতির মৌলিকত্ব সংস্থাপন জন্য কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয় কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে যে সূত, মাগধ, নিষাদ ও কিরাত জাতি সকলের

উৎপত্তির উদাহরণের সহিত কায়স্থোৎপত্তির তুলনা দিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কায়স্থ-জাতির পক্ষে ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে ?

আবার কায়স্থজাতিতত্ত্ব ১৫ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের উক্তি যথা :—

"কিন্তু কায়স্থজাতি ব্রহ্মার (উত্তম, মধ্যম, অধমোর্দ্ধ ও অধমাঙ্গ) সর্ব্বশরীর হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ত্রিগুণাত্মক জাতিবিধায়, ত্রিগুণানুযায়ী বিমিশ্র ধর্ম্মব্যবহার অনুসরণ করিতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য এবং তাহাই তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন।"

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের ইহা একটী অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা। ইহাকে "খোদার উপর খোদকারি" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহারা একটী নূতন সৃষ্টি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন যথা :—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারব্যয়ম্॥

গীতা ৪ অঃ, ১৩।

গুণকর্ম্মবিভাগের দ্বারা ভগবান্ ব্রাহ্মণাদি চারিটী জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে তাহার উপর আবার গুণকর্ম্মবিভাগের দ্বারা একটি "ত্রিগুণাত্মক জাতি" সৃষ্টি করিয়া এই জাতির ত্রিগুণানুযায়ী বিমিশ্র ধর্ম্মব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কায়স্থ জাতির উৎপত্তির কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই অথচ ব্রহ্মার সর্ব্বশরীর হইতে কায়স্থের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা যে পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের ৩য় অধ্যায়ের ১৬৩।১৬৪ শ্লোক অনুসারে কায়স্থজাতির উৎপত্তির একটী মাত্র অদ্ভূত প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে যে কোন জাতির উৎপত্তি হয় নাই, তাহার ভূরিভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি দর্শাইয়াছি। তাঁহাদের কৃত ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা মাত্র। তর্কানুরোধে তাঁহাদের কৃত ঐ শ্লোকের অর্থ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেও কায়স্থ-করণজাতিরই উৎপত্তি হইয়াছিল, বিশুদ্ধ কায়স্থজাতির উৎপত্তি হয় নাই, সুতরাং ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বিশুদ্ধ কায়স্থজাতিকে তাঁহারা বর্ণবাহ্য "ত্রিগুণাত্মক জাতি" সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না কারণ এই "ত্রিগুণাত্মক জাতি" ভগবানের সৃষ্ট নহে। এই ত্রিগুণাত্মক জাতি কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে কিয়দংশ, মধ্যমাঙ্গ হইতে কিয়দংশ, অধমোর্দ্ধ অঙ্গ হইতে কিয়দংশ, এবং অধমাঙ্গ হইতে কিয়দংশ লইয়া এই ত্রিগুণাত্মক জাতি

গঠিত হইয়াছে। এবং এই জাতি "প্রথম হইতেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মোচিত বিমিশ্র আচার পরিগ্রহ করিয়াছেন।"

এই "বর্ণাশ্রমধর্ম্মোচিত বিমিশ্র আচার" ত্রিগুণাত্মক জাতির প্রতি শাস্ত্র-বিহিত বলিতে তাঁহারা সাহস করে নাই। ঐ জাতি এই আচার পরিগ্রহ করিয়াছেন মাত্র বলিয়াছেন। এই প্রকার যথেচ্ছ ব্যাখ্যা যে কাবতীর্থ মহাশয়-দ্বয়ের কৃত বাদ প্রতিবাদের অন্যতম অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে বাধ্য। কারণ ২১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩১০ সালের ১১ই ও ১৮ই তারিখের "হিতবাদীতে" প্রকাশিত কাব্যতীর্থ ভূপতিবাবুর লিখিত "কায়স্থ জাতিতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে তাঁহার উক্তি যথা :—

"মানবচতুর্ব্বর্ণাতীত বর্ণসঙ্কর ব্যতিরিক্ত চিত্রগুপ্ত দেবতার বংশীয় উৎকৃষ্ট মানবজাতি।"

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পর এখন আবার কাব্যতীর্থ মহোদয় চিত্রগুপ্ত দেবকে চিনিতে পারা দূরে থাক তাঁহার অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহেন না।

ঐ উদ্ধৃত পাদ্মোক্ত শ্লোকের অর্থে কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দ্বারা সর্ব্বাগ্রে কায়স্থ-করণ জাতির উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎপরে ব্রহ্মার মানস-পুত্র সকল উৎপন্ন হইল। কোথাও দেহেন্দ্রিয়ের জন্ম, আর কোথায় প্রসব হইল কি না "মূষলং কুলনাশনং",—কায়স্থ-করণজাতি! কিন্তু বিশুদ্ধ কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হইল না। আবার ঐ কায়স্থ-করণগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র সকলের অগ্রজ। কি চমৎকার ব্যাখ্যা!

এইরূপ ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটাইয়া কাব্যতীর্থ মহোদয়গণ তাঁহাদের কথিত কায়স্থের "চতুর্ব্বর্ণাতীত স্বতন্ত্র জাতিত্বের পরিচায়ক" শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতে অক্ষম হইয়া কায়স্থ-করণজাতির চতুর্ব্বর্ণাতীত স্বতন্ত্র জাতিত্বের পরিচয় দিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

আবার "কায়স্থজাতিতত্ত্ব" ৮ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের উক্তি যথা :— কিন্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বৃত্তির সহিত কায়স্থ জাতির একায়ত্ত ঐ লেখ্যবৃত্তির কোনরূপ সামঞ্জস্য বা সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না।"

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বৃত্তিদাতা ভগবান্ ব্রহ্মা। কিন্তু কায়স্থের একায়ত্ত লেখ্যবৃত্তি দাতা যে কে, তাহার কোন উল্লেখ কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ করেন নাই। কায়স্থ জাতির এই একায়ত্ত লেখ্যবৃত্তিদাতা এই জাতির জন্মদাতা। এই বৃত্তি পরিগ্রহ করা চলে না

সুতরাং তাঁহারা এ সম্বন্ধে চুপ। তাঁহাদের কথিত কায়স্থজাতির শৌচাশৌচ ধর্ম্মকর্ম্মাদি কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের সিদ্ধান্তানুসারে স্বেচ্ছামত এই কায়স্থ জাতি পরিগ্রহ করিয়াছেন, অর্থাৎ কোন শাস্ত্রদ্বারা ঐ সকল শৌচাশৌচ ধর্ম্ম কর্ম্মাদি তাঁহাদের প্রতি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কারণ বর্ণীয় জাতিসকলের বৃত্তিই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনু ১০ অ, ৭৫, ৭৬, ৭৯ ও ১২৩। আবার জাতিসকলের কুলরত বৃত্তি যে তত্তজ্জাতির সাঙ্কর্য্যের পরিচায়ক তাহার প্রমাণ যথা :— বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতাভবেৎ।

অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাং॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৭স্ক, ১১ অ, ২৮।

অর্থাৎ—অপাপ ও অচৌর সঙ্কর জাতিদিগের তথা অন্ত্যজ ও অন্ত্যেবসায়ি অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতির স্ব স্ব কুলপরম্পরা প্রাপ্তবৃত্তিই বৃত্তি। অপাপ, অচৌর বলিয়া সঙ্করজাতিকে বিশেষ করিবার তাৎপর্য্য এই, চৌর্য্য ও হিংসাদি যদিও তাহাদের পরম্পরা প্রাপ্ত ধর্ম্ম হয়, তথাচ তাহা ধর্ম্মবৃত্তি নহে ইহাই বুঝিতে হইবে। আবার "কায়স্থজাতিতত্ব" ৭ পৃষ্ঠায় কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের উক্তি যথা :— "কায়স্থজাতির লেখক বা লিপিবৃত্তি বা মসী-জীবিত্ব নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।" এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে "নানা শাস্ত্রে"র মধ্যে ঐ সম্বন্ধে লেখ্যবৃত্তির যে কয়েকটি প্রমাণ তাহারা দর্শাইয়াছেন তাহার কোনটিতেই বৃত্তিদাতার নামগন্ধ না থাকায়, আমার মনে হয়, পাছে বৃত্তিদাতার নাম প্রকাশ করিলে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা "আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; নচেৎ স্কন্দ ও ভবিষ্য পুরাণাদির উক্ত কায়স্থোৎপত্তির বচনগুলি তাঁহাদের উপেক্ষা করিবার কোন কারণ দেখি না। যাহা হউক এই লেখ্যবৃত্তি ভগবান্ ব্রহ্মা কায়স্থজাতির উৎপত্তিকালে কায়স্থের বীজপুরুষ চিত্রগুপ্তদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই "কায়স্থ জাতির লেখকতা, লিপিবৃত্তি বা মসী-জীবিত্ব নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।" এই লেখ্যবৃত্তি কেবল বর্ণীয় কায়স্থজাতিরই একায়ত্ত। এই বৃত্তিতে কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের কথিত বর্ণবাহ্য কায়স্থজাতির কোন অধিকার নাই; কারণ বর্ণবাহ্যজাতিসকল অনার্য্য, সঙ্কর, দস্যু ও শূদ্র অপেক্ষা নীচ বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে এবং তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণও আমি পূর্ব্বে দর্শাইয়াছি। ইহাদের বৃত্তি কুলকৃত, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নহে। (ক্রমশঃ)

দশঘরা নিবাসী—শ্রীপ্রিয়নাথ বসু (শাস্ত্রী)

ভৃগুনন্দী ও বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশ্বমিশ্র বঙ্গজকুলজীর আবৃত্তি করিয়াছেন।

"সপ্তাশিতে বারেন্দ্র খ্যাতি কুলশাস্ত্র মতে", সপ্তাশিঘর কায়স্থ ইহা বঙ্গজ কুলজীর কথা বটে। রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলজীর যে শ্লোক শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে চৌরাশি ঘর বুঝা যায়। বারেন্দ্র কুলজীতে বাহাত্তর ঘর কায়স্থের কথা লেখে। বঙ্গজেও যাহাই বারেন্দ্রেও তাহাই,—ইহা কোন বঙ্গজের মন-গড়া সিদ্ধান্ত হওয়া সম্ভবপর।

বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় মধ্যে কুলনিয়মের পার্থক্য আছে। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় মধ্য পুরন্দরী কুল এবং গুহের ও দত্তের কুল স্থান নাই। বঙ্গজের বিধি অন্যরূপ। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ঘোষাদি কয়েক ঘরের কৌলীন্য না থাকায় অন্যান্য ঘরের সমান। বারেন্দ্র ঘোষাদি পঞ্চ ও নাগাদি পঞ্চ দশ ঘরের সিদ্ধ সমাজ কোন জেলার কোন স্থানে গঠিত আছে তাহার পরিচয় নাই। মিত্রের নাগঘর বঙ্গজদল ফেরতা হইলে, এবং তাঁহাকে অন্যতম সিদ্ধঘরের সমান জ্ঞান করিলে, তাহাকে সাধ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া "কর্কটীর পঠীর" অবতারণা কেন?

বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকার মতে শর্ম্মা কায়স্থ ভৃগু নন্দীর ভৃত্য ও দাস নন্দীর তীর্থ যাত্রার সঙ্গী ছিলেন। বিশ্বমিশ্র শর্ম্মার সহিত কর্কটের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। ভৃগুনন্দী শর্ম্মাকে অর্দ্ধ ভাব দিলেও জটাধর শর্ম্মাকে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন।

সিদ্ধ মধ্যে সরমা রহে অর্দ্ধ ভাবেতে।
কর্কটিয়া পঠী সৃষ্টি বঙ্গজ আঘাতে॥

লিখিয়াছেন। ঐ রচনা-প্রণালীই লেখার আধুনিক ভাব প্রমাণ করিতেছে। মিশ্রের কর্কটিয়া পঠীর রচনা নিম্নে সমস্তই উদ্ধৃত করা হইল। তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

কর্কটিয়া পঠীর কথা কর অবধান।
বঙ্গজেতে শক্তিনাগ মধ্যল্য প্রধান॥
নাগদিয়া জমিদারী অতুল বিষয়।
তাঁহার তনয় দুই অতি মহাশয়

জিতামিত্র শিবনাগ তুল্য গুণধর।
অভিমানে শিবনাগ দেশের অন্তর ॥
বরেন্দ্রেতে অবশেষে ষড়গ্রামে ঘর।
তাঁহার তনয় দুই কর্কট জটাধর ॥
দুই ভ্রাতা বিদ্যাবন্ত বহু গুণবান।
নবাব সরকারে করে চাকুরী প্রধান ॥
বিষয় বিভব যত নাহিক তুলনা।
বারেন্দ্র সমাজে তবু নহেক গণনা ॥
দাস নন্দী চাকি আর সরমা নন্দন।
ক্রমে সবে নাগ সনে করিল করণ ॥
এইরূপে পঞ্চঘর একত্র হইলা।
ক্রমে দেব দত্ত সিংহে সংগ্রহ করিলা ॥
এইরূপে সপ্তঘর বারেন্দ্র সহিতে।
নাগ দ্বয় পঠী করে সিদ্ধ সাধ্য মতে ॥
দাস নন্দী চাকি নাগ সরমা প্রসিদ্ধ।
সিদ্ধ ভাবে গেলা সবে আর সব সাধ্য ॥
সিদ্ধ মধ্য সরমা রহে অর্দ্ধ ভাবেতে।
কর্কটিয়া পঠী-সৃষ্টি বঙ্গজ আঘাতে ॥

ঘোষাদি দশ ঘর সিদ্ধের গাঞি গোত্র লেখা হইয়াছে। কিন্তু সপ্ত ঘরের তাহা কিছু লেখা নাই। সপ্ত ঘর মূলে সকলেই বারেন্দ্র নহেন।

মিশ্র নাগের পর নাথ বংশের নামকরণ করিয়াছেন। এই নাথ বংশের মধ্যে রায়কালীর চৌধুরীবংশকে ও অন্যতম ভাবে কেহ কেহ মনে করেন। মূলে নাথবংশ হওয়া অসম্ভব নহে। ইহাঁরা সপ্তঘরী সমাজে প্রবেশ কালে, দেব ঘরের ছাপ লইয়া আগমন করেন। কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহারা সপ্তঘরী সমাজভুক্ত হওয়া বলেন। ইহাদিগের গুরুকুল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন গোস্বামী মহাশয় বলেন যে তাহার গৃহে যে কাগজ আছে তাহাতে নাথ ঘর লেখে এবং মন্দিরের শ্লোক দৃষ্টে তিনি নাথ ঘরের নাম দেখেন। বর্দ্ধনকুটীর ঘরের সহিত সম্বন্ধ কালে উভয় দেববংশে কার্য্য হয় না বলিয়া প্রভুপাদের পিতৃব্য নাথ ঘরের প্রমাণ দেন। ইহারা মূলে যাহাই হউন আমরা দেব ঘর জানিতাম এবং দেব ঘর জ্ঞানেই তাড়াশের প্রসিদ্ধ বনওয়ারীলাল রায়কে ঐ ঘর হইতে দত্তক গ্রহণ করা হইয়াছিল।

মিশ্রের নাথ ঘরের পরে দাস ঘরের বর্ণনা এই ;—

'কাশ্যপ দাসের গোত্র গাঞি পুরন্দর'। এই কাশ্যপ গোত্রীয় দাস অন্য ঢাকুরে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। হরিপুর, নাগড়া, শুধি, মদ্‌গোল্য গোত্রবাদী, এই তিন স্থান ঢাকুরীতে।

যদুনন্দন সকলকেই মদ্‌গোল্য বলেন। কিন্তু বাণেশ্বরের মতে—

শুধিস্থিতি মদ্‌গোল্য গোত্র।
হরিপুর কশ্চিৎ কাশ্যপ গোত্র ॥

এই কাশ্যপ দাস ও উহা পুরন্দর গাঞের কাশ্যপ দাস একই কিনা বুঝা যায় না। কাকিনার পেস্কার নরনিয়ানিবাসী গোকুলচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যার সহিত মনিদহনিবাসী খামরার নন্দী-বংশীয় কৃষ্ণগোপাল মজুমদারের বিবাহ কালে কন্যাকর্ত্তা ও বরের একই কাশ্যপ গোত্র বলিয়া গোলযোগ হয়। মজুমদার মহাশয়ও কাশ্যপ গোত্র ছিলেন। কুলীন বর যাত্রীগণ লৌকিকতা গ্রহণে বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন বটে কিন্তু বাসীবিবাহের ফলাহার তাঁহারা করেন না। যদুনন্দন কর্ত্তৃক হরিপুরের "ভাব কষ্ট" ও কার্য্য সব নীচ সম্বন্ধ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ গ্রন্থরচয়িতা কায়স্থ চাকাদাস ও রামচরিতকাব্য-লেখক কবি সন্ধ্যাকর নন্দী ও শিলালিপি প্রভৃতিতে লব্ধ কায়স্থগণকে পরিত্যাগ করিলে বরেন্দ্র-বাসী কায়স্থগণের গৌরব বিনষ্ট হয়। মিশ্রের রচনা প্রাচীন হইলে তাহাতে প্রাচীনত্বের ভাব থাকিত।

মিশ্রের গ্রন্থ লিখিত হইবার ৬৪ বর্ষ পর কেশব দত্ত নকল করেন। ১৬৪৫ শকে নকল হয়। বাণেশ্বর দেব ১৬০৫ শকে গ্রন্থ লেখেন। কেশবদত্তের নকল করিবার ৪০ বর্ষ পূর্ব্বে বাণেশ্বরের গ্রন্থের অকাট্য অস্তিত্ব হইতেছে। মিশ্রের গ্রন্থ রচনার কাল ধরিলেও বাণেশ্বরের গ্রন্থ ১০৪ বর্ষ পরের ঘটনা। এই সময়ের মধ্যে বারেন্দ্রের দশ ঘর সিদ্ধ নষ্ট হইয়া কিরূপে তিন ঘর সিদ্ধ ও ৮ ঘর কুলাচার হইল তাহা চিন্তার বিষয় বটে।

বিশ্বমিশ্র ১৫০১ শকে গ্রন্থ লেখেন। তাহা দেখিয়া কেশবদত্ত নামক জনৈক (ইনি কোন জাতি তাহার পরিচয় নাই) নকল করেন। কৃষ্ণদাস ভাদুড়ী ঐ নকল দৃষ্টে কোন সনে নকল করিয়া লন তাহা লিখিত নাই। যাহাই হউক

ভাদুড়ী মহাশয় মিশ্রের মূল গ্রন্থ দেখেন নাই। কেশবদত্ত ১৫৪৫ শাকে যে নকল করেন তাহাই ভাদুড়ী মহাশয়ের লেখার মূল হইতেছে। আমাদিগের বাণেশ্বরের গ্রন্থ ১৬০৫ শকে বিরচিত হইয়াছিল। কেশব দত্তের নকল গ্রন্থের ৪০ বৎসর পর বাণেশ্বরের রচনা। আমরা বাণেশ্বরের বাটী জেলা রাজসাহীর নন্দী গ্রাম থানার মধ্যে থাকা বিবেচনা করিয়াছি। এই স্থান হইতে বগুড়া টাউন ১১ ক্রোশ ব্যবধান। বগুড়া হইতে ধোপাডাঙ্গা ১৫।১৬ ক্রোশ ব্যবধান হইতে পারে। ৺হরদয়াল চাকি ও লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরী মহাশয় বলিতেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের কুটুম্ব স্বগণ রাজসাহীর ডাঙ্গাপাড়া অঞ্চলে ও পদ্মাপার চণ্ডিপুরে থামরার নন্দী মধ্যে ছিল।

বাণেশ্বরদেব বারেন্দ্র-কায়স্থ-বিধায় তিনি গ্রন্থ প্রণয়নকালে অন্যগ্রন্থের সাহায্য-গ্রহণ ও নানা স্থানের প্রাচীন ব্যক্তিগণের সহিত সামাজিকতার বিষয় অবশ্যই আলোচনা করেন। কেশবদত্তের নকলের ৪০ বৎসর পর ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রাদি দশঘর লোকের "সিদ্ধত্ব" কেন নষ্ট হইবে, তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে দশঘর সিদ্ধ লইয়া কোন সমাজ থাকিলে, তাহা ৪০ বৎসর মধ্যে নষ্ট হইয়া, সেন, ঘোষ, মিত্র মাত্র "কুলাচার" লাভ করেন তাহা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? একটা কুলজ্ঞীর ধূয়া, কায়স্থ সমাজের দুইদিন আড়াই দিনের পথে কেন বহুদূরেই প্রতিধ্বনিত হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে তাহা হয় নাই। তবে যদি কোন প্রবীণ ব্যক্তি বলেন যে, মিশ্রের নকল দৃষ্টে দত্তের নকল করা ও দত্তের নকল দৃষ্টে ভাদুড়ীর নকলও তাহার পুত্রাদি কর্ত্তৃক প্রেসে আনিলে তাহা প্রমাণবিষয়ক আইনের বিধানমত অবশ্যই প্রমাণে ব্যবহার হইবে। বিচারক কি সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা জানি না। কিন্তু আমরা প্রত্যুত্তর দানে নাচার বটে।

মিশ্রের সেনবংশ "অত্রিগোত্র ও পলগাছাধাম" হইতেছেন। রাজসাহী ও পাবনা জেলার মধ্যে বারেন্দ্র নামধারী যে কয়েকটা সেনপরিবার জানা আছে তাঁহারা কেহ মরীচপুরাণের সেন ও কেহ সেনগ্রামের সেন বলিয়া পরিচয় দেন। সুতরাং ঐ পলগাছা বঙ্গজ কি বারেন্দ্র তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। মিশ্রের সিংহবংশ নামেও সিংহ এবং সিংহ শ্রীমানও বটেন। ঢাকুরোক্ত বারেন্দ্র সমাজ স্থানের সহিত ঐক্য হয় না। ঘোষাদি পঞ্চঘর বারেন্দ্রের বর্ত্তমান বাসস্থানাদি আমরা অবগত নহি। তবে ঘোষাদি

পঞ্চ বংশ বারেন্দ্র দেশে বাস হইলেও তাঁহারা বারেন্দ্র বলিয়া কেহ "কবুল জবাব" দেন না। কেহ বঙ্গজ কেহ রাঢ়ীয় ভঙ্গঘর বলেন মাত্র। ঘর যখন ভগ্ন তখন স্বস্থানশূন্য বারেন্দ্র কুক্ষিগত হইতেছেন। অধুনা নানা কুলজ্ঞী আলোচনায় লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতে সত্যের অপলাপ হওয়া অসম্ভব নহে। মিশ্রের—

"সাধ্যের মর্য্যাদা খ্যাতি সপ্তদশ ঘর।" ইহা যদুনন্দনের ;—

পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সম্মান।
প্রাণপণে কুলকার্য্য করিয়া প্রধান॥
যাহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা।
নয়শত চুরানব্বই শকে ছিল না একদা॥
এই সব কালে নহে সপ্তদশ ঘর।
দুই তিন পঞ্চ সপ্ত পুরুষ মাত্র সার॥

মিশ্রের গ্রন্থে বৈদ্যবংশ বর্ণনার মধ্যে লিখিত হইয়াছে ;—

দাসের পুত্র তিনে এক কায়স্থ হরিপুরী।

এখানে বৈদ্য হইতে হরিপুরের দাস লিখিত হইয়াছে। ইহার গোত্রাদি লিখিত না হওয়ায় প্রকৃত ভাব বুঝা গেল না।

মিশ্রের—

নন্দী মধ্যে চারি ভৃগু আদি করি।
ভৃগু ভার্গব গাঁই কাত্যায়ন পুরী॥

কাত্যায়ন কোন কায়স্থদলে মিশিল প্রকাশ নাই। নন্দী মধ্যে ভৃগু বংশীয় জগদানন্দ রায়ের প্রকরণে বৈদ্য নন্দী আছেন। সম্ভবতঃ ঐ সকল লক্ষ্য করিয়া বৈদ্য হইতে কায়স্থ ইহা প্রতিপাদনে কেহ চেষ্টা করিতেছেন। বহু বৈদ্য কায়স্থ হইয়াছেন এবং বহু কায়স্থ বৈদ্য হইয়াছেন এবং বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। জাতিতত্ত্ববারিধি লেখক বারেন্দ্র-বাসী দাশ, নন্দী, চন্দ, কুণ্ড ও রক্ষিতাদি বৈদ্যগণকে বেমালুম কায়স্থ হওয়া বলেন। তাঁহার মতে বারেন্দ্রে যে দাশ, নন্দী কায়স্থ সমাজে মহোচ্চপীঠস্থ তাহারও হেতু পূর্ব্বে বৈদ্যত্ব। এই সকল উক্তি প্রমাণাভাবে প্রলাপ সদৃশ বটে।

গোপালভট্টের "বল্লালচরিতের" বল্লাল ও বিজয়সেনের পুত্র গৌড়াধিপ বল্লাল যে একই ব্যক্তি নহেন বরং কায়স্থ তদ্বিষয় কায়স্থপত্রিকায় বহুবার

আলোচিত হইয়াছে। ১৩১২ সালের কায়স্থ পত্রিকায় প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় বিশিষ্ট যুক্তির দ্বারা বৈদ্যগণ যে কায়স্থ তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

গৌড়ের রাজসিংহাসন মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, রাজধানীর পার্শ্ববর্ত্তী উত্তর রাঢ়ী ও বারেন্দ্রবাসী কায়স্থগণই রাজকার্য্য সেনবংশের প্রবর্ত্তিত ভাষায় সম্পন্ন করিতে থাকেন। তৎপর তাহারা আরবী ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া সেই ভাষায় রাজকীয় কাগজ পত্র রাখিবার ব্যবস্থা হয়। এই জন্যই পূর্ব্বতন উত্তররাঢ়ী ও বরেন্দ্রবাসী কায়স্থগণ রাজসংসারে আধিপত্যশীল হইয়াছিলেন। যে সকল কায়স্থ রাজকার্য্য না করিয়া তান্ত্রিক মতে স্বধর্ম্ম রক্ষণ করিতেন তাঁহারা দরবেশগণের উপদ্রবভয়ে পূর্ব্বাঞ্চলে পলায়ন করেন। এই জন্যই ময়মনসিংহ অঞ্চলে তৎকালে তান্ত্রিক মতের প্রাধান্য ছিল।

এই জন্যই বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম ও যমুনানদীর পশ্চিম তীরস্থ রংপুর, বগুড়া, ও পাবনা জেলার পশ্চিমাঞ্চলনিবাসী বহুকায়স্থ বৌদ্ধাচার যুক্ত ও তাঁহাদিগের মধ্যে বল্লালীমর্য্যাদা প্রচলন না থাকায় ঘোষাদি প্রসিদ্ধ কায়স্থগণ "ভাবান্তরের" কায়স্থগণের সহিত মিশ্রিত আছেন। তাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গজ ও বারেন্দ্র আখ্যা দান করা সমীচীন নহে। অথচ তাঁহারা বরেন্দ্রের পূর্ব্ব সীমায় থাকিয়া কেহ বারেন্দ্র ও কেহ বঙ্গজ নামে পরিচয় দিবেন তাহা বিচিত্র নহে। মিশ্রের বর্ণিত গ্রন্থে ঐ সকল কায়স্থের কথাই "সপ্তাশীতি বরেন্দ্র খ্যাতি" বলা হইয়া থাকিবে।

সপ্তঘর বহির্ভূত কায়স্থগণ যাঁহারা বরেন্দ্রবাসী ও আমাদিগের প্রতিবাসী ছিলেন ও আছেন তাঁহাদিগের সহিত সপ্ত ঘরের আচার ব্যবহার তুলনা করিলে বহুবিধ পার্থক্য উপলব্ধি হয়। ঐ সকল ঘরের অনেকেই এ পর্য্যন্ত সদাচারসম্পন্ন ও বেদজ্ঞ গুরু পুরোহিত লাভ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্যই আচার ব্যবহারে মলিনতা দৃষ্ট হয়। পুরোহিতগণ কেবল নমঃ নমঃ বলিয়া ক্রিয়া শেষ করেন।

সপ্তঘরের কতকগুলি ঘর ক্রমে নীচ ভাবাপন্ন ঘরের সহিত আদান প্রদানের দ্বারা ভাবান্তরের কায়স্থ সমাজ মধ্যে মিশ্রিত হওয়ায় সপ্তঘরের সমাজের মধ্যে গণনীয় ঘর নহেন। তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা ভাবান্তরের ঘর গুলি গৌরব লাভ করিলে প্রকৃত সিদ্ধ সাধ্য ঘরের সহিত তুলনা হইতে পারে না।

বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লৈল তিন জন ॥

ইহার বারেন্দ্র কায়স্থ শব্দে সপ্তঘরী কায়স্থই বুঝায়। এই জন্যই পূর্ব্বে সাধারণে অন্যান্য কায়স্থকে গৌড় কায়স্থ বলিতেন। কিন্তু মিশ্রের বর্ণনার "সপ্তাশীতি বারেন্দ্র খ্যাতি" মধ্যেও বল্লালী ভাব নাই। তবে কি বঙ্গজ সমাজের "সপ্তাশী ঘর" বলিয়া তাঁহারা বারেন্দ্র নামে কথিত হইতেন না।

বর্ত্তমান রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর, নদীয়া, মুরসিদাবাদ, বগুড়া ও রংপুর জেলার মধ্যে বারেন্দ্র কায়স্থ পরিচয়দাতা যে সকল ঘর আছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিব, সপ্তঘরের দাস নন্দী চাকী প্রমুখ নাগ সিংহ দেব দত্ত ঘর প্রধান ভাবে পরিগণিত আছেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা উভয় সিদ্ধ ঘরে আদান প্রদানশীল তাঁহারাই অধিক গৌরবসম্পন্ন। এখানে মাতামহ কুলের গৌরবেই অধিকতর গৌরব হইতেছে। সাধ্য ঘর চতুষ্টয়ের দৌহিত্র হইলে, সিদ্ধের গৌরব প্রকাশে জিহ্বা জড়তা লাভ করিলেও সাধ্য ঘরের দৌহিত্রগণ মধ্যম ভাবাপন্ন বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। সুতরাং সপ্তঘরের মধ্যেই উত্তম ও মধ্যম ভাব পরিদৃষ্ট হয়। সপ্তঘরের মধ্যে আদান প্রদান থাকাই উত্তম মধ্যম ভাবের কারণ হইতেছে। বারেন্দ্র কুলজী লেখকগণ বল্লালসেনের ঠাকুর, ষোল ষোল বত্রিশ ঘর (মৎ প্রকাশিত ঢাকুরে মুদ্রাকর প্রমাদে "সন্‌সন্‌ বত্রিশ ঘর" লিখিত হইয়াছে) এককালীন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পরবর্ত্তি কালের বৌদ্ধাচার যুক্ত; সেনাদি চল্লিশ ঘর কায়স্থকে "ভাবান্তরের" বলিয়া বারেন্দ্র দেশ সমাজে "যত বৈঠে" তাহারই নামকরণ করেন। বাণেশ্বর দেব এই চল্লিশ ঘরের নামকরণ পূর্ব্বক রাঢ়ীয় কুলজী লেখকগণের ন্যায্য "সাধ্যকুল" বর্ণনা করিলেও, যদুনন্দন সপ্তঘরের বাহিরে দান গ্রহণ করা কুলনাশ ও অধম ভাবের কথা বলিয়া চল্লিশ ঘরের নামকরণ আদৌ করেন নাই। বাণেশ্বর চল্লিশ ঘরকে কোন কোন সিদ্ধ সাধ্য ঘরের সহিত সম্বন্ধ দেখিয়া নামকরণ করিলেও, তিনিও বলেন,—

সাধ্য সিদ্ধ সম্বন্ধ করণ।
জানিয়া করিহ কার্য্য যে হয় প্রয়োজন ॥

ইহাতে যদুনন্দনের উক্তিই সমর্থিত হইতেছে। এই চল্লিশ ঘরের সহিত আদান প্রদান করাই "কুলনাশ" হেতু অধম ভাবে পরিণত হওয়ার কথা। পূর্ব্বতন সামাজিকগণ, তৎকালীন সপ্ত ঘরের সদাচার ও বংশগৌরব রক্ষার্থ যে সকল কুল নিয়ম করিয়াছেন তাহা তৎকালের বিশেষ উপযোগী ছিল।

সপ্তঘরের উক্ত সিদ্ধ সাধ্য ঘরের মধ্যেও এইক্ষণ দ্বিবিধ শাখা পরিদৃষ্ট হয়। এক দল মাত্র সপ্তঘর লইয়া আদান-প্রদানশীল আছে। অপর দল, প্রয়োজন মত উক্ত চল্লিশ ঘরের কোন কোন ঘরের সহিত সম্বন্ধ বদ্ধ থাকায়, ইহারা কিন্তু উক্ত সাতঘরের নিকট নিন্দনীয় হইয়াছেন।

সাতঘরের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানশীল ঘর হইলেও সিদ্ধগণ সাধ্যবংশীয় কন্যাগণের হস্তের অন্নগ্রহণে ইতস্তত করেন। ভাবান্তরের ঘরের সহিত সম্বন্ধশীল কুটুম্ব স্বগণের সহিত পংক্তি ভোজনাদি অসম্ভব কথা। উক্ত সপ্তঘরের আধুনিকত্ব প্রমাণের আয়োজনে, যাঁহারা প্রাচীন সমাজের নামে গৌরবান্বিত তাঁহারা তাহাই হউন তাহাতে সপ্তঘরী সমাজের সমাজ বন্ধনের পারিপাট্য ও সদাচার ও সন্নিয়ম এবং বংশবিশুদ্ধি রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়ের ধ্বংস সাধন কখনই হইবে না।

কোন কোন নিরাবিল ভাবাপন্ন ঘর কালক্রমে "আবিল" হইয়া স্বস্থান ভ্রষ্ট অধম ভাবে পরিণত হইয়াছেন। ইহারা পুনঃ আবিল ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য অধম ভাবে পরিণত সপ্তঘরের ব্যক্তিগণ লইয়া একটী মণ্ডলী স্থাপন পূর্ব্বক আপনাদিগের মধ্যে উত্তম ভাব সৃষ্টির যত্ন করেন। ইহাদিগের সমাজ কিন্তু মূল নিরাবিল ভাবাপন্ন প্রধান প্রধান সমাজ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব গৌরব লাভে বঞ্চিত থাকিতেন।

বিশ্বমিশ্রের বর্ণিত দশ ঘর সিদ্ধ ও সপ্তদশ ঘর সাধ্য ও চল্লিশ ঘর কুলাচারের ও অন্যান্য ঘর সপ্তঘরী সমাজের নিকট কুলনাশের হেতু বোধেই সপ্তঘরী সমাজ স্বীয় পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং যিনি যাহা বলুন তাহাতে সপ্তঘরের অগৌরবের কথা কিছুই হইবে না।

মিশ্রের দাস ঘর কাশ্যপ গোত্র। বারেন্দ্রে কাশ্যপ বা মদ্‌গোল্য গোত্রীয় দাস ঘরের সহিত করণ কারণ হইয়া থাকিলেও হরিপুর, নাগড়া ও গুধি যে নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন দাস তাহা সমাজে প্রকাশ আছে। প্রকৃতসিদ্ধ নরদাস ঠাকুরের বংশের ন্যায় কাহারই প্রতিষ্ঠা নাই।

সপ্তঘরী কায়স্থসমাজের নাগদ্বয় জটাধর পাবনা জিলার মধ্যস্থ ষড়গ্রাম নিবাসী। উহা উত্তর বরেন্দ্রের পূর্ব্বাঞ্চলগত প্রসিদ্ধ চলন-বিলেরও পূর্ব্ব দিকে বড় তিলা নামক বিলের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ষোলকুপা বর্ত্তমান যশোহর জেলার উত্তর পূর্ব্বাংশে বিদ্যমান আছে। কর্কট নাগ এই স্থানের অধিবাসী। দাস, নন্দী ও দেব চাকি বরেন্দ্র নিবাসী বর্দ্ধিষ্ণু ও প্রতিপত্তিশালী লোক না হইলে, নাগদ্বয়ের বসতি স্থান ষড়দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া উহার নামকরণে বিশেষত্ব আরোপিত হইতে পারিত। বরেন্দ্রের "ভাবান্তরের" চল্লিশঘর কায়স্থ মধ্যে উপনিবেশী ও বাহাত্তরে কায়স্থ থাকা সত্বেও ইহারাই এযাবৎ কাল একমাত্র বারেন্দ্রকায়স্থ নামে অভিহিত হইতেছেন।

"ভাবান্তরের" মধ্যস্থ "সপ্তদশঘর" কায়স্থ প্রাণপণে সিদ্ধঘরের সহিত কুলকার্য্য করিয়া সম্মান লাভ করেন। এই সপ্তদশঘর কায়স্থ নিরবচ্ছিন্নভাবে সপ্তঘরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াসী, কিন্তু সকলে ইহা স্থির রাখিতে পারেন নাই। অবস্থা বৈগুণ্যই তাহার কারণ বলিতে হয়। যাহাহোক করাদি কয়েক ঘর কায়স্থ ক্রমে ঐ সপ্তঘরী সমাজের মধ্যে সংমিশ্রণে থাকিবার যত্ন করিয়া আসিতেছেন। নিরাবিল ভাবাপন্ন সিদ্ধগণ ইহার বিরুদ্ধে থাকিলেও, তাঁহাদিগের সংমিশ্রণের প্রয়াস ব্যর্থ হইতেছে না। বরেন্দ্রে ঘোষাদি পঞ্চঘর ও নাগাদি পঞ্চঘর সিদ্ধত্ব পদবীতে থাকিলে, ভাবান্তরের মধ্যে করাদি সপ্তদশঘর কায়স্থ সপ্তঘরী সমাজের মধ্যে সংমিশ্রণের প্রয়াসী হইবেন কেন? সপ্ত-মধ্যে দাস, নন্দী, দেবচাকি মাত্র তিনঘর সিদ্ধ। অন্যত্র দশঘর সিদ্ধ হইতেছেন। দশঘর সিদ্ধ লইয়া "সপ্তাশীতি" যে বিশাল সমাজ, তাহাতে প্রবেশের যত্ন না করিয়া তিনঘরের বা সপ্তঘরের সহিত সংমিশ্রণের আশা লোকে কেন করিয়া থাকেন? সপ্তঘরের বিশুদ্ধভাব ও সদাচারের কথা আসিয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে, সদাচারনিষ্ঠ ও জ্ঞানবান লোকদিগের সহিত সংমিশ্রণের আশা বর্দ্ধিষ্ণু সম্প্রদায়ের অভিলাষ ও লক্ষ্য বটে।

আমরা পূর্ব্বে যদুনন্দনের জাতিনির্ণয় করিতে পারি নাই। এইক্ষণ যেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে তিনি ন্যায়রত্ন উপাধিক ব্রাহ্মণ থাকাই উপলব্ধি হয়। অন্যান্য ব্রাহ্মণ ঘটকের গ্রন্থের ন্যায়, ইহাতেও রঘুনন্দনের স্মৃতির প্রতিঘাত আছে। তবে তিনি হারিতবচনাদি প্রয়োগে কায়স্থ যে শূদ্র নহে তাহাই বলেন।

যদুনন্দন ঘটকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নহেন। কাজেই তিনি আত্ম-পরিচয় গোপন রাখিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার

উত্তরায়ণ-সম্মেলন

আহ্বায়কের নিবেদন (১৩৩১)

আহ্বায়কের প্রথম কথা—স্বাগতম্ ! স্বাগতম্ ! স্বাগতম্ !

'ধন্যোঽহং' 'কৃতকৃতার্থোঽহম্' পুনঃ পুনঃ এই কথাই এই দত্ত-পরিবারের প্রত্যেকের মনে আজ এই উত্তরায়ণ সম্মেলনের শুভ বাসরে উদিত হইতেছে। বাণী-চরণ-কমল-মধুপগণ ! আপনাদের সেবা যৎকিঞ্চিৎও করি, সে শক্তি আমাদের কোথায় ? যথোপযুক্ত সেবা না পাইয়াও আপনারা প্রতিবর্ষে এই "লক্ষ্মীনিবাসে"র অধিবাসিগণের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ম্লান হইতে দেন নাই, তজ্জন্য আমরা সপরিবারে চিরকৃতজ্ঞ আছি ও রহিলাম। 'আমনোবত্ম নঃ-পরম্' সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ত্যাগাদর্শ-মণ্ডিত ভারতের ব্রাহ্মণ্য এখনও যথায় মূর্ত্ত, সেই গীর্ব্বাণ-বাণীর উপাসকগণের কয়েক জন এই সভা আজ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বঙ্গ-সরস্বতীর বিশিষ্ট বর-পুত্রগণ আজ এই সভার শোভাবৃদ্ধি করিতেছেন। আর প্রতীচ্য শিক্ষালোকে সমুদ্ভাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ধুরন্ধরগণও আজ এই সভাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন—ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা !

দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য বর্ত্তমান কালে যে বিষয়িণী আলোচনা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক তাহাই বর্ষে বর্ষে আপনাদের নিকটে এ দীন উপস্থিত করিয়াছে। জাতীয় জীবন, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও প্রসার—পণ্ডিতগণ বলেন—জাতীয় সাহিত্যেই পরিস্ফুট। যে জাতির উচ্চ সাহিত্য-সম্পদ্ নাই, সে জাতি অনুন্নত—ইহাই বিবুধগণের অভিমত। জাতীয় শিক্ষা—জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া হওয়াই সমীচীন, এবং সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব দেশে—ইহাই চিরন্তন। যে জাতির মধ্যে গদাধর, জগদীশ, রঘুনাথ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, আধুনিককালে চন্দ্রকান্ত, বিদ্যাসাগর, রাখালদাস, যাদবেশ্বর, শশধর, কামাখ্যানাথ, জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, অক্ষয়চন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রাজেন্দ্রলাল, গুরুদাস, আশুতোষ, সূর্য্যকুমার, জগদ্বন্ধু, মহেন্দ্রলাল, সুরেশপ্রসাদ, সুরেশচন্দ্র, রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাস, উমেশচন্দ্র, লালমোহন,

সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, শিশিরকুমার, মতিলাল, চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর, রাসবিহারী, তারকনাথ প্রভৃতি অসংখ্য মনীষী জন্মগ্রহণ করেন সে জাতির গৌরব করিবার অনেক সম্পদ্ থাকা উচিত নিশ্চিতই।

সে জাতির ভাষা ও সাহিত্য যাহাতে জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জাতির ভাষা ও সাহিত্যের সহিত একাসনে বিশ্ববাণীর দরবারের স্থান পায় তাহা বঙ্গসন্তানগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভাষা জাগিলে জাতির জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। সমগ্র জাতিকে জাগাইতে হইলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহিনীরূপে গ্রহণ করাই একমাত্র উপায়—এ কথা পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন নাই। তবে শিক্ষার প্রকৃতি কোন্ আদর্শ অবলম্বন করিবে, তাহার আলোচনা বিশেষ আবশ্যক। নিম্নশ্রেণী হইতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শ্রেণী সমূহে যে সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হয় বা হইবে তাহা যাহাতে জাতির সনাতন ভাবদ্যোতক ও পরিপোষক হয় তাহা এখনই করা কর্ত্তব্য। যে মেরুদণ্ডের উপর ভারতীয় শিক্ষা এখনও সগৌরবে দণ্ডায়মান, সেই মহনীয় আদর্শ যাহাতে ওতপ্রোত ভাবে বাঙ্গালা শিক্ষা-পদ্ধতি মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান রাখা আবশ্যক। সেই ভোগ-বিলাস-ত্যাগেচ্ছা, সেই পরহিত-ব্রত, সেই "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ", সেই "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, সেই 'ন মেধয়া, ন ধনেন ন প্রজয়া, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ব মানশুঃ", সেই "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি", সেই "তত্ত্বমসি", "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", সেই "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত", সেই "ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যাৎ জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ইত্যাদি ভাব সকল যাহাতে বাঙ্গালার শিক্ষার মেরু-দণ্ড হয়, যাহাতে বাঙ্গালার শিক্ষা শিশুশয্যা হইতে এই সকল অমৃতবাণী প্রথম পাঠ্য স্তন্যের সহিত পান করে, এই সনাতন ভাবধারা যাহাতে তাহাদের যৌবনের শিক্ষা-উপবনের একমাত্র উপ-ভোগ্য হয় এবং উত্তরকালে বার্দ্ধক্যের শিক্ষা-বারাণসীতেও চরম লক্ষ্যরূপে প্রতি-ভাত থাকে সেইরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি গঠন করা এখন হইতেই আবশ্যক হইয়াছে। ভারতের পুরাণ-কীর্ত্তিত লোকপাবন চরিত্র সকলের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ, যাহাতে শিশুকাল হইতে বাঙ্গালীর মনে ফুটিয়া উঠে ও উপনিষদ্, যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণসকলে নিহিত উচ্চ আদর্শগুলি যাহাতে নিত্য পাঠের সহিত গীত হয় তাহাই আবশ্যক মনে করি। তবে এ ত্যাগাদর্শ পুনঃ প্রচলনের অর্থে কেহ যেন মনে না করেন যে ইহ-সংসারের যোগ্যতা অর্জ্জনের উপযোগী শিক্ষার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের সমক্ষে আমি পার্থকে প্রদত্ত পার্থসারথির শিক্ষার বিষয় উদ্ধার করিতেছি। আবশ্যক হইলে সন্ন্যাসীও কমণ্ডলু ত্যাগ করিয়া অস্ত্র ধারণ করিবে।

সেরূপ শিক্ষাও প্রয়োজন। ইহাও ভারতীয় ভাবধারা। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য বলিলাম—আপনারা বিশদ্ ভাবে আলোচনা করুন। অক্ষম আমি যাহা প্রস্ফুট করিতে পারি নাই, তাহা আপনারা ফুটাইয়া তুলুন—ইহাই দীন আহ্বায়কের সানুনয় প্রার্থনা। আহ্বায়কের শেষ কথাও—স্বাগতম্! স্বাগতম্! স্বাগতম্!

উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি
১৩৩১ } শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

গিরিশ-গৌরব

(১)

আজিকে তোমার মহিমা গাহিয়া ধন্য করিব মোদের প্রাণ।
কবিকুলরবি তুমি মহাকবি এস গো জাতির শ্রেষ্ঠ দান॥
তুমি নটরাজ নাট্য-অধিরাজ তোমার সমান কোথায় পাই।
বঙ্গনাট্যের তুমি কালিদাস চরিতাঙ্কনে তুলনা নাই॥
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কলাশিক্ষাদাতা তুমি গো নাট্যের আচার্য্যবর।
পূজায় তোমার বাণীর প্রতিমা মহিমামণ্ডিত চিরভাস্বর॥

(২)

নাট্য-যজ্ঞের তুমি হে ঋত্বিক করিলে প্রতিষ্ঠা প্রতিমা-প্রাণ।
নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিয়া রাখিলে বঙ্গভাষার মান॥
কলা-সৌন্দর্য্য রাখিলে অটুট, করিলে শতেক নাটক সৃষ্টি।
পাঠক দর্শক মুগ্ধ মোহিত দৃশ্য-কাব্যের পাইয়া দৃষ্টি॥
নিত্য নূতন কবি-কল্পনা-ফুল্ল তোমার রচনারাজি।
কত-না আনন্দ করিল সৃষ্টি, সুধা-গন্ধে-ভরা ফুলের সাজি॥

(৩)

জাতীয় কাব্যেয় জাতীয় ধর্ম্মের নিত্য-ধারায় করিলে সিক্ত।
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উদ্দীপনায় রচনা তোমার প্রকট দীপ্ত॥
হেলায় খেলায় তুমি যে অর্ঘ্য বাণীর চরণে করিলে দান।
যুগ-যুগান্তে না জানি বাঙ্গালী কত দিনে পাবে এ হেন মান॥
এস মহাকবি নটকুলচূড়া ভক্ত ভৈরব আচার্য্যবর।
লহ গো প্রণতি চিরযশস্বী বঙ্গগৌরব অবিনশ্বর॥

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

কায়স্থ-সমাচার।

সভা-সমিতি

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গত ৮ই অগ্রহায়ণ চিকন্দী হইতে মাদারীপুরে আগমন করেন। তথায় প্রবীণ মোক্তার শ্রীযুক্ত মহানন্দ দত্ত মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করেন। পর দিন স্থানীয় কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে একটী কায়স্থ সভা হয়। শ্রীযুক্ত মহানন্দ দত্ত মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের ইতিবৃত্ত ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ে সার্দ্ধ দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। পরদিন ১০ই অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর সেন গুপ্ত বি, এল, মহাশয়ের আহ্বানে স্থানীয় পাব্লিক্ লাইব্রেরী হলে একটী মহতী সভা হয়। অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সর্ব্বশ্রেণীয় বহু সুশিক্ষিত লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই দিনের বিজ্ঞাপিত আলোচ্য বিষয় ছিল—"প্রাচীন আর্য্য সমাজ"। পূর্ব্বনির্দ্দেশ মতে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় উক্ত বিষয়ে দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, এবং সভাপতি তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। সকলেই তাঁহার গবেষণার প্রশংসা করেন এবং বর্ত্তমান সমাজের সংস্কারের জন্য এরূপ বক্তৃতার উপযোগিতা স্বীকার করেন। পাব্লিক্ লাইব্রেরীতে এইরূপ আরও বক্তৃতা প্রদান করিতে কেহ কেহ তাঁহাকে অনুরোধ করেন। সময়াভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। তৎপর ১১ই অগ্রহায়ণ মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি, এল, মহাশয়ের আহ্বানে জ্ঞানোভ্যাস্ বালিকাবিদ্যালয়ে একটী মহিলা সভায় তিনি "প্রাচীন ও আধুনিক ভারতে নারীজাতীর অধিকার" বিষয়ে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় একটী বক্তৃতা করেন এবং সন্ধ্যার পরে লোন্ অফিসের দ্বিতল হলে একটী কায়স্থ সভায় স্থানীয় প্রধান উকীল ওলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অবনীনাথ বসু রায় চৌধুরী বি, এল, মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৩ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক বক্তৃতাতেই শ্রোতৃমণ্ডলী বহু নূতন তত্ত্ব, দেশ ও সমাজের হিতকর বহু সারগর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরদিন সকালে তিনি স্থানীয় "জ্ঞান সাধন মঠের" অধ্যক্ষ পরমহংস শ্রীমন্নারায়ণ তীর্থ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং তথায়

ঠাকুরের সহিত অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত উপনিষৎ ও তন্ত্রশাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়া রাত্রিতে ইদিলপুর যাত্রা করেন।

১৩ই অগ্রহায়ণ দ্বিপ্রহরে তিনি ধীপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ভবতোষ বসু মহাশয়দের বাড়ীতে উপস্থিত হন। অতিশয় বৃষ্টির দরুণ ২ দিন বিশেষ কিছু কায হয় নাই। ১৭ই অগ্রহায়ণ উপনয়নের পরে অপরাহ্ণ ৫ টার সময় ভবতোষ বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে একটি কায়স্থ সভা হয়। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, অন্নদাচরণ রায় চৌধুরী প্রমুখ নেতৃগণ সভায় যোগদান করেন এবং বিরোধী ব্রাহ্মণগণ সংস্কার বিস্তার পক্ষে যে যে বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছেন এবং ইদিলপুর কায়স্থ সভার কার্য্য উত্তমরূপে পরিচালন জন্য যে যে বিশেষ নিয়ম আবশ্যক তাহার আলোচনা ও তত্তৎ বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণ করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই সভায় বক্তৃতা করিবেন বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায় তাহা স্থগিত থাকে। পরদিন ইদিলপুর কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায় চৌধুরী দেব বর্ম্মা তাঁহার স্বভবনে (টেংরা চৌধুরী বাড়ীতে) বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে লইয়া যান। তথায় ঐ দিন অপরাহ্ণে কায়স্থগণের বৈঠকে তিনি কতিপয় প্রশ্নের সমাধান করেন। ২০ অগ্রহায়ণ ইদিলপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে "আর্য্য আচার পরিত্যাগে হিন্দু সমাজের দুর্গতি" বিষয়ে সাধারণ হিন্দু সভায় তিনি একটী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসনে বৃত হইয়াছিলেন। তৎপর ২২শে ও ২৩শে অগ্রহায়ণ ধানকাবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে আহূত কায়স্থবর্গের সভায় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিচার হয়। ধানকাবীর শ্রীযুক্ত উমাচরণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়দের আহ্বানে টেংরা, ধীপুর, ফুলফুড়ী, কুতুবপুর, শূন্যঘোষ প্রভৃতি বহু স্থানের কায়স্থ এবং ৮।১০ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভায় উপস্থিত হন। ২২শে তারিখের সভায় স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চূড়ামণি সভাপতি পদে বৃত হন। তিনি প্রথমেই প্রকাশ করেন যে কায়স্থদের উপনয়নের তিনি প্রতিবাদ করিবেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয় বর্ণতা সপ্রমাণ করিলে সভাপতি মহাশয় "শব্দ কল্পদ্রুম" ও কুলগ্রন্থের প্রমাণ উপস্থিত করিয়া কায়স্থের শূদ্রত্ব স্থাপনে চেষ্টা করেন। তৎপর এক জন ব্রাহ্মণ স্কুলমাষ্টার কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় দেড়-ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতায় ঐ সকল প্রমাণের অসারতা প্রদর্শন করেন। তৎপর

শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্মৃতিতীর্থ নামক আর এক জন স্মার্ত্তপণ্ডিত চিরাগত অশৌচ কাল সংক্ষেপে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পণ্ড হইবে বলাতে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অকাট্য যুক্তি দ্বারা এই আপত্তির খণ্ডন করেন। তৎপর চূড়ামণি মহাশয় বলেন কে কায়স্থ, কে শূদ্র, এবং কে কে চিত্রগুপ্ত বংশীয় তাহা নির্ণীত হইতে পারে না, সুতরাং পৈতা হইতে পারে না। একথার উত্তরে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অতি সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী একটী বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্মণদের বিরোধীতার ভিত্তিহীনতা সম্যক্ প্রতিপাদন করেন। এইরূপে অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সভা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। কেবল একটী তর্কের উত্তর দেওয়া বাকি থাকে—এত দীর্ঘ কাল পরে আবার উপনয়ন হইতে পারে কি না ?

পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণগণ জানাইলেন যে তাঁহারা আর একটী সভা চাহেন। সংবাদ রটনা হইল যে, এই দিনের সভায় চূড়ামণি মহাশয়ের পুত্র গৈলা কবীন্দ্র কলেজের দর্শনের অধ্যাপক বড় নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সকল যুক্তি ফুৎকারে উড়াইয়া দিবেন। এই দিন সিঙ্গারডাহা হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এবং টেংরার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ও আসিলেন, ব্রাহ্মণ পক্ষেও নূতন অনেকে আসিলেন। ৪ টার সময় সভা বসিল। সাংখ্যতীর্থ মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হইলেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলে নৈয়ায়িক তর্কতীর্থ মহাশয় উদ্দেশ্যের প্রস্তাবনাই আদৌ সঙ্গত কিনা তাহা লইয়া দেড় ঘণ্টা কাল বাদানুবাদ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"বিদেশী বক্তার কথায় বিভ্রান্ত হইয়া ইহকাল পরকাল যেন কোন কায়স্থ নষ্ট না করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার অধিকার দেশাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের, বিদেশী কায়স্থ বক্তার নহে। যদি সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে, যদি নূতন কোন কথা উপস্থিত হইয়া থাকে, আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর দিব, আমি কর্ত্তব্য পথ প্রদর্শন করিব। 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার' কি অধিকার বা শক্তি আছে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা নূতন সিদ্ধান্ত করিবে ? বহু সভা ঘাটিয়াছি বহু দেখিয়াছি। শর্ম্মা দাঁড়িয়েছে। কে এখানে সিদ্ধান্ত করিবে ?"—ইত্যাদি। তর্কতীর্থ মহাশয়ের পিতা চূড়ামণি মহাশয়ও ২।৩ বার বলিলেন—"উহার কথা ত কাল অনেক শুনিয়াছ, আজ তর্কতীর্থের কথা শুন।" এইরূপ দাম্ভিকতা দর্শনে সভাস্থ সকলেই বিরক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তখন উঠিয়া বলিলেন, এভাবে অকারণ সময় নষ্ট করা সঙ্গত হইবে না। বক্তা বিদেশী বলিয়া তাঁহাকে কথা বলিতেই

দেওয়া হইবে না, এ কিরূপ ভাব বুঝিতেছি না। বরং বিদেশী বলিয়াই তাঁহার কথাই আগে শুনা উচিত। আপনারা ও আমরা দেশেই আছি, ইনি যদি কোন অশাস্ত্রীয় কথা বলেন, অযৌক্তিক কথা বলেন, তাহার উত্তর আজও করিতে পারেন, গ্রন্থাদি দেখিয়া দুদিন পরেও আমাদের বিহিত উপদেশ দিতে পারেন। বক্তার কথা আপনারা শুনুন।" যোগেশ বাবুকে দুইবার উঠিয়া একথা বলিতে হইল। তখন তর্কতীর্থ ও তৎসঙ্গে সকল ব্রাহ্মণ সায়ং সন্ধ্যা করিবার কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না। বুঝাই গিয়াছিল যে আর ফিরিবেন না। কেবল একটা গোলমাল করিয়া সভাটি পণ্ড করিতে আসিয়াছিলেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু রায় বর্ম্মা মিরবহর কায়স্থগণকে উদ্বোধিত করিয়া একটী সুন্দর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যে যে প্রশ্ন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহার বিশদ উত্তর দান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় কায়স্থদের কর্ত্তব্যের সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন করিয়া এবং বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া একটী বক্তৃতা করেন। সতীশ বাবু সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত বহু কায়স্থ মাঘমাসে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় বর্ম্মা।

প্রচার বিবরণ

প্রচার-পরিষতের প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার গত পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় পৌছেন, এখানে উপনয়নের জন্য এবং তৎপ্রণীত "কায়স্থ সমাজের সংস্কার" পুন মুদ্রণের ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। হঠাৎ টাঙ্গাইলে যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি গত ১৫ই পৌষ অলোয়াতে রায় যামিনীনাথ চৌধুরী দেব বর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ীতে পৌছেন। পরদিন টাঙ্গাইলে টাঙ্গাইল-কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ বর্ম্মা বি, এল মহাশয়ের বাসায় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, রায় যামিনীনাথ এবং স্থানীয় কায়স্থগণ মিলিত হইয়া সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা ও পরামর্শ করেন। তথায় টাঙ্গাইলের প্রসিদ্ধ দেশভক্ত নেতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার ভ্রাতৃ-বধূর ত্রয়োদশাহে কর্ত্তব্য আদ্যশ্রাদ্ধ আদর্শ ক্ষত্রিয়াচারে নির্ব্বাহ করাইবার

জন্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে অনুরোধ করেন। ২১শে পৌষ তারিখে তাঁহার প্রযত্নে শ্রাদ্ধ যথাবিহিতরূপে সম্পন্ন হয়। রায় যামিনীনাথ চৌধুরী মহাশয়ের দ্বার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এবং টাঙ্গাইল বেতডোবা নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়দ্বয় শ্রাদ্ধে সদস্য ও গীতাপাঠক এবং বিরাট-পাঠক পদে বৃত হন, কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন ও উদার ন্যায় নিষ্ঠার জন্য গোপালচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বিশেষ ধন্য বাদার্হ।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন ২০ শে পৌষ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় টাঙ্গাইল-কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাধবলাল চৌধুরী দেব বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ বর্ম্মা বি, এল এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায় বর্ম্ম বি, এল মহাশয়গণ সহ এলেঙ্গার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সহিত কায়স্থ সমাজের সংস্কার বিষয়ে আলোচনার জন্য এবং এবিষয়ে তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য তথায় গমন করেন। এলেঙ্গা টাঙ্গাইল হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী। এলেঙ্গার ভট্টাচার্য্য বংশ জমিদার এবং সুপ্রসিদ্ধ 'অর্দ্ধকালী' বংশোদ্ভব, এতদ্দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। তথায় প্রবীণ সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে সকল হিস্যার কর্ত্তৃপক্ষ সমবেত হইলে আলোচনা আরম্ভ হয়। মহারাজ আদিশূরের রাজত্ব কালেই যে বর্ত্তমান কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ ২৭ জন কায়স্থ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহারা যে দ্বিজাতি ও ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে কিরূপে উপনয়ন সংস্কার পরিত্যক্ত হয়, বর্ত্তমানে উপনয়ন সংস্কারের অভাব হেতু কায়স্থ জাতির মান কত খর্ব্ব হইয়াছে ও হইতেছে, অশৌচ সঙ্কোচে যে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই—সকল কথাই বিদ্যালঙ্কারমহাশয় সুন্দররূপে বলিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সর্ব্বশেষে বলেন, "কায়স্থ কদাচ শূদ্র নহে, কায়স্থদের উপনয়নের বিরোধিতা আমরা করিব না।" ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সকলেরই সহানুভূতি ও আদর আপ্যায়নে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া ঐ দিন রাত্রিতেই সকলে টাঙ্গাইলে প্রত্যাবৃত্ত হন।

তৎপরে সম্পাদক মাধবলাল চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় বিরুদ্ধপক্ষের নেতা এতদ্দেশের প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সহিত বিচারার্থে বিনীত ভাবে আহ্বান করেন। টাঙ্গাইলে আসিয়া বিচার করিতে অসমর্থ এইরূপ বলাতে তাঁহার বাড়ীতেই পক্ষ বিচার হউক এবং তিনি স্বপক্ষের অপর পণ্ডিতগণকেও আহ্বান করুন, একথাও তাঁহাকে বলা হয়। কিন্তু তিনি বিচার করিতেই অস্বীকৃত হইয়াছেন।

তৎপর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় টাঙ্গাইলের শ্রীযুক্ত রামলাল চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয়কে সহ আশকপুর গ্রামে যাইয়া তথাকার কায়স্থদের সহিত আলোচনা করিয়া তাহাদের উপনয়নের দিন ২১শে মাঘ স্থির করেন। জোয়াইর গ্রামের কতিপয় ভদ্রলোক বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদেরও উপনয়নের দিন অবধারণ করিয়া ফর্দ্দ লিখিয়া দেন। লতিকালার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহ নিয়োগী এবং বাঘিলার শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র প্রভৃতির সহিত উপনয়নের আলোচনা করেন এবং ১৩ই ফাল্গুন উপনয়ন যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষরূপ বলিয়া শ্রীযুক্ত রামলাল চৌধুরী মহাশয়কে লইয়া ২রা মাঘ সিরাজগঞ্জে পৌছেন। রামলালবাবু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সহ ধানাটা, দীঘপাইত, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে যাইবেন স্থির করিয়াই আসিয়াছিলেন, কিন্তু অসুস্থ হইয়া টাঙ্গাইলে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। সমাজের হিতার্থে উত্তম ও কষ্ট স্বীকারের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। সিরাজগঞ্জে গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে এবং শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মিত্র মহাশয়ের বাসায় উপনয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয় জগন্নাথগঞ্জ হইয়া ৬ই মাঘ ধানাটা গ্রামে পৌছেন। তথায় ৭ই মাঘ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় মহাশয়ের আহ্বানে এবং শ্রীযুক্ত কানাইলাল গুহ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভা হয়; তৎপর ৯ মাঘ পোগলদীঘা কাছারীতে আর একটী সভা হয়। উভয়ত্রই জগন্নাথগঞ্জ ও সরিষাগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত কানাইলাল গুহ বর্ম্মা, ডাক্তার অমৃতলাল সেন বর্ম্মা, হেড্‌মাষ্টার সুরেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা বি-এ, নরেশচন্দ্র গুহ রায় বর্ম্মা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বক্তৃতায় বিবিধ প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া সকলেই প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। বয়রা কাছারীর নায়েব শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ রায় এবং পোগলদীঘার নায়েব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা পোগলদীঘার সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাবাবু ফাল্গুন মোহন পুত্রাদি সহ উপনয়ন গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ধানাটার রায় বংশও সত্বরই উপনীত হইবেন। ছাপানি কাছারীর নায়েব শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন অধিকারী মহাশয় অষ্টমদোল উপলক্ষে বাড়ী যাইয়া পুত্রগণ সহ উপনীত হইবেন বলিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় ১০ই মাঘ দীঘপাইত গ্রামে ৫ মাইল হাটিয়া উপস্থিত হন। তথাকার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভৌমিক মহাশয় ফাল্গুনমাসে উপবীত গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১১ই মাঘ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় জামালপুর

পৌছেন। এখানকার বিশিষ্ট কায়স্থ প্রায় সকলেই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া স্থানীয় দুর্গা বাড়ীতে এক সভায় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে লইয়া উপনয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে ৯৯ বৎসর বয়স্ক শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুহ (উকীল) মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাটীতে আর একটী বৈঠক হয়। ২১শে মাঘ উপনয়নের দিন অবধারিত হইয়াও কোন বিঘ্ন হেতু কার্য্য হয় নাই। আশা করি ফাল্গুন মাসে তথায় উপনয়ন হইবে। ১৬ই মাঘ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ময়মনসিংহে আসেন। তথায় প্রবীণ উকীল দেশভক্ত শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, সম্পাদক, ময়মনসিংহ কায়স্থ-সভা, শ্রীযুক্ত যাদবলাল চৌধুরী বর্ম্মা বি, এল শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বর্ম্মা বি, এল, ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি, এল, রায় বাহাদুর শশধর ঘোষ বি, এল প্রভৃতির সহিত সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ১৮ই মাঘ ঢাকায় গিয়াছেন।

শ্রীরমণীমোহন মিত্র বর্ম্মা
(মোক্তার, টাঙ্গাইল)

উপনয়ন

বারৈভাগ কেন্দ্র

১৬ই মাঘ

হিন্দুসমাজ সম্পাদক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রযত্নে নিম্ন ৭ জন বঙ্গজ কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করেন।

১। ব্রজনাথ চন্দ, ২। হরেকৃষ্ণ চন্দ সাং বারৈভাগ, ৩। কাশীরাম দাস, ৪। বিধুভূষণ দাস, ৫। অমরেন্দ্রনাথ দাস, ৬। ফণীভূষণ দাস সাং ধীতপুর, ৭। দুর্গাকান্ত কর, সাং সাহাজীয়া।

গাড়ুদহ কেন্দ্র

২১শে মাঘ

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গপদ চক্রবর্ত্তী—সদস্য, শ্রীযুক্ত নিতাইপদ চক্রবর্ত্তী—আচার্য্য, —বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তন্ত্রধারক।

বঙ্গজ কায়স্থ—

১। শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী, ২। নীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, ৩। নিবারণচন্দ্র রায়চৌধুরী, ৪। পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, ৫। বিজয়গোবিন্দ রায়চৌধুরী, ৬। ব্রজ-নন্দ রায়চৌধুরী, ৭। হরিদয়াল দেব, ৮। কৃষ্ণদয়াল দেব, ৯। হরিশচন্দ্র দেব, ১০। জ্যোতীষচন্দ্র দেব, ১১। নগেন্দ্রনাথ ভদ্র, ১২। উমাচরণ দেব, ১৩। অভয়চরণ দেব, ১৪। সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী, ১৫। শ্যামাচরণ দেব, ১৬। যোগেন্দ্রনাথ দেব, ১৭। গিরীশচন্দ্র কর, ১৮। গোপালচন্দ্র কর, ১৯। যজ্ঞেশ্বর কর, সাং গাড়ুদহ, ২০। ক্ষিতীশভূষণ বসু সাং বাঁশবাড়িয়া, ২১। রবীন্দ্রনাথ সরকার সাং ঝাপড়া।

পাবনা-টাউন কেন্দ্র

৭ই ফাল্গুন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার বর্ম্মা মোক্তার মহাশয়ের বাটী।

পুরোহিত—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ।

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্ম মজুমদার, মোক্তার।

উপনীতের নাম-ধাম ও বয়স—

১। কুমুদনাথ সরকার বর্ম্মা সাং গালা ৩৬, ২। প্রফুল্লচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, সাং ঐ, ১৪, ৩। দুর্গানাথ পাল বর্ম্মা, সাং সাগতা, ৫২।

উত্তরায়ণ-সম্মেলন

গত ১৯ শে পৌষ মঙ্গলবার, উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূণ্যবাসরে ১ নং লক্ষ্মীদত্ত লেনস্থ "লক্ষ্মীনিবাসে" বাৎসরিক সায়স্বত সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। স্যার দেব-প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহু সাহিত্যিক ও গণ্য-মান্য ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মনোমোহন বসু সভাপতি প্রস্তাব-কল্পে উত্তরায়ণ-সম্মেলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে লক্ষ্মীনিবাসের দুইটী বালিকা কর্ত্তৃক শিব-স্তোত্র আবৃত্তি হয়; এই সময় বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়নের সভ্যগণ বাণীবন্দনা গান করেন। পরে আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাণীচরণ-কমল-মধুপগণের পাদ-বন্দনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষা বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বাহিনীরূপে পরিগৃহীত হইলে বাঙ্গালার পাঠ্য-পুস্তকে জাতির অমূল্য সম্পদ, সার্ব্বভৌমক ভাব সমূহ নিহিত থাকা সম্বন্ধে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া প্রসঙ্গালোচনার উত্থাপন করেন এবং বিদ্বজ্জন-বরেণ্য স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক, বিহারীলাল মিত্র, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়গণের বিয়োগে ও দেশের সাহিত্য-সমাজের ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রথমে পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ও কালীপদ তর্কচার্য্য মহাশয়গণ শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা করেন। পরে দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উত্তরায়ণ-অনুষ্ঠানের উপযোগিতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আলোচনার বাখ্যান করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। রায় বাহাদুর আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী ভাষায় বঙ্গের শিক্ষা-বাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ভাষায় গতি কিরূপ দাঁড়াইবে আলোচনার্থ "কঃপন্থা" নামক এক সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সময় আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত 'প' এর প্রলাপ নামক রস-রচনা পাঠ করিলেন। পরে 'বিদূষক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত 'অষ্টোত্তর শত টাকা মাহাত্ম্য' ও "সন্" "সন্" এর প্রতিপত্তি নামক হাস্যরসোদ্দীপক রচনায় আবৃত্তি করিয়া সভাস্থ সকলকে সঞ্জীবিত করেন। শেষে কবিবর শ্রীযুক্ত রসময় লাহা তাঁহার স্বরচিত 'উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি' শীর্ষক সদ্ভাবপূর্ণ কবিতাটী পাঠ করেন।

শেষে সভাপতি মহাশয় উত্তরায়ণের কথা বলিয়া বঙ্গ ভাষাকে শিক্ষার বাহিনী-রূপে গ্রহণ করিবার কি কি অন্তরায় আছে সে বিষয় উল্লেখ করেন এবং কি উপায়ে ঐ অন্তরায় দূর করা যায়, তাহা উদ্ভাবন করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন—তবে এ কথা তিনি স্বীকার করেন যে, মাতৃ-ভাষার মধ্য দিয়াই জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর। বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়নের সভ্যগণ, শ্রীযুক্ত শীতেশরঞ্জন ঘোষ ও শ্রীমান বটকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্গীত-দ্বারা সভার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পরিশেষে পার্ব্বনোপযোগী সেবার পর রাত্রি ১০॥ টায় সভা ভঙ্গ হয়।

কায়স্থ মহাকবির স্মৃতিপূজা

গত ৪ঠা ফাল্গুন, সোমবার (ইং ১৬।২।২৫) কলিকাতার ষ্টার রঙ্গমঞ্চে নাট্য-ম্রাট মহাকবি গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তিরোভাব উপলক্ষ্যে ত্রয়োদশ বার্ষিক তি-সভার বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে কায়স্থ হাকবিগণের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। কবিবর মধুসূদন, নটকবি মনোমোহন, বিবর দীনবন্ধু এবং মহাকবি গিরীশচন্দ্র বঙ্গের নাট্যবাণীর যে উজ্জল প্রতিমা ঠন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্যক পরিচয় এই ক্ষুদ্র আলোচনা মধ্যে লিপিবদ্ধ রা সম্ভবপর নহে। বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে গিরীশচন্দ্রের কৃতিত্ব সমগ্র শিক্ষিত মাজে স্বীকৃত এবং সসম্মানে পূজিত। বহু ভাষায় গিরীশচন্দ্রের নাটক অনূদিত ইয়া জগতের নাট্যসাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্ণীত হইতেছে। এমন দিন শীঘ্র সিবে, যখন বঙ্গের এই বরেণ্য নটকবির নাট্য-সাহিত্যের সম্যক আলোচনা হইয়া হার প্রকৃত স্থান নির্ণীত হইবে। কিন্তু গিরীশচন্দ্র কেবল মাত্র জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নটকবি নহেন, তিনি শ্রেষ্ঠতম অভিনেতাও বটে। কেহ কেহ একাধারে হাকে 'সেকস্‌পিয়ার' ও 'গ্যারিক' বলিয়া থাকেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার কে দিন লিখিয়াছিলেন :—'বঙ্গের গিরীশ অপেক্ষা কোন দেশে গ্যারিক নামে ান শক্তিশালী অধিকতর উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা ছিলেন কি না জানি না।'

কিন্তু গিরীশচন্দ্রের নাট্য-কাব্যের ও অভিনয়ের পরিচয় দিলেই তাঁহার সম্যক রিচয় দেওয়া হয় না। তাঁহার এমন একটী অনন্য-সাধারণ শক্তি ছিল যাহা জগতের ান নাটককারের বা অভিনেতায় দেখা যায় না। সে বিশেষত্বটী এই, যে কয় শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত অভিনেতা বা অভিনেত্রী তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিত, হাদের নাট্য-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেখাইবার উপযুক্ত নাট্য-চরিত্র অঙ্কিত রিয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নাট্যমঞ্চ-অধিকারীগণের সায়ের ক্ষতি যাহাতে না হয়, তদ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি নাট্যবাণীর সেবায় ত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, তিনি নিজেই নিজের শত্রু, রণ নাটক লিখিতে বসিয়া প্রত্যেকবারই তাঁহার পূর্ব্ব-রচিত নাটকের সৌন্দর্য্য পেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব-পূর্ণ নাটক তাঁহাকে রচনা করিতে হইত; এবং ত্যেক বারই তাঁহাকে নানা অভিনব চরিত্র সৃষ্টি করিয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন, সঙ্গে অর্থাগম এবং নাট্য-সাহিত্যের সেবা করিতে হইত। এবার এই

কায়স্থ মহাকবির স্মৃতি-পূজার বাৎসরিক যজ্ঞে ঋত্বিক ছিলেন কায়স্থ দার্শনিক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু ও পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ বহু মনীষী পণ্ডিত ও নাট্য-ধুরন্ধরগণ গিরীশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার ও জীবনের আলোচনা করিয়া শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। তদুপরি এই মহাকবির ভক্তি ও বিশ্বাসের কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার গুরু ভ্রাতা শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অন্য দিক হইতে গিরীশচন্দ্রের চরিত্র আলোচনা করেন। কবিবর স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় গিরিশচন্দ্র রচিত দুইখানি গীত তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত কণ্ঠে গাহিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত-বিনোদন করিয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ধন্য সেই জাতি যে জাতিতে এইরূপ মহাকবি ও মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

পরলোক সংবাদ

১। হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় নানাবিধ সাধারণ কার্য্যের অগ্রণী বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ধনরক্ষক ও ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি এবং কাঃ নিঃ সমিতির অন্যতম সভ্য রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর গত ১২ই মাঘ, রবিবার প্রাতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

২। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য সভার প্রতিষ্ঠাবধি কয়েক বৎসর বহু সুপরামর্শদাতা ও কর্ম্মী—কলিকাতায় প্রখ্যাতনামা সলিসিটর নানা সদ্‌গুণের আধার কালীনাথ মিত্র, সি, আই, ই, মহোদয় বিগত ২৭শে মাঘ সোমবার পরলোকগমন করিয়াছেন। কায়স্থসভা এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে সাহায্যদাতা প্রকৃত বন্ধুদ্বয়কে হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। পরবর্ত্তী সংখ্যায় ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত কথা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

প্রচার পরিষদের বার্ষিক বিবরণ।

২য় বর্ষ।

(১৩৩০ কার্ত্তিক—১৩৩১ আশ্বিন)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

সর্ব্বভূতে জাতিরূপে অবস্থিতা নারায়ণীর কৃপায় বহু বাধাবিঘ্ন ও বিপদের মধ্য দিয়া 'প্রচার পরিষদ' গত আশ্বিন মাসে দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম ও তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আমাদের উদাসীনতা উপেক্ষা ও বিরোধিতা এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও এই শিশু পরিষদ সাধারণের এবং বিশেষতঃ দরিদ্রের সহযোগিতা ও সহায়তা পাইয়াছে, ইহা পরিষদের গর্ব্বের কথা। যে সমস্ত স্বজাতিবন্ধু নরনারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ সভাসমিতির অকৃত্রিম স্নেহে পরিষদ তাহার দুঃখ-শোকময় বাল্যজীবনের দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিল, যাঁহাদের অর্থসাহায্য ও আন্তরিক সহানুভূতি পরিষদকে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত করিতেছে, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সভক্তি অভিবাদন জানাইতেছি। জাতির জীবনদানের অনন্ত পূণ্য তাঁদের শিরে বর্ষিত হউক। পবিত্র প্রচার কার্য্যের পূণ্য কর্ম্মফল তাঁহাদিগকেই "সমর্পিতং অস্তু।"

পরিষদের অর্থ নাই। অর্থাভাবে প্রচারক সংখ্যা বৃদ্ধি বা কায়স্থ অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণকে সাহায্য করিয়া জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করা যাইতেছে না। ধনবান কায়স্থগণ আজও প্রচার কার্য্যের জন্য মুক্তহস্ত হইলেন না। 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা' তবুও সাধ্যমত প্রচার কার্য্যে অর্থব্যয় করিতেছেন কিন্তু প্রচার কার্য্যের আবশ্যকতা জানাইয়া যাঁহারা সভা হইতে ভিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র "কায়স্থ-সমাজ" গঠন করিয়াছেন তাঁহারা সাধারণের প্রদত্ত বার্ষিক চারি পাঁচ হাজার টাকা শুধু আফিস চালাইয়া ও একখানি মাসিক বাহির করিয়া সমস্ত বার্ষিক আয়, নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছেন, পত্রিকার খরচ ও কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন দিয়াই তাহারা জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। কার্য্যতঃ প্রচার কার্য্য হউক বা না হউক প্রচারের দোহাই দিয়া তাঁহারা বরষের পর বরষ কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াই সমাজ সেবা করিতে ব্যস্ত। 'সমাজের' ধুরন্ধরগণের সে দিকে দৃষ্টি আর কত দিনে পড়িবে? *

* "কায়স্থ সমাজের" ১৩৩০ সালের চতুর্থ বর্ষীয় "সম্পাদকীয় কর্ম্মনিবন্ধ" হইতে জানা যায় যে, ঐ বৎসরে প্রবেশিকা ৩০০৲ চাঁদা ৩০০৮৸৵০ আদায় হয় এবং বেতন খাতে ১১১৫।৵১০ ও পত্রিকা খাতে ৯২২৲ ও ডাক খাতে ৮৮৮৷৵১০ ব্যয় হইয়াছে। যত টাকা সভ্যগণের নিকট পাওয়া গিয়াছে তৎ সমুদায়ই এক কর্ম্মাধ্যক্ষ পুষিতে ও পত্রিকা বাহির করিতেই নিঃশেষ "গ্রাহক বিজ্ঞাপন ও ডাক" বাবদ আন্দাজ ৩০০৲ আয় আছে, "বাটীভাড়া" (খোলার মাঠ কোটা ঘর ১টী) ও "সরঞ্জামে" তাহা গ্রাস করিয়াছে।

"আমানত" ৩২৪৷৷৵০ আয় ও ৩১০৴০ ব্যয়। এ আমানত কাহার?

"হাওলাৎ" জমা ১৭৮৲ হাওলাত শোধ ২৩৬৸৵০ এ হাওলাত কোন প্রয়োজনে কাহার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছিল?

পক্ষান্তরে ভবানীপুর হইতে কায়স্থের যজ্ঞসূত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিতেছে। পত্রিকা ছাপাইয়া সংবাদ পত্রে লিখিয়া বিজ্ঞাপন ও পঞ্জিকা বাহির করিয়া বক্তৃতা ও দৌড়া দৌড়ি করিয়া কায়স্থগণকে যজ্ঞসূত্র গ্রহণে বীতশ্রদ্ধ করিতেছে; সে পক্ষে শক্তিশালী প্রচারক পণ্ডিত গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহাশয়ের উদ্যোগ আয়োজনের অভাব নাই। তাঁহারা অর্থবান, তাঁহাদের নিজস্ব ছাপাখানা আছে এবং প্রবল 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' তাঁহাদের সহায়ক। এই সমস্ত কঠিন সমস্যার মধ্য দিয়া পরিষদকে অগ্রসর হইতে হইতেছে। পরিষদ দরিদ্র। জাতির স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধায় প্রদত্ত অনিশ্চিত অনুগ্রহদানের উপর নির্ভর করিয়া পরিষদের প্রচার কার্য্য চলিতেছে। পরিষদের প্রচারকগণ কোন সভা সমিতির "বৃত্তিপুষ্ট" বা "বেতনভুক" নহেন। তাঁহাদের কর্ম্ম সাফল্যে বিভ্রান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিরুদ্ধ ও বিদ্বেষী এবং তাঁহাদের ধারক ও বাহকগণ হিংসায় ও ঈর্ষায় সংবাদ পত্রে ও মাসিকে, বক্তৃতায় ও আলোচনায় এই মিথ্যা প্রচার করিয়া সাধারণের চিত্ত কলুষিত করিবার দুরন্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইহাই তাঁহাদের "ক্ষত্রিয় সমতুল্য মৌলিক জাতি" বাদ প্রচার করিবার প্রকাণ্ড প্রমাণ ও অমোঘ অস্ত্ররূপে যথাতথা প্রযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে। সাধারণের এই ভ্রান্তি ও সন্দেহ দূর করনার্থ জানাইতে হইতেছে যে পরিষদের প্রচারকগণের প্রচার কার্য্য জাতীয়ব্রত; তাঁহারা স্বেচ্ছায় এই কষ্টসাধ্য কঠোরব্রত বরণ করিয়া লইয়াছেন; ইহা তাঁহাদের সাধনা; ইহা তাঁহাদের তপস্যা। তাঁহারা জাতিদেবতার চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে রক্ষা করা না করা জাতির ইচ্ছাধীন।

পরিব্রাজক গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার ও আগ্নহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ আলোচ্য বর্ষে ময়মনসিংহ, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, রাজসাহী, বসিরহাট, কলিকাতা, ইদিলপুর, চাঁদপুর, বদরপুর, শ্রীগৌরী করিমগঞ্জ খুলনা, বেলফুলিয়া, ইসফ্‌পুর বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের নানা স্থানে প্রচার কার্য্য করিয়াছেন। তদ্বিবরণ ও সাময়িক প্রবন্ধাদি

যে উপনয়ন উপনয়ন করিয়া স াজের স্বয়ং সিদ্ধ ২।৪ জন ও তাহাদের ধারক ও বাহকগণ গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আলাহিদা "সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং "কায়স্থ সভায়" অপৈতকের কর্ত্তৃত্বের দোষারোপ করিতেছেন সেই উচ্চগর্জ্জিত উপনয়নে "সমাজের বার্ষিক ব্যয় ৭॥৵০।

প্রচার প্রেমিক "সমাজের" প্রচার খাতে আয় ১০৩৲ ব্যয় ১৩২।৶১০। অর্থাৎ সাধারণ তহবিল হইতে মাত্র ২৯।৶১০।

সমাজ সেবা মানে প্রচারটা লোকের অনিশ্চিত অনুগ্রহদানের উপর নির্ভর করুক আর কায়স্থ সাধারণের স্বজাতিপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপে প্রদত্ত বার্ষিক আয়টা আফিসে ও মাসিকে শেষ হইয়া থাক্; এ না হলে শাস্ত্র সেবা ও সমাজ-প্রীতির সার্থকতা কেমনে হইবে?

১৩৩০ সনের মোট বার্ষিক আয় ৪৩১৩৮৵০ মোট ব্যয় ৪২২৬৮৶১০ মজুত ৮৬৮৵১০ মাত্র ছিল। হিসাব অবশ্য শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা কর্ত্তৃক শুদ্ধভাবে পরীক্ষিত এবং হাইকোর্টের স্বর্গগত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক সমথিত ও স্বাক্ষরিত। ("কায়স্থসমাজ" ৫ম বর্ষ ২য় সখ্যা ৯৬ পৃঃ) !—(লেখক)

যথাসময়ে অমৃতবাজার, ফরোয়ার্ড, সার্ভেণ্ট, ইংলিসম্যান, আনন্দবাজার, বসুমতী, কায়স্থপত্রিকা, খুলনা, খুলনাবাসী, সঞ্জয়, যশোহর, কাশীপুর নিবাসী, বীরভূমবাণী, বীরভূমবার্ত্তা, ২৪ পরগণাবার্ত্তাবহ, জনশক্তি প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী মহাশয়গণকে তজ্জন্য অশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। একমাত্র "কায়স্থ সমাজ" মাসিকপত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা কালাবধি তাহার প্রচার ফল কৌশলে প্রকাশ করিতেছেন অথচ পরিষদের নাম উল্লেখ করিবার সততা ও ভদ্রতা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না—ইহা ঘোর কাপুরুষতা সন্দেহ নাই।

দক্ষিণটাঙ্গাইল কায়স্থ-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত, অধ্যাপক রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রী মহাশয় সুচিন্তিত শাস্ত্রীয় আলোচনা দ্বারা কায়স্থজাতির উপবীতগ্রহণের আবশ্যকতা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। পণ্ডিত গীষ্পতি রায়চৌধুরি কাব্যতীর্থ মহাশয় ঐ আলোচনার বাদপ্রতিবাদ সহ তাঁহাদের "কায়স্থ" মাসিকে প্রকাশিত করিয়া আমাদের প্রচারকার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সংক্ষেপে সহজ ও সরল কথায় সুন্দর ভাবেই জাতির প্রাণের কথাগুলি বুঝাইয়াছেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় অতি দীর্ঘ ও সাধারণের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় তাঁহার বক্তব্যগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের শব্দবিন্যাস, কথার মার প্যাচ্ ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতেছি কিন্তু একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তিনি যে "ক্ষত্রিয় সমতুল্য মৌলিকজাতি" বাদ বুঝাইবার জন্য এত আয়াস ও অধ্যবসায় করিয়াছেন, তাহা দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের প্রচার কার্য্যের বিরুদ্ধে কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া কায়স্থের যজ্ঞসূত্রান্দোলনটীকে আরও সজীব রাখিয়াছেন। বাধা না পাইলে কোন আন্দোলনই শক্তিসঞ্চয় করিতে পারে না। বিদ্বেষী ব্রাহ্মণসহায়ক কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিজ জাতির যজ্ঞসূত্র ধারণে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতা আজ কায়স্থান্দোলনের বিস্তৃতি ও বেগবৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছে। এজন্য তাঁহাদিগকেও বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত প্রিয়নাথ বসু শাস্ত্রী, পণ্ডিত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, মহাশয়দ্বয় গবেষণাপূর্ণ শাস্ত্রীয় বাদপ্রতিবাদের সাহায্যে প্রচার-কার্য্যের পথ সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সিউড়ীর প্রাচীন পণ্ডিত অধ্যাপক হরিলাল সিংহ কাব্যতীর্থ, বহরমপুরের কায়স্থ-সমিতির অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ রায় বি-এ, বিদ্যানিধি, বেদান্তবিনোদ অশেষ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং বসিরহাটের পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ শাস্ত্রবিশারদ প্রমুখ কায়স্থপণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় উপদেশ ও আলোচনাদির দ্বারা প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। পরিব্রাজক পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বৃদ্ধবয়সে ভগ্নশরীরে দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া নানা অভাব অভিযোগের মধ্যেও যে ভাবে জাতির সেবা করিতেছেন তাহা অতুলনীয়।

বসিরহাটের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা বি, এল, শাঁইপানার নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, আড়বেলিয়ার উকিল জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, শীকড়া-

কুলীনগ্রামের প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম,এ, বি,এল, ট্যাট্‌রার তুলসীকৃষ্ণ চৌধুরি বর্ম্মা বি,এল, ধলচিতার মোহিতকৃষ্ণ বসু বর্ম্মা, ভবানীপুর-মৃজাপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা, ষাঁড়াপুলের গিরীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা বি, এল, পিফার জমিদার হরেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, বি, আড়বোলয়ার প্রাচীন উকীল দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরি বি, এল ; টাউন শ্রীপুরের দেবেন্দ্রনাথ ও অশ্বিনীকুমার গুহ সরকার বর্ম্মা ; ইদিনপুরের অন্নদাপ্রসাদ রায় চৌধুরি বর্ম্মা, যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরি বর্ম্মা ৺রাসবিহারী গুহ বর্ম্মা, চন্দ্রমোহন ঘোষ বর্ম্মা, সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরি, অমূল্যচরণ রায় চৌধুরি, মীরবহরের সতীশচন্দ্র বসু, ভবতোষ বসু বর্ম্মা বি, এ, সুধাংশুকুমার বসু ; বহরমপুরের জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার বর্ম্মা, খুলনা বারাকপুরের জয়কৃষ্ণ সেন, ঘোষগাতির ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি এ ; বেলফুলিয়ার প্রচারক দীনবন্ধু সেন বর্ম্মা ও কালিদাস বসু বর্ম্মা, মণীন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা, গোপালচন্দ্র বসু, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এ, ভোলানাথ নন্দী বর্ম্মা, জগদীশ মিত্র বর্ম্মা ; শ্রীফলতলার সতীশচন্দ্র বসু রায় চৌধুরি জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, মণীন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী বি, এল, নৃপেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরি এম, এ ; দক্ষিণ টাঙ্গাইলের ক্ষেত্রনাথ বসু বর্ম্মা ডি, এস পি ; ডাঃ নন্দলাল বসু বর্ম্মা, কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, পণ্ডিত রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ, হেমচন্দ্র বসু বর্ম্মা ; সিউড়ীর জমিদার ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র, জমিদার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরি এম. এ বি, এল, ও শক্তিস্মরণ সিংহ এম, এ, বি, এল ; রাজসাহীর রায় ভবাণীনাথ নন্দী বাহাদুর, জমিদার হীরালাল ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরি বর্ম্মা বি-এল, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরি বর্ম্মা, প্রফুল্লচন্দ্র সরকার এম-এ, বি, এল, অধ্যাপক শশীভূষণ বসু বর্ম্মা, ডাঃ সৌরেন্দ্রমোহন সরকার এম বি ; ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার এম-এ, শিশিরকুমার ঘোষ এম-এ, বি-এল ; ত্রৈলক্ষ্যনাথ রায় বর্ম্মা, শরচ্চন্দ্র সরকার, করিমগঞ্জের তারাভূষণ পাল বি এ, এল, এল, বি ; অধ্যাপক ক্ষিরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ এম এ, বি, টী ; জনশক্তি সম্পাদক সতীশচন্দ্র দেব বি-এল, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরি বি এ, ললিতমোহন চৌধুরি বি, এল মোক্তার কৃষ্ণকিঙ্কর আদিত্য, ও গিরিশচন্দ্র দে প্রভৃতি চারি শ্রেণীর কায়স্থমহোদয়গণ পরিষদের দ্বিতীয় বর্ষের প্রচার-কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের সহযোগিতা ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে প্রচার কার্য্য অসম্ভব হইত।

ইদিলপুর, করিমগঞ্জ বেলফুলিয়া সমাজের "অসহযোগী" কায়স্থ বৃন্দের প্রচার কার্য্যে সহযোগিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত ঐ ঐ স্থানের প্রচার কার্য্য আদৌ সাফল্য মণ্ডিত হইত না। "স্বরাজ-আশ্রম" প্রত্যাগত দেশভক্ত ঐ সমস্ত কায়স্থ মহোদয়গণকে পরিষদের অশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইদিলপুরের রাসবিহারী গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের দেহ ত্যাগে প্রচার কার্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, ঐ স্থানের স্বেচ্ছাসেবক রণজিৎকুমার বসু বর্ম্মার অকাল দেহ ত্যাগে পরিষদ্ মর্ম্মাহত এবং বহরমপুরের মহিলা প্রচারক ইন্দুরেখা রায় চৌধুরি দেবীর দেহত্যাগে পরিষদ ক্ষতিগ্রস্ত ও সন্তপ্ত। তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমান প্রতাপচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহেশ্বর পাশা, মৈশাঘুনীর প্রভাতচন্দ্র বসু বর্ম্মা, ঘোষগাতির নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা এ বৎসর বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্রীফলতলার হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি বর্ম্মা, নন্দনপুরের ফণীভূষণ আইচ বর্ম্মা, সুধীররঞ্জন দত্ত বর্ম্মা, বিমলেন্দু বসু বর্ম্মা এবং বসিরহাটের হরেন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ছাত্র প্রচারক গোপালচন্দ্র গুহ মজুমদার বর্ম্মা দৌলৎপুর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। তাহারা নিরাময় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া কায়স্থ জাতিকে তাহাদের প্রতিভায় উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হউক। শ্রীমান হরেন্দ্র ভারতরক্ষী সেনা দলেও যোগদান করিয়াছে। ক্ষাত্রপ্রতিভায় শ্রীমান যশস্বী হউক। কায়স্থ স্বেচ্ছা সেবকগণ ! তোমাদের জ্ঞান বিদ্যা প্রতিভা ও সম্পদে জাতির দাবী আছে তাহা বিস্মৃত হইও না।

করিমগঞ্জের "বয়স্কাউট" দল শ্রীযুক্ত ক্ষিরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ এম, বিটী মহাশয়ের নেতৃত্বে করিমগঞ্জে প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের দীর্ঘজীবন ও কর্ম্মশক্তি প্রার্থনা করি। অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত তারাভূষণ পাল বি-এ, এল-এল-বি, মহাশয়ের প্রচার কার্য্যে উৎসাহ ও আয়োজন বিশেষউল্লেখ যোগ্য।

দক্ষিণ টাঙ্গাইল কায়স্থ সমিতি, ইদিলপুর কায়স্থ সমিতি, বহরমপুর কায়স্থ সমিতি, বহরমপুর মহিলা-কায়স্থ-সমিতি, রাজসাহী কায়স্থ সমিতি, বসিরহাট কায়স্থ পরিষদ, করিমগঞ্জ কায়স্থ-সমিতি, বেলফুলিয়া কায়স্থ-সমিতি, শ্রীফলতলা কায়স্থ-যুবকসঙ্ঘ, নন্দনপুর কায়স্থ যুবকসঙ্ঘ, ইসফপুর যুবকসঙ্ঘ, পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভা, বরংগাইল কায়স্থ সমিতি, জলপাইগুড়ি কায়স্থ সমিতি, প্রভৃতি সমিতি ও সঙ্ঘ আলোচ্যবর্ষে পরিষদের সাহত সম্মিলিত হইয়া প্রচার কার্য্য করিয়াছেন ও পরিষদকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ঐ ঐ সমিতি ও সঙ্ঘের কর্ম্মিবৃন্দের কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হউক, তাঁহাদের সাধনায় জাতি দেবতার মহানিদ্রার অবসান হউক।

খুলনা মহেশ্বর পাশা নিবাসী শ্রীমান গোপালচন্দ্র গুহবর্ম্মা ও দক্ষিণ টাঙ্গাইলের শ্রীমান নৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা এই প্রতিভাবান ছাত্র প্রচারকদ্বয় এ বৎসরেও বেশ প্রচার কার্য্য করিয়াছে, নন্দনপুর নিবাসী বি এ পাঠী শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মাও এ বৎসর হইতে পরিষদের ছাত্রপ্রচারকব্রত গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সমিতি ও সঙ্ঘের ছাত্রপ্রচারক ও স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রচার কার্য্যে তাহাদের অংশ বেশ উৎসাহের সহিত গ্রহণ ও দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছে। জাতির আশীর্ব্বাদ তাঁদের শিরে বর্ষিত হউক।

পরিষদের উদ্যোগে এই বর্ষে বসিরহাটে 'কায়স্থ পরিষদের' ; করিমগঞ্জে 'কায়স্থ-সমিতির" ; খুলনায় "বেলফুলিয়া কায়স্থ সমিতি" "শ্রীফলতলা-যুবকসঙ্ঘ" 'নন্দনপুর-যুবক সঙ্ঘ' "ইসফপুর যুবক সঙ্ঘ" গঠিত হইয়াছে ও তাহাদের কার্য্য বেশ উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত চলিতেছে।

বহরমপুর মহিলা-সমিতি ও মহেশ্বরপাশা মহিলা সঙ্ঘ পূর্ব্বের ন্যায় এবৎসরেও পরিষদের প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং শ্রীফলতলা মহিলা-সঙ্ঘের ও রাজসাহী মহিলাবৃন্দের সহায়তা পরিষদ আলোচ্য বর্ষ হইতে পাইয়া যথেষ্ট শক্তিলাভ করিয়াছে। মা জাগিয়াছে আর কায়স্থের ভাবনা কি ?

পরিষদের উদ্যোগে উপবীতী কায়স্থগণ যথারীতি ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ এবং

দ্বিজাচারে দশবিধ-সংস্কার পালন করিতেছেন; আবশ্যক হইলে দেবদেবী পূজা ও ব্রত নিয়ম ও তাহারা করিয়াছেন, কেহ কেহ স্বগৃহের নিত্য নারায়ণ সেবায় সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহে চিত্রগুপ্ত পূজা, লক্ষ্মীপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতিতে অন্নভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে; ঘরে ঘরে গীতাপাঠের প্রচলন হইতেছে। উপনয়ন সংস্কারে বহুদিন সঞ্জাত কুসংস্কার দূরীভূত হইতেছে, ইহা পরিষদের বিশেষ আনন্দের কথা।

বসিরহাট অঞ্চলের উপবীতী কায়স্থগণকে তাঁহাদের পুরোহিতগণ বর্জ্জন করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে নূতন পুরোহিত গ্রহণ করা হইয়াছিল। বৎসরকাল অতীত না হইতেই পুরাতন পুরোহিত অনেকেই ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছেন। বহরমপুরে এবৎসর উপবীতী কায়স্থ নর নারীগণ সমবেত ভাবে এই প্রথম মা জগদম্বার পূজার সূচনা করিয়াছেন। এস্থানে কায়স্থ-বাড়ীতে পূর্ব্বে দুর্গাপূজা হইত না। কায়স্থ নর নারী ব্রাহ্মণ বাড়ীতে পূজা দিতেন। পৈতা লওয়ার পর ব্রাহ্মণবাড়ী পূজা দিতে গিয়া কায়স্থগণ অবমানিত হইলেন। দুই-বৎসর এই ভাবে চলিল; এবৎসরে মা আনন্দময়ীর আশীর্ব্বাদে বহরমপুরের "মহিলা-সমিতির" উদ্যোগে মায়ের পূজা হইল; অন্ন, পরমান্ন খেচরান, পায়সান্ন ভোগ নিবেদন, প্রণবপুটিত দ্বিজোচিত মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া পুষ্পাঞ্জলী প্রদান, প্রাণ ভরিয়া দর্শন স্পর্শন ও বহু ক্ষুদ্র নারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া দশভুজায় পূজা হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ নিমতিতার বদান্যবর স্বজাতিবন্ধু জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা ১৩৩০ সালে পরিষদকে ৪০০৲ চারিশত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। বৈশাখ হইতে আশ্বিনের গত ষান্মাসিক বিবরণের একশত টাকা প্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়াছে; আলোচ্য বিবরণের তিনশত টাকা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইল; তাঁহার এই স্বজাতি-প্রীতি অর্থশালী কায়স্থগণের আদর্শ হউক।

রাজসাহীর বিদুষী কায়স্থ মহিলা শ্রীমতী রাজমোহিনী দেবী এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলিকাতার জনৈকা কায়স্থ মহিলার আশীর্ব্বাদে এবৎসর পরিষদ ধন্য হইয়াছে।

ভারতদ্রব্য ভাণ্ডারের শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় পরিষদের হাজার শাদা কার্ড ছাপাইয়া দিয়াছেন।

বোলপুর বিশ্বভারতীর ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাকটার গ্লাসগো সহরের সি, ই; এ, আর, টি, সি উপাধিধারি শ্রীযুক্ত চণ্ডিচরণ সিংহবর্ম্মা মহাশয় তাঁহার ৩০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পূর্ব্বের ন্যায় এবৎসরেও পরিষদকে বিনা ভাড়ায় আশ্রয় দান করিয়াছেন। ভাস্তাড়া, হুগলির প্রসিদ্ধ সিংহবংশীয় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় পরিষদের কার্য্যালয়ে আগত ভদ্র মহোদয়গণের অভ্যর্থনার আয়োজন পরিষদের জন্মকাল হইতেই করিতেছেন। পরিষদ তাঁহাদের উভয়ের নিকট নানা বিষয়ে ঋণী। স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমান সুশীলকুমার ঘোষবর্ম্মা বেশ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত পরিষদের কার্য্য করিয়া সকলেরই আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছে।

হিন্দুসভা, বর্ণাশ্রমসভা, ছুৎমার্গ ও বিলাসীতা বর্জ্জন সভা, ছাত্রসভা, দেশের গণমান্য লোকের মৃত্যুতে শোক-সভা, এবং অন্যান্য সমাজ সংস্কার সভায় পরিষদের

প্রচারকগণ বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়াছেন। রাজসাহীর পঞ্চাশ বৎসরের "ধর্ম্ম-সভায়" কায়স্থ সেবক পরিষদের এ দীন সম্পাদক দুই দিন ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছে; ইতিপূর্ব্বে এই ব্রাহ্মণ প্রধান স্থানে ও নানা দিগ্‌দেশাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিপূরিত সভার বার্ষিক উৎসবে ব্রাহ্মণেতর জাতির বক্তৃতা বা উপদেশ দিবার অধিকার দেওয়া হইত না।

করিমগঞ্জ, বসিরহাট এবং বীরভূমের উকীল লাইব্রেরীতে সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ উকীলগণের সহিত পরিষদের প্রচারকগণ কায়স্থ জাতির যজ্ঞসূত্র গ্রহণ সম্বন্ধীয় আলোচনা করিয়া উকিলবৃন্দকে এ আন্দোলনের আবশ্যকতা ও সার্থকতা বুঝাইয়াছেন। তদ্বিবরণ ইংরাজী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

পরিষদের উদ্যোগে যত্নে সহায়তায় ও সহযোগিতায় অনুমান ১২০০ বারশত কায়স্থ সন্তান আলোচ্য বর্ষে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ ও দ্বিজাচার পালন করিতেছেন। তাঁহাদের নাম ধামাদি যথাসময়ে "কায়স্থ পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে। "কায়স্থ সমাজ" পত্রিকাও ঐ সমস্ত নাম ধাম প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু পরিষদের নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যেন তাঁহাদেরই দ্বারা ঐ সমস্ত যজ্ঞসূত্রের বিস্তৃতি ঘটিতেছে। সমাজের সভাপতি মহোদয়ের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

আমাদের পরস্পর সহানুভূতি ও সাহায্য বৃদ্ধির উপরেই জাতির কলঙ্ক মোচন ও আত্মসম্মান নির্ভর করিতেছে। উপবীতী লক্ষাধিক কায়স্থ সন্তান জাতীয় কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মবোধে বার্ষিক একখণ্ড রৌপ্য মুদ্রা উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা করিলে হৃতসর্ব্বস্ব ও হৃতগৌরব কায়স্থ আবার পূর্ব্বসম্পদ ও লুপ্তগৌরব ফিরাইয়া আনিতে পারে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আয়ঃ—

মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা নিমতিতা ৩০০৲ অমৃতলাল সিংহ চৌধুরি বর্ম্মা কলিকাতা ৫৬৲ বসিরহাট কায়স্থ পরিষদ ৩০২৲ ইদিনপুর কায়স্থ সমিতি ১০২৷৷০, বেলফুলিয়া কায়স্থ সমিতি ১৩৪৷০, রাজসাহী কায়স্থ সমিতি ১৪৲ করিমগঞ্জ কায়স্থ সমিতি ১৬৲ শ্রীফলতলা কায়স্থ যুবক সঙ্ঘ ভিক্ষালব্ধ ১৯৲, নন্দনপুর কায়স্থ যুবক সঙ্ঘ ভিক্ষালব্ধ ২৩৶১০, ইসফ্‌পুর কায়স্থ যুবক সঙ্ঘ ৩২৲ বহরমপুর কায়স্থ সমিতি ডাকযোগে ৭৲ বহরমপুর মহিলা কায়স্থ সমিতি ডাকযোগে ১৩৲ রাজমোহিনী দেবী রাজসাহী ১০৲ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কায়স্থ মহিলা কলিকাতা ৩৮৲ আমানত জমা ১৬৷৷৵০ পুস্তকের মূল্য জমা ১৫৷৷৴০ উপবীতের মূল্য জমা ১৭৶১০ সুরেন্দ্রমোহন সরকার বর্ম্মা বহরমপুর ৫৲ তারক নাথ ঘোষ বর্ম্মা বরিশাল ৫৲ মহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ বি, এল; খুলনা ১০৲ দেবেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা শ্রীপুর ১৲ বিবিধ আয় ১৫০—মোট ১১৩৯৷৵০।

আলোচ্যবর্ষে পরিষদের ব্যয়ঃ—

উপনয়নকেন্দ্র ১২ দফা	২৫২৷৷৵১৫	উপবীত খরিদ	১৯৷৵০
আচার্য্য হোতা } তন্ত্রধারক সদস্য বিদায় }	২১০৸৵০	ষ্টেশনারি খরিদ	৮৶১০
		আমানত শোধ	৯৲

অধ্যাপক বিদায়	১৭৲	বিবিধ ব্যয়	১০॥৶০
পাথেয় খাতে	১৩৫৸১০	প্রণামী খাতে	৫৲
ডাক টেলিগ্রাম	২৭৸১০	বিপন্নের সাহায্য খাতে	১২৲
পুস্তক খরিদ	৭৸৶০	৩ দফা	
প্রচারক বিদায়	৪১১৲	স্বেচ্ছাসেবক খাতে	৩৲

মোট—১১৩০৶৫।

আয়—১১৩৯।৵০ সাবেক জের ১৶১৫ মোট ১১৪০॥৶১৫

ব্যয়—১১৩০৶৫ মজুত ১০।৶১০ দশ টাকা সাড়ে সাত আনা।

এতদ্ব্যতীত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা ১৫০৲ এক শত পঞ্চাশ ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক কায়স্থ সুহৃদ ১৭০৲ মোট ৩২০৲ তিন শত কুড়ি টাকা ব্যক্তিগত ভাবে প্রচারকগণকে বিদায় দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞাতা জানাইতেছি ও তাঁহাদের আনন্দময় দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

প্রচার কার্য্য আরও বিস্তৃত করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে উপযুক্ত প্রচারক পাঠাইতে হইবে। কায়স্থ সন্ন্যাসী দল গঠন করিয়া জাতির সঞ্জীবনী মন্ত্র গাহিতে হইবে। সমাজ সংস্কার ও প্রচার ব্রতে বহু শিক্ষিত সন্ন্যাসীকে ব্রতী করিতে হইবে। অবনত জাতিকে উন্নত, হৃতগৌরব জাতিকে গৌরবান্বিত আত্মহীন—স্বরূপ চ্যুত জাতিকে আত্মস্থ করিতে হইবে। কায়স্থ জাতির আদর্শে বাংলার সমস্ত জাতি গুলিকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। অস্বাস্থ্যকর দেশাচার ও কুসংস্কারের প্রভাব হইতে জাতির সামাজিক ও নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। এ বিরাট কার্য্যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, বিরাট সাধনার আবশ্যক। জাতি মুক্তহস্ত না হইলে এই বহু ব্যয় সাধ্য ও বহু বিঘ্ন সঙ্কুল প্রচার কার্য্য চলিবে না; আত্মবিস্মৃত জাতির মহাজাগরণ আসিবে না। এই সমাজ সংস্কার ও সমাজ সংগঠন কার্য্যে কায়স্থ মাত্রেরই সহানুভূতি ও সাধ্যমত অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। পতিত জাতির উদ্ধার কল্পে আপনাদের প্রদত্ত প্রত্যেক মুদ্রা অনন্ত পূণ্য সঞ্চয় করিয়া দিবে সন্দেহ নাই।

জবাকুসুম সঙ্কাশ সাবিত্রী মাতার বরণীয় তেজে কায়স্থ জাতির শূদ্রাচার ও বিমিশ্রাচারের মধুকৈটভ কালিমা বিদুরিত হউক।

"ব্রহ্ম বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমূরূদরং বিশঃ।
পাদৌ যস্যাশ্রিতাঃ শূদ্রাস্তস্মৈ বর্ণাত্মনে নমঃ॥"

বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্॥

পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী
সম্পাদক—প্রচার পরিষদ
(৩০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কায়স্থ-পত্রিকা

২৩ বর্ষ | চৈত্র—১৩৩১ | ১২শ সংখ্যা

পণপ্রথা

প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখা যায় যে, এক সময় কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। কন্যা পণকে 'শুল্ক' বলিত। শুল্ক=Bride Price বা কন্যা মূল্য। প্রথমতঃ পিতাই এই মূল্য গ্রহণ করিতেন। ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতায় বিধান করা হইয়াছে যে :—

পিত্রে ন দদ্যাৎ শুল্কন্ত কন্যাং ঋতুমতীংহরন্

ইহা হইতে মনে করা অসঙ্গত নহে যে যদি পিতা বয়ঃস্থা কন্যাকে অনূঢ়া অবস্থায় গৃহে রাখিতেন, তবে বর শুল্ক বা কন্যাপণ না দিয়াই যে কন্যা গ্রহণ করিতে পারিত। ক্রমশঃ এই শুল্ক পিতার সম্পত্তি না হইয়া স্ত্রীধন বলিয়া বিবেচিত হইল :—

বৃত্তিরাভরণং শুল্কং লাভশ্চ স্ত্রীধনং ভবেৎ—দেবল।

মিতাক্ষরায় দেখিতে পাই যে, ঐ শুল্ক-স্বামিনীর মৃত্যু হইলে শুল্করূপ স্ত্রীধন তাহার সন্ততি না পাইয়া তাহার সোদরেরা পাইত। ইহা হইতে মনে হয় যে এক সময় এ দেশে কন্যা পণ প্রথা বদ্ধমূল ছিল। এখনও দেখা যায় হিন্দু-সমাজভুক্ত উচ্চবর্ণেতর কোন কোন জাতির মধ্যে এই কন্যাপণ গ্রহণ সুপ্রচলিত আছে।

শুল্ক গ্রহণ উচিত কি অনুচিত, সঙ্গত কি অসঙ্গত, সে কথা আমাদের এখন বিবেচ্য নহে। তবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে যখন শুল্ক বা মূল্য দিয়া কন্যা গ্রহণ করিতে হইত, তখন সমাজে কন্যার একটা "কদর" ছিল। কন্যা এখনকার মত একেবারে মূল্যহীন পণ্য দ্রব্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। ক্রমশঃ কন্যা-বিক্রয়ী সমাজে নিন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু কন্যার স্থলে যদি পুত্র বিক্রয় করা হয়, তবে পুত্র-বিক্রয়ী-পিতা সমাজের মধ্যে কোন আসনে বসিবেন? এখন

আমাদের সমাজে অনেক পিতাই পুত্রবিক্রয়ী। তাহার ফলে যে, বিবাহ বিভ্রাট ঘটিয়াছে তাহা সকলেরই সুবিদিত। বোধ হয় আমাদের কায়স্থ সমাজই এই পুত্র পণপ্রথায় বিশেষ ভাবে জর্জ্জরিত। সেই জন্যই দুই জন কায়স্থ নাট্যকার—স্বর্গগত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—রঙ্গমঞ্চে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সভা যে সকল উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই পণপ্রথা নিবারণ তাহাদিগের অন্যতম। আমার মনে আছে যখন স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের নেতৃবৃন্দ সমাজের হিতাকাঙ্খায় সমবেত হইয়া এই বর-পণ নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। তদবধি নানা সভা সমিতিতে এ বিষয়ের আন্দোলন হইয়াছে এবং আমরাও কায়স্থ-সভাতে বর্ষে বর্ষে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফলে বর-পণপ্রথার যে কোনরূপে সঙ্কোচ হইয়াছে তাহা মনে হয় না, বরং এই বিষ সমাজশরীরে আরও নিবিড় ভাবে প্রবিষ্ট হইতেছে। ইহাতে মনে হয় যে, সমাজ হইতে ঐ প্রথা আমরা কিছুতেই সত্বর নিরাকৃত করিতে পারিব না। দু' চারি জন উদার সদাশয় লোক হয়তো বর পণ না লইয়া পুত্রের বিবাহ দিবেন, কিন্তু অধিকাংশ কন্যার পিতাকেই উচ্চ পণ দিয়া বাজারে বর ক্রয় করিতে হইবে।

প্রধানতঃ এই বর-পণপ্রথার ফলেই কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। গৌরী-দান ও রোহিণী-দান এখন কদাচিৎ দেখা যায়। পনের, ষোল, সতের, আটার, উনিশ, কুড়ি বৎসর-বয়স্কা অনূঢ়া কন্যা এখন অনেক ঘরেই দেখা যাইতেছে। এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যাহাকে Old Maid problem বা বর্ষীয়সী কুমারীর সমস্যা বলে, সেই সমস্যা শীঘ্রই আমাদের সম্মুখীন হইবে। এই সমস্যা প্রবল হইবার পূর্ব্বেই ঐ সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। নতুবা এই বঙ্গদেশে দেড়শ, দুইশ' বৎসর পূর্ব্বে কুলসর্ব্বস্ব কুলীনদিগকে যে দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল, আমাদেরও সেই দুর্দ্দশা আক্রমণ করিবে। ব্যাপার যেরূপ ঘনাইয়া আসিতেছে তাহাতে মনে হয় ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে ঘরে ঘরে, বিশেষতঃ গরীবের ঘরে অনেক কন্যাকে আজীবন অনূঢ়া অবস্থাতেই জীবন কাটাইতে হইবে। কুলীন সমাজে আমরা ঐ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আমার স্মরণ আছে, আমার বয়স যখন দশ এগার বৎসর, তখন আমি কালীঘাটে একটী ৫৪।৫৫ বৎসরের অনূঢ়া ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখিয়া ছিলাম।

আমাদের পৌত্রেরা এরূপ অনেকানেক কায়স্থ কন্যা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। সমাজে আমরা সদাচার প্রতিষ্ঠার যতই চেষ্টা করি না কেন, এরূপ স্থলে সর্ব্বত্র চরিত্র রক্ষা সম্ভব হইবে না। এখন হইতে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করা উচিত। এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেকটা উদার ছিলেন। সেই জন্য দেখিতে পাই প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থে কানীন, সহোঢ়জ গূঢ়োৎপন্ন প্রভৃতি পুত্রের গণনা আছে। এইরূপ পুত্র পুত্র বলিয়া গণ্য হইত এবং উত্তরাধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত হইত না। ঋষিরা কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমশঃ কমাইয়া আনিয়া এইরূপ পুত্রের সম্ভাবনা অনেকটা খর্ব্ব করেন। আবার যখন কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতেছে এবং সমাজ মধ্যে আজীবন অনূঢ়া অনেক কন্যাকে স্থান দিতে হইবে তখন এ সম্বন্ধে আমরা কি করিব তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। কথাটা আদৌ প্রীতিকর নহে; কিন্তু কথাটাকে মনে স্থান না দিলেও যখন ব্যাপারটা সমাজে স্থান গাড়িয়া বসিবে তখন বুদ্ধিমানের উচিত পূর্ব্বাহ্ণে তাহার বিষয়ে ব্যবস্থা করা। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ" এই প্রবাদ বাক্য যেন আমাদের সামাজিক জীবনে সার্থক না হয়।

আর এক কথা। কন্যাকে যাহাতে পাত্রস্থ করিতে পারি সে বিষয়ে আমরা চেষ্টার ক্রটী করিনা। ইহার ফলে অনেক পিতা "করুণাময়ের" মত সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন ও হইবেন; অনেক কন্যা 'স্নেহলতার' মত আত্মহত্যা করিয়া পণ প্রথারূপ রাক্ষসীর কবল হইতে উদ্ধার পাইবে। কিন্তু তথাপি অনেক কন্যা আজীবন অনূঢ়াই রহিয়া যাইবে। ইহাদের জন্য সমাজ কি ব্যবস্থা করিবেন? অবশ্য তাহাদের পিতা যতদিন জীবিত থাকিবেন তাহারা কোনরূপে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিবে। কিন্তু তাহার পর? তাহারা কি ভ্রাতৃজায়ার দাসী বৃত্তি করিয়া জীবন পাত করিবে এবং প্রতিপদক্ষেপে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবে? আমার মনে হয় এমন দিন আসিয়াছে যখন আমাদিগকে এ সকল কথা নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিতে হইবে, এবং এই উদগ্র সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার করিতে হইবে।

যাঁহারা সমাজের নেতা আমি এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আমার মনে হয় প্রত্যেক পিতার কর্ত্তব্য হইবে অনূঢ়া কন্যাকে পুত্রের ন্যায় "দায়াদ" বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা। ঐ বিষয়ে মহম্মদীয় আইন আমাদের অনুকরণীয়। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে মুসলমান আইনের ব্যবস্থা মতে পুত্র কন্যা উভয়েই (তুল্যাংশে না হউক) পিতার সম্পতিতে উত্তরাধিকারী হয়। আমার মনে হয় হিন্দু আইনেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা

উচিত। যত দিন সেইরূপ ব্যবস্থা না হয় ততদিন হিন্দু পিতার উচিত হইবে উইলের দ্বারা কন্যার পক্ষে বিশিষ্ট বিধান করা। ইহা গেল বিত্তশালীর পক্ষে ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী পিতাই নিঃস্ব অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের অনূঢ়া কন্যার কি উপায় হইবে ? সে কন্যার ভ্রাতা হয়তো নিজের স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করিতেই অসমর্থ। সে ভগিনীদিগের ভার কিরূপে বহন করিবে ? যদিই বা করে তথাপি সে ভগিনীকে নিশ্চয়ই ভ্রাতার অন্ন, ভ্রাতৃজায়ার নির্য্যাতন-ব্যঞ্জনের সহিত ভোজন করিতে হইবে। অতএব আমার মনে হয় যে সময় আসিয়াছে যখন আমরা কন্যাদিগকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিব যে তাহারা যেন স্বাবলম্বিনী হইতে পারে, অর্থাৎ যাহাতে আবশ্যক হইলে তাহারা শিক্ষয়িত্রী-রূপে বা ধাত্রীরূপে বা পণ্যশিল্প রচয়ত্রীরূপে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারে।

এ সকল গুরুতর সমস্যা। হয়তো ইহার ফলে হিন্দু সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। যাঁহারা সমাজের রক্ষণশীল, যাঁহারা সেই দুর্দ্দিন বারণ করিতে ইচ্ছুক, আমি তাঁহাদিগকে সাগ্রহে এই সকল সামাজিক সমস্যা সমাধান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। শুভমস্তু।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আচার ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম

বাঙ্গালার বাহিরের যেখানে কায়স্থ আছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের নামে বর্ম্মা শব্দ বা ত্রাতা শব্দ এবং কায়স্থ মহিলারা নামান্তে দেবী শব্দ ব্যবহার করেন; আর তাঁহারা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত বলিয়া জানেন ও বলেন, এবং প্রমাণ স্বরূপ উপবীত গ্রহণ করেন। কিন্তু কি কুক্ষণে কি কুহকে পড়িয়া বঙ্গের কায়স্থগণ তাঁহাদের সনাতন ক্ষত্রিয়াচারের জ্বলন্ত প্রমাণ উপবীত ত্যাগ করিয়া-ছিলেন, তাহার রহস্য সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করিবার সম্পূর্ণ প্রমাণ না পাওয়ায় বঙ্গের কায়স্থ-গণের মধ্যেই এখন নানারূপ সন্দেহের কথা শুনা যাইতেছে। উপবীত ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম, তন্ত্রধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই তিন ধর্ম্মই এই দেশে অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় ইহাদের ঘাত প্রতিঘাতে বঙ্গের কায়স্থের

উপবীত লোপ হইয়াছে। সমগ্র ভারতেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতার সময় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপবীত একরূপ লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু, শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্ম ধ্বংশ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করেন। তিনিই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করেন, এবং তাঁহাদিগের গুণকর্ম্ম বিচার করিয়া কাহাকে ব্রাহ্মণত্ব, কাহাকে ক্ষত্রিয়ত্ব, কাহাকে বৈশ্যত্ব, ও কাহাকে শূদ্রত্ব প্রদান করেন। এইরূপে তিনি চারিবর্ণাশ্রম স্থির করিয়া দেন এবং লুপ্ত সংস্কারের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সময় হইতেই ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হয়। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যখন হিন্দু বা আর্য্যদিগের ভারত বৌদ্ধ-ভারত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বৌদ্ধদিগের তুলনায় হিন্দুগণ মুষ্টিমেয় ছিলেন। এই কালে ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া নূতন করিয়া কতকগুলি বিধি ও নিষেধ প্রণয়নে হিন্দুধর্ম্ম বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন; তন্মধ্যে একটি হইতেছে যে, কলিতে হিন্দু সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য দেখিলেন, ইহা সমীচীন হয় নাই। এইজন্য তিনি তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণের বিধি মানিলেন না; তিনি সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে উন্মূলিত করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দু-ভারতের প্রতিষ্ঠা করিলেন, সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বজায় রাখিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের বঙ্গে আগমনের কথা শোনা যায় না; তিনি বঙ্গে না আসায়, বঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আদৌ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মহারাজা আদিশূরকেও যজ্ঞ করিবার সময় ব্রাহ্মণ না পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। আর "বল্লাল চরিত" গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীদলের সন্ন্যাসী সিংহগিরি, তিনিই মহারাজা বল্লালকে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহা হইতে এই পাওয়া যায় যে, ঐ সময় হইতে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে, কিন্তু খাঁটি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ঠিক প্রচার হয় নাই। খুব সম্ভব এই জন্য বঙ্গের কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও উপবীত বিহীন থাকিয়া যায়, এবং উপবীত না থাকায় কালধর্ম্মে কতকগুলি শূদ্রাচার আপনা আপনিই তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। বিদেশাগত ব্রাহ্মণগণ নিজেদের গুরুগিরি ও পৌরহিত্য বজায় রাখিতে তন্ত্রধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও নিজেদের উপবীত রাখিতেই বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্যক প্রচার না থাকায় বিদেশাগত পঞ্চ-কায়স্থের সন্তানগণ এদেশের বৌদ্ধধর্ম্মত্যাগী বিশাল কায়স্থের মধ্যে পড়িয়া তন্ত্রধর্ম্মের ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে ক্রমশঃ উপবীত হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

সুতরাং অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থের উপবীত রহিয়াছে, কেবল বাঙ্গালার কায়স্থেরই উপবীত নাই। যখন বাঙ্গলার কায়স্থগণ ভারতের একই বিশাল কায়স্থ সমষ্টির অংশ, তখন তাঁহাদের একরূপই সংস্কার হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এখন যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া অন্যান্ত প্রদেশের কায়স্থের ন্যায় আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং ধর্ম্মকর্ম্মে ক্ষত্রিয়াচার পালন করিতেছেন, তাঁহারা যে ন্যায় সঙ্গত কার্য্য করিতেছেন, এবং স্বজাতির ও স্বদেশের লুপ্ত মান সম্ভ্রম বজায়ের চেষ্টা করিতেছেন ও দেশের মুক্তির সোপান তৈয়ারী করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা যে ক্ষত্রোচিত ধর্ম্ম কর্ম্ম ও আচার পালন করিতেছেন তাই দেখিয়া অনুপবীতিগণের মধ্যে অনেকের ধর্ম্মকর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ জন্মিয়াছে। ঐ সন্দেহ সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তাঁহাদের সন্দেহ হইতেছে যে, (১) পিতা অনুপবীতী এবং পুত্র উপবীতী কিংবা উপবীতীর অনুপবীতী জ্ঞাতিবর্গ, অশৌচকালে কিরূপ অশৌচ হইবে। (২) উপবীতিগণ দ্বাদশাহ অশৌচ গ্রহণ করিল, কিন্তু অনুপবীতী মাসাশৌচ গ্রহণ করিল—ইহা কিরূপ হইবে ? (৩) মহাগুরু (মাতা পিতা) বিয়োগ হইয়াছে, এক ভ্রাতা উপবীতী ও এক ভ্রাতা অনুপবীতী, এস্থলে কি একজন দ্বাদশাহ ও একজন এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিবে ?—এইরূপ সন্দেহের কথা অনেকে তুলিয়াছেন। কোন কোন স্থলে কেহ ১২ দিন, কেহ ৩০ দিন অশৌচ পালন করিয়াছেন। এখন এখানে বিচার্য্য বিষয় কি, তাহা দেখা আবশ্যক। এখানে বিচার্য্য বিষয় অশৌচ নয়, বিচার্য্য হইতেছে বর্ণ। যে যে বর্ণের অন্তর্গত হইবে সে সেই বর্ণোচিত অশৌচ পালন করিবে। যে ক্ষত্রিয় সে উপনীতই হউক বা অনুপনীতই হউক, সে ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত আচার পালন করিবে। যে শূদ্র সে যদি জোর করিয়া উপবীত গলায় পরে, তাহা হইলেও সে মাসাশৌচ গ্রহণ করিবে। অতএব কায়স্থ যখন ক্ষত্রিয়-বর্ণের অন্তর্গত তখন কায়স্থমাত্রেই উপনীত হউন, বা নাই হউন, তাহার ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত আচার ও ধর্ম্ম পালন করিতেই হইবে। ক্ষত্রিয়ের অশৌচ ১২ দিন, সুতরাং কি উপনীত কি অনুপবীত প্রত্যেক কায়স্থই দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিবে, কায়স্থের এক মাস অশৌচ গ্রহণ করা আদৌ উচিত নয়, ইহাই যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্ম। তবে যদি কেহ ইহা না মানেন, তাহার উপায় কি।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ উপবীত গ্রহণ ও দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করেন নাই; তাঁহারা কি মূর্খ ছিলেন বলিয়াই এইগুলি করেন নাই ? আর আমরা মহাপণ্ডিত হইয়াছি, সুতরাং সেই প্রাচীন

মূর্খগণের মূর্খতায় না ভুলিয়া নিজেরা মহাবুদ্ধিমানের কার্য্য করি ? এ জাতীয় প্রশ্ন আমায় প্রায় শুনিতে হয়। ইহার উত্তর হইতেছে যে, আমরা মহাপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান হইয়াছি ইহাও ঠিক নয়, কিংবা পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ অজ্ঞ মূর্খ ছিলেন ইহাও ঠিক নয়। অবস্থা বুঝিলেই ইহার উত্তর আপনা হইতে হইয়া যাইবে। প্রথম দেখিতে হইবে যে, আমরা কি বিষয়ের পর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতেছি। দ্বিতীয় দেখিতে হইবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমরা যাহাতে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি তাহা তাঁহারা পাইয়াছিলেন কি না। তৃতীয় দেখিতে হইবে তাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যে কথায় বিশ্বাস করিয়াছেন, আমরা কেন তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। এই সামান্য বিষয় গুলিতে একটু নজর দিলেই পরিস্ফুট হইবে। প্রথম দেখা যাইতেছে যে, আমরা কায়স্থ, আমরা আমাদিগকে ক্ষত্রিয়-বর্ণ বলিতেছি; এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ পাইতেছি। দ্বিতীয়—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই সকল গ্রন্থ পান নাই। কেন পান নাই ? কারণ, তৎকালে এই সকল গ্রন্থ হস্তলিখিত ছিল, এবং উহা অতি অল্প পরিমাণই দেশে ছিল, হাতের লেখা বলিয়া অনেকেই পড়িতে পাইতেন না এবং বহুকষ্ট করিয়া হাতের লেখা পড়িতে হয়, ঐ কষ্ট অনেকে স্বীকার করিতে চাইতেন না; আর গ্রন্থ ব্রাহ্মণগণের নিকটে ছিল, তাঁহারা তাহা যক্ষের ধনের ন্যায় রাখিতেন, ব্রাহ্মণেতর জাতিকে দিতেন না; সুতরাং শাস্ত্রে কি আছে তাহা ব্রাহ্মণেতর জাতি জানিত না; আর শাস্ত্রের প্রকৃত আলোচনার অভাবে খাঁটি খবর ব্রাহ্মণগণ নিজেও জানিতেন না। জাতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যা খুসি মনগড়া কথা বলিতেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন বলিয়া তাঁহারা যাহা বলিতেন তাহাই বেদবৎ বিশ্বাস করিয়া লইতেন। এই জন্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পুস্তক না পাইয়া, নিজেরা উহাতে কি আছে তাহা দেখিতে না পাওয়ায় এবং যাহাদের কাছে শুনিয়াছেন তাঁহারা হয় ঠিক বলেন নাই, অথবা শাস্ত্র না দেখিয়া মনগড়া কথা বলায়, পূর্ব্ব পুরুষগণ উহাই চিরাচরিত নিয়মে বিশ্বাস করায় তাঁহারা আর অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক বোধ করেন নাই। সুতরাং কায়স্থের বর্ণ-বিচারের যে প্রধান ভিত্তি পুরাণাদিগ্রন্থ তাঁহারা পান নাই। তৃতীয় তাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতেন কিন্তু আমরা তাহা ত পারিতেছি না। কেন ? ইহার কারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সময়েও যেরূপ ছিলেন এখনও সেইরূপই আছেন; বরং তখন এক এক পণ্ডিত এক এক শাস্ত্রে সুনিপুণ হইতেন, এখন আর সেরূপ সুপণ্ডিত হইতেছেন না; এখন

পল্লবগ্রাহিত্ব বিদ্যা হইতেছে। তখনকার পণ্ডিতগণ ন্যায়শাস্ত্র, কিংবা কিঞ্চিৎ স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন, অন্য শাস্ত্রে কি আছে বা নাই, তাহার তোয়াকা বড় একটা রাখিতেন না—এইজন্য এদেশ হইতে এপর্য্যন্ত বেদ, সমগ্র স্মৃতি সংহিতা, অর্থশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র বা সমগ্র পুরাণ পাওয়া যায় নাই। যাই হউক তখনও যেমন ইতিহাস, সমগ্র স্মৃতি, পুরাণ, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পড়েন নাই, আলোচনা করেন নাই, এখনও তাই; সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত কথা মানিয়া লওয়া চলে না বলিয়াই আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের গাজুরি কথাগুলিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতেছি না। যে সকল ব্রাহ্মণ পুরাণাদি শাস্ত্র একটু আলোচনা করিয়াছেন, এবং গোড়ামিশূন্য তাঁহারা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিবেন সেইদিন যেদিন তাঁহারা কাজে গোড়ামি ত্যাগ করিয়া সেই প্রাচীন কালের ন্যায়-চক্ষে শাস্ত্র দেখিতে শিখিবেন। মহাত্মা শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন—তিনি তৎ-কালের ক্ষুদ্রচেতা ব্রাহ্মণগণের কথা উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী সৃষ্টি করিয়া সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মতেজ ছিল বলিয়া তিনি একাকী প্রবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। সেই-রূপ বঙ্গের যে সকল ব্রাহ্মণে একটু ব্রহ্মতেজ আছে, তাঁহারা ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়া উদারতা প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রমর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া কায়স্থকে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আর যাঁহাদের ব্রাহ্মণোচিত তেজ ও জ্ঞান নাই তাঁহারাই কেবল কায়স্থের এই উন্নতির পথে হন্তারক হইয়া দাঁড়াইয়া দুর্ব্বল চিত্ত কায়স্থগণকে সন্দেহ-দোলায় দোলাইতেছেন। ব্রাহ্মণগণ এত দুর্ব্বলতা দেখাইতেছেন কেন—বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের কি এ সাহস হয় না যে, একটা পুরাতনী প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করি? যাঁহাদের হাতে সমাজ ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা এত দুর্ব্বল চিত্ত কেন? সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন না কেন? যদি কাহারও কিছু সন্দেহ থাকে, সে সন্দেহ নিরাকৃত করিয়া তিনি নিজের ব্রহ্মতেজ প্রকাশে আপাতঃ প্রতীয়মান অশুদ্ধকে শুদ্ধ করুন না কেন!

পরিশেষে এইমাত্র বক্তব্য যে, কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহার শাস্ত্রীয় অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে এবং ইহা ব্যতীত বঙ্গ ব্যতিরিক্ত ভারতের সর্ব্বত্রই কায়স্থ আছেন তাহারা ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া স্বীকৃত, সুতরাং এই জাজ্বল্যমাণ প্রমাণ থাকা সত্ত্বে কায়স্থ

যে ক্ষত্রিয় নয় তাহা আদৌ বলা চলে না। যখন কায়স্থ ক্ষত্রিয় তখন কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত আচার হওয়া উচিত। অতএব কায়স্থ মাত্রেরই স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে নামের শেষে দাসী ও দাস শব্দ ব্যবহার বর্জ্জন নিতান্ত প্রয়োজন এবং তৎস্থলে দেবী ও বর্ম্মা ব্যবহার একান্ত কর্ত্তব্য; কেহ যদি এখনই ইহা না পারেন তাহা হইলে অন্ততঃ মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের কথাই গ্রহণ করুন; অর্থাৎ স্ত্রীমাত্রেই স্বামীর পদবী গ্রহণ করিবেন এবং পুরুষ নামান্তে কেবল পৈত্রিকপদবীই ব্যবহার করিবেন। আর অশৌচ সম্বন্ধে উপবীতী ও অনুপবীতী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক কায়স্থেরই ১২ দিন অশৌচ গ্রহণ করা যুক্তি ও ধর্ম্ম-সঙ্গত। যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, হয় তো পূর্ব্বপুরুষগণকে এবিষয়ে কেহ উদ্বোধিত করে নাই; তাঁহারা ব্রাহ্মণের পরেই নিজেদের স্থান পাইয়া আসিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদিগের মনে এবিষয়ের কথাই উঠে নাই। কিন্তু রিজলি সাহেবের দ্বারায় জাতির স্থান নির্দ্ধারণের কালে কায়স্থকে সমাজে ও বর্ণে নীচু করিতে যাওয়ায় এই আন্দোলন উঠিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষগণ তো এ অবস্থায় পড়েন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বপুরুষগণের এই অবস্থা ঘটিলে তাঁহারাও আমরা যাহা করিতেছি তাহাই করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই তাঁহাদের সময়ে কথা উঠে নাই, উঠিবার কারণ ঘটে নাই, তাঁহারা এবিষয়ে নিরুৎসাহ ছিলেন। এ কারণে পূর্ব্বপুরুষের মুখাপেক্ষী মহাশয়দিগের প্রতি অনুরোধ শুধু পরের মুখে ঝাল না খাইয়া এবং পূর্ব্বপুরুষগণের নজির না দিয়া শাস্ত্রে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ দেখুন। অতএব কায়স্থমাত্রেরই মাসাশৌচ ত্যাগ করিয়া দ্বাদশাহাশৌচ গ্রহণ করা ধর্ম্মতঃ সঙ্গত ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে যদি কেহ শাস্ত্রার্থ না শুনিয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্যায় ব্যবহার করেন তাহার উপায় নাই। কেহ বলেন যে এত কাল একমাস অশৌচ পালন করিয়া এখন দ্বাদশাহাশৌচ গ্রহণ করিলে এতকাল যাহা করিয়াছি তাহার কি? ইহাতে কি আসে যায়—যত দিন জানিতে পারি নাই ততদিন একটা ভ্রান্ত ধারণার বশে এক কাজ করিয়াছি, এখন যাহা ঠিক দেখিতেছি ও বুঝিতেছি তাহাই করিব—ইহাই মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব!

সম্পাদকীয়

কায়স্থ-কুলোজ্জ্বল

স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক

ও

ইচাপুরের বসু-মল্লিক-বংশ।

বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ (ইং ৩০শে নবেম্বর ১৯২৪) রবিবার কায়স্থকুলগৌরব, ক্ষাত্র-মহিমা-পুনোরুদ্ধার-প্রয়াসী, বাঙ্গালী সেনাদল-প্রবর্ত্তক, স্বজাতি ও স্বদেশবাসীর মুখোজ্জ্বল, চিকিৎসক-শিরোমণি, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহোদয় স্বজাতি ও স্বদেশবাসীকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার গৌরবান্বিত স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে (রবিবার, ২২এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ইং ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪) গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন ও তদীয় আত্মীয়গণের শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক স্বদেশে ও বিদেশে বহু বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া শেষে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সবিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। তিনি লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ মেডিক্যাল কলেজ হইতে সর্ব্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে লণ্ডনের দুই তিনটী বড় বড় হাঁসপাতালে 'স্থায়ী' চিকিৎসক-রূপে কার্য্য করিয়া বহুতর অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং শেষে দেশে ফিরিয়া আসেন। অল্প দিনেই তিনি তাঁহার অশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া কলিকাতার এক জন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক-রূপে পরিগণিত হন এবং Chest, Lungs ও Throat সম্বন্ধীয় রোগ-সমূহের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে থাকেন। বহু আশাহীন মৃত্যু-মুখে পতিত বা আশঙ্কিত, অন্যান্য চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে তিনি অল্প দিনে সুচিকিৎসার গুণে নিরাময় করেন। বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের ন্যায় তিনি অতি অল্প মাত্রায় ভেষজাদি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের কথা বিশদ করিয়া বিবৃত করিবার আবশ্যক নাই। কলিকাতাবাসী জাতি-নির্ব্বিশেষে অনেকেই তাঁহাকে চিকিৎসকরূপে পাইলে সুখী হইত। তিনি বিলাত-প্রত্যাগত হইরাও হৃদয়ে খাঁটি স্বদেশী ছিলেন এবং হিন্দু-সন্তান বলিয়া আপনাকে পরিচয় করাইতে গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার হৃদয়-নিহিত হিন্দু-জাতির মহত্ত্বের ভাব তাঁহাকে হিন্দু-মতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও শ্রীশ্রীনারায়ণ বিগ্রহের সমক্ষে বসিয়া হিন্দুর প্রাজাপত্য বিবাহ-পদ্ধতির অনুস্মরণে বিবাহিত করিতে বাধ্য করে। তাঁহার সহধর্ম্মিণী বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব প্রখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার-প্রবর কায়স্থ-কুল-ভূষণ দেশহিতৈষী স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ মহোদয়ের কন্যা। দেশে যাহাতে সুচিকিৎসা ও সেবা-পরিচর্য্যা জাতির নিজাধিকারে প্রবর্ত্তিত হয়, সে বিষয় তিনি বিশেষ চেষ্টাপরায়ণ ছিলেন। King's Hospital নামক চিকিৎসা ও সেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথমে তাঁহার উক্ত বাসনা ফলবতী করেন। শেষে ঐ Hospitalটী Calcutta Medical School নামক প্রতিষ্ঠানটীর সহিত সংযোজিত হয়; এ সকল কথা অনেকেই অবগত আছেন। এই প্রতিষ্ঠানটী যে কলিকাতা সহরে অনেক কার্য্য করিতেছে ও উহার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতে প্রতি বৎসরই জানা যায়। ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয় এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রচারানুষ্ঠান-দ্বারা জাতির যে উপকার সাধন করিয়াছেন; হয় ত আর এক জন বঙ্গের কৃতি সন্তান-দ্বারা সেইরূপ কার্য্য অসম্ভব হইত না, কিন্তু তিনি আর একটী যে মহৎ কার্য্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—যে কার্য্যে আর এক জন দেশমান্য ভিষককুল-শিরোমণি, অস্ত্রোপচার-নৈপুণ্যে দেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ Surgeon, কায়স্থ-কুলোজ্জ্বল প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে ও কায়স্থ-কুল-ভূষণ অকালে পরলোকগত পাইকপাড়ার রাজবংশধর বদান্য স্বর্গীয় রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে সহযোগীরূপে পাইয়া ছিলেন—সেই কার্য্যের কথা উল্লেখ না করিলে ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিকের জীবনের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় না।

কায়স্থের দ্বারা শাসিত—চাঁদরায়, কেদার রায়, সীতারাম রায়, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের শৌর্য্য-বীর্য্যে-গৌরবান্বিত বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান কালের ক্ষাত্র-মহিমাহীনা কলঙ্কময়ী অবস্থার উচ্ছেদ-সাধন-প্রয়াসী হইয়া ডাক্তার শরৎকুমার বাঙ্গালী জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য, ক্ষাত্র-শৌর্য্যে গৌরবান্বিত করিবার জন্য বাঙ্গালী-সেনাদল-গঠন-প্রয়াসী হইয়া যে মহৎ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক হইয়া গেলেন—ইহাই নিজ জাতিকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

নিজ জাতিকে বহুদিনের আলস্য ত্যাগ করাইয়া, জাতীয় জীবনের কর্ম্ম-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জীবন রণক্ষেত্রের নাম-মাত্র-আস্বাদ পাওয়াইবার জন্য বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে রণক্ষেত্রের সেবা-স্বেচ্ছাসেবকরূপে Bengal Ambulance Corps নামক সেবাব্রতধারী এক যুবক-সঙ্ঘ গঠন করেন। পরে বাঙ্গালীর শক্তির

আরও উচ্চতর প্রকাশ-প্রচার আবশ্যক-বোধে ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয় বাঙ্গালী সেনাদল-গঠনের উদ্যোগ আরম্ভ করেন। উহাই ক্রমে ক্রমে Bengal Regiment নামক সেনাদলে পরিণত হয়। যুদ্ধাবসানে এই সেনাদল এক প্রকার লোপই পাইল। Indian Territorial Force সেনাদল-সংঘটনে যাহাতে নিজ জাতির ক্ষাত্র-শৌর্য্যাভিলাষী যুবকগণের স্থান হয়, তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে কর্তৃপক্ষগণের মন্ত্রণা-সভায় ডাক্তার মল্লিক মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধনে নিয়োজিত ছিলেন। এই মন্ত্রণা-সভা হইতে অসুস্থ হইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসেন এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই কঠিন ইনফ্লুয়েঞ্জা-রোগে (বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ রবিবার,) অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। বঙ্গীয় সেনাদল-গঠনের বহু প্রচেষ্টার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, বি, ই, উপাধি দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে সি, আই, ই বা (C. I. E.)বা স্যার (Sir) উপাধি অর্থাৎ নাইটহুড্ (Knighthood) দিয়া উপাধিভূষিত করিলেই উপযুক্ত হইত—হয় ত আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে—ঐ রূপ উপাধি তিনি লাভই করিতেন। কিন্তু আক্ষেপের কিছুই নাই। ডাক্তার শরৎ মল্লিক মহাশয়ের স্মৃতি বাঙ্গালী-জাতির হৃদয়ে চিরদিন পূজা পাইবে। আনন্দের কথা—বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান কার্য্যালয়ের বাটীতে—বাগবাজার, লক্ষ্মী দত্ত লেনস্থ 'লক্ষ্মী-নিবাসে' শরৎকুমারের বাঙ্গালী সেনাদলের একটি শাখা দুই দিন আসেন ও শেষের দিনে সভার বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া দত্ত পরিবারকে ও পল্লীস্থ অনুরাগিজনগণকে আপ্যায়িত করেন—বেলুড় মঠের অধিনেতা শ্রীমৎ স্বামী (বর্ত্তমানে রামকৃষ্ণলোকগত) ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এই আনন্দ-সম্মেলনে যোগদান করিয়া সেনাদলকে আশীর্ব্বাদ করেন। (ফেব্রুয়ারী ১৯১৮ খৃঃ) উক্ত 'লক্ষ্মী-নিবাসের' অধিবাসী দত্ত-পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের অসুস্থতাকালে নানা চিকিৎসা-নৈপুণ্য দেখাইয়া, তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃস্নেহাভিসিক্ত করিয়া ডাক্তার শরৎকুমার চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। শরৎকুমারের অকাল মৃত্যুতে তাঁহাদের মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে।

নিম্নে আমরা ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয়ের বংশ-কারিকার পরিচয়-কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম—২৪ পরগণা জেলার ইচাপুর নামক সুবিখ্যাত গ্রামের এই বসুমল্লিক-বংশ সম্ভ্রান্ত ও বহু প্রসিদ্ধ। এই বংশে বহু শিক্ষিত ও কর্ম্মী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন :—

২৪ পরগণা, ইচাপুরের বসু-মল্লিক-বংশ

(যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে)

- কৃষ্ণরাম
  - রামরাম
    - বিজয়রাম
      - দর্পণরাম
        - রাজনারায়ণ
        - দুর্গাচরণ
        - মধুসূদন
      - শিবপ্রসাদ
        - কালীকিঙ্কর
        - বনমালী
        - শম্ভুচরণ
        - অভয়চরণ — কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী, রায়বাহাদুর-উপাধিভূষিত ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টর (জন্ম ১৮১২—১৮৭৯ মৃত্যু)
          - অমূল্যচরণ — ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটিকালেক্টর (১৮৩৯-১৮৮৩)
            - ৺সত্যেন্দ্রকুমার
          - অতুলচরণ — ব্যারিষ্টার (১৮৪৪-১৮৮৮)
            - বসন্তকুমার — আই, সি, এস্; স্যার; নাইট, হাইকোর্ট জজ; পাটনা
            - ৺শরৎকুমার* — এম, ডি; সি, বি, ই; বাঙ্গালী সেনাদল-প্রবর্ত্তক (মৃত্যু ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ইং ৩০ নভেম্বর, ১৯২৪)
            - হেমন্তকুমার — ব্যারিষ্টার কলিকাতা
            - শিশিরকুমার — ব্যারিষ্টার কলিকাতা
          - অবিনাশচরণ — ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর (১৮৪৭-১৮৯২)
            - অক্ষয়কুমার — ইন্‌টেণ্ডেণ্ট, প্রেসিডেন্সি আফিং গুদাম
              - অমিয়কুমার
            - হেমকুমার — রায়বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটিকালেক্টর চুঁচুড়া
            - নরেন্দ্রকুমার — ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ ২৪ পরগণা
              - নির্ম্মলকুমার
              - বিমলকুমার
            - ৺শচীন্দ্রকুমার — ইন্‌স্পেক্টার অব পুলিশ (মৃত্যু ১৯১৭)
              - সুধীরকুমার
              - প্রবীরকুমার
          - অখিলচরণ — সরকারী উকীল, মুঙ্গের (১৮৫০-১৮৮৩)
            - দেবেন্দ্রনাথ — ব্যারিষ্টার (মৃত্যু ১৯২৪)
        - গোবিন্দ
        - ঈশান
        - সীতানাথ
          - হরিদাস
          - ৺প্রিয়নাথ
      - মদনমোহন
        - নবীনচন্দ্র
        - শ্যামাচরণ

ডাঃ শরৎকুমারের বংশ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ্ পত্রে (Indian Daily News) ১৯১৩ খৃঃ ২৮এ জানুয়ারী তারিখে এই পরিচয়-কথাটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—"রায় বাহাদুর অভয়চরণ মল্লিক ইচাপুরের জমিদার শিবপ্রসাদ মল্লিক চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র। শিবপ্রসাদের মৃত্যুর পর 'চৌধুরী' উপাধিটীর ব্যবহার এই মল্লিক-বংশ ত্যাগ করেন। শিবপ্রসাদের আরও দুই ভাই ছিলেন। ইহারা তিন জনে মিলিত হইয়া লক্ষ টাকা মূল্যে তাঁহাদের জমিদারী বিক্রয় করেন; এবং মেসার্স পামার এণ্ড কোং নিকট এই টাকা জমা রাখেন। এই কোম্পানি ১৮৩১ সালে উঠিয়া যাওয়ায় (Fail) ইঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হন। ১৮৩৭ সালে শিবপ্রসাদের চতুর্থ পুত্র বাবু অভয়চরণ মল্লিক এল, পি এর, বোর্ড অব্ রেভেনিউএর সিনিয়র মেম্বর মিঃ জেম্‌স্ পাটেল্এর সুপারিশে ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামে অধিষ্ঠিত হন। 'স্কুল-সোসাইটি'র বিদ্যালয়ে অভয়চরণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি ইংরাজি ভাষায় প্রাঞ্জল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি ঢাকারও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। অভয়চরণের আবাস-বাটী ৬৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে, যেখানে তাহার পুত্র অবিনাশচরণ মল্লিকের পুত্রগণ বাস করেন। ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয়ের পিতা অতুলচরণ মল্লিক প্রথমে ভাগলপুরের উকিল ছিলেন। সেখানে তাঁহার ওকালতির প্রতিপত্তি ও প্রসার যথেষ্ট হইয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি সপরিবারে বিলাত-যাত্রা করেন এবং ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যাগত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অধিককাল কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের কার্য্য করিতে পারেন নাই।"

'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে' উল্লিখিত ৬৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অভয়চরণ মল্লিক মহাশয়ের কলিকাতার আবাস-বাটীর একাংশে—৬৭ বি, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনাদি মধ্যে মধ্যে হইতেছে—কায়স্থ সভার বর্ত্তমান কার্য্যালয়ের উত্তর দিকে এই বাটী অবস্থিত।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

পণ্ডিত পদ্মনাথ ও কায়স্থ-জাতি

("রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ" পুস্তকের দুই একটি কথা।)

৺কাশীধাম ব্রাহ্মণ-সভা হইতে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ" নামক একখানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং বিবেকানন্দ স্বামীকে আক্রমণ করাত হইয়াছেই তার সঙ্গে সঙ্গে এই১৯শ শতাব্দিতেও ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগকে দাস শূদ্রত্বের কারাগৃহে আবদ্ধ রাখিয়া ব্রাহ্মণ্য-গৌরবের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইবার জন্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের চেষ্টার ক্রটি হয় নাই। এই পুস্তক সমালোচনা করার জন্য বহু বিজ্ঞ লোক কলিকাতায় আছেন, বোধ হয় তাঁহারা সমালোচনা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন না। সেই জন্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কীর্ত্তির বিষয় আমরা কিছু বলিতে চাই না, আমরা কেবল ঐ পুস্তকে (১৫১ পৃঃ হইতে ১৬৮ পৃঃ পর্য্যন্ত) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরীর পত্রের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ব্রাহ্মণ্য-গৌরব-বৃদ্ধির জন্য যাহা তাহা লিখিতে পারেন; কিন্তু প্রসন্ন বাবুর ঐ সব কার্য্যে হাত দেওয়া উচিত হয় নাই। বোধ হয় তিনি কাহারও চালাকিতে পড়িয়া এরূপ করিতেছেন; নচেৎ তিনি কখনও এরূপ মত-প্রকাশের উপযুক্ত নহেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মহাশয়ের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, তিনি (প্রসন্ন বাবু) শিখণ্ডীভাবে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, পশ্চাতে কোন ব্রাহ্মণেতর-জাতি-বিদ্বেষী ধনঞ্জয় অবস্থিত হইয়া বাণ বর্ষণ করিতেছেন!

প্রসন্ন বাবু লিখিয়াছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ" প্রবন্ধে তিনি (বিদ্যাবিনোদ) কায়স্থের উপনয়ন সংস্কারে, ক্ষত্রিয়ত্ব খ্যাপনে, অথবা সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই, একথা বলাতেই যদি কায়স্থ জাতির উপর তাঁহার বিদ্বেষ সূচিত হইয়া থাকে, তবে এই অধমকেও স্বজাতি-বিদ্বেষে অভিযুক্ত করিতে পারেন।"

প্রসন্ন বাবুর এই কথার উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, বঙ্গদেশ এবং আসামের কায়স্থগণের মধ্যে উপনয়ন এবং পুংসবন ভিন্ন অন্যান্য সংস্কার ব্রাহ্মণের মত বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। কায়স্থ মূলতঃ ক্ষত্রিয় ছিল বলিয়াই তাঁহাদের আচারগুলি বাধ্যতামূলক হইয়া চলিয়া আসিতেছে, কালের স্রোতে নানা কারণে তাঁহারা উপনয়ন-সংস্কার হইতে বঞ্চিত আছেন। প্রসন্ন বাবু নিজেই

প্রবন্ধের ফুট-নোটে লিখিয়াছেন যে, কামরূপের কায়স্থগণ তাঁহাদের কায়স্থ-সূচক (মালাকারে) সূত্র ধারণ করেন", এই সূত্র ধারণ কি কায়স্থের দ্বিজত্বের পরিচায়ক নহে? প্রসন্ন বাবুও কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানেন, তিনি প্রায় এক বৎসর হইল আমার সহিত "কায়স্থ-ভাস্কর" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। "কায়স্থ-ভাস্করে" কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। কায়স্থের বর্ত্তমান দ্বিজাচার এবং শাস্ত্র-আলোচনা পূর্ব্বক অনেক বড় বড় পণ্ডিত—কায়স্থ যে মসিজীবী ক্ষত্রিয় তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন. এবং বঙ্গীয় কায়স্থদিগকে উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এমন অবস্থায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কোনরূপ বিচার না করিয়া * যদি খামখেয়ালের উপর কায়স্থকে 'শূদ্র', 'শূদ্র' বলিয়া বেড়ান এবং বলেন যে, "কায়স্থের উপনয়ন-সংস্কারে ক্ষত্রিয়ত্ব খ্যাপনে অথবা সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকার নাই", তাহাকে কায়স্থ-বিদ্বেষ না বলিয়া কি বলা যাইতে পারে?

প্রসন্ন বাবু আবার বলিয়াছেন, "শুনিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিয়াছি. যে, যাঁহারা খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার করেন না, সমাজে একাকারের পক্ষপাতী, আচার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, ব্রাহ্মণের প্রতি বিরাগবান্, বঙ্গদেশের এইরূপ কায়স্থও নাকি পৈতা নিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের বড়াই করিয়া থাকেন। বৈদ্যের উপর টেক্কা মারিবার জন্যই বোধ হয় এই আন্দোলনের সৃষ্টি।

* * * *

এ অঞ্চলের কোচ কলিতাগণও এ ভাবে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু উহাদের সামাজিক সম্মান পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে"।

এতদুত্তরে প্রসন্ন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার না করা ব্রাহ্মণ কি নাই? ঐ সব ব্রাহ্মণ পৈতা ফেলিয়া দিয়াছেন কি? আর "বৈদ্যের উপর টেক্কা মারিবার জন্যই কায়স্থের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সৃষ্টি," এই মারাত্মক কথাটি প্রসন্ন বাবু কোথা হইতে পাইলেন? নিজে কায়স্থ-সন্তান হইয়া অন্যের চালাকিতে পড়িয়া এরূপ মত প্রচার করা প্রসন্নবাবুর উচিত হয় নাই। কায়স্থেরা নিজ জাতীয় কলঙ্ক মোচনের জন্য ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন করিতেছেন; পূর্ব্বে বৈদ্যেরাও নিজ জাতীয় কলঙ্ক মোচনের জন্য বৈশ্যত্বের দাবি করিয়া পৈতা লইয়াছিলেন; সেই জন্য কি তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে যে, অমুক জাতিকে টেক্কা দেওয়ার জন্য তাঁহারা সেই আন্দোলন করিয়াছিলেন? আর এ অঞ্চলের

* ৩৩ পৃষ্ঠায় পঃ পদ্মনাথ বলিয়াছেন, "কায়স্থেরা শূদ্র—সৎশূদ্র; ইদানীং ক্ষাত্রিয়ত্বের দাবিদার—কিন্তু সেই দাবি কতটা বিচারসহ বলিতে পারি না"।

কোচ কলিতাগণই বা কোন জাতিকে টেক্কা মারিবার জন্য উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিতেছে, তাহা প্রসন্নবাবুর বলা উচিত ছিল।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অনুকরণে প্রসন্ন বাবু তাঁহার পত্রের এক স্থানে (পুস্তকের ১৫৮ পৃঃ) বিবেকানন্দ স্বামীকে "অনাচারী" বলিয়াছেন। আমরা প্রসন্ন-বাবুর এই উক্তিতে মর্ম্মাহত হইয়াছি! সন্ন্যাসীর আচার-বিচারে গৃহস্থের অধিকার কি জানি না! আমাদের ভয় হয়!—'গৃহী হোয়কে বাতায় জ্ঞান'—আর বলিব না!

কামরূপের অনেক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ প্রসন্ন বাবুর লিখিত পত্রখানি পাঠ করিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রসন্ন বাবু কোন চালাক লোকের চাতুরিতে ভুলিয়া ঐ চিঠি লিখিয়াছেন; অথবা যে সময় তিনি চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেই সময় কোন কারণে তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না।

প্রসন্ন বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক পঃ পদ্মনাথের পুস্তকখানি একবার পড়িয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন, সুযোগ মত তিনি (পঃ পদ্মনাথ) কায়স্থকে শূদ্র শূদ্র বলিয়া সুখানুবোধ করিয়াছেন, কিন্তু কোন এক স্থানেও বৈদ্যকে শূদ্র বলিতে সাহস করেন নাই বা তাঁহাদের বৈশ্যত্বের দাবির বিষয়েও কোন কথা বলিতে অগ্রসর হন নাই। অতএব তাঁহাকে কেমন করিয়া উচিত বক্তা, ন্যায়পরায়ণ ও সমদর্শী লোক বলা যাইতে পারে?

শ্রীবীরহরিদত্ত বড়ুয়া

কায়স্থ মহর্ষির পূজা

বর্ত্তমান যুগের প্রতিবর্ষে ভারতের ও ভারতেতর প্রদেশের নানাস্থানে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনায়ক মহামানব আচার্য্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পৌষ-কৃষ্ণা-সপ্তমীর পুণ্য-বাসরে উৎসব অনুষ্ঠানাদি হইয়া আসিতেছে। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এই উৎসব হইয়া থাকে—একথা কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকগণের অবিদিত নাই। এ বৎসর পাটনার রামকৃষ্ণ-আশ্রমে মহাসমারোহে নূতন ভাবে এই কায়স্থ মহর্ষির জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়াচার্য্য শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাসমন্বয়বাদী জগৎবিখ্যাত এই মহাশিষ্য মহামানবতার যে দৃষ্টান্ত নিজ-জীবনে দেখাইয়াছেন ও প্রচার করিয়াছেন—তাহা এতকাল বিরল

ছিল। তাই এই বিশ্বমানবের শ্রদ্ধাপূজায় মুসলমান, খৃষ্টান-সম্প্রদায়ভুক্ত বহু ভ্রাতা সানন্দে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কলিকাতার 'বিবেকানন্দ সোসাইটী' মনোমোহন নাট্য-মন্দিরে এ বৎসর এই মহামানবের পূজা-যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। দরিদ্র-নারায়ণ-পূজক শ্রীবিবেকানন্দের তিথি-পূজায় এবার দরিদ্রনারায়ণ-সেবক, সমাজ ও দেশ-সেবক, 'সারভেণ্ট'-সম্পাদক দীন ভূদেব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রধান হোতার কার্য্যে বৃত হন। বিগত ১৮ই ফাল্গুন (ইং ২রা মার্চ্চ) সোমবার, শ্রীরামকৃষ্ণ-পদস্পর্শ-পবিত্রীকৃত ভূতপূর্ব্ব ষ্টার রঙ্গমঞ্চে গুরু-ভ্রাতা কায়স্থ-মনীষী গিরিশচন্দ্রের জন্মতিথি ফাল্গুনী শুক্লাষ্টমীর দিন এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়। শ্রীবিবেকানন্দ কে—এ-কথা দু-চার কথায় বলা যায় না। তবে আমরা বলি—তিনি 'মানুষ' ছিলেন, এবং জগতের লোককে মানুষ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সারা জীবনব্যাপী ব্রত এই কাযেই উদ্যাপিত। মানুষকে মানুষ করিতে যে অমানুষী প্রচেষ্টা আবশ্যক হয়, সেই কঠিন ব্রত গ্রহণ করাই শ্রীবিবেকানন্দের সন্ন্যাস। আত্মবিস্মৃত মানব আপনার স্বরূপকে ভুলিয়া সিংহ-শিশুকে মেষ-শাবক মনে করে। স্বরূপজ্ঞান বিরহিত সেই মেষ-শিশুকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে সিংহ-গুরু-সাহচর্য্য আবশ্যক। বেদান্তের, উপনিষদের সেই মহৎ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান এ যুগে বিলুপ্ত হইতে ছিল। জ্ঞান-গুরু আচার্য্য-শঙ্করের অদ্বৈত কেশরীর গর্জ্জনে একবার বহুমোহগ্রস্ত মেষ-শিশু স্বরূপ চিনিয়া সিংহ-শিশুতে পরিণত হয়। এবারও ঈশাণের বিষাণ বাজিয়াছে! ন্যাসি-শিরোমণি বেদান্ত-কেশরী শ্রীবিবেকানন্দ প্রাচীর সেই পুরাতনী ঋষি-কথা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। জগতের ভাব-ধারা স্পন্দিত ও পরিবর্ত্তিত-গতি হইয়াছে! "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—এই বাণী আবার জাগিয়াছে। তাই মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় একটী অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্রায়তন মানব মনের বলে, অন্তরের প্রেরণার সাহায্যে, স্বরূপবোধের কিঞ্চিৎ উন্মেষে ভারতের শতধা বিধ্বস্ত ও বিভক্ত জনগণকে এক লক্ষ্যের উদ্দেশে ব্রতী করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী শ্রীবিবেকানন্দের বিগত এক জন্ম-তিথি উপলক্ষ্যে বেলুর মঠের উৎসব-ক্ষেত্রে স্বামীজির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাদান করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশ ভক্তি ও প্রীতি শ্রীবিবেকানন্দের গ্রন্থাদি পাঠেই উদ্রিক্ত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ অধ্যাপক-প্রবর খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী মিঃ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, অধ্যাপক পঞ্চানন মিত্র প্রভৃতি মনিষিগণ বিভিন্ন দিক হইতে শ্রীবিবেকানন্দ জীবন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

শেষ যজ্ঞাহুতি মন্ত্র পণ্ডিত শ্যামসুন্দর ভক্তি-আপ্লুত কণ্ঠে পাঠ করিয়া বঙ্গের যুবকগণকে এই আদর্শ মানবের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজ-জাতির শ্রদ্ধা ও স্থান অর্জ্জন করিবার জন্য উপদেশ দেন। সমাজের জাতি-বৈশিষ্ট্যের কথা যখন আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল, তখন এই বিশ্বমানব শ্রীবিবেকানন্দও 'অভী' হইয়া সমাজ সমক্ষে বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন,—"কায়স্থসন্তান, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের বংশধর, যাঁহাকে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণেই পূজা ও তর্পণ করিয়া থাকেন।" বক্তৃতায় একথা প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, মহর্ষি বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-মঠে কয়েক জন কায়স্থ ও ব্যবসায়-জীবিগণকে যজ্ঞোপবীত সহ ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের সংস্কার গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ধন্য সেই জাতি—এ যুগেও যে জাতি-মধ্যে শ্রীবিবেকানন্দের ন্যায় মহর্ষি জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত জন্মোৎসব-গীতটি সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গীত হইয়া উৎসব-সভাস্থ সমবেত সহস্রাধিক ভক্তগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল :—

"দীপক-রাগে গাহিয়া উঠিল মানস মম মহিমা-গীতি।
মরমের দ্বারে প্রেমের স্পন্দন তুলিল তান পরম-প্রীতি ॥
কা'র মুখ-ভাতি প্রাণে উঠে জাগি,'
চঞ্চল মানস কা'র প্রেম-লাগি',
বিশ্বের প্রাণে প্রতিমা কাহার জাগিয়া নাশিল সকল ভীতি ॥
এল, এল সেই বিজ্ঞান-ভাস্কর,
আলোকিত আজ বিশ্ব-চরাচর,
চিনিয়া স্বরূপ বেদান্ত-কেশরী উঠিল গর্জ্জিয়া "তত্ত্বমসীতি" ॥
ভাঙ্গ দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, ঢাল প্রেমানন্দ,
দাঁড়ায়ে দুয়ারে বিবেক-আনন্দ,
বিশ্বের দ্বারে বিশ্ব-মানব প্রচারে পুরাণ প্রেমের নীতি ॥
দীন-নারায়ণ-অনাথ-সেবক,
মানব-পূজায় মানব-পূজক,
আনন্দের স্রোতে ভাসমান ধরা গাইছে পুলকে আনন্দ-গীতি।
মহামানবের এ মহা-পূজায় এস, এস নর, ঢালি গো প্রীতি ॥"

শ্রীরামশঙ্কর দত্ত

কায়স্থ-সমাচার।

প্রচার-বিবরণ।

কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় গত ২৬এ অগ্রহায়ণ হইতে পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ সব-ডিভিসনের অন্তর্গত নানা গ্রামে সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রাম সমূহে যথা,—১। মৌপুরে—শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনারায়ণ দেব, ২। তেঁঞাসিয়ায়—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র গুণ, ৩। গোপরেখী—শ্রীযুক্ত কালীমোহন তালুকদার, ৪। বেতিল—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ ঘোষ, ৫। গোপালপুর—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ গুণ, ৬। রূপনাই—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন তালুকদার, ৭। ঝাউগড়া—শ্রীযুক্ত প্যারী-মোহন ভৌমিক, ৮। যোগীবাড়ী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন, ৯। খুকনী—শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্র মিত্র মজুমদার, ১০। উথলী—শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত দত্ত, ১১। চৌহালী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীগেন্দ্রনাথ সরকার, ১২। বয়ড়াবাড়ী—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ সরকার, ১৩। সেরনগরে—স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র সরকার, ১৪। সড়াতৈল—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র সরকার-প্রমুখ উল্লিখিত মহাশয়দিগের ভবনে এবং ১৫। স্থল—গোয়াইবাড়ী—শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গনে সভা ও আলোচনা করিয়া উপরোক্ত গ্রাম সমূহের কায়স্থবৃন্দকে সংস্কার-জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। আশা করা যায় অতি সত্বরই ঐ অঞ্চলের কায়স্থমহোদয়গণ উপনয়ন গ্রহণ করতঃ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন।

পরবর্ত্তী সংবাদে মাখন বাবু আনন্দের সহিত জানাইতেছেন যে,—বিগত ১১ই পৌষ বয়ড়াবাড়ী গ্রামে কেন্দ্র করিয়া ৪৪ জন এবং ১৩ই মাঘ স্থলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটীতে ২৪ জন, ও চৌহালীতে ৬৬ জন কায়স্থের সংস্কার কার্য্য যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে। এই স্থল-বসন্তপুর পাবনা জেলার প্রসিদ্ধ একটী সমাজ-স্থান।

কান্দী (মুর্শিদাবাদ) হইতে নিম্নলিখিত প্রচার সংবাদ আসিয়াছে :—

গত ৬ই পৌষ তারিখে স্থানীয় রাজস্কুল-গৃহে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। এই সভায় শতাধিক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় ও হেতমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতার পর যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে তাহার প্রতিলিপি প্রেরিত হইল। ইতি—

বিনীত নিবেদক

বালিয়া, কান্দী, ছাতিনাকান্দী, জমুয়া, বাঘডাঙ্গা ও
রসোড়া গ্রামের উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের উপস্থিত সভ্যগণ।

কান্দী কায়স্থ-সভা

স্থান—কান্দী ইংরাজী বিদ্যালয়।

৬ই পৌষ অপরাহ্ন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ, সাং কান্দী।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
সমর্থক— „ নৃত্যগোপাল ঘোষ হাজরা।
অনুমোদক—„ ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ হাজরা বর্ম্মা।

১। প্রচারক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন।
২। বক্তা— „ উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সাং জেমো।
৩। „ „ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক,
সাং হেতমপুর, জেলা বীরভূম।

১ম প্রস্তাব—এই সভা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, বঙ্গদেশীয় সমগ্র কায়স্থ-জাতি ক্ষত্রিয়বর্গের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব সমস্ত উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ যাহাতে অনতিবিলম্বে উপবীত হইতে পারেন তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

প্রস্তাবক—শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।
সমর্থক—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
অনুমোদক—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ হাজরা বর্ম্মা।

২য় প্রস্তাব—১ম প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্তা রাণী দেবেন্দ্রবালা মহাশয়া ও শ্রীযুক্তা রাণী বসন্তকুমারী

(বাঐখোলা) সরকার—৪১। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ; (বাঐখোলা) ভৌমিক—৪২। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ; (পাইকুড়তলা)। অধিকারী—৪৩। শ্রীযুক্ত দেবীচরণ ; (বংখুড়ী)। সরকার—৪৪। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ; (উড়াপাড়া)।

স্থল—গোয়াইলবাড়ী শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর বাটীর কেন্দ্র

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের আন্তরিক প্রযত্নে ও অপ্রতিহত প্রচারকার্য্যের ফলে এবং স্বজাতির উন্নতী কামী বাঐখোলা (পাবনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেববর্ম্মা ভৌমিক, স্বধর্ম্ম পরায়ণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র কাব্যতীর্থ, স্বদেশপ্রেমিক-কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল ও শ্রীযুক্ত নীলরতন অধিকারী মহাশয়গণের উদ্যোগে এবং ঐকান্তিক একাগ্রতায় বিগত ১৩ই মাঘ সোমবার পাবনা জেলার অন্তর্গত স্থলের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বাটীর নাটমন্দিরে একটী কেন্দ্র হইয়া প্রেমময় শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ৬৪ মোহান্তের অন্যতম শ্রীশ্রীকবিচন্দ্র ঠাকুরের বংশাবতংস গুরু-ব্যবসায়ী অধিকারী উপাধীধারী ১৫ জন কায়স্থ এবং তাঁহাদের আত্মীয় ও অন্যান্য ৯ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এবং প্রাণপুর (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ও অধিকারী মহাশয়দিগের পুরোহিত চালুহারা (পাবনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরহিত্যে এই সংস্কার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। স্থল সমাজের কুলীন বংশীয় শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ব্রহ্মবরণ, এবং প্রচারক মহাশয়কে ক্ষত্রিয় বরণ প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জগত্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এবং বহু কায়স্থ কেন্দ্র স্থলে উপস্থিত থাকিয়া উপনীতগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। স্থল রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ মহোদয়দিগের প্রসিদ্ধ একটী সমাজ স্থান। প্রায় ৭৫০ শত ঘর ব্রাহ্মণ এই সমাজে বাস করেন। উপরোক্ত অধিকারী মহাশয়গণ জাতীয় মঙ্গল কামনায় এই বিখ্যাত ব্রাহ্মণ সমাজে স্বীয় স্বধর্ম্ম গ্রহণে যে প্রকার সৎসাহস ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অনুপবীতি কায়স্থ মহাশয়দিগের এই প্রকার উচ্চাদর্শ অনুকরণীয়। এই উপনয়ন কেন্দ্রস্থলে যে সকল অনুপনীত কায়স্থ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন, প্রচারক মহাশয়ের সারগর্ভ উপদেশে তাঁহারা সকলেই অতি সত্বর ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন

উপবীতীগণের নাম ধাম :—

অধিকারী—১। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র কাব্যতীর্থ (প্রধান পণ্ডিত 'স্থল পাকরাশী ইনিষ্টিটিউসন'); ২। দ্বিজেন্দ্রলাল ; ৩। হরিলাল ; ৪। নিত্যলাল ; ৫। জ্যোতিষচন্দ্র ; ৬। অবিনাশচন্দ্র ; ৭। অনন্তলাল ; ৮। শচীনন্দন ; ৯। নীলরতন ; ১০। যতীন্দ্রনাথ ; ১১। নারায়ণচন্দ্র ; ১২। অতুলকৃষ্ণ ; ১৩। বীরেন্দ্রলাল ; ১৪। সমরেন্দ্রলাল ; ১৫। অমরেন্দ্রলাল, (স্থল-গোহাইলবাড়ী) ১৬। ঘোষ—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল (ষোলঘর, ঢাকা), হাং সাকিন স্থল গোইলবাড়ী ১৭। প্রভাতচন্দ্র ; ১৮। যতীন্দ্রনাথ (স্থল); ১৯। রমেশচন্দ্র ; (সাংমগড়া, টাঙ্গাইল); ২০। রায় শ্রীযুক্ত মনোহরচন্দ্র, (স্থল); ২১। নিয়োগী—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ ওরফে মাখনলাল, (ঘুণী, টাঙ্গাইল); ২২। চন্দ্র—শ্রীযুক্ত শিবদাস, (বাঐখোলা); ২৩। তফরদার—শ্রীযুক্ত অনাদিলাল, (দেওয়ানতলা); ২৪। দাস—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, (বনওয়ারী নগর)।

চৌহালী (পাবনা) কেন্দ্র

বিগত ১৩ই মাঘ চৌহালী গ্রামে শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ৬৬ জন কায়স্থের যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় আচার্য্যের এবং শ্রীযুক্ত জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার তালুকদার, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ পুরোহিতের কার্য্যে ও প্রচারক মহাশয় ক্ষত্রিয়াসনে বৃত ছিলেন। বহু সংখ্যক কায়স্থ মহোদয় এবং মহিলাবৃন্দ কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত থাকিয়া কেন্দ্রের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। যখন মুণ্ডিত মস্তকে এবং গৈরিক বসন পরিহিত অবস্থায় ব্রহ্মচারীবেশে বট ও বংশদণ্ড হস্তে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ হইতে প্রৌঢ়, যুবক, বালক নির্ব্বিশেষে উপনয়নগ্রহণেচ্ছু ৬৬ জন কায়স্থ কেন্দ্রস্থানে সমবেত হইলেন, তখন উপস্থিত জনমণ্ডলীর হর্ষ-কোলাহলে এবং বাদ্যোদ্দমে মহিলাদিগের আনন্দসূচক মুহুর্মুহু উলুধ্বনী কেন্দ্রস্থান মুখরিত করিয়াছিল। উপনয়ন কার্য্য শেষ হইলে কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচারক মহাশয় উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, উপনীতদিগের কর্ত্তব্যতা এবং সদাচার ও নিত্যোপসনা (সন্ধ্যা, আহ্নিক) সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। রাত্রি ৮৷৹ ঘটিকার সময় শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন

করিতে করিতে সকলে চৌহালী গ্রামের অদূরবর্ত্তী যমুনাতীরে গমন পূর্ব্বক দণ্ড বিসর্জ্জনান্তে কেন্দ্রস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করত যজ্ঞীয় চরুপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের প্রযত্নে বিগত ২৬শে মাঘ ফরিদপুর জেলান্তর্গত রামনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ দেববর্ম্মা ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া ব্রাহ্মাদী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং গোপালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাশয়গণ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তকরণান্তর যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব ভৌমিক; ২। হরেন্দ্রকুমার ঘোষ; ৩। রাধিকামোহন ঘোষ; ৪। কৈলাসচন্দ্র ধর; ৫। কালীমোহন ধর; ৬। লক্ষ্মণচন্দ্র বিশ্বাস; ৭। কুঞ্জবিহারী দাস; ৮। অমূল্যচরণ দাস; ৯। সতীশচন্দ্র দাস; ১০। অন্নদাচরণ দাস; সর্ব্ব সাং রামনগর। ১১। শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেব; ১২। প্রফুল্লকুমার ভৌমিক; ১৩। রমণীমোহন ভৌমিক; ১৪। চণ্ডীচরণ পাইন; ১৫। বিনোদবিহারী পাইন; ১৬। মধুসূদন দেব; (কুঞ্জনগর, ফরিদপুর)।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ

বিগত ২০শে মাঘ ফরিদপুর জেলান্তর্গত গোপালপুর নিবাসী স্বজাতিহিতৈষী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবীর শুভ বিবাহ খানখানাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসু বর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ অনাদিবন্ধু বসু বর্ম্মার সহিত যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সম্প্রদানাদি ও কুশণ্ডিকা, শিলারোহণ, লাজহোম, সপ্তপদীগমন··· প্রভৃতি ক্রিয়া যথাশাস্ত্র বৈদিক মন্ত্রে এবং দ্বিজোচিত বিধানে সমাধা হইয়াছিল। উদ্বাহ প্রাঙ্গণে গণ্যমান্য বহু লোক উপস্থিত ছিলেন।

পরদিবস বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য (বৈদিক) বংশীয় অশীতিপরবৃদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এবং রামনগরের শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে ক্রমে দুইটী সভা হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় উপনয়নের আবশ্যকতা এবং কায়স্থদিগের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া জাতীয় কর্ম্মে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎপর রামনগর ও কুঞ্জনগরের কায়স্থগণের আগামী ২৬শে মাঘ উপবীত গ্রহণের দিন স্থিরকৃত হয়।

এই বিবাহোপলক্ষে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য নানা জাতীয় বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্যে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন এবং আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্তি করিয়াছিলেন। ব্রজনাথ বাবু এবং তদীয় মাতুল শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের সরল ব্যবহারে, সহৃদয়তা ও সৌজন্যে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। আমরা নবদম্পতীর দীর্ঘ জীবন ও সুখ-সম্পদ ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

ক্ষত্রিয়াচারে আন্তর্গণিক বিবাহ

বিগত ২০এ মাঘ ফরিদপুর জেলান্তর্গত দোলকুণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ঘোষ রায় বর্ম্মা (বঙ্গজ) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র ঘোষ রায় বর্ম্মার সহিত যশোহর জেলার ধর্ম্মপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত (দক্ষিণ রাঢ়ীয়) মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী সুধীরবালা দেবীর শুভবিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আন্তর্গণিক বিবাহ

বিগত ১৫ই ফাল্গুন শুক্রবার কলিকাতা বাগবাজার, ৮।১, মারহাট্টা ডিচ্ লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষ (ইনি কায়স্থ-সভার পরমহিতৈষী স্বর্গীয় রায় বিনোদবিহারী বসু মহোদয়ের জামাতা) মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বীণাপানী দেবীর শুভবিবাহ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঞ্চনতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু রায় জমিদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ বসু রায়ের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে এই বিবাহের বিশেষত্ব এই যে, পাত্রপক্ষ বঙ্গজ এবং কন্যাপক্ষ দক্ষিণরাঢ়ীয়। আমরা নব-দম্পতীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শ্রাদ্ধপণ্ডের চেষ্টা বিফল।

শ্রীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে উপবীতী ও তৎ সংশ্লিষ্ট কায়স্থ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিলে কাব্যতীর্থ গীষ্পতি বাবু ও পণ্ডিত অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন ও স্বপক্ষীয়গণ ঐ শ্রাদ্ধে যোগ দিবেন না বলিয়াছিলেন এবং শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবার বিভীষিকা দেখাইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের ৮।১০ দিন পূর্ব্ব হইতে গীষ্পতি বাবু কলিকাতা হইতে এখানে আগমন করেন, জালালপুর, দেবহাটা প্রভৃতি স্থানে সভা ও আলোচনা করিলেন। যাহাতে কেহ শ্রাদ্ধে না যায় তজ্জন্য শ্রীপুর চৌধুরী পাড়ায় সভা করিলেন; টাকি, শ্রীপুর, দেবহাটা, বসন্তপুর, কোড়া; দেবীসহর প্রভৃতি স্থানের কতক কতক ব্রাহ্মণ

তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁহারা মাতৃদায়-গ্রস্ত কায়স্থকে বিনাপরাধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

সারদা বাবু উপবীত লন নাই এবং ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধও করিতেছেন না তাহা সত্ত্বেও তাঁহার উপর এই অকারণ অত্যাচার। তাঁর অপরাধ, তিনি স্বগ্রামের পৈতাধারী ও পৈতা বিহীন কায়স্থ ও তাহাদের উভয়েরই পক্ষভুক্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বর্গগতা জননীরও তাহাই ইচ্ছা ছিল।

সারদা বাবু উভয় পক্ষের ব্রাহ্মণ কায়স্থকেই নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন বিরুদ্ধ পক্ষগণও যাহাতে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় ও স্বজাতি কায়স্থ ২।১ ঘর যাহারা পৈতা লইয়াছেন তাঁহারা বাদে আর কেহ না যান, তাহার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনুপবীতী দক্ষিণ রাঢ়ী মাতৃদায়গ্রস্ত কায়স্থকে বিপন্ন করিতে বঙ্গজ গীষ্পতি বাবুদের উদ্যোগপর্ব্ব বেশ চলিতে লাগিল। তাঁহাদের ঢক্কানিনাদে প্রচারিত ও বিবৃত কায়স্থের "জাতি-ধর্ম্ম-আচার" রক্ষার জন্য আড়ম্বর ও শব্দবিন্যাসপূর্ণ বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার নমুনা পাঠকগণ দেখুন ও বুঝুন।

সারদা বাবু পৈতা লন নাই সত্য কিন্তু শ্রীপুরের গীষ্পতি বাবুদের সমাজভুক্ত গুহ সরকারগণ পৈতা লইয়াছেন এবং ঐ বংশের যাহারা লন নাই তাঁহারাও পৈতার দলভুক্তই আছেন। কাজেই গীষ্পতি বাবুকে না মানিয়া গুহ সরকারগণের পৈতা লওয়ার ধৃষ্টতার অমার্জ্জনীয় অপরাধের দণ্ড না দিয়া বঙ্গজ সমাজের 'বল্লালসেন' মহাশয় কেমনে থাকিতে পারেন? পক্ষান্তরে সারদা বাবুও ঐ গুহ সরকারগণের সহিত নানা ভাবে জড়িত; তাঁহারা ভিন্ন সমাজ ভুক্ত হইলেও পরস্পর বেশ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ; কাজেই গুহ চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহাশয় গুহ সরকারগণকে অপদস্থ ও অবমানিত করিতে না পারিয়া সারদা বাবুর মাতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া দিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন।

কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ ছিল। সারদা বাবু এই ব্যাপারে কে আসিবেন না আসিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া নিমন্ত্রণ সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং শ্রীপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের স্বজাতি ও ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের দিন দেখা গেল প্রায় সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করিলেন। ব্যাপার বুঝিয়া গীষ্পতি বাবুর সদলস্থ কায়স্থগণ পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে যোগ দিলেন। তাঁর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণাই আট শত চৌদ্দ টাকা দেওয়া হয়।

পর দিন নিয়ম ভঙ্গের দিন স্বজাতি ভোজনে শুধু কাব্যতীর্থ গীষ্পতি বাবু ও

তাঁহার এক মাতুল ব্যতীত শ্রীপুরস্থ শতাধিক ঘরের কায়স্থ প্রতিনিধি অন্নভোজন করেন। পূর্ব্বেই এই অবস্থা জানিতে পারিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয় ক্ষুণ্ণমনে বেলা ১১ টার গাড়ীতে কলিকাতা রওনা হইলেন।

কায়স্থ-পিতা শ্রীচিত্রগুপ্তের আশীর্ব্বাদে শ্রীপুরের উপবীত বিদ্বেষিগণের উদ্যোগ আয়োজন এই ভাবে পণ্ড হইয়াছিল।

এই শ্রাদ্ধে মহামহোপাধ্যায় "ভারত-বিদ্যা-সম্রাট" কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পদধূলি পড়িয়াছিল। তাঁহার সহিত কেহ কেহ গীষ্পতি বাবুর প্রচারিত "মৌলিকজাতির" কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন কায়স্থ ক্ষত্রিয়, গীষ্পতি তো একটা পাগল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুহ সরকার বর্ম্মা
(শ্রীপুর)

(খ)

আড়বেলিয়াতে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তথাকার শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বসু মহাশয় ঐরূপ গণ্ডগোল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনিও এখানকার একজন ঐ মৌলিক জাতি বিমিশ্রধর্ম্মী-পন্থী। তিনি ভাবিয়াছিলেন এ সমাজে বুঝি তিনি একজন সমাজপতি! শ্রাদ্ধকর্ত্তারা কিন্তু উপবীতী ও অনুপবীতী সকল কায়স্থকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

কায়স্থ ভোজনের সময় হরিগোপাল বাবু বলেন এখানে যখন উপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থ রহিয়াছেন তখন ভোজনের পংক্তি স্বতন্ত্র করা উচিত। পূর্ব্ব হইতেই তিনি অনেকেরই সহিত এবিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই আলোচনায় তিনি সম্ভবতঃ বুঝিয়াছিলেন যে গ্রামবাসী অনেকেই তাঁহার পক্ষে মত দিবেন কারণ আড়বেলিয়াতে সকলেই অনুপবীতী মাত্র এক ঘরে পৈতা আছে; এবং সেই পৈতাধারী জিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বসিরহাটে ওকালতী করেন। এবং তাহার অনুজ ও তনুজগণ দেশে খুব কমই আসেন।

প্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরি মহাশয় ভোজের সময় হরিগোপাল বাবুর কথা উত্থাপন করিয়া কাহারা জিতেন বাবুকে লইয়া খাইতে চান, আর কাহারা চান না, তাহা জানিতে চাহিলে দেখা গেল সমাগত গ্রামস্থ সকল কায়স্থসন্তান জিতেন বাবুকে মাঝে রাখিয়া আহারে বসিয়া গেলেন; তখন সকলে মিলিয়া হরিগোপাল বাবুকে স্বতন্ত্র পাতা করিয়া দিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র বর্ম্মা বি, এস, সি।
(আড়বেলিয়া)

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ

(১)

ফরিদপুর-জেলান্তর্গত আর্য্য-দত্তপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা এম-এ, বি-এল (মুন্সেফ), এবং শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা বি-এল মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের পিতৃদেব ৺রাসবিহারী গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা মহাশয়ের আগুকৃত্য ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া বিগত ২০এ শ্রাবণ মঙ্গলবার সমারোহের সহিত ঢাকা নগরীতে সম্পাদিত হইয়াছে। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রাদ্ধ-সভায় যোগদান করত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

(২)

বিগত ৩১এ আশ্বিন শুক্রবার হরিনাথপুর (পাবনা) নিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, অতিথিপরায়ণ, পরম বৈষ্ণব ৺তারিণীচরণ সরকার বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয়ের পত্নীর আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে।

(৩)

বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ ফরিদপুর জেলান্তর্গত বলরামপুর নিবাসী স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ গুহ বর্ম্মা বক্সী মহাশয়ের পুত্র ৺যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মার আদ্যকৃত্য যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

(৪)

বিগত ১৩ই পৌষ রবিবার রাজসাহী জেলার অন্তঃর্গত নাটোর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যমোহন নন্দী দেব বর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ত্রৈলোক্য বাবু ও তাহার কনিষ্ঠ সহোদর মন্মথ বাবু উভয়ে তাহাদের মাতৃদেবীর স্বর্গ কামনায় বৃষোৎসর্গ সুখাসন প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গোস্বামী প্রভুগণ শুভাগমন করিয়া পদধূলি দানে ত্রৈলোক্য বাবু ও মন্মথ বাবু দ্বয়কে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কেন্দ্রাচার্য্য পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদদ কাব্যরত্ন স্মৃতিরঞ্জন মহাশয় এই শ্রাদ্ধ-কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় শ্রাদ্ধের যাবতীয় কার্য্য বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গোস্বামী প্রভুগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাহাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে দেওয়া হইল। বহরমপুর-সয়দাবাদ নিবাসী আচার্য্য প্রভুর বংশাবতাংস প্রভুপদ শ্রীযুক্ত গোপাল

লাল ঠাকুর গোস্বামী মহাশয় ইনি ত্রৈলোক্য বাবুর ইষ্টদেব। বর্দ্ধমান-কানাই ডাঙ্গা নিবাসী—নিত্যানন্দ বংশাবতাংস প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধারমণ গোস্বামী ভাগবত-রত্ন শ্রীশ্রীরাস পঞ্চাধ্যায় পাঠ কার্য্যে, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন গোস্বামী ভাগবত ভূষণ বিরাট পাঠ কার্য্যে, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন গোস্বামী ভাগবত সিদ্ধান্ত গীতাপাঠ কার্য্যে, বরিশাল-কলমকাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় হোতৃকার্য্যে, কলিকাতা শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন স্মৃতিরঞ্জন সদস্য, রাজসাহী জেলার অন্তঃর্গত বাজার-দিঘার জমীদার শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুরোহিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল চৌধুরী বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য প্রণামী ও পাথেয় দেওয়া হইয়াছিল। শ্রাদ্ধ দিবসে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি প্রায় আড়াই হাজার লোককে নানাবিধ প্রকারে ও মিষ্টান্নের দ্বারায় পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। শ্রাদ্ধ দিবস সন্ধ্যায় সময় পাঁচ ছয় শত দরিদ্র ভিক্ষুককে ৵০ দুই আনা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার অনুজের বিনয় নম্র ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি ত্রৈলোক্য বাবুর মাতৃদেবীর আত্মার সংগতি করুন।

(৫)

বিগত ১৯এ পৌষ আর্য্য-দত্তপাড়া সমাজ (ফরিদপুর) নিবাসী ৺মহিমচন্দ্র গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা মহাশয়ের আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

(৬

বিগত ২৮এ পৌষ সোমবার আর্য্য-দত্তপাড়া সমাজে বঙ্গজ শ্রেণীর কণ্ঠাভরণ বসু বংশীয় ৺গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর আদ্যকৃত্য তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বৈতরণী ও গোদান, হেমগর্ভ তিলদান, ষোড়শদানাদি এবং বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি শ্রাদ্ধাঙ্গকর্ম্ম ও আগু একদিষ্ট দ্বিজোচিত বিধানে যথারীতি বেদমন্ত্রোচ্চারণে, অন্নের পিণ্ডদ্বারা সুচারুরূপে সমাধা হইতে দেখিয়া সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের সার্থকতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি কারয়াছিলেন। উক্ত সমাজের বর্ত্তমান

পুরোহিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী ও তদীয় ভাগিনেয় পাঁচ্চর নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় এবং বৈদিক পুরোহিত প্রাণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ব্রাহ্মণদী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার, মানিকদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ হোতা, তন্ত্রধারক, ব্রহ্ম ইত্যাদি কার্য্যে এবং উপরোক্ত বসু বর্ম্মা মহাশয়দিগের কুলগুরু মেদিনীমণ্ডলের (বিক্রমপুর) বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য (বৈদিক বংশীয় শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সদস্যের কার্য্যে বৃতী ছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ ও অগ্রদানী এবং সমাজ-ইশিবপুর, ব্রাহ্মণদী, বাইসরসী, খাটরা তাড়াইল, ডাঙ্গারপাড়, মানিকদহ, উমেদপুর, সতররসী, দোলকুণ্ডী প্রভৃতি নানা গ্রামের বহু স্বজাতীয় আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, নিজ গ্রামস্থ পুরুষ, মহিলা ও অন্যান্য নানা জাতীয় সহস্রাধিক ব্যক্তি এই শ্রাদ্ধে যোগদান করতঃ পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছেন, এবং সহানুভূতি প্রকাশে কৃতিদ্বয়ের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই দিন অপরাহ্নে ভাঙ্গা আর্য্য কায়স্থ-সভা ও প্রচার সমিতির সম্পাদক স্বজাতি-হিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে কায়স্থ-সভার একটী অধিবেশন হয়, "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং উপনীতগণের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য উপস্থিত সকলকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রাদ্ধ কর্ত্তা বসু বর্ম্মা ভ্রাতৃদ্বয়ের এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর দেব বর্ম্মা মহলানবীশ (উকীল), শ্রীযুক্ত আলোকচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রসিকনাথ ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অবলাকান্ত বসু বর্ম্মা, ও চরব্রাহ্মণদী নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ বর্ম্মা প্রমুখ উদ্যোগিবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই শ্রাদ্ধ যজ্ঞ ও ভোজন ব্যাপার এবং সভার কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে; এজন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত কর্ম্মিবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীহারাণচন্দ্র বসু বর্ম্মা
আর্য্য-দত্তপাড়া

(৭)

বিগত ৩রা ফাল্গুন গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর নিবাসী ৺জয়গোপাল সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের আদ্য-কৃত্য তদীয় পুত্রগণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

এতদুপলক্ষে উপবীতী ও অনুপবীতী বহু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ যোগদান করিয়া আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুরোহিতের কার্য্যে বৃতী ছিলেন।

ক্ষত্রিয়াচারে আদ্যশ্রাদ্ধ

বহরমপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন গুহ বর্ম্মা সরকার মহাশয় লিখিতেছেন,—

জেলা ২৪ পরগণার অধীন বসিরহাট সবডিভিসনের অন্তর্গত পুঁড়া গ্রাম বাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গুহ সরকার মহাশয় বর্ত্তমানে বহরমপুরেই বাস করেন এবং বহরমপুর জজকোর্টে মহাফেজের (Record keeper) কার্য্য করেন। তাঁহার মাতৃদেবীর বিয়োগ হওয়ায়, গত ফাল্গুন মাসে তিনি ত্রয়োদশাহেই তদীয় মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। রমণীবাবু নানা কারণে এযাবত উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন নাই, এবং শ্রীযুক্ত গীষ্পতি বাবুদের মত গ্রহণ করিয়া উপবীতীদের বিরুদ্ধই ছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল ৩০ দিন পরে শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবেন; কিন্তু তিনি অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে পারেন নাই,— শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্যই করিয়াছেন। কায়স্থ সমাজে এখনও যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারাও শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের ন্যায়ানুমোদিত ১২ দিবস অশৌচ প্রতিপালন করিতে বাধ্য। "দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ" ইহা মনুমহারাজেরই নির্দ্দেশ। উপবীত গ্রহণ না করিলেও ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধ হওয়া একান্ত সঙ্গত এবং কায়স্থ মাত্রেরই তাহা করা উচিত*।

বেলেঘাটা হইতে সংবাদ আসিয়াছে :—

দ্বিজ-কায়স্থের মন্দির-প্রতিষ্ঠা

বেলেঘাটা মেন রোড ও তালপুকুর রোডের সংযোগ-স্থলে বেলেঘাটার সরকার মহাশয়দিগের অধিকৃত ভূমিতে বহুকাল হইতে এক শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীর বিগ্রহ আছেন, কিন্তু এযাবৎ এই দেবী-বিগ্রহের কোন মন্দির ছিল না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয়গণের পূজনীয়া মাতৃদেবী তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ কর্ত্তৃক বহু ব্যয়ে সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত এক মন্দির বিগত মাঘ-সংক্রান্তির পুণ্যবাসরে শ্রীশ্রী৺মাতার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। মন্দিরতল ও বিগ্রহ-আসন মর্ম্মরমণ্ডিত হইয়া মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। মন্দির দ্বারের শিরোভাগে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি প্রতিষ্ঠা-পরিচয়-হিসাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে :—

* এই সংখ্যাতে "আচার ও ধর্ম্ম কর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধেও ঐ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। অতঃপর বিস্তারিত শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি প্রদর্শিত হইবে। কা, প, সঃ।

মাতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি বেলিয়াঘাটায়
ত্রিশে মাঘ তেরশত একত্রিশ সালে
দেবগুরু বৃহস্পতি বারে পুণ্য দিনে
ভক্তি-প্রেমাঞ্জলি দান করিয়া পুলকে
দেববর্ম্মা সরকার কায়স্থ দ্বিজাতি
শ্রীসুরেন্দ্র মাতৃনামে উৎসর্গে মন্দির
যথা সিদ্ধেশ্বরী নামে জগৎ-ঈশ্বরী
বসিলেন মহাকালী বরাভয়প্রদা।

এই মন্দির-উৎসর্গ উপলক্ষ্যে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মহাশয়গণকে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাসম্বলিত পত্রদ্বারা আহ্বান করা হয়।

পুত্রের দ্বিতীয় ঘর বায়ু পূর্ণ নিরন্তর
পশুপতিনাথ তাহে রজনীতে পশিলে
অন্তিমপতির বার প্রকাশ পাইলে আর
শীতঋতু হীনতেজ পলাইতে চাহিলে,
পেয়ে কাল পুণ্যময় মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়
সিদ্ধেশ্বরী কালিকার ভবভয়নাশিনী
জীবের মঙ্গল তরে বরাভয় দান করে
শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতা মাতা দুষ্টাসুরদামিনী,
তাই ভূদেবতা পাশে আশীর্ব্বাদ অভিলাষে
কৃতাঞ্জলিপুটে আসি উপনীত হইনু,
ঐ দিন দয়া করে আসি নিজে দীন-ঘরে
কৃতার্থ করুণ মোরে এই আমি যাচিনু
দেববর্ম্মা সরকার সুরেন্দ্র আখ্যাত যার
বিশাল-কায়স্থ-কুলে ক্ষত্রবংশে জনম
বেলিয়াঘাটায় বাস সর্ব্বজনে সুপ্রকাশ
করুণ সম্পূর্ণ সবে এই দেব-করম।

এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সরকার বাটীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুশধ্বজ স্মৃতিরত্ন মহাশয় অধ্যক্ষতা করেন। সরকার-বংশের আবাসবাটী ৬৯, বেলেঘাটা মেন রোডে এই পণ্ডিত-সভার অধিবেশন হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, দিনাজপুর রাজপণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ ও পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য্য প্রমুখ প্রায় শত সংখ্যক পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণাদি যথোপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রচার-পরিষদ্-সংবাদ

কায়স্থাশ্রম।

বীরভুম জিলার সিউড়ী ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দূরে এক নিভৃত অরণ্যে একটী কায়স্থাশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী মহাশয় গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই অরণ্যবাসে থাকিয়া আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। কতিপয় কায়স্থ মহাপ্রাণ আশ্রমের জমি-সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহাদের চিরসংরক্ষিত হব্যবাহন এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া এখান হইতে আশ্রম ও প্রচার কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মাস ত্রয় এখানে হোম-যজ্ঞে শ্রীশ্রীনাম-রামায়ণ-গান ও গীতাপাঠে এই নির্জ্জন বনপ্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কায়স্থ-সন্ন্যাসী প্রতিপালন, কায়স্থ-ব্রহ্মচারিগণকে শাস্ত্রজ্ঞানে ও প্রচার-ব্রতে দীক্ষিত করণ এবং কায়স্থ-আচার্য্য ও পুরোহিত সংগঠন এই আশ্রমের লক্ষ্য।

এই বহুব্যয় সাধ্য আশ্রম-প্রতিষ্ঠা ও প্রচার কার্য্যের স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য কায়স্থ নরনারী মাত্রেরই সাধ্যমত সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

গণপতি উৎসব।

বিগত ১৫ই মাঘ বুধবার শ্রীশ্রীগণেশপূজা দিবসে উক্ত আশ্রমে উক্ত উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যথারীতি মস্যাধার লেখনী পূজা ও মসীজীবী ক্ষত্রিয় দেবতা শ্রীগণেশের অর্চ্চনা হইয়াছিল। কায়স্থ পণ্ডিতগণের সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কায়স্থবালক ও কায়স্থকুমারী ভোজন এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। অগ্নিহোত্রী মহাশয় স্বয়ং এই সর্ব্বসিদ্ধদাতা সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন গণেশের পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীপঞ্চমী।

সিউড়ীর উকিল, বর্দ্ধমান বাহাবপুর নিবাসী, জমিদার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের শ্রীপঞ্চমী উৎসব যথারীতি পূজা, পুষ্পাঞ্জলি হোম সহ সম্পন্ন হইয়াছিল। নগেন্দ্র বাবুর পূজনীয়া জননী শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবী অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের উপদেশ মত স্বহস্তে সরস্বতীমাতার ভোগের অন্ন, খেচরান্ন, ঘৃতান্ন, পরমান্ন ও বিবিধ সাত্ত্বিক ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কায়স্থ বালক-বালিকা ও ছাত্রগণ পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্নিহোত্রী এ পূজা করিয়াছিলেন এবং পবিত্র হোমাগ্নিমুখে কায়স্থমহিলার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন পরমান্নাদি মন্ত্রপূতঃ করিয়া আহুতি প্রদান করেন। কায়স্থ-নরনারী ভোজন করাইয়া উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

মহাশয়াকে এই সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় অদ্যকার সভার সমস্ত বিবরণ বিবৃত্ত করুন। এবং যাহাতে তাঁহাদের এ বিষয়ে সহানুভূতি পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে সভাপতি মহাশয় আন্তরিক চেষ্টা করুন।

প্রস্তাবক—শ্রীনৃত্যগোপাল ঘোষ হাজরা।
সমর্থক—শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন সিংহ বর্ম্মা।
অনুমোদক—শ্রীহরিপদ সিংহ বর্ম্মা।

(স্বাক্ষর) শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ
সভাপতি

ব্রাহ্মণদী (ফরিদপুর) কায়স্থ-সভা

বিগত ২৪এ ফাল্গুন রবিবার ব্রাহ্মণদী গ্রামের শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে কায়স্থ-সভার একটী অধিবেশন হয়। সভাস্থলে স্থানীয় কায়স্থ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীননাথ মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস প্রমুখ এবং ভদ্রকান্দার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা প্রভৃতি স্বজাতির উন্নতিকামী কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের আবশ্যকতা এবং বিলাত প্রত্যাগতের সমাজে ব্যবহার্য্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীননাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মহাশয় মাখন বাবুর বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্থির হইল যত সত্বর হয় এতদাঞ্চলের অনুপবীতী কায়স্থগণের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন এবং দ্বাদশাহ অশৌচ প্রচলন করিতে হইবে। তাহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত করা যায় সেই চেষ্টা করা হউক।

উপনয়ন

বয়ড়াবাড়ী (পাবনা) কেন্দ্র

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে বিগত ১১ই পৌষ শুক্রবার সিরাজগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত বয়ড়াবাড়ী গ্রামে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ সরকার মহাশয়ের আলয়ে একটী কেন্দ্র হইয়া চালুহারা (পাবনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং বারৈখালীর (যশোহর) বিখ্যাত কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় বৈদিক-ভট্টাচার্য্য বংশ-সম্ভূত

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় নিম্নলিখিত ৪৪ জন কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন সংস্কারান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পৃথক্ পৃথক্ দুই ভাগে সংস্কার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। উথলী (পাবনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার তালুকদার এবং স্থলের শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রচারক মহাশয়কে হোতৃ, ব্রহ্মা ও ক্ষত্রিয়াসনে বরণ করা হইয়াছিল।

কেন্দ্রস্থলে গণ্যমান্য বহু কায়স্থ এবং সমাজহিতৈষী কতিপয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। কৃতি শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ সরকার বর্ম্মা মহাশয় সমাগত ব্যক্তিদিগকে বিনীত ব্যবহারে এবং ভূরি ভোজন দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। এই কেন্দ্র সুসম্পন্ন করিতে স্থানীয় স্বজাতিকামী কায়স্থ মহোদয়গণ যথাসাধ্য কষ্ট স্বীকার এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ সরকার বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অভয়গোবিন্দ সরকার বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা বি-এ, এবং বাঁশবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা প্রমুখ মহাশয়গণের নাম ও অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পাল বর্ম্মা মহাশয়ের যুবজনোচিত উৎসাহের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

উপবীতীগণের নাম ধাম :—

পাল—১। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র; ২। নিতাইচরণ; ৩। শশধর; ৪। পূর্ণচন্দ্র; ৫। মাখনলাল; ৬। সুরেন্দ্রনাথ; ৭। দিগেন্দ্রনাথ; সরকার—৮। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র; ৯। বিজয়গোবিন্দ; ১০। নিবারণচন্দ্র; ১১। মাখনলাল; ১২। কৃষ্ণগোবিন্দ; ১৩। অভয়গোবিন্দ; ১৪। মতিলাল; ১৫। চন্দ্রশেখর; ১৬। বিপিনচন্দ্র; ১৭। বিধুভূষণ; ১৮। সুরেশচন্দ্র; ১৯। আশুতোষ; ২০। প্রাণতোষ; ২১। ব্রজেন্দ্রলাল; ২২। মুকুন্দলাল; ২৩। দুর্গানাথ; ২৪। তারানাথ; ২৫। হৃদয়নাথ; ২৬। নিশিকান্ত; দাস—২৭। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন; ২৮। দেবেন্দ্রনাথ, বি-এ; ২৯। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল; ৩০। বসন্তকুমার; ৩১। হেমন্তকুমার; রাহা—৩২। শ্রীযুক্ত মধুসূদন; ৩৩। উপেন্দ্রনাথ; কুণ্ড—৩৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র; ৩৫। খগেন্দ্রনাথ; দত্ত—৩৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ; ৩৭। মধুসূদন; ঘোষ—৩৮। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ; নন্দী—৩৯। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র; (বয়ড়াবাড়ী) গুহ—৪০। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র;

৺রায় বিনোদবিহারী বসু।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রাণ, কায়স্থ জাতির অকৃত্রিম সুহৃদ, কায়স্থ-কুল-তিলক পূজনীয় রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের আত্মার তৃপ্ত্যর্থে "প্রচার-পরিষদ্"-ভবনে ত্রয়োদশ দিবস হইতে সপ্তাহকাল অগ্নিহোত্রী মহাশয় গীতাপাঠে শ্রীশ্রীনাম-রামায়ণ-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতঃপর বসুজ-ভবনে (যে গৃহে তিনি পাঞ্চভৌতিক নশ্বর তনু ত্যাগ করেন) অগ্নিহোত্রী মহাশয় নারায়ণ পূজা, অষ্টাদশাধ্যায়িনী গীতা পাঠ ও তারকব্রহ্ম-নাম-রামায়ণ গান করেন। পর দিন তাঁহার উপদেশ-মত ৺বিনোদ বাবুর প্রিয় নানাবিধ ফলমূল সরবৎ মিষ্টান্ন ভক্ষ্য-ভোজ্য এবং বাটীর মহিলাবৃন্দের স্বহস্ত-প্রস্তুত নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন পায়স-মিষ্টান্ন লুচি প্রভৃতি অগ্নিকুণ্ড বেষ্টন করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হয়। যথারীতি অগ্নি-নারায়ণের পূজা ও আহুতি প্রদান করিয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয় ৺বিনোদ বাবুর প্রিয় খাদ্যগুলি যাহা যে ভাবে যে পাত্রে তিনি গ্রহণ করিতেন, সেই ভাবে একে একে, প্রথমে ফলমূল সরবৎ এবং পরে অন্ন ব্যঞ্জন পরমান্ন লুচি সন্দেশ দধি প্রভৃতি ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া মন্ত্র-আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্নিমুখে অর্পণ করেন। সুরভি কুসুম-সৌরভে, ও ধূপধুনা কর্পূর চন্দনের গন্ধে সেই স্থান আমোদিত, শ্রুতিমধুর মন্ত্র-নিনাদে মুখরিত এবং ঘনায়াত যজ্ঞীয় ধূমে পরিপূরিত হইয়াছিল। বেলা ১০ টা হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত সকলের তৃপ্তিপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক অনর্থক আড়ম্বর-বিহীন এই "পিতৃ-যজ্ঞ" চলিয়াছিল। ৺বসু মহাশয়ের পুত্র নাই; পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী তাঁহার সে অভাব পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

৺হরিচরণ মিত্র।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে তাঁহার "বিশ্বকোষ কুটীরে" তদীয় স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র ৺হরিচরণের আত্মার কল্যাণার্থ ও তাঁহার অভাগিনী জননীর শান্তনার জন্য অগ্নিহোত্রী মহাশয় একদিন গীতা পাঠ করিয়াছিলেন।

পূজা-হোম।

গ্রে-ষ্ট্রীট্-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে তাঁহার সঙ্কল্পিত শ্রীনারায়ণের তুলসী-দান ও চণ্ডী-হোম তাঁহার একান্ত আগ্রহে অগ্নিহোত্রী মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ বসু বর্ম্মা (প্রচার-পরিষৎ)

শোক-সংবাদ।

অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কায়স্থ-কুলভূষণ যন্ত্রসঙ্গীতাচার্য্য দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় ২৯এ চৈত্র, রবিবার মধ্যাহ্নে পরলোকগমন করিয়াছেন, আগামী সংখ্যায় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয়-কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইবে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির

৩য় অধিবেশন

২২এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১ (ইং ৭ই ডিসেম্বর—১৯২৪) রবিবার

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

স্থান—৬৭ বি, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ভবন

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি, এল	" মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল	" মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম, এ
" গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন	" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বেদান্তচিন্তামণি
" নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বার-এট-ল	" রসিকলাল দেব বর্ম্মা
" রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা, বি-এ এফ, এস, এস	" কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই,সি,এস,সি,আই, ই } সম্পাদক
" হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম, এ	" কিরণচন্দ্র দত্ত } সম্পাদক
	" মাখনলাল ধরবর্ম্মা, (প্রচারক)

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা রায় (দিনাজপুর) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি (কলিকাতা) শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা (বলতৈড়, দিনাজপুর) মহাশয়গণ অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহানুভূতি সূচক পত্র লিখিয়াছেন সভারম্ভে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন।

১ম প্রস্তাব—শোক প্রকাশ—ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এম, ডি মহোদয়ের পরলোক গমনে—কায়স্থ-কুলোজ্জ্বল ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এম, ডি মহোদয়ের তিরোধানে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যবৃন্দ বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করিলেন এবং নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

কায়স্থ-কুল-গৌরব ক্ষাত্র মহিমা পুনরুদ্ধার প্রয়াসী, বাঙ্গালী সেনাদল প্রবর্ত্তক Organiser of Bengalee Regiment স্বজাতি ও স্বদেশবাসীর মুখোজ্জ্বল ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এম, ডি মহোদয় স্বজন স্বজাতি ও দেশ-

বাসীকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করায় তাঁহার গৌরবান্বিত স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন, ও তদীয় আত্মীয়গণের শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

পণ্ডিত প্রবর আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয়ের পরলোক গমনে কায়স্থ জাতির পরম হিতৈষী সুহৃদ্ পণ্ডিতবর আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয়ের আকস্মিক বিয়োগে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করিলেন এবং সমবেত সভ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইল :—

কায়স্থ জাতির ও সভার পরম হিতৈষী সুহৃদ্, ব্রাহ্মণ-কুলোজ্জ্বল, নানা সদ্গুণের আধার শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা-পদ্ধতি প্রণেতা ও যজুঃসংস্কার পদ্ধতির অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিতবর আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয় তাঁহার স্বজন ও কায়স্থ জাতিকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া অকালে পরলোক গমন করায় তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তি কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন, এবং তদীয় আত্মীয়গণের শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

স্থির হইল উপরোক্ত মহাত্মাদিগের উদ্দেশে সভার এই শোক-প্রকাশ-সংবাদ তদীয় পরিবারবর্গের প্রতিনিধিগণকে প্রেরণ করা হউক।

২য় প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পঠিত ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে পর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়কে তাঁহার ভ্রাতার উদ্দেশে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত শোক প্রস্তাব প্রাপ্তির উত্তরে লিখিত পত্রখানি লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে উপস্থাপিত করিলেন—ঐ পত্রখানি পাঠান্তে স্থির হইল যে, উহা কার্য্য বিবরণী মধ্যে ছাপান হউক।

শ্রীশ্রীহরি

কলিকাতা
৭৬।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
৩রা কার্ত্তিক ১৩৩১।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের সমবেদনা মূলক প্রস্তাব সহ মহাশয়ের মর্ম্মস্পর্শী সহানুভূতি সূচক পত্রের উত্তর শারীরিক

অসুস্থতা ও মানসিক তেজহীনতার জন্য যথাসময়ে দিতে পারি নাই, এই হেতু বারম্বার আপনাদের সভায় সহৃদয় সভ্যগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আমার স্বর্গগত অগ্রজ মহাশয় স্থাপন কাল হইতে কায়স্থ সভাকে প্রাণাধিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা ও দৈব বিড়ম্বনায় শোকে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া নিরুৎসাহ হইলেও মনে প্রাণে সর্ব্বদাই কায়স্থ সভার মঙ্গল কামনা করিতেন এবং কায়স্থ সভার সর্ব্ববিধ প্রস্তাবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। গত বৎসরেও আমাদের বাটীতে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে তিনি দুর্ব্বল শরীরেও সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া ও সভাগত গণ্যমান্য সভ্যগণের সহিত আলাপ করিয়া মহানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

সভার হিতৈষী ভূয়োদৃষ্টি সম্পন্ন সভ্যগণ তাঁহার অতীত কার্য্য-কলাপ স্মরণ করিয়া তাঁহার বিয়োগে ব্যথিত হইয়া সমস্বরে যে গৃহীত প্রস্তাব আমাকে জানাইয়াছেন, তাহার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সভার কোন একটী অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া যে আপনাদের এই উদার সহানুভূতির যথাযোগ্য উত্তর ও ধন্যবাদ দিব এ আশা আমার সুদূর পরাহত; কারণ স্থবিরতা, দৌর্ব্বল্য ও বিহ্বলতা আমাকে সত্বরে অগ্রজের সেবা করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে।

আপনাদের সমবেদনা সূচক পত্রখানি স্বর্গীয় অগ্রজের, পৌত্রদিগকে আবহ-কাল যত্ন পূর্ব্বক সংরক্ষণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতে উপদেশ দিলাম। মহাশয় অতঃপর সভার সভ্যগণকে আমার এই ধন্যবাদ পত্রখানি জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ করিবেন ইতি—

বশংবদ
(স্বাক্ষর) শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত

পুনশ্চ :—প্রেরিত কায়স্থ পত্রিকার সোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর সুলিখিত জীবন চরিত পাঠে হৃদয়ে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করিলাম ও গৌরবে বুক ভরিয়া উঠিল।

৩য় প্রস্তাব—আয়-ব্যয় প্রদর্শন—আয়-ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক আষাঢ় মাসের ২০শে হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত পরীক্ষিত আয়-ব্যয় বিবরণ প্রদর্শিত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব—গয়া ক্ষেত্রস্থ "নিখিল ভারতীয় কায়স্থ-সম্মেলনের" পত্রের আলোচনা—এই পত্র আলোচিত হইয়া স্থির হইল, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা হইতে "নিখিল ভারতীয় কায়স্থ সম্মেলনে" যোগদান করিবার জন্য নিম্ন লিখিত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হউক :—

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা (কাশী) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম, এ
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বি, এল (গয়া) (কলিকাতা)
„ ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস, বি, এল (কাশী) „ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বার-এট-ল
„ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা (কলিকাতা)
(দিনাজপুর) „ মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী
„ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা (কলিকাতা) (নিমতিতা)
„ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী „ কিরণচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)
(কলিকাতা)

৫ম প্রস্তাব—প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের পত্রালোচনা—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধনে প্রচার সমিতির সভাপতি ও মিলন সমিতির সভ্য হিসাবে কার্য্য করিতে অপারগতা জানাইয়া যে পদত্যাগ পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত হইল এবং তাঁহার অসুস্থতার দরুণ সমিতি অতীব দুঃখের সহিত তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন ; এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা আই, সি, এস সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল প্রচার সমিতির সভাপতি পদে শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি-এল মহাশয়কে ও মিলন সমিতির সভ্যপদে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করা হউক।

বিবিধ—(ক) পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্মা মহাশয় প্রচার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত প্রচার পরিষদের কার্য্য বিবরণী কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশ করার প্রস্তাব মতামতের জন্য উপস্থাপিত করিলে এ সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল মহাশয় নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম, এ মহাশয় উহা সমর্থন করেন :—

সরলবাবুর প্রেরিত প্রচার পরিষদের কার্য্য বিবরণী সম্পাদক মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে কায়স্থ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে, কিন্তু শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা সম্পাদক মহাশয় প্রমুখ কয়েকজন এই কার্য্য বিবরণী মুদ্রণ বিষয়ে অমত প্রকাশ

করেন ; তৎপর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় নিম্ন লিখিত সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম, এ, মহাশয় ঐ সংশোধিত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সরলবাবুর প্রেরিত প্রচার পরিষদের কার্য্য বিবরণীর সংক্ষিপ্ত সার (Synopsis) পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে মুদ্রিত হইবে। পরে অধিকাংশের মতানুসারে অমৃত বাবুর মূল প্রস্তাবটীই গৃহীত হইল।

(খ) সভার নিয়মাবলী মুদ্রণ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়া স্থির হইল ঐ সম্বন্ধে যথা বিহিত কার্য্য করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়দ্বয়ের উপর ভার দেওয়া হউক।

(গ) প্রচার সমিতি ও পত্রিকা পরিচালন সমিতি সম্বন্ধে সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন—স্থির হইল উক্ত পত্র ঐ ঐ সমিতিতে দেওয়া হউক এবং ঐ ঐ সমিতির সম্পাদক মহাশয়দ্বয়কে যথা সম্ভব সত্বর সমিতি আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ জানান হউক।

(ঘ) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চাকী বর্ম্মা মহাশয়ের "গুহ" উপাধি গ্রহণ সম্বন্ধে সভায় এক অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা মহাশয় উক্ত অভিযোগ সম্বন্ধে গণেশবাবু কি বলিতে চাহেন তাহা জানিবার জন্য লেখেন ; গণেশবাবু তাহার পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা মহাশয় জানাইলেন বঙ্গজ "গুহ" উপাধির পরিবর্ত্তে বারেন্দ্র চাকি উপাধি ব্যবহারে কোন দোষ নাই কেননা বারেন্দ্র সমাজের চাকি বঙ্গজ সমাজের গুহ একই বংশ। তৎপরে স্থির হইল ঐ পত্র নথিভুক্ত করা হউক।

(ঙ) ডাঃ গৌরের বিল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বেদান্তচিন্তামণি মহাশয় কয়েকটী প্রস্তাব কায়স্থ সভায় উপস্থাপিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় স্থির হইল পরবর্ত্তী অধিবেশনে যথা সম্ভব সত্বর সভা আহ্বান করিয়া ঐ প্রস্তাবের আলোচনা করা হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (স্বাক্ষর) শ্রীঅমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা
সম্পাদক ৫।১০।৩১ সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির

৪র্থ অধিবেশন।

৫ই মাঘ, ১৩৩১, (ইং ১৮ই জানুয়ারী, ১৯২৫) রবিবার

অপরাহ্ন, ৫ ঘটিকা—

স্থান, ৬৭ বি রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ ভবন।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা, বি-এ, এফ, এস-এস
(সভাপতির আসনে)

„ বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা
„ গণপতি সরকার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন
„ রাজেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি-এল
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল
„ বিজয়নাথ সরকার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

অদ্যকার সভায় সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত কিরণ-চন্দ্র দত্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা, বি-এ, এফ, এস, এস, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য মনোনয়ন :—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহা-শয়ের সমর্থনে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে নিম্ন লিখিত ভদ্র মহোদয়গণ সভ্য মনোনীত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার, জমিদার (রাজসাহী)
২। „ হরিদাস মজুমদার, (রামপুর হাট)

৩। শ্রীযুক্ত ছক্কণলাল সরকার, আমলা জোড়া (বর্দ্ধমান)
৪। „ গোপেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ, সেওরাফুলী, (হুগলী)
৫। „ নীরোদকালী রায় চৌধুরী, টাকী
৬। „ নির্ম্মলকুমার রায় চৌধুরী, টাকী
৭। „ যামিনীনাথ বর্ম্মা রায় চৌধুরী জমিদার
কাগমারী (ময়মনসিংহ)

৩য় প্রস্তাব—প্রচার-সমিতি ও পত্রিকা পরিচালন সমিতির কার্য্য-বিবরণী ঠিত হইল।

বিবিধ (ক) পাংশা (ফরিদপুর) হইতে কতিপয় ভদ্রলোক কায়স্থ-ধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার সাংখ্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়কে কায়স্থ-সভা হইতে াহায্য দানের জন্য যে অনুরোধ পত্র লিখিয়াছেন, উহা পঠিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে ায়স্থ-সভার কতিপয় হিতৈষী ব্যক্তি সাংখ্যতীর্থ মহাশয় কায়স্থোপনয়ন বিরোধী লিয়া কায়স্থ-সভার গোচরে অভিযোগ আনায় আলোচনান্তে স্থির হইল, নিম্ন লিখিত বিষয় সমূহের উত্তর সাংখ্যতীর্থ মহাশয় স্বয়ং কায়স্থ-সভায় জানাইলে, রে সাহায্য দানের বিষয় বিবেচিত হইবে।

(১) তিনি উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা ?
(২) বর্ত্তমানে তাঁহার যজ্ঞোপবীত আছে কিনা ?
(৩) তিনি কায়স্থ বালকদের বেদ অধ্যয়ন করান কিনা ?

(খ) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ, মিলন সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে বিগত ৫ই আশ্বিন তারিখে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, ঐ প্রস্তাব বঙ্গীয় কায়স্থ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বি, এল মহাশয়কে পাঠান হইয়াছিল। তদালোচনান্তে সমাজের কার্য্য পরি-চালন সমিতিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ঐ প্রস্তাব বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বর্ত্তমান অধিবেশনের আমন্ত্রণ-পত্র বাহির হইয়া াইবার পর পৌছায় উহা কার্য্য সূচী মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই। ঐ বিষয় ম্বন্ধে আলোচনান্তে নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

"বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ" বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, াহা বিশেষ সুখের বিষয় এজন্য আনন্দ প্রকাশ করা হউক। আরও আলোচিত ইয়া স্থির হইল, উভয় সভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের প্রথম মিলন সভায় ে যে বিষয় আলোচিত হইবে তাহা ঐ মিলিত সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ নির্দ্ধারিত ঐ মিলন সভার আলোচ্য বিষয় গুলি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। উভয় সভায় মিলন সমিতির প্রথম অধিবেশন স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের স্যর উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত
সভাপতি

BLANK PAGE(S)